শ্রীমদ্ভাগবতম্

পঞ্চম স্কন্ধঃ

শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-প্রণীতম্

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ)
ঈশোদ্যান
পোঃ- শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস-সংহিতাখ্যং সাত্বতসংহিতেত্যপরনামধেয়ম্

শ্রীমদ্ভাগবতম্

পঞ্চমস্কন্ধমাত্রম্

শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-প্রণীতম্

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যচিদ্বিলাস-

প্রভুপাদ-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামী-ঠক্কুরেণ বিরচিতেন

বিবিধসূচীপত্র-কথাসার-সংস্কৃতান্বয়-গৌড়ীয়ভাষ্যানুবাদ-তথ্য-

বিবৃত্যাত্মক-গৌড়ীয়-ভাষ্যেণ, শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদকৃত-

তাৎপর্য্যেণ, শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃত-

সারার্থদর্শিন্যাখ্য-টীকয়া

তথা

শ্রীবৃন্দাবন-বাস্তব্যস্য শ্রীল বিনোদ-বিহারী-গোস্বামিনঃ কনিষ্ঠাত্মজেন শিষ্যেণ

শ্রীবিজন-বিহারী-গোস্বামি-এম্-এ-কাব্য-ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শন-বেদান্ততীর্থ-

ভাগবত-শাস্ত্রিণা কৃতেন সারার্থদর্শিনী-টীকায়াঃ বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানস্য প্রতিষ্ঠাতা ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িতমাধব-গোস্বামি-মহারাজ-

বিষ্ণুপাদস্য অধস্তনেন বর্ত্তমানাচার্য্যেণ

ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভতীর্থ-মহারাজেন সম্পাদিতম্

প্রথম-সংস্করণম্

৫১১ শ্রীগৌরাব্দে

নদীয়া, শ্রীধামমায়াপুর, ঈশোদ্যানস্থিত "শ্রীচৈতনাবাণী"-ইত্যাখ্য-মুদ্রাযন্ত্রে ত্রিদণ্ডিস্বামি-

শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি-পরিব্রাজক-মহারাজেন মুদ্রিতং প্রকাশিতঞ্চ

শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক-যাত্রা

২৯ নারায়ণ, ৫১১ শ্রীগৌরাব্দ
২৭ পৌষ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ
১২ জানুয়ারী ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দ

—প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩
জেলা—নদীয়া
(পশ্চিমবঙ্গ)

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা-৭০০০২৬

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১
জেলা—মথুরা (উত্তর প্রদেশ)

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
গ্র্যাণ্ড রোড
পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পল্টন বাজার
পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম)

৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
শ্রীজগন্নাথ মন্দির
পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা)

বিজ্ঞপ্তি

'শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥'

—ভাগবত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় ভক্তগণের বোধসৌকর্য্যার্থে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের সংস্কৃত টীকার বঙ্গানুবাদসহ শ্রীমদ্ভাগবতের অভিনব সংস্করণের প্রথম স্কন্ধ, দ্বিতীয় স্কন্ধ, তৃতীয় স্কন্ধ, চতুর্থ স্কন্ধ, বিভিন্ন শুভতিথিকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। ভক্তগণ জানিয়া উল্লসিত হইবেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজের নিষ্কপট সেবা-প্রচেষ্টায় পুনঃ স্বল্প সময়ের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চমস্কন্ধও শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেকযাত্রা শুভবাসরে প্রকটিত হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চম স্কন্ধের পূর্ণানুকূল্য সংগ্রহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিয়া বৈষ্ণবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। আশা করি শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান্য স্কন্ধসমূহও ক্রমশঃ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন।

শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক-যাত্রা
২৯ নারায়ণ, ৫১১ শ্রীগৌরাব্দ
২৭ পৌষ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ
১২ জানুয়ারী, ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দ

বৈষ্ণবদাসানুদাস
ভক্তিবল্লভ তীর্থ

সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
'প্রেম-রূপ ভাগবত' চারিবেদে কয় ॥
চারি বেদ–'দধি', ভাগবত–'নবনীত'।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত ॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য, ২১।১৫, ১৬

প্রেমময় ভাগবত–শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণরঙ্গ ॥
ভাগবত-পুস্তকো থাকয়ে যা'র ঘরে।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় যথাকারে ॥
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত-পঠন-শ্রবণ ভক্তিময় ॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৩।৫১৬, ৫৩০-৫৩১

কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২৫।১৪৩

পঞ্চম-স্কন্ধের অধ্যায়-বিবরণ

পঞ্চম-স্কন্ধের অধ্যায়-সূচী

পঞ্চম-স্কন্ধের কথাসার

স্বায়ম্ভুব মনুর দ্বিতীয় পুত্র প্রিয়ব্রতের বংশ বর্ণিত হইতেছে। মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রিয়ব্রতের প্রথমে জ্ঞান-নিষ্ঠা, পরে বিষয়ভোগ ও অবশেষে মোক্ষপ্রাপ্তি শ্রবণ করিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ভগবদ্ভক্তগণের কিরূপে বিষয়াসক্তি হইতে পারে? শ্রীশুকদেব তদুত্তরে বলিলেন যে, ভগবদ্ভক্তি অপ্রতিহতা। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির গৃহস্থাশ্রম কোনই অনিষ্ট করিতে পারে না। অজিতেন্দ্রিয়গণ বনে গমন করিলেও তাহাদের সংসার বাসনার নিবৃত্তি হয় না। মনু বনে গমন করিলে প্রিয়ব্রত ব্রহ্মার আদেশে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দশটী পুত্র ও একটী কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার রথাগ্র-চক্র হইতেই সপ্তদ্বীপ ও তাহার পরিখাস্বরূপ সপ্ত সমুদ্রের উৎপত্তি হয়। তাঁহার তিন পুত্র চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিলে অবশিষ্ট সাত পুত্র সাতটী দ্বীপের অধীশ্বর হইলেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত তিন পুত্র মন্বন্তরাধিপতি।

মহারাজ প্রিয়ব্রত নারদোপদেশে পরমার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার পুত্র আগ্নীধ্র রাজপদে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি পুত্র কামনা করিয়া তপস্যা করিলে ব্রহ্মা তাঁহার নিকট 'পূর্ব্বচিত্তি' নাম্নী অপ্সরাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই অপ্সরার গর্ভে আগ্নীধ্র নয়টী পুত্র উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে নববর্ষের অধিপতি করিয়াছিলেন। আগ্নীধ্র ভোগে অতৃপ্ত হইয়া সর্ব্বদা ঐ অপ্সরার চিন্তা করিতেন বলিয়া মৃত্যুর পর তাঁহার অপ্সরালোকে গতি হয়।

তৎপুত্র নাভি পুত্রকামনা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা যজ্ঞেশ্বর হরির আরাধনা করিলে ভগবান্ নিজ অংশে নাভির পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইলেন। রূপে ও গুণে তাঁহার তুল্য কেহ ছিল না বলিয়া তাঁহার নাম 'ঋষভ'। তিনি লোক-শিক্ষার্থ গুরুকুলে বাস করিলেন এবং গুরুর আজ্ঞায় সমাবর্ত্তন করিয়া ইন্দ্রদত্ত জয়ন্তী নাম্নী কন্যার গর্ভে একশত পুত্র উৎপাদন করিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরত এবং অবশিষ্টের মধ্যে নয়জন মহাভাগবত। 'বিষ্ঠাভোজী শূকরগণও বিষয়ভোগ করিয়া থাকে, মনুষ্যগণের তাহাই কর্ত্তব্য নয়। সর্ব্বভূতহিতে রত, দেহগেহাদিতে আসক্তি-শূন্য মহৎ সেবাদ্বারা মুক্তি এবং যোষিৎসঙ্গে সংসারবন্ধন হইয়া থাকে।' যাঁহারা ভক্তিমার্গ উপদেশ করিয়া সংসার হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা না করেন, তাঁহারা পিতা, মাতা, দেবতা, গুরু বা স্বজনপদবাচ্য হইতে পারেন না। পরমহংস গুরুদেবে ও ভগবানে ভক্তি, দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা, সর্ব্বত্র সমদর্শন, কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা, দেহগেহাদিতে আসক্তি-শূন্যতা ও বৃথা বাক্যালাপ বর্জ্জনে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্ম্মবীজ অবিদ্যা বিনষ্ট হয়। মনই জীবকে কামক্রোধের দাস করিয়া দেয়। ভক্তি সুদুর্লভা। যিনি মুক্তি-সিদ্ধ্যাদি বাসনা ত্যাগ করিয়া ভক্তিমাত্র বাসনা করেন, ভগবান্ তাঁহাকেই ভক্তি দান করিয়া থাকেন। তাঁহার পারমহংস্যলীলা শ্রবণ করিয়া জৈনরাজা অর্হৎ তাহা শিক্ষা করিয়াছিল, পরে দৈবী-মায়া-প্রেরিত হইয়া পাষণ্ড ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। তিনি দাবানলে দেহত্যাগ করিয়া যোগিগণকে দেহত্যাগের প্রকার শিখাইয়াছিলেন।

ঋষভদেবের অভিপ্রায়ানুসারে ভরত রাজ্যগ্রহণ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির প্রীতি উৎপাদন করায় তাঁহার অন্তর মলমুক্ত হইয়া বাসুদেবে দৃঢ়ভক্তি-বিশিষ্ট হইল। রাজ্যভোগাদি প্রারব্ধ কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে তিনি পুলহাশ্রমে প্রস্থান করিয়া বিষ্ণুর আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন।

একদিন নদীতে স্নানান্তর প্রণব জপ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, একটী গর্ভপূর্ণা হরিণী জলপান করিতেছিল, হঠাৎ সিংহ-গর্জন শ্রবণে ভয়-বিহ্বলা হইয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক পরপারে গমন করিলে তাহার গর্ভস্থ শিশু জলে নিপতিত হইল এবং হরিণী তীরে পড়িয়াই প্রাণত্যাগ করিল। মহারাজ দয়াপরবশ হইয়া ঐ মাতৃহারা শিশুকে নিজ আশ্রমে আনয়নপূর্ব্বক লালনপালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ঐ শিশুর প্রতি অত্যাসক্তিবশতঃ সাধন-ভজন ত্যাগ করিয়া তাহার সেবাতেই সম্পূর্ণরূপে রত হইলেন। অকস্মাৎ একদিন ঐ মৃগশিশুর অদর্শনে 'হা মৃগ' 'হা মৃগ' করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে

মৃগ-চিন্তার ফলে পরজন্মে মৃগত্ব প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু পূর্ব্ব সুকৃতি বলে পূর্ব্বস্মৃতি বিনষ্ট হইল না। আত্মকৃত বিকর্ম্মের জন্য বিলাপ করিতে করিতে মৃগ-মাতাকে ত্যাগ করিয়া সদা হরিনাম-মুখরিত পুলস্ত্যাশ্রমে প্রস্থান করিলেন এবং কর্ম্মক্ষয়ে মৃগদেহ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বগুণসম্পন্ন জনৈক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম-গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ হওয়ায় পাছে সঙ্গদোষে আবার অধঃপতন ঘটে, এইভয়ে লোকচক্ষে জড় ও উন্মত্তবৎ আচরণ করিয়া সর্ব্বদা হরি-চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন এবং ভগবদ্বিমুখগণের সঙ্গে মিশিতেন না। তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ জ্ঞানে লোকে তাঁহার সহিত অন্যায় ব্যবহার করিলেও তিনি কখনও তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। পিতার মৃত্যুর পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে কদর্য্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন এবং কদর্য্য ভোজ্য প্রদান করিতেন, তাহাতেও তিনি বিচলিত হইতেন না। একদিন শস্য-রক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকাকালে গভীররাত্রে কোন তস্করের অনুচরেরা তাঁহাকে লইয়া গিয়া ভদ্রকালীর সম্মুখে বলি দিতে উদ্যত হইলে দেবী ভগবদ্ ভক্তের প্রতি অত্যাচারে ক্রুদ্ধা হইয়া তস্করগণের সংহার করেন।

প্রতিমার সম্মুখ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে রাজা রহূগণের একজন শিবিকাবাহকের অভাব হওয়ায় রাজ অনুচরগণ দৈবাক্রমে তৎস্থানে উপস্থিত ভরত-কেই তৎকার্য্যে নিযুক্ত করিল। তিনি প্রাণিহত্যাভয়ে সাবধানে পদক্ষেপ করিতেছিলেন; তজ্জন্য অন্যান্য-বাহকগণের সহিত গতি বৈষম্য হইয়া শিবিকা আন্দোলিত হইতেছিল। রাজা রহূগণ তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে ভরত তত্ত্বপূর্ণ বাক্য-দ্বারা রাজা রহূগণের প্রতি অদ্বয়জ্ঞানোপদেশ করিলে রাজা রহূগণের চৈতন্যোদয় হয় এবং তিনি ভরতকে মহাভাগবত জানিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন।

মহর্ষি ভরত রাজার বৈরাগ্য-দৃঢ়তার জন্য ভবা-টবী-বর্ণন করিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া রাজা রহূ-গণ দেহে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিলেন এবং নিজ অপরাধ-জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

রূপকভাবে বর্ণিত ভবাটবী মহারাজ পরীক্ষিতের দুর্ব্বোধ্য হওয়ায় শ্রীশুকদেব তাহার প্রকৃত অর্থ বর্ণন করিলেন। সংসারানুভূতির দ্বার-স্বরূপ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন দস্যুর ন্যায় অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে বিষয়ভোগে লিপ্ত করিয়া ভগবদারাধনারূপ পরমধন অপহরণ করে। কুটুম্বগণ বৃক-শৃগালাদির ন্যায় পুরুষের সযত্নরক্ষিত দ্রব্য অপহরণ করিয়া নিজভোগে ব্যয় করিয়া থাকে। গৃহস্থাশ্রম কর্ম্মক্ষেত্র; তাহাতে কর্ম্ম-বীজ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় না। তাৎকালিক-ইন্দ্রিয়-সুখে প্রমত্ত গৃহাসক্ত ব্যক্তিগণ অসৎ কর্ম্মে রত থাকিয়া ভগবৎপাদপদ্ম বিস্মৃত হয়। কর্ম্মের সাক্ষী-স্বরূপ যে দেবতাগণ বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাহা তাহারা দেখিতে পায় না। তাহারা অসৎসঙ্গে পাষণ্ডমত আশ্রয় করিলে ইহকালে ও পরকালে কষ্ট পায়। অর্থের নিমিত্ত জীবগণ আত্মীয়গণকেও ক্লেশ দিতে ত্রুটী করে না এবং কুটুম্বভরণে ব্যস্ত হইয়া অশান্তিতে কাল যাপন করে।

প্রিয়ব্রতের পৌত্রগণ যে নববর্ষের আধিপত্যলাভ করিয়াছিলেন, ঐ নববর্ষ জম্বুদ্বীপান্তর্গত। তদ্ভিন্ন ভূমণ্ডলে আরও ছয়টী দ্বীপ আছে। জম্বুদ্বীপ দশলক্ষ যোজন বিস্তৃত। জম্বুদ্বীপান্তর্গত প্রত্যেক বর্ষের পরি-মাণ (ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল ব্যতীত) নয় সহস্র যোজন। আটটী সীমানির্দ্দেশক পর্ব্বত-দ্বারা নয়টী বর্ষ বিভক্ত হইয়াছে। বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গা প্রত্যেক বর্ষেই বহু-ধারায় প্রবাহিতা। ভারতবর্ষই কর্ম্মক্ষেত্র, অন্য আট-বর্ষ স্বর্গসুখভোগীদিগের ভোগস্থান। নয়টী বর্ষে শ্রী-হরি নানারূপে বিরাজমান থাকিয়া পূজিত হইতে-ছেন।

ইলাবৃত-বর্ষে বৈষ্ণব-প্রবর শম্ভু পার্ব্বতীসহ শ্রীহরির সঙ্কর্ষণ-মূর্ত্তির উপাসনা করেন। তথায় অন্য পুরুষ গমন করিলে ভবনীশাপে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়।

ভদ্রাশ্ব-বর্ষের অধিপতি ভদ্রশ্রবা ভগবানের হয়-গ্রীব মূর্ত্তির উপাসনা করেন। হরিবর্ষে ভগবান্ নৃসিংহদেব অবস্থান করিতেছে।

কেতুমাল বর্ষে ভগবান্ কামদেব-মূর্ত্তিতে বিরাজ-মান্। রম্যক্-বর্ষে মনু মৎস্যদেবের উপাসনা করিয়া থাকেন।

হিরন্ময়-বর্ষে ভগবান্ কূর্ম্মমূর্ত্তিতে বিরাজমান। উত্তর কুরুবর্ষে শ্রীবরাহদেব কুরুখণ্ডবাসিগণের উপাস্যরূপে অবস্থান করিতেছেন।

কিংপুরুষ বর্ষবাসিগণ ভগবান্ রামচন্দ্রের উপাসনা করিয়া থাকেন।

দেবর্ষি নারদ ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের সহিত পরম-পুরুষ ভগবানের উপাসনা করিতেছেন। এই বর্ষ অন্যান্য বর্ষ অপেক্ষা এমন কি ব্রহ্মলোক অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কারণ ব্রহ্মলোক হইতেও জীবের পুনরাবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, কিন্তু এখানে নিজ বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্মে ভগবান্ বিষ্ণুতে সমর্পণ করিলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহারা ভগবৎ-সেবায় বিরত তাহাদের অবস্থা অতীব শোচনীয়।

প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর প্রত্যেক দ্বীপেই সাতটী করিয়া বর্ষ আছে, সকল দ্বীপই এক একটী সমুদ্র-পরিবেষ্টিত। প্রত্যেক বর্ষেই ভগবান্ বিষ্ণু বিভিন্ন মূর্ত্তিতে পূজিত হইয়া থাকেন।

ভূ ও ভুবলোকের অন্তঃস্থলে সূর্য্যদেব অবস্থিত। ঐ স্থানের পরিমাণ পঞ্চবিংশ কোটী যোজন। সৌর-রথের সংবৎসর-নামক চক্রে কালচক্র প্রতিষ্ঠিত। অনুষ্টুপাদি সাতটী ছন্দ সূর্য্যের অশ্ব। উহারা অরুণ-কর্ত্তৃক নবলক্ষ যোজন পরিমিত যোয়ালিতে যোজিত হইয়া আদিত্যকে বহন করে। আদিত্যদেব নয়-কোটী এক পঞ্চাশত লক্ষ যোজন পরিমিত ভূমণ্ডলে প্রতিক্ষণে দ্বিসহস্রযোজনাধিক স্থান ভ্রমণ করেন।

সূর্য্যমণ্ডলের লক্ষযোজন উপরিভাগে চন্দ্রগ্রহ। উহার প্রত্যেক দুইলক্ষ যোজন উপরিভাগে অন্যান্য গ্রহগণের অবস্থান। গ্রহগণের উপরিভাগে সপ্তর্ষি-মণ্ডল হইতে ত্রয়োদশ লক্ষ যোজনান্তরে বিষ্ণুর পরম পদ। তথায় ইন্দ্র, কশ্যপ, প্রজাপতি, অগ্নি, ধর্ম্ম প্রভৃতিদ্বারা বহু সম্মানিত হইয়া ধ্রুব অবস্থান করিতেছেন। কালচক্রস্থ জ্যোতির্গণ ধ্রুবের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে।

সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডলের অধোদেশে রাহু নামক গ্রহের অবস্থিতি, সূর্য্য ও চন্দ্রের অন্তরালে রাহুর অবস্থিতিই 'গ্রহণ'। ঋজু ও বক্রভাবে উহার অবস্থান ক্রমেই সর্ব্বগ্রাস ও অর্ধগ্রাস হইয়া থাকে, রাহুগ্রহের দশলক্ষ যোজন নিম্নে সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর, যক্ষ ও রক্ষ-গণের বাসস্থান। উহার নিম্নে পৃথিবীর অধোদেশে প্রত্যেক দশ লক্ষ যোজন অন্তরে সপ্তপাতাল বর্ত্তমান। তথায় সূর্য্যালোকের প্রবেশ না থাকিলেও নাগগণের মস্তকস্থ মণির ছটায় অন্ধকার দূরীভূত হয়। অতলে ময়দানবপুত্র বলের বাস, বিতলে হরগৌরীর বাসস্থান আছে। সুতলে মহাভাগবত বলি অবস্থান করিতেছেন। তলাতলে ময়দানব বাস করেন। তন্নিম্নে মহাতল, রসাতল ও পাতালে সর্পগণের আবাস স্থল।

পাতালের মূলদেশে ভগবান্ অনন্তদেব বিরাজমাণ। তাঁহার ফণায় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সর্ষপের ন্যায় অবস্থান করিতেছে, তাঁহার ললাটদেশ হইতেই সংহারকারী রুদ্রের উৎপত্তি, ঐ অনন্তদেব সর্ব্বজীবকে সম্যগ্‌ভাবে আকর্ষণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম সঙ্কর্ষণ। তাঁহারই ঈক্ষণপ্রভাবে প্রকৃতির গুণত্রয় সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনাদি কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, তাঁহার প্রভাবের অন্ত নাই।

প্রকৃতির গুণে আবদ্ধ জীব আপনাকে কর্ত্তা অভিমান করিয়া স্বকৃত কর্ম্মের ফল পরলোকে ভোগ করে। অধার্ম্মিকগণের বিভিন্ন প্রকার নরক ভোগ করিতে হয়, তাহা বিস্তৃতভাবে শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে।
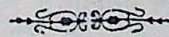
পঞ্চম-স্কন্ধের বিষয়-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

ম

য

র

ল

শ

স

পঞ্চম-স্কন্ধের শ্লোক-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

পঞ্চম-স্কন্ধের পাত্র-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

পঞ্চম-স্কন্ধের স্থান-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভাগবতম্

পঞ্চমস্কন্ধঃ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ—

প্রিয়ব্রতো ভাগবত আত্মারামঃ কথং মুনে।
গৃহেঽরমত যন্মূলঃ কর্ম্মবন্ধঃ পরাভবঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

প্রথম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মহাজ্ঞানি-প্রিয়ব্রতের রাজ্যভোগ এবং পুনরায় তাঁহার জ্ঞাননিষ্ঠা প্রভৃতি অদ্ভুত চরিত্র-কথা বর্ণিত হইয়াছে।

মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রিয়ব্রতের প্রথমে জ্ঞাননিষ্ঠা, পরে রাজ্য-ভোগ এবং তদনন্তর বিষয়াসক্তি পরি-ত্যাগ-পূর্ব্বক মোক্ষলাভ প্রভৃতি বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং যাঁহার পাদ-পদ্মের ছায়ায় বিষয়াসক্তি বিদূরিত হয়, সেই ভগবদ্ভক্তগণের কিরূপে বিষয়ে আসক্তি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে প্রশ্ন করিলেন। তদুত্তরে শ্রীশুক কহিলেন যে, ভগবদ্ভক্তি অপ্রতিহতা, সুতরাং বিঘ্নাদি দ্বারা কোন প্রকারেই বাধাপ্রাপ্ত হয় না। প্রিয়ব্রত মহর্ষি নার-দের কৃপায় আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি প্রথমে অনিত্য রাজ্যভোগাদি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই; কিন্তু ইন্দ্রাদি দেবসেবিত জগদ্-গুরু ব্রহ্মার আদেশে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমগ্র জগৎ ভগবানের অধীন। নাসাবিদ্ধ বলী-বর্দ্দের ন্যায় মায়ার সত্ত্বরজস্তমোগুণময় রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ হইয়া জীব বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম্ম করিতে থাকে। আবার ফলভোগেও জীবের স্বতন্ত্রতা দেখা যায় না, যেহেতু জীব কর্ম্মফলানুসারে ভগবদ্দত্ত শরীর লাভ করিয়া সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বনে গমন করিয়াও সংসারবাসনা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না। ভগবদ্রতিবিশিষ্ট জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির গৃহস্থাশ্রম কোনই অনিষ্ট করিতে পারে না। গৃহস্থাশ্রম ষড়রিপু জয় করিবার দুর্গ-স্বরূপ। ষড়রিপু জিত হইলে গৃহে বা বনে যে কোনও স্থানে অবস্থান করিতে বাধা নাই। ব্রহ্মার আদেশে প্রিয়ব্রত রাজ্যভার গ্রহণ করিলে তাঁহার পিতা মনু বনে গমন করিলেন। প্রিয়ব্রত বিশ্বকর্ম্মা-কন্যা বর্হিষ্মতীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ, সবন, মেধাতিথি, বীতিহোত্র ও কবি নামক দশটী পুত্র এবং উর্জ্জস্বতীনাম্নী একটী কন্যা উৎপাদন করিয়া বহুসহস্রবর্ষ যাবৎ রাজ্যভোগ করিলেন। তাঁহার রথাগ্রচক্র হইতেই সপ্তদ্বীপ ও তাহার পরিখা-স্বরূপ সপ্তসমুদ্রের উৎপত্তি হয়। প্রিয়ব্রতের দশটী পুত্রমধ্যে কবি, মহাবীর ও সবন এই তিনজন চতুর্থা-শ্রম অবলম্বন করিলে অবশিষ্ট সাতটী পুত্রই সপ্ত-দ্বীপের অধীশ্বর হন। প্রিয়ব্রতের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে উত্তম, রৈবত ও তামস নামক তিনটি পুত্রের জন্ম হয়। ইঁহারা মন্বন্তরাধিপতি। পরে শ্রীশুক-দেব মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট নারদোপদেশে প্রিয়ব্রতের পুনরায় মোক্ষলাভাদির বিষয় কীর্ত্তন করেন।

অন্বয়—শ্রীরাজোবাচ,—(হে) মুনে, প্রিয়ব্রতঃ ভাগবতঃ (অতীবভগবৎপরায়ণঃ) (অতঃ) আত্মা-

রামঃ (অতিনির্বৃত্তঃ) (সঃ) কথং গৃহে অরমত (আত্ম-জ্ঞানানন্তরং গৃহাশ্রমে রতঃ বভুব) যন্মূলঃ (যদ্ গৃহং মূলং যস্য তাদৃশঃ) কর্ম্মবন্ধঃ (কর্ম্মণা বন্ধঃ) পরাভবঃ (স্বরূপতিরস্কারঃ যন্মূলঃ ভবতি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—রাজা (পরীক্ষিৎ) কহিলেন,—হে মুনে, প্রিয়ব্রত পরমভাগবত ছিলেন ; অতএব তাঁহার আত্মানন্দেই বিভোর থাকিবার কথা। তিনি আবার কিরূপে গৃহাশ্রমে রত হইলেন ? কারণ গৃহই কর্ম্ম-বন্ধন ও স্বরূপ-বিস্মৃতির মূলকারণ।

বিশ্বনাথ—শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ॥ প্রণম্য শ্রীগুরুং ভূয়ঃ শ্রীকৃষ্ণং করুণার্ণবম্। লোকনাথং জগচ্চক্ষুঃ শ্রীশুকং তমুপাশ্রয়ে ॥ গোপরামাজনপ্রাণপ্রেয়সেতি প্রভূষ্ণবে। তদীয়-প্রিয়দাস্যায় মাং মদীয়মহং দদে॥ ত্রিভিঃ প্রিয়ব্রতাগ্নীধ্রনাভীনাং চরিতং ক্রমাৎ। আর্ষভং ত্রিভিরধ্যায়ৈর্ভরতস্য তথাষ্টভিঃ ॥ গয়োপাখ্যান-মেকেন চতুর্ভির্জম্বুসংজ্ঞিতঃ। দ্বীপো নিরূপ্যতে দ্বীপান্তরশৈলনগাদিকম্॥ একেন জ্যোতিশ্চক্রাদি দ্বাভ্যাং ধ্রুবপদং ততঃ। একেন দ্বাভ্যাং সূর্য্যাধ আশেষস্থানমুচ্যতে ॥ একেন নরকঞ্চৈব পঞ্চমস্কন্ধ-সংগ্রহঃ। তত্র স্থানং তচ্চ দেবাদিভিঃ পালনমুচ্যতে॥ দেবাসুরনরাদীনা-মূর্দ্ধাধো-মধ্যবর্ত্তিনাম্। তত্র তু প্রথমে ব্রহ্মগিরং সম্মানয়ন্ ব্যধাৎ॥ রাজ্যং প্রিয়ব্রতঃ পশ্চাদ্বিরজ্যাবাপ মাধবম্। বংশং প্রিয়ব্রতস্যাপি নিবোধ নৃপসত্তম॥ যো নারদাদাত্মবিদ্যামধিগম্য পুনর্মহীম্। ভুক্ত্বা বিভজ্য পুত্রেভ্য ঐশ্বরং সমগাৎ পদম্॥ ইতি।

পূর্ব্বস্কন্ধান্তে প্রিয়ব্রতস্য প্রথমমাত্মারামত্বং ততো বিষয়ভোগ ইতি শ্রুত্বা বিস্মিতঃ পৃচ্ছতি—প্রিয়ব্রত ইতি। ভাগবত ইত্যাত্মারামত্বেঽপি ভবানিবাতিবিশিষ্ট ইত্যর্থঃ। যন্মূলঃ গৃহাসক্তিহেতুকঃ কর্ম্মবন্ধো ভবতি স চ শুদ্ধঃ শুদ্ধজীবস্য তস্য পরাভবপ্রদত্বাৎ পরাভবঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীগুরুদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া করুণাসিন্ধু সকল লোকের রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকে এবং জগতের চক্ষুঃসদৃশ সেই শ্রীশুক-দেবের সর্ব্বপ্রকারে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি॥

যিনি গোপাঙ্গনাগণের প্রাণকোটি প্রিয়তম, সর্ব্ব-শক্তিমান্ সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের (অথবা তদীয় প্রিয়জনের) দাস্যে আমি আমাকে (অর্থাৎ আমার আমিত্বকে) ও আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতেছি॥

এই পঞ্চম স্কন্ধে প্রথমতঃ যথাক্রমে তিনটি অধ্যায়ে প্রিয়ব্রত, আগ্নীধ্র ও নাভি মহারাজের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। তিনটি অধ্যায়ের দ্বারা ঋষভদেবের এবং আটটি অধ্যায়ে মহারাজ ভরতের চরিত্র বর্ণনা করা হইয়াছে। একটি অধ্যায়ে মহারাজ গয়ের উপাখ্যান এবং চারিটি অধ্যায়ে জম্বুদ্বীপ, তন্মধ্যবর্ত্তী অন্যান্য দ্বীপসমূহ ও শৈল-বৃক্ষাদি বর্ণিত হইয়াছে। একটি অধ্যায়ে জ্যোতিশ্চক্রাদি, তারপর দুইটি অধ্যায়ে ধ্রুবস্থান এবং দুইটি অধ্যায়ে সূর্য্যের নিম্-বর্ত্তী স্থানসকলের নিরূপণ এবং একটি অধ্যায়ে নর-কের বর্ণনা—এই পঞ্চম স্কন্ধের অধ্যায়-সংগ্রহ॥

তন্মধ্যে মহাপুরাণের লক্ষণানুসারে 'স্থান'—এই স্কন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা উর্দ্ধ, অধো ও মধ্য-বর্ত্তী দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণের পালনরূপে বর্ণিত হইয়াছে॥

তন্মধ্যে এই প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মার বাক্যের সম্মাননা করিয়া প্রিয়ব্রত রাজ্য পালন করতঃ পরে নির্ব্বিঘ্ন হইয়া শ্রীমাধবকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—ইহা বর্ণনা করিতেছেন।

"হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! প্রিয়ব্রতেরও বংশ শ্রবণ করুন, যিনি দেবর্ষি নারদের নিকট হইতে আত্মবিদ্যা লাভ করিয়া পুনরায় পৃথিবী ভোগ করতঃ পরে পুত্রদিগের হস্তে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ঈশ্বরপদ লাভ করিয়াছিলেন।" (৪।৩১।২৬-২৭)

পূর্ব্বস্কন্ধের শেষে প্রিয়ব্রতের প্রথমতঃ আত্মা-রামত্ব এবং তৎপর বিষয়ভোগ—ইহা শ্রবণ করায় বিস্মিত হইয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করি-তেছেন—'প্রিয়ব্রতঃ' ইত্যাদি। 'ভাগবতঃ'—তিনি পরম ভাগবত ছিলেন, ইহা বলায় তিনি আত্মারাম হইলেও আপনার ন্যায় অতিশয় বিশিষ্ট ছিলেন—এই অর্থ। 'যন্মূলঃ'—গৃহাসক্তি-বশতঃই জীবের কর্ম্মে বন্ধন হইয়া থাকে, কিন্তু তিনি শুদ্ধ, শুদ্ধজীব তাঁহার পরাভব (অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞানের আবরণ) কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? ইহাই জিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥

ন নূনং মুক্তসঙ্গানাং তাদৃশানাং দ্বিজর্ষভ।
গৃহেষ্বভিনিবেশোঽয়ং পুংসাং ভবিতুমর্হতি ॥ ২ ॥

অন্বয়—(হে) দ্বিজর্ষভ, (দ্বিজশ্রেষ্ঠ মুনে,) তাদৃশানাম (আত্মারামানাং) মুক্তসঙ্গানাং (ত্যক্তবেদাপত্যকলত্রাদ্যভিনিবেশানাম্ অথবা ফলাভিসন্ধিরহিতানাং) পুংসাং (জনানাং) গৃহেষু অয়ম্ অভিনিবেশঃ (অত্যাসক্তিঃ) নূনং (নিশ্চিতমেব) ভবিতুং ন অর্হতি (নৈব সম্ভবতি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ মুনে, তাদৃশ আত্মারাম-ফলাভিসন্ধিরহিত পুরুষগণের গৃহের প্রতি এইরূপ আসক্তি নিশ্চয়ই যোগ্য নহে ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—ভাগবতত্বে সত্যন্যত্রাসক্তির্ন সম্ভবতীত্যাহ—ন নূনমিতি ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভাগবতত্বে সতি'—মহারাজ প্রিয়ব্রত পরম ভাগবত, এইহেতু তাঁহার অন্যত্র গৃহাদিতে আসক্তি সম্ভব নহে—ইহা বলিতেছেন—'ন নূনম্' ইত্যাদি ॥ ২ ॥

———

মহতাং খলু বিপ্রর্ষে উত্তমঃশ্লোকপাদয়োঃ।
ছায়ানির্ব্বৃতচিত্তানাং ন কুটুম্বে স্পৃহামতিঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—(হে) বিপ্রর্ষে, (হে ব্রহ্মর্ষে,) উত্তমঃশ্লোকপাদয়োঃ ছায়ানির্ব্বৃতচিত্তানাং (ভগবতঃ পাদয়োঃ ছায়া, কামাদি সন্তাপহারিণী তয়া নির্ব্বৃতং চিত্তং যেষাং তেষাং) মহতাং (ভক্তানাং) খলু (নিশ্চিতমেব) কুটুম্বে (পুত্রকলত্রাদৌ) স্পৃহামতিঃ ন (স্পৃহাযুক্তা মতির্ন ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মর্ষে, পবিত্রকীর্ত্তি ভগবানের পদযুগলের কামাদি সন্তাপহারিণী ছায়ায় যাঁহাদের চিত্ত প্রশান্ত হইয়াছে, সেই সকল মহদ্‌ব্যক্তির নিশ্চয়ই পুত্র কলত্রাদিতে স্পৃহাযুক্তা মতি হয় না ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবত্যাসক্তের্হেতুমাহ—মহতামিতি। ছায়া সংসারসন্তাপনিবর্ত্তিকা তয়েতি যেষাং চিত্তং সদা ভগবচ্চরণানুগামীতি ধ্যানযুক্তঃ ভবতি। স্পৃহা সৈবামতিরজ্ঞানম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবানে আসক্তির কারণ বলিতেছেন—'মহতাম্' ইত্যাদি। 'ছায়া-নির্ব্বৃতচিত্তানাং'—শ্রীহরির পাদপদ্মযুগলের ছায়া বলিতে সংসার-সন্তাপের নিবর্ত্তিকা, তাহার দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত নির্ব্বৃত অর্থাৎ আনন্দিত হইয়াছে, তাঁহারা সর্ব্বদাই ভগবচ্চরণারবিন্দের অনুগামী হওয়ায় ধ্যানযুক্তই থাকেন। 'স্পৃহামতিঃ'—কুটুম্ব বলিতে স্ত্রী গৃহাদি পরিজনের প্রতি তাঁহাদের স্পৃহাযুক্তা মতি, অথবা স্পৃহাই অমতি অর্থাৎ অজ্ঞান হইতে পারে না ॥ ৩ ॥

———

সংশয়োঽয়ং মহান্ ব্রহ্মন্ দারাগারসুতাদিষু।
সক্তস্য যৎ সিদ্ধিরভূৎ কৃষ্ণে চ মতিরচ্যুতা ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, দারাগারসুতাদিষু (স্ত্রীগৃহপুত্রাদিষু) সক্তস্য (স্পৃহাবতঃ জনস্য) যৎ সিদ্ধিঃ (ভগবৎসামীপ্যাদিরূপা) কৃষ্ণে অচ্যুতা (অবিচ্ছিন্না) মতিঃ চ (ভক্তিশ্চ) অভূৎ (সঞ্জাতা) অয়ং মহান্ সংশয়ঃ (মহৎ সন্দেহকারণমিত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদিতে আসক্ত ব্যক্তির (প্রিয়ব্রতের) ভগবৎ-সামীপ্যাদিরূপা সিদ্ধি ও শ্রীকৃষ্ণে অবিচ্ছিন্না মতি কিরূপে হইয়াছিল—এ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—ভবতু বা কথঞ্চিদপরাধবশাৎ, কিন্তু তত্রাপি তস্য সিদ্ধিঃ কৃষ্ণাসক্তিশ্চ ন চ্যুতেতি কথম্? ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোন অপরাধ-বশতঃ স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্তি হইতে পারে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার (মহারাজ প্রিয়ব্রতের) সিদ্ধি লাভ এবং শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি বিচ্যুত হয় নাই কেন? এই বিষয়ে আমার প্রবল সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

বাঢ়মুক্তং ভগবত উত্তমশ্লোকস্য শ্রীমচ্চরণারবিন্দমকরন্দরস আবেশিতচেতসো ভাগবতপরমহংসদয়িতকথাং কিঞ্চিদন্তরায়বিহতাং স্বাং শিবতমাং পদবীং ন প্রায়েণ হিন্বন্তি ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুক উবাচ,—বাঢ়ং (হে রাজন্,

যৎ ত্বয়া) উক্তং (তৎ সত্যমেব পরন্তু) ভগবতঃ উত্তমঃশ্লোকস্য (উত্তমাঃ শ্রুতিস্মৃতিরূপাঃ প্রতিপাদকাঃ শ্লোকাঃ যস্য তস্য শ্রীহরেঃ) শ্রীমচ্চরণারবিন্দ-মকরন্দরস আবেশিতচেতসঃ (শ্রীযুক্তচরণপদ্মমকরন্দ-ভূতো যো রসঃ তত্রাবেশিতচেতসঃ) ভাগবতপরম-হংসদয়িতকথাং (ভাগবতা এব পরমহংসাং তেষাং দয়িতস্য প্রিয়স্য শ্রীবাসুদেবস্য কথাং) স্বাং (স্বকীয়াং) শিবতমাং পদবীং (পরমকল্যাণরূপাং মার্গং) কিঞ্চিদন্তরায়বিহতাং (সংসারভোগাদিরূপেণ বিঘ্নেন স্থগিতীকৃতাম্ অপি) প্রায়েণ ন হিন্বন্তি (নৈব ত্যজন্তি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, আপনি যাহা কহিলেন, তাহা সত্য, কিন্তু উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির পরমশোভাযুক্ত পাদপদ্ম মকরন্দ-রসে যাঁহাদের চিত্ত আবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা ভাগবত-পরম-হংসগণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শ্রীবাসুদেবের কথাকেই পরমকল্যাণরূপা পদবী বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাই কিঞ্চিন্মাত্র সংসারভোগাদিরূপ বিঘ্নের দ্বারা তাহা স্থগিত হইলেও তাঁহারা সেই মঙ্গলময়ী পদবীকে পরিত্যাগ করেন না ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—অঙ্গীকৃত্য পরিহরতি—বাঢ়মিতি। আত্মারামস্য গৃহারামতা, গৃহাসক্তস্য চ কৃষ্ণাসক্তি-রিত্যুভে ন সম্ভবত ইতি সত্যমেব, তদপ্যতি-মহতাং দুর্ব্বিতর্কচরিতানাং কাপি কদাচিৎকী বিষয়াসক্তিস্ত্বয়া ন বিশ্বসনীয়েত্যাহ—ভগবত ইতি। আবেশিত-চেতসো জনা ভাগবতী ভগবতঃ সম্বন্ধিনী চাসৌ পরমহংসানাং দয়িতা প্রিয়তমা চ যা কথা, তাং কিঞ্চিন্মাত্রেণ অন্তরায়েণ বিঘ্নেন বিহতাং স্থগিতীকৃতাং ন প্রায়েণ হিন্বন্তি ন ত্যজন্তি ; কীদৃশীং স্বাং শিব-তমাং পদবীমিতি তৎ-কথৈব ভক্তানাং পদবী সুখ-ময়ং বর্ত্ম তয়ৈব গম্যো ভগবানিত্যর্থঃ। ননু "ত্বয়াভি-গুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো" ইত্যাদ্যুক্তের্ভক্তানামন্তরায়ো নাস্ত্যেব ? সত্যং, কাল-কর্ম্মাদি-হেতুকোঽসৌ নাস্ত্যেব ; কিন্ত্বন্তরায়ো হি ভক্তানাং দ্বিবিধঃ, মহদপরাধহেতুকো ভগবদিচ্ছা-হেতুকশ্চ। তত্র মহদপরাধো হি সমুচিত-কষ্টভোগেন চিরকালত এব, তস্যৈব মহতঃ কৃপয়া সদ্য এব চ শাম্যতি। যথা দ্বিবিদাদীনাং রহূগণাদীনাঞ্চ। ভগবদিচ্ছা চ স্বভক্তসদাচারশিক্ষণার্থা। তদুত্থো বিঘ্নস্তু প্রেমবর্দ্ধনার্থ এব, যথা ভরতাদীনাম্। তত্র প্রিয়ব্রতস্যাপরাধাভাবাদ্ভগবদিচ্ছানিবন্ধন এব বিঘ্নোহয়ম্। তত্র গুণবুদ্ধ্যাপি ভক্তেঃ ক্বাপি মমতা ন কর্ত্তব্যেতি যথা ভরতস্য মৃগপোষণপ্রদর্শনয়া স্বভক্তা ভগবতা শিক্ষিতাঃ, তথা মহদাজ্ঞা হি ভক্ত্যনুপযোগি-ন্যপি ভক্তেঃ প্রতিপালনীয়ৈবেতি প্রিয়ব্রতকর্ত্তৃক-ব্রহ্মাজ্ঞা-প্রতিপালনপ্রদর্শনয়া শিক্ষিতা ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিতের বাক্য অঙ্গীকারপূর্ব্বক শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাহা পরি-হার করিতেছেন—'বাঢ়ম্' ইত্যাদি। হ্যাঁ, আত্মা-রামের গৃহাসক্তি এবং গৃহাসক্তের শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি, এই দুইটি সম্ভবপর নহে, ইহা সত্য, তথাপি দুর্ব্বিতর্ক-চরিত্র মহদ্‌গণের কখনও কোন বিষয়ের প্রতি আসক্তি তোমার বিশ্বাসযোগ্য নহে—ইহা বলিতেছেন, 'ভগবতঃ' ইত্যাদি। 'আবেশিত-চেতসঃ'—শ্রীভগবানে আবিষ্টচিত্ত জনগণের ভগবৎসম্বন্ধিনী এবং পরম-হংসগণের প্রিয়তমা যে কথা, তাহা কখন কোন বিঘ্নের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইলেও প্রায়ই উহা একেবারে পরিত্যাগ করে না। কিপ্রকার কথা ? 'স্বাং শিবতমাং পদবীং'—যাহা নিজের পরম মঙ্গলময় পথ, শ্রীভগ-বানের কথাই ভক্তগণের সুখময় পথ, তাহার দ্বারাই শ্রীভগবান্ প্রাপ্য হন—এই অর্থ।

যদি বলেন—দেখুন, "ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি" (১০।২।৩৩), অর্থাৎ হে প্রভো ! আপনার ভক্তগণ আপনা কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া গুরুতর বিঘ্ন-হেতু-সমূহের মস্তকের উপর বিচরণ করিয়া থাকেন—শ্রীদশমে দেবগণের এই উক্তি অনুসারে ভক্তদিগের কোনই অন্তরায় নাই। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, কাল-কর্ম্মাদি হেতুক কোন বিঘ্ন নাই, ইহা সত্য। কিন্তু ভক্তগণের অন্তরায় (ভজনে বিঘ্ন) দুই প্রকার—এক মহতের চরণে অপরাধ-হেতুক, দ্বিতীয় শ্রীভগবানের ইচ্ছা-বশতঃ। তন্মধ্যে মহদ-পরাধ সমুচিত কষ্টভোগের পর চিরকালই সেই মহতের কৃপাতে সদ্যই উপশমপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন—দ্বিবিদাদি এবং রহূগণ নৃপতি প্রভৃতির। (দ্বিবিদ মৈন্দ-নামক বানর-দলপতির ভ্রাতা—সুগ্রী-

বের মন্ত্রী ও নরকাসুরের বন্ধু। নরকাসুরের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধার্থে ইনি গোকুলে ভীষণ উৎপীড়ন আরম্ভ করেন। শ্রীবলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সংহার করেন। রহূগণ নৃপতির বিষয় জড়ভরত চরিতে বর্ণিত হইবে)। আর, শ্রীভগবদিচ্ছা নিজ ভক্তগণকে সদাচার শিক্ষা দানের নিমিত্তই হইয়া থাকে। তদুত্থ বিঘ্ন কিন্তু ভক্তের প্রেমবর্দ্ধনের নিমিত্তই, যেমন মহারাজ ভরত প্রভৃতির (মৃগশিশুতে আসক্তি)। তন্মধ্যে মহারাজ প্রিয়ব্রতের অপরাধের অভাবহেতু শ্রীভগবানের ইচ্ছানিবন্ধনই এই বিঘ্ন, বুঝিতে হইবে। সেখানে গৌরববুদ্ধিতেও ভক্তগণের কোথাও মমতা করা কর্ত্তব্য নহে, যেমন মহারাজ ভরতের মৃগপালন প্রদর্শনের দ্বারা শ্রীভগবান্ স্বভক্তদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেইরূপ মহতের আজ্ঞা ভক্তির অনুপযোগী হইলেও ভক্তগণের প্রতিপালনীয়ই—ইহা প্রিয়ব্রত কর্ত্তৃক ব্রহ্মার আজ্ঞা প্রতিপালনের দ্বারা শ্রীভগবান্ ভক্তগণকে শিক্ষা প্রদান করিলেন—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৫ ॥

তথ্য—উত্তমঃশ্লোক—যিনি ব্রহ্মাদির বন্দ্য, তিনি উত্তমঃশ্লোক। অথবা উত্তম স্তব যাঁহার, সেই ভগবান্ই উত্তমঃশ্লোক (শ্রীবীররাঘব); বেদ ও উপনিষদের শিরোভাগ যে বেদান্ত, তল্লক্ষণযুক্ত যে পুরুষ, তিনি উত্তমঃশ্লোক (বিজয়ধ্বজ)।

শ্রীমচ্চরণারবিন্দমকরন্দরস—পদ্মের ন্যায় সৌগন্ধ, সৌকুমার্য্য ও লাবণ্যাদি শোভাবিশিষ্ট অর্থাৎ "শ্রীলক্ষ্মী-সেবিত" চরণযুগলের ভক্তিরসরূপ মধুপ্রবাহ। (শ্রীবীররাঘব) ॥ ৫ ॥

———

যর্হি বাব হ রাজন্ স রাজপুত্রঃ প্রিয়ব্রতঃ পরমভাগবতো নারদস্য চরণোপসেবয়াঞ্জসাবগতপরমার্থসতত্ত্বো ব্রহ্মসত্রেণ দীক্ষিষ্যমাণোঽবনিতলপরিপালনায়াম্নাতপ্রবর-গুণগণৈকান্তভাজনতয়া স্বপিত্রোপামন্ত্রিতো ভগবতি বাসুদেব এবাব্যবধানসমাধিযোগেন সমাবেশিতসকলকারকক্রিয়াকলাপো নৈবাভ্যনন্দদ্ যদ্যপি তদপ্রত্যাম্নাতব্যং তদধিকরণ আত্মনোঽন্যস্মাদসতোঽপি পরাভবমন্বীক্ষমাণঃ ॥৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ যর্হি বাব হ (যদা এব) পরমভাগবতঃ সঃ রাজপুত্রঃ প্রিয়ব্রতঃ নারদস্য চরণোপসেবয়া (গুরোঃ নারদস্য পাদপদ্মশুশ্রূষয়া) অঞ্জসা (সুগমেনৈব যত্নেন) অবগতপরমার্থসতত্ত্বঃ (অবগতম্ উপলব্ধং পরমার্থসতত্ত্বং পরমাত্মস্বরূপ-গুণাদিযাথাত্ম্যং যেন সঃ) (অতএব) ব্রহ্মসত্রেণ (আত্মধ্যানেন) দীক্ষিষ্যমাণঃ (দীক্ষাং প্রাপ্স্যন্ অতঃপরং সচ্চিদানন্দমাত্রং যদ্বস্তু তদেবানুভবনীয়ং ন তু প্রাকৃতং কিমপীত সঙ্কল্পেন নিয়মং কর্ত্তুমুদ্যত ইত্যর্থঃ) অবনিতলপরিপালনায় (রাজ্যরক্ষার্থং) আম্নাতপ্রবরগুণগণৈকান্ত ভাজনতয়া (আম্নাতাঃ রাজ্ঞাং শাস্ত্রেণোক্তাঃ যে প্রবরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ গুণাঃ তেষাং গণস্য একান্তভাজনতয়া নিয়তাশ্রয়ত্বেন) স্বপিত্রা উপামন্ত্রিতঃ (নিজজনকেনানুজ্ঞাতঃ অপি) অব্যবধান সমাধিযোগেন (নিরন্তর চিত্তৈকাগ্র্যেণ) ভগবতি বাসুদেবে (শ্রীহরৌ) এব সমাবেশিত সকলকারকক্রিয়াকলাপঃ (সমাবেশিতঃ সমর্পিতঃ সকলানাং কারকানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং যাঃ ক্রিয়াঃ তাসাং কলাপঃ যেন সঃ) যদ্যপি তদপ্রত্যাম্নাতব্যং (স্বস্য পিতৃবাক্যং ন প্রত্যাখ্যেয়ং তথাপি) তদধিকরণে (রাজ্যাধিকারে,) অসতঃ অপি (অসাধুভূতাদপি) অন্যস্মাৎ (কামক্রোধাদেঃ সকাশাৎ) আত্মনঃ (স্বস্য) পরাভবম্ অন্বীক্ষমাণঃ (পর্য্যালোচয়ন্) নৈবাভ্যনন্দৎ (পিতৃবাক্যং ন পালয়ামাস) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, সেই মনুপুত্র প্রিয়ব্রত, দেবর্ষি নারদের চরণ-সেবার ফলে অনায়াসেই তত্ত্বজ্ঞানের সহিত পরমপুরুষার্থ লাভ করিয়া পরমভাগবত হইয়াছিলেন। তিনি আত্মতত্ত্ব-ধ্যানের দ্বারা দিব্যজ্ঞানরূপা দীক্ষা লাভ করিয়া পরে সচ্চিদানন্দলক্ষণ-যুক্ত বাস্তববস্তুতত্ত্ব-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন। তৎকালে পিতা মনু তাঁহাকে (প্রিয়ব্রতকে) শাস্ত্রোক্ত শ্রেষ্ঠগুণসমূহ অবলম্বন-পূর্ব্বক রাজ্য পালন করিতে বলিলে, তিনি তাহা অঙ্গীকার করিলেন না। যেহেতু, তিনি একাগ্রচিত্তে যাবতীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও তচ্চেষ্টাসমূহ ভগবান্ বাসুদেবে অর্পণ করিয়াছিলেন। যদিও পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা উচিত নহে, তথাপি রাজ্যাধিকারে অসদ্বস্তুজাত কামক্রোধাদির নিকট স্বীয় পরাভব স্বীকার করিতে হয়

—ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি পিতৃবাক্য পালন করিলেন না ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—প্রিয়ব্রতস্যাত্মারামত্বমৌৎপত্তিকমেব শ্রীনারদকৃপয়া পরমভাগবতত্বং শ্রীব্রহ্মাজ্ঞয়া গার্হস্থ্যঞ্চাহ—যর্হীত্যাদিনা। বাবেত্যেবার্থে। যর্হ্যেব প্রিয়ব্রতঃ স্বপিত্রা অবনিতলপ্রতিপালনায় উপামন্ত্রিতো নিযুক্তোঽপি তৎ নৈবাভ্যনন্দৎ, তদা ব্রহ্মা স্বভবনাদ বততারেত্যন্বয়ঃ। অঞ্জসা শীঘ্রং সতত্ত্বং ব্রহ্মসত্রেণ আত্মধ্যানেন দীক্ষিষ্যমাণঃ দীক্ষাং প্রাপ্স্যন্ অতঃ পরং সচ্চিদানন্দমাত্রং যদ্বস্তু তদেবানুভবনীয়ং ন তু প্রাকৃতং কিমপীতি সঙ্কল্পেন নিয়মং কর্ত্তুমুদ্যত ইত্যর্থঃ। তৎক্ষণ এব পিত্রা মনুনা আম্নাতা রাজ্ঞাং শাস্ত্রেণোক্তা যে প্রবরা গুণাস্তেষাং গণস্য একান্তভাজনতয়া নিয়তাশ্রয়ত্বেন হেতুনা; হে প্রিয়ব্রত, সম্প্রতি ত্বমবনিং পালয় ইত্যুপামন্ত্রিতস্তন্নাভ্যনন্দৎ স্বস্যাভদ্রমমন্যতেতি নৈচ্ছদিত্যর্থঃ। কুতঃ? ভগবতি অব্যবধানসমাধিযোগেন নিরন্তরচিত্তৈকাগ্র্যেণ সম্যক্ নিবেশিতঃ সকলানাং কারকাণামিন্দ্রিয়াণাং ব্যাপারসমূহো যেন সঃ। যদ্যপি তৎপিত্রোক্তং অপ্রত্যাম্নাতব্যমপ্রত্যাখ্যেয়ম্, তদপি নাহং রাজ্যং করোমীতি প্রত্যাখ্যাতবানেবেত্যর্থঃ। কুতঃ? তদধিকরণে রাজ্যাধিকারে আত্মনঃ স্বস্য অংশতঃ অসাধুভূতাদপি কামক্রোধাদেঃ সকাশাৎ পরাভবং পর্য্যালোচয়ন্ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রিয়ব্রতের আত্মারামতা স্বাভাবিকই, শ্রীনারদের কৃপায় পরম ভাগবতত্ব এবং শ্রীব্রহ্মার আজ্ঞায় গার্হস্থ্য—ইহা বলিতেছেন—'যর্হি- ইত্যাদির দ্বারা। যখন প্রিয়ব্রত নিজ পিতা কর্ত্তৃক পৃথিবী পরিপালনের নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াও তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন, তখনই—ব্রহ্মা নিজ ভবন সত্যলোক হইতে ভূতলে অবতরণ করিলেন—এই অন্বয়। অঞ্জসা—শীঘ্র, 'সতত্ত্বং'—ভগবদ্-যাথার্থ্যের সহিত, 'ব্রহ্মসত্রেণ—আত্মধ্যানের দ্বারা, অর্থাৎ ভগবৎপরত্ব কার্য্যের দ্বারা, 'দীক্ষিষ্যমাণঃ—সঙ্কল্প করিবার নিমিত্ত, অর্থাৎ ইহার পর সচ্চিদানন্দমাত্র যে বস্তু, তাহাই একমাত্র আমার অনুভবনীয়, কিন্তু প্রাকৃত কোন বিষয় নহে, এইরূপ সঙ্কল্পের দ্বারা নিয়ম করিতে যখন নিযুক্ত হইলেন—এই অর্থ। তৎকালেই তাঁহার পিতা মনু তাঁহাকে রাজতন্ত্রোক্ত শ্রেষ্ঠ গুণরাশির একান্ত আশ্রয়রূপে অবগত হইয়া, 'হে প্রিয়ব্রত! সম্প্রতি তুমি পৃথিবী পালন কর—এইরূপ নির্দ্দেশ দান করিলে, তিনি তাহা অভিনন্দিত করিলেন না, অর্থাৎ নিজের অমঙ্গল হইবে, এইরূপ বিবেচনা করতঃ ঐ রাজ্য-পদ ইচ্ছা করিলেন না—এই অর্থ। কিজন্য? তাহাতে বলিতেছেন—একমাত্র ভগবান্ বাসুদেবের উদ্দেশ্যেই নিরন্তর চিত্তের একাগ্রতার দ্বারা 'সমাবেশিত-সকল-কারক-ক্রিয়াকলাপঃ—সম্যক্প্রকারে নিবেশিত হইয়াছে সকল কারকের বলিতে ইন্দ্রিয়সমূহের সমুদয় ক্রিয়াকলাপ যাঁহার, তিনি। যদিও পিতার আদেশ প্রত্যাখ্যানের অযোগ্য, তথাপি 'আমি রাজ্যগ্রহণ করিব না—ইহা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কিজন্য? তাহাতে বলিতেছেন—'তদধিকরণে' ইত্যাদি, রাজ্যপদ গ্রহণ করিলে নিজের আংশিক মিথ্যাভূত কাম-ক্রোধাদি হইতে আত্মার পরাভব অর্থাৎ নিত্য সত্য পরমার্থতত্ত্ব হইতে বিচ্যুতি ঘটিবে—ইহাই তৎকালে তিনি পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

অথ হ ভগবানাদিদেব এতস্য গুণবিসর্গস্য পরিবৃংহণানুধ্যানব্যবসিতসকলজগদভিপ্রায় আত্মযোনিরখিলনিগমনিজগণপরিবেষ্টিতঃ স্বভবনাদবততার ॥৭

অন্বয়—অথ হ (অনন্তরমেব) গুণবিসর্গস্য (সত্ত্বাদিগুণৈর্বিবিধ সর্গো যস্য) এতস্য (বিশ্বস্য) পরিবৃংহণানুধ্যানব্যবসিতসকলজগদভিপ্রায়ঃ (পরিবৃংহণং সমৃদ্ধিঃ তদনুধ্যানেন তচ্চিন্তয়া ব্যবসিতঃ নিশ্চিতঃ সকল জগতাম্ অভিপ্রায়ঃ যেন তথাভূতঃ) ভগবান্ আদিদেবঃ আত্মযোনিঃ (ব্রহ্মা) অখিলনিগমনিজগণপরিবেষ্টিতঃ (অখিলৈঃ নিগমৈঃ মূর্ত্তিমদ্ভিঃ বেদৈঃ মরীচ্যাদিনিজগণৈশ্চ পরিবেষ্টিতঃ মিলিতঃ সন্) স্বভবনাৎ অবততার (সত্যলোকাদবতীর্ণঃ বভূব) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর যিনি সত্ত্বাদিগুণের দ্বারায় বিবিধ সর্গ সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি এই জগৎসমৃদ্ধির বিষয় সর্ব্বক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে সর্ব্বজগতের অভিপ্রায় অবগত হইয়াছিলেন, সেই ঐশ্বর্য্যশালী আদি-

দেব ব্রহ্মা মূর্ত্তিমান্ নিখিলবেদ ও নিজজন মরিচ্যাদি ঋষিগণের সহিত পরিবৃত হইয়া সত্যলোক হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—অথ হ ততশ্চাদিদেবো ব্রহ্মা গুণ-বিসর্গস্য জগৎসৃষ্টেঃ পরিবৃংহণং সমৃদ্ধিস্তদনুচিন্তয়া ব্যবসিতঃ সকলজগতামভিপ্রায়ো যেন সঃ। যথা রাজা চারৈর্মণ্ডলেশ্বরাণামভিপ্রায়ো নিশ্চীয়তে তদ্বৎ। অখিলৈর্নিগমৈর্মূর্ত্তিমদ্ভির্বেদৈর্নিজগণৈশ্চ মরীচ্যাদিভিঃ পরিবৃতঃ ইতি প্রিয়ব্রতং প্রত্যুপদেষ্টব্যে ধর্ম্মে প্রমাণী-করণার্থং সত্যলোকাদবতীর্ণঃ ভূতলমিতি শেষঃ। তত্র প্রিয়ব্রতং বাল্যমারভ্যৈব বিরক্তং গৃহান্নির্ব্বিদ্য বন এব কৃতবাসং জ্ঞাত্বা তদাজ্ঞয়া কনিষ্ঠোঽ-প্যুত্তানপাদো রাজ্যং চকার, তদ্বংশ্যাশ্চ প্রচেতঃপর্য্যন্তাঃ যথাসময়ং রাজ্যং চক্রুরেবঞ্চ স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরস্যার্দ্ধা-দপ্যধিকঃ কালো গচ্ছতি স্ম। প্রাচেতসো দক্ষস্তু স্বায়ম্ভুবে মন্বন্তর এব লব্ধজন্মা পৌর্ব্বভবিকৈশ্বর্য্য-কামনয়া তপসে জগাম, ততশ্চারাজকং বীক্ষ্য মনু-রুপায়ান্তরমনালোচ্য বিরক্তমপি প্রিয়ব্রতং বনাদানি-নীষন্নপ্যানেতুং যদা ন শশাক, তদা ব্রহ্মৈবাগত্য প্রিয়-ব্রতং রাজ্যে প্রবর্ত্তয়ামাস। ততশ্চ পঞ্চমমন্বন্তর-পর্য্যন্তং ক্রমেণ প্রিয়ব্রতস্য তদ্বংশ্যানাং রাজ্যাঞ্চা-ধিকারঃ, তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম-মনূনামুত্তম-তামস-রৈব-তানাং প্রিয়ব্রতপুত্রত্বাৎ দ্বিতীয়মনোঃ স্বারোচিষস্যাপি তদন্তঃপাতাৎ। তত্তন্মনুপুত্রপৌত্রাদ্যাস্তু প্রৈয়ব্রতা এব রাজ্যে খণ্ডমণ্ডলেশ্বররূপা রাজানো বভূবুঃ। ততশ্চ ষষ্ঠস্য চাক্ষুষমন্বন্তরস্যারম্ভে তপসো নিবৃত্তেন দক্ষেণ প্রজা-সৃষ্টিস্তত্রৈব তস্য সাম্রাজ্যঞ্চ। যদুক্তং—"চাক্ষুষে ত্বন্তরে প্রাপ্তে প্রাক্‌স্বর্গে কালবিপ্লুতে। যঃ সসর্জ্জ প্রজা ইষ্টাঃ স দক্ষো দৈবচোদিতঃ॥" ইতি। চাক্ষু-ষস্য মনোরুত্তানপাদবংশ্যত্বাত্তন্মন্বন্তরপর্য্যন্তমেব স্বায়ম্ভুবমনোরধিকার ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর আদিদেব ভগবান্ ব্রহ্মা 'গুণবিসর্গস্য'—ত্রিগুণময় জগৎ সৃষ্টির পরি-বর্দ্ধন বিষয়ে নিরন্তর চিন্তা করায় নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণিগণের অভিপ্রায় অবগত ছিলেন, যেমন রাজা চরগণের দ্বারা মণ্ডলেশ্বরদিগের অভিপ্রায় নিশ্চয় করেন, তদ্রূপ। তিনি মূর্ত্তিমান্ নিখিল বেদ এবং মরীচিপ্রমুখ নিজ জনগণে পরিবৃত হইয়া, অর্থাৎ প্রিয়ব্রতের প্রতি উপদেষ্টব্য ধর্ম্মে প্রমাণ করিবার জন্য সত্যলোক হইতে ভূতলে অবতরণ করিলেন। তন্মধ্যে প্রিয়ব্রত বাল্যকাল হইতেই বিরক্ত এবং গৃহ হইতে নির্ব্বিন্ন হইয়া বনেই বাস করিতেন—ইহা জানিয়া তাঁহার আজ্ঞায় কনিষ্ঠ হইলেও উত্তানপাদ রাজ্য করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার বংশধরগণ প্রচেতা পর্য্যন্ত যথাকালে রাজ্যপালন করিয়াছিলেন—এইরূপে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের অর্দ্ধেরও অধিক কাল অতিবাহিত হইল। প্রাচেত-বংশীয় দক্ষ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরেই জন্ম লাভ করিলেও পূর্ব্বজন্মের ঐশ্বর্য্য কামনায় তপস্যা করিতে গিয়াছিলেন। অনন্তর রাজ্য অরা-জক দেখিয়া মনু উপায়ান্তর না পাইয়া বিরক্ত হই-লেও প্রিয়ব্রতকে বন হইতে আনয়ন করিবার ইচ্ছা করিয়াও যখন আনয়ন করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন ব্রহ্মাই আগমনপূর্ব্বক প্রিয়ব্রতকে রাজ্যে প্রবৃত্ত করাইলেন। তারপর পঞ্চম মন্বন্তর পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে প্রিয়ব্রত ও তদ্বংশধর রাজগণের অধিকার কাল, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মনু উত্তম, তামস ও রৈবত—ইহারা প্রিয়ব্রতের পুত্র বলিয়া দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষও তদন্তর্ভুক্ত। সেই সকল মনুপুত্র পৌত্রাদিও কিন্তু প্রিয়ব্রতের বংশধরই, রাজ্যে খণ্ড মণ্ডলেশ্বররূপ রাজা হইয়াছিলেন। তারপর ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরের আরম্ভে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইয়া দক্ষ প্রজা সৃষ্টি করেন এবং তৎকালেই তাঁহার সাম্রাজ্য। যেমন উক্ত হই-য়াছে—"চাক্ষুষে ত্বন্তরে প্রাপ্য (৪।৩০।৪৯), অর্থাৎ চাক্ষুষ মন্বন্তরে কালবশে পূর্ব্বদেহ বিনষ্ট হইলে, যিনি ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বাভিলষিত বহু প্রজা সৃষ্টি করেন, ইনিই সেই দক্ষ। চাক্ষুষ মনু উত্তান-পাদের বংশধর বলিয়া তাঁহার মন্বন্তর কাল পর্য্যন্তই স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার—ইহা জানিতে হইবে ॥ ৭ ॥

স তত্র তত্র গগনতল উড়ুপতিরিব বিমানা-বলিভিরনুপথমমরপরিবৃঢ়ৈরভিপূজ্যমানঃ পথি পথি চ বরূথশঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বসাধ্যচারণমুনিগণৈরুপগীয়মানো গন্ধমাদনদ্রোণীমবভাসয়ন্নুপসসর্প ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (ব্রহ্মা) তত্র তত্র গগনতলে (আকাশ মার্গে) উড়ুপতিঃ ইব (চন্দ্র ইব প্রকাশমানঃ) অনু-

পথং বিমানাবলিভিঃ (বিমানানাং আবলয়ঃ শ্রেণ্যঃ যেষাং তৈঃ বিমানচারিভিঃ ইত্যর্থঃ) অমরপরিবৃঢ়ৈঃ (দেবেন্দ্রৈঃ) অভিপূজ্যমানঃ (সংসেব্যমানঃ) পথি পথি চ বরূথশঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বসাধ্যচারণমুনিগণৈঃ উপগীয়মানঃ (সংস্তুতঃ সন্) গন্ধমাদনদ্রোণীম্ (গন্ধমাদনস্য দ্রোণীং দরীম্) অবভাসয়ন্ (প্রকাশয়ন্) উপসসর্প (অবততার) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—তিনি (ব্রহ্মা) যখন অবতরণ করিতে লাগিলেন, তখন সেই সেই স্থানে আকাশমার্গে রাকাপতির ন্যায় তাঁহার প্রভা প্রকাশিত হইতে থাকিল এবং পথে পথে বিমানচারী দেবেন্দ্রবৃন্দ তাহাকে উপচারের সহিত পূজা এবং সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, সাধ্য, চারণ ও মুনিগণ তাঁহার যশোকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সর্ব্বত্র সংপূজিত হইতে হইতে ব্রহ্মা গন্ধমাদন পর্বতের গুহা প্রদীপ্ত করিয়া তথায় অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ভূতলং প্রতি তস্যাবতরণে শোভামাহ—স ব্রহ্মা। পরিবৃঢ়ৈর্মুখ্যৈঃ, কীদৃশৈঃ ? বিমানানাং আবলির্যেষাং তৈঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভূতলে ব্রহ্মার অবতরণকালে শোভা বর্ণনা করিতেছেন—'স তত্র তত্র' ইত্যাদি। সেই ব্রহ্মা স্থানে স্থানে 'অমর-পরিবৃঢ়ৈঃ'—দেবশ্রেষ্ঠগণের দ্বারা অভিপূজ্যমান হইয়া অবতরণ করিতেছিলেন। কি প্রকার দেবশ্রেষ্ঠগণ ? তাহাতে বলিতেছেন—'বিমানাবলিভিঃ'—বিমানসকলের শ্রেণী যাঁহাদের, অর্থাৎ বিমানস্থিত ইন্দ্রাদি প্রধান দেবতাগণ পথে পথে তাঁহার পূজা করিতেছিলেন ॥ ৮ ॥

তত্র হ বা এনং দেবর্ষির্হংসযানেন পিতরং ভগবন্তং হিরণ্যগর্ভমুপলভমানঃ সহসৈবাভ্যুত্থায়ার্হণেন সহ পিতাপুত্রাভ্যামবহিতাঞ্জলিরুপতস্থে ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র হ বা (তদৈব) দেবর্ষিঃ (নারদঃ) হংসযানেন (হংসবাহনেন উপলক্ষিতম্) এনং ভগবন্তং হিরণ্যগর্ভং (ব্রাহ্মণং) পিতরং উপলভমানঃ (মৎপিতায়মিতি লক্ষয়ন্) পিতাপুত্রাভ্যাং সহ (মনুপ্রিয়ব্রতাভ্যাং সহ) সহসৈব অভ্যুত্থায় (আসনাৎ সসম্ভ্রমম্ উত্থায়) অবহিতাঞ্জলিঃ (কৃতাঞ্জলিঃ সন্) অর্হণেন (পূজয়া সহ) উপতস্থে (ব্রহ্মাণং তুষ্টাব) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—(তখন নারদ ঐ গুহামধ্যে প্রিয়ব্রতকে আত্মতত্ত্বোপদেশ করিতেছিলেন এবং মনুও স্বীয় পুত্রকে লইয়া যাইবার জন্য সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন।) সেই সময় দেবর্ষি নারদ হংসযান দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার পিতা ঐশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মা আগমন করিয়াছেন। অতএব তিনি সসম্ভ্রমে সেই মুহূর্ত্তেই আসন হইতে উত্থিত হইয়া মনু ও প্রিয়ব্রতের সহিত অঞ্জলিবন্ধন-পূর্ব্বক ব্রহ্মাকে পূজার সহিত স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—হংসযানোপলক্ষণেন, পিতাপুত্রাভ্যাং মনুপ্রিয়ব্রতাভ্যাম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হংস-যানেন'—হংস যান যাঁহার, অর্থাৎ হংসযান দেখিয়াই দেবর্ষি বুঝিতে পারিলেন—পিতা ব্রহ্মা আসিতেছেন। 'পিতাপুত্রাভ্যাং'—মনু ও প্রিয়ব্রতের সহিত পূজোপকরণ সহ কৃতাঞ্জলিপুটে দেবর্ষি নারদ তাঁহার স্বাগত বন্দনা করিলেন ॥ ৯ ॥

ভগবানপি ভারত তদুপনীতার্হণঃ সূক্তবাক্যেনাতিতরামুদিতগুণগণাবতারসুজয়ঃ প্রিয়ব্রতমাদিপুরুষস্তং সদয়হাসাবলোক ইতি হোবাচ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভারত, তদুপনীতার্হণঃ (তেন নারদেন সুপূজিতঃ তথা) সূক্তবাক্যেন অতিতরাম্ উদিতগুণগণাবতারসুজয়ঃ (যথোচিতবাক্যেন অতিশয়েনোদিতাঃ বর্ণিতাঃ গুণগণাঃ অবতারাঃ সুজয়াঃ সর্ব্বোৎকর্ষাশ্চ যস্য তথাভূতঃ) ভগবান্ আদিপুরুষঃ অপি (ব্রহ্মাপি) সদয়হাসাবলোকঃ (প্রসন্নদৃষ্টিঃ সন্) তং প্রিয়ব্রতং ইতি হ উবাচ (বক্ষ্যমাণবাক্যং কথয়ামাস ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে ভারত, নারদ সম্যক্‌রূপে পূজাবিধান করিয়া মধুর স্তুতিবাক্যে ব্রহ্মার গুণ, যশঃ ও সর্ব্বোৎকৃষ্টতার বিষয় বর্ণন করিলেন। তখন আদিপুরুষ ব্রহ্মা প্রসন্নহাস্যাবলোকনে প্রিয়ব্রতকে বক্ষ্যমাণ বাক্য কহিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—তদা নারদস্তত্র প্রিয়ব্রতমুপদিশতি—

মনুস্তং নেতুমাগতোঽস্তীতি জ্ঞেয়ম্। ভগবান্ ব্রহ্মাপি প্রিয়ব্রতমুবাচ—তৈর্নারদ-মনু-প্রিয়ব্রতৈরুপনীতমর্হণং যস্মৈ সঃ। উদিতো বর্ণিতো গুণগণঃ স্বপ্রজাসু বাৎসল্যাদিস্তত এব হেতোরবতারঃ সত্যলোকাদ-বতরণং, ততএব সুজয় অত্যুৎকর্ষো যস্য সঃ। সদয়েতি। অস্যাভিবাঞ্ছিতভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যাণামহ-মেব প্রতিবন্ধকোঽভূবং, তদ্গার্হস্থ্যেঽপ্যস্য ভক্তির্বর্দ্ধতা-মেবেত্যাশীর্ব্যঞ্জকঃ সদয়াবলোকঃ। অহং রাজ্যং ন করোমীতি তব প্রৌঢ়িঃ, ত্বামহং রাজ্যং কারয়ামীতি মম প্রৌঢ়িস্তত্র পশ্যামঃ কস্যাদ্য প্রৌঢ়িস্তিষ্ঠতীতি নপ্তরি প্রিয়ব্রতে সহাসাবলোকশ্চ যস্য সঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তৎকালে দেবর্ষি নারদ প্রিয়ব্রতকে উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, মনু কিন্তু তাঁহাকে লইবার জন্য আসিয়াছেন—ইহা বুঝিতে হইবে। 'ভগবানপি'—ভগবান্ ব্রহ্মাও প্রিয়ব্রতকে বলিলেন। 'তদুপনীতার্হণঃ'—সেই নারদ, মনু ও প্রিয়ব্রতের দ্বারা উপনীত হইয়াছে 'অর্হণ' অর্থাৎ পূজোপহার যাঁহার উদ্দেশ্যে, সেই ব্রহ্মা। 'উদিত-গুণগণাবতার-সুজয়ঃ'—তাঁহাদের মনোহর বাক্যের দ্বারা 'উদিত' অর্থাৎ বর্ণিত হইয়াছে নিজ প্রজাগণের প্রতি বাৎসল্যাদি গুণরাশি যাঁহার, সেইজন্যই 'অব-তার'—সত্যলোক হইতে অবতরণ, অতএব 'সুজয়'—অতিশয় উৎকর্ষ যাঁহার, সেই ব্রহ্মা। 'সদয়-হাসাব-লোকঃ'—এই প্রিয়ব্রতের অভিবাঞ্ছিত ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের আমিই প্রতিবন্ধক হইলাম, অতএব গার্হস্থ্য ধর্ম্মেও ইহার ভক্তি বর্দ্ধিত হউক—এই আশীর্ব্বাদ-ব্যঞ্জক ব্রহ্মার সদয় অবলোকন। 'আমি রাজ্য গ্রহণ করিব না'—ইহা তোমার প্রৌঢ়িবচন, আর 'তোমাকে আমি রাজ্য গ্রহণ করাইব'—এই আমার প্রৌঢ়ি, দেখি, আজ কাহার প্রৌঢ়ি থাকে—এইরূপ পৌত্র প্রিয়ব্রতের প্রতি ব্রহ্মার সহাস্য অবলোকন ॥ ১০ ॥

———

শ্রীভগবানুবাচ—

নিবোধ তাতেদমৃতং ব্রবীমি
মাসূয়িতুং দেবমর্হস্যপ্রমেয়ম্।
বয়ং ভবস্তে তত এষ মহর্ষি-
র্বহাম সর্ব্বে বিবশা যস্য দিষ্টম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ (ব্রহ্মা) উবাচ,—তাত, (হে বৎস প্রিয়ব্রত,) ভবঃ (রুদ্রঃ) তে ততঃ (তব জনকঃ) এষঃ মহর্ষিঃ (তব গুরুঃ নারদঃ) সর্ব্বে বয়ং বিবশাঃ (অস্বতন্ত্রাঃ সন্তঃ) যস্য দিষ্টং (যস্য ঈশ্বরস্য আজ্ঞাং) বহামঃ (তম্) অপ্রমেয়ম্ (অক্ষজজ্ঞানাবিষয়ং) দেবম্ অসূয়িতুং (দোষারোপেণ দ্রষ্টুং) মা অর্হসি (নৈব যোগ্যঃ অসি) ইদম্ ঋতং ব্রবীমি (সত্যং বদামি) নিবোধ (আকর্ণয়) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ঐশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মা কহিলেন,—হে বৎস প্রিয়ব্রত, আমি নিজে, রুদ্র, তোমার জনক এবং তোমার এই গুরুদেব দেবর্ষি নারদ আমরা সকলেই অস্বতন্ত্র হইয়া যে পরমেশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন করি-তেছি, সেই অক্ষজজ্ঞানের অবিষয় শ্রীভগবান্‌কে দোষারোপের দ্বারা দর্শন করা তোমার কখনই উচিত হয় না। আমি তোমাকে এই সত্যটী বলিলাম, অবধান-পূর্ব্বক শ্রবণ কর ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—প্রবৃত্তিনিষ্ঠং মদ্বাক্যং স্বাসহ্যং মত্বা ময্যসূয়াং মাকৃথাঃ; ভোঃ প্রিয়ব্রত, অহন্তু ত্বৎ-প্রভোরেবাধী-নস্তস্যৈবাভিপ্রেতং বচমীত্যাহ—নিবোধ স্ববুদ্ধ্যৈবেদং পরামৃশেত্যর্থঃ। হে তাতেতি নাহং তব শত্রুর্যত্ত্বাং দুঃখয়ামীতি ভাবঃ। ঋতং সত্যমেব, ন তু ত্বামহং প্রতারয়ামীতি ভাবঃ। ব্রবীমীত্যহং ব্রহ্মা, ন তু স্বপিতেবাহমপ্যপ্রমাণীকর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ। কিং সত্যং, তত্রাহ—বয়মিতি। ভবো রুদ্রোঽপি, তে তব ততস্তাতো মনুর্মহর্ষির্নারদোঽয়ং তব গুরুরিত্যতো বয়ং যস্য দিষ্টমাজ্ঞামেব বহাম। স খলু যস্মৈ যস্মৈ হৃদা যদ্যদাদিশতি তথৈব চেষ্টতে ইতি তদাজ্ঞয়ৈব ত্বামহং রাজ্যে প্রবর্ত্তয়ামীতি ভাবঃ। যমহং সর্ব্বাত্মনা ভজে স প্রভুরেব মাং সংসারসিন্ধৌ নিমজ্জয়তীতি স্বেষ্টদেবেঽপি দোষদর্শী মাভূরিত্যাহ—মাসূয়িতুমিতি। অপ্রমেয়ং প্রমাতুমশক্যং কমপি সংসারেঽপি প্রবর্ত্ত্য শীঘ্রমুদ্ধরতি কমপি বনেঽপি প্রস্থাপ্য নোদ্ধরতীতি কস্তস্য চরিতং বেদেতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রবৃত্তিনিষ্ঠ আমার বাক্য নিজের অসহনীয় মনে করিয়া আমার প্রতি অসূয়া (দোষারোপিণী দৃষ্টি) করিও না, হে প্রিয়ব্রত! আমি কিন্তু তোমার প্রভুরই অধীন, তাঁহারই অভি-প্রায় বলিতেছি, ইহা বলিতেছেন—'নিবোধ', নিজ

বুদ্ধির দ্বারা ইহা পর্য্যালোচনা কর, এই অর্থ। হে তাত! হে বৎস!—এই সম্বোধনের দ্বারা আমি তোমার শত্রু নই যে তোমাকে দুঃখ দিব—এই ভাবার্থ। 'ঋতং'—সত্যই বলিতেছি, কিন্তু আমি তোমাকে প্রতারণা করিতেছি না—এই ভাব। 'ব্রবীমি'—আমি ব্রহ্মা বলিতেছি, কিন্তু তোমার পিতার ন্যায় আমিও প্রত্যাখ্যানের যোগ্য নই—এই ভাব। কি সত্য? তাহাতে বলিতেছেন, 'বয়ম্'—ভগবান্ রুদ্রও, তোমার পিতা মহর্ষি মনু, এই নারদ যিনি তোমার শ্রীগুরুদেব—এই আমরা সকলে যাঁহার আজ্ঞা 'বহাম'—প্রতিপালন করিতেছি। তিনি যাহাকে যাহাকে হৃদয়ের দ্বারা যে যে আদেশ করেন, সেই-রূপেই সকলে কার্য্য করিয়া থাকে, অতএব তাঁহার আজ্ঞাতেই আমি তোমাকে রাজ্যে প্রবর্ত্তিত করিতেছি—এই ভাব। যাঁহাকে আমি সর্ব্বতোভাবে ভজনা করি, সেই প্রভুই আমাকে সংসারসিন্ধুতে নিমজ্জিত করিতেছেন—এইভাবে নিজের ইষ্টদেবের প্রতিও দোষদর্শী হইও না—ইহা বলিতেছেন, 'মা অসূয়িতুং'—তাঁহার প্রতি দোষারোপণ করিও না। কারণ তিনি 'অপ্রমেয়', অর্থাৎ কোন প্রমাণের দ্বারা যাঁহার তত্ত্ব জানা যায় না, তিনি কাহাকে সংসারেও প্রবৃত্ত করিয়া শীঘ্র উদ্ধার করিতেছেন, আবার কাহাকে বনেও প্রেরণ করিয়া উদ্ধার করিতেছেন না—কে তাঁহার চরিত্র জানিতে পারে?—এই ভাব॥ ১১॥

ন তস্য কশ্চিৎ তপসা বিদ্যয়া বা
ন যোগবীর্য্যেণ মনীষয়া বা
নৈবার্থধর্ম্মৈঃ পরতঃ স্বতো বা
কৃতং বিহন্তুং তনুভৃদ্বিভূয়াৎ॥ ১২॥

অন্বয়ঃ—কশ্চিৎ তনুভৃৎ (কোঽপি জীবঃ) তপসা বিদ্যয়া বা (জ্ঞানেন বা) ন, যোগবীর্য্যেণ (উত্তম-যোগেন) মনীষয়া বা (সামাদিবুদ্ধিবলেন বা) ন অর্থধর্ম্মৈঃ এব (অর্থৈঃ ধর্ম্মেণ ন বা) পরতঃ (বল-বদাশ্রয়াৎ) স্বতঃ বা (নিজশক্ত্যা বা) ন এব তস্য (দেবস্য) কৃতং বিহন্তুম্ (অন্যথা কর্ত্তুং) বিভূয়াৎ (প্রভবেৎ)॥ ১২॥

অনুবাদ—কোনও জীবই তপস্যা, জ্ঞান, উত্তম যোগপ্রভাব, সামাদিবুদ্ধিবল, অর্থ, ধর্ম্ম, কিংবা অপর বলবান্ বস্তুর আশ্রয় অথবা নিজশক্তির দ্বারা সেই পরমেশ্বরের কৃতকার্য্যের অন্যথা বিধান করিতে সমর্থ নহেন॥ ১২॥

বিশ্বনাথ—ন চাত্র স্বহঠং রক্ষিতুমাত্মনস্তপোবিদ্যা-যোগবলং প্রদর্শয়িতব্যমিত্যাহ—নেতি। তস্য কৃতং তেন নির্ম্মিতং তপ আদিভিবিহন্তুমন্যথা কর্ত্তুং তনুভৃজ্জীবো ন বিভূয়াৎ ন প্রভবেৎ। ননু ত্বদ্দ্বারা মাং রাজ্যে প্রভুঃ প্রবর্ত্তয়তি যথা, তথা মহর্ষিদ্বারা মাং রাজ্যাৎ প্রব্রাজয়তি চেতি কিমত্র নিশ্চিনোমীতি চেৎ, বুদ্ধিবলেন মাং পরমেশ্বরং বিজিগীষস্বেত্যাহ—মনীষয়া বেতি। তেনোভয়মপি ভগবদাদিষ্টং মত্বা রাজ্যং কুর্ব্বন্নেব তত্রানাসক্ত্যা প্রব্রজ্যামপি কুর্ব্বিতি ভাবঃ। ন চ যথেষ্টদ্রব্যদানতঃ স্বপ্রতিমূর্ত্তিকল্পনেন রাজ্যং চিকীর্ষস্ব নাপীমাং বিপদং বহুধর্ম্মৈর্বলবদা-শ্রয়েণ বা স্ববাহুবলেন বোত্তিতীর্ষেত্যাহ—নৈবার্থে-ত্যাদি॥ ১২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিষয়ে নিজ হঠতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিজের তপস্যা, বিদ্যা ও যোগবল প্রদর্শন করান উচিত নহে, ইহা বলিতেছেন—'ন তস্য' ইত্যাদি। 'তস্য কৃতং'—সেই পরমেশ্বরের নির্ম্মিত কার্য্য তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা 'বিহন্তুং'—অন্যথা করিতে দেহধারী কোন জীব কখনও সমর্থ নহে। যদি বল—দেখুন, আমার প্রভু আপনার দ্বারা আমাকে রাজ্যে যেরূপ প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, তদ্রূপ মহর্ষির দ্বারা আমাকে রাজ্য হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাইতেছেন—এই ব্যাপারে আমি কি নিশ্চয় করিব? তাহার উত্তরে—বুদ্ধিবলে পরমেশ্বর আমাকে জয় করিতে ইচ্ছা কর, ইহা বলিতেছেন—'মনীষয়া বা' ইত্যাদি। অতএব উভয়ই ভগবানের আদেশ মনে করিয়া রাজ্য-পালন করিতে করিতেই তাহাতে অনাসক্তির দ্বারা প্রব্রজ্যাও গ্রহণ কর, এই ভাব। কিন্তু যথেষ্ট দ্রব্য-প্রদানে নিজ প্রতিনিধির দ্বারা রাজ্যপালনের চেষ্টা করিও না, অথবা বহু ধর্ম্মদ্বারা, বলবান্ অপরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, কিম্বা নিজ বাহুবলে এই বিপদ্ উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিও না—ইহা বলিতেছেন, 'নৈবার্থধর্ম্মৈঃ' ইত্যাদি॥ ১২॥

তথ্য—

ঈশ্বরের অধীন যে সকল সংসার।
সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর॥
চৈঃ ভাঃ আদি ১৫শ॥ ১২-১৩॥

ভবায় নাশায় চ কর্ম্ম কর্ত্তুং
শোকায় মোহায় সদা ভয়ায়।
সুখায় দুঃখায় চ দেহযোগম-
ব্যক্তদিষ্টং জনতাঙ্গ ধত্তে॥ ১৩॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ, (হে প্রিয়ব্রত,) জনতা (জীবসমূহঃ) ভবায় (জন্মলাভার্থং) নাশায় চ (বিনাশার্থং চ) শোকায় মোহায় ভয়ায় সুখায় দুঃখায় চ কর্ম্ম কর্ত্তুং সদা (সর্ব্বদৈব) অব্যক্তদিষ্টং (অব্যক্তেন ঈশ্বরেণ দিষ্টং সম্পাদিতং) দেহযোগং (দেহসম্বন্ধং) ধত্তে (ন তু অন্যথা কর্ত্তুং শক্নোতি)॥ ১৩॥

অনুবাদ—হে বৎস, জীবসমূহ জন্ম, বিনাশ, শোক, মোহ, ভয়, সুখ, দুঃখ—এই সকলের জন্য কর্ম্ম করিতে সর্ব্বদাই ঈশ্বরদত্ত দেহ-সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, (তাহা অন্যথা করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই)॥ ১৩॥

বিশ্বনাথ—নাত্র কিমপি শোচনীয়ং যতো দেহধারিণ ঈশ্বরাধীনা ভদ্রমভদ্রং বা স্বেচ্ছয়া পরেচ্ছয়া বা সর্ব্বং সহন্ত এবেত্যাহ—ভবায়েতি। ভবনাশৌ পুনঃ পুনর্জ্জন্মমৃত্যু তদাদ্যর্থং জনতা জীবসমূহঃ। অব্যক্তেনেশ্বরেণ দিষ্টং দত্তং দেহযোগং সদা ধত্তে, স্বকর্ম্মোপাজিতমপি দেহমীশ্বরাজ্ঞাং বিনা ন প্রাপ্নোতি, যথা সাধ্বসাধুক্রিয়াদ্যুপাজ্জিতমপি শালিক্ষেত্র-কারাগারাদিকং নৃপাজ্ঞাং বিনা প্রজা ন প্রাপ্নোতি, নৃপঃ খল্বন্যথাপি কুর্য্যাদিত্যতো হেতোঃ॥ ১৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিষয়ে কোন অনুশোচনা করা উচিত নহে, যেহেতু সকল দেহধারী জীবগণই ঈশ্বরের অধীনে থাকিয়া শুভ বা অশুভ (মঙ্গল বা অমঙ্গল) নিজের ইচ্ছায় অথবা পরের ইচ্ছায় সমস্ত কিছুই সহ্য করিয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন—'ভবায়' ইত্যাদি। 'ভব-নাশৌ'—পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যু লাভের জন্য, 'জনতা'—জীবসমূহ অব্যক্ত ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত দেহযোগ (দেব, মনুষ্যাদি দেহ-সম্বন্ধ) সর্ব্বদাই ধারণ করিতেছে, স্বকর্ম্মের দ্বারা উপাজ্জিত হইলেও সেই দেহ ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতীত লাভ করিতে পারে না, যেমন সাধু বা অসাধু ক্রিয়াদির দ্বারা উপার্জ্জিত হইলেও শালিধান্যক্ষেত্র ও কারাগার প্রভৃতি নৃপতির আজ্ঞা ব্যতীত প্রজা প্রাপ্ত হয় না, কারণ রাজাই ইহার অন্যথা করিতে পারেন—এই অর্থ॥ ১৩॥

যদ্বাচি তন্ত্যাং গুণকর্ম্মদামভিঃ
সুদুস্তরৈর্ব্বৎস বয়ং সুযোজিতাঃ।
সর্ব্বে বহামো বলিমীশ্বরায়
প্রোতা নসীব দ্বিপদে চতুষ্পদঃ॥ ১৪॥

অন্বয়ঃ—নসি প্রোতা চতুষ্পদঃ (নাসিকায়াং রজ্জ্বাসংযতা বলীবর্দ্দাঃ) দ্বিপদে ইব (যথা পুরুষার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি তথা ইতি যাবৎ) (হে) বৎস বয়ং সর্ব্বে যদ্বাচি তন্ত্যাং (যস্য বাচি বেদলক্ষণায়াং তন্ত্যাং দামান্যাং) সুদুস্তরৈঃ (সুদৃঢ়ৈঃ) গুণকর্ম্মনামভিঃ (গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ কর্ম্মাণি সাত্ত্বিকাদিভেদেন ভিন্নানি স্বস্ববর্ণাশ্রমোচিতানি কর্ম্মাণি তন্নিবন্ধনাদি চ নামানি ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদীনি নামধেয়ানি তানি এব নিগড়বন্ধন-গ্রন্থিযুতরজ্জবঃ তৈঃ) সুযোজিতাঃ (সংবদ্ধাঃ সন্তঃ) (তস্মৈ) ঈশ্বরায় বলিং বহামঃ (তদিচ্ছয়া কর্ম্ম কুর্ম্মঃ)॥ ১৪॥

অনুবাদ—বলীবর্দ্দাদি চতুষ্পদ প্রাণিসকল নাসিকায় রজ্জুদ্বারা সংবদ্ধ হইয়া যেরূপ দ্বিপদ মনুষ্যগণের ইচ্ছাধীনে তাঁহাদের জন্যই কর্ম্ম করে, তদ্রূপ হে বৎস, আমরাও ভগবানের বাক্যরূপ বেদলক্ষণা রজ্জুতে সত্ত্বাদিগুণ, তত্তদ্‌গুণভেদে স্বস্ববর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম ও তন্নিবন্ধন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি নামরূপ গ্রন্থির দ্বারা সুদৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া শ্রীভগবানের ইচ্ছানুসারেই কর্ম্ম করিতে বাধ্য হই॥ ১৪॥

বিশ্বনাথ—দেহধারণে পারতন্ত্র্যমিব কর্ম্মকরণেঽপি পারতন্ত্র্যমাহ—যস্য বাচি বেদলক্ষণায়াং তন্ত্যাং দামন্যাং গুণাঃ সত্ত্বাদয়স্তদুচিতানি কর্ম্মাণি তন্নিবন্ধনৈর্নামভির্ব্রাহ্মণাদিশব্দৈঃ সুদুস্তরৈঃ সুদৃঢ়ৈঃ হে বৎস, বয়ং সর্ব্বে সুযোজিতাঃ নিবদ্ধাঃ তস্মৈ ঈশ্বরায় বলিং বহামঃ তদাদিষ্টং কর্ম্ম কুর্ম্মঃ। অত্র

দৃষ্টান্তঃ—নসি নাসিকায়াং প্রোতা বদ্ধাঃ সন্তঃ চতুষ্পদো বলীবর্দ্দা দ্বিপদে মনুষ্যায়, তে যথা মনুষ্যদত্তস্য ভারস্যাবহনে গমনাগমনক্রিয়াদিষু স্বাতন্ত্র্যে চ দণ্ডং প্রাপ্নুবন্তি, তথা চ বয়মপীতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেহধারণে পারতন্ত্র্যের ন্যায় কর্ম্মকরণেও জীবের পারতন্ত্র্য দেখাইতেছেন—'যদ্বাচি তন্ত্যাং' ইত্যাদি, যাঁহার বাক্যরূপ বেদলক্ষণা রজ্জুতে সত্ত্বাদি গুণ ও তদুচিত কর্ম্ম এবং তন্নিবন্ধন ব্রাহ্মণাদি নামের (শব্দের) দ্বারা সুদৃঢ়রূপে, হে বৎস! আমরা সকলে নিবদ্ধ হইয়া সেই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে 'বলিং বহামঃ'—তাঁহার আদিষ্ট কর্ম্মই করিতেছি। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'নসি বদ্ধাঃ'—যেমন গবাদি চতুষ্পদ পশুগণ রজ্জুদ্বারা নাসিকায় আবদ্ধ হইয়া দ্বিপদ মনুষ্যের অভিপ্রেত কার্য্য সাধন করে, তাহারা যেমন মনুষ্যদত্ত ভার বহন না করিয়া গমনাগমন কার্য্যে স্বতন্ত্রতা আচরণ করিলে দণ্ড প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমরাও (ঈশ্বরাজ্ঞা পালন না করিলে দণ্ডভোগ করিয়া থাকি)—এই ভাব ॥ ১৪ ॥

তথ্য—গীতা ৩।১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ১৪ ॥

ঈশাভিসৃষ্টং হ্যবরুন্ধমহেঽঙ্গ
দুঃখং সুখং বা গুণকর্ম্মসঙ্গাৎ ।
আস্থায় তৎ তদ্‌যদযুঙ্‌ক্ত নাথ-
শ্চক্ষুষ্মতান্ধা ইব নীয়মানাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অঙ্গ, (হে প্রিয়ব্রত,) নাথঃ (কর্ম্মফলপ্রদাতা ভগবান্) গুণকর্ম্মসঙ্গাৎ (গুণানুরূপকর্ম্মবশাৎ) (যৎ) যৎ অযুঙ্‌ক্ত (দেবতির্য্যগাদি লক্ষণং শরীরং দত্তবান্) তৎ তৎ আস্থায় (স্বীকৃত্য) চক্ষুষ্মতা নীয়মানাঃ অন্ধা ইব (নেত্রবতা চালিতাঃ অন্ধাঃ ইব) ঈশাভিসৃষ্টং হি (ঈশ্বরেণ অভিসৃষ্টং দত্তমেব) দুঃখং সুখং বা অবরুন্ধমহে (স্বীকুর্ম্মঃ বয়মিতি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে প্রিয়ব্রত, কর্ম্মফলপ্রদাতা ভগবান্ গুণানুরূপকর্ম্মহেতু যে যে দেবতির্য্যগাদি শরীর প্রদান করিয়াছেন, তত্তৎ দেহ স্বীকার করিয়া চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির দ্বারা চালিত অন্ধগণের ন্যায়, আমরাও প্রয়োজক-কর্ত্তা ঈশ্বরপ্রদত্ত সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকি ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ম্মফলভোগেঽপি পারতন্ত্র্যমাহ—ঈশা ঈশ্বরেণ অভিসৃষ্টং দত্তমেব অঙ্গ প্রিয়ব্রত অবরুন্ধমহে প্রাপ্নুমঃ দুঃখং সুখং বেতি ন চাত্র বৈষম্যমীশ্বরস্যেত্যাহ—গুণেতি। তম আদিগুণনিবন্ধনানি যানি কর্ম্মাণি তেষু সঙ্গাদাসক্তত্বাৎ। যথা স্বীয়ত্বাৎ সমেষ্বপি বলীবর্দ্দেষু মধ্যে সাধ্বসাধু-কর্ম্মকরণতারতম্যানুরূপমেব কেভ্যশ্চিদুত্তম গৃহাভ্যন্তরে স্থাপিতেভ্যঃ সঘৃতদুগ্ধোদনাদিকং তৎ-স্বামী দত্তে, কেভ্যশ্চন রূক্ষরন্ধি চণক-মাষাদিকং, কেভ্যশ্চন কণিশ-ঘাসাদিকং, কেভ্যশ্চন নীহারাতপপঙ্কাদিমতি বহিঃস্থলে স্থাপিতেভ্যঃ সাক্রোশদণ্ডপ্রহারং বিরসং দলপলালাদিকমিতি। কিং কৃত্বা অবরুন্ধমহে? নাথঃ স্বামী যদ্‌যদযুঙ্‌ক্ত অভদ্রং ভদ্রং বা ফলং দদৌ তত্তদাস্থায় অস্মদ্বৈগুণ্যসাদ্‌গুণ্যানুরূপমেব দদাতি স্বামিনঃ কো দোষ ইতি মনসি বিশ্বস্যেত্যর্থঃ। প্রত্যুতঃ পরমেশ্বরস্যাত্র গুণ এব দ্রষ্টব্য ইতি দৃষ্টান্তেনাহ—চক্ষুষ্মতেতি। শীতলমাতপতপ্তং বা বর্ত্ম নীয়মানাস্তত্র কদাচিৎ শীতলে বর্ত্মনি কণ্টককূর্পাদিকং দৃষ্ট্বা যদা তপ্তং বর্ত্ম নীয়ন্তে তেন কিমন্ধৈশ্চক্ষুষ্মানুপালভ্যতে, অপি তু হিতকৃদয়মিতি বিশ্বস্য প্রশস্যত এবেতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কর্ম্মফল ভোগেও জীবের পারতন্ত্র্য দেখাইতেছেন—'ঈশাভিসৃষ্টং', ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্তই, হে অঙ্গ প্রিয়ব্রত! সুখ বা দুঃখ আমরা প্রাপ্ত হইয়া থাকি, এই বিষয়ে ঈশ্বরের কোন বৈষম্য নাই, ইহা বলিতেছেন—'গুণ-কর্ম্ম-সঙ্গাৎ', তমঃ প্রভৃতি গুণ-নিবন্ধন যে যে কর্ম্মসকল, তাহাতে 'সঙ্গাৎ'—আসক্তিবশতঃই (অর্থাৎ জগদীশ্বর আমাদের গুণ ও কর্ম্মের সম্বন্ধ অনুসারে তদনুরূপ দেবতা বা নীচ প্রাণিরূপ যে কোন দেহই বিধান করুন না কেন, আমরা সেই দেহ আশ্রয় করিয়াই দৃষ্টিশালী ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত অন্ধগণের ন্যায় বিভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হই)। যেমন স্বীয়ত্বরূপে সমান হইলেও, অর্থাৎ নিজেরই বলীবর্দ্দসকলের মধ্যে ভাল বা মন্দ কর্ম্ম করার তারতম্য অনুসারে তাহাদের প্রভু কাহাকেও উত্তম গৃহের অভ্যন্তরে স্থাপন করিয়া

দুগ্ধান্ন প্রদান করেন, কাহাকেও বা রূক্ষ পচা ছোলা মাষকলাই প্রভৃতি, কাহাকেও কণিশ ঘাসাদি দিতেছেন। আবার কাহাকেও নীহার, সূর্য্যকিরণ ও পঙ্কাদিযুক্ত বাহিরের স্থলে রাখিয়া সাক্রোশ দণ্ড-প্রহার, বিরস দলপলালাদি দিতেছেন। কি প্রকারে আমরা তাহা স্বীকার করি? তাহাতে বলিতেছেন—'যদ্ অযুঙ্‌ক্ত স্বামী', আমাদের প্রভু জগদীশ্বর মঙ্গল বা অমঙ্গল ফল যাহাই দিন, তাহা তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি, আমাদের বৈগুণ্য ও সাদ্‌গুণ্যের অনুরূপ ফলই তিনি প্রদান করিয়া থাকেন, ইহাতে প্রভুর কি দোষ? ইহা মনে বিশ্বাস কর—এই অর্থ। প্রত্যুত পরমেশ্বরের এই বিষয়ে গুণই বুঝিতে হইবে, ইহা দৃষ্টান্তের দ্বারা বলিতেছেন—'চক্ষুষ্মতা' ইত্যাদি, চক্ষুষ্মান্ জন কর্ত্তৃক পরিচালিত অন্ধ যেমন, অর্থাৎ শীতল বা সূর্য্যকিরণ-তপ্ত পথে নীয়মান অন্ধকে কখনও শীতল পথে কণ্টকাদি দেখিয়া দৃষ্টিশালী ব্যক্তি যদি (তাহাকে) তপ্ত পথে আনয়ন করে, তাহাতে কি অন্ধজন সেই দৃষ্টিশালী ব্যক্তিকে তিরস্কার করে? অধিকন্তু এই ব্যক্তি আমার হিত-কারী বলিয়া তাহাকে বিশ্বাস করিয়া প্রশংসাই করিয়া থাকে—এই ভাব ॥ ১৫ ॥

> মুক্তোঽপি তাবদ্বিভৃয়াৎ স্বদেহ-
> মারব্ধমশ্নন্নভিমানশূন্যঃ।
> যথানুভূতং প্রতিযাতনিদ্রঃ
> কিন্ত্বন্যদেহায় গুণান্ ন বৃঙ্‌ক্তে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু এতৎসর্ব্বম্ অবিদুষ এব ন তু আত্মবিদ ইত্যাশঙ্ক্যাহ)—(হে প্রিয়ব্রত,) মুক্তঃ অপি (আত্মবিদপি) প্রতিযাতনিদ্রঃ (গতনিদ্রঃ) অনুভূতং যথা (স্বপ্নদৃষ্টবিষয়ং যথা অভিমানশূন্যঃ সন্ স্মরতি তথা) অভিমানশূন্যঃ (কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিবুদ্ধিরহিতঃ সন্ যাবৎ প্রারব্ধং কর্ম্ম বর্ত্ততে) তাবৎ (তৎকাল-পর্য্যন্তং) স্বদেহং (নিজদেহং) বিভৃয়াৎ (ধারয়েৎ ততঃ) আরব্ধং (প্রাক্তনকর্ম্মোপস্থাপিতং সুখং দুঃখং বা) অশ্নন্ (ভুঞ্জান এব বর্ত্ততে) কিং তু (পরন্তু) অন্যদেহায় (দেহান্তরলাভার্থং) গুণান্ (তদারম্ভকান্ গুণান্ কর্ম্মাণি বাসনাশ্চ) ন বৃঙ্‌ক্তে (ন সম্ভজতে)॥১৬॥

অনুবাদ—(হে প্রিয়ব্রত,) যেরূপ মনুষ্য নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় স্মরণ করে, তদ্রূপ আত্মবিৎ পুরুষও কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি বুদ্ধিরহিত হইয়া যে-কাল পর্য্যন্ত প্রারব্ধ কর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে, তাবৎকাল প্রাক্তনকর্ম্মোপস্থাপিত সুখদুঃখ ভোগ করেন। কিন্তু যে গুণকর্ম্ম ও বাসনার দ্বারা দেহান্তরপ্রাপ্তি ঘটে, তিনি সেই সকল ভজনা করেন না ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেতৎ সর্ব্বমবিদুষঃ কর্ম্মিণ এব, ন তু কর্ম্মগ্রন্থিত উত্তীর্ণস্যাত্মজ্ঞানিন ইত্যাশঙ্ক্যাহ—মুক্তোঽপীতি। যাবৎ প্রারব্ধং কর্ম্ম তাবৎ। যথা স্বপ্নেঽনুভূতং প্রতিযাতনিদ্রো গতনিদ্রোঽভিমানশূন্য এবানুস্মরতি। তর্হি ভোগবাসনায় পুনর্জ্জন্ম স্যাত্ত-ত্রাহ—কিন্তু অন্যদেহায় দেহান্তরং প্রাপ্তুং গুণান্ কর্ম্মাণি বাসনাশ্চ ন বৃঙ্‌ক্তে ন সংভজতে ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, এই সমস্ত অজ্ঞানী কর্ম্মিগণের পক্ষে হইতে পারে, কিন্তু কর্ম্মগ্রন্থি হইতে উত্তীর্ণ আত্মজ্ঞানীদের জন্য নহে। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—'মুক্তঃ অপি' ইত্যাদি, জীবন্মুক্ত পুরুষগণও যতদিন প্রারব্ধ কর্ম্ম, ততদিন পর্য্যন্ত দেহ অবশ্যই ধারণ করেন, যেমন মানুষ নিদ্রাভঙ্গের পর স্বপ্নে অনুভূত বস্তুসমূহকে অভিমানশূন্য হইয়াই অনুভব করে। যদি বলেন—তাহা হইলে ভোগবাসনার জন্য জ্ঞানিগণেরও পুনর্জ্জন্ম হউক, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'কিন্তু অন্যদেহায়' ইত্যাদি, পরন্তু তিনি অভিমানশূন্য বলিয়া অন্য দেহ ধারণ, অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম গ্রহণের উপযোগী গুণ, কর্ম্ম বা বাসনাসমূহের ভজনা করেন না (অনুগত হন না) ॥ ১৬ ॥

> ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপি স্যাদ্-
> যতঃ স আস্তে সহষট্‌সপত্নঃ।
> জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতের্বুধস্য
> গৃহাশ্রমঃ কিং নু করোত্যবদ্যম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু গৃহস্থিতস্য এবম্বিধ নিরাসক্ততা নৈব সম্ভবতি ইত্যাহ)—প্রমত্তস্য (অজিতেন্দ্রিয়স্য) বনেষু অপি (সঙ্গভয়েন বনাদ্‌বনান্তরং গচ্ছতোঽপি) ভয়ং (সংসারঃ) স্যাৎ (ভবেদেব), যতঃ সঃ

(অজিতেন্দ্রিয়ঃ) সহষট্‌সপত্নঃ (মনসা বুদ্ধীন্দ্রিয়-পঞ্চকেন চ শত্রুভূতেন সম্বন্ধযুক্তঃ) আস্তে (বর্ত্ততে); জিতেন্দ্রিয়স্য আত্মরতেঃ (আত্মারামস্য) বুধস্য (জ্ঞানিনঃ) গৃহাশ্রমঃ কিং নু অবদ্যং করোতি ? (রাগাদিদোষং কিং নু করোতি, ন করোত্যেব)।।১৭।।

অনুবাদ—অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের বনে গমন করিয়াও দ্বিতীয়াভিনিবেশজ ভয় বা সংসার হইতে পারে। যেহেতু, সে মন ও বুদ্ধীন্দ্রিয়পঞ্চক—এই ছয় রিপুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াই অবস্থান করে। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন, যিনি পরমাত্মাতে রতিবিশিষ্ট, সেইরূপ জ্ঞানিব্যক্তির গৃহস্থাশ্রম আর কি অপকার সাধন করিবে ? ।। ১৭ ।।

বিশ্বনাথ—ননু তদপীশ্বরাধীনত্বেঽপি মম সাংপ্রতিকাদ্বনবাসাৎ ভাবিনি গৃহে স্থিতিরপকারং করিষ্যত্যেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—ভয়ং সংসারঃ সহ-ষট্‌সপত্নঃ ষড়িন্দ্রিয়শত্রুসহিতঃ। জিতেন্দ্রিয়স্য, তত্রাপ্যাত্মরতেরাত্মারামস্য, তত্রাপি বুধস্য বনগৃহয়োস্তারতম্যাভাবং বুদ্ধ্যমানস্য কিং অবদ্যং রাগাদিদোষম্ ।। ১৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—ঈশ্বরের অধীনত্ব হইলেও আমার সাম্প্রতিক বনবাস হইতে ভবিষ্যতে গৃহে অবস্থান অপকার-সাধন করিবেই, ইহার আশঙ্কায় বলিতেছেন—'ভয়ং প্রমত্তস্য' ইত্যাদি, প্রমত্ত অর্থাৎ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির বনেও সংসার ভয় হইতে পারে, 'সহ-ষট্-সপত্নঃ'—যেহেতু সেখানেও ষড়িন্দ্রিয়-শত্রুর সহিত, অর্থাৎ মন এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই ছয়টি শত্রু তাহার সঙ্গেই থাকে। পক্ষান্তরে যিনি জিতেন্দ্রিয়, তাহাতেও আত্মারাম (আত্মাতে অর্থাৎ ভগবানে যাঁহার প্রীতি রহিয়াছে), তাহাতেও আবার যিনি বুধ, অর্থাৎ বন ও গৃহের তারতম্যের অভাববিষয়ে যিনি বিবেকী, তাদৃশ জ্ঞানী পুরুষের গৃহাশ্রম কি অনিষ্ট-সাধন করিতে পারে ? অর্থাৎ গৃহাশ্রম তাঁহার কোন অনিষ্টই করিতে পারে না ।। ১৭ ।।

যঃ ষট্ সপত্নান্ বিজিগীষমাণো
গৃহেষু নির্ব্বিশ্য যতেত পূর্ব্বম্ ।
অত্যেতি দুর্গাশ্রিত ঊর্জিতারীন্
ক্ষীণেষু কামং বিচরেদ্বিপশ্চিৎ ।। ১৮ ।।

অন্বয়ঃ—(কিঞ্চ) যঃ ষট্ সপত্নান্ (শত্রুভূতানি মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি) বিজিগীষমাণঃ (জেতুমিচ্ছেৎ সঃ) পূর্ব্বং (প্রথমং) গৃহেষু নির্ব্বিশ্য (গৃহাশ্রমমবলম্ব্য এব) যতেত (যত্নং কুর্য্যাৎ) ক্ষীণেষু (রিপুষু নির্জ্জিতেষু সৎসু) বিপশ্চিৎ (বুদ্ধিমান্) কামং বিচরেৎ (গৃহে বনে বা বিচরেৎ); (তথা হি জনঃ) দুর্গাশ্রিতঃ (এব) ঊর্জিতারীন্ (প্রবলবিপক্ষান্) অত্যেতি (জয়তি, পশ্চাৎ দুর্গে অন্যত্র বা বর্ত্ততে) ।। ১৮ ।।

অনুবাদ—যিনি শত্রুতুল্য মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়—এই ষড়রিপুকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন, প্রথমতঃ তাঁহার গৃহাশ্রমে থাকিয়াই তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য। শত্রুবর্গ নির্জ্জিত হইলে যেরূপ তৎপশ্চাৎ দুর্গে বা তদ্ভিন্ন অন্য যে কোনও স্থানে ইচ্ছামত বিচরণ করা যায়, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ষড়রিপু জয় করিয়া তৎপশ্চাৎ গৃহে বা বনে যে কোনও স্থানে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে পারেন। কারণ পুরুষ প্রথমে দুর্গ আশ্রয় করিয়াই প্রবল বিপক্ষসমূহকে জয় করিয়া থাকেন ।। ১৮ ।।

বিশ্বনাথ—অজিতেন্দ্রিয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ ইন্দ্রিয়জয়েচ্ছুরিত্যত্র লোকে ত্রিবিধো জনঃ, তত্রাদ্যয়োর্গৃহাশ্রমো ন দোষ ইত্যুক্তম্। অন্ত্যস্য তু প্রত্যুত গুণ এবেত্যাহ—যো বিজিগীষমাণঃ বিজেতুমিচ্ছতি স পূর্ব্বং গৃহেষু স্থিত্বা তেষামত্যন্তনিরোধকুর্ব্বন্ জেতুং যতেত ; যতো লোক ঊর্জিতান্ বলিষ্ঠানরীন্ দুর্গাশ্রিত এবাত্যেতি জয়তি। ততশ্চ ক্ষীণেষ্বরিষু কামং গৃহেষ্বন্যত্র বা বিচরেৎ, যুধ্যেতেতি পাঠে প্রহরেদিত্যর্থঃ ।। ১৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই জগতে অজিতেন্দ্রিয়, জিতেন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়জয়েচ্ছুক—এই তিন প্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে প্রথম দুই জনের গৃহাশ্রম দোষের নহে, ইহা বলা হইয়াছে। অবশিষ্ট অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জয় করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির পক্ষে কিন্তু গৃহাশ্রম গুণই, ইহা বলিতেছেন—'যঃ বিজিগীষমাণঃ' ইত্যাদি। যিনি পূর্ব্বোক্ত ছয়টি শত্রুকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রথমতঃ গৃহাশ্রমে থাকিয়াই তাহাদের অত্যন্ত নিরোধপূর্ব্বক

জয় করিতে চেষ্টা করিবেন। যেহেতু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুর্গকে আশ্রয় করিয়াই বলবান্ শত্রুগণকে জয় করিয়া থাকেন। তারপর শত্রু ক্ষীণ (দুর্ব্বল) হইলে গৃহে বা অন্যত্র যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া থাকেন। 'অত্যেতি'—এই স্থলে 'যুধ্যেত', এইরূপ পাঠান্তরে—দুর্গাশ্রিত হইয়াই শত্রুগণকে প্রহার করিবেন, এই অর্থ ॥ ১৮ ॥

———

ত্বন্ত্বব্জনাভাঙ্ঘ্রি সরোজকোশ-
দুর্গাশ্রিতো নির্জ্জিতষট্‌সপত্নঃ।
ভুঙ্‌ক্ষ্ব্যহ ভোগান্ পুরুষাতিদিষ্টান্
বিমুক্তসঙ্গঃ প্রকৃতিং ভজস্ব ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(এতচ্চগৃহদুর্গাশ্রয়ঃ প্রাকৃতজনানাং বিহিতঃ) ত্বং তু অব্জনাভাঙ্ঘ্রিসরোজকোশদুর্গাশ্রিতঃ (অব্জনাভস্য নারায়ণস্য অঙ্ঘ্রিসরোজকোশ এব দুর্গং তদাশ্রিতঃ অতএব) নির্জ্জিতষট্‌সপত্নঃ (জিতেন্দ্রিয়-রিপুগণঃ ভবসি) পুরুষাতিদিষ্টান্ (স্বপ্রভুণৈবাতিশয়েন দত্তান্) ভোগান্ (অতঃ) ইহ (সংসারে) ভুঙ্‌ক্ষ্ব। (পশ্চাৎ) বিমুক্তসঙ্গঃ (ত্যক্তকলত্রাদিঃ সন্) প্রকৃতিং ভজস্ব (রাজ্যভারং স্বপুত্রে বিন্যস্য বনেঽপি গত্বা তিষ্ঠ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—(হে প্রিয়ব্রত,) পদ্মনাভ শ্রীনারায়ণের পাদপদ্মকোশদুর্গ আশ্রয় করিয়া তুমি ষড়রিপুকে বিশেষভাবে জয় করিয়াছ। অতএব এখন গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়া স্বপ্রভুদত্ত প্রচুর ভগবদ্‌ভোগাবশেষের সেবা কর; পশ্চাৎ পুত্রকলত্রাদির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বনে গমনপূর্ব্বক শ্রীহরির আরাধনা করিও ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বন্তু তেষু ত্রিষু মধ্যে ন কোঽপীত্যাহ—ত্বমিতি। তুর্ভিন্নোপক্রমে, অব্জনাভেতি নত্বন্যপ্রাকৃত-বদ্‌গৃহদুর্গাশ্রিতঃ। ন চান্যবজ্জিতেন্দ্রিয়শ্চ যতো নির্জ্জিতেতি জিতষট্‌সপত্নেভ্যো নির্গতঃ। তব ষড়িন্দ্রিয়াণি ভগবৎসৌন্দর্য্যাদিষ্বাসক্তানি পরমমিত্রাণ্যেব ন তু শত্রবঃ। অতঃ পুরুষেণ স্বপ্রভুণৈবাতিশয়েন দিষ্টান্ দত্তান্ ভোগান্ ইতি কর্ম্মজন্যানামেব ভোগানাং বন্ধকত্বং নত্বীশ্বরদত্তানামিতি ভাবঃ। প্রকৃতিং ভজস্বেতি পশ্চাদ্রাজ্যভারং স্বপুত্রে বিন্যস্য বনেঽপি গত্বা তিষ্ঠ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তুমি কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অজিতেন্দ্রিয়াদি ত্রিবিধ জনের মধ্যে একজনও না, ইহা বলিতেছেন—'ত্বম্' ইত্যাদি। 'তু'—ইহা ভিন্নোপক্রমে। 'অব্জনাভ' ইত্যাদি, তুমি কিন্তু পূর্ব্বেই ভগবান্ শ্রীহরির পাদপদ্মরূপ অভয় দুর্গ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছ, কিন্তু অন্য প্রাকৃত জনের ন্যায় গৃহ-রূপ দুর্গ আশ্রয় কর নাই, কিম্বা অপরের ন্যায় জিতেন্দ্রিয়ও নও, যেহেতু 'নির্জ্জিত-ষট্‌সপত্নঃ'—পূর্ব্বোক্ত ছয়টি শত্রুর জয় হইতে তুমি নির্গত হইয়াছ, কারণ তোমার (মন এবং চক্ষু প্রভৃতি) ছয়টি ইন্দ্রিয়-সকল শ্রীভগবানের সৌন্দর্য্যাদিতেই আসক্ত হওয়ায় পরম মিত্রই, কিন্তু উহারা তোমার শত্রু নহে। অতএব 'পুরুষাতিদিষ্টান্'—তোমার নিজ প্রভুর দ্বারাই অতিশয়রূপে প্রদত্ত ভোগ্য বস্তুসমূহ সম্প্রতি ভোগ কর। ইহার দ্বারা কর্ম্ম-জনিত ভোগসকলই জীবের বন্ধনহেতু, কিন্তু ঈশ্বর প্রদত্ত ভোগ্য বস্তুসমূহ নহে—এই ভাব ব্যক্ত হইল। 'প্রকৃতিং ভজস্ব'—পরে রাজ্যভার নিজ পুত্রগণে সমর্পণ করিয়া বনেও গমন-পূর্ব্বক অবস্থান কর (অর্থাৎ প্রকৃতি বলিতে সর্ব্ব-কারণ শ্রীভগবানের ভজনা কর) ॥ ১৯ ॥

মধ্ব—

শ্রীবেদব্যাসায় নমঃ।
বিহিতো যস্য যো ধর্ম্মো বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
তেন মুক্তির্ভবেত্তস্য তং গুরুর্বেদসর্ব্ববিৎ ॥
ইতি প্রবৃত্তসংহিতায়াম্ ॥ ১৯ ॥

তথ্য—

গীঃ ৩।৩০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।
ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যাসিদ্ধনম্ ॥
(ঈশোপনিষৎ ১ম)

"স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল ॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা ॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ১৬।২৩৭-২৩৯

প্রকৃতি—স্বরূপ (শ্রীধর) ; সচ্চিদানন্দ-লক্ষণ স্বভাব (শ্রীবিজয়ধ্বজ) ; বিশ্ব-কারণ (শ্রীশুকদেব); ছান্দোগ্যোল্লিখিত পাপসম্বন্ধশূন্য, জরাধর্ম্মরহিত, বিমৃত্যু, বিশোক, ভোগবাসনারহিত, অন্যাভিলাষশূন্য, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প এই আটটী স্বভাব (শ্রীবীর-রাঘব) ॥ ১৯ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি সমভিহিতো মহাভাগবতো ভগবতস্ত্রিভুবনগুরোরনুশাসনমাত্মনো লঘুতয়াবনতশিরোধরো বাঢ়মিতি সবহুমানমুবাহ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ইতি সমভিহিতঃ (এবম্ আদিষ্টঃ) মহাভাগবতঃ (পরমভক্তঃ প্রিয়ব্রতঃ) আত্মনঃ লঘুতয়া (স্বস্য অল্পজ্ঞানতয়া) ত্রিভুবনগুরোঃ ভগবতঃ (ব্রহ্মণঃ) অনুশাসনম্ (অনুজ্ঞাতম্) অবনতশিরোধরঃ (নতমস্তকঃ সন্) বাঢ়ম্ ইতি সবহুমানম্ উবাহ (এবং করিষ্যামি ইতি অত্যাদরেণ স্বীকৃতবান্) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ব্রহ্মাকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া পরমভক্ত প্রিয়ব্রত স্বীয় অল্পজ্ঞতাহেতু ত্রিভুবন-গুরু ব্রহ্মার অনুজ্ঞা—'আপনি যাহা আদেশ করিলেন, তাহাই করিব'—এইরূপ অত্যাদরের সহিত অবনতমস্তকে স্বীকার করিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মনঃ স্বস্য লঘুতয়া তৎপৌত্রত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মনঃ লঘুতয়া'—ব্রহ্মার পৌত্র বলিয়া প্রিয়ব্রত নিজেকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া (তাঁহার আদেশবাক্য অবনতমস্তকে অঙ্গীকার করিলেন) ॥ ২০ ॥

———

ভগবানপি মনুনা যথাবদুপকল্পিতাপচিতিঃ প্রিয়ব্রতনারদয়োরবিষমমভিসমীক্ষমাণয়োরাত্মসমবস্থানমবাঙ্মনসং ক্ষয়মব্যবহৃতং প্রবর্ত্তয়ন্নগাৎ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) মনুনা যথার্বৎ উপকল্পিতাপচিতিঃ (কৃতসৎকারঃ) ভগবান্ অপি (ব্রহ্মাপি) (প্রিয়ব্রতস্য যোগভ্রংশাৎ নারদস্য চ শিষ্যনাশাৎ কুটীলম্ ঈক্ষণং সম্ভবতি তত্তু নাস্তীত্যাহ)—অবিষমম্ অভিসমীক্ষমাণয়োঃ (অবিষমং যথা ভবতি তথা অভিসমীক্ষমাণয়োঃ অক্ষুণ্ণদৃষ্ট্যোঃ) প্রিয়ব্রতনারদয়োঃ (সমীপে) আত্মসমবস্থানম্ (আত্মনঃ সম্যগবস্থানং যস্মিন্ তথাভূতম্) অবাঙ্মনসং (বাঙ্মনসয়োর-বিষয়ম্) অব্যবহৃতং (ব্যবহারশূন্যং) ক্ষয়ং (নিবাসং) প্রবর্ত্তয়ন্ অগাৎ (নিবৃত্তং প্রিয়ব্রতং প্রবর্ত্তয়ন্ বিষণ্ণঃ সন্ ব্রহ্মা ব্যবহারাতীতং স্বরূপং চিন্তয়ন্ অন্তর্হিতঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর মনুকর্ত্তৃক যথাবিধি সৎকৃত হইয়া ঐশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মাও প্রিয়ব্রত ও নারদের সমক্ষে অন্তর্হিত হইয়া স্বধামে গমন করিলেন। ঐ ধাম—বাক্য ও মনের অগোচর ও ব্যবহারাতীত। ব্রহ্মা মনে করিয়াছিলেন যে, প্রিয়ব্রতের যোগ ভ্রষ্ট হইল এবং নারদের শিষ্যনাশ হইল, সুতরাং তাঁহারা দুইজন ব্রহ্মার প্রস্থানসময়ে তাহার প্রতি কুটিলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, কিন্তু তাহা হইল না। প্রিয়ব্রত ও নারদ উভয়েই অবিষম তথা অক্ষুণ্ণদৃষ্টিতে ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু 'নিবৃত্ত প্রিয়ব্রতকে পুনরায় প্রবৃত্তিমার্গে প্রবেশ করাইলাম'—এই ভাবিয়া ব্রহ্মা বিষণ্ণ হইলেন (এবং ব্যবহারাতীত স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে অন্তর্হিত হইলেন) ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—যথাবদিতি তৎকালদেশোচিত সপর্য্যয়া ইত্যর্থঃ। অত্র প্রিয়ব্রতস্য যোগভ্রংশাৎ নারদস্য চ শিষ্যগতমনোরথধ্বংসাৎ কুটিলমীক্ষণং সম্ভবতি, তত্তু নাস্তীত্যাহ—অবিষমং যথা স্যাত্তথা তয়োরভিসমীক্ষমাণয়োঃ সতোঃ আত্মনঃ পরমাত্মনঃ সম্যগবস্থানং স্বরূপং স্বহৃদি প্রবর্ত্তয়ন্ স্মরন্, কীদৃশং ? বাঙ্মনসয়োঃ প্রাকৃতয়োরবিষয়ং ক্ষয়ং সর্ব্বনিবাসস্থানত্বাদাশ্রয়ত্বমিত্যর্থঃ ; পাঠান্তরে, অবাক্ ন বিদ্যন্তে বাচস্ত্রৈগুণ্যবিষয়া বিধিনিষেধাত্মিকাঃ শ্রুতয়ো যত্র তথাভূতং যন্মনস্তস্য ক্ষয়ং নিস্ত্রৈগুণ্যমনোবিষয়মিত্যর্থঃ। অব্যবহৃতং ব্যবহারশূন্যম্, যদ্বা, অব্যবহৃতং প্রিয়ব্রতং ব্যবহারে প্রবর্ত্তয়ন্ ক্ষয়ং সত্যলোকম্ অগমৎ। কীদৃশং? আত্মনঃ স্বস্য সম্যগবস্থানং যত্র তৎ। প্রিয়ব্রতং কীদৃশং ? অবাঙ্মনসং আত্মারামং মহাভাগবতত্বাৎ প্রাকৃতবাঙ্মনসশূন্যমিত্যর্থঃ ॥ ২১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যথাবৎ উপকল্পিতাপচিতিঃ' —যথাবিধি অর্থাৎ তৎকাল ও দেশোচিত সপর্য্যা (পূজোপহার) দ্বারা মনু কর্ত্তৃক ব্রহ্মা পূজিত হইলেন। এখানে প্রিয়ব্রতের যোগভ্রংশ এবং নারদের শিষ্যগত মনোরথ ধ্বংস হওয়ায় কুটিল দৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাহা হইল না, ইহা বলিতেছেন—'অবিষমং' ইত্যাদি। অবৈষম্য যাহাতে হয়, তদ্রূপে, অর্থাৎ অকুটিলভাবে প্রিয়ব্রত ও দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক ঈক্ষমাণ হইয়া ব্রহ্মা 'আত্ম-সমবস্থানং'—আত্মা বলিতে পরমাত্মার সম্যক্ অবস্থান, অর্থাৎ স্বরূপ নিজ হৃদয়ে প্রবর্ত্তিত করিয়া স্মরণ করতঃ, কি প্রকার স্বরূপ ? তাহাতে বলিতেছেন—'বাঙমনসং ক্ষয়ং', প্রাকৃত বাক্য ও মনের অগোচরীভূত যে 'ক্ষয়', অর্থাৎ সকলের নিবাসের স্থানহেতু যাহা আশ্রয়তত্ত্ব, এই অর্থ। এই স্থলে 'অবাঙমনসঃ ক্ষয়ং'—এইরূপ পাঠান্তরে 'অবাক্' বলিতে বাক্যসকল যেখানে নাই, অর্থাৎ ত্রৈগুণ্যবিষয়ক বিধি-নিষেধাত্মক শ্রুতি-বাক্যসমূহ যেখানে নাই, তাদৃশ যে মন, তাহার ক্ষয় বলিতে নিস্ত্রৈগুণ্য মনের যাহা বিষয়ীভূত, এই অর্থ। 'অব্যবহৃত'—বলিতে ব্যবহারশূন্য অর্থাৎ যাহা ব্যবহারমার্গের অতীত, কিম্বা —'অব্যবহৃতং প্রিয়ব্রতং', নিবৃত্তপর প্রিয়ব্রতকে ব্যবহার মার্গে প্রবর্ত্তিত করিয়া ব্রহ্মা 'ক্ষয়' বলিতে নিজস্থান সত্যলোকে গমন করিলেন। কিপ্রকার স্থান ? তাহাতে বলিতেছেন—'আত্ম-সমবস্থানং', নিজের সম্যক্‌রূপে অবস্থান যেখানে, সেই সত্যলোক। প্রিয়ব্রত কিপ্রকার ? তাহাতে বলিতেছেন—'অবাঙমনসং', আত্মারাম, মহাভাগবত বলিয়া প্রাকৃত বাক্য ও মন যাঁহার নাই, এই অর্থ ॥ ২১ ॥

মনুরপি পরেণৈব প্রতিসন্ধিতমনোরথঃ সুরর্ষিবরানুমতেনাত্মজমখিল-ধরামণ্ডল-স্থিতিগুপ্তয় আস্থাপ্য স্বয়মতিবিষমবিষয়বিষজলাশয়াশায়া উপররাম ॥২২॥

অন্বয়ঃ—পরেণ এব (ব্রহ্মণা এব) প্রতিসন্ধিত-মনোরথঃ (পুত্রং রাজ্যে সংস্থাপ্য বনং যাস্যামিতি মনোরথঃ ব্রহ্মণা এব সুসম্পন্নঃ অতঃ লব্ধমনোরথঃ) মনুঃ অপি সুরর্ষিবরানুমতেন (দেবর্ষেঃ নারদস্যাজ্ঞয়া) অখিলধরামণ্ডলস্থিতিগুপ্তয়ে (সমস্ত পৃথিবীপালনায়) আত্মজং (পুত্রং প্রিয়ব্রতম্) আস্থাপ্য (অভিষিচ্য) স্বয়ম্ অতিবিষমবিষয়বিষজলাশয়াশায়াঃ (অতিবিষমঃ দুস্তরঃ যঃ বিষয়বিষজলাশয়ঃ সংসারঃ তস্য আশা বাসনা ভোগেচ্ছা বা তস্যাঃ সকাশাৎ) উপররাম (উপরতঃ বভূব) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—মনু মনে মনে বাসনা করিয়াছিলেন যে, পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া নিজে বনে গমন করিবেন। ব্রহ্মাই যখন তাহার সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন, তখন মনুও দেবর্ষি নারদের অনুজ্ঞাক্রমে নিখিল ভূমণ্ডল পালন ও রক্ষা করিবার জন্য নিজ-পুত্র প্রিয়ব্রতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং অতিবিষমবিষয়পূর্ণ সংসারজলাশয়ের ভোগবাসনা হইতে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—পরেণ ব্রহ্মণৈব প্রতিসন্ধিতঃ সম্পাদিতো মনোরথো যস্য সঃ। স্থিতিগুপ্তয়ে মর্য্যাদাপালনায় বিষমবিষয় এব বিষজলাশয়ঃ বিষসমুদ্রস্তত্র যা আশা প্রবৃত্তিবাসনা তস্যাঃ সকাশাৎ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরেণ'—অপরের দ্বারা, অর্থাৎ ব্রহ্মার দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে মনোরথ (প্রিয়ব্রতকে রাজ্যভার অর্পণরূপ নিজের অভীষ্ট) যাঁহার, সেই মনু। 'স্থিতি-গুপ্তয়ে'—নিখিল ভূমণ্ডলের স্থিতি ও পালনের জন্য (পুত্র প্রিয়ব্রতকে রাজ্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া)। 'অতিবিষম-বিষয়' ইত্যাদি, অতি দুস্তর বিষম-বিষয়ই বিষ-জলাশয়-তুল্য, তাহাই বিষ-সমুদ্র, সেখানে যে আশা, অর্থাৎ প্রবৃত্তি-বাসনা, তাহার নিকট হইতে (অর্থাৎ বিষয়-বিষ-কূপস্বরূপ গৃহের ভোগাকাঙ্ক্ষা হইতে মনু নিবৃত্ত হইলেন) ॥ ২২ ॥

ইতি হ বাব স জগতীপতিরীশ্বরেচ্ছয়াধিনিবেশিতকর্ম্মাধিকারোঽখিলজগদ্বন্ধধ্বংসনপরানুভাবস্য ভগবত আদিপুরুষস্যাঙ্ঘ্রিযুগলানবরতধ্যানানুভাবেন পরিরন্ধিতকষায়াশয়োঽবদাতোঽপি মানবর্দ্ধনো মহতাং মহীতলমনুশশাস ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি হ বাব (অহো এবমেব) সঃ জগতীপতিঃ (প্রিয়ব্রতঃ) ঈশ্বরেচ্ছয়া অধিনিবেশিত-

কর্ম্মাধিকারঃ (ভগবদিচ্ছয়া এব প্রাপিতরাজ্যভারঃ) অখিলজগদ্‌বন্ধধ্বংসনপরানুভাবস্য (অখিলস্য জগতঃ বন্ধধ্বংসনঃ পরঃ উৎকৃষ্টঃ অনুভাবঃ যস্য তস্য) ভগবতঃ আদিপুরুষস্য অঙ্ঘ্রিযুগলানবরতধ্যানানুভাবেন (নিরন্তরং শ্রীহরেশ্চরণস্য ধ্যানসামর্থ্যেন) পরিরন্ধিত কষায়াশয়ঃ (দগ্ধরাগাদিমলঃ আশয়ঃ যস্য) (অতঃ) অবদাতঃ অপি (শুদ্ধঃ অপি) মহতাং (ব্রহ্মাদীনাং) মানবর্দ্ধনঃ মহীতলম্ অনুশশাস (রাজ্যং চকার) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারেই সেই ভূপতি প্রিয়ব্রত ঈশ্বরের ইচ্ছায় রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেন। নিখিল জগতের বন্ধ-বিমোচন করাই যাঁহার শ্রেষ্ঠ প্রভাব—সেই আদিপুরুষ শ্রীভগবানের পাদযুগল অনুক্ষণ চিন্তনফলে যদিও প্রিয়ব্রতের বিষয়রাগাদি মল পূর্ব্বেই দগ্ধ হইয়া চিত্ত পরমশুদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি ব্রহ্মাদি মহদ্‌ব্যক্তিগণের মান বৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি ভূমণ্ডল শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—গৃহে কথমরমতেত্যস্যোত্তরমাহ—ইতি হ বাব ইত্থমেবেত্যর্থঃ। বন্ধধ্বংসন এব পরানুভাবঃ প্রকটপ্রভাবো যস্য তস্য। পরিরন্ধিতকষায়ো দগ্ধরাগাদিমলঃ আশয়ো যস্য সঃ। অতএবাবদাতঃ পরমশুদ্ধোহপি মহতাং ব্রহ্মাদীনাং আজ্ঞাপালনেন মানমাদরং বর্দ্ধয়তীতি সঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরম ভাগবত আত্মারাম প্রিয়ব্রত গৃহে কিরূপে আসক্ত হইয়াছিলেন (৫।১।১) —মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—'ইতি হ বাব', এই প্রকারেই, এই অর্থ। 'বন্ধধ্বংসন-পরানুভাবস্য'—নিখিল জগতের জীবগণের বন্ধন নাশ করাই যাঁহার শ্রেষ্ঠ প্রকট প্রভাব, সেই ভগবান্ আদিপুরুষ শ্রীহরির (চরণযুগলের অনবরত চিন্তনের ফলেই), 'পরিরন্ধিত-কষায়াশয়ঃ' --'পরিরন্ধিত' অর্থাৎ দগ্ধ হইয়াছে রাগাদিমল ও আশয় বলিতে অন্তঃকরণ যাঁহার, সেই প্রিয়ব্রত। অতএব তিনি পরম শুদ্ধ হইলেও, 'মহতাং মানবর্দ্ধনঃ---ব্রহ্মাদি মহদ্‌গণের আজ্ঞাপালন দ্বারা তাঁহাদের মান-বর্দ্ধনের জন্যই (ভূমণ্ডলের শাসনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।) ॥ ২৩ ॥

অথ হ দুহিতরং প্রজাপতের্বিশ্বকর্ম্মণ উপযেমে বর্হিষ্মতীং নাম, তস্যামু হ বাব আত্মজানাত্মসমানশীল-গুণকর্ম্মরূপবীর্য্যোদারান্ দশ ভাবয়াম্বভূব কন্যাঞ্চ যবীয়সীমূর্জ্জস্বতীং নাম ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ -অথ হ (এবং কৃত্বা) প্রজাপতেঃ বিশ্বকর্ম্মণঃ বর্হিষ্মতীং নাম দুহিতরং (কন্যাম্) উপযেমে (তস্যাঃ পাণিং জগ্রাহ) তস্যাম্ উহ বাব (তস্যামেব বর্হিষ্মত্যাং) আত্মসমানশীলগুণকর্ম্মরূপবীর্য্যোদারান্ (আত্মনঃ সমানৈঃ শীলাদিভিঃ উদরান্ মহতঃ) দশ আত্মজান্ (পুত্রান্) উর্জ্জস্বতীং নাম যবীয়সীং (কনিষ্ঠাং) কন্যাং চ ভাবয়াম্বভূব (জনয়ামাস) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রিয়ব্রত প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মার বর্হিষ্মতী-নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। ঐ পত্নীর গর্ভে আত্মসম শীল, গুণ, রূপ ও বীর্য্যে বিভূষিত দশটী মহৎ পুত্র এবং ঊর্জ্জস্বতী-নাম্নী একটী কন্যা উৎপাদন করিলেন। ঐ কন্যাটী সর্ব্বকনিষ্ঠা ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—শীলাদিভিরুদারান্ ভাবয়াম্বভূব উৎপাদয়ামাস ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ--শীল, গুণ প্রভৃতির দ্বারা উদার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ দশটি পুত্র (এবং একটি কন্যা) উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

আগ্নীধ্রেধ্মজিহ্বযজ্ঞবাহুমহাবীরহিরণ্যরেতোঘৃতপৃষ্ঠসবনমেধাতিথিবীতিহোত্রকবয় ইতি সর্ব্ব এবাগ্নিনামানঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(তেষাং নামানি আহ)—আগ্নীধ্রঃ, ইধ্মজিহ্বঃ, যজ্ঞবাহুঃ, মহাবীরঃ, হিরণ্যরেতাঃ, ঘৃতপৃষ্ঠঃ, সবনঃ, মেধাতিথিঃ, বীতিহোত্রঃ, কবিশ্চ ইতি সর্ব্বে এব (পুত্রাঃ) অগ্নিনামানঃ (অগ্নীনাং নামানি যেষা তে তথাভূতাঃ আসন্) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—(সেই দশটী পুত্রের নাম এই)—আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ, সবন, মেধাতিথি, বীতিহোত্র এবং কবি—ইহাদের সকলেরই অগ্নিগণের নামেই নামকরণ হইয়াছিল ॥ ২৫ ॥

এতেষাং কবির্ম্মহাবীরঃ সবন ইতি ত্রয় আসন্নূর্দ্ধরেতসঃ, ত আত্মবিদ্যায়ামর্ভভাবাদারভ্য কৃতপরিচয়াঃ পারমহংস্যমেবাশ্রমমভজন্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—এতেষাং (মধ্যে) কবিঃ, মহাবীরঃ, সবনঃ ইতি ত্রয়ঃ (পুত্রাঃ) ঊর্দ্ধরেতসঃ (জিতেন্দ্রিয়াঃ) আসন্ (বভূবুঃ) ; তে (কবি-মহাবীর-সবনাঃ) অর্ভভাবাৎ (বাল্যাৎ) আরভ্য আত্মবিদ্যায়াং (ব্রহ্মবিদ্যায়াং) কৃতপরিচয়াঃ (সযত্নাঃ সন্তঃ) পারমহংস্যম্ এব আশ্রমং (সন্ন্যাসাশ্রমম্ এব) অভজন্ (গৃহীতবন্তঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—ইঁহাদের মধ্যে কবি, মহাবীর ও সবন—এই তিনজন ঊর্দ্ধরেতা হইয়াছিলেন ; সেই কবি, মহাবীর ও সবন বাল্যকাল হইতেই ব্রহ্মবিদ্যায় পরিনিষ্ঠিত হইয়া পারমহংস্যাশ্রমেরই ভজনা করিয়াছিলেন ।।২৬।।

তস্মিন্নু হ বা উপশমশীলাঃ পরমঋষয়ঃ সকলজীবনিকায়াবাসস্য ভগবতো বাসুদেবস্য ভীতানাং শরণভূতস্য শ্রীমচ্চরণারবিন্দাবিরতস্মরণাবিগলিতপরমভক্তিযোগানুভাবেন পরিভাবিতান্তর্হৃদয়াধিগতে ভগবতি সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মভূতে প্রত্যগাত্মন্যেবাত্মনস্তাদাত্ম্যমবিশেষেণ সমীয়ুঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ উহ বা (পারমহংস্যাশ্রমে অপি) উপশমশীলাঃ (ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীলাঃ) পরমঋষয়ঃ (কব্যাদয়ঃ) সকলজীবনিকায়াবাসস্য (নিখিলজীবানাম্ আশ্রয়স্য) ভীতানাং শরণভূতস্য (রক্ষকস্য) ভগবতঃ বাসুদেবস্য শ্রীমচ্চরণারবিন্দাবিরতস্মরণাবিগলিত-পরমভক্তিযোগানুভাবেন (শ্রীমৎ চরণারবিন্দয়োঃ অবিরতং নিরন্তরং স্মরণেন অবিগলিতঃ অখণ্ডিতঃ অবিচ্ছিন্নঃ বা যঃ পরমঃ ভক্তিযোগঃ তস্য অনুভাবেন) পরিভাবিতান্তর্হৃদয়াধিগতে (পরিভাবিতে সংশোধিতে অন্তর্হৃদয়ে হৃদয়মধ্যে অধিগতঃ প্রতীতঃ তস্মিন্) সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ আত্মভূতে (আশ্রয়স্বরূপে) প্রত্যগাত্মনি (প্রতীচাং চেতনানাং আত্মনি আশ্রয়ে চিদচিচ্ছক্তিমতীত্যর্থঃ) এব ভগবতি (শ্রীহরৌ) অবিশেষেণ (বিশেষঃ দেহাদ্যুপাধিঃ তদপোহেন) আত্মনঃ তাদাত্ম্যং (সাধর্ম্ম্যং) সমীয়ু (প্রাপুঃ) ।।২৭।।

অনুবাদ—কবি, মহাবীর ও সবন—এই তিনজন পারমহংস্যাশ্রমে অবস্থান-পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় ও পরমঋষি হইয়া নিখিল জীবের আশ্রয়, ভবভীত জনগণের একমাত্র রক্ষক ভগবান্ বাসুদেবের পাদপদ্মঅনুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবিচ্ছিন্ন পরম ভক্তিযোগ-প্রভাবে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইল। ভক্তিযোগ-পরিভাবিত বিশুদ্ধ হৃদয়ে সমগ্র চিৎ ও অচিৎএর আশ্রয়স্বরূপ অর্থাৎ চিদচিচ্ছক্তিবিশিষ্ট ভগবানের আবির্ভাব হওয়ায় তাঁহারা ঔপাধিক (দেহ ও মনের) ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ-সাধর্ম্ম্যলাভ করিলেন ॥ ২৭ ।।।

বিশ্বনাথ—তস্মিন্নু হ বৈ পারমহংস্যাশ্রম এব অবিগলিতো নিশ্চলো যঃ পরমভক্তিযোগঃ তস্যানুভাবেন প্রভাবেন পরিশোধিতং যদন্তর্হৃদয়ং তত্রাধিগতঃ প্রতীতো ভগবান্ তস্মিন্ আত্মনস্ত্বং-পদার্থস্য তাদাত্ম্যং লয়ং অবিশেষেণ বিশেষো দেহাদ্যুপাধিকৃত-পৃথগ্‌ভাবস্তদপোহেন ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্মিন্ উ হ বৈ'—কবি প্রভৃতি তিন জন সেই পারমহংস্য (সন্ন্যাস) আশ্রমেই, 'অবিগলিত' অর্থাৎ নিশ্চল হইয়াছে যে পরমভক্তিযোগ, তাহার অনুভাব অর্থাৎ প্রভাবের দ্বারা পরিশোধিত নিজ অন্তঃকরণ-মধ্যে 'অধিগত' অর্থাৎ উপলব্ধ হইয়াছে যে ভগবান্, তাঁহাতে 'অবিশেষেণ'—বিশেষ বলিতে দেহাদিতে উপাধিকৃত যে পৃথক্‌ভাব অর্থাৎ দেহাদিতে অহন্তা-মমতা, তাহার নিরাসের দ্বারা, 'আত্মনঃ'—ত্বং-পদার্থের তাদাত্ম্য, লয় অর্থাৎ দেহাদি উপাধি-বিমুক্ত হইয়া ভাগবৎ-সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৭ ॥

তথ্য—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীল রামানুজ ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ এই ত্রিবিধ তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভগবান্ এক হইয়াও চিৎ ও অচিৎ—এই দুইটী বিশেষণযুক্ত। চিৎ বলিতে জীব এবং অচিৎ বলিতে জড় বুঝিতে হইবে। তদনুগ শ্রীল বীররাঘব তদীয় ভাগবত-চন্দ্রিকা-নাম্নী টীকায়—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাবলম্বনে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মভূতে"—এই বাক্যে ভগবানের অচিচ্ছরীরকত্ব কথিত হইল অর্থাৎ সমস্ত জড়জগৎ তাঁহার অচিৎশরীর। "প্রত্যগাত্মনি' বলিতে ভগবানের জীব শরীরকত্ব কথিত হইয়াছে। সমগ্র

চেতন অর্থাৎ জীব সমষ্টির আধার বলিয়াই ভগবানের জীব-শরীরকত্ব (শ্রীবীররাঘব)।

চিৎ অর্থাৎ জীব এবং অচিৎ অর্থাৎ জড় কিরূপে ভগবানের শরীর হইতে পারে, এইরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে শ্রীল রামানুজস্বামী "ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ" (২।১।৯) এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছেন ঃ—

"বেদান্তাঃ স্থূলস্য সূক্ষ্মস্য চ চেতনস্যাচেতনস্য সমস্তস্য চ পরমাত্মানং প্রতি শরীরত্বং শ্রাবয়ন্তি। "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ যস্য পৃথিবী শরীরম্" [বৃহদাঃ ৩।৭।৩] ইত্যারভ্য পৃথিব্যাদি সমস্তমচিদ্বস্তু, 'যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ তস্য বিজ্ঞানং শরীরং, য আত্মনি তিষ্ঠন্, যস্য আত্মা শরীরম্" [বৃহদাঃ ৩।৭।২২] ইতি চেতনং চ পৃথক্ পৃথগ্ নির্দ্দিশ্য তস্য তস্য পরমাত্মশরীরত্বমভিধীয়তে। সুবালোপনিষদি চ "যঃ পৃথিবীমন্তরে সংচরন্, যস্য পৃথিবী শরীরম্" (সুবালোঃ ৭।১) ইত্যারভ্য "য আত্মানমন্তরে সংচরন্, যস্য আত্মা শরীরম্" ইতি তদ্বদেব চিদচিতোঃ সর্ব্বাবস্থয়োঃ পরমাত্মশরীরত্বমভিধায় "এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা অপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ" (নারাঃ ১।২) ইতি তস্য সর্ব্বভূতানি প্রতি আত্মত্বমভিধীয়তে। ……… অতঃ সর্ব্বং পরমপুরুষেণ সর্ব্বাত্মনা স্বার্থে নিয়াম্যং ধার্য্যং তচ্ছেষতৈকস্বরূপমিতি সর্ব্বং চেতনাচেতনং তস্য শরীরম্।" (শ্রীভাষ্য ২।১।৯)

অর্থাৎ বেদান্তে স্থূল, সূক্ষ্ম, চেতন, অচেতন যাবতীয় পদার্থই পরমাত্মার শরীর বলিয়া কথিত হইয়াছে।

"যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত এবং পৃথিবী যাঁহার শরীর" (বৃহদাঃ ৩।৭।৩) ইত্যাদি বাক্যে পৃথিব্যাদি সমস্ত অচিদ্‌বস্তু পরমাত্মার শরীররূপে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ "যিনি বিজ্ঞানে অবস্থিত এবং বিজ্ঞান যাঁহার শরীর, যিনি আত্মায় অবস্থিত, আত্মা যাঁহার শরীর", (বৃহদাঃ ৩।৭।২২) ইত্যাদি বাক্যে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে চেতনের উল্লেখ করিয়া সমস্তই পরমাত্মার শরীর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুবাল উপনিষদেও—"যিনি পৃথিবীর অন্তরে সঞ্চরণ (অর্থাৎ অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান) করিতেছেন এবং পৃথিবী যাঁহার শরীর" ইহা হইতে আরম্ভ করিয়া—"যিনি আত্মার অন্তরে সঞ্চরণ করিতেছেন এবং আত্মা যাঁহার শরীর" এই সকল বাক্যে ও পূর্ব্ববৎ চেতন এবং অচেতন সকল প্রকার পদার্থেরই পরমাত্মার শরীররূপে নির্দ্দেশপূর্ব্বক—"ইনিই সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী, সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত, অদ্বিতীয়, দিব্য নারায়ণ" এইরূপে সমস্ত ভূতের আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব সমস্ত জগৎ সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমপুরুষের নিয়মন ও ধারণযোগ্য এবং অধীন বলিয়া চেতনাচেতন সর্ব্ববস্তুকে তাঁহার শরীররূপে বলা হইল।

আত্মভূত—অতি-প্রিয় (শ্রীবিজয়ধ্বজ); আশ্রয়স্বরূপ (শ্রীশুকদেব)।

প্রত্যাগাত্মা—সবিম্ব অর্থাৎ জীবান্তর্য্যামী পুরুষ (শ্রীবিজয়ধ্বজ); চেতনসমূহের আশ্রয়স্বরূপ (শ্রীশুকদেব)।

তাদাত্ম্য—সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সমানধর্ম্মবিশিষ্ট (শ্রীবীররাঘব); তদ্রূপ সাম্য অর্থাৎ ভগবানের সমানরূপ (শ্রীবিজয়ধ্বজ); তৎসাম্য অর্থাৎ ভগবানের সমতা (শ্রীজীব); বিভিন্নাংশ জীব ভগবান্ হইতে ভিন্ন হইলেও অংশী ভগবান্ হইতে তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই বলিয়া তিনি ভগবান্ হইতে অভিন্ন, ইহাই 'তাদাত্ম্য' শব্দের তাৎপর্য্য (শুকদেব)।

> "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
> কর্ত্তারমীশং পুরুষ ব্রহ্মযোনিম্।
> তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
> নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি"॥
>
> —মুণ্ডক (৩।১।৩)

গীতা ১৪।২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

"এষু বাক্যেষু সাম্যমিতি ··· ··· সাধর্ম্ম্যমিতি মোক্ষেহপি ভেদোক্তেস্তাত্ত্বিকো ভেদঃ। এবঞ্চ ব্রহ্মৈবেত্যত্র ব্রহ্মতুল্য ইত্যেবার্থঃ। "এবৌপম্যে অবধারণে" ইতি বিশ্বঃ।"

—(প্রমেয়-রত্নাবলীর ৪র্থ প্রমেয়ে কান্তিমালা-টীকা)। অর্থাৎ মুণ্ডক ৩।১।৩ ও গীতা ১৪।২, শ্লোকে ১ম 'সাম্য' ও 'সাধর্ম্ম্য' শব্দ আছে, সেই শব্দদ্বারা মোক্ষাবস্থাতেও জীব ও ঈশ্বরের ভেদ আছে জানিতে হইবে এবং "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" এই বাক্যে 'ব্রহ্মৈব' শব্দে ব্রহ্মতুল্য জানিতে হইবে। 'এব' শব্দ তুল্যার্থে ॥ ২৭ ॥

অন্যস্যামপি জায়ায়াং ত্রয়ঃ পুত্রা আসন্ উত্তমস্তামসো রৈবত ইতি মন্বন্তরাধিপতয়ঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়—(প্রিয়ব্রতস্য) অন্যস্যাম্ অপি জায়ায়াং (পত্ন্যাং) উত্তমঃ তামসঃ রৈবতঃ ইতি ত্রয়ঃ পুত্রাঃ আসন্ (জাতাঃ) (তে চ ক্রমেণ) মন্বন্তরাধিপতয়ঃ (মনবঃ বভূবুঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—প্রিয়ব্রতের আরও একটী পত্নী ছিলেন। তাহার গর্ভে উত্তম, তামস ও রৈবত নামে তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই তিনজন, তিনটী মন্বন্তরের অধিপতি হইয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

———

এবমুপশমায়নেষু স্বতনয়েষ্বথ জগতীপতির্জগতীমর্ব্বুদান্যেকাদশ পরিবৎসরাণামব্যাহতাখিলপুরুষকার-সারসংভৃত-দোর্দ্দণ্ড-যুগলাপীড়িত মৌর্ব্বীগুণস্তনিতবিরমিতধর্ম্মপ্রতিপক্ষো বর্হিষ্মত্যাশ্চানুদিনমেধমান-প্রমোদ-প্রসরণ-যৌষিণ্যব্রীড়াপ্রমুষিতহাসাবলোক-রুচিরক্ষ্বেল্যাদিভিঃ পরাভূয়মানবিবেক ইবানববুধ্যমান ইব মহামনা বুভুজে ॥ ২৯ ॥

অন্বয়—এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) স্বতনয়েষু (কব্যাদিষু) উপশমায়নেষু (সন্ন্যাসাশ্রমগতেষু সৎসু) অথ (অনন্তরং) অব্যাহতাখিলপুরুষকারসারসংভৃতদোর্দ্দণ্ডযুগলা-পীড়িতমৌর্ব্বী-গুণস্তনিতবিরমিত-ধর্ম্মপ্রতিপক্ষঃ (অব্যাহতাঃ অখিলাঃ পুরুষকারাঃ পৌরুষাণি যস্মাৎ তেন সারেণ বলেন সম্ভৃতৌ পূর্ণৌ দোর্দ্দণ্ডৌ ভুজদণ্ডৌ তয়োঃ যৎ যুগলং তেন আপীড়িতঃ আকৃষ্টঃ যঃ মৌর্ব্বীগুণঃ (ধনুর্জ্যা) তস্য স্তনিতেন যুদ্ধং বিনৈব টঙ্কারমাত্রেণ বিরমিতাঃ নিরস্তাঃ ধর্ম্মপ্রতিপক্ষাঃ যেন সঃ) বর্হিষ্মত্যাঃ (স্বভার্য্যায়াঃ) অনুদিন-মেধমান প্রমোদ প্রসরণযৌষিণ্যব্রীড়াপ্রমুষিতহাসাবলোক রুচিরক্ষ্বেল্যাদিভিঃ (অনুদিনম্ এধমানৈঃ প্রমোদাদিভিঃ তত্র প্রমোদঃ পতিং দৃষ্ট্বা হর্ষঃ প্রসরণম্ অভিগমনং যৌষিণ্যং যোষিৎস্বভাবকৃতং শৃঙ্গারানুভাবপ্রকাশনং ততঃ ব্রীড়য়া প্রমুষিতাঃ সঙ্কোচিতাঃ হাসাবলোকাঃ রুচিরক্ষ্বেল্যাদয়ঃ পরিহাসবাক্যাদীনি) পরাভূয়মান বিবেকঃ ইব (পরাজিততত্ত্ব জ্ঞান ইব অতএব বিষয়াসক্ত্যা আত্মানম্) অনববুধ্যমানঃ ইব (মন্দপ্রাজ্ঞঃ ইব) সঃ মহামনাঃ জগতীপতিঃ (পৃথিবীপতিঃ) পরিবৎসরাণাং বর্ষাণাম্ একাদশ অর্ব্বুদানি (তাবৎকাল পর্য্যন্তং) জগতীং (পৃথিবীং) বুভুজে (পালয়ামাস) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—এইরূপে স্বীয় পুত্রগণ সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয় করিলে মহামনা প্রিয়ব্রত একাদশার্ব্বুদ বৎসর পৃথিবী ভোগ করিলেন। তাঁহার বাহুদণ্ড অব্যাহত পৌরুষ ও বীর্য্যে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি তদ্দ্বারা যে ধনুষ্টঙ্কার করিতেন, ধর্ম্ম-প্রতীপ ব্যক্তিগণ তাহাতেই (সেই ধ্বনি শুনিয়া যুদ্ধ-ব্যতিরেকেই) নিরস্ত হইত। তিনি বিষয়ভোগেও অতি নিপুণ ছিলেন—বর্হিষ্মতীর যে পতিদর্শনজনিত হর্ষ, অভিগমনাদি বিলাস, যোষিৎগণের স্বাভাবিক শৃঙ্গারজনিত সুখানুভব-প্রদর্শন, তজ্জন্য লজ্জা ও সঙ্কোচ-নিবন্ধন ঈষদ্ধাস্য ও কটাক্ষবিক্ষেপ এবং মনোমুগ্ধকর পরিহাসবাক্যাদিপ্রয়োগ, তাহা অনুদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায়, তদ্দ্বারা প্রিয়ব্রতের বিবেকজ্ঞান যেন পরাভূত হইতেছিল,—অতএব বিষয়াসক্তি-নিবন্ধন তিনি যেন নিজস্বরূপ ভুলিয়াই থাকিতেন বলিয়া বোধ হইত ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—উপশমাশ্রয়েষু সৎসু দশকোটীভিরেকমর্ব্বুদমিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। অর্ব্বুদং কোটিপর্য্যায়মিতি সন্দর্ভঃ। একাদশার্ব্বুদানি পরিবৎসরান্ জগতীং বুভুজে ইত্যন্বয়ঃ। রাজ্ঞাং খলু যশঃসু প্রতাপবিষয়ভোগ-প্রভাবেষ্বাবশ্যকেষু মধ্যে প্রথমং তস্য প্রতাপাতিশয়ং বর্ণয়তি—অব্যাহতাঃ অখিলাঃ পুরুষকারাঃ পৌরুষাণি যস্মাত্তেন সারেণ বলেন সংভৃতং পূর্ণং যদ্দোর্দ্দণ্ডযুগলং তেন আপীড়িতঃ আকৃষ্টো মৌর্ব্বীগুণস্তস্য স্তনিতং টঙ্কারঃ তেনৈব যুদ্ধং বিনৈব বিরমিতা নিরস্তা ধর্ম্মপ্রতীক্ষাঃ শত্রবো যেন সঃ। ভোগাতিশয়ং বর্ণয়তি, বর্হিষ্মত্যাঃ স্বভার্য্যায়া অনুদিনমেধামানৈঃ প্রমোদাদিভিঃ পরাভূয়মানবিবেক ইব, অত্র প্রমোদ আয়ান্তং পতিং দৃষ্ট্বা হর্ষঃ। ততঃ প্রসরণমভ্যুত্থান-স্বাঙ্গাবরণ-বিবর্ত্তন-স্থানান্তর-গমনাদি। ততো যৌষিণ্যং যোষিৎস্বাভাবিকধর্ম্মোঽপাঙ্গচালন-নাসামুক্তোন্নমনকর্ণকণ্ডূয়নাদি স্বয়ং দৃত্যম্। ততঃ পত্যুরৌৎসুক্যমালক্ষ্য ব্রীড়য়া প্রমুষিতাঃ সঙ্কোচিতা হাসাবলোকাস্ততো রুচিরাঃ ক্ষ্বেল্যাদয়ঃ পরিহাসবাক্যাদীনি তৈঃ। অতএব বিষয়াসক্ত্যা আত্মানমনববুদ্ধ্যমান ইব, অত্র ইব-দ্বয়েন তস্য বিবেকজ্ঞানয়োঃ

সম্পূর্ণয়োরক্ষুণ্ণয়োরপি বৈষয়িকলোকৈর্দুর্গমত্বং ব্যঞ্জিতং, তত্র হেতুর্মহামনাঃ বিষয়াসক্তি-তদভাবয়োর্যৌগপদ্যেন সম্ভাবাদুস্তর্কমনস্তত্ত্ব ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপশমায়নেষু'—তিনটি পুত্র নিবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করিলেও তারপর মহামতি মহারাজ প্রিয়ব্রত, 'অর্ব্বুদানি একাদশ'—শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন দশ কোটিতে এক অর্ব্বুদ। সন্দর্ভে উক্ত হইয়াছে—অর্ব্বুদ হইতেছে কোটি-পর্য্যায়, অর্থাৎ একাদশ অর্ব্বুদ পরিমিত বৎসর ভূমণ্ডলে রাজত্ব ভোগ করিয়াছিলেন। নরপতিগণের প্রতাপ, বিষয়ভোগ ও প্রভাবরূপ যশঃসমূহের মধ্যে প্রথমতঃ তাঁহার প্রতাপাতিশয় বর্ণনা করিতেছেন—'অব্যাহত' ইত্যাদি, তাঁহার বাহুযুগল ছিল সর্ব্বপ্রকার পৌরুষের আশ্রয় মহাবলে পরিপূর্ণ, এই হেতু সেই বাহুযুগল দ্বারা আকৃষ্ট ধনুকের গুণের টঙ্কার-ধ্বনিতেই যুদ্ধ বিনাই ধর্ম্মবিরোধী শত্রুগণ নিরস্ত হইত। তাঁহার ভোগাতিশয় বর্ণনা করিতেছেন—'বর্হিষ্মত্যাঃ' ইত্যাদি, নিজ-ভার্য্যা বর্হিষ্মতীর প্রতিদিন ক্রমবর্দ্ধমান প্রমোদ প্রভৃতির দ্বারা তাঁহার বিবেক যেন পরাভূত হইয়াছিল। এখানে প্রমোদ বলিতে স্বীয় পতিকে আসিতে দেখিয়া মহারাজ্ঞীর হর্ষ। তারপর প্রসরণ—অভ্যুত্থান, অঙ্গাবরণের বিবর্ত্তন, স্থানান্তরে গমনাদি। তারপর 'যোষিণ্য' বলিতে নারীজনোচিত স্বাভাবিক ভাবব্যঞ্জনা—অপাঙ্গ সঞ্চালন, নাসিকার মুক্তোন্নমন, কর্ণকণ্ডূয়ন প্রভৃতি, যাহা স্বয়ং দূতীর কার্য্য করে। তৎপর পতির ঔৎসুক্য অবলোকন করিয়া লজ্জা-সঙ্কুচিত সহাস্য দৃষ্টিপাত, তারপর 'রুচির ক্ষ্বেল্যাদি' অর্থাৎ মনোরম পরিহাস বাক্যাদি, তাহাদের দ্বারা (তাহার বিবেক যেন পরাভূত হইয়াছিল)। অতএব এইরূপ বিষয়াসক্তি-হেতু তিনি যেন নিজেকে ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। এইস্থলে দুইটি ইব-কার প্রয়োগের দ্বারা তাঁহার বিবেক ও জ্ঞান সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকিলেও বৈষয়িক লোকের নিকট দুর্গমত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কারণ তিনি মহমনা ছিলেন, বিষয়াসক্তি ও তাহার অভাব, এই দুইটি যুগপৎ বিদ্যমান থাকায়, তাঁহার মন কেহ জানিতে পারিত না—এই অর্থ ॥২৯॥

যাবদবভাসয়তি সুরগিরিমনুপরিক্রামন্ ভগবানাদিত্যো বসুধাতলমর্দ্ধেনৈব প্রতপত্যর্দ্ধেনাচ্ছাদয়তি তদা হি ভগবদুপাসনোপচিতাতিপুরুষপ্রভাবস্তদনভিনন্দন্ সমজবেন রথেন জ্যোতির্ম্ময়েণ রজনীমপি দিনং করিষ্যামীতি সপ্তকৃত্বস্তরণিমনুপর্য্যক্রামদ্ দ্বিতীয় ইব পতঙ্গঃ এবঃ কুর্ব্বাণং প্রিয়ব্রতমাগত্য চতুরাননবাধিকারোহয়ং ন ভবতীতি নিবরায়ামাস ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) সুরগিরিং (মেরুম্) অনুপরিক্রামন্ (প্রদক্ষিণী কুর্ব্বন্) যাবৎ (লোকালোকাচলপর্য্যন্তং) বসুধাতলম্ অবভাসয়তি (তস্মিন্) অর্দ্ধেন (আবর্ত্তেন) এব (দিবসনাম্না) প্রতপতি (প্রকাশয়তি) অর্দ্ধেন (অপরার্দ্ধাবর্ত্তেন রাত্রিনাম্না) আচ্ছাদয়তি (তমসাবৃতং করোতি) তদা হি তৎ (অন্ধকারাবরণম্) অনভিনন্দন্ (অরোচয়ন্) ভগবদুপাসনোপচিতাতিপুরুষপ্রভাবঃ (ভগবতঃ উপাসনেন উপচিতঃ বর্দ্ধিতঃ অতিপুরুষঃ পুরুষান্ অতিক্রান্তঃ প্রভাবঃ যস্য সঃ প্রিয়ব্রতঃ) রজনীম্ অপি দিনং করিষ্যামি ইতি (ইত্যভিপ্রায়বান্) সমজবেন (সমানবেগবতা) জ্যোতির্ম্ময়েণ রথেন দ্বিতীয়ঃ পতঙ্গ ইব (সূর্য্যঃ ইব) সপ্তকৃত্বঃ (সপ্তবারান্) তরণিম্ অনু (সূর্যস্য পৃষ্ঠতঃ) পর্য্যক্রামৎ (মেরুং প্রদক্ষিণী কৃতবান্) (অনন্তরং) চতুরাননঃ (ব্রহ্মা) এবং কুর্ব্বাণং প্রিয়ব্রতম্ আগত্য "(অয়ং) ন তব অধিকারঃ ভবতি" ইতি (ইত্যুক্ত্বা) নিবারয়ামাস ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—তেজোবান্, প্রভাকর, লোকালোকপর্ব্বত পর্য্যন্ত কিরণ বিকীর্ণ করিয়া যখন সুমেরু প্রদক্ষিণ করেন, তখন অবনীতলের অর্দ্ধভাগ প্রকাশিত ও অর্দ্ধাংশ অন্ধকারে আবৃত হয়। অধুনা নৃপতি প্রিয়ব্রতের ইহা রুচিকর না হওয়ায়, তিনি ঐ অন্ধকারাবরণের প্রতি অরুচি প্রকাশ করিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"আমি স্বীয় প্রভাবে রজনীকেও দিবাভাগে পরিণত করিব।" এই অভিপ্রায়ে তিনি সূর্য্যরথের ন্যায় সমবেগবান্ স্বীয় জ্যোতির্ম্ময় রথে আরূঢ় হইয়া দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় সপ্তবার দিবাকরের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিলেন। ভগবদুপাসনা-প্রভাবে তাঁহার অলৌকিক প্রভাব পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। সুতরাং এতাদৃশ কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে কিছু অসম্ভব ছিল না। কিন্তু যে সময়ে তিনি এইরূপ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে

ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় চতুরানন ব্রহ্মা তৎ-সমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন,—"বৎস, ইহা তোমার অধিকারান্তর্গত কার্য্য নহে" ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—প্রভাবাতিশয়ং বর্ণয়তি। যাবদ্বসুধাতলং লোকালোকপর্য্যন্তং আদিত্যোঽবভাসয়তি মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্ তত্র অর্দ্ধেন অর্দ্ধাবর্ত্তেন প্রতপতি প্রকাশয়তীতি দিবা ভবতি, অর্দ্ধেন অপরার্দ্ধাবর্ত্তেন আচ্ছাদয়তীতি তমসা রাত্রির্ভবতি তদাহি প্রিয়ব্রত-রাজ্যাধিকার-সময় ইত্যর্থঃ। ভগবদুপাসনেন উপচিতঃ অতিপুরুষঃ পুরুষানতিক্রান্তঃ প্রভাবো যস্য সঃ। তদনভিনন্দন্ অর্দ্ধেনাচ্ছাদনমপ্রশংসন্। তরণিং অনু লক্ষ্যীকৃত্য তরণেরস্তাচলাবরোহসময়ে স্বয়মুদয়াচলমারোহন্নিত্যর্থঃ। পতঙ্গঃ সূর্য্যঃ পর্য্যক্রামৎ পরিক্রান্তবান্ প্রজাভ্যঃ সুখদানেচ্ছয়ৈব, ন তু সূর্য্য-স্পর্দ্ধয়া। তেন জ্যৈষ্ঠাদিমাসেষু প্রিয়ব্রতাখ্যসূর্য্যস্য চন্দ্রাদপ্যতিশীতলত্বং, মার্গশীর্ষাদি-মাসেষু তু সূর্য্যাদপি প্রাতঃ সায়ংকালয়োরৌষ্ণ্যমধিকমিতি জ্ঞেয়ম্। এবঞ্চ প্রিয়ব্রতস্য সৌভর্য্যাদেরিব যোগবলেনৈব রাজত্বসূর্য্যত্বে কায়দ্বৈতেনৈব জ্ঞেয়ে ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহারাজ প্রিয়ব্রতের প্রভাবাতিশয় বর্ণনা করিতেছেন—'যাবদ্' ইত্যাদি। ভগবান্ সূর্য্যদেব সুমেরু পর্ব্বত পরিক্রমাকালে যে সময়ে ভূমণ্ডলের অর্দ্ধাংশ আলোকিত করিতেন, তখন সেখানে দিন এবং অপর অর্দ্ধাংশ আবর্ত্তনকালে সেখানে অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ায় রাত্রি হইত, 'তদা হি'—তৎকালে অর্থাৎ প্রিয়ব্রতের রাজ্যাধিকার সময়ে এই অর্থ। 'ভগবদুপাসনো-পচিতাতিপুরুষ-প্রভাবঃ'—শ্রীভগবানের উপাসনার ফলে উপচিত, অর্থাৎ বর্দ্ধিত হইয়াছিল অলৌকিক প্রভাব যাঁহার, সেই প্রিয়ব্রত। 'তদনভিনন্দন্'—অর্দ্ধভাগ আচ্ছাদন তাঁহার রুচিপ্রদ না হওয়ায়। 'তরণিং অনু'—সূর্য্যের অস্তাচল অবরোহণকালে নিজেই উদয়াচলে আরোহণ করিলেন—এই অর্থ। 'পতঙ্গঃ'—দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় সূর্য্যের পশ্চাদ্ভাগে সাতবার পরিক্রমা করিলেন, ইহা প্রজাদিজকে সুখদানের ইচ্ছাবশতঃই, কিন্তু সূর্য্যের প্রতি স্পর্দ্ধাবশতঃ নহে। সেইজন্য জ্যৈষ্ঠাদি মাসসকলে প্রিয়ব্রত-নামক সূর্য্যের চন্দ্র অপেক্ষাও শীতলত্ব এবং অগ্রহায়ণাদি মাসে সূর্য্য হইতেও প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যা-কালের মধ্যে উষ্ণতার আধিক্য উপলব্ধি হইত। প্রিয়ব্রতের এইরূপ কার্য্য সৌভরি প্রভৃতি মুনিগণের ন্যায় যোগ-প্রভাবেই রাজত্ব ও সূর্য্যত্ব কায়দ্বয়েই সম্পাদিত হইয়াছিল, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৩০ ॥

যে বা উহ তদ্রথচরণনেমিকৃতাঃ পরিখাতাস্তে সপ্ত সপ্ত সিন্ধব আসন্ যত এব কৃতাঃ সপ্ত ভুবো দ্বীপাঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—যে বা উহ (যে এব) তদ্রথচরণনেমিকৃতাঃ (তস্য প্রিয়ব্রতস্য রথচরণনেমিকৃতাঃ রথচক্রাগ্রকৃতাঃ) পরিখাতাঃ (পরিতঃ গর্ত্তাঃ) সপ্ত (জাতাঃ) তে এব (প্রসিদ্ধাঃ) সপ্ত সিন্ধবঃ আসন্ যতঃ এব (যৈঃ এব সিন্ধুভিঃ সপ্তভিঃ পরিখাভূতৈঃ) ভুবঃ সপ্তদ্বীপাঃ কৃতাঃ (আসন্) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—প্রিয়ব্রতের রথচক্রদ্বারা সাতটী খাত হইয়াছিল। ঐ সপ্তখাতই প্রসিদ্ধ সপ্তসমুদ্র হইয়াছে। এই সকল সিন্ধু হইতেই পৃথিবীর সপ্তদ্বীপ বিরচিত হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—যে বৈ উহ অতি-প্রসিদ্ধা-স্তস্য রথচক্রাগ্রকৃতাঃ পরিখাতা গর্ত্তা, অত্র সমুদ্রাণাং সপ্ত সংখ্যত্বাদ্রথা অপি সপ্তৈব স্বযোগবলকল্পিতা একচক্রাঃ সূর্য্যরথাদপ্যুচ্চতরাঃ। মণ্ডলাবৃত্তিরীত্যা ভ্রাম্যমাণা জ্ঞেয়াঃ। তত্র চ "বহির্বহির্মণ্ডলানামধিকপ্রমাণত্বাদ্রথা অপি ক্রমেণাধিক-প্রমাণা অবগম্যন্তে" ইতি সন্দর্ভঃ। মদীয়ো দূরস্থোঽপি রথ আর্য্যাবর্ত্তগত-মদীয়-রাজধানীস্থ-প্রজানাং দৃষ্টিগোচরী-ভবত্বিতীচ্ছয়া পূর্ব্ব-পূর্ব্বরথাদ্দ্বিগুণোচ্চতাবিশালতাক উত্তরোত্তরো রথঃ কৃত ইত্যন্যে প্রাহু। অতএব রথচক্রাগ্রাণামধিকাধিক-প্রমাণত্বাত্তৎ পরিখাতাঃ সমুদ্রা অপ্যধিক-প্রমাণা দৃশ্যন্তে। তেষু চোত্তরোত্তরাধিক-প্রমাণেষু সপ্তষু রথেষু মধ্যে পঞ্চবিংশত্যা দিনৈঃ সার্দ্ধ-পঞ্চ-চত্বারিংশদ্ঘটিকাধিকৈকৈক-রথস্যারোহণমেবং সূর্য্যস্যেব দক্ষিণায়নস্যোপক্রমমারভ্য প্রিয়ব্রতস্যোত্তর-দেশতো দক্ষিণদেশগমনং পৌষপর্য্যন্তং, পুনরুত্তরায়ণস্যোপক্রমমারভ্য পরিসমাপ্তিপর্য্যন্তং তাবৎ সংখ্যক-দিনৈর্ব্যুৎক্রমেণ পুনরপি তত্তদ্রথারোহণম্। এবং দক্ষিণদেশত উত্তরদেশগমনমাষাঢ়পর্য্যন্তং, কিন্তু স্বগত্যা

মেরুং বামাবর্ত্তেনৈব পরিক্রাম্যতোঽপি সূর্য্যস্য জ্যোতিশ্চক্রাধীনৈরেব প্রদক্ষিণীকৃত্য ক্রমেণ শীঘ্র-গমনৈর্দ্দক্ষিণায়নে দিনানি মাসি মাসি হ্রসন্তি, উত্তরায়ণে তু ক্রমেণ মন্দগমনৈর্দিনানি বর্দ্ধন্তে। প্রিয়ব্রতস্য তু সূর্য্যকৃতরাত্রিলোপার্থং স্বেচ্ছয়ৈব মেরুং প্রদক্ষিণীকৃত্য পরিক্রামতঃ স্বেচ্ছয়ৈব মন্দীকৃতৈর্গমনৈরুত্তরায়ণে দিনানি বর্দ্ধন্তে, দক্ষিণায়নে তু স্বেচ্ছাধীনয়া শীঘ্রগত্যা দিনানি হ্রসন্তীতি জ্ঞেয়ম্। রথানাং যোগপ্রভাবত্বাদ যথাসময়ং প্রাকট্যাপ্রাকট্যে চ জ্ঞেয়ে। তেষাং সপ্তসংখ্যত্বেনৈব সপ্তকৃত্ব ইতি পূর্ব্বমুক্তং জ্ঞেয়ং ব্যাখ্যেয়ং সপ্তদিনানন্তরং প্রিয়ব্রতস্য স্বয়ং নিবৃত্ত্যনৌচিত্যাদন্যেন কেনাপ্যনিবর্ত্তনশ্রবণাচ্চ নাসমঞ্জসা, যতো যেভ্যঃ সিন্ধুভ্য এব হেতুভ্যঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যে বৈ উহ'—অতি প্রসিদ্ধ প্রিয়ব্রতের রথচক্রের অগ্রভাগ দ্বারা রচিত সাতটি খাত (গর্ত্ত)। এখানে সাতটি সমুদ্র বলিয়া রথও সাতটিই, নিজযোগবলে কল্পিত একচক্রবিশিষ্ট ঐ রথসকল সূর্য্যের রথ হইতেও অধিক উচ্চতর ছিল। মণ্ডলাকারে আবর্ত্তনের রীতিতে ভ্রাম্যমাণ রথসমূহ বুঝিতে হইবে। সন্দর্ভে উক্ত রইয়াছে—বাহিরের বাহিরের মণ্ডলসমূহের অধিক পরিমাণ-হেতু (অর্থাৎ সমুদ্রসকলের উত্তরোত্তর আধিক্য-হেতু) রথগুলিও ক্রমান্বয়ে অধিক প্রমাণ ছিল, ইহা বুঝা যায়। আমার রথ দূরস্থ হইলেও আর্য্যাবর্ত্তগত আমার রাজধানীস্থিত প্রজাবর্গের দৃষ্টিগোচর হউক—এই ইচ্ছাতেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব রথ হইতে দ্বিগুণ উচ্চতা ও বিশালতা-বিশিষ্ট উত্তরোত্তর রথ নির্ম্মিত হইয়াছিল—ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। অতএব রথ-চক্রসমূহের অগ্রভাগের অধিক অধিক পরিমাণত্ব-হেতু সেই সেই পরিখাত সমুদ্রগুলিও অধিক পরিমাণবিশিষ্ট দেখা যায়। উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণ-বিশিষ্ট সাতটি রথের মধ্যে পঞ্চবিংশতি দিনে পঞ্চ-চত্বারিংশ ঘটিকার (৪৫ ঘণ্টার) অধিক কাল এক এক রথে আরোহণ। এই প্রকারে সূর্য্যের দক্ষিণায়নের উপক্রম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রিয়ব্রতের উত্তরদেশ হইতে দক্ষিণ দেশে গমন পৌষমাস পর্য্যন্ত, পুনরায় উত্তরায়ণের উপক্রম হইতে আরম্ভ করিয়া পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত কাল তাবৎসংখ্যক দিনে ব্যুৎক্রম-ভাবে সেই সেই রথে আরোহণ। এই প্রকার দক্ষিণ দেশ হইতে উত্তর দেশে গমন আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত, কিন্তু নিজ গতিতে মেরুকে বামাবর্ত্তনরূপেই পরিক্রমকারী সূর্য্যের জ্যোতিশ্চক্রের অধীনে পরিক্রম করায় শীঘ্র গমন-হেতু দক্ষিণায়নে দিনগুলির মাসে মাসে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, আবার উত্তরায়ণ কালে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে গমনের ফলে দিনগুলি বর্দ্ধিত হয়। প্রিয়ব্রতের কিন্তু সূর্য্যকৃত রাত্রির বিলোপ-সাধনের নিমিত্তই নিজ ইচ্ছাতেই মেরু প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পরিক্রমা করায় ধীর ধীর গমনের ফলে উত্তরায়ণকালে দিনসকল বর্দ্ধিত হয়, আর দক্ষিণায়ণকালে স্বেচ্ছাধীনভাবে শীঘ্র গমনের ফলে দিনগুলি হ্রাস পায়—ইহা বুঝিতে হইবে। তাঁহার রথসমূহের যোগপ্রভাব-হেতু যথাসময়ে প্রাকট্য ও অপ্রাকট্য বুঝিতে হইবে। সেই রথগুলির সপ্ত সংখ্যা বলিয়াই পূর্ব্বে 'সপ্তকৃত্ব', অর্থাৎ সাতবার সূর্য্যের পশ্চাদ্ভাগে পরিভ্রমণ করিতেন—এইরূপ উল্লেখ বুঝিতে হইবে। এইরূপ ব্যাখ্যা—সাত দিন পর প্রিয়ব্রতের নিজ হইতে নিবৃত্তির অনৌচিত্য-হেতু এবং কাহার দ্বারাও অনিবর্ত্তন শ্রবণের জন্য অসামঞ্জস্য নহে। 'যতঃ এব কৃতাঃ'—ঐ সপ্ত সমুদ্রের দ্বারাই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পৃথিবীর সাতটি দ্বীপ রচিত হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

মধ্ব —

পূর্ব্বসৃষ্টান্ রথাবৃত্তা স্থূলঞ্চক্রে প্রিয়ব্রতঃ।
সমুদ্রাংস্তেন তৎকর্ত্তৃত্বাহরেনং প্রিয়ব্রতম্ ॥
ইতি গারুড়ে ॥ ৩১ ॥

জম্বু-প্লক্ষ-শাল্মলি-কুশ-ক্রৌঞ্চ-শাক-পুষ্করসংজ্ঞাঃ তেষাং পরিমাণং পূর্ব্বস্মাৎ পূর্ব্বস্মাদুত্তরো যথাসংখ্যং দ্বিগুণমাণেন বহিঃ সমন্তত উপক্লিপ্তাঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—জম্বু-প্লক্ষ-শাল্মলি কুশ-ক্রৌঞ্চ-শাক পুষ্করসংজ্ঞাঃ (জম্বুঃ প্লক্ষঃ শাল্মলিঃ কুশঃ ক্রৌঞ্চঃ শাকঃ পুষ্করঃ ইতি সংজ্ঞাঃ যেষাং তে দ্বীপাঃ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) তেষাং পরিমাণং (শৃণু ইতি) পূর্ব্বস্মাৎ পূর্ব্বস্মাৎ উত্তরঃ যথাসংখ্যং (ক্রমানুসারেণ) দ্বিগুণমানেন (দ্বিগুণ পরিমাণেন) বহিঃ (সিন্ধুভ্যঃ

বহিঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব দ্বীপাদ্বহিঃ সিন্ধুরিত্যর্থঃ) সমন্ততঃ উপক্লিপ্তাঃ (রচিতাঃ) ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—পরিমাণং শৃণ্বিতি শেষঃ। দ্বিগুণ-বিস্তারমাণেন একৈকস্মাৎ সিন্ধোর্বহিঃ সমন্ততঃ চতসৃষ্বেব দিক্ষু ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরিমাণং'—ঐ দ্বীপ সকলের পরিমাণ শ্রবণ কর—এই অর্থ। 'দ্বিগুণমাণেন'—ঐ দ্বীপ সকল এক একটি সমুদ্রের বহির্ভাগে চারিদিকে রচিত হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—সেই সপ্ত সমুদ্র দ্বারা পৃথিবীর যে সাতটি দ্বীপ বিরচিত হয় তাহাদের নাম জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। (হে রাজন্,) সেই সকল দ্বীপের পরিমাণ ক্রমানুসারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দ্বীপ হইতে পর পর দ্বীপ দ্বিগুণ পরিমাণ। তজ্জন্য এই সকল দ্বীপ এক একটী সিন্ধুর বহির্ভাগ পর্য্যন্ত চারিদিকে রচিত হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

ক্ষারোদেক্ষুরসোদসুরোদঘৃতোদক্ষীরোদদধিমণ্ডোদশুদ্ধোদাঃ সপ্ত জলধয়ঃ সপ্তদ্বীপপরিখা ইবাভ্যন্তরদ্বীপসমানা একৈকশ্যেন যথানুপূর্ব্বং সপ্তস্বপি বহির্দ্বীপেষু পৃথক্ পৃথক্ পরিত উপকল্পিতাঃ। তেষু জম্ব্বাদিষু বর্হিষ্মতীপতিরনুব্রতানাত্মজানাগ্নীধ্রেধ্মজিহ্বযজ্ঞবাহু-হিরণ্যরেতোঘৃতপৃষ্ঠ-মেধাতিথি-বীতিহোত্র-সংজ্ঞান্ যথাসংখ্যেনৈকৈকস্মিন্নেকমেকমেবাধিপতিং বিধত্তে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—ক্ষারোদেক্ষুরসোদসুরোদঘৃতোদক্ষীরোদদধিমণ্ডোদশুদ্ধোদাঃ (ক্ষারম্ উদকং যস্মিন্ সঃ ক্ষারোদঃ দধিমণ্ডো মথিতং দধি, এতে) সপ্তজলধয়ঃ সপ্তদ্বীপপরিখা ইব (সপ্তদ্বীপানাং পরিখা ইব) একৈকশ্যেন (একৈকশঃ) অভ্যন্তরদ্বীপসমানাঃ (অভ্যন্তরে তৈঃ সংবেষ্টিতাঃ যে দ্বীপা তৈঃ বিস্তারতঃ সমানাঃ) পৃথক্ পৃথক্ (অসঙ্কীর্ণাঃ) যথানুপূর্ব্বং সপ্তস্বপি বহিঃ দ্বীপেষু পরিতঃ উপকল্পিতাঃ (রচিতাঃ) তেষু জম্ব্বাদিষু (দ্বীপেষু) বর্হিষ্মতীপতিঃ (প্রিয়ব্রতঃ) অনুব্রতান্ (স্বাজ্ঞানুসারিণঃ) আত্মজান্ (পুত্রান্) আগ্নীধ্রেধ্মজিহ্বযজ্ঞবাহুহিরণ্যরেতোঘৃতপৃষ্ঠমেধাতিথিবীতিহোত্র-সংজ্ঞান্ (আগ্নীধ্রাদিসংজ্ঞান্) যথাসংখ্যেন (সংখ্যামনতিক্রম্য) একৈকস্মিন্ (দ্বীপে) একম্ একম্ এব (একৈকম্ এব) অধিপতিং বিদধে (কৃতবান্) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—(যেমন এক একটি সমুদ্রের বহির্ভাগে এক একটী দ্বীপ আছে, তদ্রূপ এক এক দ্বীপের বাহিরেও এক একটী সমুদ্র আছে। এই সমুদ্রসমূহের নাম শ্রবণ করুন্)। লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও জল—এই সপ্তবিধ জলপূর্ণ সপ্ত জলধি ঐ সপ্তদ্বীপের পরিখাতুল্য হইয়া রহিয়াছে। যে দ্বীপসমূহ এই সকল জলধি দ্বারা বেষ্টিত, সেই দ্বীপসমূহের যেরূপ পরিমাণ, এই জলধিসমূহের পরিমাণও পর্য্যায়ক্রমে সেইরূপ। ঐ সকল সমুদ্র পৃথক্ পৃথক্ অসঙ্কীর্ণভাবে দ্বীপগনের বহির্ভাগেই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। বর্হিষ্মতী-পতি প্রিয়ব্রত আজ্ঞানুবর্ত্তী আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ, মেধাতিথি ও বীতহোত্র নামক সপ্তপুত্রের এক একজনকে সপ্তদ্বীপের এক একটির রাজা করিয়া দিলেন ॥ ৩৩ ।

বিশ্বনাথ—যথৈবৈকৈকশঃ সিন্ধোর্বহিরেকৈকো দ্বীপস্তথৈবৈকৈকস্মাদ্দ্বীপাদ্বহিরেকৈকঃ সিন্ধুরিত্যাহ—ক্ষারোদেতি। দধিমণ্ডো মথিতং দধি। অভ্যন্তরে বর্ত্তমানা যে দ্বীপাস্তৈঃ সমান-বিস্তারত এব একৈকশ্যেনেতি একস্মাদেকস্মাদ্বহিরেকৈকঃ সিন্ধুরিত্যেবং সপ্তস্বপি দ্বীপেষু যথানুপূর্ব্বেণ পৃথগসঙ্কীর্ণতয়া বহির্বহিরেব নান্তঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেমন এক একটি সমুদ্রের বহির্ভাগে এক একটি দ্বীপ, সেইরূপ এক একটি দ্বীপের বহির্ভাগে এক একটি সমুদ্র রহিয়াছে, ইহা বলিতেছেন—'ক্ষারোদ' ইত্যাদি। 'দধিমণ্ডঃ'—মথিত দধিই যাহার জল। অভ্যন্তরে বর্ত্তমান যে দ্বীপসকল, তাহাদের সমান বিস্তারেই এক একটি হইতে এক একটির বাহিরে এক একটি সমুদ্র রহিয়াছে, এই প্রকার সাতটি দ্বীপে যথাপূর্ব্ব অসঙ্কীর্ণভাবে ঐ সকল সমুদ্র বাহিরে বাহিরেই রহিয়াছে, কিন্তু অভ্যন্তরে নহে ॥ ৩৩ ॥

দুহিতরঞ্চোর্জ্জস্বতীং নামোশনসে প্রাযচ্ছদ্‌যস্যামাসীদ্দেবযানী নাম কাব্যসুতা ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়—উর্জ্জস্বতীং নাম দুহিতরং (কন্যাং) উশনসে (শুক্রায়) প্রাযচ্ছৎ (দদৌ), যস্যাম্ (উর্জ্জস্বত্যাং) দেবযানী নাম কাব্যসুতা (কাব্যস্য শুক্রস্য সুতা কন্যা) আসীৎ (জাতা) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—প্রিয়ব্রত তাঁহার উর্জ্জস্বতী-নাম্নী কন্যাকে শুক্রাচার্য্যের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। এই কন্যার গর্ভে দেবযানী-নাম্নী শুক্রাচার্য্যের একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ॥ ৩৪ ॥

———

নৈবংবিধঃ পুরুষকার উরুক্রমস্য
পুংসাং তদঙ্ঘ্রিরজসা জিতষড়্গুণানাম্।
চিত্রং বিদূরবিগতঃ সকৃদাদদীত
যন্নামধেয়মধুনা স জহাতি বন্ধম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়—উরুক্রমস্য (বিচিত্রশক্তের্ভগবতঃ) পুংসাং (ভক্তানাং) তদঙ্ঘ্রিরজসা (তস্য অঙ্ঘ্রিরজসা) জিতষড়্গুণানাং (জিতাঃ ষড়্গুণাঃ যৈঃ তেষাং জনানাং বিষয়ে) এবংবিধঃ (বর্ণিতপ্রকারঃ) পুরুষকারঃ চিত্রম্ (আশ্চর্য্যং) ন (ভবতি)। (যস্মাৎ) বিদূরবিগতঃ (অন্ত্যজোঽপি যঃ) সকৃৎ (একবারমাত্রং) যন্নামধেয়ং (যস্য ভগবতঃ উরুক্রমস্য নামধেয়ম্) আদদীত (গৃহ্নীয়াৎ) সঃ (অপি অন্ত্যজঃ) অধুনা (তৎক্ষণম্ এব) বন্ধম্ (অবিদ্যাং) জহাতি (ত্যজতি) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—(হে মহারাজ,) বিচিত্রশক্তি ভগবানের ভক্তগণ ভগবৎ-পদরজোদ্বারা ষড়্গুণ জয় করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের এইরূপ পৌরুষপ্রকাশ কিছু বিচিত্র নহে। কারণ অন্ত্যজও যদি একবারমাত্র সেই ভগবানের শ্রীনাম গ্রহণ করেন, তিনিও তন্মুহূর্ত্তেই অবিদ্যা-বন্ধন হইতে মুক্ত হন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—এবম্বিধঃ পুরুষকারঃ পৌরুষঃ প্রভাবো ন চিত্রম্। তদঙ্ঘ্রিরজসেতি রজসাপি যৈর্দুর্জ্জয়ানি ষড়িন্দ্রিয়াণি জীয়ন্তে ইতি বিরোধঃ। যতো বিদূরবিগতোঽন্ত্যজোঽপি অধুনা নমোচ্চারণক্ষণ এব বন্ধং তন্বং তত্ত্বমিতি ত্রয় এব স্বামিসম্মতাঃ পাঠাস্তত্র বন্ধং কর্ম্মবন্ধম্। তন্বং তনুং। তৎক্ষণ এব তনুত্যাগাদর্শনাৎ তন্বারম্ভকং কর্ম্মেতি প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয় উক্তঃ। তত্ত্বং মহদাদিপৃথিব্যন্তং স্থূলসূক্ষ্মদেহাবিত্যর্থঃ। তদপি তদ্দেহস্থিতির্নাম্ন এবাচিন্ত্যপ্রভাবত্বাদিতি জ্ঞেয়ং গত্যন্তরাভাবাৎ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবম্বিধঃ পুরুষকারঃ'—এইপ্রকার দ্বীপ-সমুদ্রাদি রচনার সামর্থ্যরূপ পৌরুষ, অলৌকিক প্রভাব বিচিত্র নহে। 'তদঙ্ঘ্রি-রজসা' ইত্যাদি—সেই ভগবানের পাদপদ্মরেণুর সংস্পর্শে যাঁহাদের ষড়্গুণ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন) জিত হইয়াছে। এখানে রজের দ্বারাও দুর্জ্জয় ষড়িন্দ্রিয় জয়—ইহা বিরোধ অলঙ্কার। যেহেতু 'বিদূরবিগতঃ'—নীচযোনিগত (অন্ত্যজ) ব্যক্তিও 'অধুনা'—শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণের ক্ষণেই বন্ধ, তনু ও তত্ত্ব—ইহা শ্রীল শ্রীধর-স্বামি সম্মত পাঠ (মোচন করিতে সমর্থ হয়)। বন্ধ বলিতে কর্ম্মের বন্ধন, তনু প্রারব্ধ শরীর, তৎক্ষণেই তনু-ত্যাগ অদর্শনহেতু যে কর্ম্মের ফলে প্রারব্ধ শরীর লাভ হয়, সেই প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় উক্ত হইল। তত্ত্ব বলিতে মহদাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত, অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় দেহই—এই অর্থ। তথাপি সেই দেহের স্থিতি শ্রীনামেরই অচিন্তনীয় প্রভাব-বশতঃ—ইহা বুঝিতে হইবে, অন্য কোন পথ নাই ॥ ৩৫ ॥

তথ্য—ভাঃ ১।১।১৪, ২।৪।১৩, ৩।৯।১৩, ৩।৩৩।৬ ও ৭, ১১।৫।৩৬, ১২।৩।৪৪ ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

'কৃষি'র্ভূবাচকঃ শব্দো 'ণ'শ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥
(মঃ ভাঃ উঃ পঃ ৭১ অঃ ৪র্থ শ্লোক)

"জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয়
জন-রঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং
নিখিলোগ্রতাপ-পটলীং বিলুম্পসি ॥"
(স্তবমালা)

"মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥"
(স্কন্দ পুঃ প্রভাসখণ্ডে)

"নো দীক্ষাং ন চ দক্ষিণাং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে।
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥"
(পদ্যাবলী)

চারিযুগে চারিধর্ম্ম জীবের কারণ।
কলিযুগে ধর্ম্ম হয় নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥
—চৈঃ ভাঃ আঃ ১০ম

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার ॥
—চৈঃ চঃ আদি ১৭শ ॥ ৩৫ ॥

স এবমপরিমিতবলপরাক্রম একদা তু দেবর্ষি-চরণানুশয়নানুপতিতগুণবিসর্গ - সংসর্গেণানির্বৃতমিবাত্মানং মন্যমান আত্মনির্ব্বেদ ইদমাহ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়—এবম্ অপরিমিত-বল-পরাক্রমঃ সঃ (প্রিয়ব্রতঃ) একদা তু দেবর্ষিচরণানুশয়নানুপতিত-গুণবিসর্গসংসর্গেণ (দেবর্ষিচরণয়োঃ অনুশয়নম্ উপসক্তিঃ, তদনুপতিতঃ যঃ গুণবিসর্গঃ রাজ্যাদিপ্রপঞ্চঃ তস্য সংসর্গেণ) আত্মানম্ অনির্ব্বৃতং (নিরানন্দং) ইব মন্যমানঃ আত্মনির্ব্বেদঃ (আত্মনি মনসি নির্ব্বেদঃ যস্য তাদৃশঃ সন্) ইদম্ আহ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—এইরূপে অমিতবলবীর্য্যশালী প্রিয়ব্রত একদা দেবর্ষি নারদের চরণাশ্রয়ের ফলে রাজ্যাদি-ভোগকে প্রাপঞ্চিকরূপে অনুভব ও তৎসংসর্গবশতঃ আপনাকে নিরানন্দযুক্তের ন্যায় মনে করিয়া, মনে মনে নির্ব্বেদগ্রস্ত হইলেন এবং বক্ষ্যমাণ বাক্য কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভোগপ্রভাবমুপসংহরংস্তস্য বৈরাগ্য-প্রভাবমাহ—স এবমিতি। দেবর্ষিচরণয়োরনুশয়নানি গুরুত্বেন দণ্ডবৎপ্রণামাস্তাননুপতিত এব গুণবিসর্গো রাজ্যাদি-প্রপঞ্চ-স্তৎসংসর্গেণ অনির্বৃতং ইবেতি যদ্যপি রাজ্যেঽপ্যনাসক্ত্যৈবান্তর্নির্বৃতিরাসীত্তদপীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভোগপ্রভাব উপসংহার করিতে তাঁহার বৈরাগ্য-প্রভাব বলিতেছেন—'স এবম্' ইত্যাদি। 'দেবর্ষিচরণানুশয়ন'—পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদের পাদপদ্ম-যুগলের 'অনুশয়' বলিতে শ্রীগুরুরূপে দণ্ডবৎ প্রণামাদির দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ, তাহার পর যে 'গুণ-বিসর্গ'—রাজ্যাদি প্রপঞ্চ, তাহার সংসর্গ-হেতু নিজেকে 'অনির্ব্বৃতম্ ইব'—যেন নিরানন্দের ন্যায় (মনে করিয়া নির্ব্বিণ্ণ হইয়া ইহা বলিয়াছিলেন)। 'ইব'—এখানে ইব-শব্দ প্রয়োগের দ্বারা যদিও রাজ্যে অনাসক্তি-বশতঃই তাঁহার অন্তঃকরণে আনন্দ ছিল, তথাপি (তিনি আত্মাকে অশান্তের ন্যায় মনে করিলেন) এই অর্থ ॥ ৩৬ ॥

অহো অসাধ্বনুষ্ঠিতং যদভিনিবেশিতোঽহমিন্দ্রিয়ৈরবিদ্যা-রচিতবিষমবিষয়ান্ধকূপে তদলমলমমুষ্যা বনিতায়া বিনোদমৃগং মাং ধিক্ ধিগিতি গর্হয়াঞ্চকার ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়—অহো (আশ্চর্য্যং) (বিবেকিনাপি ময়া) অসাধু অনুষ্ঠিতম্ (অসাধু কৃতং), যৎ (যস্মাৎ) অহং ইন্দ্রিয়ৈঃ অবিদ্যারচিতবিষমবিষয়ান্ধকূপে (অবিদ্যয়া রচিতাঃ শোভনত্বয়া প্রকাশিতাঃ বিষমাঃ দুঃখদাঃ বিষয়াঃ যস্মিন্ তস্মিন্ অন্ধকূপে সংসারভোগরূপে) অভিনিবেশিতঃ (প্রবেশিতোঽস্মি)। তৎ (তস্মাৎ) (বিষয়ভোগৈঃ) অলম্ অলম্ (নিষ্প্রয়োজনম্) অমুষ্যাঃ বনিতয়াঃ বিনোদমৃগং (ক্রীড়াবানরতুল্যং) মাং ধিক্ ধিক্ ইতি (আত্মানং) গর্হয়াঞ্চকার (নিন্দিতবান্) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—অহো! আমি কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি! ইন্দ্রিয়বর্গ এতদিন আমাকে অবিদ্যা-বিরচিত বিষমবিষয়ান্ধকূপে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল! বিষয়ভোগ যথেষ্ট হইয়াছে, উহাতে আর প্রয়োজন নাই! আমি এই কামিনীর ক্রীড়ামৃগতুল্য হইয়া পড়িয়াছি! আমাকে ধিক্! ধিক্!!—এইরূপভাবে প্রিয়ব্রত নিজকে নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥

বিশ্বনাথ—বিনোদমৃগং মর্কটম্ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিনোদ-মৃগং'—ক্রীড়ামৃগ অর্থাৎ বানর (আমি এই রমণীর বানর হইয়া কালযাপন করিতেছি, ধিক্ আমাকে—এইরূপ নিজেকে অতিশয় নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

পরদেবতা-প্রসাদাধিগতাত্ম-প্রত্যবমর্শেনানুপ্রবৃত্তেভ্যঃ স্বপুত্রেভ্য ইমাং যথাদায়ং বিভজ্য ভুক্ত-ভোগাঞ্চ মহিষীং মৃতকমিব সহমহাবিভূতিমপহায়

স্বয়ং নিহিতনির্ব্বেদো হৃদি গৃহীতহরিবিহারানুভাবো ভগবতো নারদস্য পদবীং পুনরেবানুসসার ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়—(অথ) পরদেবতা-প্রসাদাধিগতাত্ম-প্রত্যবমর্শেন (পরদেবতা ভগবান্ তস্যাঃ প্রসাদেন অধিগতঃ প্রাপ্তঃ যঃ আত্মপ্রত্যবমর্শঃ আত্মসাক্ষাৎকারঃ তেন) (হৃদি) নিহিত-নির্ব্বেদঃ (স্থিতং বিষয়বৈতৃষ্ণ্যং যস্য সঃ) হৃদি গৃহীতহরিবিহারানুভাবঃ (অতএব) (হৃদি গৃহীতঃ চিন্তিতঃ যঃ হরিবিহারঃ ভগবদ্‌লীলাবিলাসঃ তেন অনুভাবঃ ত্যাগসামর্থ্যং যস্য সঃ প্রিয়ব্রতঃ) অনুপ্রবৃত্তেভ্যঃ (অনুগতেভ্যঃ) স্বপুত্রেভ্যঃ ইমাং (পৃথ্বীং) যথাদায়ং (যথাযোগ্যং) বিভজ্য (বিভাগেন দত্ত্বা) সহমহাবিভূতিং (মহাবিভূতিঃ সাম্রাজ্য লক্ষ্মীঃ তৎসহিতাং) ভুক্তভোগাং চ (ভুক্তঃ ভোগঃ যস্যাস্তাং) মহিষীং (ভার্য্যাং) মৃতকম্ ইব (মৃত শরীরম্ ইব) অপহায় (ত্যক্ত্বা) স্বয়ং ভগবতঃ নারদস্য পদবীং (তদুপদিষ্টমার্গং) পুনরেব অনুসসার ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—পরমপুরুষ ভগবানের কৃপায় তাঁহার স্বরূপজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইল। তাঁহার হৃদয়ে বিষয়-বিতৃষ্ণা ও শ্রীহরির বিহার-চিন্তা উদিত হওয়াতে তাহার ত্যাগ-সামর্থ্য জন্মিল। সুতরাং তিনি অনুগত নিজ পুত্রগণের মধ্যে এই পৃথিবীকে যথাযোগ্য-ভাবে বিভক্ত করিয়া দিয়া ভুক্তভোগা সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী ও স্বীয় মহিষীকে মৃতদেহের ন্যায় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুনরায় দেবর্ষি শ্রীনারদোপদিষ্ট মার্গের অনুসরণ করিলেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—পরদেবতায়া হরেঃ প্রসাদেনাধিগতঃ প্রাপ্তো য আত্ম-প্রত্যবমর্শো বিবেকস্তেন নারদস্য পদবীং তদুপদিষ্টমার্গমেব পুনরনুসসারেত্যন্বয়ঃ। কিং কৃত্বা অনুপ্রবৃত্তেভ্যঃ, অনুগতেভ্য হৃদীত্যাদি হৃদি গৃহীতো যো হরের্বিহারো লীলাবিলাসস্তেনানুভাবা অশ্রুপুলকাদয়ো যস্য সঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরদেবতা'—পরমদেবতা ভগবান্ শ্রীহরির প্রসাদে বিবেক লাভ করিয়া, শ্রীনারদের পদবী বলিতে তাঁহার উপদিষ্ট মার্গেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন—এই অন্বয়। কি করিয়া ? তাহাতে বলিতেছেন—'অনুপ্রবৃত্তেভ্যঃ'—অনুগত পুত্রগণকে, যথাযথ রাজ্যভাগ প্রদান-পূর্ব্বক। 'হৃদি ইত্যাদি'—হৃদয়ে চিন্তিত যে শ্রীহরির বিহার, অর্থাৎ লীলাবিলাস, তাহার দ্বারা অশ্রু-পুলকাদি অনুভাব-সকল প্রকটিত হইয়াছে যাঁহার, সেই প্রিয়ব্রত মহারাজ (সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় দেবর্ষির উপদিষ্ট পথই অনুসরণ করিলেন।) ॥ ৩৮ ॥

তস্য হ বা এতে শ্লোকাঃ—

প্রিয়ব্রতকৃতং কর্ম্ম কো নু কুর্য্যাদ্বিনেশ্বরম্।
যো নেমিনিম্নৈরকরোচ্ছায়াং ঘ্নন্ সপ্ত বারিধীন্ ॥৩৯

অন্বয়—তস্য (প্রিয়ব্রতস্য) এতে (ত্রয়ঃ) শ্লোকাঃ (মহিমোপনিবদ্ধবাক্যানি সন্তি)। প্রিয়ব্রতকৃতং (প্রিয়ব্রতেন কৃতং) কর্ম্ম ঈশ্বরং বিনা কোনু কুর্য্যাৎ (ঈশ্বরং বিনা শরীরিণোঽন্যস্য ঈদৃশী ক্ষমতা ন বর্ত্ততে)। যঃ (প্রিয়ব্রতঃ) ছায়াং ঘ্নন্ (তমঃ নিরস্যন্) নেমিনিম্নৈঃ (রথচক্রপ্রান্তজন্যখাতৈঃ) সপ্ত বারিধীন্ (সমুদ্রান্) অকরোৎ (কৃতবান্) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—(হে রাজন্,) তাঁহার (প্রিয়ব্রতের) মহিমা-সম্বন্ধে পূর্ব্বকাল হইতে এই সকল শ্লোক প্রচলিত আছে, (বলিতেছি শ্রবণ করুন্)—প্রিয়ব্রত যে সকল কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, এক ঈশ্বর বিনা আর কেই বা তাহা করিতে সমর্থ ? প্রিয়ব্রত অন্ধকার ধ্বংস করিবার জন্য পরিভ্রমণ করিতে করিতে স্বীয় রথচক্র দ্বারা সাতটী সমুদ্র খনন করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—শ্লোকাঃ পূর্ব্বসিদ্ধা এব কথ্যন্তে। ছায়াং রাত্রিম্ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্লোকাঃ'—পূর্ব্ব হইতে সিদ্ধ কয়েকটি শ্লোক বর্ণনা করিতেছেন। 'ছায়াং'—রাত্রি (রাত্রির অন্ধকার দূর করিবার জন্য) ॥ ৩৯ ॥

ভূসংস্থানং কৃতং যেন সরিদ্গিরিবনাদিভিঃ।
সীমা চ ভূতনির্ব্বৃত্যৈ দ্বীপে দ্বীপে বিভাগশঃ ॥ ৪০॥

অন্বয়—যেন (প্রিয়ব্রতেন) ভূতনির্ব্বৃত্যৈ (প্রাণিনাং নির্ব্বিবাদেন সুখলাভায়) ভূসংস্থানং (দ্বীপরচনয়া) কৃতং (তথা) দ্বীপে দ্বীপে বিভাগশঃ সরিৎগিরিবনাদিভিঃ সীমা চ (মর্য্যাদা চ কৃতা) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—এই প্রিয়ব্রত প্রাণিগণের সুখের জন্য

দ্বীপ রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং (যাহাতে জীবগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ না হয়, তজ্জন্য) প্রতি দ্বীপে নদী, পর্ব্বত ও বনাদি দ্বারা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—ভুবঃ সংস্থানং দ্বীপৈঃ কৃতং, সরিদাদিভিঃ সীমা চ ভূতানাং জনপদগ্রামাদ্যধিপতীনাং নির্বৃত্যৈ নির্ব্বিবাদসুখায় ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভুবঃ সংস্থানং'—দ্বীপসমূহ দ্বারা এই পৃথিবীর সংস্থান অর্থাৎ আকৃতি-বিশেষ রচনা করতঃ এবং নদী, পর্ব্বত ও বনাদির দ্বারা সীমা, 'ভূত-নির্ব্বৃত্যৈ'—জনপদ, গ্রামাদির অধিপতি-বর্গের নির্ব্বিবাদ সুখের নিমিত্ত নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥

ভৌমং দিব্যং মানুষঞ্চ মহিত্বং কর্ম্মযোগজম্ ।
যশ্চক্রে নিরয়ৌপম্যং পুরুষানুজনপ্রিয়ঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
পঞ্চমস্কন্ধে প্রিয়ব্রতবিজয়ে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়—পুরুষানুজনপ্রিয়ঃ (পুরুষানুজনাঃ ভগবদ্ভক্তাঃ তে এব প্রিয়াঃ যস্য সঃ) যঃ (প্রিয়ব্রতঃ) কর্ম্ম-যোগজং (কর্ম্মণা যোগেন চ লব্ধং) ভৌমং (পাতালজং) দিব্যং (স্বর্গজং) মানুষঞ্চ (মর্ত্ত্যলোকজং চ) মহিত্বং (বৈভবং) নিরয়ৌপম্যং (নরকতুল্যং) চক্রে (মেনে) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—পরমপুরুষ শ্রীভগবানের অনুগত জনবৃন্দই প্রিয়ব্রতের প্রিয়জন ছিলেন। (সুতরাং) তিনি কর্ম্মজ, যোগজ, স্বর্গজ, মর্ত্ত্যলোকজ যাবতীয় বৈভবকে নরকতুল্য জ্ঞান করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—ভৌমং পাতালজং, দিব্যং স্বর্গজং, মানুষং মর্ত্ত্যলোকজং, মহিত্বং বৈভবম্ ॥ ৪১ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
পঞ্চমে প্রথমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভৌম—পাতালজ, দিব্য বলিতে স্বর্গজ এবং 'মানুষং'—মর্ত্ত্যলোকজ 'মহিত্বং'—বৈভব (অর্থাৎ মহামতি প্রিয়ব্রত স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে কর্ম্মজনিত বৈভবরাশিকে নরকতুল্য জ্ঞান করিতেন) ॥ ৪১ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার পঞ্চম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫।১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে-পঞ্চম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

এবং পিতরি সম্প্রবৃত্তে তদনুশাসনে বর্ত্তমান আগ্নীধ্রো জম্বুদ্বীপৌকসঃ প্রজা ঔরসবদ্ধর্ম্মাবেক্ষমাণঃ পর্য্যগোপায়ৎ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে আগ্নীধ্রের চরিত্রকথা বর্ণিত হইয়াছে। আগ্নীধ্রের পিতা প্রিয়ব্রত পরমার্থ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে আগ্নীধ্র তাঁহার পিতার আদেশে জম্বুদ্বীপবাসি-প্রজাবর্গকে ধর্ম্মের সহিত অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি (আগ্নীধ্র) কোন সময় পুত্রকামনা করিয়া মন্দরপর্ব্বতের গুহায় তপস্যা করিতেছিলেন। ঐশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মা তাহার তপস্যার কারণ অবগত হইয়া পূর্ব্বচিত্তিনাম্নী এক অপ্সরাকে আগ্নীধ্রের সমীপে প্রেরণ করেন। ঐ পূর্ব্বচিত্তি আগ্নীধ্রের আশ্রমস্থ উপবন-সন্নিধানে উপনীত হইয়া শৃঙ্গারভাবসূচক নানাপ্রকার হাবভাবাদি প্রকাশ করিতে

থাকিলে, আগ্নীধ্র তাহা দেখিয়া অতিশয় বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। তাহার (সেই অপ্সরার) হাব, ভাব, ব্রীড়া, সুমধুর বাক্য ও নয়নাদি অবয়বসমূহ আগ্নীধ্রের নয়নমনকে আকর্ষণ করিয়াছিল। আগ্নীধ্র গ্রাম্যবৈদগ্ধে ও অতিশয় নিপুণ ছিলেন। সুতরাং ঐ কামিনীও আগ্নীধ্রের রসপূর্ণ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া আগ্নীধ্রকে স্বামীত্বে বরণ করিল এবং বহু বৎসর যাবৎ আগ্নীধ্রের সহিত রাজ্যসুখাদি ভোগ করিয়া পুনরায় স্বস্থানে গমন করিল। আগ্নীধ্র ঐ অপ্সরার গর্ভে নাভি, কিংপুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল এই নয়টি পুত্র উৎপাদন করেন ও উহাদিগকে স্ব স্ব নামানুসারে নয়টী বর্ষ বিভাগ করিয়া দেন। রাজা আগ্নীধ্র ভোগে তৃপ্ত না হইয়া সর্ব্বদা অপ্সরাকে চিন্তা করিতেন বলিয়া মৃত্যুর পর তাঁহার অপ্সরা-লোক লাভ হয়। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার নয়টী পুত্র মেরুদেবী, প্রতিরূপা, উগ্রদংষ্ট্রা, লতা, রম্যা, নারী, ভদ্রাবেদ, ও দীধিতি নাম্নী মেরুর নয়টী কন্যাকে বিবাহ করেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে রাজন্,) এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) পিতরি (প্রিয়ব্রতে) সম্প্রবৃত্তে (মুক্তত্বাৎ প্রজাপালনাৎ নিবৃত্তে সতি) তদনুশাসনে (তস্য প্রিয়ব্রতস্য অনুশাসনে আজ্ঞায়াং) বর্ত্তমানঃ (স্থিতঃ) আগ্নীধ্রঃ ধর্ম্মাবেক্ষমাণঃ (ধর্ম্মমবেক্ষমাণঃ ধর্ম্মেণ ইত্যর্থঃ) জম্বুদ্বীপৌকসঃ (জম্বুদ্বীপে এব ওকঃ বাসস্থানং যাসাং তাঃ জম্বুদ্বীপবাসিনীঃ) প্রজাঃ ঔরসবৎ (স্বপুত্রবৎ) পর্য্যগোপায়ৎ (পরিতঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্বাভ্যঃ বিপদ্ভ্যঃ অরক্ষৎ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, পিতা প্রিয়ব্রত পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানাবলম্বন-পূর্ব্বক রাজ্যপালনাদি কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলে, তাঁহার আজ্ঞায় তদীয় পুত্র আগ্নীধ্র উক্তকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মের সহিত জম্বুদ্বীপ-বাসী প্রজাবর্গকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বতোভাবে পালন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

দ্বিতীয়ে তপসা প্রাপ্য পূর্ব্বচিত্তিমজিজ্ঞপৎ।
আগ্নীধ্রো নিজলাম্পট্যং পুত্রাংশ্চাস্যামজীজনৎ ॥০

ধর্ম্ম এব অবেক্ষণং যস্য সঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে আগ্নীধ্র তপস্যার দ্বারা পূর্ব্বচিত্তি নামক অপ্সরাকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার নিকট নিজ লাম্পট্য প্রকাশ করেন এবং তাহার গর্ভে (নাভি প্রভৃতি) পুত্রগণের জন্ম প্রদান করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'ধর্ম্মাবেক্ষমাণঃ'—ধর্ম্মের প্রতিই ঈক্ষণ যাঁহার, অর্থাৎ ধর্ম্মের বিচারানুসারে (আগ্নীধ্র প্রজাদিগকে প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিলেন।) ॥ ১ ॥

স চ কদাচিৎ পিতৃলোককামঃ সুরবরবনিতাক্রীড়াচলদ্রোণ্যাং ভগবন্তং বিশ্বসৃজাং পতিমাভৃতপরিচর্য্যোপকরণ আত্মৈকাগ্র্যেণ তপস্বী আরাধয়াম্বভূব ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ চ (আগ্নীধ্রঃ) কদাচিৎ (কস্মিংশ্চিৎ সময়ে) পিতৃলোককামঃ (পিতৃলোকপ্রাপকপুত্রকামঃ সন্) সুরবরবনিতাক্রীড়াচলদ্রোণ্যাং (সুরবরাণাং দেবশ্রেষ্ঠানাং যাঃ বনিতাঃ তাসাম্ আক্রীড়াচলঃ আক্রীড়ন্ত্যস্মিন্নিত্যাক্রীড়ঃ সঃ এব অচলঃ মন্দরপর্ব্বতঃ তস্য দ্রোণ্যাং গহ্বরে) আভৃতপরিচর্য্যোপকরণঃ (আভৃতানি সম্পাদিতানি পরিচর্য্যোপকরণানি পূজাসাধনানি পুষ্পাদীনি যেন সঃ গৃহীতপূজোপকরণঃ) তপস্বী (তপঃপরায়ণঃ ভূত্বা) আত্মৈকাগ্র্যেণ (আত্মনঃ অন্তঃকরণস্য একাগ্র্যং যস্মিন্ তেন একাগ্র্যেণ মনসা) ভগবন্তং বিশ্বসৃজাং পতিং (ব্রহ্মাণম্) আরাধয়াম্বভূব (আরাধনাং কৃতবান্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—সেই আগ্নীধ্র কোনসময়ে পুত্রকামনা করিয়া সুরবনিতাগণের ক্রীড়াস্থল মন্দরপর্ব্বতের গুহা আশ্রয় করিলেন এবং তথায় পুষ্পাদি পূজোপকরণ সংগ্রহপূর্ব্বক তপস্যা পরায়ণ হইয়া একাগ্রচিত্তে ঐশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥২

বিশ্বনাথ—পিতৃলোককামঃ পুত্রকামঃ। বিশ্বসৃজাং পতিং ব্রহ্মাণম্। আভৃতানি সম্পাদিতানি পরিচর্য্যোপকরণানি পুষ্পাদীনি যেন সঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পিতৃলোককামঃ'—পিতৃলোকপ্রাপক পুত্র কামনা করিয়া বিশ্বস্রষ্টৃগণের পতি ব্রহ্মাকে আরাধনা করিয়াছিলেন। 'আভৃত' ইত্যাদি,

আভৃত, অর্থাৎ সম্পাদিত হইয়াছে পরিচর্য্যার উপকরণ পুষ্পাদি যাহা কর্ত্তৃক, সেই আগ্নীধ্র ॥ ২ ॥

তদুপলভ্য ভগবানাদিপুরুষঃ সদসি গায়ন্তীং পূর্ব্বচিত্তিং নামাপ্সরসমভিযাপয়ামাস ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—আদিপুরুষঃ (আদিদেবঃ) ভগবান্ (ব্রহ্মা) তৎ (আগ্নীধ্রস্য তপশ্চরণম্) উপলভ্য (জ্ঞাত্বা) সদসি (দেবসভায়াং) গায়ন্তীং (গানং কুর্ব্বন্তীং) পূর্ব্বচিত্তিং নাম (নাম্না প্রসিদ্ধাম্) অপ্সরসম্ অভিযাপয়ামাস (সম্ভোগার্থং প্রস্থাপয়ামাস)॥ ৩ ॥

অনুবাদ—আদিপুরুষ ঐশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মা আগ্নীধ্রের তপস্যার কথা জানিতে পারিয়া দেবসভায় গানকারিণী 'পূর্ব্বচিত্তি'-নাম্নী এক অপ্সরাকে তাহার নিকট সম্ভোগার্থ প্রেরণ করিলেন ॥ ৩ ॥

সা চ তদাশ্রমোপবনমতিরমণীয়ং বিবিধ-নিবিড়-বিটপি-বিটপনিকর-সংশ্লিষ্টপুরটলতারূঢ়স্থল-বিহঙ্গম-মিথুনৈঃ প্রোচ্যমানশ্রুতিভিঃ প্রতিবোধ্যমান-সলিল-কুক্কুটকারণ্ডব-কলহংসাদিভির্বিচিত্রমুপকূজিতামল-জলাশয়কমলাকরমুপবভ্রাম ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—সা চ (পূর্ব্বচিত্তিঃ) তদা বিবিধনিবিড়-বিটপি-বিটপনিকর-সংশ্লিষ্ট-পুরটলতারূঢ়স্থল-বিহঙ্গম-মিথুনৈঃ (বিবিধাশ্চ নিবিড়াশ্চ সান্দ্রাঃ চ যে বিটপিনঃ তেষাং বিটপাঃ শাখাঃ তেষাং নিকরাঃ সমূহাঃ তৈঃ সংশ্লিষ্টাঃ পুরটলতাঃ স্বর্ণবল্ল্যঃ তাসু আরূঢ়াঃ স্থিতাঃ স্থলবিহঙ্গমাঃ ময়ূরাদয়ঃ তেষাং মিথুনৈঃ স্ত্রীপুরুষদ্বন্দ্বৈঃ) প্রোচ্যমানশ্রুতিভিঃ (উচ্চার্য্যমাণৈঃ ষড়্জাদিস্বরৈঃ) প্রতিবোধ্যমানসলিলকুক্কুট-কারণ্ডবকলহংসাদিভিঃ (প্রতিবোধ্যমানাঃ যে সলিল-কুক্কুটাদয়ঃ তৈঃ) বিচিত্রং (যথা স্যাৎ তথা) উপকূজিতামলজলাশয়কমলাকরম্ (উপকূজিতাঃ নাদিতাঃ অমলাঃ জলাশয়াঃ তেষু যানি কমলানি পঙ্কজানি তেষাম্ আকরম্) অতি রমণীয়ম্ আশ্রমোপবনম্ উপবভ্রাম (বিচচার)॥ ৪ ॥

অনুবাদ—সেই পূর্ব্বচিত্তি আগ্নীধ্রের আশ্রম-সমীপবর্ত্তী উপবনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই উপবন অতিশয় রমণীয় ; তথায় নানাজাতীয় ঘন-সন্নিবিষ্ট তরুরাজির শাখাসমূহ স্বর্ণ-লতিকা দ্বারা বিজড়িত ছিল ; উহাদের উপরিভাগে ময়ূরাদি-স্থল-বিহঙ্গম-মিথুনগণ ষড়্জাদি মধুর স্বরে কূজন করিতেছিল, তাহা শ্রবণ করিয়া জলকুক্কুট (পানকৌড়ি), কারণ্ডব (বালিহাঁস) ও হংসাদি জলচর পক্ষিগণও প্রবুদ্ধ হইয়া বিচিত্র রব করিতেছে ; তাহাতে এইরূপ বোধ হইতে লাগিল, যেন তত্রস্থ কমলসুশোভিত নির্ম্মল জলাশয়সমূহই কোলাহল করিতেছে ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—সা চ তদাশ্রমোপবনমুপবভ্রামেত্যন্বয়ঃ। বিবিধাশ্চ নিবিড়াশ্চ যে বিটপিনস্তেষু বিটপা স্কন্ধাস্তেষু নিকটাস্তৈঃ সংশ্লিষ্টাঃ পুরটলতাঃ স্বর্ণবল্ল্যঃ যাসাং তাসু নিকটস্থ-পুরটলতাসু আরূঢ়াঃ স্থলবিহঙ্গাঃ কোকিলাদয়স্তেষাং মিথুনৈঃ প্রোচ্যমানাভিঃ শ্রুতিভিরুচ্চার্য্যমাণৈঃ পঞ্চমাদিস্বরৈঃ প্রতিবুদ্ধ্যমানা যে সলিলকুক্কুটাদয়স্তৈর্বিচিত্রং যথা স্যাত্তথা উপকূজিতা নাদিতা অমলা জলাশয়া বাপ্যাদয়ঃ কমলাকরাঃ কাসারাশ্চ যস্মিংস্তৎ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সা চ'—তখন সেই অপ্সরা আগ্নীধ্রের আশ্রমের মনোরম উপবনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন—এই অন্বয়। 'বিবিধ-নিবিড়-বিটপি'—ইত্যাদি, সেই উপবনে ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বৃক্ষসমূহের শাখা-সংলগ্ন যে 'পুরটলতাঃ'—স্বর্ণলতা-রাজি, তাহার উপর উপবিষ্ট যে স্থলচর কোকিলাদি পক্ষিগণ, তাহাদের মিথুনের দ্বারা 'প্রোচ্যমান-শ্রুতিভিঃ'—পঞ্চমাদি স্বর উচ্চারিত হওয়ায়, প্রতি-বুদ্ধমান যে সকল সলিল-কুক্কুট প্রভৃতি, তাহাদের দ্বারা সেখানের স্বচ্ছ জলাশয়স্থিত পদ্মবনসমূহ প্রতি-ধ্বনিত হইতেছিল ॥ ৪ ॥

তস্যাঃ সুললিতগমনপদবিন্যাসগতিবিলাসায়াশ্চানুপদং খণখণায়মান-রুচির-চরণাভরণ-স্বনমুপাকর্ণ্য নরদেবকুমারঃ সমাধিযোগেনামীলিতনয়ন-নলিনমুকুলযুগলমীষদ্বিকচয্য ব্যচষ্ট ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—সুললিতগমনপদবিন্যাসগতিবিলাসায়াঃ (সুললিতে গমনে সুন্দরগতৌ যে পদবিন্যাসাঃ পদ-

বিক্ষেপাঃ তৈঃ গতৌ বিলাসঃ শৃঙ্গারলক্ষণ-শোভা যস্যাঃ) তস্যাঃ চ (পূর্ব্বচিত্ত্যাঃ) অনুপদং (প্রতিচরণবিক্ষেপং) খণখণায়-মান-রুচিরচরণাভরণস্বনং (খনখণায়মানে সিঞ্জিতধ্বনিবিশেষং কুর্ব্বাণে রুচিরে শোভনে চরণাভরণে নূপুরে যে তয়োঃ স্বনং শব্দম্) উপাকর্ণ্য (শ্রুত্বা) নরদেবকুমারঃ (রাজপুত্রঃ আগ্নীধ্রঃ) সমাধিযোগেন (ধ্যানেন) আমীলিতনয়ননলিনমুকুলযুগলম্ (আমীলিতে নয়নে এব নলিনমুকুলে তয়োর্যুগলম্) ঈষৎ (কিঞ্চিৎ) বিকচয্য (উন্মীল্য বিকাশং কৃত্বা) ব্যচষ্ট (দদর্শ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—তাঁহার (পূর্ব্বচিত্তির) সুন্দরগমনে পাদবিক্ষেপাদি শৃঙ্গার-লক্ষণ শোভা পাইতেছিল এবং প্রতিপাদবিক্ষেপে মনোহর নূপুরাদি চরণাভরণের 'রুণু' 'ঝণু' ধ্বনি হইতেছিল। তাহা শ্রবণ করিয়া রাজপুত্র আগ্নীধ্র তাঁহার ধ্যান-নিমীলিত-নয়নকমল ঈষৎ উন্মেষিত করিয়া দেখিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যাঃ সুললিতে গমনে যে পদয়োর্বিন্যাসাস্তৈরেব গতিশ্চেষ্টা বিলাসশ্চ সর্ব্বাঙ্গগতো যস্যাঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্যাঃ সুললিত-'ইত্যাদি, সুললিত (মনোরম) গমন ক্রিয়ার উপযোগী যে পদবিন্যাস, তাহাদের দ্বারা গতি (চেষ্টা) ও সর্ব্বাঙ্গগত বিলাস যাহার, সেই অপ্সরার (চরণদ্বয়ের অলঙ্কারধ্বনি শ্রবণে আগ্নীধ্র নয়ন ঈষৎ উন্মীলনপূর্ব্বক দেখিতে লাগিলেন।) ॥ ৫ ॥

তামেবাঽবিদূরে মধুকরীমিব সুমনস উপজিঘ্রন্তীং দিবিজমনুজমনোনয়নাহলাদদুঘৈর্গতিবিহার-ব্রীড়াবিনয়াবলোক-সুস্বরাক্ষরাবয়বৈর্মনসি নৃণাং কুসুমায়ুধস্য বিদধতীং বিবরং নিজমুখবিগলিতামৃতাসব-সহাসভাষণামোদ-মদান্ধ-মধুকরনিকরোপরোধেন দ্রুতপদন্যাসেন বল্গুস্পন্দনস্তনকলসকবরভাররশনাং দেবীং তদবলোকনেন বিবৃতাবসরস্য ভগবতো মকরধ্বজস্য বশমুপনীতো জড়বদিতি হোবাচ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—অবিদূরে (সমীপে) এব মধুকরীম্ ইব ভ্রমরীমিব সুমনসঃ (পুষ্পাণি) উপাজিঘ্রন্তীং (গন্ধমুপাদদতীং) দিবিজমনুজমনোনয়নাহলাদদুঘৈঃ (দিবিজানাং দেবানাং মনুজানাং মনুষ্যাণাঞ্চ যানি মনাংসি নয়নানি চ তেষাম্ আহলাদদুঘৈঃ আহলাদং দুহন্তীতি আহলাদদুঘাঃ তৈঃ মনোনয়নাদীনাম্ আনন্দপ্রদৈঃ) গতিবিহারব্রীড়াবিনয়াবলোকসুস্বরাক্ষরাবয়বৈঃ (গতিশ্চ বিহারশ্চ লজ্জাবিনয়যুক্তঃ অবলোকশ্চ সুস্বরাণি সুন্দরাণি অক্ষরাণি চ বচাংসি অবয়বাশ্চ নেত্রাদয়ঃ তৈঃ) নৃণাং মনসি কুসুমায়ুধস্য (কামস্য) বিবরং (ছিদ্রং প্রবেশদ্বারং) বিদধতীং (কুর্ব্বতীং) নিজমুখবিগলিতামৃতাসব - সহাসভাষণামোদ -মদান্ধমধুকরনিকরোপরোধেন (নিজমুখাৎ বিগলিতম্ অমৃতম্ ইব স্বাদু আসবঃ ইব মাদকঞ্চ যৎ সহাসং সভাষণং তস্মিন্ যঃ আমোদঃ বহিঃ নিঃসৃতঃ নিঃশ্বাসগন্ধঃ তেন মদান্ধাঃ যে মধুকরনিকরাঃ ভ্রমরসমূহাঃ তৈঃ উপরোধঃ আবরণং তেন) দ্রুতপদন্যাসেন (ভয়াৎ দ্রুতঃ শীঘ্রঃ পদবিন্যাসঃ তেন চঞ্চলগত্যা) বল্গুস্পন্দনস্তনকলসকবরভাররশনাং (বল্গুস্পন্দনং কিঞ্চিচ্চলনং স্তনকলসয়োঃ কবরভারে রশনায়াঞ্চ যস্যাঃ তাম্ এবম্ভূতাং) তাং (নয়নগোচরাং) দেবীং (দ্যোতমানাং পূর্ব্বচিত্তিং) তদবলোকনেন (তস্যাঃ অবলোকনেন) বিবৃতাবসরস্য (দত্তাবকাশস্য) ভগবতঃ মকরধ্বজস্য (কামস্য) বশম্ উপনীতঃ (প্রাপ্তঃ ততঃ কামার্ত্তঃ সন্ সঃ রাজপুত্রঃ) জড়বৎ (অবশঃ ইব) ইতি হোবাচ (স্ত্রীপুংভ্রান্ত্যা বক্ষ্যমাণপ্রকারং প্রলাপবচনং কথয়ামাস) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—ঐ অপ্সরা অনতিদূরে মধুকরীর ন্যায় পুষ্পসমূহের আঘ্রাণ লইতেছিলেন, দেব-মনুষ্যদিগের মনোনয়নের আনন্দপ্রদ তাঁহার (সেই অপ্সরার) গতি, বিহার, লজ্জা ও বিনয়ান্বিতা দৃষ্টি, সুমধুর স্বর, বাক্য এবং নেত্রাদি অবয়বসমূহ মনুষ্যগণের মনোমধ্যে যেন কুসুমায়ুধের (কন্দর্পের) প্রবেশদ্বার করিয়া দিতেছিল। মধুকরসকল তাঁহার মুখনিঃসৃত অমৃততুল্য মধুর ও আসবতুল্য মত্ততাব্যঞ্জক সহাস্য বাক্যে মত্ত এবং নিঃশ্বাসগন্ধে মদান্ধ হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিতেছিল। তাহাতে ঐ কামিনী ভয়ব্যাকুলা হইয়া দ্রুত পাদবিক্ষেপ করাতে তাঁহার স্তনকলস, কবরী ও মেখলা অতি সুন্দরভাবে কম্পিত হইতেছিল। সেই সুন্দরীকে দর্শন করিবামাত্র আগ্নীধ্র মুগ্ধ হইয়া কন্দর্পের বশীভূত হইলেন।

তিনি জড়ের ন্যায় হৃতজ্ঞান হইয়া ঐ স্ত্রীকে কখনও স্ত্রী, কখনও বা পুরুষ সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—তামেব দেবীং মকরধ্বজস্য বশমুপনীতঃ সন্ জড়বদিতি বক্ষ্যমাণাং দশশ্লোকীমুবাচ—জাড্যানুকরণঞ্চ বৈদগ্ধ্যবিশেষদ্যোতনার্থম্। বিবরং মনোঽন্তঃপ্রবেশদ্বারং বিদধতীং নিজমুখাদ্বিগলিতমমৃতমিব স্বাদু আসব ইব মাদকং যৎ সহাসং ভাষণং তস্মিন্ সতি য আমোদো গন্ধস্তেন মদান্ধা মধুকরনিকরাস্তৈরুপরোধ আবরণং তেন ভয়াৎ দ্রুতঃ শীঘ্রো যঃ পদবিন্যাসস্তেন বল্গুস্পন্দনং কিঞ্চিচ্চলনং স্তনকলসয়োঃ কবরভারো রসনায়াঞ্চ যস্যাস্তাম্ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তামেব দেবীং'—সেই অপ্সরার দর্শনে আগ্নীধ্র কামের বশীভূত হইয়া 'জড়বৎ'—জড়তাগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় জাড্যের অনুকরণ ও বৈদগ্ধি-বিশেষ দ্যোতনের নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ দশটি শ্লোক বলিয়াছিলেন। 'বিবরং বিদধতীং'—মানবগণের অন্তঃকরণে কন্দর্পের প্রবেশ-দ্বার নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। 'নিজমুখ-বিগলিত'—ইত্যাদি, তাঁহার নিজ মুখ হইতে অমৃতের ন্যায় সুমধুর ও মদিরার ন্যায় মাদক সহাস বাক্য উচ্চারিত হইতেছিল, তাহাতে যে 'আমোদ', গন্ধ তাহার দ্বারা (অর্থাৎ তৎপ্রসঙ্গে প্রবাহিত নিঃশ্বাসের সৌরভে) মদমত্ত ভ্রমরগণ অবরোধ সৃষ্টি করিলে, তাহার ভয়ে দ্রুত গমনের জন্য পদনিক্ষেপ করায় 'বল্গুস্পন্দন'—কিঞ্চিৎ সঞ্চালিত হইতেছিল কুচকুম্ভ-যুগল, কেশবন্ধন ও নিতম্বস্থিত চন্দ্রহার যাঁহার, (সেই অপ্সরাকে দেখিয়া আগ্নীধ্র কামবশগ হইলেন) ॥ ৬ ॥

কা ত্বং চিকীর্ষসি চ কিং মুনিবর্য্য শৈলে
মায়াসি কাপি ভগবৎপরদেবতায়াঃ।
বিজ্যে বিভর্ষি ধনুষী সুহৃদাত্মনোঽর্থে
কিংবা মৃগান্ মৃগয়সে বিপিনে প্রমত্তান্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মুনিবর্য্য, (হে মুনিশ্রেষ্ঠ, অত্র পুংস্তেন সম্বোধনং জাড্যানুকরণং) শৈলে (অস্মিন্ পর্ব্বতশিখরে) ত্বং কা ? (অসি ? "মুনিবর্য্য" ইতি পুংলিঙ্গেন সম্বোধ্য কা ত্বমিতি স্ত্রীলিঙ্গেন প্রশ্নাদীনি বিবেকাভাবে জ্ঞেয়ম্) ; কিং চ চিকীর্ষসি ? (কিং বা ত্বং কর্ত্তুমিচ্ছসি ?) ভগবৎপরদেবতায়াঃ (অথবা ভগবান্ এব পরদেবতা তস্যাঃ অথবা ভগবতাং ব্রহ্মাদীনাম্ অপি পরদেবতা উপাস্যভূতা যা দেবতাঃ তস্যাঃ) কাপি (কাচিৎ ত্বং) মায়া অসি ? (কিং ভবসি ?) (ভ্রূবাবালক্ষ্যাহ) (হে) সুহৃৎ, (বন্ধো,) বিজ্যে (নির্গুণে জ্যারহিতে) ধনুষী (ভ্রূরূপে কামধনুষী) আত্মনঃ অর্থে (উপকারায় কিং) বিভর্ষি (ধারয়সি ?) কিংবা (অথবা) বিপিনে (অরণ্যে) প্রমত্তান্ (কামাতুরান্) মৃগান্ (মৃগতুল্যান্ অজিতেন্দ্রিয়ান্ অস্মদাদীন্) মৃগয়সে (বশীকর্ত্তুং ধনুষী ধারয়সি তৎ কথয়) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—(আগ্নীধ্র কহিলেন),—হে মুনিবর্য্য, তুমি কে ? এই পর্ব্বতে তুমি কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? তুমি কি ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও উপাস্য পরদেব ভগবানের মায়া ? (ভ্রূদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) হে সখে, তুমি কি তোমার ঐ নির্গুণ শরাসন দুইটি আপনার জন্যই ধারণ করিয়াছ ? অথবা কামাতুর মৃগতুল্য মাদৃশ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষদিগকে বশীভূত করিবার উদ্দেশ্যেই ধারণ করিয়াছ ? ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—কা ত্বমিত্যুক্ত্বা সসম্ভ্রমমতিবাল্যমারভ্যৈব তপস্যতো মম স্ত্রীপুংবিশেষজ্ঞানং নাস্তীতি দ্যোতয়ন্নাহ—হে মুনিবর্য্যেতি। অহমিব ত্বমপি তপোঽর্থমেবাত্র তিষ্ঠসি কিমতি ভাবঃ। কিঞ্চ ত্বং মুনিবর্য্যো ভূত্বা মুনিং মাং যন্মোহয়স্যত্র কিং কারণমিতি ক্ষণং বিভাব্য, আং জ্ঞাতমিত্যাহ—মায়াসীতি। ভগবানেব পরদেবতা তস্যাঃ মায়ৈব ত্বং মুনিবর্য্যরূপেণাত্র বর্ত্তসে ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ ভ্রূবাবালক্ষ্যাহ—বিজ্যে নির্গুণে ধনুষী বিভর্ষি। হে সুহৃৎ, সখে, কিমাত্মনোঽর্থে স্বস্য কৃতে। তবৈতাভ্যাং কি কার্য্যমস্তি ? কিং বা মৃগানস্মাদাদীনিতি গূঢ়োঽর্থঃ ॥ ৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কা ত্বম্'—কোন্ রমণী তুমি ? ইহা বলিয়াই সসম্ভ্রমে অতি বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া তপস্যারত আমার স্ত্রী-পুরুষ-বিশেষ জ্ঞান নাই, ইহা দ্যোতিত করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—হে মুনিবর্য্য ! (মুনিবর !) ইত্যাদি। আমার মত তুমিও তপস্যা করিবার জন্য এখানে অবস্থান

করিতেছ কি ?—এই ভাবার্থ। আরও, তুমি মুনি-শ্রেষ্ঠ হইয়া মুনি আমাকে যে মুগ্ধ করিতেছ—এই বিষয়ে কি কারণ থাকিতে পারে ? এইরূপ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, ওহে, বুঝিতে পারিয়াছি—ইহা বলিতে-ছেন—'মায়াসি' ইত্যাদি। ভগবান্ পরদেবতা, তাঁহার মায়াই তুমি মুনিবর্য্যরূপে এখানে অবস্থান করিতেছ —এই ভাব। আবার ভ্রূযুগল লক্ষ্য করিয়া বলিতে-ছেন—'বিজ্যে ধনুষী'—জ্যা-বিহীন এই দুইটি ধনুঃ, হে সখে! তুমি নিজের কোন্ কার্য্য সাধনের জন্য ধারণ করিয়াছ ? এই দুইটীর দ্বারা তোমার কি কার্য্য আছে ? 'কিংবা মৃগান্' ? অথবা এই বন-মধ্যে আমাদের ন্যায় অজিতেন্দ্রিয় মৃগতুল্য ব্যক্তি-গণের অনুসন্ধান করিতেছ ?—ইহা গূঢ়ার্থ ॥ ৭ ॥

———

বাণাবিমৌ ভগবতঃ শতপত্রপত্রৌ
শান্তাবপুঙ্খরুচিরাবতিতিগ্মদন্তৌ।
কস্মৈ যুযুঙ্ক্ষসি বনে বিচরন্ ন বিদ্মঃ
ক্ষেমায় নো জড়ধিয়াং তব বিক্রমোঽস্তু ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ– (কটাক্ষাবালক্ষ্যাহ) ভগবতঃ (অতি-প্রভাববতঃ তব) শতপত্রপত্রৌ (শতপত্রে নেত্ররূপেণ সংস্থিতে কমলে তে এব পত্রাণি পিচ্ছানি যয়োঃ তৌ) শান্তৌ (স্নিগ্ধৌ বিভ্রমেণ মন্থরৌ) অপুঙ্খরুচিরৌ (পুঙ্খা-ভ্যাং দীর্ঘশলাকারূপাভ্যাং বিনাপি রুচিরৌ সুন্দরৌ) অতিতিগ্মদন্তৌ (অতিতিগ্মৌ তীক্ষ্ণৌ দন্তৌ অগ্রভাগৌ যয়োঃ তৌ) ইমৌ বাণৌ (কটাক্ষরূপৌ বাণৌ) বনে বিচরন্ (পরিভ্রমন্) কস্মৈ পুংসে যুযুঙ্ক্ষসি (প্রয়োক্তুম্ ইচ্ছসি ইতি) ন বিদ্মঃ (নৈব জানীমঃ অতঃ) তব বিক্রমঃ (পরাক্রমঃ পরিভ্রমণং বা) জড়ধিয়াং (মন্দ-বুদ্ধীনাং) নঃ (অস্মাকং) ক্ষেমায় (মঙ্গলায়) অস্তু (ভবতু—এষা এব মে প্রার্থনা) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—(কটাক্ষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) তোমার নেত্রদুইটী শতদলপদ্ম এবং পক্ষ্মযুগল ঐ পদ্মের পত্র-সদৃশ, ঐ দুইটীই বিভ্রম-(শৃঙ্গারভাব)-বশতঃ মন্থর (অলস) হইয়াছে। আবার তোমার নেত্রযুগলে যে কটাক্ষরূপ বাণ, তাহা পুঙ্খ (বাণের পরভাগস্থ দীর্ঘ-শলাকা)-রহিত হইয়াও অতিশয় শোভাযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু উহার অগ্রভাগ অতিশয় তীক্ষ্ণ দেখিতেছি; জানিনা ; এই বনে বিচরণ করিতে করিতে ঐ বাণ কাহার প্রতি নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিতেছ ; যাহা হউক, মন্দবুদ্ধি আমরা এইমাত্র প্রার্থনা করি, যেন তোমার ঐ বিক্রম আমাদের মঙ্গলের নিমিত্তই হয় ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—কটাক্ষাবালক্ষ্যাহ—বাণৌ শতপত্রে নেত্রকমলে এব পত্রে যয়োস্তৌ শান্তৌ বিভ্রমেণ মন্থরৌ পুঙ্খাভ্যাং বিনাপি রুচিরৌ অতিতিগ্মৌ তীক্ষ্ণৌ দন্তা-বগ্রভাগৌ যয়োস্তৌ, ক্ষেমায়েতি যদ্যস্মান্ প্রতিযোক্ষ্যসে তর্হ্যনয়োর্জ্বালয়া নৈব জীবিষ্যাম ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কটাক্ষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—'বাণৌ', তোমার এই দুইটি কটাক্ষ দুইটি বাণস্বরূপ, 'শতপত্র-পত্রৌ'—দুইটি নয়নকমল যেন ইহার দুইটি পত্র, দুইটিই বিভ্রমে মন্থর অথচ পুঙ্খদ্বয় বিনাই অতিশয় রুচির দৃষ্ট হইতেছে, আর দুইটির অগ্রভাগ অতিশয় তীক্ষ্ণ। 'ক্ষেমায় নঃ'—ইহা যেন আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হয়, যদি উহা আমাদের প্রতি প্রয়োগ কর, তাহা হইলে উহার জ্বালায় আমরা কখনই বাঁচিব না—এই ভাব ॥ ৮ ॥

———

শিষ্যা ইমে ভগবতঃ পরিতঃ পঠন্তি
গায়ন্তি সাম সরহস্যমজস্রমীশম্।
যুষ্মচ্ছিখাবিলুলিতাঃ সুমনোঽভিবৃষ্টীঃ
সর্ব্বে ভজন্ত্যৃষিগণা ইব বেদশাখাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(তদঙ্গপরিমললোভেনানুগচ্ছতঃ ভ্রম-রান্ আলক্ষ্য আহ)—ঈশ, (হে প্রভো), ভগবতঃ (মহিমশালিনঃ তব) ইমে শিষ্যাঃ পরিতঃ (সমন্ততঃ) অজস্রং (সন্ততং) সরহস্যং (সাঙ্গং) সাম (সামবেদং) গায়ন্তি পঠন্তি (ন কিম্ ?) ঋষিগণাঃ (ঋষয়ঃ) বেদ-শাখাঃ ইব (বেদমার্গাণি যথা আশ্রয়ন্তি তদ্বৎ) সর্ব্বে (শিষ্যাঃ) যুষ্মচ্ছিখাবিলুলিতাঃ (যুষ্মৎশিখাতঃ বিলু-লিতাঃ বিগলিতাঃ) সুমনোঽভিবৃষ্টীঃ (সুমনসাম্ অভিতঃ সর্ব্বতঃ বৃষ্টীঃ পুষ্পবৃষ্টীঃ গলিতানি কুসু-মানি) ভজন্তি (গৃহ্নন্তি আশ্রয়ন্তি ন কিম্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—(সেই অপ্সরার গাত্র-পরিমলে লুব্ধ কতিপয় ভ্রমরকে তদনুগমন করিতে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন),—হে প্রভো, মহামহিম আপনার এই

শিষ্যসকল আপনার চারিদিকে বেষ্টিত হইয়া বেদাঙ্গের সহিত সামবেদ গান করিতেছে নাকি ? ঋষিগণ যেরূপ বেদের শাখা ভজনা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আপনার শিষ্যগণও আপনার শিখাবিগলিত পুষ্পবৃষ্টি সেবন করিতেছেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যাঃ সৌরভ্যলোভেনানুগচ্ছতো ভ্রমরানালক্ষ্যাহ—শিষ্যা ভ্রমরাঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই অপ্সরার অঙ্গসৌরভের লোভে অনুগমনকারী ভ্রমরগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—'শিষ্যাঃ'—ভ্রমরগণই শিষ্য-সদৃশ ॥৯॥

———

বাচং পরং চরণপঞ্জরতিত্তিরীণাং
ব্রহ্মন্নরূপমুখরাং শৃণবাম তুভ্যম্ ।
লব্ধা কদম্বরুচিরঙ্কবিটঙ্কবিম্বে
যস্যামলাতপরিধিঃ ক্ব চ বল্কলং তে ॥১০॥

অন্বয়ঃ—(নূপুরস্বনমাকর্ণ্যাহ)—ব্রহ্মন্, (হে ব্রহ্মচারিন্) তুভ্যং (তব) চরণপঞ্জরতিত্তিরীণাং (চরণগতপঞ্জরয়োঃ নূপুরয়োঃ তিত্তিরীণাং তিত্তিরিপক্ষিণো বর্ত্তমানা অনুমীয়ন্তে যতঃ তাসাং) অরূপমুখরাম্ (অরূপা অদৃষ্টবক্তৃকা মুখরা অতিপ্রকটা চ তাং তথাভূতাং) বাচং (বাক্যং) পরং (কেবলং) শৃণুবাম (শৃণুমঃ) । (পীতং পরিধানবস্ত্রং নিতম্বকান্তিত্বেন প্রকল্প্য আহ—হে) অঙ্কবিটঙ্কবিম্বে ! (সুন্দরনিতম্বমণ্ডলে, ত্বয়া) কদম্বরুচিঃ (কদম্বকুসুমস্য রুচিঃ কান্তিঃ পীতকান্তিঃ ক্ব (কুত্র) লব্ধা প্রাপ্তা ? মেখলামালোক্য আহ—যস্যাং (কদম্বরুচ্যাং পীতকান্ত্যাম্) অলাতপরিধিঃ (অলাতসাঙ্গারকাষ্ঠং তদ্ভ্রমণনিমিত্তেন বলয়াকাররেখাকৃতিমাপন্নঃ যঃ অগ্নিপরিধিঃ সঃ চ বর্ত্ততে (বস্ত্রং নিতম্বকান্তিত্বেন প্রকল্প্য বস্ত্রমদৃষ্টেব পৃচ্ছতি—) তে (তব) বল্কলং (পরিধান-বস্ত্রং) ক্ব চ (কুত্র বর্ত্ততে ?) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—(নূপুরধ্বনি শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন),—হে ব্রহ্মন্, (অর্থাৎ তপযোগাদি বলে বলীয়ান্) তোমার চরণস্থ নূপুরদ্বয়ের অভ্যন্তরে তিতিরপক্ষী আছে বলিয়া বোধ হইতেছে। আমরা যদিও তাহাকে দর্শন করি নাই, তথাপি তাহার বাক্য আমাদের শ্রুতিগোচর হইয়াছে। (সেই অপ্সরার পরিধানে সূক্ষ্ম পীতবসন, তাহা কটিদেশে সংলগ্ন হইয়া যে লাবণ্য হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন),—হে সুন্দর-নিতম্বমণ্ডলে, তোমার কটিদেশ শ্যামবর্ণ হইয়াও কদম্বকুসুমের ন্যায় পীতবর্ণবিশিষ্ট কিরূপে হইল ? (মেখলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) ঐ যাহাতে অলাতচক্রের ন্যায় বলয়াকৃতি রেখা রহিয়াছে, উহা কি ? (পরিধেয় বসনকে নিতম্ব-কান্তিরূপে কল্পনা করিয়া যেন তাহার বস্ত্র না দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছে),—তোমার বল্কল (পরিধেয় বস্ত্র) কোথায় ? ১০ ॥

বিশ্বনাথ—নূপুরস্বনমাস্বাদ্যাহ—বাচমিতি । তুভ্যং ত্বামানন্দয়িতুং তব চরণস্থয়োঃ পঞ্জরয়োরন্তর্গতাস্তিত্তিরিপক্ষিণো বর্ত্তমানা অনুমীয়ন্তে যস্মাদরূপামদৃষ্টবক্তৃকাং মুখরাং পারস্পরিক-কলহময়ীং বাচং শৃণুবামহে । ব্রহ্মন্নিতি তব তপোযোগবলবিলসিতমেবৈতদিতি ভাবঃ । পরিধানীয়াতিসূক্ষ্ম-পীতবস্ত্রস্য নিতম্বলগ্নত্বেন লাবণ্যমাস্বাদ্যাহ—অঙ্কবিটঙ্কবিম্বে নিতম্বস্য সুন্দরমণ্ডলে । কদম্বরুচিঃ পীতকান্তির্লব্ধা, শ্যামস্যাপি তব নিতম্বঃ পীত ইত্যাশ্চর্য্যম্ । অঙ্গনিতম্ববিম্বে ইতি পাঠে অঙ্গেতি সম্বোধনম্ । রত্নমেখলাং নির্ব্বর্ণ্যাহ—যস্যাং পীতকান্তৌ অলাতপরিধির্জ্জ্বলদঙ্গারমণ্ডলং অহো তে তপস্তীব্রতেতি ভাবঃ । ক্ব চ বল্কলন্তে ইতি কিং স্বাশ্রম এব বল্কলং ভ্রমাদেবাপহায় মন্নিকটং নগ্ন এবায়াতোঽসীতি ভাবঃ । ভঙ্গ্যা সুরতপ্রার্থনা চ দ্যোতিতা ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নূপুরের শব্দ শুনিয়া বলিতেছেন—'বাচং' ইত্যাদি । 'তুভ্যং'—তোমাকে আনন্দিত করিবার নিমিত্ত তোমার চরণস্থিত (নূপুর-রূপ) পিঞ্জরদ্বয়ের অন্তর্গত তিত্তির পক্ষিগণ বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে, যেহেতু 'অরূপ-মুখরাং'—অদৃষ্টবক্তৃক (বক্তা দৃষ্ট হইতেছে না, অথচ তাহাদের) পারস্পরিক কলহময় বাক্য শ্রবণ করিতেছি । 'ব্রহ্মন্'—হে ব্রহ্মন্ ! ইহা তোমার তপস্যার যোগবলবিলসিতই—এই ভাব । পরিধানের অতিসূক্ষ্ম পীতবস্ত্রকে নিতম্বভাগের উজ্জ্বল কান্তি (লাবণ্য) মনে করিয়া বলিতেছেন—'অঙ্ক-বিটঙ্কবিম্বে' ইত্যাদি, নিতম্বের সুন্দরমণ্ডলে 'কদম্বরুচিঃ'—কদম্বকুসুমের পীতকান্তি কোথায় লাভ করিলে ? শ্যামরূপ তোমার

নিতম্ব পীতবর্ণ—ইহা আশ্চর্য্য। 'অঙ্গ-নিতম্ববিম্বে' —এই পাঠান্তরে, হে অঙ্গ! (প্রিয়!)—এই সম্বোধন। নিতম্ব-বেষ্টনকারী রত্নমেখলা দেখিয়া বলিতেছেন—যে পীতকান্তিতে 'অলাতপরিধিঃ'—জ্বলন্ত অঙ্গারের মণ্ডল (অর্থাৎ কদম্বপুষ্পের বিস্তৃত কান্তির চারিদিকে অলাতচক্রের ন্যায় বলয়াকৃতি জ্বলন্ত অঙ্গারের অগ্নিরেখা দেখা যাইতেছে)। অহো! তোমার তীব্র তপস্বীব্রত—এই ভাব। 'ক্ব চ বল্কলং তে'—তোমার বল্কল কোথায়? নিজের আশ্রমেই ভ্রমবশতঃই উহা রাখিয়া আমার নিকট নগ্ন হইয়াই আসিয়াছ—এই ভাব। ভঙ্গিক্রমে সুরত-প্রার্থনাও দ্যোতিত হইল ॥ ১০ ॥

কিং সংভৃতং রুচিরয়োর্দ্বিজ শৃঙ্গয়োস্তে
মধ্যে কৃশো বহসি যত্র দৃশিঃ শ্রিতা মে।
পঙ্কোঽরুণঃ সুরভিরাত্মবিষাণ ঈদৃগ্-
যেনাশ্রমং সুভগ মে সুরভীকরোষি ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—স্তনৌ আলক্ষ্য আহ—(হে) দ্বিজ, (হে ব্রহ্মন্), তে (তব) রুচিরয়োঃ (অতিসুন্দরয়োঃ) শৃঙ্গয়োঃ (শৃঙ্গবদুন্নতয়োঃ স্তনয়োঃ মধ্যে) কিং সংভৃতং (কিং পূর্ণম্ অস্তি? মন্যে মনোহরং কিঞ্চিদস্তি যতঃ) মধ্যে (মধ্যকায়ে) কৃশঃ (অপি ত্বং) বহসি (কৃচ্ছ্রেণ স্তনদ্বয়ং ধারয়সি) যত্র (চ স্তনদ্বয়ে) মে (মম) দৃশিঃ (দৃষ্টিঃ) শ্রিতা (সংলগ্না অস্তি)। (স্তনগতকুঙ্কুমমালক্ষ্য আহ—) আত্মবিষাণে (আত্মনঃ তব বিষাণে শৃঙ্গবদুন্নতে স্তনদ্বয়ে) ঈদৃক্ (গুণসম্পন্নঃ) সুরভিঃ (সুগন্ধঃ) অরুণঃ পঙ্কঃ (কুঙ্কুমাদ্যঙ্গরাগশ্চ কুতঃ প্রাপ্তঃ?) হে সুভগ, (ভাগ্যশালিন্,) যেন (পঙ্করাগেণ) মে (মম) আশ্রমং (তপোবনং) সুরভীকরোষি (সুগন্ধযুক্তং করোষি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—(স্তনদ্বয় লক্ষ্য করিয়া) হে দ্বিজ, শৃঙ্গের ন্যায় উন্নত অতীব মনোহর তোমার ঐ স্তনদুইটীর মধ্যে কি রহিয়াছে? তোমার মধ্যদেশ কৃশ, তথাপি তুমি ঐ দুইটীকে অতিকষ্টে ধারণ করিতেছ, আমার দৃষ্টি ঐ দুইটীতেই সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। (স্তনগত-কুঙ্কুমকে লক্ষ্য করিয়া) তোমার শৃঙ্গের ন্যায় উন্নত স্তনযুগলে যে অরুণ বর্ণ সুগন্ধ পঙ্ক অর্থাৎ কুঙ্কুমাদি অঙ্গরাগ দেখিতেছি, তাহা কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলে? হে সুভগ! তুমি ঐ উক্তপ্রকার অঙ্গরাগের সুরভি দ্বারা আমার এই আশ্রম আমোদিত করিয়াছ ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—স্তনাবালক্ষ্যাহ—হে দ্বিজ, শৃঙ্গয়োঃ কিং সংভৃতং কিমদ্ভুতং বহুমূল্যরত্নং বস্তু ধৃতং বর্ত্ততে। যন্মদ্দৃষ্টিপাতসময় এব মুহুরাচ্ছাদয়সীতি ভাবঃ। ব্রাহ্মণো ভূত্বাপি শৃঙ্গদ্বয়ং ধৎসে তত্রাপি বক্ষসি তত্রাপি মনোহরমেব বস্তু ধৎসে যতো মধ্যে কৃশোঽপি কৃচ্ছ্রেণাপি বহসি যত্র দৃশির্মদ্দৃষ্টিঃ শ্রিতা লগ্নেতি মদ্দৃষ্টিরেবাত্র প্রমাণমিতি ভাবঃ। তেনাচ্ছাদনমুদ্ঘাট্য স্বয়মেব দর্শয়িত্বা মৎসন্দেহমপাকুরু কিম্বা আজ্ঞাপয়সি চেৎ সৌহার্দ্দেনাহমেবোদ্ঘাটয়ামি, তপস্বিনো মম বস্তুনি প্রয়োজনং নাস্তি কেবলং দর্শন এবেতি ভাবঃ। স্তনস্য শৃঙ্গত্বং তুঙ্গত্বাতিশয়বিবক্ষয়া জ্ঞেয়ম্। স্তনগতং কুঙ্কুমমালক্ষ্যাহ—আত্মনঃ স্বস্য বিষাণে শৃঙ্গে ঈদৃক্ পঙ্কো ধৃতঃ কস্য সরোবরস্য সুরভিররুণশ্চ পঙ্কস্তমহমপি বক্ষসি ধিৎসামীতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্তনদ্বয় লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—'হে দ্বিজ! 'শৃঙ্গয়োঃ তে কিং সংভৃতং'—তোমার শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যে কি অদ্ভুত মহামূল্য রত্ন ধারণ করিয়া রাখিয়াছ, যাহা আমার দৃষ্টিপাত-সময়ে বার বার আচ্ছাদন করিতেছ—এই ভাব। ব্রাহ্মণ হইয়াও শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করিতেছ, তাহাতে আবার বক্ষঃস্থলে, তাহাতে মনোহরই বস্তু ধারণ করিয়াছ, যেহেতু তুমি ক্ষীণ-কটি হইয়াও অতি কষ্টে উহা বহন করিতেছ, 'যত্র দৃশিঃ শ্রিতা'—যেখানে আমার দৃষ্টি সংলগ্ন হইয়াছে, আমার দৃষ্টিই এই বিষয়ে প্রমাণ—এই ভাবার্থ। তাহা হইলে আচ্ছাদন উদ্ঘাটন করিয়া নিজেই দেখাইয়া আমার সন্দেহ দূর কর, কিম্বা যদি আজ্ঞা কর, সৌহার্দ্দ-বশতঃ আমিই উদ্ঘাটন করিতেছি (আচ্ছাদন সরাইয়া দিতেছি), আমি তপস্বী, আমার কোন বস্তুতে প্রয়োজন নাই, কেবল দর্শনেই —এই ভাব। এখানে স্তনদেশের শৃঙ্গত্ব উচ্চতাতিশয় বিবক্ষায় বুঝিতে হইবে। স্তনের উপরিভাগে কুঙ্কুম-লেপ দেখিয়া বলিতেছেন—'আত্মবিষাণে'—তোমার শৃঙ্গদ্বয়ে এই প্রকার পঙ্ক (কর্দ্দম) ধারণ

করিয়াছ, উহা কোন্ সরোবরের সুরভি ও অরুণবর্ণ পঙ্ক, তাহা আমিও বক্ষে ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি—এই ভাব ॥ ১১ ॥

লোকং প্রদর্শয় সুহৃত্তম তাবকং মে
যত্রত্য ইত্থমুরসাবয়বাবপূর্ব্বৌ ।
অস্মদ্বিধস্য মনউন্নয়নৌ বিভর্ত্তি
বহ্বদ্ভুতং সরসরাসসুধাদি বক্ত্রে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সুহৃত্তম, (বন্ধো,) মে (মহ্যং) তাবকং লোকং (তৎসম্বন্ধিনং স্থানং) প্রদর্শয় (দর্শনং কারয়) যত্রত্যঃ (যস্মিন্ জাতঃ জনঃ) ইত্থম্ উরসা (বক্ষসা) অস্মদ্‌বিধস্য (মাদৃশস্য জনস্য) মনউন্নয়নৌ (মনসঃ ক্ষোভকৌ) অপূর্ব্বৌ (নূতনৌ) অবয়বৌ (স্তনলক্ষণৌ) বিভর্ত্তি (ধারয়তি) বক্ত্রে (মুখে চ) সরসরাসসুধাদি বহ্বদ্ভুতং (রসেন সহ বর্ত্তমানঃ সরসঃ মধুরালাপঃ রাসঃ বিলাসঃ তাভ্যাং সহিতা সুধা অধরামৃতম্ আদিশব্দাৎ স্মিতাদিসংগ্রহঃ বহু অদ্ভুতং ভাবং) বিভর্ত্তি (ধারয়তি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে সুহৃত্তম, তোমার বাসস্থান একবার আমাকে দর্শন করাও। সেখানকার জনসমূহ বক্ষঃস্থলের দ্বারা এমনও অপূর্ব্ব অবয়ব ধারণ করে যে, তদ্দৃষ্টে মাদৃশ জনের মন ও নয়ন উভয়ই ক্ষুব্ধ হয় ; আবার তাহাদের মুখেও মধুর আলাপ ও মন্দহাস্যাদি বিলাস সহ কতই না অদ্ভুত অধরামৃত আছে ! ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অস্মদ্দেশে মনুষ্যোঽপি বক্ষসি শৃঙ্গদ্বয়ং ধত্ত ইতি চেত্তত্রৈব গত্বা তপশ্চরীষ্যামীত্যাহ—লোকমিতি। হে সুহৃত্তমেতি সৌহার্দেনৈবেতি ভাবঃ। নন্বেতে শৃঙ্গে ন ভবত ইত্যত আহ—যত্রত্যো জন ইত্থমুরসা বক্ষসা মনস উন্নয়নৌ ক্ষোভকৌ। উন্নয়নৈরিতি পাঠে উৎকর্ষেণ গ্রহণৈঃ। বক্ত্রে চ বহ্বদ্ভুতং বিভর্ত্তি। কিন্তদাহ—সরসো মধুরালাপঃ রাসো বিলাসঃ তাভ্যাং সহিতা সুধা অধরামৃতং আদিশব্দাদামোদ-মকরন্দাদিকং স্মিতনর্ম্মাদি ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বল—আমাদের দেশে পুরুষও বক্ষঃস্থলে শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করে, তাহা হইলে সেখানে যাইয়াই তপস্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছি, ইহা বলিতেছেন—'লোকম্' ইত্যাদি, তোমার সেই বাসস্থানটি আমাকে অবলোকন করাও। হে সুহৃত্তম ! ইহা সৌহার্দ্দবশতঃই বলিতেছি—এই ভাব। যদি বল—দেখ, এই দুইটি শৃঙ্গ নহে, তাহাতে বলিতেছেন —'যত্রত্যঃ'—যেখানকার অধিবাসী লোক এইপ্রকার বক্ষঃস্থলে মনের ক্ষোভজনক দুইটি অপূর্ব্ব অবয়ব ধারণ করে। 'মন উন্নয়নৌ'—এই স্থলে উন্নয়নৈঃ এইরূপ পাঠে উৎকর্ষে গ্রহণ করে, এই অর্থ। মুখেও বহু অদ্ভুত বস্তু ধারণ করে। কি তাহা ? তাহাতে বলিতেছেন—'সরস-রাস-সুধাদি', মুখে মধুর আলাপ এবং 'রাস' বলিতে বিলাস, তাহাদের সহিত যুক্ত সুধা (অধরামৃত) প্রভৃতি। আদি-শব্দে আমোদ, মকরন্দ, স্মিত, নর্ম্মাদি বুঝিতে হইবে ॥ ১২ ॥

কা বাত্মবৃত্তিরদনাদ্ধবিরঙ্গ বাতি
বিষ্ণোঃ কলাস্যনিমিষোন্মকরৌ চ কর্ণৌ ।
উদ্বিগ্নমীনযুগলং দ্বিজপঙ্‌ক্তিশোচি-
রাসন্নভৃঙ্গনিকরং সর ইন্মুখং তে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অঙ্গ, (সখে,) কা বা আত্মবৃত্তিঃ (ভবতঃ আত্মনঃ দেহস্য বৃত্তিঃ আহারঃ দেহযাত্রা কিম্ ?) (তাম্বূলগন্ধমনুভূতং ব্যঞ্জয়ন্নাহ—) অদনাৎ (চর্ব্বণাৎ) হবিঃ (যজ্ঞীয়দ্রব্যমিব পরমপবিত্রং কিমপি) বাতি (তৎসম্বন্ধিগন্ধঃ প্রসরতীত্যর্থঃ) বহিরঙ্গ ভাতি ইতি পাঠে (হে অঙ্গ ভোজনাদ্ বহির্ভূতৈব বৃত্তির্ভাতীত্যর্থঃ) (অতঃ ত্বং) বিষ্ণোঃ কলা (বিষ্ণোঃ অংশভূতা) অসি (ভবসি। বিষ্ণোর্যজ্ঞভোক্তৃত্বাদিতি জ্ঞেয়ং) তে (তব) মুখং (মুখমণ্ডলং) সরঃ ইৎ (সরোবরবৎ) (ভাতি শোভতে যতঃ তব) কর্ণৌ অনিমিষোন্মকরৌ (অনিমিষৌ রত্ননেত্রত্বেন নিমেষশূন্যৌ উল্লসন্তৌ মকরৌ মকরমৎস্যলক্ষণৌ তদাকারৌ কুণ্ডলাখ্যাকল্পৌ যয়োঃ তৌ তথাভূতৌ ভবতঃ) ; (নেত্রমালক্ষ্য আহ—) উদ্বিগ্নমীনযুগলম্ (উদ্বিগ্নং চঞ্চলং মীনযুগলমিব নেত্রদ্বয়ং যস্মিন্ তৎ তথাভূতং) ; (দন্তান্ আলক্ষ্য আহ—) দ্বিজপঙ্‌ক্তিশোচিঃ (দ্বিজাঃ দন্তাঃ তেষাং পঙ্‌ক্তয়ঃ শ্রেণ্যঃ রাজহংসাঃ ইব তৈঃ শোচিঃ শোভা যস্মিন্ তৎ) ; (কেশান্ আলক্ষ্য আহ—) আসন্নভৃঙ্গনিকরম্ (আসন্নঃ ভৃঙ্গনিকরঃ ভ্রমরসমূহঃ ইব

কেশস্তোমঃ পরিমললুব্ধভৃঙ্গস্তোমঃ বা যস্মিন্ তাদৃশ-মিব পুরুতঃ মে অবভাতি ইত্যর্থঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে সখে, তুমি কি আহার করিয়া জীবন ধারণ কর ? তাম্বুলাদিচর্ব্বণ জনিত তোমার মুখ হইতে যে সুগন্ধ বিনির্গত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, তুমি যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় কোন পবিত্র দ্রব্যই ভোজন করিয়া থাক ; যেহেতু, তুমি বিষ্ণুর কলা (যজ্ঞাদির একমাত্র ভোক্তা বিষ্ণু যজ্ঞীয় নৈবেদ্য ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্য ভোজন করেন না ; তুমি তাহারই অবশেষ গ্রহণ করিয়া থাক)। তোমার মুখমণ্ডল সরোবরের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে। তোমার কর্ণযুগলে যে দুইটী রত্নখচিত মকরাকৃতি কুণ্ডল বিরাজিত, তাহা রত্ননেত্রত্বহেতু নির্নিমেষ-নেত্র মকর-দ্বয়ের ন্যায়। তোমার নেত্রযুগল মীনের ন্যায় চঞ্চল। সুতরাং তোমার মুখ-সরোবরে যেন দুইটী অনিমেষ মকর ও চঞ্চল মীন বিহার করিতেছে। তথায় তোমার দন্তপঙ্ক্তি রাজহংসের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে এবং কেশকলাপ পরিমল-লুব্ধ অলিকুলের ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—কা বা তব লোকে আত্মনো দেহস্য বৃত্তির্জীবিকা। তাম্বূলগন্ধমনুভূতং ব্যঞ্জয়ন্নাহ—হবি-রিতি। অদনাৎ ভক্ষণাদ্ধেতোঃ হবিরিতি তৎসম্বন্ধী গন্ধো বাতি আগচ্ছতি, দেশান্তরে লোকা হবির্ভোজিনঃ শ্রূয়ন্তে তস্মাদেষ হবিষ এব গন্ধোঽনুমীয়ত ইতি তাম্বূলহবিষোঃ স্বাপরিচিতত্বং ব্যঞ্জিতম্। অদনাদ্বহিরঙ্গ ভাতীতি পাঠে ভোজনাদ্বহির্ভূতৈব বৃত্তির্ভাতীত্যর্থঃ, যতস্ত্বং বিষ্ণোঃ কলাসি ; বিষ্ণুশ্চ নাশ্নাতি। "অনশ্নন্-ন্যোঽভিচাকশীতি" শ্রুতেঃ। অত্র লিঙ্গং বিষ্ণোরিবানি-মিষোন্মকরৌ রত্ননেত্রত্বেন নিমেষশূন্যৌ উৎকৃষ্টমকরৌ কুণ্ডলাকারৌ যয়োস্তৌ। কিঞ্চ তব মুখং সর ইৎ সর ইব, উদ্বিগ্নমীনযুগলমিব নেত্রদ্বয়ং যত্র তৎ। দ্বিজা হংসা দন্তাশ্চ তেষাং পঙ্ক্ত্যা শোচিঃ শোভা যস্মিংস্তৎ। আসন্নো ভৃঙ্গনিকর ইবালকসমূহো যস্মিংস্তৎ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার বাসস্থানে 'কা বা আত্মবৃত্তিঃ'—আত্মা বলিতে দেহ, দেহধারণের উপ-যোগী আহার কি ? তাম্বূলের গন্ধ অনুভব করিয়া হবির (ঘৃতের) গন্ধ বলিয়া ব্যক্ত করিতেছেন—'হবিঃ' ইত্যাদি। 'অদনাৎ'—ভক্ষণ করার জন্য ঘৃত-সম্বন্ধি গন্ধ বহিতেছে, অন্য দেশে লোকে ঘৃতভোজী হয় —এইরূপ শোনা যায়, অতএব ইহা ঘৃতেরই গন্ধ অনুমান করিতেছি—ইহার দ্বারা তাম্বূল ও ঘৃতের বিষয়ে নিজের অপরিচিতত্ব ব্যঞ্জিত হইল। 'অদনাদ্ বহিরঙ্গ ভাতি'—এইরূপ পাঠান্তরে ভোজন ব্যতীতই তোমার জীবিকা বলিয়া মনে হইতেছে—এই অর্থ। যেহেতু তুমি বিষ্ণুর কলা (অংশ), এবং বিষ্ণুও কিছুই ভোজন করেন না। শ্রুতিতে উক্ত আছে—"অনশ্নন্ অন্যঃ অভিচাকশীতি" (শ্বেতাশ্বতর—৪।৬), অর্থাৎ সেই দুইটি পক্ষীর মধ্যে অপর জন পরমাত্মা, দেহ-রূপ বৃক্ষের সুখ-দুঃখ ফল কিছুই ভোজন না করিয়াও স্বরূপভূত আনন্দে সমস্ত কিছুই ঈক্ষণ করেন, ইত্যাদি। এই বিষয়ে চিহ্ন—'অনিমিষৌ উন্মকরৌ চ কর্ণৌ', বিষ্ণুর ন্যায় তোমার কর্ণযুগলে স্থিরদৃষ্টি মকরের আকৃতিযুক্ত কুণ্ডল দুইটি শোভা পাইতেছে। আর তোমার মুখমণ্ডল 'সর ইৎ'—সরোবর-সদৃশ, তন্মধ্যে চঞ্চল মৎস্যযুগলের ন্যায় নেত্রযুগল এবং 'দ্বিজ-পঙ্ক্তি-শোচিঃ'—দ্বিজ বলিতে হংস ও দন্ত-সমূহ, তাহাদের পঙ্ক্তি, অর্থাৎ দন্ত-রাজি হংস-শ্রেণীর ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে। 'আসন্ন-ভৃঙ্গ-নিকরং'—তাহার নিকটেই সৌরভ-লুব্ধ ভ্রমর-সমূহের ন্যায় কেশরাশি লক্ষিত হইতেছে ॥ ১৩ ॥

তথ্য—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥
(শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিঃ ৪।৬) ॥ ১৩ ॥

যোঽসৌ ত্বয়া করসরোজহতঃ পতঙ্গো
দিক্ষু ভ্রমন্ ভ্রমত এজয়তেঽক্ষিণী মে।
মুক্তং ন তে স্মরসি বক্রজটাবরূথং
কষ্টোঽনিলো হরতি লম্পট এষ নীবীম্ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—যঃ অসৌ ত্বয়া করসরোজহতঃ (কর-পদ্মেন চালিতঃ) পতঙ্গঃ (কন্দুকঃ) (সঃ) দিক্ষু ভ্রমন্ (সন্) ভ্রমতঃ (ভ্রমচিত্তস্য) মে অক্ষিণী এজ-য়তে (চঞ্চলতাং নয়তি) তে (তব) বক্রজটাবরূথং (বক্রঃ কুটিলঃ জটানাং বরূথঃ সমূহঃ তং বক্রকেশ-সমূহং) মুক্তং (মুক্তবন্ধনং) ন স্মরসি (ন সম্ভা-

বয়সি ন বধ্নাসি কিং ?) কণ্টঃ (কিং কণ্টঃ ?) লম্পটঃ (লালসঃ ত্বয্যাসক্তঃ) এষঃ (ধূর্ত্তঃ) অনিলঃ (বায়ুঃ) (তব) নীবীং (বস্ত্রগ্রন্থিং) হরতি (এতচ্চ কিং ন স্মরসি ?) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—তুমি কর-কমলের দ্বারা যে কন্দুকটীকে চালিত করিয়াছ, তাহা চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে ভ্রান্তচিত্ত আমার নয়নযুগলকে চঞ্চল করিয়াছে। তোমার কুটিল কেশদাম যে আলুলায়িত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা কি তুমি পুনরায় বন্ধন করিবে না ? এই ধূর্ত্ত পবন তোমাতে আসক্ত হইয়া তোমার কটিবন্ধন হরণ করিতেছে, তাহাও কি তোমার স্মরণ হইতেছে না ? ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—কন্দুকক্রীড়ামালক্ষ্যাহ—পতঙ্গঃ কন্দুকঃ ভ্রমতঃ ভ্রমচ্চিত্তস্য মে অক্ষিণী এজয়তে চঞ্চলীকরোতি। বক্রং জটাবরূথং কেশসমূহং মুক্তং মুক্তবন্ধনং ন স্মরসি। কণ্টো ধূর্ত্তঃ, নীবীং হরতি এতচ্চ ন স্মরসি কিং এতাবাংস্তব কন্দুকক্রীড়ায়ামাবেশ ইতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কন্দুকক্রীড়া লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—'পতঙ্গঃ'—তোমার করকমলের দ্বারা চালিত কন্দুকটি (চারিদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে) ভ্রান্তচিত্ত আমার নয়নদ্বয়কেও চঞ্চল করিতেছে। 'বক্র-জটা-বরূথং'—বক্র বলিতে কুটিল জটার বরূথ (সমূহ), অর্থাৎ তোমার কুঞ্চিত কেশরাশি বন্ধনমুক্ত (আলুলায়িত) হইয়াছে, ইহা কি জানিতে পার নাই। আর, এই 'কণ্টঃ অনিলঃ'—কণ্ট বলিতে ধূর্ত্ত, লম্পট বায়ু যে তোমার কটি-বন্ধন হরণ করিতেছে, ইহাও কি তোমার স্মরণ হইতেছে না ?—এতদূর তোমার কন্দুক ক্রীড়াতে আবেশ, এই ভাব ॥ ১৪ ॥

রূপং তপোধন তপশ্চরতাং তপোঘ্নং
হ্যেতন্নু কেন তপসা ভবতোপলব্ধম্।
চর্ত্তুং তপোঽর্হসি ময়া সহ মিত্র মহ্যং
কিংবা প্রসীদতি স বৈ ভবভাবনো মে ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—(হে) তপোধন, তপশ্চরতাং (তপঃ কুর্ব্বাণানাং পুংসাং) তপোঘ্নং (তপোবিঘ্নকরম্) এতৎ রূপং নু ভবতা (ত্বয়া) কেন তপসা (কীদৃশেন তপোবলেন) উপলব্ধং (প্রাপ্তম্ ?) (হে) মিত্র, মহ্যং মাং (সুখয়িতুং) ময়া সহ (ত্বং) তপঃ চর্ত্তুম্ (কর্ত্তুম্) অর্হসি। কিংবা (অথবা) সঃ (প্রসিদ্ধঃ) ভবভাবনঃ (সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা) মে (মাং প্রতি) প্রসীদতি (প্রসন্নঃ ভূত্বা ত্বাং ভার্য্যাং কল্পয়তু) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে তপোধন, তপস্বিগণের তপোবিঘ্নকারক এই রূপ তুমি কোন্ তপস্যা দ্বারা লাভ করিয়াছ ? হে বন্ধো, আমার সহিত তোমার তপস্যা করা উচিত হইতেছে—অথবা বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে আমার ভার্য্যা করিয়া দিউন্ ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—তপস্বিনো মম তপস্বিসঙ্গোঽপেক্ষিত এবেত্যাহ—রূপমিতি। হে তপোধন, উপ আধিক্যেন লব্ধম্। মহ্যং মাং সুখয়িতুং ময়া সহ তপশ্চরিতুমর্হসি। মে মাং পূর্ণমনোরথীকর্ত্তুং ভবভাবনো ব্রহ্মা ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তপস্বী আমার তপস্বিজনের সঙ্গ অপেক্ষিতই, ইহা বলিতেছেন—'রূপং' ইত্যাদি। হে তপোধন ! 'উপলব্ধম্'—(কি তপস্যার দ্বারা তপস্বিগণের তপোবিঘ্নকারক এই অপরূপ রূপ) 'উপ' বলিতে আধিক্যরূপে প্রাপ্ত হইয়াছ ? হে বন্ধু ! 'মহ্যং'—আমাকে সুখ দিবার জন্য আমার সহিত তোমার তপস্যা করা উচিত। কিংবা 'মাং'—আমাকে পূর্ণমনোরথী করিতে (আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে), 'ভবভাবনঃ'—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা প্রসন্ন হউন ॥ ১৫ ॥

ন ত্বাং ত্যজামি দয়িতং দ্বিজদেবদত্তং
যস্মিন্ মনো দৃগপি নো ন বিযাতি লগ্নম্।
মাং চারুশৃঙ্গ্যর্হসি নেতুমনুব্রতং তে
চিত্তং যতঃ প্রতিসরন্তু শিবাঃ সচিব্যঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—দয়িতং (প্রিয়ং) দ্বিজদেবদত্তং (দ্বিজদেবেন ব্রহ্মণা দত্তং) ত্বাং ন ত্যজামি। যস্মিন্ (ত্বয়ি) নঃ (অস্মাকং মমেত্যর্থঃ) মনঃ, দৃক্ অপি (নেত্রং চ) লগ্নং (সংসক্তং সৎ) ন বিযাতি (ন ততঃ গচ্ছতি) (ত্বম্ অপি এবম্) অনুব্রতং (তবানু-

গতং) মাং যতঃ (যত্র) তে (তব) চিত্তং (তব) নেতুং (গ্রহীতুং) অর্হসি। (হে) চারুশৃঙ্গি, (মনোহরস্তনি,) সচিব্যঃ (তব সখ্যঃ অপি) শিবাঃ (অনুকূলাঃ সত্যঃ) (মাং) প্রতিসরন্তু (অনুবর্ত্তন্তাম্)। (যদ্বা, মম যাঃ সচিব্য সখ্যঃ শিবাঃ ফেরবঃ তাঃ প্রতিসরন্তু নির্য্যান্তঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—দ্বিজদেব ব্রহ্মা কৃপা করিয়া তোমাকে মিলাইয়া দিয়াছেন, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না। তোমাতে আমার মন ও নয়ন নিবিষ্ট হইয়া তাহা হইতে আর অপসারিত হইতেছে না। হে চারুশৃঙ্গিন্, আমি তোমার অনুগত, তোমার যেখানে ইচ্ছা আমাকে তথায় লইয়া চল, তোমার সখীগণও অনুকূলা হইয়া আমার অনুগমন করুক্ ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ত্বয়া মম কিং ফলং তদিতো যামীত্যাশঙ্ক্যাহ—ন ত্বামিতি। যতো দ্বিজদেবেন ব্রহ্মণা, যস্মিংস্ত্বয়ি লগ্নং ন বিযাতি ন বিগতং ভবতি; হে চারুশৃঙ্গি, উন্নতস্তনীতি স্ত্রীলিঙ্গেন সম্বোধনমতিকামবৈবশ্যেনাবহিত্থায়া নাশং দ্যোতয়তি। যতঃ যত্র দেশে তব চিত্তং তত্রৈব ; সচিব্যস্তব সখ্যোঽপি শিবাঃ অনুকূলাঃ সত্যঃ মাং প্রতিসরন্তু অনুবর্ত্ততাম্ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—আপনার দ্বারা আমার কি প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে ? অতএব এখান হইতে চলিয়া যাই—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—'ন ত্বাম্' ইত্যাদি, অর্থাৎ দয়িত তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না, যেহেতু 'দ্বিজদেব-দত্তং'—দ্বিজদেব ব্রহ্মা স্বয়ং তোমাকে দান করিয়াছেন, তোমাতে আমার মন আসক্ত হওয়ায় অন্যত্র গমন করিতেছে না। 'হে চারুশৃঙ্গি' !—উন্নতস্তনি !, এই স্ত্রীলিঙ্গের দ্বারা সম্বোধন করায় রাজার অতিশয় কামবৈবশ্য-হেতু অবহিত্থার (আকারগুপ্তির) নাশ দ্যোতিত হইল। যেদিকে তোমার মন যায়, সেখানে অনুগত আমাকেও লইয়া চল, 'সচিব্যঃ'—আর তোমার এই সখীগণও অনুকূল হইয়া আমার অনুবর্ত্তন করুন ॥ ১৬ ॥

মধ্ব—পরিহাসপ্রলাপাদিষু অনর্থবচনং ভবেৎ ॥ ইতি শব্দনির্ণয়ে ॥ ১৬ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ

ইতি ললনানুনয়াতিবিশারদো গ্রাম্যবৈদগ্ধ্যয়া পরিভাষয়া তাং বিবুধবধূং বিবুধমতিরধিসভাজয়ামাস ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুক উবাচ,—ইতি বিবুধমতিঃ (বিবুধানাং দেবনাম্ ইব নিপুণা মতির্যস্য সঃ) (অতএব) ললনানুনয়াতিবিশারদঃ (ললনানাম্ অনুনয়ে বশীকরণে অতিবিশারদঃ অতিচতুরঃ) গ্রাম্যবৈদগ্ধ্যয়া (গ্রাম্যেষু বিষয়ভোগেষু বৈদগ্ধ্যং নৈপুণ্যং যস্যাঃ তয়া) পরিভাষয়া (পরিহাসবাক্যেন) তাং বিবুধবধূং (পূর্ব্বচিত্তিম্) অধিসভাজয়ামাস (পূজয়ামাস) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, রাজা আগ্নীধ্র দেবতুল্য বুদ্ধিমান্ ছিলেন, স্ত্রী-বশীকরণাদি বিষয়েও তাঁহার অতিশয় নৈপুণ্য ছিল। তিনি গ্রাম্যরসিকতাপূর্ণ কৌশলবাক্যের দ্বারা দেববধূ পূর্ব্বচিত্তিকে বহু সম্মান করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—গ্রাম্যাণামিব বৈদগ্ধ্যং যস্যাং তয়া ॥১৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গ্রাম্য-বৈদগ্ধ্যয়া'—গ্রাম্যজনোচিত বিষয়ভোগে 'বৈদগ্ধ্য' বলিতে নিপুণতা যাহাতে, তাদৃশ বাক্যালাপ দ্বারা (সেই দেবরমণীকে অভ্যর্থনা করিলেন) ॥ ১৭ ॥

———

সা চ ততস্তস্য বীরযূথপতের্বুদ্ধিশীলরূপবিদ্যাবয়ঃশ্রিয়ৌদার্য্যেণ পরাক্ষিপ্তমনাস্তেন সহাযুতাযুতপরিবৎসরোপলক্ষণং কালং জম্বুদ্বীপপতিনা ভৌমস্বর্গভোগান্ বুভুজে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তদনন্তরং) সা চ (পূর্ব্বচিত্তিরপি) তস্য বীরযূথপতেঃ (বীরাণাং যূথাঃ সমূহাঃ তেষাং পতেঃ আগ্নীধ্রস্য) বুদ্ধিশীলরূপবিদ্যাবয়ঃশ্রিয়ৌদার্য্যেণ (বুদ্ধ্যাদিভিঃ) পরাক্ষিপ্তমনাঃ (পরাক্ষিপ্তম্ আসক্তং মনঃ যস্যাঃ সা এবম্ভূতা মোহিত চিত্তা সতী) তেন জম্বুদ্বীপপতিনা সহ অযুতাযুতপরিবৎসরোপলক্ষণম্ (অর্বুদমিতং) কালং ভৌমস্বর্গভোগান্ (ভৌমাঃ স্বর্গাঃ তেষু যে ভোগাঃ তান্ তাদৃশান্) বুভুজে (আস্বাদয়ামাস) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর বীরশ্রেষ্ঠ আগ্নীধ্রের বিদ্যা,

বুদ্ধি, বয়স, রূপ, স্বভাব, শ্রী ও উদারতা দেখিয়া পূর্ব্ব-চিত্তির মন তাঁহাতে আকৃষ্ট হইয়াছিল ; সেও (পূর্ব্ব-চিত্তি) জম্বুদ্বীপপতি আগ্নীধ্রের সহিত বহু অযুতপরি-মিত কাল পার্থিব ও স্বর্গীয় ভোগসকল উপভোগ করিয়াছিল ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—বুদ্ধ্যাদীনাং দ্বন্দ্বৈক্যং গালবমতে যকারঃ অযুতাযুতং ন্যর্ব্বুদম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বুদ্ধি-শীল'-ইত্যাদি, এখানে দ্বন্দ্ব-সমাসে একবচন হইয়াছে, বৈয়াকরণিক গালবের মতে যকার প্রয়োগ। 'অযুতাযুতং'—ন্যর্ব্বুদ পরিমিত কাল ॥ ১৮ ॥

তস্যামুহ বা আত্মজান্ স রাজবর্য্য আগ্নীধ্রো নাভি-কিংপুরুষ-হরিবর্ষেলাবৃত-রম্যক-হিরণ্ময়-কুরু-ভদ্রাশ্ব-কেতুমালসংজ্ঞান্ নব পুত্রানজনয়ৎ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—তস্যাম্ উহ বা (তস্যাম্ এব পূর্ব্ব-চিত্ত্যাং) সঃ রাজবর্য্যঃ (মহারাজঃ) আগ্নীধ্রঃ নাভি-কিংপুরুষ হরিবর্ষেলাবৃত-রম্যক-হিরণ্ময়-কুরু-ভদ্রাশ্ব কেতুমালসংজ্ঞান্ (নাভিঃ ইত্যাদি সংজ্ঞা যেষাং তান্) আত্মজান্ নব পুত্রান্ অজনয়ৎ (উৎপাদয়ামাস) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—মহারাজ আগ্নীধ্র পূর্ব্বচিত্তির গর্ভে নাভি, কিংপুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল নামক আত্মজ নয়টী পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

সা তু সূত্বাথ সুতান্নবানুবৎসরং গৃহ এবাপহায় পূর্ব্বচিত্তিরর্ভূয় এবাজং দেবমুপতস্থে ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—অথ সা তু পূর্ব্বচিত্তিঃ অনুবৎসরং (প্রতিবৎসরমেকৈকং পুত্রমিতি) নব সুতান্ (পুত্রান্) সূত্বা (প্রসূয়) গৃহে এব (তান্ পুত্রান্) অপহায় (ত্যক্ত্বা) ভূয়ঃ (পুনরপি) অজং দেবং (ব্রহ্মাণম্) এব উপতস্থে (অভজৎ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—তাহার পর পূর্ব্বচিত্তি প্রতি বৎসর এক একটি করিয়া নয়টী পুত্র প্রসব করিল, এবং সেই পুত্রদিগকে গৃহেই পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় ব্রহ্মার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—গৃহে রাজ্ঞো ভবন এবাপহায় অপ্সরস্ত্বাত্তেষু বাৎসল্যমপি পূর্ব্বকৃতং ত্যক্ত্বা ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গৃহে'—রাজার ভবনেই সেই পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, পূর্ব্বচিত্তি অপ্সরা—এই হেতু সেই সন্তানগণের প্রতি পূর্ব্বকৃত বাৎসল্যও পরিত্যাগপূর্ব্বক (পুনরায় ব্রহ্মার উপাসনায় অর্থাৎ সঙ্গীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন) ॥ ২০ ॥

আগ্নীধ্রসুতাস্তে মাতুরনুগ্রহাদৌৎপত্তিকেনৈব সংহননবলোপেতাঃ পিত্রা বিভক্তা আত্মতুল্যনামানি যথাবিভাগং জম্বুদ্বীপবর্ষাণি বুভুজুঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—মাতুরনুগ্রহাৎ (তদীয় স্তনপানাৎ) ঔৎপত্তিকেন (স্বভাবেন) এব সংহননবলোপেতাঃ (সংহননং দৃঢ়াঙ্গত্বং বলং চ তাভ্যাম্ উপেতাঃ যুক্তাঃ) তে আগ্নীধ্রসুতাঃ পিত্রা (আগ্নীধ্রেণ) বিভক্তাঃ (পৃথক্ পৃথক্ ভূমিবিভাগেন রাজ্যে স্থাপিতাঃ) আত্মতুল্য নামানি (আত্মনা স্বেন তুল্যানি সদৃশানি নামানি যেষাং তানি আত্মভিঃ সহ তুল্যনামানি) জম্বুদ্বীপবর্ষাণি (জম্বুদ্বীপে বর্ত্তমানানি বর্ষাণি খণ্ডানি) যথাবিভাগং (ভাগমনতিক্রম্য নির্ব্বিবাদং) বুভুজুঃ (পালয়ামাসুঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বচিত্তির ঐ নয়টী পুত্রই মাতার স্তনপান করিয়া স্বভাবতঃই দৃঢ়াঙ্গ ও বলবান্ হইয়াছিল। পিতা আগ্নীধ্র পুত্রদিগকে তাহাদের নাম-অনুসারে জম্বুদ্বীপের বর্ষসমূহ যথাযথ বিভাগ করিয়া দিলেন। তাঁহারাও নিজ নিজ অংশে পৃথিবীকে পালন করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—মাতুরনুগ্রহাত্তদীয়স্তনপানাৎ ঔৎপত্তিকেনৈব স্বাভাবিকেন সংহননং দৃঢ়াঙ্গত্বং, বুভুজুঃ পালয়ামাসুঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'মাতুরনুগ্রহাৎ'— মাতার অনুগ্রহে, অর্থাৎ তাঁহার স্তনপান করায় সেই পুত্রগণ স্বভাবতঃই দৃঢ়দেহ ও বলবান্ হইয়াছিলেন। 'বুভুজুঃ' —রাজত্ব করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

আগ্নীধ্রো রাজাতৃপ্তঃ কামানামপ্সরসমেবানুদিন-মধিমন্যমানস্তস্যাঃ সলোকতাং শ্রুতিভিরবারুন্ধ যত্র পিতরো মাদয়ন্তে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ--আগ্নীধ্রঃ রাজা কামানাং (বিষয়ানাং) (ভোগৈঃ) অতৃপ্তঃ (অপূর্ণকামঃ সন্) অনুদিনং (নিরন্তরং তাম্) অপ্সরসম্ এব অধি (অধিকং পুরুষার্থং) মন্যমানঃ (চিন্তয়ন্) শ্রুতিভিঃ (অতএব বেদোক্ত কর্ম্মভিঃ) তস্যাঃ সলোকতাম্ (অপ্সরা-লোকম্ অবারুন্ধ (প্রাপ) যত্র (অপ্সরালোকে) পিতরঃ মাদয়ন্তে (মোদন্তে) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ--রাজা আগ্নীধ্র বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত হন নাই, তিনি অনুক্ষণ সেই অপ্সরাকেই বহুমানন করিতেন। সুতরাং বেদোক্ত-ফলানুসারে তাঁহার সেই অপ্সরালোকই প্রাপ্তি হইল। সেই লোকে পিতৃ-গণও আনন্দভোগ করেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—কামানাং কামৈঃ শ্রুতিভিঃ শ্রুত্যুক্ত-তাদৃশকর্ম্মভি অবারুন্ধ প্রাপ, মাদয়ন্তে মোদয়ন্তে মোদন্তে ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কামানাং'—কাম বলিতে বিষয়ভোগে অপরিতৃপ্ত হওয়ার রাজা আগ্নীধ্র, 'শ্রুতিভিঃ সলোকতাং'—বেদোক্ত তাদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা, দেহান্তে অপ্সরাগণের লোকই 'অবারুন্ধ'—প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'মাদয়ন্তে'—(যে স্থানে পিতৃগণ সর্ব্বদা) আনন্দ উপভোগ করেন ॥ ২২ ॥

ইতি ভক্তগণের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার পঞ্চম স্কন্ধের সজ্জনসম্মত দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫।২ ॥

সম্পরেতে পিতরি নব ভ্রাতরো মেরুদুহিতৃর্মেরু-দেবীং প্রতিরূপামুগ্রদংষ্ট্রীং লতাং রম্যাং শ্যামাং নারীং ভদ্রাং দেবদীধিতিমিতিসংজ্ঞা নবোদবহন্ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে আগ্নীধ্রবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

অন্বয়ঃ—(এবং) পিতরি (আগ্নীধ্রে) সম্পরেতে (মরণান্তরং পিতৃলোকং গতে সতি) (নাভ্যাদয়ঃ) নব ভ্রাতরঃ মেরুদেবীং প্রতিরূপাম্ উগ্রদংষ্ট্রীং লতাং রম্যাং শ্যামাং নারীং ভদ্রাং দেবদীধিতিম্ ইতি (এবম্ভূতাঃ সংজ্ঞাঃ যাসাং তাঃ) নব মেরুদুহিতৃঃ উদ্‌বহন্ (পরিণীতবন্তঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হইলে নাভি প্রভৃতি নয় জন ভ্রাতা মেরুর নয়টী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহাদের নাম মেরুদেবী, প্রতিরূপা, উগ্রদংষ্ট্রা, লতা, রম্যা, শ্যামা, নারী, ভদ্রা ও দেব-দীধিতি ॥ ২৩ ॥

ইতি অন্বয়ঃ, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের-পঞ্চম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

নাভিরপত্যকামোঽপ্রজয়া মেরুদেব্যা ভগবন্তং যজ্ঞপুরুষমবহিতাত্মাযজত ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

তৃতীয় অধ্যায়ের কথাসার।

এই অধ্যায়ে আগ্নীধ্রপুত্র নাভির মঙ্গলময় চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। নাভি পুত্রকামনা করিয়া সস্ত্রীক যজ্ঞানুষ্ঠান-পূর্ব্বক যজ্ঞেশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ নাভির ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া চতুর্ভুজ-মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইলেন। ঋত্বিগ্‌গণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন—"সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের জড়জিহ্বায় ভগবানের নামরূপাদি সম্যক্ কীর্ত্তন করিতে সমর্থ নহেন; তাঁহারা কেবল আংশিকভাবেই ভগবানের নামরূপাদি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যজ্ঞাদির দ্বারা ভগবানের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না; কিন্তু সকাম উপাসকগণ ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন মাত্র। ভগবান্‌ও সেই সকল অজ্ঞব্যক্তির নিকট বিধিবাধ্য অন্যান্য সাপেক্ষব্যক্তির ন্যায় দৃষ্ট হন।" ঋত্বিগ্‌গণ এই প্রকার ভগবানের স্তব করিয়া তাহার নিকট তাঁহারই ন্যায় পুত্র প্রার্থনা করিলেন। অদ্বিতীয় ভগবান্ নিজ-অংশে নাভিপত্নী মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভদেবরূপে অবতীর্ণ হইলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুক উবাচ,—নাভিঃ (আগ্নীধ্রসুতঃ) অপত্যকামঃ (পুত্রকামঃ) অপ্রজয়া (অপত্যরহিতয়া) মেরুদেব্যা (স্বভার্য্যয়া সহ) অবহিতাত্মা (সমাহিতচিত্তঃ সন্) ভগবন্তং যজ্ঞপুরুষং (যজ্ঞাধিষ্ঠাতারম্) অযজত (আরাধয়ামাস)॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—আগ্নীধ্রপুত্র নাভি পুত্রকাম হইয়া অপুত্রা মেরুদেবীর সহিত সমাহিতচিত্তে ভগবান্ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উদ্দেশে যজ্ঞ করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

তৃতীয়ে নাভিনেষ্টোঽভূদ্‌যজ্ঞে তুষ্টোঽস্য নন্দনঃ।
ত্বৎসমো মে সুতোঽস্ত্বেতদ্বরং শ্রুত্বা হরিঃ স্বয়ম্ ॥০

নাভীরাগ্নীধ্রস্য প্রথমঃ পুত্রঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই তৃতীয় অধ্যায়ে নাভির যজ্ঞে তুষ্ট হইয়া শ্রীহরি, 'তোমার সদৃশ আমার পুত্র হউক'—এই বর (প্রার্থনা) শ্রবণ করতঃ নিজেই (অংশতঃ) তাঁহার অভীপ্সিত পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন —ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'নাভিঃ'—আগ্নীধ্রের প্রথম পুত্র ॥ ১ ॥

তস্য হ বাব শ্রদ্ধয়া বিশুদ্ধভাবেন যজতঃ প্রবর্গ্যেষু প্রচরৎসু দ্রব্যদেশকালমন্ত্রর্ত্বিগ্ দক্ষিণাবিধানযোগোপপত্ত্যা দুরধিগমোঽপি ভগবান্ ভাগবতবৎসলতয়া সুপ্রতীক আত্মানমপরাজিতং নিজজনাভিপ্রেতার্থবিধিৎসয়া গৃহীতহৃদয়ো হৃদয়ঙ্গমং মনোনয়নানন্দনাবয়বাভিরামমাবিশ্চকার ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—বিশুদ্ধভাবেন যজতঃ (যাগং কুর্ব্বতঃ) তস্য হ বাব (তস্য এব নাভেঃ) শ্রদ্ধয়া (ভক্ত্যা) প্রবর্গ্যেষু প্রচরৎসু (প্রবর্গ্যনামকেষু কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষু) দ্রব্যদেশকালমন্ত্রর্ত্বিগ্‌দক্ষিণাবিধানযোগোপপত্ত্যা (দ্রব্যাদয়ঃ যে সপ্তযোগাঃ অঙ্গানি উপায়াঃ তেষাম্ উপপত্ত্যা সম্পত্ত্যা) দুরধিগমঃ (দুষ্প্রাপঃ অপি ভগবান্ ভাগবতবৎসলতয়া (ভাগবতেষু ভক্তেষু কৃপালুতয়া) সুপ্রতীকঃ (শোভনাবয়বঃ সন্) নিজজনাভিপ্রেতার্থবিধিৎসয়া (নিজজনানাং ভক্তানাম্ অভিপ্রেতাঃ অর্থাঃ ফলানি তেষাং বিধিৎসয়া সম্পাদনেচ্ছয়া) গৃহীতহৃদয়ঃ (গৃহীতম্ আকৃষ্টং হৃদয়ং চিত্তং যস্য সঃ) অপরাজিতম্ আত্মানং (স্বতন্ত্রম্ আত্মানং) হৃদয়ঙ্গমং (সুখকরং) মনোনয়নানন্দনাবয়বাভিরামং (মনঃ নয়নানি চ আনন্দয়ন্তি যে অবয়বাঃ তৈঃ অভিরামং সুন্দরং) আবিশ্চকার (আবির্ভাবয়ামাসঃ)॥ ২ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ দ্রব্য, দেশ, কাল, মন্ত্র, ঋত্বিক্, দক্ষিণা ও বিধি এই সপ্ত উপায়-সম্পত্তি দ্বারা দুষ্প্রাপ্য হইলেও তিনি ভক্তবৎসল। সুতরাং নাভিরাজ যখন বিশুদ্ধভাবে শ্রদ্ধাসহকারে যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যখন 'প্রবর্গ্য' নামক কর্ম্ম আরম্ভ হইল, তখন ভক্তবাৎসল্য-হেতু ভগবান্ তাঁহার শোভন-শ্রীমূর্ত্তি

প্রকটিত করিলেন। নিজজনের অভিলষিত সম্পাদন-মানসে ভগবান্ আকৃষ্টচিত্ত হইয়া স্বতন্ত্র আপনাকে ভক্তসুখকর, ভক্ত-নয়ন-মানস-বিনোদকারী শ্রীমূর্ত্তিতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—প্রবর্গ্যসংজ্ঞকেষু কর্ম্মসু প্রচরৎসু সম্পদ্যমানেষু দ্রব্যাদিভিঃ সপ্তভিঃ শুদ্ধৈঃ সহযোগো ভক্তিযোগস্তস্য উপপত্ত্যা নিষ্পত্ত্যা সুপ্রতীকঃ সুন্দরাঙ্গঃ আত্মনং স্বদেহমাবিশ্চকার ; অপরাজিতম্ অন্যৈর্বশী-কর্ত্তুমশক্যমপি গৃহীতহৃদয় আকৃষ্টচিত্ত মনোনয়না-নন্দনৈরবয়বৈঃ শ্রীমুখাব্জাদিভিরভিরামমতিরমণীয়ম্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রবর্গ্য নামক কর্ম্মসকল অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে, দ্রব্যাদি সপ্ত উপায়ের দ্বারা দুরধিগম হইয়াও, 'যোগোপপত্ত্যা'—যোগ বলিতে এখানে ভক্তিযোগ, অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভক্তিযোগের নিষ্পত্তিতে, 'সুপ্রতীকঃ'—সুন্দরাঙ্গ (শোভনাবয়ব) শ্রীভগবান্, 'আত্মানম্ আবিশ্চকার'—স্বকীয় শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিলেন। সেই স্বরূপ বলিতেছেন—'অপরাজিতম্', অন্যের দ্বারা বশীভূত করিতে অসমর্থ হইলেও, 'গৃহীতহৃদয়ঃ'—(ভক্তবাৎসল্যহেতু তাঁহাদের অভিলাষ সম্পাদনের নিমিত্ত) আকৃষ্টচিত্ত হইয়া শ্রীভগবান্ নিজেই ভক্তগণের মন ও নয়নের আনন্দজনক শ্রীমুখকমলাদি অবয়বে অতিরমণীয় (শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত করিলেন।) ॥ ২ ॥

অথ হ তমাবিষ্কৃতভুজযুগলদ্বয়ং হিরণ্ময়ং পুরুষবিশেষং কপিশকৌশেয়াম্বরধরমুরসি বিলসচ্ছ্রীবৎসললামং দরবর-বনরুহ-বনমালাচ্ছূর্য্যমৃতমণিগদাদিভিরুপলক্ষিতং স্ফুটকিরণপ্রবরমনিময়মুকুটকুণ্ডল-কটককটিসূত্রহার-কেয়ূরনূপুরাদ্যঙ্গভূষণ-বিভূষিতমৃত্বিক্-সদস্যগৃহপতয়োঽধনা ইবোত্তমধনমুপলভ্য সবহুমান-মর্হণেনাবনতশীর্ষাণ উপতস্থুঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—অথ হ (অনন্তরম্ এব) আবিষ্কৃতভুজ-যুগলদ্বয়ম্ (আবিষ্কৃতং ভুজানাং যুগলদ্বয়ং চতুষ্টয়ং যেন তং) অবনতশীর্ষাণ (অবনতানি শীর্ষাণি যেষাং তে নম্রশিরসঃ কৃতপ্রণামাঃ সন্তঃ) (এতে) ঋত্বিক্সদস্য গৃহপতয়ঃ (ঋত্বিক্ সদস্যা গৃহপতির্যজমানঃ নাভিঃ প্রভৃতয়ঃ) হিরণ্ময়ং (তেজোময়ং) পুরুষবিশেষং (পুরুষেষু বিশেষং শ্রেষ্ঠং পুরুষোত্তমং) কপিশকৌশেয়াম্বর-ধরং (কপিশে পীতে কৌশেয়ে কীটকোশজনিতসূত্র-নির্ম্মিতে অম্বরে বস্ত্রে ধারয়তীতি তথা তং) উরসি (বক্ষঃস্থলে) বিলসচ্ছ্রীবৎসললামং (বিলসন্ শ্রীবৎসঃ এব ললামং চিহ্নং যস্য তং শ্রীবৎসচিহ্নেন রমণীয়ং) দরবর-বনরুহবনমালাচ্ছূর্য্যমৃতমণিগদাদিভিঃ (দরবরঃ শঙ্খশ্রেষ্ঠঃ বনরুহং পদ্মং বনমালা অচ্ছুরি চক্রম্ অমৃতমণিঃ কৌস্তুভঃ এবম্ গদা আদিভিঃ (উপলক্ষিতং) (যুক্তং) স্ফুটকিরণপ্রবরমনিময়মুকুটকুণ্ডল-কটককটিসূত্রহারকেয়ূরনূপুরাদ্যঙ্গভূষণবিভূষিতং (স্ফুটকিরণাঃ যে প্রবরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ মণয়ঃ তন্ময়ানি যানি মুকুটাদীনি অঙ্গানাং ভূষণানি তৈঃ বিভূষিতম্ অলঙ্কৃতং) তং (ভগবন্তং) অধনাঃ নির্দ্ধনাঃ পুরুষাঃ) উত্তমধনং (নিধিম্) উপলভ্য (প্রাপ্য) ইব (যথা তস্য বহুমানং কুর্ব্বন্তি তদ্বৎ) সবহুমানং (বহুমানং যথা ভবতি তথা) অর্হণেন (অর্ঘ্যেণ সহ) উপতস্থুঃ (অভজৎ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—(নাভিরাজের সম্মুখে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু যে মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ)—সেই শ্রীমূর্ত্তিতে চারিটী বাহু প্রকটিত হইয়াছিল, তিনি তেজোময় পুরুষোত্তমরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার কটিদেশে পীতবর্ণ কৌশেয় বসন বেষ্টিত ছিল, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন শোভা বিস্তার করিতেছিল, অঙ্গবিশেষে শঙ্খ, পদ্ম, বনমালা, চক্র, কৌস্তুভমণি ও গদা আদি লক্ষিত হইতেছিল এবং প্রভাবিকাশিপ্রোজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ রত্নময়-মুকুট, কুণ্ডল, কটক (বলয়), কটিসূত্র, হার, কেয়ূর ও নূপুরাদি অঙ্গভূষণসমূহ শোভিত ছিল। নির্দ্ধন ব্যক্তি যেরূপ উৎকৃষ্ট ধন পাইয়া তাহাকে বহুমান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ঋত্বিক্, সদস্য ও গৃহপতি-নাভি প্রভৃতি সকলেই এইরূপ ভগবন্মূর্ত্তি দর্শন করিয়া যথেষ্ট সমাদরের সহিত অবনত-মস্তকে পূজোপহার দ্বারা তাঁহার পূজা-বিধান করিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—হিরণ্ময়ং প্রকাশবহুলং, পুরুষেষু বিশিষ্যত ইতি পুরুষোত্তমমিত্যর্থঃ। কপিশেতি তেন শ্যামবর্ণমিতি বুদ্ধ্যতে। 'পীতাংশুকং বক্ষসি লক্ষিতং শ্রিয়ে'ত্যত্র পীতাংশুকপদেনাত্র ধ্বন্যতে শ্যামবর্ণতেতি

ভাগবতামৃতোক্তেঃ। দরবরঃ শঙ্খঃ বনরুহং পদ্মম্ অচ্ছুরি চক্রম্ অমৃতমণিঃ কৌস্তুভঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হিরণ্ময়ং'—প্রকাশবহুল, তেজোময়। 'পুরুষবিশেষং'—পুরুষগণের মধ্যে যিনি বিশিষ্ট, অর্থাৎ পুরুষোত্তম—এই অর্থ। 'কপিশ' ইত্যাদি—তাঁহার পরিধানে কপিশবর্ণ (কৃষ্ণ-পীত-মিশ্রবর্ণ) কৌশেয় বস্ত্র ছিল। এখানে 'কপিশ' বলায় (সেই পুরুষোত্তম) শ্যামবর্ণ বুঝিতে হইবে। 'পীতাংশুকং বক্ষসি' (২।৯।১৫)—শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে পীতাংশুক পদের দ্বারা শ্যামবর্ণতাই ধ্বনিত হইয়াছে—ইহা শ্রীভাগবতামৃতে বলা হইয়াছে। দরবর—শঙ্খ, বনরুহ—পদ্ম, অচ্ছুরি—চক্র, এবং অমৃতমণি বলিতে কৌস্তুভ মণি বুঝিতে হইবে ॥ ৩ ॥

ঋত্বিজ উচুঃ—

অর্হসি মুহুরর্হত্তমার্হণমস্মাকমনুপথানাং নমো নম ইত্যেতাবৎ সদুপশিক্ষিতম্। কোঽর্হতি পুমান্ প্রকৃতিগুণব্যতিকরমতিরনীশ ঈশ্বরস্য পরস্য প্রকৃতি-পুরুষয়োরর্ব্বাক্তনাভির্নামরূপাকৃতিভী রূপনিরূপণম্। সকলজননিকায়-বৃজিননিরসনশিবতমপ্রবরগুণগণৈক-দেশকথনাদৃতে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ঋত্বিজঃ উচুঃ,—(হে) অর্হত্তম, (পরিপূর্ণঃ অপি ত্বং) অনুপথানাং (ভৃত্যানাম্) অস্মাকং সদুপশিক্ষিতং (সদ্ভিঃ উপশিক্ষিতং তব রূপস্য দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ) নমঃ নমঃ ইত্যেতাবৎ (এব) অর্হণং (পূজাং) মুহুঃ (স্বয়মেব স্বীকর্ত্তুম্) অর্হসি (যোগ্যঃ ভবসি)। প্রকৃতিগুণব্যতিকরমতিঃ (প্রকৃতিগুণানাং যো ব্যতিকরঃ প্রপঞ্চঃ তস্মিন্ এব মতির্যস্য সঃ) অনীশঃ (অতএবাক্ষমঃ) কঃ পুমান্ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পরস্য (গুণাতীতস্য) ঈশ্বরস্য (পরমাত্মনঃ তব) অর্ব্বাক্তনাভিঃ (প্রপঞ্চান্তর্গতসাদৃশ্যেন স্ফুরন্তীভিঃ) নামরূপাকৃতিভিঃ (নাম চ রূপং চ আকৃতিঃ জাতিঃ তাভিঃ) সকলজননিকায়বৃজিননিরসনশিবতমপ্রবর-গুণগণৈকদেশকথনাদৃতে (সকলানাং জনানাং নিকায়স্য সমূহস্য বৃজিনানি পাপানি নিরস্যন্তীতি তথাভূতাঃ তে শিবতমাঃ মঙ্গলকারিণঃ অতএব প্রবরাঃ-সকলসাধনশ্রেষ্ঠাঃ গুণগণাঃ তেষাম্ একদেশস্য কথনাৎ ঋতে কথনং বিনা অধিকং নার্হতি রূপনিরূপণং (যাথার্থ্যেন প্রতিপাদনং কর্ত্তুং) অর্হতি (স্তুতের্বার্ত্তা দূরে বর্ত্ততামিত্যর্থঃ)) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ঋত্বিকগণ কহিলেন,—হে পূজ্যতম, আমরা আপনার ভৃত্য। অতএব আপনি পরিপূর্ণ হইলেও আমাদের পূজা স্বীকার করা আপনার যোগ্য হইতেছে। আমরা (আপনা স্বরূপের বিষয়, কিছুই জানি না) সজ্জনগণের নিকট কেবল 'আপনাকে নমস্কার করিতে হয়'—ইহাই মাত্র শিক্ষালাভ করিয়াছি। জীবের বুদ্ধি প্রকৃতির গুণসমূহে আসক্ত অতএব জীব কখনও প্রভু নহেন। কিন্তু আপনি প্রকৃতি ও পুরুষের অতীত—গুণাতীত পরমেশ্বর। আপনার নাম, রূপ ও আকৃতি অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজ। প্রপঞ্চান্তর্গত নাম, রূপ ও আকৃতির সাদৃশ্যে কোন্ ব্যক্তিই বা আপনার অপ্রাকৃত-স্বরূপ যথার্থভাবে প্রতিপাদন করিতে সমর্থ ? তবে নিখিললোকের কলমষবিনাশকারী আপনার কল্যাণতম শ্রেষ্ঠ গুণ-গ্রামের একদেশমাত্র কীর্ত্তন ব্যতীত জীবের আর অধিক সামর্থ্য নাই ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—অর্হসীত্যাদি গদ্যানাং ইতি নিগদেনাভিষ্টূয়মান ইত্যনেনান্বয়ঃ। ত্বং পরিপূর্ণোঽপ্যস্মাকমপ্যর্হণমঙ্গীকর্ত্তুমর্হসি, তত্র হেতুঃ অনুপথানাং পন্থা ভক্তিযোগস্তমনুবর্ত্তমানানাং ন তু সাক্ষাত্তং প্রাপ্তানাং সকামত্বাৎ, তদপি তব ভক্তিসম্বন্ধগন্ধবত্যাপি বাৎসল্যাদেবেতি ভাবঃ। অস্মাকমনুপথত্বেঽপ্যেতাবদেব লক্ষণমস্তি নাধিকমিত্যাহুঃ নমো নম ইতি। সদ্ভ্যঃ সকাশাৎ শিক্ষিতং ন তু পূজা-পরিচর্য্যা-স্তুত্যাদিকং জানীম ইতি ভাবঃ। ননু বিদ্বাংসো মদ্ভক্তাশ্চ যূয়ং সর্ব্বং জানীথৈব, তৎ কিং স্তোতুং সঙ্কুচথেতি ? তত্রাহুঃ—কোঽর্হতীতি। লোকে হি মুখাদ্যঙ্গানাং চন্দ্রাদ্যুপমাভিঃ স্তুতির্ভবতি। তব তু অর্ব্বাক্তনাভিঃ প্রপঞ্চান্তর্গতাভিঃ নাম ইন্দ্রনীলমণ্যাদিরূপং তচ্ছ্যামতাকৃতিস্তৎ-প্রতিমা তাভিঃ রূপস্য নিরূপণমপি কর্ত্তুং কোঽর্হতি স্তুতের্বার্ত্তা তু দূরে বর্ত্ততামিত্যর্থঃ। তব কীদৃশস্য ? প্রকৃতিপুরুষয়োরপি পরস্য, নহি প্রকৃতিপুরুষাতীতং রূপং প্রাকৃতেন্দ্রনীলমণ্যাদিভিঃ সদৃশীকর্ত্তুমুচিতমিতি ভাবঃ। নন্বপ্রাকৃতপদার্থৈরেব মদ্রূপমুপনীয়তাং, তত্রাহুঃ—গুণানাং যো ব্যতিকরঃ প্রপঞ্চস্তস্মিন্ এব

মতির্যস্য সঃ। প্রাকৃতজীবলোকস্যাপ্রাকৃতপদার্থেষু বুদ্ধিপ্রবেশাসম্ভবাদিতি ভাবঃ। অতস্তব ভক্তবাৎসল্য-গুণানাং কেনাপ্যংশেন কীর্ত্তনমাত্রং কর্ত্তুমর্হতীত্যাহঃ —সকলেতি। ভক্তবাৎসল্যমেবাহঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অর্হসি'—আমাদের ন্যায় আজ্ঞানুবর্ত্তী ভৃত্যগণের পূজা আপনার গ্রহণ করা যোগ্য, ইত্যাদি বাক্য 'ইতি নিগদেন অভিষ্টূয়মানঃ' (১৫ অনুচ্ছেদ)—এই প্রকার ঋত্বিক্-গণের গদ্যাত্মক বাক্যের দ্বারা অভিস্তুত হইয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন, ইহার সহিত অন্বয় হইবে। আপনি পরিপূর্ণ হইলেও আমাদেরও পূজা অঙ্গীকার করা আপনার উচিত। তাহার কারণ—'অনুপথানাং', পথ বলিতে ভক্তিযোগ, সেই পথে অবস্থানকারী (অর্থাৎ ভক্তির অনুশীলনকারী) আমাদের, যদিও আমরা সকাম বলিয়া আপনাকে সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইতে পারি না, তথাপি আপনার ভক্তিসম্বন্ধের গন্ধযুক্তেও (লেশমাত্রেও) বাৎসল্যবশতঃই (আমাদের পূজা স্বীকার করা আপনার যোগ্য হয়)—এই ভাব। আমাদের ভক্তি-পথে অনুবর্ত্তমানের ইহাই একমাত্র চিহ্ন, অধিক কিছুই নাই, ইহা বলিতেছেন—'নমো নমঃ'—সাধুগণের নিকট হইতে কেবলমাত্র 'নমঃ নমঃ'—এরূপ উচ্চারণ করারই শিক্ষা আমরা পাইয়াছি, কিন্তু আপনার পূজা, পরিচর্য্যা, স্তুত্যাদি কিছুই জানি না—এই ভাব।

যদি বলেন—তোমরা বিদ্বান্ এবং আমার ভক্ত, সমস্ত কিছু বিদিতই আছ, তথাপি স্তুতি করিতে সঙ্কোচবোধ করিতেছ কেন? তাহাতে বলিতেছেন —'কোঽর্হতি' ইত্যাদি, এই জগতে মুখাদি অঙ্গসমূহের চন্দ্রমা প্রভৃতি উপমার দ্বারা স্তুতি করা হয়, কিন্তু 'অর্ব্বাক্তনাভিঃ নাম-রূপাকৃতিভিঃ'—প্রাকৃত প্রপঞ্চের অন্তর্গত নাম, ইন্দ্রনীলমণি প্রভৃতি রূপ ও শ্যামতাকৃতি প্রতিমার সাহায্যে আপনার রূপের নিরূপণও করিতে কে সমর্থ হইবে? স্তুতির কথা দূরে থাকুক—এই অর্থ। কিরূপ আপনার? তাহাতে বলিতেছেন—'প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ পরস্য', প্রকৃতি ও পুরুষের অতীত পরমেশ্বররূপী আপনার; প্রকৃতি-পুরুষাতীত রূপ প্রাকৃত ইন্দ্রনীলমণি প্রভৃতির দ্বারা তুলনা করা কখনই সমুচিত নহে, এই ভাব। দেখুন —অপ্রাকৃত পদার্থের দ্বারাই আমার রূপের নিরূপণ করুন, তাহাতে বলিতেছেন—'প্রকৃতিগুণ-ব্যতিকর-মতিঃ', প্রকৃতির রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা ব্যতিকর, অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে মতি যাহার, তাদৃশ ('অনীশঃ' —অসমর্থ, পরতন্ত্র কোন্ পুরুষ আপনার স্বরূপ-নিরূপণে সক্ষম হইবে?)। প্রাকৃত জীবলোকের অপ্রাকৃত পদার্থে বুদ্ধি-প্রবেশ অসম্ভব ('অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর')—এই ভাব। অতএব ভক্ত-বাৎসল্যাদি গুণসমূহের কোনও অংশে (একদেশমাত্র) কীর্ত্তন করা যাইতে পারে, ইহা বলিতেছেন—'সকল' ইত্যাদি। ইহার দ্বারা শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যই উক্ত হইল ॥ ৪ ॥

তথ্য—

হলাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকো সর্বসংশ্রয়ে।
হলাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে ॥
(বিষ্ণুপুরাণ)

প্রাকৃতং সত্ত্বং চেতর্হি তত্র প্রতিফলনমেবাবসীয়তে। ততশ্চ দর্পণে মুখস্যেব তদন্তর্গততয়া তস্য তদ্রাবৃতত্বেনৈব প্রকাশঃ স্যাদিতি ভাবঃ ফলিতার্থমাহ—এবংভূতে সত্ত্বে তস্মিন্ নিত্যমেব প্রকাশমানো ভগবান্ মে ময়া মনসা বিশেষেণ বিধীয়তে ধার্য্যতে চিন্ত্যত ইত্যর্থঃ। তৎ সত্ত্বং তাদাত্ম্যাপন্নমেব অন্যথা নৈব মনসা চিন্তয়িতুং শক্যতে ইতি পর্য্যবসিতম্। নুন কেবলেন মনসৈব চিন্ত্যতাং কিং তেন সত্ত্বেন? তত্রাহ —হি যস্মাদধোক্ষজঃ অধঃকৃতমতিক্রান্তমক্ষজমিন্দ্রিয়জজ্ঞানং যেন সঃ নমসেতি পাঠে হি শব্দ স্থানেঽপ্যনুশব্দঃ পঠ্যতে। ততশ্চ বিশুদ্ধ সত্ত্বাখ্যয়া স্বপ্রকাশতা শক্ত্যৈব প্রকাশমানোঽসৌ নমস্কারাদিনা কেবলমনুবিধীয়তে সেব্যতে, ন তু কেনাপি প্রকাশ্যত ইত্যর্থঃ। তদেব সোঽদৃশ্যত্বেনৈব স্ফুরন্নসৌ অদৃশ্যেনৈব নমস্কারাদিনা অস্মাভিঃ সেব্যত ইতি ভাবঃ। তৎপ্রকরণ-সঙ্গতিশ্চ গম্যতে। ভগবৎসন্দর্ভ ১৮৬ ॥ ৪ ॥

পরিজনানুরাগবিরচিতশবলসংশব্দসলিলসিতকিসলয়তুলসিকাদূর্ব্বাঙ্কুরৈরপি সংভৃতয়া সপর্য্যয়া কিল পরম পরিতুষ্যসি ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) পরম, (পূর্ণ, ত্বং) পরিজনানু-

রাগবিরচিতশবলসংশব্দসলিলসিতকিসলয়তুলসিকা-দূর্ব্বাঙ্কুরৈঃ অপি (পরিজনৈঃ সেবকজনৈঃ অনুরাগেন বিরচিতাঃ যে শবলসংশব্দাঃ গদ্‌গদাক্ষরস্তুতয়ঃ সলিলং চ সিত কিসলয়াশ্চ শুদ্ধপল্লবাঃ এবম্ আদিভিঃ তৈরপি) সংভৃতয়া (সম্পাদিতয়া) সপর্য্যয়া (পূজয়া) কিল পরিতুষ্যসি (নিশ্চয়মেব সন্তুষ্টঃ ভবসি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে পরিপূর্ণস্বরূপ, আপনার নিজজন অনুরাগভরে বাষ্পগদ্‌গদ-স্তুতিবাক্য, জল, শুদ্ধপল্লব, তুলসী ও দূর্ব্বাঙ্কুর দ্বারাও সুষ্ঠুভাবে আপনার যে পূজা-সম্পাদন করেন, আপনি নিশ্চয়ই সেই পূজা দ্বারা বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—পরিজনৈর্ভক্তজনৈরনুরাগেণ বিরচিতা শবলসংশব্দা গদ্‌গদাক্ষরস্তুতয়শ্চ সলিলাদয়শ্চ তৈরপি সম্পাদিতয়া, শিলেতি পাঠে শিলং মঞ্জরী, হে পরম ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরিজন'-ইত্যাদি, আপনার ভক্তজনের দ্বারা অনুরাগভরে বিরচিত যে গদ্‌গদাক্ষর স্তুতিসমূহ এবং জল, শুদ্ধ পল্লব প্রভৃতির দ্বারা সম্পাদিত (যে পূজার অনুষ্ঠান, তাহাতেই আপনি পরিতুষ্ট হন)। 'শিলা'—এইরূপ পাঠান্তরে, শিল শব্দের অর্থ মঞ্জরী, অর্থাৎ কুশ, তুলসী প্রভৃতির মঞ্জরীর দ্বারা—এই অর্থ। হে পরম ! হে সর্ব্বোত্তম ! ॥ ৫ ॥

তথ্য—গীঃ ৯।২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১১শ বিলাস) ॥ ৫ ॥

অথানয়াপি ন ভবত ইজ্যয়োরুভারভরয়া সমুচিত-মর্থমিহোপলভামহে ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (প্রকারান্তরে অন্যথা তু) অনয়া অপি উরুভারভরয়া (অনেকাঙ্গ-সমৃদ্ধয়া) ইজ্যয়া (যোগেনাপি) ভবত ইহ সমুচিতম্ অর্থং (প্রয়োজনং) ন উপলভামহে (নৈব পশ্যামঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—অন্যথা আমরা অশেষাঙ্গে সমৃদ্ধ এই যে যজ্ঞ করিতেছি, ইহাতে আপনার কোন প্রয়োজনই দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—অস্মাকন্তু ভক্তির্নাস্তীত্যতঃ কথন্তে পরিতোষো ভবিষ্যতীত্যাহুঃ—ইজ্যয়া যাগেন উরুভার-ভরয়া অনেকাঙ্গসমৃদ্ধয়াপি ভবতঃ সমুচিতমপেক্ষিতং প্রয়োজনং নোপলভামহে ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরন্তু আমাদের ভক্তি নাই, এইহেতু কি প্রকারে আপনার পরিতোষ হইবে ? ইহা বলিতেছেন—'ইজ্যয়া' ইত্যাদি, অনেক অঙ্গ-সমৃদ্ধ এই যাগের দ্বারাও আপনার অভিপ্রেত কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলিয়া মনে করি না ॥ ৬ ॥

আত্মন এবানুসবনমঞ্জসাব্যতিরেকেণ বোভূয়মানা-শেষপুরুষার্থস্বরূপস্য কিন্তু নাথাশিষ আশাসানানামেত-দভিসংরাধনমাত্রং ভবিতুমর্হতি ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মনঃ (স্বতঃ) এবানুসবনং (প্রতি-ক্ষণমেব) অঞ্জসা (সাক্ষাৎ) অব্যতিরেকেন (ব্যতি-রেকং বিচ্ছেদং বিনৈব) বোভূয়মানা (অতিশয়েন ভবন্তঃ যে) অশেষপুরুষার্থস্বরূপস্য (অশেষাঃ যে পুরুষার্থাঃ ফলভূতা অনিসঙ্গা তে স্বরূপং যস্য পরমা-নন্দস্য তব) কিন্তু (হে) নাথ, (স্বামিন,) আশিষঃ (ভোগান্) আশাসানানাং (কাময়-মানানাম্) এতৎ (পূজাদিকম্) অভিসংরাধনমাত্রং সর্বপুরুষার্থদাতুঃ তব অনুগ্রহে নিমিত্তমাত্রং ভবিতুম্ অর্হতি (ন তব প্রয়োজনার্থমিত্যর্থঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—যে সকল পুরুষার্থ সাক্ষাদ্‌ভাবে স্বতঃ-সিদ্ধরূপে অপ্রতিহত-গতিতে প্রচুররূপে প্রতিক্ষণই উৎপন্ন হইতেছে, সেই অশেষ পুরুষার্থরূপ আনন্দই আপনার স্বরূপ। কিন্তু, হে নাথ, আমরা ভোগকামনা করি ; অতএব আমাদের ন্যায় সকাম ব্যক্তিগণের এই সকল পূজাদি সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদ—আপনার অনুগ্রহ-লাভের নিমিত্তমাত্রই হইতেছে। অর্থাৎ সকাম-পূজাদি দ্বারা ভগবানের কোনও প্রয়োজন সাধিত না হইলেও উহা সকাম ব্যক্তিগণেরই কামনা পূরণের-নিমিত্ত মাত্র ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র হেতুঃ—আত্মনঃ স্বত এবানুষবণং প্রতিক্ষণমেব অঞ্জসা সাক্ষাদেব অব্যতিরেকেণ ব্যতি-রেকং বিচ্ছেদং বিনৈব বোভূয়মানা অতিশয়েন ভবন্তো যেহশেষাঃ পুরুষার্থাঃ ফলভূতা আনন্দাস্তে স্বরূপং যস্য। ন চৈবং সত্যপি যাগানর্থক্যমিত্যাহুঃ—

কিন্ত্বিতি। সকামানামস্মাকমেতদেব সংরাধনমাত্র-মিতি অস্মৎকর্ত্তৃকমেব ন তু বস্তুতো ভবৎকর্ম্মক-মিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তদ্বিষয়ে কারণ বলিতেছেন —'আত্মনঃ' ইত্যাদি, স্বাভাবিকভাবেই 'অনুষবণ'—নিরন্তর সাক্ষাৎভাবে নিজ হইতেই অনুগতরূপে যে সমুদয় পুরুষার্থ সমধিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে, উহার সমষ্টিই আপনার স্বরূপ, (অর্থাৎ আপনি স্বরূপতঃই সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ পরমানন্দ-স্বরূপ, এইজন্য যজ্ঞাদিদ্বারা আপনার কোন প্রয়োজন সাধনের অপেক্ষা করে না)। এইরূপ হইলেও যজ্ঞ অনর্থক নহে, ইহা বলিতেছেন—'কিন্তু' ইত্যাদি, সকাম আমাদের এই যজ্ঞানুষ্ঠানই 'সংরাধনমাত্রং'—প্রয়োজন সাধক হইতে পারে, অর্থাৎ এই পূজাদি আপনার সন্তোষদ্বারা আমাদের মনোরথ পূর্ত্তির নিমিত্ত, বস্তুতঃ আপনার প্রয়োজনে নহে ॥ ৭ ॥

তদ্‌যথা বালিশানাং স্বয়মাত্মনঃ শ্রেয়ঃ পরম-বিদুষাং পরমপরমপুরুষ প্রকর্ষকরুণয়া স্বমহিমানঞ্চা-পবর্গাখ্যমুপকল্পয়িষ্যন্ স্বয়ং নাপচিত এবেতরবদিহোপ লক্ষিতঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) পরমপরমপুরুষ, (পরমেভ্যঃ অপি পরমপুরুষ) স্বয়ম্ (আত্মনা) আত্মনঃ (স্বস্য) তৎ পরং শ্রেয়ঃ (পরমমঙ্গলম্) অবিদুষাম্ (অজানতাম্ অপি) বালিশানাং যথা (মূর্খানাম্ ইব অস্মাকং সমক্ষে) প্রকর্ষকরুণয়া (প্রকর্ষযুক্তয়া করুণয়া অতীবকৃপয়া) অপবর্গাখ্যম্ (অপবর্গ ইত্যাখ্যা সংজ্ঞা যস্য তাদৃশং) স্বমহিমানং (নিজ-মাহাত্ম্যং) চ (কামিতং বস্তুং চ) উপকল্পয়িষ্যন্ (সম্পাদয়িষ্যন্) নাপচিতঃ (অপূজিতঃ) এব ইতরবৎ (সাপেক্ষবৎ) ইহ (যজ্ঞে) স্বয়ম্ উপলক্ষিতঃ (দৃষ্টঃ জাতঃ অসি ত্বমিতি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে পরাৎপর পুরুষ, আমরা ধর্ম্মবিষয়ে অনভিজ্ঞ, মূর্খ। কারণ আমরা আমাদের পরমমঙ্গল জ্ঞাত নহি। এবংবিধ আমাদের সমক্ষে আপনি অত্যন্ত করুণা-বশতঃ অপবর্গ-নামক স্বীয় মাহাত্ম্য ও আমাদের বাঞ্ছিত বস্তু সম্পাদন করিবার জন্য অপূজিত হইয়াও পূজাপ্রার্থীর ন্যায় এই যজ্ঞে স্বয়ং আসিয়া আমাদিগকে দর্শন প্রদান করিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি কথং সন্তুষ্টোঽহং যুষ্মৎ-প্রত্যক্ষীভূতোঽস্মীতি তত্রাহুঃ—তত্তস্মাৎ যথা বালি-শানামজ্ঞানামপি সমীপমনাহূতোঽপ্যপূজিতোঽপি বিজ্ঞঃ কৃপাবশাত্তানুদ্ধর্ত্তুমায়াতি, তথৈব ত্বং পরমেভ্যো-ঽপি পরমঃ পুরুষঃ প্রকর্ষযুক্তয়া নিরূপাধিকয়া করু-ণয়া স্বমহিমানং স্বমহৈশ্বর্য্যং তদনুভবমিত্যর্থঃ। অপ-বর্গ ইত্যাখ্যা যস্য তং, চকারাৎ কামিতং বস্তু চ উপ-কল্পয়িষ্যন্ দাস্যন্ স্বয়ং নাপচিত এবাস্মদ্ভক্ত্যভাবাদ-পূজিত এব ইতরবৎ যজ্ঞকৌতুকদর্শী ইতরজন ইব ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তাহা হইলে কিজন্য সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদের নিকট প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছি? তাহাতে বলিতেছেন—'তদ্ যথা', যেমন অজ্ঞজনেরও সমীপে অনাহূত ও অপূজিত হইয়াও বিজ্ঞ ব্যক্তি কৃপাবশতঃই তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে আগমন করেন, সেইরূপ আপনি 'পরম-পরমপুরুষঃ'—উৎকৃষ্ট ব্রহ্মাদি হইতেও পরম পুরুষ, অর্থাৎ পুরুষোত্তম, 'প্রকর্ষ-করুণয়া'—প্রকর্ষযুক্ত, অর্থাৎ নিরূপাধিক করুণাবশতঃ, 'স্বমহিমানং'—স্বকীয় মহান্ ঐশ্বর্য্যের অনুভব করাইবার জন্য এই অর্থ। 'অপবর্গাখ্যং চ' —অপবর্গ (মোক্ষ) এই আখ্যা যাহার, এবং 'চ'-কার প্রয়োগে কামিত (প্রার্থনীয়) বস্তুও প্রদান করিবার জন্য, 'স্বয়ং নাপচিতঃ এব'—আমাদের ভক্তির অভাবে নিজে অপূজিত হইয়াও, 'ইতরবৎ'—যজ্ঞকৌতুক-দর্শী সাধারণ জনের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন ॥ ৮ ॥

অথায়মেব বরো হ্যর্হত্তম যর্হি বর্হিষি রাজর্ষে-র্বরদর্ষভো ভবান্ নিজপুরুষেক্ষণবিষয় আসীৎ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (হে) অর্হত্তম, (হে পূজ্যতম,) হি (যস্মাৎ) ভবান্ বরদর্ষভঃ (বরদানাং ব্রহ্মাদীনাং মধ্যে ঋষভঃ শ্রেষ্ঠঃ অতঃ নূন্যং যদ্যপি বরান্ দাতুমেবাবির্ভূতঃ অসি তর্হি) রাজর্ষেঃ (নাভেঃ) বর্হিষি (যজ্ঞে) যর্হি (যৎ) নিজপুরুষে-ক্ষণবিষয়ঃ (নিজপুরুষাণাং ত্বদ্‌ভক্তানাম্ অস্মাকম্ ঈক্ষণবিষয়ঃ দর্শনবিষয়ঃ) আসীৎ (তৎ অয়মেব (ভবৎদর্শন-লাভঃ অস্মাকং) বরঃ (সঞ্জাতঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে পূজ্যতম, আপনি বরদগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ; অতএব যদিও আপনি বরপ্রদান করিতেই আবির্ভূত হইয়াছেন, তথাপি আপনি যে নাভির যজ্ঞে আপনার নিজজন আমাদিগের নয়নপথের পথিক হইলেন, ইহাই আমাদিগের পক্ষে বরস্বরূপ হইল ॥৭॥

বিশ্বনাথ—যথাতথা ভবতু যূয়ন্তু বরং বৃণুথেতি চেৎ তত্রাহুঃ—অথায়মিতি। নিজপুরুষাণাং স্বভক্তানামীক্ষণবিষয়োঽপি ভবান্ যর্হি যদা বা রাজর্ষের্বর্হিষি যজ্ঞেঽপ্যাসীৎ আবিরভূদয়মেব বর ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সে যাহা হউক, তোমরা বর প্রার্থনা কর—এইরূপ যদি বলেন, তাহাতে বলিতেছেন—'তথা অয়মেব বরঃ'। আপনি স্বভক্তগণের দর্শনের বিষয়ীভূত হইয়াও, 'যর্হি'—যখন এই রাজর্ষির যজ্ঞে আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহাই বর, এই অন্বয় ॥ ৭ ॥

অসঙ্গনিশিতজ্ঞানানলবিধূতাশেষমলানাং ভবৎস্বভাবানামাত্মারামাণাং মুনীনামনবরতপরিগুণিতগুণগণ-পরমমঙ্গলায়নগুণগণকথনোঽসি ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—অনবরতপরিগুণিতগুণগণ (অনবরতং নিরন্তরং পরিগুণিতাঃ অভ্যস্তাঃ গুণগণাঃ যস্য এবম্ভূত) অসঙ্গনিশিতজ্ঞানানলবিধূতাশেষমলানাম্ (অসঙ্গেন বৈরাগ্যেণ নিশিতং যৎ জ্ঞানং স এব অনলঃ তেন বিধূতাঃ অশেষাঃ মলাঃ যেষাং তেষাং) ভবৎ স্বভাবানাং (ভবতঃ ইব স্বভাবঃ যেষাং তেষাম্) আত্মারামাণাম্ (আত্মনি ত্বয্যেব রমণঃ যেষাং তেষাং) মুনীনাম্ (অপি) পরমমঙ্গলায়নগুণগণকথনঃ (পরমমঙ্গলায়নং পরমানন্দজনকং গুণকথনং যস্য তথাভূতঃ) অসি (ত্বং ভবসি দর্শনং তু তেষাম্ অপি দুর্লভম্ এব ইতি ভাবঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, মুনিগণ নিরন্তর ভবদীয় গুণগ্রাম অভ্যাস করিয়া থাকেন,—আপনি এবম্ভূত পুরুষ। বৈরাগ্য দ্বারা শাণিত জ্ঞানানলে যাঁহাদের অশেষমল বিধ্বংস হইয়াছে, যাঁহারা আপনার সদৃশই স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহারা আত্মারাম, সেই মুনিগণের নিকটও আপনার গুণ কীর্ত্তন পরম মঙ্গল-নিকেতন-স্বরূপ ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বৈরতিদুর্ল্লভাৎ ত্বদ্দর্শনাদপ্যধিকো বরো বরণীয় ইতি মূঢ়ানামেব মতং ন তু বিজ্ঞানামিত্যাহু—অসঙ্গেন বৈরাগ্যেণ নিশিতং যজ্জ্ঞানং স এবানলস্তেন নির্ধূতাশেষ-সকামত্বমলানাং, ভবত্যেব স্বীয়ো ভাবো দাস্যাদির্যেষাং অতএবাত্মনি ত্বয্যেব আ সম্যগেব রমমাণানাং মুনীনাং পরমমঙ্গলায়নং গুণগণকথনমেব ন তু দর্শনং যস্য। অতস্তৈরনবরতং পরিগুণিতা অভ্যস্তা গুণগণা যস্যেতি সম্বোধনম্ ॥১০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সকলের অতিদুর্ল্লভ আপনার দর্শন হইতেও অধিক বর প্রার্থনীয়—ইহা মূঢ়গণেরই মত, কিন্তু বিজ্ঞজনের নহে, ইহা বলিতেছেন—'অসঙ্গ' ইত্যাদি। অসঙ্গ, (আসক্তিশূন্য) অর্থাৎ বৈরাগ্যের দ্বারা নিশিত (তীক্ষ্ণীকৃত) যে জ্ঞান, তাহাই অনল, তাহার দ্বারা নিঃশেষে ধূত হইয়াছে সকল সকামত্ব-রূপ মালিন্য যাঁহাদের, 'ভবৎ-স্বভাবানাং'—কেবলমাত্র আপনাতেই স্বভাব বলিতে নিজের দাস্যাদি ভাব যাঁহাদের, অতএব 'আত্মারাম'—আত্মা বলিতে ভগবান্ আপনাতেই সম্যক্‌রূপে রমমাণ (প্রাপ্তানন্দ) মুনিগণের পরম মঙ্গলজনক তদীয় গুণকথনই, কিন্তু দর্শন নহে। অতএব তাঁহাদের দ্বারা অনবরত 'পরিগুণিত'—অভ্যস্ত হইতেছে অখিল গুণরাশি যাঁহার, ইহা সম্বোধনে। (অর্থাৎ সেই আত্মারাম মুনিগণও নিরন্তর আপনার গুণগণেরই কীর্ত্তন করেন, যেহেতু আপনার গুণ কীর্ত্তনই তাঁহাদেরও মঙ্গলজনক) ॥১০॥

অথ কথঞ্চিৎ স্খলনক্ষুৎপতনজৃম্ভণদুরবস্থানাদিষু বিবশানাং নঃ স্মরণায় জ্বরমরণদশায়ামপি সকলকশ্মলনিরসনানি তবগুণকৃতনামধেয়ানি বচনগোচরাণি ভবন্তু ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(যদ্যপি ভগবদ্দর্শনেনৈব বয়ং কৃতার্থাঃ) অথ (তথাপি) কথঞ্চিৎ স্খলনক্ষুৎপতনজৃম্ভণদুরবস্থানাদিষু (স্খলনাদি স্থানেষু) জ্বরমরণদশায়াম্ অপি স্মরণায় (ত্বাং স্মর্ত্তুং) বিবশানাম্ (অসক্তানাং নঃ (অস্মাকং) সকল কশ্মলনিরসনানি (সকলনি কশ্মলানি পাপানি নিরস্যন্তীতি তথা তানি) তব গুণকৃত নামধেয়ানি (ভক্তবৎসলঃ ইত্যাদীনি) বচনগোচরাণি (উচ্চারণবিষয়াঃ) ভবন্তু ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—(যদিও ভবদীয় দর্শন পাইয়াই আমরা কৃতকৃতার্থ হইলাম, তথাপি একটি প্রার্থনা জানাইতেছি—) যদিও আমরা কখনও বিপথগামী, ক্ষুধার্ত্ত, পতিত, অজ্ঞানাচ্ছন্ন, দুরবস্থাগ্রস্ত অথবা পীড়িত ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া আপনাকে স্মরণ করিতে অসক্ত হইয়া পড়ি, তাহা হইলেও যেন সর্বপাপবিনাশক আপনার ভক্তবাৎসল্যাদি গুণকৃত নামসমূহ আমাদিগের উচ্চারণের বিষয়ীভূত বস্তু হয় ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অস্মাকন্ত্বস্থিরমনসাং মন্দানামেতাবত্তু ভবত্বিত্যাহঃ—অথেতি। ত্বদ্দর্শনপ্রাপ্ত্যনন্তরমিত্যর্থঃ। স্মরণায় বিবশানাং ত্বাং স্মর্ত্তুমসমর্থানাম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অস্থিরচিত্ত অধম আমাদের কিন্তু এইমাত্রই হউক—ইহা বলিতেছেন—'অথ' অনন্তর, অর্থাৎ আপনার দর্শন প্রাপ্তির পর—এই অর্থ (অর্থাৎ আপনার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইলেও আমাদের একটি প্রার্থনা)। 'স্মরণায় বিবশানাং নঃ'—আপনাকে স্মরণ করিতে অসমর্থ বিবশ আমাদের (কণ্ঠে যেন আপনার বাৎসল্যাদি বিভিন্ন গুণানুসারে প্রকাশিত নামসমূহ উচ্চারিত হয়।) ॥ ১১ ॥

তথ্য—ভাঃ ৬।২।৯-১০ ও ১৪-১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ১১ ॥

———

কিঞ্চায়ং রাজর্ষিরপত্যকামঃ প্রজাং ভবাদৃশীমাশাসান ঈশ্বরমাশিষাং স্বর্গাপবর্গয়োরপি ভগবন্তমুপধাবতি প্রজায়ামর্থপ্রত্যয়ো ধনদমিবাধনঃ ফলীকরণম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—কিঞ্চ প্রজায়াম্ অর্থপ্রত্যয়ঃ (প্রজায়াম্ এব পুরুষার্থঃ ইতি প্রত্যয়ঃ যস্য সঃ) অয়ং রাজর্ষিঃ অপত্যকামঃ ভবাদৃশীং প্রজাং (ভবৎসদৃশং পুত্রম্) আশাসানঃ (আকাঙ্ক্ষন্ (যথা) অধনঃ ফলীকরণং (তুষকণাদিকম্ আশাসানঃ) ধনদম্ ইব (ধনাঢ্যং কুবেরং বা উপধাবতি তদ্বৎ) আশিষাম্ (ঐহিকভোগানাং) স্বর্গাপবর্গয়োঃ অপি ঈশ্বরং ভগবন্তং (ত্বাম্) উপধাবতি (আরাধয়তি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—কিন্তু প্রজাতেই পুরুষার্থবুদ্ধিবিশিষ্ট এই রাজর্ষি নাভি পুত্রপ্রার্থী হইয়া ভবৎসদৃশ পুত্র আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। অতএব যেরূপ নির্ধন ব্যক্তি তুষকণামাত্র আশা করিয়া কুবেরের নিকট ধাবিত হয়, তদ্রূপ নাভিরাজও পুত্র-লাভে অভিলাষী হইয়া নিখিল অভীষ্ট ও স্বর্গ.পবর্গেরও অধীশ্বর ভগবান্ আপনাকে আরাধনা করিতেছেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চেতি নিবেদয়িতুমযোগ্যমপ্যাবশ্যকত্বেনৈকং নিবেদয়াম এবেত্যর্থঃ। অয়মস্মদ্‌যজমানো রাজর্ষিরপত্যকামঃ অপত্যন্ত দেবতান্তর-যজনেনাপি ভবতি তদপি ত্বাং ভগবন্তমুপধাবতি। ননু তদপ্যহং স্বর্গাপবর্গাদিকমপি দাস্যামীত্যাশঙ্ক্যাহঃ—আশিষামৈহিকানাং স্বর্গাপবর্গয়োরীশ্বরমপ্যুপধাবতি অথচ প্রজায়ামেব অর্থঃ পুরুষার্থঃ। ইতি প্রত্যয়ো নত্বপবর্গাদিষু যস্য স ইতি মৌঢ্যম্। অধনো যথা ফলীকরণং তুষকণাদিকমাশাসানো ধনদমুপধাবতীতি তত্রাপি প্রজাং ভবাদৃশীমাশাসান ইতি ধার্ষ্ট্যঞ্চ পশ্যেতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কিঞ্চ'—আর, নিবেদন করিবার অযোগ্য হইলেও আবশ্যকবোধে একটি নিবেদন করিতেছি—এই অর্থ। 'অয়ম্'—এই যে আমাদের যজমান রাজর্ষি (নাভি), পুত্রকামনায়, দেবতান্তর যজনের দ্বারাও পুত্রলাভ হইত, তথাপি ভগবান্ আপনারই শরণাগত হইয়াছেন। দেখুন—তাহা হইলে আমি স্বর্গ ও অপবর্গাদি দিব—এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—'আশিষাম্', ঐহিক সকল প্রকার কাম্য বস্তু, এমন কি স্বর্গ ও মোক্ষপদেরও অধীশ্বর আপনাকে আরাধনা করিতেছে, অথচ পুত্রলাভেই 'অর্থ-প্রত্যয়ঃ'—পুরুষার্থ-বুদ্ধি, কিন্তু অপবর্গাদিতে নহে, ইহাই তাঁহার মূঢ়তা। অধন ব্যক্তি যেমন তুষকণা লাভের জন্য ধনবানের দ্বারস্থ হয়, তাহাতেও আবার আপনার সদৃশ পুত্র আশা করিয়া, এই প্রকার ধৃষ্টতাও দেখুন—এই ভাব ॥ ১২ ॥

———

কো বা ইহ তেঽপরাজিতোঽপরাজিতয়া মায়য়ানবসিত-পদব্যানাবৃতমতিবিষয়-বিষরয়ানাবৃত-প্রকৃতিরনুপাসিতমহচ্চরণঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—(হে প্রভো,) অনুপাসিত মহচ্চরণঃ (ন উপাসিতৌ মহতাং ভগবদ্ভক্তানাং চরণৌ যেন তাদৃশঃ) কঃ বা (কঃ নাম পুরুষঃ) ইহ (সংসারে)

অনবসিতপদব্যা (অলক্ষিতমার্গয়া সৎপথতিরোধায়িকয়া) অপরাজিতয়া (কেনাপি পরাজেতুমশক্যয়া তে (তব) মায়য়া (মোহিনীশক্ত্যা) অনাবৃতমতিঃ (অনাবৃতা মতিঃ যস্য সঃ অমোহিতচিত্তঃ) অপরাজিতঃ (অবশীভূতঃ) বিষয়বিষয়ানাবৃতপ্রকৃতিঃ (বিষয়ঃ) এব বিষং তস্য রয়ঃ বেগঃ তেন অনাবৃতা প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ যস্য তাদৃশঃ অস্তি ন কোঽপীত্যর্থঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, মহাজনের চরণসেবা না করিয়া কোন্ পুরুষই বা ইহ সংসারে আপনার মায়ার দ্বারা মোহিতচিত্ত, বশীভূত ও বিষয়বিষের বেগে আচ্ছাদিতপ্রকৃতি না হইয়াছেন? আপনার মায়া দুর্জ্জয়া ; উহার গতি কেহই লক্ষ্য করিতে সমর্থ নহে ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ন চাস্য দোষ ইত্যাহুঃ—কো বা ইতি। ইহ সংসারে অপরাজিতয়া কেনাপি পরাজেতুমশক্যয়া অনবসিত-পদব্যা কেনাপ্যলক্ষিতমার্গয়া মায়য়া কো বা অনাবৃতমতিঃ ন কোঽপীত্যর্থঃ ; তে তব কীদৃশস্য? পরাজিতঃ, মায়াং পরাজয়ত ইতি পরাজিৎ কিবন্তং তস্য, অনুপাসিতেত্যুপাসিতমহচ্চরণ এবৈকো মায়াং নিস্তরতি, রাজর্ষিরয়ন্তু ন তাদৃশ ইতি ভাবঃ ॥ ১৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহাতে ইঁহার কোন দোষ নাই, ইহা বলিতেছেন—'কো বা' ইত্যাদি। এই সংসারে 'অপরাজিতয়া'—অপরাজিতা অর্থাৎ কেহই যাঁহাকে পরাজিত করিতে পারে না, এবং 'অনবসিত-পদব্যা'—যাঁহার গতিপথ কেহই নির্ণয় করিতে পারে না, সেই মায়ার দ্বারা কাহারই না মতি আবৃত হইয়াছে? (অর্থাৎ সকলেরই মতি মায়াচ্ছন্ন হইয়াছে)। 'তে'—আপনার, কেমন আপনি? তাহাতে বলিতেছেন—'পরাজিতঃ', মায়াকে যিনি পরাজিত করিয়াছেন, সেই আপনার। এখানে 'পরাজিৎ'—এই কিবন্ত প্রত্যয়ে ষষ্ঠী বিভক্তির একবচনে 'পরাজিতঃ' হইয়াছে। 'অনুপাসিত'—ইহা বলায় যিনি মহতের চরণ উপাসনা করিয়াছেন, একমাত্র তিনিই মায়া হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারেন, কিন্তু এই রাজর্ষি তদ্রূপ নহেন—এই ভাব ॥ ১৩॥

তথ্য—ভাঃ ৭।৫।২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লব মাত্র সাধুসঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥
মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয় ॥
চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ ॥ ১৩ ॥

যদুহ বাব তব পুনরদভ্রকর্ত্তরিহ সমাহূতস্তদর্থধিয়াং মন্দানাং নস্তদ্‌যদ্দেবহেলনং দেবদেবার্হসি সাম্যেন সর্ব্বান্ প্রতিবোঢুমবিদুষাম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—পুনঃ (হে) অদভ্রকর্ত্তঃ, (বহুকার্য্যকারিন্) উহ বাব (এবম্ভূতঃ অপি ত্বং) যৎ ইহ (যজ্ঞে অল্পীয়সে অপি প্রয়োজনায় অস্মাভিঃ) সমাহূতঃ (অসি) তদর্থ-ধিয়াম্ (অতঃ তত্র প্রজায়াম্ এব অর্থধীপুরুষার্থবুদ্ধিঃ যেষাং তেষাং) মন্দানাং (মন্দমতীনাম্) অবিদুষাং (স্বার্থম্ অজানতাং) নঃ (অস্মাকং) যৎ দেবহেলনং (দেবস্য তব হেলনম্ আহ্বান- রূপম্ অবজ্ঞানং জাতং) তৎ (হে) দেবদেব, (দেবানাং ব্রহ্মাদীনামপি দেব, হে সর্ব্বাত্মন্,) সর্ব্বং তব সাম্যেন (সর্ব্বান্ প্রতি যত্তবসাম্যং তেন) প্রতিবোঢুং (সোঢুম্) অর্হসি ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে বহুকার্য্যকারিন্, আমরা প্রজাতেই পুরুষার্থবুদ্ধিযুক্ত, মন্দমতি, প্রকৃত-স্বার্থবিষয়ে অনভিজ্ঞ। আমরা যে আপনাকে এই সামান্য যজ্ঞে আহ্বান করিয়া আপনার অবজ্ঞা করিয়াছি, হে দেবাদিদেব, তজ্জন্য আপনি আপনার সমদর্শিতা-গুণে আমাদিগকে কৃপা-পূর্ব্বক ক্ষমা করুন্ ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—যজনস্য সকামত্বলক্ষণমপরাধং ক্ষময়ন্তঃ স্তোত্রমুপসংহরন্তি—যদিহেতি। হে অদভ্রকর্ত্তঃ, অনল্পকারিন্, ব্রহ্মাদিদুর্ল্লভং ত্বদ্দর্শনমপি সকামেভ্যোঽপ্যস্মভ্যমদা ইতি ভাবঃ। যৎ ত্বমিহ সমাহূতস্তত্তেন অর্থধিয়াং সকামানামস্মাকং যদ্দেবস্য তব হেলনমবজ্ঞানং তৎ প্রতিবোঢুং সোঢুং অর্হসি, তত্র হেতুঃ হে দেবদেব! সর্ব্বান্ প্রতি যত্তব সাম্যং তেন ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যজনের সকামত্বরূপ অপরাধ ক্ষমাপনের নিমিত্ত স্তোত্র উপসংহার করিতেছেন—'যদ্ ইহ', ইত্যাদি। 'হে অদভ্রকর্ত্তঃ'—অল্প কার্য্য যিনি করেন না, অর্থাৎ হে বহুকার্য্যসাধক! ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ আপনার দর্শন, সকাম হইলেও আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন—এই ভাব। 'যৎ'—আপনাকে এখানে আহ্বান করিয়াছি, তাহাতেই 'অর্থ-

ধিয়াং'—সকাম আমাদের 'দেব-হেলনং'—আপনি দেব, আপনার যে অবজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহা সহ্য করিবার যোগ্য হউন (অর্থাৎ তাহা ক্ষমা করুন), তাহাতে কারণ—হে দেবদেব ! আপনি দেবগণেরও দেব, সকলের প্রতি আপনার যে সমবুদ্ধি, তাহাতেই (ক্ষমা করুন) ॥ ১৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি নিগদেনাভিষ্টূয়মানো ভগবাননিমিষর্ষভো বর্ষধরাভিবাদিতত্বিগ্ভির্বন্দিতচরণঃ সদয়মিদমাহ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুক উবাচ,—ইতি (ইত্যেবং) নিগদেন (গদ্যাত্মকেন স্তোত্রেণ) বর্ষধরাভিবাদিতত্বিগ্ভির্বন্দিতচরণঃ (বর্ষধরঃ ভারতবর্ষপতিঃ নাভিঃ তেনঃ অভিবাদিতাঃ সম্মানিতাঃ স্তোত্রার্থং প্রেরিতাঃ যে ঋত্বিজঃ তৈঃ অভিবন্দিতৌ চরণৌ যস্য সঃ তাদৃশঃ) অভিষ্টূয়মানঃ অনিমিষর্ষভঃ (অনিমিষাণাং দেবানাম্ ঋষভঃ পালকঃ) ভগবান্ সদয়ং (দয়য়া সহ বর্ত্তমানং যথা স্যাৎ তথা) ইদং (বক্ষ্যমাণম্) আহ (স্ম) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ভারতবর্ষাধিপতি নাভির সম্মানিত ঋত্বিগ্গণ, এইরূপ গদ্যাত্মকস্তোত্রে স্তব করিয়া পাদবন্দন করিলে দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ পরিতুষ্ট হইয়া অনুকম্পা প্রকাশ-পূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ বাক্য কহিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—নিগদেন গদ্যাত্মকস্তোত্রেণ, বর্ষধরো ভারতবর্ষপতির্নাভিস্তেনাভিবাদিতা যে ঋত্বিজস্তৈরভিবন্দিতৌ চরণৌ যস্য ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিগদেন'—গদ্যাত্মক স্তোত্রের দ্বারা। 'বর্ষধরাভিবাদিত', ইত্যাদি—বর্ষধর অর্থাৎ ভারতবর্ষের অধিপতি নাভি, তাঁহার দ্বারা অভিবাদিত (পূজিত) যে ঋত্বিক্-গণ, তাঁহাদের দ্বারা অভিবন্দিত চরণযুগল যাঁহার, সেই ভগবান্ (সদয় হইয়া এইরূপ বলিলেন।) ॥ ১৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

অহো বতাহমৃষয়ো ভবদ্ভিরবিতথগীর্ভির্বরমসুলভমভিযাচিতো যদমুষ্যাত্মজো ময়া সদৃশো ভূয়াদিতি। মমাহমেবাভিরূপঃ কৈবল্যাৎ। অথাপি ব্রহ্মবাদো ন মৃষা ভবিতুমর্হতি। মমৈব হি মুখং যদ্দ্বিজদেবকুলম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবানুবাচ,—অহো (বিস্ময়োঽহয়ং) বত (তুষ্টোঽহং বত অভিমন্ত্রণে ভূতেতোষে কৃপায়াং) ঋষয়ঃ, যৎ অমুষ্য (নাভেঃ) ময়া সদৃশঃ আত্মজঃ (পুত্রঃ) ভূয়াৎ ইতি (তৎ) অবিতথগীর্ভিঃ (সত্যবাগ্ভিঃ) ভবদ্ভিঃ অসুলভং (দুর্ল্লভম্ এব) বরম্ অভিযাচিতঃ (প্রার্থিত যতঃ) কৈবল্যাৎ (অদ্বিতীয়ত্বাৎ) মম অভিরূপঃ (সদৃশঃ) অহম্ এব (ভবামি) তথাপি (বরস্য দুর্ল্লভত্বে অপি) ব্রহ্মবাদঃ (ব্রাহ্মণানাং মন্মুখভূতানাং যুষ্মাকং বাদঃ বচনং) মৃষা (মিথ্যা) ভবিতুং নার্হতি হি (যস্মাৎ) যৎ দ্বিজদেবকুলং (দ্বিজেষু দেবা তপোবিদ্যাদিভিঃ দীব্যমানাঃ ইব যে ব্রাহ্মণাস্তেষাং কুলং) মমৈব মুখং (ভবতি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে ঋষিগণ, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইলাম। তোমরা সত্যবাক্। তোমরা যে এই নাভির মৎসদৃশ পুত্র হউক্—এইরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছ, ইহা বাস্তবিকই দুর্ল্লভ। কারণ আমি অদ্বিতীয় পুরুষ। আমার তুলনা আমিই, অন্য কেহ আমার অভিরূপ হইতে পারে না। যাহা হউক, ব্রাহ্মণগণের বাক্য মিথ্যা হওয়া উচিত নহে ; যেহেতু, দ্বিজগণের মধ্যে যাঁহারা তপোবিদ্যাদির দ্বারা দিব্যমান্, সেই ব্রাহ্মণগণই আমার মুখ ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—অবিতথগীর্ভিরমোঘবাগ্ভিঃ। অভিরূপঃ সদৃশঃ কৈবল্যাদিতি অহং খলু জগদীশ্বরঃ ন হি জগদীশ্বরোঽন্যঃ কশ্চিদস্তীত্যর্থঃ। দ্বিজেষু দেবা ইব ব্রাহ্মণাস্তেষাং কুলম্ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবিতথগীর্ভিঃ'—যাঁহাদের বাক্য কখনও নিষ্ফল হয় না, অর্থাৎ সত্যবাদী তোমাদের দ্বারা ('এই রাজার আমার সদৃশ পুত্রলাভ হউক'—এইরূপ দুর্ল্লভ বরই প্রার্থিত হইয়াছে)। 'অভিরূপঃ'— সদৃশ, 'কৈবল্যাৎ'— অদ্বিতীয়-হেতু, (অর্থাৎ আমি অদ্বিতীয় বলিয়া জগতে আমার তুল্য একমাত্র আমিই রহিয়াছি)। আমিই জগদীশ্বর, আমা ব্যতীত অন্য কেহ জগদীশ্বর নাই—এই অর্থ। 'দ্বিজদেব-কুলম্'—দ্বিজগণের মধ্যে যাঁহারা দেবতুল্য, সেই ব্রাহ্মণগণ (আমারই মুখস্বরূপ) ॥ ১৬ ॥

তথ্য—ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিঃ ৬।৮ ॥ গীঃ ৭।৭ ও ১১।৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ ॥ ১৬ ॥

তত্রাগ্নিধ্রীয়েঽংশকলয়াবতরিষ্যাম্যাত্মতুল্যমনুপলভমানঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) আত্মতুল্যম্ ঐশ্বর্য্যাদিভিঃ স্বসদৃশম্) অনুপলভমানঃ (মৎসদৃশম্ অন্যম্ অপশ্যন্ অহম্ এব) অংশকলয়া (স্বাংশেন) তত্র আগ্নিধ্রীয়ে আগ্নিধ্রপুত্রে নাভৌ নাভি সম্বন্ধিনি ক্ষেত্রে মেরুদেব্যাম্ ইত্যর্থঃ) অবতরিষ্যামি (পুত্ররূপেণ অবতীর্ণঃ ভবিষ্যামি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—আমি মত্তুল্য কোনও পুরুষ দেখিতে পাইতেছি না। অতএব আমিই অংশকলার দ্বারা আগ্নিধ্র-পুত্র নাভিরাজের অর্থাৎ নাভি-সম্বন্ধী-ক্ষেত্র মেরুদেবীতে পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইব ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—আগ্নীধ্রীয়ে আগ্নীধ্রপুত্রে ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আগ্নীধ্রীয়ে'—আগ্নীধ্র-পুত্র মহারাজ নাভিতে ॥ ১৭ ॥

তথ্য—নাস্তি বিষ্ণোঃ তম ইতি জানন্তোঽপ্যষয়ঃ সদা। তজ্জ্ঞাপনায় লোকানামন্যেষাং প্রার্থয়ন্ সমম্ ॥ ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ॥ ১৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি নিশাময়ন্ত্যা মেরুদেব্যাঃ পতিমভিধায়ান্তর্দধে ভগবান্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুক উবাচ,—ইতি (ইত্যেবং) মেরুদেব্যাঃ (নাভের্ভার্য্যায়াঃ) নিশাময়ন্ত্যাঃ (শৃণ্বন্ত্যাঃ সত্যাঃ সকাশে) পতিং (তস্যাঃ পতিং নাভিম্) অভিধায় (উক্ত্বা) ভগবান্ অন্তর্দ্দধে (অন্তর্হিতঃ বভূব) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—নাভিরাজকে ভগবান্ ইহা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। নাভিপত্নী মেরুদেবী স্বামীর পার্শ্বেই অবস্থিতা ছিলেন। সুতরাং তিনি ভগবানের সমস্ত কথাই শুনিতে পাইলেন ॥ ১৮ ॥

বর্হিষি তস্মিন্নেবং বিষ্ণুদত্ত ভগবান্ পরমর্ষিভিঃ প্রসাদিতো নাভেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া তদবরোধায়নে মেরুদেব্যাং ধর্ম্মান্ দর্শয়িতুকামো বাতবসনানাং শ্রমণানামৃষীণামূর্দ্ধমন্থিনাং শুক্লয়া তনুবাবততার ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ঋষভদেবাবির্ভাবো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(হে) বিষ্ণুদত্ত, (পরীক্ষিৎ,) তস্মিন্ বর্হিষি (যজ্ঞে) এবম্ (উক্তেন প্রকারেণ)। পরমর্ষিভিঃ (ঋষিশ্রেষ্ঠৈঃ) প্রসাদিতঃ (আরাধিতঃ) ভগবান্ ঊর্দ্ধমন্থিনাং (নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণাং) বাতবসনানাং (সন্ন্যাসিনাং) শ্রমণানাং (বানপ্রস্থানাম্) ঋষীণাং তত্তন্মন্ত্রদর্শনময়যাজ্ঞিকানাং গৃহস্থানামিত্যর্থঃ) ধর্ম্মান্ দর্শয়িতুকামঃ (স্বাচারেণ লোকেষু দর্শয়িতুম্ ইচ্ছন্ সন্) নাভেঃ (রাজ্ঞঃ) প্রিয়চিকীর্ষয়া (প্রিয়ং কর্ত্তুমিচ্ছয়া চ) তদবরোধায়নে (তস্য অবরোধায়নে অন্তঃপুরে) মেরুদেব্যাং নাভিভার্য্যায়াং) শুক্লয়া (শুদ্ধসত্ত্ব-রূপয়া) তনুবা (মূর্ত্ত্যা) অবততার (অবতীর্ণঃ বভূব) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে বিষ্ণুরাত, শ্রীভগবান্ সেই যজ্ঞে ঋষিশ্রেষ্ঠগণের দ্বারা উক্ত প্রকারে আরাধিত হইয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ তথা যাজ্ঞিক গৃহস্থদিগকে স্বীয় আচার দ্বারা তাহাদের ধর্ম্ম প্রদর্শনার্থ এবং নাভিরাজের প্রিয়সাধন-মানসে তাঁহার অন্তপুরে ভার্য্যা মেরুদেবীতে শুদ্ধসত্ত্বরূপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—হে বিষ্ণুদত্ত, তদবরোধায়নে তদন্তঃপুরস্থলে যা মেরুদেবী তস্যাং বাতবসনানাং দিগ্বাসসাং, দিগ্বাসসো বালা অপি ভবন্তীত্যত আহ—শ্রমণানাং তপস্বিনাম্। তথাভূতাঃ পাষণ্ডিনোঽপি ভবন্তীত্যত আহ—ঋষীণাং শাস্ত্রোক্তজ্ঞানবতাম্; তেষাং ব্রহ্মচর্য্যাদভ্রংশমাহ—ঊর্দ্ধমন্থিনামূর্দ্ধরেতসাং, শুক্লয়া শুদ্ধসত্ত্বরূপয়া তনুবা তন্বা ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে বিষ্ণুদত্ত! মহারাজ পরীক্ষিৎ! 'তদবরোধায়নে'—তাঁহার (নাভির) অন্তঃপুরস্থলে, 'মেরুদেব্যাং'—যে মেরুদেবী, তাহাতে (অর্থাৎ মেরুদেবীর গর্ভে)। 'বাতবসনানাং'—দিগ্বসনধারী, বালকগণও দিগম্বর (উলঙ্গ) থাকে,

তাহাতে বলিতেছেন—'শ্রমণানাং', তপস্বিগণের পাষণ্ডিগণও তপস্বী হইয়া থাকেন, তাহাতে বলিতেছেন—'ঋষীণাং'—শাস্ত্রোক্ত জ্ঞানিগণের। তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম হইতে অভ্রংশ বলিতেছেন—'উর্দ্ধমন্থিনাং'—উর্দ্ধরেতা, অর্থাৎ নৈষ্ঠিক সাধুগণের (ধর্ম্ম শিক্ষাদানের জন্য নাভির অন্তঃপুরে মেরুদেবীর গর্ভে) 'শুক্লয়া তনুবা'—বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি (ধারণ করিয়া ভগবান্ অবতীর্ণ হইলেন।) ॥ ১৭ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার পঞ্চম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫।৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে-পঞ্চম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।
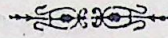
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

অথ হ তমুৎপত্ত্যৈবাভিব্যজ্যমানভগবল্লক্ষণং সাম্যোপশম-বৈরাগ্যৈশ্বর্য্য-মহাবিভূতিভিরনুদিনমেধমানানুভাবং প্রকৃতয়ঃ প্রজা ব্রাহ্মণা দেবতাশ্চাবনিতলসমবনায়াতিতরাং জগৃধুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্থ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নাভিপুত্র ঋষভদেবের একশত পুত্রের রাজ্য ও তাঁহাদের রাজত্বকালে প্রজাবর্গের আনন্দ বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ নিজ-অংশে নাভির পুত্ররূপে অবতীর্ণ হওয়ায় তেজঃ, প্রভাব, শক্তি, উৎসাহ ও কান্তি প্রভৃতি গুণে তাঁহার সদৃশ আর কেহ ছিলেন না; তজ্জন্য পিতা নাভি তাঁহার 'ঋষভ' নাম রাখিয়াছিলেন। ঋষভদেবের প্রভাব অতুলনীয় ছিল, তিনি যোগমায়া দ্বারা অজনাভ নামক মণ্ডলকে বৃষ্টিসমন্বিত করিয়া ইন্দ্রের স্পর্দ্ধা খর্ব্ব করিয়াছিলেন। নাভি স্বীয় বাসানানুসারে ভগবান্‌কে পুত্ররূপে পাইয়া অনুরাগভরে তাঁহার লালন-পালনাদি করিতে লাগিলেন। পরে ঋষভদেবের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সস্ত্রীক বদরিকাশ্রমে ভগবান্ বাসুদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ঋষভদেব লোকশিক্ষার্থ কিয়দ্দিন গুরুকুলে বাস করিলেন এবং গুরুর আজ্ঞায় সমাবর্ত্তন করিয়া ইন্দ্রদত্ত জয়ন্তী নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ ও তাহার গর্ভে একশত সন্তান উৎপাদন করেন। একশত পুত্রমধ্যে ভরত জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, তাঁহারই নাম হইতে এই বর্ষের নাম 'ভারতবর্ষ' হইয়াছে। অবশিষ্ট পুত্রদিগের মধ্যে কুশাবর্ত্ত, ইলাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক, বিদর্ভ এবং কীকট এই নয়জন জ্যেষ্ঠ। ইঁহাদের পরবর্ত্তী কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস, করভাজন এই নয়জন ভাগবতধর্ম্ম প্রকাশক ও মহাভাগবত। ইঁহাদের চরিত্র একাদশস্কন্ধে বসুদেব-নারদ-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ ঋষভদেব লোকশিক্ষার জন্য স্বয়ং বহু যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি নিজ পুত্রদিগকেও প্রজাপালনাদি বিষয়ে সৎশিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুক উবাচ,—অথ হ (অবতারানন্তরং) প্রকৃতয়ঃ (অমাত্যাদয়ঃ) প্রজাঃ, ব্রাহ্মণাঃ, দেবতাঃ চ উৎপত্ত্যৈবাভিব্যজ্যমানভগবল্লক্ষণম্ (উৎপত্ত্যা জন্মনা স্বতঃএব অভিব্যজ্যমানানি প্রকাশিতানি ভগবতঃ লক্ষণানি পাদতলাদিষু বজ্রাঙ্কুশাদীনি চিহ্নানি যস্য তং) সাম্যোপশম-বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যমহাবিভূতিভিঃ (সাম্যং সর্ব্বভূতেষু সমতা উপশমঃ শান্ততা ইন্দ্রিয়নিগ্রহশ্চ বৈরাগ্যং বিষয়বৈতৃষ্ণ্যং ঐশ্বর্য্যম্ অলৌকিকসামর্থ্যং মহাবিভূতিঃ সর্ব্বসম্পত্তিঃ তৈঃ সহ) অনুদিনং (প্রতিদিনম্) এধমানানুভাবং (এধমানঃ বর্দ্ধমানঃ অনুভাবঃ প্রভাবঃ যস্য তং তাদৃশং পুত্ররূপেণ জাতং ভগবন্তম্) অবনিতল-

সমবনায় (অবনিতলস্য পৃথিব্যাঃ সমবনায় পরিপাল-নায়) অতিতরাং জগৃধুঃ (অভিকাঙ্ক্ষন্তি স্ম) ॥ ১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ভূমিষ্ঠ হইবা-মাত্রই নাভিনন্দনের পাদতলাদিতে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি ভগবচ্চিহ্নসমূহ প্রকাশিত হইল। অনন্তর সর্ব্বভূতে সমতা, শান্ততা ও জিতেন্দ্রিয়তা, তথা বিষয়-বিতৃষ্ণা, অলৌকিক সামর্থ্য প্রভৃতি সর্ব্বসম্পত্তির সহিত প্রতিদিন তাঁহার প্রভাব পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অতএব প্রজাবর্গ, ব্রাহ্মণগণ, দেবতাগণ এবং অমাত্যাদিসকলেই ঐকান্তিক অভিলাষ করিলেন যে, তিনি ভূমণ্ডল পরিপালনে প্রবৃত্ত হন ॥ ১॥

বিশ্বনাথ—

চতুর্থে পুত্রশতকং ভরতপ্রবরং প্রভুঃ।

জনয়িত্বা ব্যধাদ্রাজ্যং প্রজানাং সার্ব্বকামিকম্ ॥০

জগৃধুরভিচকাঙ্ক্ষুঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান্ ঋষভদেব ভরত-প্রমুখ শত পুত্রের জন্ম প্রদান করতঃ প্রজাদিগের সর্ব্বাভিলাষপূরক রাজ্য পালন করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'জগৃধুঃ'—(প্রজাবর্গ ও ব্রাহ্মণাদি সকলে ইনি পৃথিবীর অধিপতি হউন—এইরূপ) একান্ত আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

তস্য হ বা ইত্থং বর্ম্মণা বরীয়সা বৃহৎশ্লোকেন চৌজসা বলেন শ্রিয়া যশসা বীর্য্যশৌর্য্যাভ্যাঞ্চ পিতা ঋষভঃ ইতীদং নাম চকার ॥ ২॥

অন্বয়ঃ—তস্য হ বা (জাতস্য পুত্রস্য) ইত্থং (সত্ত্বপ্রধানেন) বরীয়সা শ্রেষ্ঠতমেন বৃহৎশ্লোকেন (বৃহন্তঃ-শ্লোকাঃ পদ্যানি কবীনাং যস্মিন্ তেন বিপুলগুণ-সম্পন্নেন) বর্ম্মণা (দেহেন) ওজসা (তেজসা) বলেন শ্রিয়া (চ শোভাতিশয়েন চ) যশসা (কীর্ত্যা) বীর্য্য-শৌর্য্যাভ্যাঞ্চ (বীর্য্যেণ প্রভাবাতিশয়েন শৌর্য্যেণ উৎ-সাহেন মনসঃ সামর্থ্যেন চ হেতুনা পরমশ্রেষ্ঠত্বাৎ) পিতা (তস্য পিতা নাভিঃ) ঋষভঃ ইতি ইদং নাম চকার ॥ ২ ॥

অনুবাদ—সেই নাভিনন্দনের এইরূপ সত্ত্বপ্রধান, কবিকুলের বর্ণনযোগ্য বিপুলগুণসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠতম দেহ, তেজ, বীর্য্য, শোভাতিশয্য, কীর্ত্তি, প্রভাব ও উৎসাহাতিশয্য দর্শনে তাঁহাকে পরমশ্রেষ্ঠ পুরুষ ধারণা করিয়া তাঁহার পিতা নাভিরাজ 'ঋষভ' (শ্রেষ্ঠ)—এই নামে তাঁহার নামকরণ করিলেন ॥ ২॥

বিশ্বনাথ—বর্ম্মণা দেহেনেত্যস্য বিশেষণদ্বয়ং বরীয়সা শ্রেষ্ঠেন বৃহন্তঃ শ্লোকাঃ কবীনাং যস্মিন্ তেন, বীর্য্যং প্রভাবঃ, শৌর্য্যমুৎসাহঃ। ঋষভ ইতি শ্রেষ্ঠত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বর্ম্মণা'—দেহের দ্বারা, ইহার দুইটি বিশেষণ—'বরীয়সা'—শ্রেষ্ঠের দ্বারা, এবং 'বৃহৎশ্লোকেন'—যাহাতে কবিগণের বর্ণনীয় পদ্যদ্বারা বিশাল যশোরাশি নিবদ্ধ রহিয়াছে। বীর্য্য বলিতে প্রভাব এবং শৌর্য্য উৎসাহ। অতিশ্রেষ্ঠ বলিয়া 'ঋষভ'—এই নামকরণ, এই অর্থ ॥ ২ ॥

যস্য হি ইন্দ্রঃ স্পর্দ্ধমানো ভগবান্ বর্ষে ন ববর্ষ, তদবধার্য্য ভগবানৃষভদেবো যোগেশ্বরঃ প্রহস্যাত্ম-যোগমায়য়া স্বং বর্ষমজনাভং নামাভ্যবর্ষৎ ॥ ৩॥

অন্বয়ঃ—(যদা) স্পর্দ্ধমানঃ (ঋষভেন সহ বিরোধ-মাচরন্) ভগবান্ ইন্দ্রঃ যস্য বর্ষে (মণ্ডলে, ভারতবর্ষে) ন ববর্ষ (ন ববর্ষ বৃষ্টিং নিরুদ্ধবান্ তদা) (তস্য) তদবধার্য্য (তৎ ইন্দ্রকৃতম্ অবমর্ষণং জ্ঞাত্বা) যোগে-শ্বরঃ ভগবান্ ঋষভদেবঃ প্রহস্য আত্মযোগমায়য়া (স্বশক্ত্যা) অজনাভং নাম স্বং বর্ষম্ (অজনাভ সংজ্ঞং) অভ্যবর্ষৎ (বর্ষণং কৃতবান্) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—যেকালে (ঋষভের সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য) স্পর্দ্ধা করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী ইন্দ্র ঋষভ-দেবের মণ্ডলে বৃষ্টিবর্ষণ হইতে বিরত হইলেন, তখন যোগেশ্বর ভগবান্ ঋষভদেব ইন্দ্রের অভিপ্রায় অবধারণ করিতে পারিয়া (অবজ্ঞাসূচক) ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং স্বীয় শক্তিপ্রভাবেই আপনার অজনাভ-সংজ্ঞক মণ্ডলকে বৃষ্টি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সিঞ্চিত করিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—অজঃ শ্রীঋষভদেবঃ নাভিস্তৎ-পিতা তাভ্যাং রক্ষিতত্বাদজনাভসংজ্ঞমিত্যর্থঃ। বৃদ্ধ্যাভাব আর্ষঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অজনাভং বর্ষং'—অজনাভ

বর্ষ নামক নিজ রাজ্য, অজ বলিতে ভগবান্ শ্রীঋষভদেব এবং তাঁহার পিতা নাভি, তাঁহাদের দ্বারা রক্ষিত বলিয়া 'অজনাভ'—এই সংজ্ঞা, এই অর্থ। এখানে আর্ষ-প্রয়োগ বলিয়া বৃদ্ধির অভাব হইয়াছে (অর্থাৎ বৃদ্ধি হইলে 'আজনাভ'—এইরূপ হইত) ॥ ৩ ॥

মধ্ব—

দুষ্টানাং মোহনার্থায় যজ্ঞ ইন্দ্রপদে স্থিতঃ।
পস্পর্ধ ঋষভেনৈব স্বরূপেণ হরিঃ স্বয়ম্ ॥

ইতি বারাহে ॥ ৩ ॥

নাভিস্তু যথাভিলষিতং সুপ্রজাস্ত্বমবরুধ্যাতিপ্রমোদভরবিহ্বলো গদ্‌গদাক্ষরয়া গিরা স্বৈরং গৃহীতনরলোকসধর্ম্মং ভগবন্তং পুরাণপুরুষং মায়াবিলসিতমতির্বৎস তাতেতি সানুরাগমুপলালয়ন্ পরাং নির্ব্বৃতিমুপগতঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—নাভিস্তু যথা অভিলষিতং (কামিতং তাদৃশং স্বাভিলাষানুরূপং) সুপ্রজাস্ত্বং (শোভনা প্রজা যস্য সঃ সুপ্রজাঃ তস্য ভাব সুপ্রজস্ত্বং ভগবদবতাররূপসৎ পুত্রবত্বম্) অবরুধ্য (প্রাপ্য) অতি প্রমোদভরবিহ্বলঃ (প্রহর্ষাতিশয়েনবিহ্বলং চিত্তঃ) মায়াবিলসিতমতিঃ (অতএব ভগবন্মায়য়া স্বপুত্র ইতি বিলসিতা মতির্যস্য সঃ মায়ামোহিতঃ চিত্তঃ) হে বৎস (হে) তাত, ইতি (ইত্যেবং) গদ্‌গদাক্ষরয়া (স্খলিতবর্ণয়া) গিরা (ভাষয়া) স্বৈরং (স্বেচ্ছয়া) গৃহীতনরলোকসধর্ম্মং (গৃহীত-নরলোকসমানধর্ম্মঃ মনুষ্য ব্যবহারঃ যেন তং) পুরাণপুরুষং (পুরাপি নবঃ পুরাণঃ তং পুরুষং) ভগবন্তং সানুরাগম্ (অনুরাগেণ সহ বর্ত্তমানং যথা স্যাৎ তথা) উপলালয়ন্ (লালনপালনাদিকং কুর্ব্বন্) পরাং নির্ব্বৃতিম্ (আনন্দম্) উপগতঃ (প্রাপ্তঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—নাভিরাজও স্বাভীষ্টানুরূপ সৎপুত্র লাভ করিয়া আনন্দাতিশয্যে বিহ্বলচিত্ত হইলেন। অতএব ভগবন্মায়া-প্রভাবে—"আমার পুত্র"—এইরূপ মায়ামুগ্ধচিত্ত হইয়া যে ভগবান্ পুরাণ-পুরুষ স্বেচ্ছাবশতঃ (তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে, ভক্তবাৎসল্য-হেতু) নরলোকের সদৃশধর্ম্ম স্বীকার (প্রকট) করিয়াছেন, সেই ভগবান্‌কে—'হে বৎস', 'হে তাত'—এইরূপ গদ্‌গদ-অক্ষরসংযুক্ত বাক্যে অনুরাগভরে লালনপালনাদি করিতে লাগিলেন এবং তাহার দ্বারাই পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—অবরুদ্ধ্য প্রাপ্য, মায়য়া পুত্রজ্ঞানেন বিলাসিতা মতির্যস্য সঃ। স্যান্মায়া শাম্বরী-বুদ্ধ্যোরিতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবরুদ্ধ্য'—(ভগবদবতাররূপ সৎপুত্র) প্রাপ্ত হইয়া। 'মায়া-বিলসিত-মতিঃ'—শ্রীভগবানের মায়ার দ্বারা ইনি আমার পুত্র—এইরূপ বুদ্ধি যাঁহার, সেই নাভি। ত্রিকাণ্ডশেষে উক্ত আছে—মায়া শব্দে শাম্বরী (ইন্দ্রজাল) ও বুদ্ধি অর্থ ॥ ৪ ॥

বিদিতানুরাগমাপৌরপ্রকৃতি জনপদো রাজা-নাভিরাত্মজং সময়সেতুরক্ষায়ামভিষিচ্য ব্রাহ্মণেষূপনিধায় সহ মেরুদেব্যা বিশালায়াং প্রসন্ননিপুণেন তপসা সমাধিযোগেন নরনারায়ণাখ্যং ভগবন্তং বাসুদেবমুপাসীনঃ কালেন তন্মহিমানমবাপ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—রাজা নাভিঃ জনপদঃ (জনাঃ পৌরাদয়ঃ পদম্ আত্মজাভিষেকে প্রমাণং যস্য সঃ) আপৌরপ্রকৃতি (পৌরান্ প্রকৃতীশ্চাভিব্যাপ্য) বিদিতানুরাগং (বিদিতঃ অনুরাগঃ যস্মিন্ তং পৌরবাসিপ্রভৃতীনাম্) অনুরাগভাজনম্) আত্মজং (পুত্রম্ ঋষভং) সময়সেতুরক্ষায়াং (বেদোক্তপ্রজাপালনাদিরূপ ধর্ম্মমর্য্যাদারক্ষার্থং রাজ্যে) অভিষিচ্য (তং) ব্রাহ্মণেষূপনিধায় (ব্রাহ্মণানাম্ উৎসঙ্গে নিধায় স্বয়ং) মেরুদেব্যা (স্বভার্য্যয়া) সহ বিশালায়াং (বদরিকাশ্রমে) প্রসন্ননিপুণেন (প্রসন্নং প্রসাদযুক্তং নিপুণঞ্চ তীব্রং তেন তাদৃশেন) তপসা সমাধিযোগেন (চ ভগবৎসমাধিরূপেণ উপায়েন) নরনারায়ণাখ্যং ভগবন্তং বাসুদেবম্ উপাসীনঃ (সেবমানঃ) কালেন (যথাকালেন) তৎ মহিমানং (তস্যৈব মহিমা যত্র তং বৈকুণ্ঠং) অবাপ (প্রাপ্তবান্) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—নাভিরাজ পুরবাসী প্রভৃতি প্রজাবর্গের মতকেই প্রমাণস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। সুতরাং তিনি স্বীয় পুত্রের প্রতি পুরবাসিগণের ও মন্ত্রিবর্গের অনুরাগ আছে জানিতে পারিয়া, আত্মজ ঋষভদেবকে ধর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষার্থ রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণগণের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক স্বয়ং ভার্য্যা মেরুদেবীর সহিত

বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন এবং তথায় ভগবৎ-প্রসন্নতা-বিধানকারিণী তীব্র তপস্যা ও সমাধিযোগে নরনারায়ণাখ্য ভগবান্ বাসুদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং যথাকালে ভগবন্মহিমাক্ষেত্র শ্রীবৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—আপৌর-প্রকৃতি পৌরান্ প্রকৃতীশ্চাভি-ব্যাপ্য। বিদিতোঽনুরাগো যস্মিংস্তং, কথম্ভূতো নাভিঃ, জনপদঃ জনাঃ পৌরাদয় এব পদং আত্মজাভিষেকে প্রমাণং যস্য সঃ। সময়ানাং সদাচারাণাং যা যা মর্য্যাদা-স্তদ্রক্ষণায়, বিশালায়াং বদরিকাশ্রমে প্রসন্নেন সর্ব্বত্র প্রসাদবতা সর্ব্বসুখদেনেত্যর্থঃ। নিপুণেন ফলসাধনসামর্থ্যেন। তস্যৈব মহিমা যত্র তং বৈকুণ্ঠম্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'আপৌর-প্রকৃতি'— পুরজন ও প্রজাবর্গ সকলেরই, 'বিদিতানুরাগং'—নিজ পুত্রে (সকলেরই) অনুরাগ রহিয়াছে, ইহা জানিয়া। নাভি কিরূপ ? তাহাতে বলিতেছেন—'জন-পদঃ'—পৌর-জনই 'পদ' বলিতে নিজপুত্রের অভিষেকে প্রমাণ যাঁহার, তিনি। 'সময়সেতু-রক্ষায়াম্'—সময় বলিতে সদাচার-সকলের যে যে মর্য্যাদা, তাহার রক্ষণের জন্য (পুত্রকেই রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া)। 'বিশা-লায়াং'—বদরিকাশ্রমে (বিশাল নামক সরস্বতী-তীর-বর্ত্তী তীর্থবিশেষে)। 'প্রসন্ন-নিপুণেন'—প্রসন্ন বলিতে প্রসাদযুক্ত অর্থাৎ সকলের সর্ব্ববিষয়ে সুখপ্রদ, এই অর্থ এবং 'নিপুণ'—বলিতে ফলসাধনে সামর্থ্য (কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন)। 'তন্মহিমানম্'—সেই ভগবানেরই মহিমা যেখানে, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ-লোক প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫ ॥

তথ্য—"মহিমা" জীবন্মুক্তি (শ্রীধর); ছান্দোগ্যো-ল্লিখিত মুক্তস্বরূপের অষ্ট লক্ষণের [অর্থাৎ অপহত-পাপ (মায়ার অবিদ্যাদি পাপবৃত্তিসম্বন্ধশূন্য), বিজর (জরাধর্ম্মরহিত নিত্যনূতন), বিমৃত্যু (আর পতন হয় না), বিশোক (সুখদুঃখাদিরহিত), বিজিঘৎস (ভোগবাসনারহিত), অপিপাতা (অন্যাভিলাষশূন্য—কেবল প্রিয়তমের সেবা ব্যতীত আর কিছুই চান না), সত্যকাম (কৃষ্ণ সেবোপযুক্ত কামনা), সত্য-সংকল্প (যাহা বাসনা করেন, তাহা সিদ্ধ হয়)] আবির্ভাব (শ্রীবীররাঘব); বৈকুণ্ঠ (শ্রীবিশ্বনাথ); সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ ভগবানের সমান ধর্ম্মপ্রাপ্তি (শ্রীশুকদেব); জরামরণাদিরাহিত্যলক্ষণ, পরন্তু স্রষ্টৃত্বাদি লক্ষণ নহে ॥ ৫॥

যস্য হ পাণ্ডবেয় শ্লোকাবুদাহরন্তি—
কো নু তৎ কর্ম্ম রাজর্ষের্নাভেরন্বাচরেৎ পুমান্।
অপত্যতামগাদ্ যস্য হরিঃ শুদ্ধেন কর্ম্মণা ॥ ৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) পাণ্ডবেয়, যস্য (নাভেঃ যশোবর্ণনপ্রসঙ্গে পুরাবিদঃ) দ্বৌ শ্লোকৌ উদাহরন্তি (পঠন্তি) কোনু (পুমান্) তৎ (তস্য) রাজর্ষেঃ নাভেঃ কর্ম্ম অনু (তদন্তরং) আচরেৎ (কর্ত্তুং শক্নুয়াৎ ন কোঽপি ইত্যর্থঃ) যস্য (নাভেঃ) শুদ্ধেন কর্ম্মণা (ভক্ত্যা যজ্ঞানুষ্ঠানেন) হরিঃ (স্বয়ম্ এব) অপত্যতাম্ (পুত্রত্বম্) অগাৎ (গতবান্) ॥ ৬॥

অনুবাদ—হে পাণ্ডবেয়, এই নাভিরাজের যশো-বর্ণন প্রসঙ্গে পুরাবিদ্গণ দুইটী শ্লোক পাঠ করিয়া থাকেন—"আর কোন্ ব্যক্তিই বা রাজর্ষি নাভির কর্ম্ম অনুবর্ত্তন করিতে সমর্থ ? যাঁহার বিশুদ্ধ-যজ্ঞানুষ্ঠানে আকৃষ্ট হইয়া স্বয়ং শ্রীহরি তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন ॥ ৬॥

বিশ্বনাথ—শুদ্ধেন কর্ম্মণা ভক্তিযোগেন ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শুদ্ধেন কর্ম্মণা'—বিশুদ্ধ কর্ম্ম বলিতে ভক্তিযোগ, তাহার দ্বারা ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মণ্যোঽন্যঃ কুতো নাভের্বিপ্রা মঙ্গলপূজিতাঃ।
যস্য বর্হিষি যজ্ঞেশং দর্শয়ামাসুরোজসা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—নাভেঃ (নাভিং বিনা) অন্যঃ (তৎসদৃশঃ) ব্রহ্মণ্যঃ (ব্রাহ্মণভক্তঃ) কুতঃ (কুত্রাস্তি ?) যস্য বর্হিষি (যজ্ঞে) মঙ্গলপূজিতাঃ (মঙ্গলৈঃ দক্ষিণা-দিভিঃ পূজিতাঃ সন্তঃ) বিপ্রাঃ (ব্রাহ্মণাঃ) ওজসা (মন্ত্রবলেন) যজ্ঞেশং (ভগবন্তং) দর্শয়ামাসুঃ (দর্শিতবন্তঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—রাজর্ষি নাভি ব্যতীত তাঁহার সমান ব্রাহ্মণ-ভক্তই বা আর কোথায় ? যাঁহার যজ্ঞে দক্ষিণা-দিদ্বারা পূজিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রবলে যজ্ঞেশ্বর ভগবান্‌কে প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—মঙ্গলং যথাস্যাত্তথা দক্ষিণাদিভিঃ প্রসাদিতাঃ। ভক্তত্বান্মঙ্গলেনৈব কর্ত্রা পূজিতা ইতি বা, ওজসা ভক্তিবলেন ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'মঙ্গল-পূজিতাঃ' — মঙ্গল যেরূপে হয়, সেইরূপে দক্ষিণা প্রভৃতির দ্বারা ব্রাহ্মণগণ প্রসাদিত হইয়াছিলেন। অথবা—রাজর্ষি নাভি ভক্ত বলিয়া স্বয়ং মঙ্গল কর্ত্তৃকই বিপ্রগণ পূজিত হইয়াছিলেন। 'ওজসা'—বলিতে ভক্তিবলের দ্বারা (ব্রাহ্মণগণ যাঁহার যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরিকে প্রদর্শন করাইয়াছিলেন।) ॥ ৭ ॥

অথ হ ভগবানৃষভদেবঃ স্বং বর্ষং কর্ম্মক্ষেত্রমনুমন্যমানঃ প্রদর্শিতগুরুকুলবাসো লব্ধবরৈর্গুরুভিরনুজ্ঞাতো গৃহমেধিনাং ধর্ম্মাননুশিক্ষমাণো জয়ন্ত্যামিন্দ্রদত্তায়ামুভয়লক্ষণং কর্ম্ম সমাম্নায়াম্নাতমভিযুঞ্জন্নাত্মজানামাত্মসমানানাং শতং জনয়ামাস ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (পিতরি প্রস্থিতে সতি) ভগবান্ ঋষভদেবঃ স্বং বর্ষম্ (অজনাভখণ্ডং) কর্মক্ষেত্রং কর্ম্মানুষ্ঠানভূমিম্ অনুমন্যমানঃ (জানন্) গৃহমেধিনাং (গৃহস্থানাং) ধর্ম্মান্ অনুশিক্ষমাণঃ (অনুশিক্ষয়ন্) প্রদর্শিতগুরুকুলবাসঃ অন্যেষাং গ্রহণায় প্রদর্শিতঃ গুরুকুলে বাসঃ যেন সঃ) লব্ধবরৈঃ (প্রাপ্তদক্ষিণৈঃ) গুরুভিঃ অনুজ্ঞাতঃ (সন্) সমাম্নায়াম্নাতং (শাস্ত্রবিহিতম্) উভয়লক্ষণং (শ্রৌতং স্মার্ত্তং চ) কর্ম্ম অভিযুঞ্জন্ (অনুতিষ্ঠন্) ইন্দ্রদত্তয়াম্ (ইন্দ্রেণ দত্তায়াং) জয়ন্ত্যাং (নাম স্বভার্য্যায়াম্) আত্মসমানানাং (স্বযোগ্যানাম্ আত্মজানাং (পুত্রাণাং) শতং জনয়ামাস (উৎপাদয়ামাস) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পিতা প্রস্থান করিলে ভগবান্ ঋষভদেব স্বীয় মণ্ডলকে কর্মানুষ্ঠান-ভূমি বোধ করিয়া গৃহস্থগণের ধর্ম্মসমূহ আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষাপ্রদান করিবার জন্য গুরুকুলে বাস প্রদর্শন করিলেন (অর্থাৎ) ঋষভদেবের গুরুকুলবাসাদির কোনও আবশ্যকতা ছিল না, কারণ তিনি পুরাণ-পুরুষ ভগবান্; কিন্তু—"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়"—এই ন্যায়াবলম্বনে তিনি গৃহধর্ম্মযাজীর প্রথমে গুরুকুলে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাদি পালন করা অত্যাবশ্যক—ইহা গৃহমেধীয় জীববৃন্দকে শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং গুরুকুলে বাস স্বীকার করিলেন। অনন্তর গুরুদক্ষিণা প্রদান-পূর্ব্বক গুরুবর্গের আদেশ-প্রাপ্ত হইয়া শাস্ত্রবিহিত শ্রৌত ও স্মার্ত্ত-কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন এবং ইন্দ্রপ্রদত্ত জয়ন্তী-নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে আত্মতুল্য শতপুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—অনুমন্যমানো জানন্। প্রদর্শিতেত্যন্যেষাং গ্রহণায়েত্যর্থঃ। লব্ধবরৈর্লব্ধদক্ষিণৈঃ, অনুশিক্ষমাণঃ শিক্ষয়ন্ উভয়বিধং শ্রুতিস্মৃতিলক্ষণম্ উভয়লক্ষণমিতি পাঠঃ। সম্যগাম্নায়েন ব্রাহ্মণোপদেশেনাম্নাতমভ্যস্তং অভিযুঞ্জন্ অনুতিষ্ঠন্ "আম্নায়ো নিগমেঽপি চ। উপদেশেঽপি" ইতি মেদিনী ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'অনুমন্যমানঃ'— জানিয়া অর্থাৎ নিজ রাজ্যকেই কর্ম্মক্ষেত্র জ্ঞান করিয়া। 'প্রদর্শিত' ইত্যাদি—অপরকে (গুরুকুলবাসের প্রয়োজনীয়তা) জানাইবার জন্য। 'লব্ধবরৈঃ'—দক্ষিণা-লব্ধ গুরুবর্গের অনুমতি অনুসারে। 'অনুশিক্ষমাণঃ'--গৃহস্থগণের ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য। 'উভয়বিধ'--বলিতে শ্রুতি (বেদ) ও স্মৃতি উভয়বিধ শাস্ত্র-সম্মত কর্ম্ম। এইস্থলে 'উভয়লক্ষণং'--এইরূপ পাঠান্তর আছে। 'সমাম্নায়াম্নাতম্'—সম্যক্ 'আম্নায়' বলিতে ব্রাহ্মণের উপদেশের দ্বারা আম্নাত অর্থাৎ অভ্যস্ত কর্ম্ম, 'অভিযুঞ্জন্'--অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। মেদিনী অভিধানে উক্ত আছে—আম্নায় শব্দে বেদ এবং উপদেশ বুঝায় ॥ ৮ ॥

যেষাং খলু মহাযোগী ভরতো জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠগুণ আসীদ্ যেনেদং বর্ষং ভারতমিতি ব্যপদিশন্তি ॥ ৯ ॥

অন্বয়—যেষাং (পুত্রাণাং মধ্যে) খলু শ্রেষ্ঠগুণঃ মহাযোগী ভরতঃ জ্যেষ্ঠঃ আসীৎ। যেন (ভরতেন হেতুনা) ইদং বর্ষং ভারতমিতি ব্যপদিশন্তি (সর্ব্বে জনাঃ ভারতম্ ইতি বদন্তি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ঋষভদেবের পুত্রগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠগুণ সম্পন্ন মহাযোগী ভরত জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে এই বর্ষকে ভারতবর্ষ বলিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

তমনু কুশাবর্ত্ত ইলাবর্ত্তো ব্রহ্মাবর্ত্তো মলয়ঃ কেতুর্ভদ্রসেন ইন্দ্রস্পৃগ্ বিদর্ভঃ কীকট ইতি নব নবতিপ্রধানাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—তং (ভরতম্) অনু (কনিষ্ঠাঃ ইত্যর্থঃ) কুশাবর্ত্তঃ ইলাবর্ত্তঃ ব্রহ্মাবর্ত্তঃ মলয়ঃ কেতুঃ ভদ্রসেনঃ ইন্দ্রস্পৃক্ বিদর্ভঃ কীকটঃ ইতি (কুশাবর্ত্তাদয়) নব (নবপুত্রাঃ) নবতিপ্রধানাঃ (নবতেঃ নবতিসংখ্যকেভ্যঃ পুত্রেভ্যঃ জ্যেষ্ঠাঃ প্রধানাঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—তাঁহার (ভরতের) কনিষ্ঠ যে নব-নবতিসংখ্যক ভ্রাতা অবশিষ্ট রহিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কুশাবর্ত্ত, ইলাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক্, বিদর্ভ ও কীকট এই নয়জন জ্যেষ্ঠ ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—তং ভরতমনু ভরতস্য কনিষ্ঠা ইত্যর্থঃ। নবতি প্রধানাঃ নবতের্জ্যেষ্ঠা ইত্যর্থঃ। পুংস্ত্বমার্ষম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তম্ অনু'—ভরতের কনিষ্ঠ কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ, এই অর্থ। 'নবতি-প্রধানাঃ'—এই নয় জন অবশিষ্ট নব্বই জনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ—এই অর্থ। এখানে 'প্রধানাঃ'—এই পুংলিঙ্গ আর্ষ-প্রয়োগ (কারণ প্রধান শব্দ অজহৎ লিঙ্গ বলিয়া ক্লীবলিঙ্গ) ॥ ১০ ॥

কবির্হবিরন্তরীক্ষঃ প্রবুদ্ধঃ পিপ্পলায়নঃ।
আবির্হোত্রোঽথ দ্রুমিলশ্চমসঃ করভাজনঃ॥
ইতি ভাগবতধর্ম্মদর্শনা নব মহাভাগবতাস্তেষাং সুচরিতং ভগবন্মহিমোপবৃংহিতং বসুদেবনারদসংবাদ-মুপশমায়নমুপরিষ্টাদ্বর্ণয়িষ্যামঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—কবিঃ হবিঃ অন্তরীক্ষঃ প্রবুদ্ধ পিপ্পালায়নঃ আবির্হোত্রঃ অথ দ্রুমিলঃ চমসঃ করভাজনঃ ইতি (কব্যাদয়ঃ) ভাগবতধর্ম্মদর্শনাঃ (ভাগবতধর্ম্ম-প্রদর্শকাঃ) নব (নবসংখ্যকাঃ) মহাভাগবতাঃ (ভগবদ্ভক্তাঃ পুত্রাঃ জাতাঃ) (ভগবদ্ভক্তানাং নবপুত্রাণাং) তেষাং ভগবন্মহিমোপবৃংহিতং (ভগবতঃ বাসুদেবস্য মহিম্না উপবৃংহিতং শোভমানম্) উপশমায়নং (চিত্ত শান্তিহেতুকং) বসুদেব-নারদ-সংবাদং (বসুদেব-নারদয়োঃ সংবাদঃ যস্মিন্ তৎ তাদৃশম্) সুচরিতং (বৃত্তান্তং) উপরিষ্টাৎ (একাদশস্কন্ধে) বর্ণয়িষ্যাম ॥১১॥

অনুবাদ—ইঁহাদিগের পরবর্ত্তী কবি, হবি, অন্ত-রীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন,—এই নয়জন মহাভাগবত। এই সকল মহাভাগবতের সুচরিত্র ভগবান্ বাসুদেব মহিমা দ্বারা পরিপুষ্ট ও সুশোভিত ; আমি চিত্তের শান্তিবিধানকারী ইঁহাদের সেই সুচরিত (একাদশ-স্কন্ধে) বসুদেব-নারদ-সংবাদে বর্ণন করিব ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—উপরিষ্টাদেকাদশস্কন্ধে ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপরিষ্টাৎ'—পূর্ব্বে অর্থাৎ একাদশ স্কন্ধে (কবি, হবি প্রভৃতি নব যোগীন্দ্রের কথা বলা হইবে।) ॥ ১১ ॥

যবীয়াংস একাশীতির্জায়ন্তেয়াঃ পিতুরাদেশকরা মহাশালীনা মহাশ্রোত্রিয়া যজ্ঞশীলাঃ কর্ম্মবিশুদ্ধা ব্রাহ্মণা বভূবুঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) যবীয়াংসঃ (কনিষ্ঠাঃ একাশীতিঃ (একাশীতিসংখ্যকাঃ) জায়ন্তেয়াঃ (জয়ন্তীপুত্রাঃ) পিতুঃ ঋষভস্য আদেশকরাঃ (আজ্ঞানুসারিণঃ) মহাশালীনাঃ (অতি বিনীতাঃ) মহাশ্রোত্রিয়াঃ (বেদে নিপুণাঃ) যজ্ঞশীলাঃ (যজ্ঞেশীলং স্বভাবঃ যেষাং তে তাদৃশাঃ) কর্ম্ম বিশুদ্ধাঃ (সদাচারেণ পূতাঃ) ব্রাহ্মণাঃ বভূবুঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—(পূর্ব্বোক্ত ঊনবিংশতি পুত্রের) কনিষ্ঠ, ঋষভের ঔরসে জয়ন্তীর গর্ভজাত একাশীতিসংখ্যক পুত্র পিতা-ঋষভদেবের আজ্ঞানুসারী, অতিশয় বিনীত বেদনিপুণ, যজ্ঞপরায়ণ ও সদাচাররত ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—মহাশালীনা অতিবিনীতাঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহাশালীনাঃ' — অতিশয় বিনীত ॥ ১২ ॥

ভগবানৃষভসংজ্ঞ আত্মতন্ত্রঃ স্বয়ং নিত্যনিবৃত্তা-নর্থপরম্পরঃ কেবল আনন্দানুভব ঈশ্বর এব বিপরীতবৎ কর্ম্মাণ্যারভমাণঃ কালেনানুগতং ধর্ম্ম-মাচরণেনোপশিক্ষয়ন্নতদ্বিদাং সম উপশান্তো মৈত্রঃ

কারুণিকো ধর্ম্মার্থযশঃপ্রজানন্দামৃতাবরোধেন গৃহেষু লোকং নিয়ময়ৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—ঋষভসংজ্ঞঃ ভগবান্ আত্মতন্ত্রঃ (স্বতন্ত্রঃ কর্ম্মানধীনঃ যতঃ) কেবলঃ (অদ্বিতীয়ঃ) আনন্দানুভবঃ (সচ্চিদানন্দরূপঃ অতএব) নিত্যনিবৃত্তানর্থপরম্পরঃ (নিত্যং নিবৃত্তা জন্মমরণাদি অনর্থপরম্পরা যস্মাৎ সঃ) উপশান্তঃ (রাগলোভাদিদোষরহিতঃ) সমঃ (সর্ব-প্রাণিষু পক্ষপাতরহিতঃ) কারুণিকঃ (সর্বেষু ভূতেষু করুণাবান্) মৈত্রঃ (সর্বেষাং হিতাচরণে প্রযত্নবান্ এবম্ভূতঃ) স্বয়ম্ ঈশ্বরঃ এব (সন্) বিপরীতবৎ (অনীশ্বরবৎ) কর্ম্মাণ্যারভমানঃ (বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপাণি কুর্ব্বন্) কালেন (কালবশাৎ) অনুগতম্ (উচ্ছিন্নং নষ্টং) ধর্ম্মং (স্বয়ম্) আচরণেন (অনুষ্ঠানেন) অতদ্বিদাং (ধর্ম্মতদনুষ্ঠানাদিকমজানতাং জনানাম্) উপশিক্ষয়ন্ ধর্ম্মার্থযশঃপ্রজানন্দামৃতাবরোধেন (ধর্ম্মাদীনাম্ অবরোধেন সংগ্রহেণ লাভায় ইত্যর্থঃ) গৃহেষু লোকং (জনসমূহং) নিয়ময়ৎ (নিয়মিতবান্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—ঋষভসংজ্ঞক ভগবদাবেশাবতার—স্বতন্ত্র-পুরুষ। যেহেতু, তিনি অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ; তাঁহাতে জন্মমরণাদি অনর্থ-পরম্পরা কোনও কালেই নাই। তিনি রাগলোভাদি দোষরহিত, সর্ব্বভূতে সমদর্শনবিশিষ্ট, পরদুঃখ-দুঃখী, সর্ব্বজীবের শুভানুধ্যায়ী। এবম্ভূত পুরুষ স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও যে অনীশ্বরের ন্যায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাদিরূপ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, ইহার কারণ এই যে, কালবশে নষ্টপ্রায় ধর্ম্ম স্বয়ং আচরণ করিয়া অনভিজ্ঞ লোকদিগকে শিক্ষা দিবেন। এইরূপ শিক্ষা দ্বারা তিনি ধর্ম্ম, অর্থ, যশঃ, প্রজা, ভোগ ও মোক্ষ-সংগ্রহার্থ মনুষ্যদিগকে গৃহস্থাশ্রম মধ্যে নিয়মিত করিলেন, অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে মনুষ্য কিরূপ সংযত হরিসেবাপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবেন, তাহার আদর্শ দেখাইলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—বিপরীতবৎ অনীশ্বরো জীব ইব, অতদ্বিদাং দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠী ধর্ম্মমবিদুষ ইত্যর্থঃ। ধর্ম্মাদীনামবরোধেন প্রাপ্ত্যা হেতুনা ন্যায়ময়ৎ নিয়মিতান্। ন্যরময়দিতি চ পাঠঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিপরীতবৎ'—স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও বিপরীতের ন্যায় অর্থাৎ অনীশ্বর (পরতন্ত্র) জীবের ন্যায় কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। 'অতদ্বিদাং'—এখানে দ্বিতীয়ার অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে, ধর্ম্মের আচরণ যাহারা জানে না, তাহাদিগকে ধর্ম্ম, অর্থ প্রভৃতির 'অবরোধেন'—প্রাপ্তির দ্বারা 'ন্যায়ময়ৎ'—গৃহস্থাশ্রমে নিয়ন্ত্রিত রাখিয়াছিলেন। এই স্থলে 'ন্যরময়ৎ'—এই পাঠান্তর রহিয়াছে। (অর্থাৎ স্বেচ্ছাচার হইতে নিবর্ত্তন করিয়া গৃহস্থ ধর্ম্মে সংযত করতঃ আনন্দিত করিলেন) ॥ ১৩ ॥

তথ্য—গীতা ৩।২১-২৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥১৩-১৪॥

যদ্যচ্ছীর্ষণ্যাচরিতং তত্তদনুবর্ত্ততে লোকঃ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—(যতঃ) যৎ যৎ (শুভম্ অশুভং বা) শীর্ষণ্যাচরিতং শীর্ষণ্যেন শ্রেষ্ঠেন আচরিতম্ অনুষ্ঠিতং) তৎতৎ (তদেব হি) লোকঃ (ইতরঃ জনঃ) অনুবর্ত্ততে (করোতি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ -(যেহেতু,) যাহা যাহা শ্রেষ্ঠপুরুষগণের দ্বারা আচরিত হয়, তাহাই ইতরজন অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—শীর্ষণ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শীর্ষণ্যঃ'—বলিতে শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা যাহা আচরণ করেন, অপর সাধারণ লোক তাহারই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে।) ॥ ১৪ ॥

যদ্যপি স্ববিদিতং সকলধর্ম্মং ব্রাহ্মণং গুহ্যং ব্রাহ্মণৈর্দর্শিতমার্গেণ সামাদিভিরুপায়ৈর্জনতামনুশশাস ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—যদ্যপি সকল ধর্ম্মং (সকলাঃ ধর্ম্মাঃ (যস্মিন্ তৎ) ব্রাহ্মং গুহ্যং (বেদরহস্যং বেদোক্তং সর্ব্বং) স্ববিদিতং (স্বেনৈব জ্ঞাতং তথাপি) ব্রাহ্মণৈঃ (তান্ পৃষ্ট্বৈব তৈঃ) দর্শিতমার্গেণ সামাদিভিঃ উপায়ৈঃ জনতাং (জনসমূহম্) অনুশশাস (শিক্ষিতবান্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—যদ্যপি ঋষভদেব সকলধর্ম্ম প্রতিপাদক বেদরহস্য স্বয়ংই অবগত ছিলেন, তথাপি তিনি ব্রাহ্মণগণের প্রদর্শিত মার্গ দ্বারা সামাদি উপায়

অবলম্বন-পূর্ব্বক প্রজাবর্গকে শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—সকলা ধর্ম্মা যস্মিন্ তদ্ব্রাহ্মং গুহ্যং বেদোক্তং রহস্যং যদ্যপি স্বেনৈব বিদিতং তদপি, ব্রাহ্মণৈর্দর্শিতেনৈব ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সকলধর্ম্মং'—সমস্ত ধর্ম্ম যাহাতে নিহিত রহিয়াছে, সেই 'ব্রাহ্মং গুহ্যং'—বেদের রহস্য, যদিও 'স্ব-বিদিতং'—তিনি নিজেই জানিতেন, তথাপি ব্রাহ্মণগণের উপদিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়াই (তিনি প্রজাবর্গের শাসন করিতেন।)॥ ১৫ ॥

দ্রব্যদেশ-কাল-বয়ঃশ্রদ্ধর্ত্বিগ্ বিবিধোদ্দেশোপচিতৈঃ সর্ব্বৈরপি ক্রতুভির্যথোপদেশং শতক্রত্ব ইয়াজ ॥ ১৬॥

অন্বয়ঃ—দ্রব্যদেশকালবয়ঃশ্রদ্ধর্ত্বিগ্‌বিবিধোদ্দেশোপচিতৈঃ (দ্রব্যং ব্রীহ্যাদিঃ দেশঃ পুণ্যস্থলবিশেষঃ কালঃ বসন্তাদিঃ বয়ঃ যৌবনং শ্রদ্ধা কর্ত্তব্যবিষয়াঃ ঋত্বিক্ বিবিধোদ্দেশাঃ নানাদেবতোদ্দেশাঃ তৈঃ উপচিতৈঃ) সর্ব্বৈরপিক্রতুভিঃ (যজ্ঞৈঃ) যথোপদেশং (যথাবিধি) শতকৃত্বঃ (শতবারান্ যজ্ঞেশম্) ইয়াজ (ইষ্টবান্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—তিনি সর্ব্ববিধ যজ্ঞদ্বারা শতবার যথাবিধি যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সকল যজ্ঞ ব্রীহি-যবাদি-দ্রব্য, পুণ্যস্থান, বসন্তাদি শ্রেষ্ঠ কাল, যৌবন, শ্রদ্ধা, ঋত্বিক্ এবং (যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উচ্ছিষ্টভোগী) নানা দেবতার উদ্দেশাদি দ্বারা অতিশয় সমৃদ্ধ হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—দ্রব্যাদিভিরুপচিতৈঃ। বয়ো যৌবনং যূবৈব ধর্ম্মমন্বিচ্ছেদিতি বচনাৎ, বিবিধোদ্দেশা নানাদেবতোদ্দেশাঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দ্রব্যাদির সহযোগে সুসমৃদ্ধ যজ্ঞের দ্বারা (একশত বার যাগক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন)। 'বয়ঃ'—বয়স বলিতে যুবাকাল, 'যৌবনকালেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে'—এইরূপ শাস্ত্রোক্ত বচনহেতু। 'বিবিধোদ্দেশাঃ'—নানাদেবতার উদ্দেশরূপ সামগ্রী সমাবেশে (ঐসকল যজ্ঞ অতিশয় বৃদ্ধিশীল হইয়াছিল)॥ ১৬ ॥

ভগবতর্ষভেণ পরিরক্ষ্যমাণ এতস্মিন্ বর্ষে ন কশ্চন পুরুষো বাঞ্ছত্যবিদ্যমানমিবাত্মনোঽন্যস্মাৎ কথঞ্চন কিমপি কর্হিচিদবেক্ষতে ভর্ত্তর্য্যনুসবনং বিজৃম্ভিতস্নেহাতিশয়মন্তরেণ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবতর্ষভেণ (ভগবতা ঋষভেণ) এতস্মিন্ বর্ষে (ভারতবর্ষে অজনাভখণ্ডে) পরিরক্ষ্যমাণে (সতি) ন কশ্চন পুরুষঃ (অতি নীচঃ কশ্চিৎ পুরুষঃ অপি) ভর্ত্তরি (ঋষভে) অনুসবনং (প্রতিক্ষণং বিজৃম্ভিতস্নেহাতিশয়ং (বিজৃম্ভিতঃ বৰ্দ্ধমানঃ যঃ স্নেহঃ তস্য আতিশয়ম্ উৎকটতাং তৎ উল্লসিতস্নেহোদ্রেকম্) অন্তরেণ (বিনা অন্যৎ) আত্মনঃ (স্বস্য) কিম্ অপি (অত্যুৎকৃষ্টং বস্তু) কর্হিচিৎ (কস্মিংশ্চিৎ কালে) কথঞ্চন (কেনাপি প্রকারেণ) অবিদ্যমানম্ ইব (যথা অবিদ্যমানম্ আকাশকুসুমাদিকং কশ্চিদপি জনঃ কদাচিৎ অপি ন চ) অবেক্ষতে (ন পশ্যতি তদ্বৎ) অন্যস্মাৎ (সকাশাৎ) ন বাঞ্ছতি (ন চ আকাঙ্ক্ষতি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—যেমন কেহ কাহারও নিকট হইতে আকাশ-কুসুমাদিবৎ অস্তিত্বশূন্য কোন বস্তুর প্রার্থনা করেন না, সেইরূপ ভগবান্ ঋষভদেব এই ভারতবর্ষের পরিপালনে প্রবৃত্ত হইলে অত্রস্থ কোন ব্যক্তিই নিজের জন্য অপরের নিকট কোনও বস্তুই কোনও কালে বা কোনও প্রকারে আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। যেহেতু, তাঁহাদের নিজ স্বামীর প্রতি অনুক্ষণ পরিবৰ্দ্ধনশীল স্নেহাতিশয্য ব্যতীত অন্য কোন কামনা ছিল না (অর্থাৎ অন্য কামনা যেন তাঁহাদের নিকট খ-পুষ্পাদির ন্যায়ই প্রতীত হইত) ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—কশ্চন কশ্চিদপি পুরুষোঽবিদ্যমানং খপুষ্পমিব কমপি আত্মনঃ স্বস্য অন্যস্মাৎ সকাশাৎ ন বাঞ্ছতি। ভর্ত্তরি ঋষভদেবে স্নেহাতিশয়ং কেবলমেবেক্ষতে, অন্তরেণান্তরাত্মনা। "অন্তরমবকাশাবধি পরিধানান্তর্দ্ধি ভেদতাদর্থ্যে ছিদ্রাত্মীয় বিনা বহিরবসর মধ্যেঽন্তরাত্মনি চ" ইত্যমরঃ ॥ ১৭ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাংভক্তচেতসাম্।
পঞ্চমে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কশ্চন'—লোক যেমন আকাশকুসুম প্রভৃতি অলীক বস্তু কামনা করে না, সেইরূপ (ভগবান্ ঋষভদেব কর্ত্তৃক পরিপালিত এই

ভারতবর্ষে) কোন ব্যক্তি নিজের জন্য অপরের নিকট কিছুই বাঞ্ছা করিত না। 'ভর্ত্তরি'—নিজপ্রভু ঋষভদেবের স্নেহাতিশয়ই কেবল অপেক্ষা করিতেন। 'অন্তরেণ'—বলিতে তাঁহাদের অন্তরাত্মার দ্বারা (উহাই কামনা করিতেন, অন্য কিছুই নহে)। অন্তর শব্দের অর্থ অমরকোষে উক্ত হইয়াছে—অন্তর, আকাশ, অবধি, পরিধান, অন্তর্দ্ধি (অন্তর্দ্ধান), ভেদ, তাদর্থ্য, ছিদ্র, আত্মীয়, বিনার্থ, বহিঃ (বাহির), অবসর, মধ্য ও অন্তরাত্মন্। [সাদৃশ্য অর্থেও অন্তর শব্দের প্রয়োগ হয়।] ॥ ১৭ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার পঞ্চম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫।৪ ॥

স কদাচিদটমানো ভগবানৃষভো ব্রহ্মাবর্ত্তগতো ব্রহ্মর্ষিপ্রবরসভায়াং প্রজানাং নিশাময়ন্তীনামাত্মজানবহিতাত্মনঃ প্রশ্রয়প্রণয়ভরসুযন্ত্রিতানপ্যুপশিক্ষয়ন্নিতি হোবাচ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ঋষভ-দেবানুচরিতে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ ভগবান্ ঋষভঃ কদাচিৎ (ভূমিম্) অটমানঃ (পরিভ্রমন্) ব্রহ্মাবর্ত্তগতঃ। ব্রহ্মর্ষিপ্রবর-সভায়াং (ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠানাং সভায়াং) প্রজানাং নিশাময়ন্তীনাং (শৃণ্বন্তীনাম্) অবহিতাত্মনঃ (সংযতচিত্তান্) প্রশ্রয়প্রণয়ভরসুযন্ত্রিতান্ (প্রশ্রয়প্রণয়য়োঃ নম্রতা-স্নেহয়োঃ সুভরেণযন্ত্রিতান্ সুষ্ঠু বদ্ধান্) অপি আত্মজান্ (পুত্রান্ প্রজানুশাসনার্থম্) উপশিক্ষয়ন্ ইতি। (বক্ষ্যমাণং তত্ত্বম্) উবাচ (কথয়ামাস) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—কোন সময় সেই ভগবান্ ঋষভদেব পর্য্যটন করিতে করিতে ব্রহ্মাবর্ত্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে ব্রহ্মর্ষি-শ্রেষ্ঠগণের সভায় তাঁহার পুত্রগণ, (ব্রহ্মর্ষিগণের নিকট) উপদেশ শ্রবণ করিতে-ছিলেন। যদিও তাঁহারা সংযতচিত্ত ও প্রণয়-বিনয়াদি গুণান্বিত ছিলেন, তথাপি পিতা আত্মজগণকে প্রজা-শাসনের প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য বক্ষ্যমাণ তত্ত্বোপদেশ করিয়া ছিলেন ॥ ১৮ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।
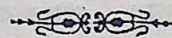
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীঋষভ উবাচ—

নায়ং দেহো দেহভাজাং নৃলোকে
কষ্টান্ কামানর্হতে বিড়্ভুজাং যে।
তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং
শুদ্ধ্যেদ্যস্মাদ্ব্রহ্মসৌখ্যন্ত্বনন্তম্ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ঋষভদেবের পুত্রগণের প্রতি মোক্ষ-ধর্ম্ম ও শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পারমহংস্য-ধর্ম্মের উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে।

বিষ্ঠাভোজী শূকরগণও বিষয়ভোগ করিয়া থাকে, মনুষ্যগণের তাহা কর্ত্তব্য নয়। তাহাদের পক্ষে ভগবদুপাসনারূপ তপস্যাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; তদ্দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইয়া ব্রাহ্মীস্থিতি-লাভ হইয়া থাকে। মহতের সেবাই মুক্তির দ্বারস্বরূপ; যোষিৎ-সঙ্গি-গণের সঙ্গের ফলে সংসারই লাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বভূতহিতে রত ও দেহ-গেহাদিতে আসক্তিশূন্য ব্যক্তিগণই মহৎ। ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণ অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মে রত থাকিয়া আত্মতত্ত্ব জানিতে পারে না।

পরমহংস গুরুদেব ও ভগবানে ভক্তি, বিতৃষ্ণা, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা, সর্ব্বত্র সমদর্শন, তত্ত্বজিজ্ঞাসা, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা, দেহ-গেহাদিতে আসক্তিশূন্যতা, বৃথাবাক্যালাপবর্জ্জন প্রভৃতি দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয়। কোন জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অতত্ত্বজ্ঞ কর্ম্মমূঢ় ব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইয়া কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে না। যাঁহারা ভক্তিমার্গ উপদেশ করিয়া জীবকে সংসার হইতে মুক্ত করিতে না পারেন, তাঁহারা গুরু, পিতা, মাতা, দেবতা বা পতিপদবাচ্য হইতে পারেন না। ঋষভদেব পুত্রগণের প্রতি তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর ভরতের সেবা উপদেশ করিয়া স্থাবর-জঙ্গম জীবগণের মধ্যে শমদমাদি গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা, জীবে সম্মানদানই ভগবানের পূজা ও তদ্দ্বারা মুক্তিলাভ প্রভৃতি বর্ণন করিলেন। পরে শুকদেব গোস্বামী পরমভাগবত ভরত-মুনির চরিত্র বর্ণন করিয়া ঋষভদেবের লোকশিক্ষার নিমিত্ত যোগানুষ্ঠানের বিষয় বর্ণন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীঋষভঃ—উবাচ,—(হে) পুত্রকাঃ, নৃলোকে (জগতি) দেহভাজাং (দেহধারিণাং প্রাণিনাং মধ্যে) অয়ং দেহঃ (মনুষ্যদেহঃ) বিড়্ভুজাং (শ্বশূকরাদীনান্ অপি) যে (কামাঃ সন্তি তান্) কষ্টান্ (নিন্দিতান্ কষ্টপ্রদান্) কামান্ (বিষয়-ভোগান্) ন অর্হতে (তদযোগ্যঃ ন ভবতি। যতঃ কামার্হত্বে মনুষ্যশূকরয়োঃ তুল্যত্বাপত্তেঃ)। দিব্যম্ (অপ্রাকৃতং ভগবৎসম্বন্ধীত্যর্থঃ) তপঃ (অর্হতি)। যেন (তপসা) সত্ত্বম্ (অন্তঃকরণং) শুদ্ধেৎ। যস্মাৎ (শুদ্ধাৎ সত্ত্বাৎ) অনন্তম্ (অপারং) ব্রহ্মসৌখ্যং (ব্রহ্মানন্দঃ ভবতি সৌখ্যস্য নির্ব্বিশেষ-সবিশেষতো ভেদেন দ্বৈবিধ্যপ্রতিপাদকম্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীঋষভদেব কহিলেন,—হে পুত্রগণ, ইহজগতে দেহধারি-প্রাণিগণের মধ্যে এই নরদেহ লাভ করিয়া দুঃখপ্রদ বিষয়ভোগ করা উচিত নহে। ঐ প্রকার বিষয়ভোগ বিষ্ঠাভোজী কুক্কুর-শূকরাদির মধ্যেও আছে। ভগবৎ-সেবাপর অপ্রাকৃত তপস্যা করাই উচিত, যেহেতু তদ্দ্বারা অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয়, হৃদয় নির্ম্মল হইলে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষভেদে দ্বিবিধ ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়, তাহা অপার অর্থাৎ বিষয়ভোগাদির ন্যায় সসীম নহে ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

স্বভক্তিং স্বানুপাদিশ্য বিধায় ভরতং নৃপম্।
প্রব্রজ্য পঞ্চমে দেবো জড়চর্য্যামদীদৃশৎ ॥ ০ ॥

উপশিক্ষয়ন্নুবাচেত্যুক্তং, তত্র ভক্তিযোগে প্রবর্ত্তয়িতুং প্রথমং মনুষ্যদেহস্য পুরুষার্থসাধনত্বং বিষয়-ভোগানৌচিত্যঞ্চাহ—নায়মিতি। কষ্টান্ কষ্টপ্রদান্ কামান্ যোষিদ্দর্শন-স্পর্শনাদীন্ নার্হতে নৈবার্হতি ইতি কুতঃ যে বিড়্ভুজামপি সন্তি কামার্হত্বে মনুষ্যদেহ-শূকরদেহয়োস্তুল্যত্বাপত্তেরিতি ভাবঃ। তেন শূকর-দেহাদিভি র্যন্ন লভ্যতে তদেব মনুষ্যদেহেন লব্ধুং যতনীয়ং, তদেব মনুষ্যত্বচিহ্নং কিং তত্রাহ—তপ ইতি। তচ্চানাহার-বর্ষাতপসহনাদিকং বৃক্ষাদীনা-মপি বর্ত্তত ইতি তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ—দিব্যমপ্রাকৃতং ভগবৎসম্বন্ধীত্যর্থঃ। হে পুত্রকাঃ, অনুকম্পায়াং কন্, সত্ত্বমন্তঃকরণম্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চম অধ্যায়ে স্বীয় পুত্র ও প্রজাবর্গকে নিজ ভক্তিযোগ উপদেশপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ভরতকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করিয়া, ভগবান্ ঋষভদেব প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতঃ 'জড়চর্য্য' অর্থাৎ জড়ের আচরণের ন্যায় অবধূত-বৃত্তি প্রদর্শন করিলেন —ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে 'উপশিক্ষয়ন্ উবাচ', অর্থাৎ প্রজানুশাসন শিক্ষা দিবার জন্য বলিলেন—ইহা উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ভক্তিযোগে প্রবর্ত্তিত করাইবার নিমিত্ত প্রথমতঃ মনুষ্যদেহের পুরুষার্থ-সাধনত্ব এবং বিষয়ভোগের অনৌচিত্য বলিতেছেন — 'নায়ম্' ইত্যাদি। এই দুর্ল্লভ মনুষ্যদেহ 'কষ্টান্ কামান্'—কষ্টপ্রদ কামনাসমূহের, অর্থাৎ যোষিদ্গণের দর্শন ও স্পর্শনাদিরূপ বিষয়ভোগের যোগ্য নহে। কিজন্য? তাহাতে বলিতেছেন—যে বিষয়ভোগ বিষ্ঠাভোজী শূকরগণেরও হইয়া থাকে; বিষয়ভোগ যোগ্য হইলে মনুষ্যদেহ ও শূকরদেহের তুল্যত্বই হইয়া পড়ে—এই ভাব। সুতরাং শূকরাদি দেহের দ্বারা যাহা লভ্য হয় না, তাহাই মনুষ্যদেহে লাভ করিতে চেষ্টা করা উচিত। সেই মনুষ্যত্বের চিহ্ন (লক্ষণ) কি? তাহাতে বলিতেছেন—'তপঃ' ইতি, ক্লেশ-সহনাদি তপস্যা। অনাহার, বর্ষাতপ-সহনাদি সেইরূপ তপস্যা তো বৃক্ষাদিরও আছে, তাহার ব্যাবৃত্তির জন্য

বলিতেছেন---'দিব্যম্', অপ্রাকৃত শ্রীভগবৎসম্বন্ধী তপস্যা—এই অর্থ। 'হে পুত্রকাঃ'—পুত্রগণ! এখানে অনুকম্পার্থে কন্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'যেন'—যে তপস্যার দ্বারা, 'সত্ত্বম্'—সত্ত্ব বলিতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় ॥ ১ ॥

তথ্য—দ্বে ব্রহ্মণী তু বিজ্ঞেয়ে মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তমেব চ।
মূর্ত্তামূর্ত্ত স্বভাবো যঃ ধ্যেয়ো নারায়ণো বিভুঃ।
যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়োবলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥
(হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র) ॥ ১ ॥

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(শিষ্টাঃ) মহৎসেবাং (মহতাং সেবাং মহান্তোঽপি দ্বিবিধা, ব্রহ্মোপাসকা-ভগবদুপাসকাশ্চ) বিমুক্তেঃ (নির্ব্বিশেষ-সবিশেষ-ব্রহ্মসম্বন্ধিত্বেন দ্বৈবিধ্যা মুক্তিরপি সাযুজ্যং ভক্তিমৎ পার্ষদত্বঞ্চেতি দ্বিবিধা বি-শব্দাদ্ব্যাখ্যেয়া) দ্বারং (মূলং কারণম) আহুঃ (কথয়ন্তি)। যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গং (যোষিতাং স্ত্রিয়াং যে সঙ্গিনঃ তেষাং সঙ্গং স্ত্রীপরতন্ত্রাণাং সঙ্গং) তমোদ্বারং (তমসঃ সংসারস্য নরকস্য দ্বারং কারণম্ আহুঃ)। (তত্র) যে সমচিত্তাঃ (যে অভেদদর্শিনঃ) প্রশান্তাঃ (শুদ্ধ-চিত্তাঃ ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধয়শ্চ) বিমন্যবঃ (ক্রোধরহিতাঃ) সুহৃদঃ সর্ব্বেষাং হিতকারিণঃ) সাধবঃ (পরদোষা-গ্রাহিণঃ ভবন্তি) তে মহান্তঃ (জ্ঞেয়া) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—পণ্ডিতগণ ব্রহ্মোপাসক ও ভগবদুপা-সকভেদে দ্বিবিধ। তাঁহারা মহৎ-সেবাকেই ব্রহ্মসাযুজ্য ও ভগবানের পার্ষদত্ব লাভরূপ দ্বিবিধ মুক্তিপ্রাপ্তির উপায় এবং স্ত্রীসঙ্গিগণের সঙ্গকে নরকের দ্বারস্বরূপ বলিয়া থাকেন। যাঁহারা সমদর্শী, ভগবানে নিষ্ঠাযুক্ত, অক্রোধী, সর্ব্বভূতহিতে রত এবং অদোষদর্শী—তাঁহা-দিগকেই মহৎ বলিয়া জানিবে। (ভগবন্নিষ্ঠতাই ভগবদুপাসক মহতের বিশেষত্ব) ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—মনুষ্যদেহাদেবোদ্ধারোঽধঃপাতশ্চ ভব-তীতি তয়োঃ কারণমপি মনুষ্যদেহেঽস্তীত্যাহ—মহ-দিতি। বিমুক্তে র্বিবিধমুক্তেঃ। ব্রহ্মসৌখ্যং হ্যনন্ত-মিতি পূর্ব্বোক্তের্ব্রহ্মসৌখ্যস্য চ নির্ব্বিশেষ-সবিশেষ-ব্রহ্মসম্বন্ধিত্বেন দ্বৈবিধ্যান্মুক্তিরপি সাযুজ্যং ভক্তিমৎ-পার্ষদত্বঞ্চেতি দ্বিবিধা বিশব্দাদ্ব্যাখ্যেয়া। মহান্তোঽপি দ্বিবিধা ব্রহ্মোপাসকা ভগবদুপাসকাশ্চ। তেষাং লক্ষ-ণং তন্ত্রেণৈবাহ—সমচিত্তাঃ অভেদদর্শিনঃ অকুটিল-চিত্তাশ্চ প্রশান্তাঃ প্রশমাদিযুক্তাঃ ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধয়শ্চ। "শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ" ইতি ভগবদুক্তেঃ। বিমন্যব ইত্যাদি বিশেষণত্রয়মুভয়ত্র তুল্যার্থম্। সাধবঃ পরদোষাগ্রাহিণঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মনুষ্যদেহের দ্বারাই জীবা-ত্মার উদ্ধার ও অধঃপতন হইয়া থাকে এবং তাহার কারণও মনুষ্যদেহেই রহিয়াছে—ইহা বলিতেছেন—'মহৎসেবাম্' ইত্যাদি, অর্থাৎ মনীষিগণ মহদ্‌গণের সেবাকে 'বিমুক্তির' দ্বার এবং স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তিগণের সঙ্গকে নরকের দ্বার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 'বিমুক্তি'—বলিতে বিবিধ মুক্তি। 'ব্রহ্মসৌখ্যম্ অনন্তং'—অনন্ত ব্রহ্মানন্দ লাভ হইয়া থাকে—পূর্ব্ব শ্লোকে ইহা বলায়, ব্রহ্মানন্দেরও নির্ব্বিশেষ এবং সবিশেষ-সম্বন্ধে দ্বৈবিধ্য-হেতু মুক্তিও সাযুজ্য এবং ভক্তিযুক্ত পার্ষদত্বরূপে দ্বিবিধ, এখানে 'বি-মুক্তি' শব্দে বি-শব্দের দ্বারা ইহাই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। সেই-রূপ মহদ্‌গণও দুই প্রকার—নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক এবং শ্রীভগবানের উপাসক। তাহাদের লক্ষণ সাধারণভাবে বলিতেছেন—সমচিত্ত, অর্থাৎ ব্রহ্মো-পাসকগণ অভেদদর্শী এবং ভগবদুপাসকগণ অকুটিল-চিত্ত। প্রশান্ত বলিতে প্রশমাদিযুক্ত (কামলোভাদি-রহিত) এবং ভগবন্নিষ্ঠ বুদ্ধি-সম্পন্ন। "শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ" (১১।১৯।৩৬)—অর্থাৎ বুদ্ধির মন্নিষ্ঠতা (আমাতে অবস্থানই) শম গুণ, কিন্তু শান্তিমাত্র নহে, —শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের এই উক্তিই প্রমাণ। 'বিমন্যবঃ'—ক্রোধরাহিত্য, ইত্যাদি তিনটি বিশেষণ উভয়ত্র তুল্যার্থক। 'সাধবঃ'—সাধুজন বলিতে যাঁহারা অপরের দোষ গ্রহণ করেন না ॥ ২ ॥

তথ্য—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।

স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর ॥
—চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ

যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা
জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু ।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু
ন প্রীতিযুক্ত যাবদর্থাশ্চ লোকে ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—যে ময়ি ঈশে (সর্ব্বেশ্বরে ভগবতি) কৃতসৌহৃদার্থাঃ (কৃতং সৌহৃদং প্রেমঃ এব অর্থঃ পুরুষার্থঃ যেষাং তে তথাভূতাঃ) বা (অথবা) দেহম্ভর বার্ত্তিকেষু (দেহম্ভরাণাং ভোজনপানাদ্যাসক্তানাং যা বার্ত্তা তেষু) জনেষু, জায়াত্মজরাতিমৎসু (জায়াঃ কলত্রম্ আত্মজাঃ পুত্রাঃ রাতিঃ মিত্রং ধনং বা তদ্বৎসু) গৃহেষু (বিদ্যমানেষু অপি) ন (যে) প্রীতিযুক্তাঃ (ভবন্তি কিন্তু) । লোকে যাবদর্থাশ্চ (যাবদর্থং যাবৎ প্রয়োজনম্ এব অর্থঃ যেষাম্ ইতি দেহনির্ব্বাহাধিকধন-স্পৃহাশূন্যাঃ স্যুঃ তে মহান্তঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা সর্ব্বেশ্বর আমাতে সৌহাদ্য স্থাপন করিয়া আমার প্রীতিকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন, অর্থাৎ ভগবৎ-প্রীতি ব্যতীত অন্য বস্তুকে পুরুষার্থ বলেন না, যাঁহারা ভোজন-পানাদিতে রত বিষয়িগণের অসদ্বার্ত্তায় এবং ধন-জন-স্ত্রী-পুত্র গৃহাদিতে প্রীতি করেন না, যাঁহারা ইহলোকে দেহ-নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ ব্যতীত অধিক ধনে স্পৃহা করেন না, তাঁহারাই মহৎ ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—উত্তরেষামসাধারণং লক্ষণং পুনরাহ—ময়ি ঈশে কৃতং সৌহৃদং প্রীতিরেব অর্থঃ পুরুষার্থো যেষাং, মৎপ্রীতেরন্যদ্বস্তু যে পুরুষার্থং ন মন্যন্ত ইত্যর্থঃ । বা শব্দেনান্য-নিরপেক্ষস্যাস্যৈব লক্ষণত্বং দর্শয়তীতি শ্রীস্বামিচরণাঃ । দেহম্ভরাণাং ভোজন-পানাদ্যাসক্তানাং যা বার্ত্তা জীবিকাঃ কথা বা তাভি-রেব যে দীব্যন্তি তেষু জনেষু জায়াদিযুক্তেষু গৃহেষু চ বিদ্যমানেষ্বপি ন প্রীতিযুক্তাঃ । রাতির্ধনং । ননু তর্হি কিমর্থং তেষু গৃহেষু তিষ্ঠন্তীতি তত্রাহ—যাবদ্ভি-রেব ধনাদিভিরর্থো মৎ-পাদসেবনাদ্যাত্মিকা ভক্তি-র্ভবেত্তাবন্ত এবোপাদেয়া যেষাং তে, তাবদাদিপদানাং বৃত্তাবন্তর্ভাবঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উত্তরেষাম্'—পরবর্ত্তী ভগবদুপাসকগণের অসাধারণ লক্ষণ পুনরায় বলিতেছেন —'যে বা ময়ি ঈশে'—যাঁহারা ঈশ্বর আমাতে 'কৃত-সৌহৃদার্থাঃ'—আমার প্রতি প্রীতি করাই যাঁহাদের একমাত্র পুরুষার্থ, অর্থাৎ আমার প্রীতি ব্যতীত অন্য বস্তু যাঁহারা পুরুষার্থ (পুরুষের প্রয়োজন) বলিয়া মনে করেন না—এই অর্থ । শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—'বা'-শব্দের প্রয়োগে অন্যনিরপেক্ষ এই ভক্তজনেরই লক্ষণত্ব দেখান হইতেছে । 'দেহম্ভর-বার্ত্তিকেষু জনেষু' —দেহম্ভর বলিতে ভোজন-পানাদিতে যাহারা আসক্ত, তাহাদের যে বার্ত্তা, অর্থাৎ জীবিকা বা কথা, তাহার দ্বারাই যাহারা আমোদরত, তাদৃশ জনগণের প্রতি এবং স্ত্রী-পুত্র-ধনসম্পত্তিযুক্ত গৃহ বিদ্যমান থাকিলেও তাহাতে যাঁহারা প্রীতিযুক্ত নহেন । 'রাতি'—শব্দের অর্থ ধন । যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলে কিজন্য তাদৃশ গৃহে তাঁহারা অবস্থান করেন ? তাহাতে বলিতেছেন—'যাবদর্থাশ্চ', যতটুকু ধনাদির দ্বারা প্রয়োজন সাধিত হয়, অর্থাৎ যাহাতে আমার পাদ-সেবনাদ্যাত্মিকা ভক্তি হইবে, ততটুকুই গ্রহণীয় যাঁহা-দের, তাঁহারা (অর্থাৎ ভগবৎসেবার উপযোগী ধনা-দিই যাঁহাদের গ্রহণীয় তদধিক নহে, তাঁহারাই) মহৎ । এখানে যাবৎ শব্দের প্রয়োগে তাবদাদি পদও উহার অন্তর্ভুক্ত বুঝিতে হইবে ॥ ৩ ॥

নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম্ম
যদিন্দ্রিয়প্রীতয়ে আপৃণোতি ।
ন সাধু মন্যে যত আত্মনোঽয়-
মসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যদা জনঃ) ইন্দ্রিয়প্রীতয়ে (ইন্দ্রিয়-ভোগার্থম্) আপৃণোতি (ব্যাপ্রিয়তে তদা) নূনং (নিশ্চিতম্ এব) প্রমত্তঃ দেহাদৌ আত্মভ্রান্ত্যা কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যানুসন্ধানরহিতঃ সন্) বিকর্ম্ম (পাপং কর্ম্ম) কুরুতে (করোতি) । যতঃ (যস্মাৎ ইন্দ্রিয়প্রীত্যর্থাৎ কর্ম্মণঃ) আত্মনঃ অসন্ (অবিদ্যমানঃ) অপি অয়ং দেহঃ ক্লেশদঃ আস (বভূব যতঃ ক্লেশোৎপত্তিঃ তস্যৈব পুনঃকরণং কিম্ উচিতম্ ? তত্তু অহং) সাধু (যুক্তং) ন মন্যে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—জীব যখন ইন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশে ব্যাপৃত থাকে, তখন সে প্রমত্ত হইয়া নিশ্চয়ই পাপাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। সেই ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক পাপকার্য্য হইতেই একবার এই কষ্টপ্রদ দেহের উৎপত্তি হইয়াছে; বস্তুতঃ জীবের প্রাকৃত দেহ নাই; সুতরাং পুনরায় সেই সকল ক্লেশোৎপত্তির কারণ বিকর্ম্মাদির চেষ্টাকে আমি ভাল মনে করি না ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—তমোদ্বারাৎ যোষিৎসঙ্গি-সঙ্গাৎ দেহিন এবমধঃপাতঃ স্যাদিতি তং দর্শয়তি শোচতি চ—নূনমিতি। বিকর্ম্ম পরদারাদিগ্রহণপাপং আপৃণোতি বিকর্ম্মণ্যেব ব্যাপৃতো ভবতি, যতো বিকর্ম্মণঃ প্রাচীনা-দয়ং ক্লেশদো দেহঃ জাতঃ, তস্যৈব পুনঃকরণং ন সাধু মন্যে। দেহঃ কীদৃশঃ? আত্মনো জীবস্য অসন্নপি বস্তুতো ন বর্ত্তমানোঽপি, "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তমোদ্বারাৎ'—তমঃ বলিতে অবিদ্যাকার্য্য তির্য্যঙ্, নরকাদি যোনি প্রবেশরূপ সংসার, তাহার দ্বার-স্বরূপ যোষিৎসঙ্গিগণের সঙ্গ (আসক্তি) বশতঃই জীবের এই প্রকার অধঃপাত ঘটিয়া থাকে—তাহা দেখাইতেছেন ও তাহাদের জন্য অনুশোচনা করিতেছেন—'নূনম্' ইত্যাদি। 'বিকর্ম্ম' বলিতে পরদারাদি গ্রহণরূপ পাপ, তাদৃশ বিকর্ম্মেই ব্যাপৃত হয়। 'যতঃ'—পূর্ব্বজন্মের যে পাপকর্ম্ম হইতে আত্মার কষ্টদায়ক এই দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, এই জন্মে উহারই পুনরায় অনুষ্ঠান, আমি সমীচীন মনে করি না। দেহ কিরূপ? তাহাতে বলিতেছেন—'আত্মনঃ অসন্ অপি'—আত্মার বলিতে জীবাত্মার বস্তুতঃ উহা বর্ত্তমান না থাকিলেও। শ্রুতিতেও উক্ত আছে—"অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ", অর্থাৎ এই পুরুষ (জীবাত্মা) বস্তুতঃ দেহাদিতে লিপ্ত নহে (কিন্তু দেহাদিতে অধ্যাস-বশতঃ তাহাতে আসক্ত হয়।) ॥ ৪ ॥

———

পরাভবস্তাবদবোধজাতো
যাবন্ন জিজ্ঞাসত আত্মতত্ত্বম্।
যাবৎ ক্রিয়াস্তাবদিদং মনো বৈ
কর্ম্মাত্মকং যেন শরীরবন্ধঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—যাবৎ (জনঃ) আত্মতত্ত্বং (আত্মনঃ স্বস্য তত্ত্বং স্বযথার্থরূপং সচ্চিদানন্দাত্মকং) ন জিজ্ঞাসতে (জ্ঞাতুং নেচ্ছতি। বিচারেণ চ ন প্রত্যক্ষ করোতি) তাবৎ অবোধজাতঃ (অবোধেন আত্মা-নাত্মরূপাবিদ্যাবশেন জাতঃ উৎপন্নঃ) পরাভবঃ (আত্মনঃ ক্লেশঃ ভবতি। যাবৎ (অজ্ঞানং তাবৎ ক্রিয়ানিবৃত্তিঃ, ক্লেশশ্চ)। যাবৎ ক্রিয়াঃ (কর্ম্মাণি জনঃ করোতি) তাবৎ ইদং মনঃ বৈ (নিশ্চিতং) কর্ম্মাত্মকং (কর্ম্মস্বভাবম্ এব স্যাৎ)। যেন (কর্ম্ম-স্বভাবেন মনসা পুরুষস্য) শরীরবন্ধঃ (শরীরপ্রাপ্তি সংসারবন্ধঃ ভবতি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—যে কাল পর্য্যন্ত জীব আত্মতত্ত্ব জানিতে অভিলাষ না করে, সে কাল পর্য্যন্ত তাহার অবিদ্যা-জনিত ক্লেশ হইয়া থাকে। পাপপুণ্যাদি কর্ম্মে রুচি থাকা কালে মনও কর্ম্মাত্মক স্বভাব লাভ করে এবং তদ্দারাই দেহবন্ধন হয় ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি পুণ্যং কর্ত্তব্যমিতি চেন্ন, তস্যাপি সংসারহেতুত্বেন ক্লেশহেতুত্বাৎ। তস্মাৎ পুণ্যপাপয়ো-র্নিরাসকং জ্ঞানমেবাভ্যাসনীয়মিত্যাহ—পরাভবঃ কর্ম্ম-পারতন্ত্র্যং, তদেব জীবস্য বন্ধঃ। স চাজ্ঞানকৃতস্তাব-দেব ভবতি যাবন্ন জিজ্ঞাসত ইতি "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব-কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন" ইত্যুক্তেঃ। যাবজ্-জ্ঞানং নোদ্ভবেৎ তাবৎ কর্ম্মাণি ন নশ্যন্তি। যাবৎ ক্রিয়াঃ পুণ্যপাপকর্ম্মাণি স্যুস্তাবদিদং মনো হি কর্ম্মাত্ম-কং কর্ম্মস্বভাবমেব স্যাৎ, যেন কর্ম্মাত্মকেন মনসা ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—তাহা হইলে পুণ্য কর্ম্ম করা উচিত, ইহা যদি বলেন, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—না, সেই পুণ্য কর্ম্মও সংসারের হেতু বলিয়া ক্লেশের কারণই হইয়া থাকে। অতএব পুণ্য এবং পাপ উভয়ের নিরাসক জ্ঞান-সাধনের অভ্যাস করা উচিত, ইহা বলিতেছেন—'পরাভবঃ' অর্থাৎ কর্ম্মের অধীনতা, তাহাই জীবের বন্ধন এবং সেই অজ্ঞানকৃত পরাভব ততক্ষণ থাকে, যখন তাহার আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসার উদয় না হয়। (যে পর্য্যন্ত জীব আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু না হয়, ততকাল অজ্ঞানহেতু তাহার স্বরূপের পরাভব ঘটে, অর্থাৎ অজ্ঞানহেতু দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি থাকায় আত্মার যথার্থ স্বরূপ

তাহার নিকট আবৃতই থাকে।) শ্রীগীতাতেও উক্ত হইয়াছে—"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি" ইত্যাদি (৪।৩৭), অর্থাৎ শুদ্ধান্তঃকরণে উৎপন্ন জ্ঞানরূপ অগ্নি প্রারব্ধ-ভিন্ন সমুদয় কর্ম্মকে দগ্ধ করে (বিনষ্ট করে)। যতক্ষণ জ্ঞানের উদয় না হয়, ততকাল কর্ম্মসকল বিনষ্ট হয় না। 'যাবৎক্রিয়াঃ'—যতকাল পাপ-পুণ্য কর্ম্মসমূহ থাকে, ততকাল এই মন 'কর্ম্মাত্মক', অর্থাৎ কর্ম্মস্বভাবযুক্ত হইয়াই প্রকাশ পায়। 'যেন'—যে কর্ম্মাত্মক মনের দ্বারা জীবের দেহবন্ধন হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

মধ্ব—ক্রিয়াফলং তাবদেব কর্ম্মাত্মকং কর্ম্মবশম্ ॥ ৫ ॥

এবং মনঃ কর্ম্মবশং প্রযুঙ্‌ক্তে
অবিদ্যয়াত্মন্যুপধীয়মানে।
প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে
ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(কেন প্রকারেণ মনঃ কর্ম্মাত্মকং স্যাত্তত্রাহ—) এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) অবিদ্যয়া (আত্ম-পরমাত্মাবিবেকেন) আত্মনি (জীবে) উপধীয়মানে (আচ্ছাদ্যমানে) মনঃ কর্ম্মবশং প্রযুঙ্‌ক্তে (পুরুষং পুনঃ কর্ম্মনিষ্ঠং করোতি)। (অতঃ) যাবৎ ময়ি বাসুদেবে (সর্ব্বেশ্বরে ভগবতি) প্রীতিঃ (পরম-প্রেম-লক্ষণা ভক্তিঃ) ন (জায়তে) তাবৎ দেহযোগেন (সংসারাৎ) ন মুচ্যতে (মুক্তঃ ন ভবতি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—(মন কি প্রকারে কর্ম্মাত্মক হইল তাহা বলিতেছেন—) পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জীবের জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিবেক অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে, মন কর্ম্মের অধীন হইয়া পুরুষকে কর্ম্মনিষ্ঠ করে। অতএব যে কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ বাসুদেব—আমাতে প্রীতি না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত জীবের দেহ-বন্ধন হইতে মুক্তি হয় না ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—কেন প্রকারেণ মনঃ কর্ম্মাত্মকং স্যাত্তমাহ—এবমিতি। কর্ম্ম প্রাচীনমর্ব্বাচীনং বা কর্ত্তৃ। মনঃ কর্ম্মভূতম্। বশং প্রযুঙ্‌ক্তে পুনঃ কর্ম্মনিষ্ঠং করোতি। এবমনেন প্রকারেণ মনঃ কর্ম্মাত্মকং স্যাৎ, যদ্বস্তু যদধীনং স্যাৎ তচ্চ তদাত্মকমেব ভবেদিত্যর্থঃ। জীবন্মুক্তকর্ম্মব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ—অবিদ্যয়েতি। আত্মনি জীবে উপধীয়মানে যুজ্যমানে সতি উপাধিরুপাধিলিঙ্গং তদধ্যাসাত্তদ্রূপী ক্রিয়মাণ ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ সর্ব্বকর্ম্ম-নির্ম্মূলীকরণী ভক্তিরেবেত্যাহ—প্রীতিরিতি ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিপ্রকারে মন কর্ম্মাত্মক হয়, তাহা বলিতেছেন—'এবম্' ইত্যাদি। 'কর্ম্ম'—বলিতে প্রাচীন অথবা অর্ব্বাচীন (পূর্ব্ব জন্মের কৃত কিম্বা অধুনা কৃত কর্ম্ম), ইহাই কর্ত্তা, 'মনঃ'—মনকে (কর্ম্ম) 'বশং প্রযুঙ্‌ক্তে'—বশীভূত করে, অর্থাৎ পুনরায় কর্ম্মনিষ্ঠ করে। 'এবম্'—এই প্রকারে মন কর্ম্মাত্মক (প্রবৃত্তিস্বভাব-বিশিষ্ট) হয়, যে বস্তু যাহার অধীন, তাহা তদাত্মকই হইয়া থাকে—এই ভাব। জীবন্মুক্তের কর্ম্ম ব্যাবৃত্তির জন্য বলিতেছেন—'অবিদ্যয়া' ইত্যাদি, অবিদ্যার দ্বারা 'আত্মনি'—আত্মাতে বলিতে জীবে উপাধীকৃত করা হইলে, উপাধি বলিতে লিঙ্গ (অহঙ্কার-দেহ), তাহার অধ্যাস-হেতু তদ্রূপী করা হইলে, (অর্থাৎ অবিদ্যারূপ উপাধি দ্বারা আত্মার বাস্তব স্বরূপ আবৃত হইলে, এইরূপ পূর্ব্ব বা অধুনাতন কর্ম্ম মনকে বশীভূত করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত করায়)—এই অর্থ। আরও, প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ সকল কর্ম্মের নির্ম্মূল করিতে একমাত্র শ্রীভক্তিদেবীই সমর্থা, ইহা বলিতেছেন—'প্রীতিঃ' ইত্যাদি, (যে পর্য্যন্ত বাসুদেবরূপী আমাতে জীবের প্রীতি না জন্মে, ততকাল দেহবন্ধন হইতে তাহার মুক্তি ঘটে না।) ॥ ৬ ॥

মধ্ব—অবিদ্যয়া প্রযুঙ্‌ক্তে ॥ ৬ ॥

যদা ন পশ্যত্যযথা গুণেহাং
স্বার্থে প্রমত্তঃ সহসা বিপশ্চিৎ।
গতস্মৃতির্বিন্দতি তত্র তাপা-
নাসাদ্য মৈথুন্যমগারমজ্ঞঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—যদা বিপশ্চিৎ (জ্ঞানবান্ অপি সন্ পুরুষঃ) গুণেহাং (গুণানাম্ ইন্দ্রিয়ানাম্ ঈহাং তত্ত-দ্বিষয়োন্মুখতয়া ভোগলক্ষণাং প্রবৃত্তিম্) অযথা (মিথ্যা, আত্মীয়া ন ভবতি ইতি) ন পশ্যতি। তত্র (তদা অসৌ পুরুষঃ) সহসা (ঝটিতি) গতস্মৃতিঃ (স্বরূপ-স্মৃতিশূন্যঃ আত্মপরমাত্মস্মৃতিরহিতঃ) স্বার্থে প্রমত্তঃ

(হিতাহিতজ্ঞানশূন্যঃ অতএব) অজ্ঞঃ (সন্) মৈথুন্যং (মৈথুনসুখপ্রধানম্) অগারং (গৃহম্) আসাদ্য (প্রাপ্য) তত্র (গৃহে) তাপান্ (বিবিধানি দুঃখানি) বিন্দতি (লভতে) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—জ্ঞানবান্ হইয়াও জীব যে কালে ইন্দ্রিয়-তর্পণের চেষ্টাদিকে অনর্থ বলিয়া উপলব্ধি না করে, তৎকালেই তাহার স্ব-স্বরূপবিস্মৃতি জন্য মৈথুন-সুখপ্রদান গৃহপ্রাপ্তি ও তথায় নানাবিধ ক্লেশভোগাদি হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—এবঞ্চ ভক্তিমিশ্রস্য জ্ঞানস্য পরিপাক-দশায়ামেব নৈষ্কর্ম্যং নত্বপরিপাকদশায়ামিত্যাহ—যদা গুণেষু শব্দাদিষ্বর্থেষু ঈহাং বাঞ্ছাং অযথা অনর্থরূপাং বিপশ্চিৎ জ্ঞানবানপি ন পশ্যেৎ। যদানু পশ্যতীতি পাঠে গুণানামিন্দ্রিয়াণামীহাং চেষ্টাং অযথা মমাত্মন এবেহয়ং চেষ্টেত্যর্থঃ। তত্র তদা সহসা গতস্মৃতিঃ সন্ তাপান্ বিন্দতি মৈথুনার্হমগারং প্রাপ্য ত্বতিতাপানিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে ভক্তিমিশ্র জ্ঞানের পরিপাক দশাতেই নৈষ্কর্ম্য হইয়া থাকে, কিন্তু অপরিপক্ব অবস্থায় নহে, ইহা বলিতেছেন—'যদা' ইত্যাদি। 'গুণেহাং'—(গুণ বলিতে রজঃ তমঃ আদি গুণের সেই সেই ইন্দ্রিয়সকলের তত্তদ্বিষয়োন্মুখরূপে প্রেরণা-লক্ষণা যে চেষ্টা, অর্থাৎ) শব্দাদি বিষয়ের অভি-লাষ 'অযথা'—অনর্থরূপ—ইহা জ্ঞানবান্ হইয়াও যখন না দেখেন। 'যদানু পশ্যতি'—এইরূপ পাঠে, গুণসকলের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গের চেষ্টাকে 'অযথা'—মিথ্যা, অর্থাৎ আমার আত্মারই এইরূপ চেষ্টা—ইহা মনে করেন, এই অর্থ। (যতকাল মানুষ স্বার্থ-সাধনে অসাবধান থাকিয়া, ইন্দ্রিয়বর্গের চেষ্টাকে মিথ্যা অর্থাৎ আত্মসম্বন্ধশূন্য মনে না করে,) তখন সহসা 'গতস্মৃতিঃ' অর্থাৎ স্বরূপের স্মৃতিশূন্য হইয়া 'তাপান্'—বিবিধ দুঃখ ভোগ করে, কিন্তু মৈথুন্য-সুখপ্রধান গৃহ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় তাপ ভোগ করে —এই অর্থ ॥ ৭ ॥

পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতং
তয়োর্মিথো হৃদয়গ্রন্থিমাহুঃ।
অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তৈ-
র্জনস্য মোহোঽয়মহংমমেতি ॥ ৮॥

অন্বয়ঃ—(বিবেকিনঃ) এতং পুংসঃ স্ত্রিয়াঃ (স্ত্রী-পুরুষয়োঃ চ) মিথুনীভাবং (মিথুনীভাবঃ পরস্পর-মাত্মত্বাভিনিবেশঃ তং) তয়োঃ (দ্বয়োঃ) মিথঃ (অন্যোন্যং) হৃদয়গ্রন্থিং (পরস্পরং হৃদয়য়োঃ গ্রন্থি বন্ধনম্) আহুঃ (কথয়ন্তি যস্মাদ্ধেতোঃ)। অতঃ (অস্মাৎ মিথুনীভাবাৎ) জনস্য (পুরুষস্য) গৃহক্ষেত্র-সুতাপ্তবিত্তৈঃ (গৃহাদিভিঃ নিমিত্তভূতৈঃ) অয়ম্ অহং মম ইতি (অবিদ্যারূপঃ) মোহঃ (ভবতি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—পুরুষ স্ত্রীর সহিত মিলিত হইলে যে ভাব হয়, সেই ভাবেই উহাদের পরস্পরের হৃদয়-গ্রন্থিস্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যেহেতু, তাহা হইতেই জীবের দেহ-গেহ-ধন-পুত্রাদিতে 'আমি, আমার' বুদ্ধিরূপ মোহ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ইন্দ্রিয়চেষ্টানামাত্মীয়ত্বাভিমননসদ্ভাবেঽপি স্বকুটুম্বসঙ্গবতো যথা মোহস্তথা তদ্রহিতস্য নেত্যাহ—পুংস ইতি। মিথো হৃদয়গ্রন্থিং, মমেয়ং স্ত্রীত্যেকোঽয়ং গ্রন্থিস্তদুপরি মমায়ং পতিরিতি দ্বিতীয়ো গ্রন্থিস্তেন পুংসা বৈরাগ্যেণ ত্যক্তুমিষ্টাপি স্ত্রী ন তং জহাতীতি বন্ধস্য গাঢ়ত্বং, উপলক্ষণমেবং পিতাপুত্রয়োরপি জ্ঞেয়ম্। কুটুম্বরাহিত্যে তু বস্ত্রাসনপাত্রাদিষ্বাত্মীয়ত্বেনাভিমানসদ্ভাবেঽপি মিথো গ্রন্থ্যভাবান্ন তাদৃশো বন্ধ ইতি ভাবঃ। অত মিথো হৃদয়গ্রন্থিতো হেতোঃ গৃহাদিভিরহং গৃহী মম গৃহমিত্যেবং মোহো ভবতি ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্রিয়চেষ্টাসমূহের আত্মীয়ত্ব-রূপ অভিমান থাকিলেও, নিজ স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্ত ব্যক্তির যেরূপ মোহ উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ তদ্-রহিত (অর্থাৎ কুটুম্ব-সঙ্গ-বিরহিত) পুরুষের মোহ হয় না —ইহা বলিতেছেন—'পুংসঃ' ইত্যাদি। 'মিথো হৃদয়-গ্রন্থিম্' —পরস্পর হৃদয়-গ্রন্থি বলিতে অহঙ্কার, যেমন—আমার এই স্ত্রী, এই একটি গ্রন্থি (বন্ধন), তাহার উপর আমার ইনি পতি—ইহা দ্বিতীয় গ্রন্থি, তাহার ফলে পুরুষ বৈরাগ্যবশতঃ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেও, স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করে না—ইহাই বন্ধনের দৃঢ়তা (গাঢ়ত্ব), ইহা উপলক্ষণ, এইরূপ পিতা-পুত্রেও হৃদয়গ্রন্থি বুঝিতে হইবে। কিন্তু স্ত্রী-

পুত্রাদি কুটুম্ব না থাকিলে, বস্ত্র, আসন, পাত্রাদিতে আত্মীয়ত্বরূপে (আমার এই বস্তু এইরূপে) অভিমান থাকিলেও পরস্পর গ্রন্থির অভাবহেতু তাদৃশ বন্ধন হয় না—এই ভাব। অতএব স্ত্রী-পুরুষের মিথুনীভাবে পরস্পর-গ্রন্থি হইতেই—গৃহাদির দ্বারা আমি গৃহী, আমার গৃহ—এইরূপ মোহ হইয়া থাকে ॥৮॥

মধ্ব—

ব্রহ্মাদ্যা যাজ্ঞবল্ক্যাদ্যা মুচ্যন্তে স্ত্রীসহায়িনঃ।
বধ্যন্তে কেচনৈতেষাং বিশেষং চ বিদো বিদুঃ ॥
ইতি সত্যসংহিতায়াম্ ॥ ৮ ॥

যদা মনোহৃদয়গ্রন্থিরস্য
কর্ম্মানুবদ্ধো দৃঢ় আশ্লথেত।
তদা জনঃ সম্পরিবর্ত্ততেঽস্মা-
ন্মুক্তঃ পরং যাত্যতিহায় হেতুম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—যদা অস্য (সংসারাসক্তস্য জনস্য) কর্ম্মানুবদ্ধঃ (সঞ্চিতৈঃ কর্ম্মভিঃ অনুবদ্ধঃ যুক্তঃ) দৃঢ়ঃ (কঠিনঃ) মনঃ (মনোরূপঃ) হৃদয়গ্রন্থিঃ (হৃদয়-বন্ধনম্) আশ্লথেত (শিথিলঃ ভবেৎ)। তদা (সঃ) জনঃ অস্মাৎ (মিথুনীভাবাৎ) সংপরিবর্ত্ততে (বিমুখঃ ভবতি) (ততশ্চ) হেতুং (কর্ম্মাত্মকসংসারহেতুম্ অহঙ্কারম্) অতিহায় (ত্যক্ত্বা) মুক্তঃ (অনর্থাৎ বিমুক্তঃ সন্) পরং (পদং পরমপুরুষং) যাতি (গচ্ছতি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—যখন এই সকল ব্যক্তির কর্ম্মফলজনিত সুদৃঢ় হৃদয়গ্রন্থি শিথিল হয়, পুরুষ তখনই স্ত্রী-সঙ্গ হইতে বিরত হইয়া সংসার-মূল 'আমি আমার' রূপ অহঙ্কারাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিমুক্ত ও পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—কদা তর্হি মুক্তিরত আহ—যদা মনোরূপো হৃদয়গ্রন্থিরস্য জনস্য কর্ম্মভিরনুবদ্ধোঽপি জ্ঞান-বৈরাগ্যাভ্যাসেন শিথিলো ভবেত্তদা অস্মান্মিথুনীভাবান্নিবর্ত্ততে, ততশ্চ হেতুমহঙ্কারাখ্যমুপাধিং ত্যক্ত্বা মুক্তঃ সন্ পরং পদং যাতি ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে কখন মুক্তি হয়? তাহাতে বলিতেছেন—'যদা', যে সময়ে এই জীবের মনোরূপ হৃদয়গ্রন্থি কর্ম্মের দ্বারা অনুবদ্ধ হইলেও জ্ঞান ও বৈরাগ্য অভ্যাসের ফলে শিথিল হয়, তখন এই মিথুনীভাব হইতে নিবৃত্ত হয়, তারপর 'হেতুম্ অতিহায়'—হেতু বলিতে অহঙ্কার নামক উপাধি, তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করে ॥ ৯ ॥

হংসে গুরৌ ময়ি ভক্ত্যানুবৃত্ত্যা
বিতৃষ্ণয়া দ্বন্দ্বতিতিক্ষয়া চ।
সর্ব্বত্র জন্তোর্ব্যসনাবগত্যা
জিজ্ঞাসয়া তপসেহানিবৃত্ত্যা ॥ ১০ ॥
মৎকর্ম্মভির্মৎকথয়া চ নিত্যং
মদ্দেবসঙ্গাদ্গুণকীর্ত্তনান্মে।
নির্ব্বৈরসাম্যোপশমেন পুত্রা
জিহাসয়া দেহগেহাত্মবুদ্ধেঃ ॥ ১১ ॥
অধ্যাত্মযোগেন বিবিক্তসেবয়া
প্রাণেন্দ্রিয়াত্মাভিজয়েন সধ্র্যক্।
সচ্ছ্রদ্ধয়া ব্রহ্মচর্য্যেণ শশ্ব-
দসম্প্রমাদেন যমেন বাচাম্ ॥ ১২ ॥
সর্ব্বত্র মদ্ভাববিচক্ষণেন
জ্ঞানেন বিজ্ঞানবিরাজিতেন।
যোগেন ধৃত্যুদ্যমসত্ত্বযুক্তো
লিঙ্গং ব্যাপোহেৎ কুশলোঽহমাখ্যম্ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—(হৃদয়গ্রন্থিশৈথিল্য-সাধনানি আহ—) হে পুত্রাঃ, হংসে (পরমহংসস্বরূপে) গুরৌ (হিতোপদেশ্টরি তথা) ময়ি (ভগবতি চ) অনুবৃত্ত্যা (তৎপরতয়া একনিষ্ঠয়া চ) ভক্ত্যা (সেবয়া) বিতৃষ্ণয়া (বিষয়ভোগাদিষু বিগততৃষ্ণয়া) দ্বন্দ্বতিতিক্ষয়া (দ্বন্দ্বানাং শীতোষ্ণাদীনাং তিতিক্ষয়া সহনেন) সর্ব্বত্র (ইহ অমুত্র চ) জন্তোঃ (জীবস্য) ব্যসনাবগত্যা (দুঃখানুসন্ধানেন) জিজ্ঞাসয়া (তত্ত্বাতত্ত্ববিচারেণ) তপসা (একাদশ্যাদি-ব্রতোপবাস-নিয়মেন) ঈহা-নিবৃত্ত্যা (কাম্যকর্ম্মত্যাগেন) মৎকর্ম্মভিঃ (মদারাধন-রূপৈঃ কর্ম্মভিঃ) মৎকথয়া (মম কথাশ্রবণে) চ নিত্যং (নিরন্তরং) মদ্দেবসঙ্গাৎ (অহম্ এব দেবঃ আরাধনীয়ঃ যেষাং তে মদ্ভক্তাঃ তেষাং সঙ্গাৎ) মে (মম) গুণকীর্ত্তনাৎ (গুণানাং কীর্ত্তনাৎ) নির্ব্বৈর-সাম্যোপশমেন (নির্ব্বৈরেণ প্রাণিষু বৈরত্যাগেন,

সাম্যেন সর্ব্বেষাং সুখদুঃখাদিসমানদর্শনেন, উপশমেন ক্রোধশোকাদেস্তেষাং দ্বন্দ্বৈক্যং তেন) দেহগেহাত্মবুদ্ধেঃ (দেহে অহম্ ইতি গেহে মম ইতি চ দেহগেহয়োঃ যা আত্মনঃ স্বস্য বুদ্ধিঃ তস্যা) জিহাসয়া (ত্যাগেচ্ছয়া) অধ্যাত্মযোগেন (অধ্যাত্মশাস্ত্রাভ্যাসেন) বিবিক্তসেবয়া (নির্জ্জনদেশবাসেন) সধ্র্যক্ (সম্যক্) প্রাণেন্দ্রিয়াত্মা-ভিজয়েন (প্রাণস্য প্রাণায়ামৈঃ, ইন্দ্রিয়ানাং প্রত্যাহারৈঃ, আত্মনঃ মনসঃ ধারণয়া, অভিজয়েন বশীকরণেন) সচ্ছ্রদ্ধয়া (শাস্ত্রবিহিতানুষ্ঠানং প্রতি বিশ্বাসেন) ব্রহ্ম-চর্য্যেণ (যস্য যাদৃক্ ব্রহ্মচর্য্যং বিহিতং তেন যথা গৃহস্থস্য ঋতৌ ভার্য্যাগমনং ব্রহ্মচর্য্যম্ এব তাদৃশেন) শশ্বৎ (সর্ব্বদা) অসম্প্রমাদেন (কর্ত্তব্যস্য অপরি-ত্যাগেন) বাচাং যমেন (ব্যর্থালাপবর্জ্জনেন) সর্ব্বত্র (সর্ব্বেষু ভূতেষু) মদ্ভাববিচক্ষণেন (মদ্ভাবঃ মদ্ভা-বনা, তত্র বিচক্ষণেন ব্রহ্মাত্মকত্ব-প্রদর্শনেন) বিজ্ঞান-বিরাজিতেন (বিজ্ঞানং শাস্ত্রং তেন বিরাজিতেন উদ্দী-পিতেন অনুভব-পর্য্যন্তেন) জ্ঞানেন যোগেন (সমাধি-যোগেন) ধৃত্যুদ্যমসত্ত্ব-যুক্তঃ (ধৃতিঃ ধৈর্য্যম্ উদ্যমঃ প্রযত্নঃ সত্ত্বং বিবেকঃ তৈঃ যুক্তঃ সন্) কুশলঃ (নিপুণঃ পুরুষঃ) অহমাখ্যম্ (অহঙ্কারাখ্যং) লিঙ্গম্ (উপাধিং সংসারকারণভূতম্ অজ্ঞানং) ব্যপোহেৎ (নিরস্যেৎ) ॥ ১০-১৩ ॥

অনুবাদ—হে পুত্রগণ, পরমহংস গুরুদেবে ও আমাতে ঐকান্তিক ভক্তি, বিষয়ভোগাদিতে বিতৃষ্ণা, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা, ইহলোক ও পরলোকে সর্ব্বজীবের সুখদুঃখাদি পর্য্যালোচনা, তত্ত্বাতত্ত্ববিচার, একাদশ্যাদি ব্রতানুষ্ঠান, কাম্যকর্ম্ম-পরিহার, আমার আরাধনারূপ কর্ম্ম, মদ্‌বিষয়িণী কথা, আমার ভক্ত-গণের নিত্যসঙ্গ, আমার গুণানুকীর্ত্তন, সর্ব্বভূতে সম-দৃষ্টি ও বৈরভাববর্জ্জন, উপশম (ক্রোধ-শোকাদিতে অভিভূত না হওয়া), দেহে ও গেহে আত্মবুদ্ধি-পরি-ত্যাগ, অধ্যাত্মশাস্ত্রের অভ্যাস, নির্জ্জনে বাস, সম্যক্-প্রকারে প্রাণ, মনঃ ও ইন্দ্রিয়ের দমন, শাস্ত্রাদিতে শ্রদ্ধা, ব্রহ্মচর্য্য, সতত কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান, বৃথাবাক্যা-লাপাদিতে বিরতি, সর্ব্বত্র মচ্চিন্তা-নিপুণতা এবং বিজ্ঞানসমন্বিত জ্ঞান, যোগ—এই সকলের দ্বারা ধৈর্য্য, যত্ন ও বিবেকযুক্ত হইয়া পুরুষ সংসারমূল 'অহঙ্কার' নামক উপাধিকে নিরাস করিবে ॥১০-১৩॥

বিশ্বনাথ—ভক্তিমিশ্রজ্ঞানেন লিঙ্গভঙ্গমুক্ত্বা জ্ঞান-মিশ্রয়া চ ভক্ত্যা পঞ্চবিংশত্যঙ্গয়া লিঙ্গভঙ্গমাহ চতুর্ভিঃ। তত্রাপি শুদ্ধভক্তানাং কেবলয়ৈব ভক্ত্যা পঞ্চদশাঙ্গয়া লিঙ্গভঙ্গমাহ—প্রথম-দ্বাভ্যাম্। হংসে পরমহংস-স্বরূপে ময়ি গুরৌ ভক্ত্যেত্যাদিভিরহমাখ্যং লিঙ্গং লিঙ্গদেহং ব্যাপোহেদিত্যন্বয়ঃ। বিতৃষ্ণয়া নিষ্কাম-তয়া। জিজ্ঞাসয়া ভক্তের্ভজনীয়েশ্বরস্য চেতি শেষঃ। তপসা একাদশী-কার্ত্তিকাদি-ব্রতলক্ষণেন বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা-নিবন্ধন-স্বীয়-ভোজনশয়নাদি- সঙ্কোচ - লক্ষণেন চ। ঈহা-নিবৃত্ত্যা ব্যাপারান্তর-রাহিত্যেন। অহমেব দেবঃ প্রভুর্যেষাং তৈঃ সঙ্গাৎ। নির্ব্বৈরমদ্দেষ্টৃত্বম্। সাম্যম্ অন্যস্য সুখদুঃখয়োঃ স্বসুখদুঃখসাম্যভাবনা। উপশমঃ ক্রোধশোকাদেস্তেষাং দ্বন্দ্বৈক্যং তেন। দেহ-গেহাদি-স্বাত্মীয়ত্ব-বুদ্ধেস্ত্যাগাসামর্থ্যেঽপি ত্যাগেচ্ছয়া। অসংপ্রমাদেন কর্ত্তব্যস্যাপরিত্যাগেন। মদ্ভাববিচক্ষণেন মদীয়সত্তা-দর্শনেন। বিজ্ঞানবিরাজিতেন বিজ্ঞান-জনকেনেত্যর্থঃ, অনুভবজনকত্বমেব জ্ঞানস্য বিরাজন-মিতি ভাবঃ। যোগেনাষ্টাঙ্গেন, সত্ত্বমুৎসাহঃ। ব্যপো-হেৎ নিরস্যেৎ ॥ ১০-১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তিমিশ্র জ্ঞানের দ্বারা লিঙ্গ-ভঙ্গ (লিঙ্গদেহের বিনাশ) বলিয়া, জ্ঞানমিশ্র ভক্তির দ্বারা পঁচিশটি উপায়ে লিঙ্গভঙ্গ বলিতেছেন চারটি শ্লোকের দ্বারা। তন্মধ্যেও শুদ্ধ ভক্তগণের কেবল (অহৈতুকী) ভক্তি'র দ্বারা পনরটি উপায়ে লিঙ্গভঙ্গ বলিতেছেন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বারা—'হংসে গুরৌ' ইত্যাদি, পরমহংসস্বরূপ (শুদ্ধ-স্বরূপ) ও গুরু-স্বরূপ যে আমি, সেই আমাতে ভক্তি, একনিষ্ঠতা ইত্যাদির দ্বারা, 'অহমাখ্যং লিঙ্গং'—অহঙ্কাররূপ লিঙ্গদেহ নিরাকৃত করিবে—এই অন্বয়। 'বিতৃষ্ণয়া' —নিষ্কামভাবে। 'জিজ্ঞাসয়া'—ভক্তি ও ভজনীয় ঈশ্বরের জিজ্ঞাসার দ্বারা। 'তপসা'—তপস্যা বলিতে শ্রীএকাদশী, কার্ত্তিকাদি (উর্জ্জাদি) ব্রত-পালন এবং বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সেবা-নিবন্ধন স্বীয় ভোজন ও শয়নাদির সঙ্কোচরূপ (তপস্যার দ্বারা)। 'মদ্দেব-সঙ্গাৎ'—আমিই দেব, অর্থাৎ প্রভু যাঁহাদের, সেই ভক্তগণের সঙ্গবশতঃ। 'নির্ব্বৈর'—শত্রুতা-পরিহার, 'সাম্য'—বলিতে অপরের সুখ ও দুঃখে নিজের সুখ ও দুঃখের সাম্য-ভাবনা, 'উপশম'—ক্রোধ ও শোকা-

দির বশীভূত না হওয়া, এখানে দ্বন্দ্ব-সমাসে এক-বচন হইয়াছে। 'দেহ-গেহাত্মবুদ্ধেঃ জিহাসয়া'—দেহ ও গৃহাদিতে স্বকীয় মমতাবুদ্ধির ত্যাগে অসমর্থ হইলেও ত্যাগের ইচ্ছার দ্বারা। 'অসম্প্রমাদেন'—কর্ত্তব্যকর্ম্মের অপরিত্যাগের দ্বারা। 'মস্তাববিচক্ষণেন'—সর্ব্বত্র মদীয় সত্ত্বা (অধিষ্ঠান) দর্শনের দ্বারা। 'বিজ্ঞান-বিরাজিতেন জ্ঞানেন'—বিজ্ঞান-জনক জ্ঞানের দ্বারা—এই অর্থ, অনুভব-জনকত্বই জ্ঞানের বিরাজন (অর্থাৎ অনুভব পর্য্যন্ত জ্ঞানের দ্বারা)—এই ভাব। 'যোগেন'—অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা। 'সত্ত্ব'—বলিতে উৎসাহ। 'ব্যপোহেৎ'—(অহঙ্কার নামক উপাধি) পরিহার করিবে ॥ ১০-১৩ ॥

মধ্ব—

আত্মনোঽবিহিতং কর্ম্ম বর্জ্জয়িত্বান্যকর্ম্মণঃ।
কামস্য চ পরিত্যাগো নিরীহেত্যাহুরুত্তমাঃ ॥

ইতি চ।

সর্ব্বস্মাদুত্তমো বিষ্ণুরিতি জ্ঞানমুদাহৃতম্।
প্রতিজীবং যেন মুক্তিস্তদ্বিজ্ঞানং বিদাং মতম্ ॥

ইতি চ।

জ্ঞানং বিষ্ণোরুত্তমত্বে তদেব প্রতিপুরুষম্।
বিশেষেণ তু বিজ্ঞানং তচ্চ জানাতি সর্ব্ববিৎ ॥
দ্বাত্রিংশল্লক্ষণৈর্যুক্তস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রশ্চ সৌম্যদৃক্।
ঘোররুক্ চেতি পুরুষঃ স সর্ব্বজ্ঞ উদাহৃতঃ ॥

ইতি অধ্যাত্মে। ইতি সর্ব্বজ্ঞস্য গুরোঃ প্রত্যক্ষ-লক্ষণান্যপি শাস্ত্রৈর্নিরূপ্যন্তে।

ষণ্ণবত্যঙ্গুলো যস্তু ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলঃ।
সপ্তপাদশ্চতুর্হস্তঃ স দেবৈরপি পূজ্যতে ॥

ইতি বায়ুপ্রোক্তে। ন্যগ্রোধমণ্ডলো ব্যামো বাহূন্যগ্রোধ উচ্যতে ইতি ॥ ১০-১৩ ॥

তথ্য—গীতায় ১৮ অঃ ৫১-৫৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ১০-১৩ ॥

কর্ম্মাশয়ং হৃদয়গ্রন্থিবন্ধ-
মবিদ্যয়াসাদিতমপ্রমত্তঃ।
অনেন যোগেন যথোপদেশং
সম্যগ্ব্যপোহ্যোপরমেত যোগাৎ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) অবিদ্যয়া (দেহেন্দ্রিয়াধ্যাস-লক্ষণয়া) আসাদিতং (প্রাপিতং যৎ) কর্ম্মাশয়ং (কর্ম্মাণি আশেরতে যস্মিন্ তৎ কর্ম্মবাসনারূপং) হৃদয়গ্রন্থিবন্ধং (হৃদয়গ্রন্থিলক্ষণম্ আত্মনঃ বন্ধং তৎ) অনেন (পূর্ব্বোক্তেন) যোগেন (উপায়েন) যথোপদেশম্ (উপদেশপ্রকারম্ অনতিক্রম্য) অপ্রমত্তঃ (সাবধানঃ সন্) সম্যক্ (বাসনারহিতং যথা স্যাৎ তথা) ব্যপোহ্য (নিরস্য) যোগাৎ (বিমুক্ত্যুপায়াৎ) উপরমেত (বিরতঃ ভবেৎ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—আমি যেমন উপদেশ করিলাম, সেই প্রকার সাবধান হইয়া, তদুপায়ের দ্বারা অবিদ্যাজনিত কর্ম্মবাসনারূপ হৃদয়গ্রন্থিকে সম্যগ্রূপে ছেদন করিয়া ঐ উপায় হইতেও বিরত হইবে (অর্থাৎ তাহাতেও আসক্ত হইবে না) ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ লিঙ্গভঙ্গার্থকসাধনাদুপরমেদিত্যাহ—কর্ম্মেতি। যথোপদেশং যোগেন গুরূপদেশমনতিক্রম্য যো যোগ উপায়স্তেন, ন তু পাণ্ডিত্যবলাৎ পুস্তক-দর্শনমাত্রাদেব, স্বোৎপ্রেক্ষিতেন। কর্ম্মাণ্যশেরতে যস্মিংস্তং বন্ধং ব্যপোহ্য নিরস্য যোগাদুপায়াৎ বিরমেদিতি লিঙ্গব্যপোহনার্থমেব বিরমেৎ, ন তু তৎপদার্থ-জ্ঞানার্থমিত্যর্থঃ। তদর্থন্তু ভক্তিং কুর্ব্বীতৈব। যদুক্তং "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" ইতি। তৎপদার্থানুভাবসিদ্ধেঽপি ভক্তেঃ সর্ব্বথৈবাত্যাগ "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" ইত্যাদিপ্রমাণদ্ব্যাখ্যেয় এবেত্যতো ভক্তিভিন্নাদুপায়াদ্বিরমেদিতি কেচিদাহুঃ ॥১৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর লিঙ্গভঙ্গার্থক সাধন হইতে (অর্থাৎ অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গদেহের বিনাশের নিমিত্ত যে যোগ-সাধন, তাহা হইতে) উপরত হইবে—ইহা বলিতেছেন—'কর্ম্মাশয়ং' ইত্যাদি। 'যথোপদেশং যোগেন'—শ্রীগুরুদেবের উপদেশ অতিক্রম না করিয়া, অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপদেশ অনুসারেই যে 'যোগ' বলিতে উপায়, তাহার দ্বারা, কিন্তু পাণ্ডিত্য-বলে গ্রন্থাদি দর্শন করিয়াই স্বকপোল-কল্পিত উপায়ের দ্বারা নহে। 'কর্ম্মাশয়ং' ইত্যাদি—কর্ম্মসমূহ যেখানে শয়ন করিয়া থাকে, তাদৃশ হৃদয়গ্রন্থি-রূপ বন্ধন, 'ব্যপোহ্য' নিরস্ত করিয়া, 'যোগাৎ'—যোগ, অর্থাৎ উপায় হইতে বিরত হইবে, ইহার দ্বারা লিঙ্গ-

বিনাশের জন্যই বিরত হইবে, কিন্তু তৎপদার্থ জ্ঞানের নিমিত্ত নহে, তাহার জন্য অবশ্যই ভক্তি-সাধন করিবেই। যেমন শ্রীভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" (১৮।৫৪-৫৫) ইত্যাদি, অর্থাৎ উপাধির অপগম হইলে জীব অনাবৃত-চৈতন্য-স্বরূপে ব্রহ্মতা লাভ করেন। এইপ্রকার ব্রহ্মস্বরূপ-প্রাপ্ত (ব্রহ্মভূত), গুণমালিন্যের অপগমে নির্ম্মল চিত্ত, সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি পুরুষ শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না। ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবে স্থির হইয়া আমাতে পরা অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা নির্গুণা ভক্তি লাভ করেন। তারপর সাধক এই পরাভক্তির প্রভাবেই আমি যেরূপ ও যাহা, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দরূপ আমাকে বিদিত হন। তৎপদার্থের অনুভাব সিদ্ধ হইলেও ভক্তির কিন্তু সর্ব্বথা অপরিত্যাগই (অর্থাৎ ভক্তি-সাধন কখনই ত্যাজ্য নহে), "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" (১।৭।১০), অর্থাৎ আত্মারাম মুনিগণের কোন প্রকার হৃদয়গ্রন্থি না থাকিলেও তাহারাও উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধিরহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন—ইত্যাদি শ্রীভাগবতের প্রমাণবলে এইরূপ ব্যাখ্যাই করিতে হইবে। অতএব ভক্তি ভিন্ন অন্য উপায় হইতে বিরত হইবে—ইহা কেহ কেহ বলেন ॥ ১৪ ॥

পুত্রাংশ্চ শিষ্যাংশ্চ নৃপো গুরুঃ পিতা
মল্লোক-কামো মদনুগ্রহার্থঃ।
ইত্থং বিমন্যুরনুশিষ্যাদতজ্জ্ঞা-
ন্ন যোজয়েৎ কর্ম্মসু কর্ম্মমূঢ়ান্।
কং যোজয়ন্ মনুজোঽর্থং লভেত
নিপাতয়ন্ নষ্টদৃশং হি গর্ত্তে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে পুত্রাঃ,) মল্লোককামঃ (মম লোকং মৎস্বরূপম্ এব কাময়তে যঃ সঃ) মদনুগ্রহার্থঃ (মম অনুগ্রহঃ এব অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) পিতা পুত্রান্, গুরুঃ শিষ্যান্, নৃপঃ (প্রজাশ্চ) বিমন্যুঃ (শিক্ষিতস্য অপি অকরণে কোপশূন্যঃ ভূত্বা) ইত্থম্ (এবম্প্রকারম্) অনুশিষ্যাৎ (শিক্ষয়েৎ), ন (তু) কর্ম্মমূঢ়ান্ (শ্রেয়োবুদ্ধ্যা কর্ম্মসু অনাদিপুণ্যাপুণ্যরূপ-কর্ম্মসু মূঢ়ান্) অতজ্জ্ঞান্ (তত্ত্বম্ অবিদুষঃ অজ্ঞানতঃ জনান্) কর্ম্মসু যোজয়েৎ; (যতঃ) মনুজঃ (জনঃ) নষ্টদৃশং (তম্ অজ্ঞানিনং পুরুষং) যোজয়ন্ (কাম্য-কর্ম্মসু প্রেরয়ন্) গর্ত্তে (পুনঃ সংসারকূপে) নিপাতয়ন্ কম্ অর্থং (পুরুষার্থং) লভেত ? (ন কমপীত্যর্থঃ; যথা গর্ত্তমার্গে গচ্ছন্তম্ অন্ধম্ "অনেনৈব পথা গচ্ছ" ইত্যেবং প্রেরণয়া তং গর্ত্তে নিপাতয়ন্ জনঃ পাপমেব লভতে, তথা অত্রাপি কর্ম্মমার্গে প্রবর্ত্তয়ন্ জনঃ ভগবদ-পরাধী এব স্যাদিতি ভাবঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—আমার লোক ও কৃপাই একান্ত প্রার্থনীয় হইলে, পিতা পুত্রদিগকে, গুরু শিষ্যগণকে এবং রাজা প্রজাবর্গকে এই প্রকার শিক্ষাই দিবেন। উপদিষ্ট ব্যক্তি উপদেশানুরূপ কার্য্য না করিলেও, তৎপ্রতি ক্রোধ করিবে না। কর্ম্মবিমূঢ় চিত্ত অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি-গণকেও কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে না। মানবগণ মোহান্ধ ব্যক্তিদিগকে কাম্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া সংসার-কূপে নিক্ষেপ করিলে, কি পুরুষার্থ লাভ করিবে ? (যেরূপ কোনও অন্ধ গর্ত্তের দিকে চলিতেছে দেখিয়া "ঐ পথে যাও" এইরূপ বলিয়া তাহাকে গর্ত্তেই পাতিত করিলে অধর্ম্মই লব্ধ হয়; তদ্রূপ কর্ম্মান্ধ ব্যক্তিকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিলে ভগবচ্চরণে অপরাধই সঞ্চয় হয়) ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—এবং ভক্তেগুর্ণভাবমন্তর্ভূতকৈবল্যঞ্চোক্ত্বা ভক্তেরুপদেষ্টাপি কৃতার্থঃ সাদিত্যাহ পুত্রানিতি। বিমন্যুঃ শিক্ষিতস্যাকরণেঽপি কোপশূন্যঃ। কর্ম্মসু ন যোজয়েৎ কর্ম্মৈব কুরুতেতি নোপদিশেৎ। 'জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্' ইতি তু জ্ঞানোপ-দেষ্টৃবিষয়ং, ন তু ভক্ত্যুপদেষ্টৃবিষয়মিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে ভক্তির গুণভাব এবং তাহার অন্তর্ভূত কৈবল্য (অর্থাৎ ভক্তির আভা-সেও মুক্তি) বলিয়া ভক্তির উপদেষ্টাও কৃতার্থ হন—ইহা বলিতেছেন—'পুত্রান্' ইত্যাদি (অর্থাৎ যিনি আমার লোক লাভ করিতে ইচ্ছুক, কিম্বা—আমার অনুগ্রহলাভই যাহার একমাত্র প্রয়োজন, এরূপ রাজা প্রজাগণকে, গুরু শিষ্যগণকে এবং পিতা পুত্রদিগকে পূর্ব্বোক্ত শিক্ষা দান করিবেন।) 'বিমন্যুঃ'—শিক্ষিতের অকরণেও, অর্থাৎ তাহারা উপদেশানুরূপ কর্ম্ম না করিলেও ক্রুদ্ধ হইবেন না। 'কর্ম্মসু ন যোজয়েৎ'—(কাম্য) কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন না, অর্থাৎ কর্ম্মই

কর, এইরূপ উপদেশ করিবেন না। শ্রীগীতাতে "জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি" (৩।২৬), অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তি স্বয়ং আদরপূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মমার্গে নিযুক্ত করিবেন—ইত্যাদি বাক্য জ্ঞানোপদেষ্টার প্রতি, কিন্তু যাঁহারা ভক্তির উপদেশ করেন, তাহাদের পক্ষে এই উপদেশ নহে—ইহা জানিতে হইবে ॥ ১৫ ॥

তথ্য—"জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্নিতি তু জ্ঞানোপদেষ্টৃবিষয়ং, ন তু ভক্ত্যুপদেষ্টৃ বিষয়মিতি জ্ঞেয়ম্" গীতায় "জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি" (৩।২৬) শ্লোকের উপদেশ—জ্ঞানোপদেষ্টার প্রতি, ভক্ত্যুপদেষ্টার প্রতি নহে, জানিতে হইবে (বিশ্বনাথ) ॥ ১৫ ॥

লোকঃ স্বয়ং শ্রেয়সি নষ্টদৃষ্টি-
র্যোঽর্থান্ সমীহেত নিকামকামঃ।
অন্যোঽন্যবৈরঃ সুখলেশহেতো-
রনন্তদুঃখঞ্চ ন বেদ মূঢ়ঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ লোকঃ (প্রাণী) স্বয়ং শ্রেয়সি (শ্রেয়ঃসাধনে) নষ্টদৃষ্টিঃ (তৎসাধনজ্ঞানশূন্যঃ সন্) নিকামকামঃ (নিতরাং কামকামঃ ভোগাভিলাষী অথবা নিকামম্ অতিশয়েন কামঃ যস্য সঃ) অর্থান্ (ভোগ্যান্ শব্দাদিবিষয়ান্) সমীহেত (ইচ্ছতি, সঃ) মূঢ়ঃ (অজ্ঞঃ) সুখলেশহেতোঃ (সুখলেশানাং শব্দাদি-বিষয়ভোগানাং হেতোঃ) অন্যোঽন্যবৈরঃ (অন্যোঽন্যং বৈরং যস্য সঃ তথাভূতঃ সন্) অনন্তদুঃখঞ্চ (পরদ্রোহ-জনিতম্ অনন্তং মহৎ নরকপাতাদিদুঃখং চ) ন বেদ (জানাতি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—যে সকল লোক আপনারা আপনাদের মঙ্গললাভের উপায় অবগত নহে, তাহারা নিতান্ত কামাসক্ত হইয়া, বিবিধ ভোগ্যবিষয়সমূহের জন্যই সতত অভিলাষ করিয়া থাকে। সেই মূঢ়ব্যক্তিগণ সামান্য ইন্দ্রিয়সুখের নিমিত্তই যে তাহাদের পরস্পর শত্রুতা এবং তজ্জনিত ক্লেশ, তাহা জানিতে পারে না ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—এতদেবোপপাদয়তি—লোক ইতি ত্রিভিঃ। অর্থান্ ভোগ্যপদার্থান্ দৃষ্টানদৃষ্টাংশ্চ, নিকামমতিশয়েন কাম এব যস্য সঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহাই উপপাদন করিতেছেন—'লোকঃ' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকের দ্বারা। 'অর্থান্'—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ভোগ্য পদার্থসকল বাঞ্ছা করে। 'নিকাম-কামঃ'—অতিশয়রূপে কামনা (ভক্তি-সম্বন্ধ ব্যতীত ভোগ্যপদার্থে অভিলাষ) যাহার, সেই মূঢ় ব্যক্তি ॥ ১৬ ॥

তথ্য—"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ। দংদ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥"—(কঠে ১।২।৫) ॥ ১৬ ॥

কস্তং স্বয়ং তদভিজ্ঞো বিপশ্চি-
দবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানম্।
দৃষ্ট্বা পুনস্তং সঘৃণঃ কুবুদ্ধিং
প্রয়োজয়েদুৎপথগং যথান্ধম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—স্বয়ম্ তৎ-অভিজ্ঞঃ (জ্ঞানবান্) সঘৃণঃ (দয়ালুঃ) বিপশ্চিৎ (পণ্ডিতঃ) কঃ (কো নাম জনঃ) অবিদ্যায়াম্ অন্তরে (অজ্ঞান-নিমিত্ত-সংসারবিলে) বর্ত্তমানং তং কুবুদ্ধিং (দুঃখপূর্ণসংসারাসক্তং জনং) দৃষ্ট্বা উৎপথগম্ (উৎপথেন বিমার্গেণ গচ্ছন্তম্) অন্ধং যথা (তেনৈব গচ্ছেতি কো ব্রূয়াৎ), পুনঃ (তত্রৈব কাম্যকর্ম্মসু) তং প্রয়োজয়েৎ ? (ন কোঽপি ইত্যর্থঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—স্বয়ং জ্ঞানবান্, দয়াশীল ও পণ্ডিত—এমন কোন্ ব্যক্তিই বা অজ্ঞান-জনিত সংসারগর্ত্তে নিপতিত সেই কুবুদ্ধি, সংসারাসক্ত জীবকে বিপথগামী দেখিয়া পুনরায় তন্মধ্যেই তাহাকে নিয়োগ করিয়া থাকেন ? অন্ধব্যক্তিকে উৎপথগামী দেখিয়া কেই বা বলিয়া থাকেন যে, সেও সেই পথেই গমন করুক ? অর্থাৎ কেহই তাহা বলেন না ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—তমেতাদৃশং কুবুদ্ধিং দৃষ্ট্বা তত্রৈব কস্তং প্রবর্ত্তয়েৎ ?—ন কোঽপি, উৎপথেন গচ্ছন্তমন্ধং কঃ খলু তেনৈব গচ্ছেতি বদেৎ ?—ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তং কুবুদ্ধিং'—এতাদৃশ কুবুদ্ধি ব্যক্তিকে দেখিয়া, (স্বয়ং তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ ও দয়ালু)

কোন্ ব্যক্তি পুনরায় তাহাকে সেই প্রবৃত্তিমার্গেই প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন ? কেহই নহে। উৎপথে গমনকারী অন্ধকে কোন জনই বা 'সেই পথেই গমন কর'—এইরূপ বলিতে পারেন ? অর্থাৎ কেহই ঐরূপ বলিতে পারেন না—এই অর্থ ॥ ১৭ ॥

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যা-
ন্ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—সমুপেতমৃত্যুং (সমুপেতঃ সংপ্রাপ্তঃ মৃত্যুঃ জন্মমরণাদিলক্ষণঃ সংসারঃ যেন তং তাদৃশং জনং ভক্তিমার্গোপদেশেন ততঃ সংসারাৎ) যঃ (গুরুঃ) ন মোচয়েৎ, সঃ গুরুঃ ন স্যাৎ ; সঃ স্বজনঃ (বন্ধুজনঃ) ন স্যাৎ, সঃ পিতা ন স্যাৎ (তেন পুত্রোৎপত্তৌ যত্নঃ ন কার্য্যঃ ইত্যর্থঃ) ; সা জননী (গর্ভধারিণী জননী) ন স্যাৎ (তয়া জনন্যা গর্ভধারণং ন কর্ত্তব্যম্ ইত্যর্থঃ) ; তৎ দৈবং ন স্যাৎ (দেবতা সঃ ন স্যাৎ ইতি, তেন পূজা ন গ্রাহ্যা ইত্যর্থঃ) ; সঃ পতিঃ ন স্যাৎ (ভার্য্যা-পাণিং ন গৃহ্নীয়াৎ। অয়ং ভাবঃ—তাদৃশান্ গুরু-স্বজন-পিতৃ-মাতৃ-দেব পত্যাদীন্—বলিঃ শুক্রম্ ইব, বিভীষণঃ রাবণম্ ইব, প্রহলাদঃ হিরণ্যকশিপুম্ ইব, ভরতঃ কৈকেয়ীম্ ইব, খট্বাঙ্গঃ ইন্দ্রাদি দৈবতম্ ইব, যাজ্ঞিকব্রাহ্মণী যাজ্ঞিকব্রাহ্মণম্ ইব—দুঃসঙ্গত্বাৎ নিঃশ্রেয়সার্থী ত্যজেৎ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—ভক্তিপথের উপদেশদ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, সেই গুরু 'গুরু' নহেন, সেই স্বজন 'স্বজন' শব্দবাচ্য নহেন, সেই পিতা 'পিতা' নহেন অর্থাৎ তাঁহার পুত্রোৎপত্তি-বিষয়ে যত্ন করা উচিত নহে, সেই জননী 'জননী' নহেন অর্থাৎ সেই জননীর গর্ভধারণ কর্ত্তব্য নহে, সেই দেবতা 'দেবতা' নহেন অর্থাৎ যে সকল দেবতা জীবের সংসার-মোচনে অসমর্থ, তাঁহাদিগের মানবের নিকট পূজা গ্রহণ করা উচিত নহে, আর সেই পতি 'পতি' নহেন অর্থাৎ তাঁহার পাণিগ্রহণ করা উচিত নহে। অর্থাৎ, যাঁহারা জীবকুলকে ভগবদ্বৈমুখ্যজনিত অনর্থ হইতে মোচন করিতে পারেন না, তাদৃশ গুর্ব্বাদিকে পরিত্যাগ করিবে ; যেম[ন] পূর্ব্বকালে মহাত্মা বলি স্বীয় গুরু শুক্রাচার্য্যকে, বিভী[-] ষণ স্বীয় স্বজন রাবণকে, প্রহলাদ পিতা দৈত্যরা[জ] হিরণ্যকশিপুকে, ভরত স্বীয় মাতা কৈকেয়ীকে, খট্বাঙ্গ রাজা দেবতাগণকে, যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণীগণ স্বীয় প[তি] যাজ্ঞিকবিপ্রগণকে তাঁহাদিগের ভগবদ্বিমুখতার জ[ন্য] 'দুঃসঙ্গ'-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—এবং ভক্তেরুপদেষ্টারমভিনন্দ্য তদনু[-] পদেষ্টৄণাং গুরুত্ববন্ধুত্বাদ্যভাবং তদ্ধেতুকং তেষ[াং] ত্যাগং চাভিব্যঞ্জয়তি। সমুপেতঃ সংপ্রাপ্তো মৃত্যু[ঃ] সংসারো যেন তং জনং ভক্তিমার্গোপদেশেন যো [ন] মোচয়েৎ স গুর্ব্বাদির্ন ভবেৎ ন ভবতি ;—বলিঃ শুক্র[-] মিব তং গুরুং ত্যজেদেব—তস্য প্রণত্যনুবৃত্ত্যাদ্য[-] ভাবেঽপি ন প্রত্যবায়ী স্যাদিতি ভাবঃ ; এবং বিভী[-] ষণো রাবণমিব তং স্বজনম্, প্রহলাদো হিরণ্যক[-] শিপুমিব তং পিতরম্, শ্রীভরতঃ কৈকেয়ীমিব তা[ং] জননীম্, খট্বাঙ্গঃ ইন্দ্রাদিমিব তদ্দৈবম্, যাজ্ঞিকব্রাহ্মণী যাজ্ঞিকবিপ্রমিব তং পতিং ত্যজেদেবেত্যর্থঃ ; যদ্বা স্যাদিতি বিধিলিঙা যস্তং মোচয়িতুং ন শক্নুয়াৎ, [স] তস্য গুর্ব্বাদির্ন স্যাৎ প্রণত্যনুবৃত্ত্যাদিকং ন গৃহ্নীয়া[ৎ] চেৎ প্রত্যবায়ী স্যাদিতি তেন চ যদি মোচয়িতুং [ন] শক্নুয়াৎ, তর্হি স গুরুর্ভবিতুমন্যং ন শিষ্যং কুর্য্যাৎ স্বজনো ভবিতুং বন্ধুতাং ন দধ্যাৎ ; পিতা ভবিতু[ং] পুত্রোৎপত্তৌ ন যতেত ; জননী ভবিতুম্ অন্যং গর্ভ[ং] ন দধ্যাৎ ; দৈবং ভবিতুং পূজাং ন গৃহ্নীয়াৎ পতির্ভবিতুং পাণিং ন গৃহ্নীয়াদিতি দ্যোতিতম্ ॥১৮

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে ভক্তির উপদেষ্টাকে অভিনন্দিত করিয়া, যাহারা ভক্তির উপদেশ করে[ন] না, তাহাদের গুরুত্ব, বন্ধুত্বাদির অভাব এবং তন্নি[-] মিত্ত তাহাদের পরিত্যাগই অভিব্যক্ত করিতেছেন 'সমুপেত-মৃত্যুং'—সংপ্রাপ্ত হইয়াছে মৃত্যুরূপ সংসার যাহার, তাদৃশ সংসারগ্রস্ত ব্যক্তিকে ভক্তিমার্গের উপ[-] দেশ দ্বারা যিনি মুক্ত না করেন, তিনি গুরু প্রভৃতি হইবার যোগ্য নহেন ; অর্থাৎ তিনি গুরু প্রভৃতিই নন। মহারাজ বলি যেমন স্বীয় গুরু শুক্রাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাদৃশ ভক্তিপথের অনুপদেষ্টা গুরুকে পরিত্যাগ করাই উচিত, তাঁহার প্রণতি ও অনুবৃত্ত্যাদির অভাবেও প্রত্যবায়ী হইতে

হইবে না—এই ভাব। এই প্রকার—বিভীষণ রাবণের ন্যায় স্বজনকে, প্রহলাদ হিরণ্যকশিপুর ন্যায় পিতাকে, ভরত কৈকেয়ীর ন্যায় জননীকে, মহারাজ খট্টাঙ্গ ইন্দ্রাদির ন্যায় দৈবকে, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণীগণ যাজ্ঞিক বিপ্রগণের ন্যায় স্বীয় পতিকে যেমন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভগবদ্বিমুখ স্বজন, পিতা, জননী, দৈব ও পতিকেও পরিত্যাগ করাই বিধেয়—এই অর্থ। অথবা—'স্যাৎ'—এই বিধিলিঙ্ প্রয়োগের দ্বারা, যিনি জীবকে সংসার-মুক্ত করিতে সমর্থ নহেন, তিনি তাহার গুরু প্রভৃতি হইবার যোগ্য নহেন, তিনি শিষ্যের প্রণতি, অনুবৃত্তি প্রভৃতিও গ্রহণ করিবেন না, তদ্রূপ করিলে সেই গুরু প্রত্যবায়ভাগী হইবেন। ইহাতে ভক্তিমার্গের উপদেশ দ্বারা যদি সংসার মোচন করিতে সমর্থ না হন, তিনি গুরু হইবার জন্য অপরকে শিষ্য করিবেন না, এইপ্রকার স্বজন হইবার জন্য বন্ধুতা করিবেন না, পিতা হইবার জন্য পুত্রোৎপাদনে যত্ন করিবেন না, জননী হইবার জন্য অন্যকে গর্ভে ধারণ করিবেন না, যে দেবতা জীবের সংসার-মোচনে অসমর্থ, তিনি জীবের পূজা গ্রহন করিবেন না, এবং পতি হইবার জন্য পাণিগ্রহণ করা উচিত নহে—ইত্যাদি অর্থ এখানে দ্যোতিত হইল ॥ ১৮ ॥

ইদং শরীরং মম দুর্ব্বিভাব্যং
সত্ত্বং হি মে হৃদয়ং যত্র ধর্ম্মঃ।
পৃষ্ঠে কৃতো মে যদধর্ম্ম আরা-
দতো হি মামৃষভং প্রাহুরার্য্যাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—ইদং (মনুষ্যাকারং) মম শরীরং দুর্ব্বিভাব্যম্ (অভৌতিকত্বাৎ জ্ঞানাত্মকত্বাচ্চ অবিতর্ক্যং, যতঃ মদিচ্ছা-বিলসিতং, ন তু প্রাকৃতপুরুষবৎ কর্ম্মাধীনং) হি (যস্মাৎ) সত্ত্বং (পরমার্থভূতং শুদ্ধসত্ত্বাত্মকম্ এব) মে হৃদয়ম্; যত্র (মম হৃদয়ে) ধর্ম্মঃ (মৎপ্রাপকো ভক্তিযোগঃ তিষ্ঠতি) যৎ (যস্মাৎ) মে (ময়া) অধর্ম্মঃ আরাৎ (দূরাৎ এব) পৃষ্ঠে কৃতঃ (উৎসারিতঃ) অতঃ (অতএব) হি আর্য্যাঃ (বৃদ্ধাঃ পিত্রাদয়ঃ) মাম্ ঋষভং (শ্রেষ্ঠং) প্রাহুঃ (কথয়ন্তি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—আমার এই মনুষ্য-শরীর—অবিতর্ক্য (অর্থাৎ আমি এই শরীর স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক গ্রহণ করি, ইহা প্রাকৃত জীবের ন্যায় কর্ম্মাধীন নহে)। আমার হৃদয়—বিশুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক; ইহাতে মৎপ্রাপক ভক্তিযোগ-লক্ষণ ধর্ম্ম অবস্থান করিতেছেন। আমি অধর্ম্মকে দূর হইতেই পরিত্যাগ করিয়াছি, অতএব আর্য্যগণ আমাকে 'ঋষভ' বলিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—যস্যা ভক্তিঃ কর্ত্তব্যা স ক্ ভগবাংস্তথা ভক্তিপ্রাপ্ত্যর্থং ভাগবতসেবা চাপেক্ষণীয়েতি ক্ বা স ভাগবত ইতি যুষ্মাকমল্পোঽপি প্রয়াসো নাস্তি, যতো গৃহ এব ভগবানহং বঃ পিতা, তথৈব গৃহ এব ভাগবতোঽয়ং বো ভ্রাতা বর্ত্তত ইত্যাহ—ইদমিতি দ্বাভ্যাম্। ইদং শরীরমিতি ইদং মনুষ্যাকারং শরীরং হি নিশ্চিতং দুর্ব্বিভাব্যং দুর্ব্বিতর্ক্যং যত্তত্ত্বং চিদানন্দরূপং তদেব, ন ত্বহং প্রাকৃতো মনুষ্য ইত্যর্থঃ। চিদ্বস্তুনস্তত্ত্বস্য যন্মূর্ত্তত্বম্ এতদেব দুর্ব্বিভাব্যত্বম্—অন্যেষাং পৃথিব্যাদীনাং তত্ত্বানাং দুর্বিভাব্যত্বাভাবাদিতি ভাবঃ। হি নিশ্চিতং, যত্র মে ধর্ম্মঃ মৎপ্রাপকো ভক্তিযোগস্তত্রৈব মে হৃদয়ং মনঃ—"সাধবো হৃদয়ং মহ্যম্" ইতি মদুক্তেঃ; মে অধর্ম্মঃ মদ্ধর্মভিন্নোঽর্থঃ। আরাদ্ দূরত এব পৃষ্ঠে কৃতঃ, ততঃ পরাঙ্মুখোঽহং তত্র মে ন মন ইত্যর্থঃ। অতো হেতোর্মাম্ ঋষভং সর্ব্বশ্রেষ্ঠম্ ॥১৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বল—যাঁহাকে ভক্তি করিতে হইবে, সেই ভগবান্ কোথায় এবং ভক্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত ভক্তগণের সেবাও অপেক্ষণীয়া, তাদৃশ ভাগবতই (ভক্তই) বা কোথায়? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—ইহাতে তোমাদের অল্পও প্রয়াস নাই, যেহেতু গৃহেই ভগবান্ আমি, যিনি তোমাদের পিতা। সেইরূপ গৃহেই এই তোমাদের ভ্রাতা (ভরত) পরম ভাগবত বিদ্যমান রহিয়াছেন, ইহা বলিতেছেন—'ইদং' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'ইদং শরীরং'—এই যে আমার মনুষ্যাকার শরীর, ইহা নিশ্চিতই 'দুর্ব্বিভাব্যং'—তর্কের অতীত (অর্থাৎ সাধারণের পক্ষে ইহার স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়)। 'যৎ তত্ত্বং'—যাহা তত্ত্ব-বস্তু, অর্থাৎ চিদানন্দরূপ, ইহা তাহাই, কিন্তু আমি প্রাকৃত মনুষ্য নই—এই অর্থ। চিন্ময় বস্তু তত্ত্ব-স্বরূপের যে মূর্ত্তত্ব—ইহাই দুর্ব্বিভাব্যত্ব (অতর্কণীয়), অন্যান্য পৃথিবী প্রভৃতি মহত্তত্ত্ব-সকলের দুর্ব্বিভাব্যত্বের

অভাবই (কারণ উহা সকলেরই গ্রাহ্য)—এই ভাব। 'হি'—নিশ্চিত অর্থে। 'যত্র মে ধর্ম্মঃ'—যেখানে আমার ধর্ম্ম বলিতে মৎপ্রাপক ভক্তিযোগ, সেখানেই আমার হৃদয় অর্থাৎ মন। "সাধবো হৃদয়ং মহ্যম্" (৯।৪।৬৮), অর্থাৎ সাধুগণই আমার হৃদয়—ইত্যাদি দুর্ব্বাসার প্রতি আমার উক্তিই প্রমাণ। 'মে যদ্ অধর্ম্মঃ'—যাহা অধর্ম্ম অর্থাৎ আমার (ভক্তিলক্ষণ) ধর্ম্ম ভিন্ন বস্তু, তাহা 'আরাৎ'—দূর হইতেই পৃষ্ঠে ধারণ (নিক্ষেপ) করিয়াছি, তাহাতে আমি পরাঙ্মুখ, সেখানে (সেই অধর্ম্মে) আমার মন নাই—এই অর্থ। এই কারণেই আর্য্যগণ আমাকে 'ঋষভ', অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

তস্মাদ্ভবন্তো হৃদয়েন জাতাঃ
সর্ব্বে মহীয়াংসমমুং সনাভম্ ।
অক্লিষ্টবুদ্ধ্যা ভরতং ভজধ্বং
শুশ্রূষণং তদ্ভরণং প্রজানাম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (মম এব সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বাৎ) ভবন্তঃ সর্ব্বে (মম) হৃদয়েন (উরসা) জাতাঃ (বভূবুঃ, অতঃ) অক্লিষ্টবুদ্ধ্যা (শুদ্ধবুদ্ধ্যা মৎসরাদি-দোষং হিত্বা) মহীয়াংসং (মহত্তমং) সনাভং (সোদ-রম্) অমুং ভরতং ভজধ্বং, তদ্ (ভরতস্য) শুশ্রূষণং, প্রজানাং ভরণং (পালনং)। (ভরতানুবৃত্ত্যৈব গুণ-তয়া এব সর্ব্বং কৃতং স্যাৎ ইত্যর্থঃ।) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—তোমরা সকলেই আমার ঔরসে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ; অতএব তোমরাও মৎসরাদি পরি-ত্যাগপূর্ব্বক তোমাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর এই ভরতকেই ভজনা কর; ভরতের সেবা করিলেই, তোমাদের আমার সেবা ও প্রজাপালনাদি কর্ত্তব্য-কর্ম্মসমূহও কৃত হইবে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—হৃদয়েন উরসা জাতাঃ, অতএব পুত্রা ঔরসা উচ্যন্তে ইত্যর্থঃ। সনাভং সোদরং ভরতং ভজধ্বম্। ননু 'গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু ন প্রীতি-যুক্তা' ইত্যনেন কলত্রপুত্রভ্রাত্রাদিষ্বাসক্তিং নিষিদ্ধ্যাপি পুনস্তাং কিমিত্যুপদিশসীত্যত আহ—মহীয়াংসং মহৎস্বপি শ্রেষ্ঠং—"মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেঃ" ইত্যাদিনা ভক্তিহেতুত্বেন মহৎসেবায়া ময়ৈবোক্তত্বাৎ। অক্লিষ্টবুদ্ধ্যেতি ভ্রাতৃত্বেন তুল্যৈরস্মাভিঃ কথম[illegible] ভজনীয় ইতি ব্যবহার-দৃষ্টির্ন কার্য্যেতি ভাবঃ। ন[illegible] তব পরমেশ্বরত্বাৎ পিতৃত্বাচ্চ ত্বাং বয়ং ভজামঃ, ভক্তি[illegible] হেতুত্বেন নারদাদীন্ মহতঃ সেবেমহি, রাজপুত্র[illegible] প্রজাশ্চ পালয়াম ইতি চেত্তত্রাহ—তদেব মে শুশ্রূষণ[illegible] প্রজানাঞ্চ পালনং ভরতানুবৃত্ত্যৈব সর্ব্বং কৃতং স্যাদি[illegible] মন্মতমিতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হৃদয়েন জাতাঃ'—তোমা[illegible] আমার শুদ্ধসত্ত্বময় হৃদয়ের দ্বারা (উরসা) উৎপ[illegible] হইয়াছ, এইজন্য পুত্রগণকে ঔরস বলা হয়—[illegible] অর্থ। 'সনাভং'—এই সহোদর ভ্রাতা ভরতের সে[illegible] কর। যদি বল—দেখুন, "গৃহেষু জায়াত্মজ-রাতি-মৎসু ন প্রীতিযুক্তাঃ" (৩য় শ্লোক)—অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র-ধনসম্পত্তিযুক্ত গৃহের প্রতি যাঁহাদের প্রীতি না[illegible] ইত্যাদির দ্বারা স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতাদিতে আসক্তি নিষে[illegible] করিয়াও পুনরায় সেই আসক্তিই কিজন্য উপদে[illegible] করিতেছেন? ইহাতে বলিতেছেন—'মহীয়াংস[illegible] —মহদ্গণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ, "মহৎসেবাং দ্বারমাহু[illegible] বিমুক্তেঃ" (২য় শ্লোক)—অর্থাৎ মহতের সেবা[illegible] বিমুক্তির দ্বার বলিয়া মহীষিগণ বলিয়াছেন, ইত্যা-দির দ্বারা ভক্তিলাভের হেতু বলিয়া মহতের সে[illegible] করিতে আমিই নির্দ্দেশ করিয়াছি। 'অক্লিষ্টবুদ্ধ্যা' —(সুখকর মনে করিয়া মাৎসর্য্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থিরচিত্তে, অর্থাৎ) ভ্রাতৃত্বহেতু আমাদের তুল্য ইঁহা[illegible] কিজন্য সেবা করিব—এইরূপ ব্যবহার দৃষ্টি ক[illegible] উচিত নহে—এই ভাব। দেখুন—আপনি পরমেশ্ব[illegible] ও পিতা বলিয়া আপনার আমরা ভজন করিব, ভক্তি-লাভের জন্য নারদাদি মহদ্গণের সেবা করিব, আ[illegible] আমরা রাজপুত্রহেতু প্রজাগণের পালন করিব, এই-রূপ বলিলে, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'তদ্'—তাহাই আমার শুশ্রূষা এবং প্রজাগণের পালন, অর্থা[illegible] ভরতের অনুবৃত্তির দ্বারাই সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম (ভগবৎসেবা, মহৎসেবা ও প্রজাপালনাদি সম[illegible] কিছুই) করা হইবে—ইহাই আমার অভিমত, এই ভাব ॥ ২০ ॥

মধ্ব—নাভিরিত্যথ নাম স্যাদ্ধরেঃ সর্ব্বাশ্রয়ো য[illegible] ইতি কৌর্ম্মে। তত্তস্য মম শুশ্রূষণম্ ॥ ২০ ॥

ভূতেষু বীরুদ্ভ্য উদুত্তমা যে
সরীসৃপাস্তেষু সবোধনিষ্ঠাঃ।
ততো মনুষ্যাঃ প্রথমাস্ততোঽপি
গন্ধর্ব্ব সিদ্ধা বিবুধানুগা যে ॥ ২১ ॥
দেবাসুরেভ্যো মঘবৎপ্রধানা
দক্ষাদয়ো ব্রহ্মসুতাস্তু তেষাম্।
ভবঃ পরঃ সোঽথ বিরিঞ্চিবীর্য্যঃ
স মৎপরোঽহং দ্বিজদেবদেবঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—ভূতেষু (চেতনাচেতনেষু মধ্যে) বীরুদ্ভ্যঃ (বিরোহন্তি ইতি বীরুধঃ বৃক্ষাদয়ঃ স্থাবরাঃ) উদুত্তমাঃ (উৎ উচ্চৈঃ অতিশয়েন উত্তমাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ভবন্তি, তেভ্যঃ অপি) যে সরীসৃপাঃ (জঙ্গমাঃ গমনশীলাঃ প্রাণিনঃ, তে উদুত্তমাঃ) তেষু (সরীসৃপেষু অপি) সবোধনিষ্ঠাঃ (সবোধা নিষ্ঠা স্থিতিঃ যেষাং তে তথাভূতাঃ পশ্বাদয়ঃ কীটাদিভ্যঃ অপি উদুত্তমাঃ ভবন্তি) ততঃ (তেভ্যঃ অপি) মনুষ্যাঃ (উদুত্তমাঃ ভবন্তি), ততঃ (মনুষ্যেভ্যঃ) অপি প্রমথাঃ (ভূতপ্রেতাদয়ঃ দেবযোনিত্বাৎ উদুত্তমাঃ ভবন্তি, ততঃ ভূতাদিভ্যঃ) গন্ধর্ব্বাঃ (শ্রেষ্ঠাঃ, তেভ্যঃ অপি) সিদ্ধাঃ (তেভ্যঃ, অন্যে) যে বিবুধানুগাঃ (কিন্নরাদয়ঃ, তে উদুত্তমাঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ; তেভ্যঃ বিবুধানুগেভ্যঃ) অসুরাঃ (উদুত্তমাঃ তেভ্যঃ অসুরেভ্যঃ) মঘবৎপ্রধানাঃ (মঘবান্ ইন্দ্রঃ প্রধানঃ উত্তমঃ যেষাং তে তথাভূতাঃ) দেবাঃ (উদুত্তমাঃ তেভ্যঃ দেবেভ্যঃ) ইন্দ্রঃ (উত্তমঃ ইত্যর্থঃ; ততঃ ইন্দ্রাৎ অপি) ব্রহ্মসুতাঃ দক্ষাদয়ঃ (উদুত্তমাঃ ভবন্তি) তেষাং (ব্রহ্মপুত্রাণাং দক্ষাদীনাং মধ্যে তু) ভবঃ (মহাদেবঃ) পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) অথ (অনন্তরং) সঃ (ভবঃ) বিরিঞ্চিবীর্য্যঃ (বিরিঞ্চিঃ বীর্য্যং শক্তিঃ কারণং যস্য সঃ বিরিঞ্চিবীর্য্যঃ তজ্জনকত্বাৎ বিরিঞ্চিঃ শ্রেষ্ঠঃ ইত্যর্থঃ; অত্র ব্রাহ্মণভক্তেঃ বিধেয়ত্বাৎ ব্রাহ্মণত্বাংশেন এব বিরিঞ্চস্য ভবাৎ শ্রেষ্ঠত্বম্, বৈষ্ণবতয়া ঐশ্বর্য্যেণ চ ভবস্যৈব বিরিঞ্চাৎ শ্রেষ্ঠতা ইতি জ্ঞেয়ম্); সঃ বিরিঞ্চিঃ মৎপরঃ (অহং পরঃ শ্রেষ্ঠঃ পূজ্যঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ, ততঃ ব্রহ্মণঃ অহম্ এব শ্রেষ্ঠঃ ইত্যর্থঃ) অহং (চ) দ্বিজদেব-দেবঃ (দ্বিজেষু দেবাঃ পূজ্যাঃ দ্বিজদেবাঃ ব্রাহ্মণাঃ এব দেবাঃ যস্য সঃ; মম পূজ্যত্বাৎ ব্রাহ্মণা মত্তঃ অপি শ্রেষ্ঠাঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ) ॥ ২১-২২ ॥

অনুবাদ—চেতন ও অচেতন-পদার্থদ্বয়ের মধ্যে বৃক্ষাদি স্থাবর, তদপেক্ষা সরীসৃপ অর্থাৎ জঙ্গম, তদপেক্ষা পশ্বাদি, তদপেক্ষা মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠতা; মনুষ্য অপেক্ষা দেবযোনিত্বহেতু প্রেতাদি, তাহা হইতে গন্ধর্ব্ব, তাহা হইতে সিদ্ধ, তাহা হইতে কিন্নরসমূহ, তদপেক্ষা অসুরগণ এবং তদপেক্ষা দেবতাগণ শ্রেষ্ঠ, দেবতাগণের মধ্যে ইন্দ্র—সর্ব্বপ্রধান। ইন্দ্র অপেক্ষা ব্রহ্মপুত্র দক্ষাদি শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে শঙ্কর সর্ব্বপ্রধান। শঙ্কর ব্রহ্মার বলে বলীয়ান্, অতএব তদপেক্ষা ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ। সেই ব্রহ্মা আবার আমার অধীন; সুতরাং আমি তাঁহা হইতেও শ্রেষ্ঠ। দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ আবার আমারও পূজ্য ॥ ২১-২২ ॥

বিশ্বনাথ—ইদানীং ব্রাহ্মণাশ্চ সেব্যা ইত্যাশয়েন তেষাং সর্ব্বেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যমাহ চতুর্ভিঃ। ভূতেষু মধ্যে বিরোহন্তীতি বিরুধঃ স্থাবরাঃ—উদুত্তমা উচ্চৈরতিশয়েনোত্তমাঃ, তেভ্যোঽপি সর্পন্তীতি সরীসৃপা জঙ্গমাঃ তেষ্বপি সবোধনিষ্ঠা স্থিতির্যেষাং তে পশ্বাদয়ঃ। বিবুধানুগাঃ কিন্নরাদয়ঃ; তেভ্যোঽসুরা দেবাঃ অসুরেভ্যঃ—সন্ধিরার্ষঃ; দেবাশ্চ মঘবৎ-প্রধানাঃ দেবেভ্য ইন্দ্রঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ; তত ইন্দ্রাদপি ব্রহ্মসুতা দক্ষাদয়ঃ; তেষাং মধ্যে ভবঃ পরঃ শ্রেষ্ঠঃ; স চ বিরিঞ্চিবীর্য্যঃ ব্রহ্মপুত্রঃ—পুংস্ত্বমার্ষং; তজ্জনকত্বাত্ততো ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠঃ ইত্যর্থঃ। অত্র ব্রাহ্মণভক্তেঃ প্রক্রান্তত্বাৎ ব্রাহ্মণ্যেনৈবাংশেন ভবাদ্বিরিঞ্চস্য শ্রৈষ্ঠ্যং, বৈষ্ণবতয়া ঐশ্বর্য্যেণ চ ভবস্যৈব তস্মাৎ শ্রৈষ্ঠ্যমিতি জ্ঞেয়ম্। স ব্রহ্মা মৎপরঃ অহং পরো যস্যেতি ব্রহ্মতোঽপ্যহং শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। দ্বিজেষু দীব্যন্তীতি দ্বিজদেবা বিপ্রা এব দেবা যস্য সঃ। মত্তোঽপি পূজ্যা ব্রাহ্মণা ইত্যর্থঃ ॥ ২১-২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সম্প্রতি ব্রাহ্মণগণও সেবনীয়—এই অভিপ্রায়ে তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিতেছেন—চারিটি শ্লোকের দ্বারা। 'ভূতেষু'—চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে 'বিরুধঃ'—যাহা বিশেষরূপে আরোহণ করে (অর্থাৎ উৎপন্ন হয়), সেই বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থ 'উদুত্তমাঃ'—অতিশয়রূপে শ্রেষ্ঠ, তাহাদের মধ্যেও যাহা গমন করে, (সর্পণশীল) সরীসৃপ জাতীয় প্রাণিগণ অর্থাৎ জঙ্গম শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষাও বুদ্ধিমান্ পশু প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ। 'বিবুধানুগাঃ'

—(সিদ্ধগণ অপেক্ষা) দেবগণের অনুচর কিন্নরগণ শ্রেষ্ঠ। তাহাদের অপেক্ষা অসুরগণ শ্রেষ্ঠ, অসুরগণ অপেক্ষা দেবতাগণ শ্রেষ্ঠ। 'দেবাঃ অসুরেভ্যঃ'— 'দেবাসুরেভ্যঃ'—এই স্থলে সন্ধি আর্ষপ্রয়োগ (অসুর-গণ হইতে দেবগণ শ্রেষ্ঠ এই অর্থ, দেবতা এবং অসুরগণ হইতে—এইরূপ নহে)। দেবতাগণের মধ্যে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ—এই অর্থ। সেই ইন্দ্র হইতেও ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ প্রভৃতি (প্রজাপতিগণ) শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের মধ্যে ভব (শঙ্কর) শ্রেষ্ঠ। 'স চ বিরিঞ্চ-বীর্য্যঃ'— সেই শঙ্কর ব্রহ্মার পুত্র, অর্থাৎ ব্রহ্মা তাঁহার উৎপত্তির কারণ বলিয়া, শঙ্কর অপেক্ষা ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ—এই অর্থ। 'বিরিঞ্চ-বীর্য্যঃ—এই পুংলিঙ্গ প্রয়োগ আর্ষ। এখানে ব্রাহ্মণ-ভক্তির উপক্রম বলিয়া ব্রাহ্মণত্ব অংশে শঙ্কর হইতে ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠত্ব, আর বৈষ্ণবত্বরূপে ও ঐশ্বর্য্য অংশে ব্রহ্মা হইতে শঙ্করেরই শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে হইবে। সেই ব্রহ্মা 'মৎ-পরঃ'—আমি শ্রেষ্ঠ যাঁহার, অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে আমি (ঋষভদেব) শ্রেষ্ঠ। 'দ্বিজদেব-দেবঃ'—দ্বিজগণের মধ্যে পূজ্য দ্বিজদেব বিপ্রগণ, সেই ব্রাহ্মণগণও দেবতা যাহার, সেই আমি—অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ আমার পূজ্য বলিয়া আমা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ —এই অর্থ ॥ ২২ ॥

মধ্ব—দ্বিজদেবানাং দেবঃ ॥ ২২ ॥

তথ্য —

"তার মধ্যে স্থাবর, জঙ্গম,—দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থল-চর বিভেদ ॥
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর ॥
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অৰ্দ্ধেক বেদ 'মুখে' মানে।
বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে ॥
ধর্ম্মচারী-মধ্যে বহুত 'কর্ম্মনিষ্ঠ'।
কোটি-কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ ॥
কোটি জ্ঞানী-মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত'।
কোটি মুক্ত-মধ্যে দুর্ল্লভ এক 'কৃষ্ণভক্ত' ॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ পঃ) ॥ ২১-২২ ॥

**ন ব্রাহ্মণৈস্তুলয়ে ভূতমন্যৎ
পশ্যামি বিপ্রাঃ কিমতঃ পরং নু।
যস্মিন্ নৃভিঃ প্রহুতং শ্রদ্ধয়াহ-
মশ্নামি কামং ন তথাগ্নিহোত্রে ॥ ২৩ ॥**

অন্বয়ঃ—(হে) বিপ্রাঃ, ব্রাহ্মণৈঃ (সহ) অন্য ভূতং ন তুলয়ে (তুল্যত্বেন অহং ন গণয়ামি) অ (ব্রাহ্মণাৎ) পরং (শ্রেষ্ঠং ভূতং) নু কিং (কিঞ্চি ন পশ্যামি (ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ যথা) নৃভিঃ (এ রহস্যজ্ঞৈঃ জনৈঃ) যস্মিন্ (ব্রাহ্মণমুখে) শ্রদ্ধ (অত্যাদরেণ) প্রহুতং (প্রকর্ষেণ বিধিপূর্ব্বকেন দ অন্নাদিকম্) অহং কামং (যথেচ্ছং সন্তোষপূর্ব্বক অশ্নামি, তথা অগ্নিহোত্রে (যজ্ঞাদৌ) প্রহুতং (শ্র পূর্ব্বকদত্তং ঘৃতাদিকং) ন অশ্নামি (তৃপ্তি পূর্ব্ব গৃহ্নামি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্রগণ, আমি কোন প্রাণী ব্রাহ্মণের সহিত সমান গণনা করি না; অত আমি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই দেখিতেছি না। এ রহস্যজ্ঞ মনুষ্যগণ ব্রাহ্মণমুখে শ্রদ্ধার সহিত বি পূর্ব্বক অন্নাদি প্রদান করিলে, তাহাতে আমার যে তৃপ্তিকর ভোজন হয়, অগ্নিহোত্র-যজ্ঞাদিতে প্র অন্নাদি আমি সেরূপ তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করি ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রাহ্মণৈরন্যদ্ভূতং ন তুলয়ে; হে বিপ্র অতো ব্রাহ্মণেভ্যঃ পরং কিং পশ্যামি, নৈব পশ্যামি ত্যর্থঃ। তত্র হেতুমাহ—যস্মিন্নিতি সার্দ্ধেন ॥ ২৩

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন ব্রাহ্মণৈঃ'—আমি ব্রাহ্ম গণের সহিত কোন প্রাণীকে তুলনা করিতে পা না। 'বিপ্রাঃ'—হে বিপ্রগণ! অতএব ব্রাহ্মণগ হইতে শ্রেষ্ঠ কোন প্রাণী দেখিবার সম্ভাবনা আ কি? অন্য কোন প্রাণীই দেখিতেছি না—এই অর্থ তদ্বিষয়ের কারণ বলিতেছেন—'যস্মিন্' ইত্যা সার্দ্ধ শ্লোকে ॥ ২৩ ॥

**ধৃতা তনূরুশতী মে পুরাণী
যেনেহ সত্ত্বং পরমং পবিত্রম্।
শমো দমঃ সত্যমনুগ্রহশ্চ
তপস্তিতিক্ষানুভবশ্চ যত্র ॥ ২৪ ॥**

অন্বয়ঃ—ইহ (প্রাণিসমুদায়-মধ্যে) যেন (ব্রাহ্ম ণেন) মে পুরাণী উশতী (শুদ্ধা) তনূঃ (বেদাখ্

মম মূর্ত্তিঃ) ধৃতা (অধ্যয়নাদিনা গৃহীতা) যত্র চ (ব্রাহ্মণে) পরমং (নিরতিশয়ং) পবিত্রং সত্ত্বং (গুণঃ যস্মিন্ ব্রাহ্মণে) শমঃ (অন্তঃকরণনিগ্রহঃ) দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ) সত্যং (যথার্থভাষণম্) অনুগ্রহঃ (পরদুঃখনিবৃত্তৌ প্রযত্নঃ) তপঃ (আহারাদিনিয়মঃ) তিতিক্ষা (ত্রিবিধতাপসহনম্) অনুভবঃ (বেদার্থ-জ্ঞানম্—এতে অষ্টগুণাঃ সন্তি, ততঃ তাদৃশাৎ ব্রাহ্মণাৎ পরং শ্রেষ্ঠং কিং পশ্যামি ? ন কিমপীত্যর্থঃ)॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—বেদ সকল আমার মূর্ত্তি ; ইহলোকে ব্রাহ্মণগণ আমার সেই বিশুদ্ধা বেদময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। পরমপবিত্র সত্ত্বগুণ এবং শম (অন্তরেন্দ্রিয় নিগ্রহ), দম (বাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহ), সত্য, অনুগ্রহ, তপস্যা, সহিষ্ণুতা অনুভব অর্থাৎ বেদার্থ-জ্ঞান—এই অষ্টগুণ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। (অতএব এতাদৃশ গুণযুক্ত যাঁহারা, তাদৃশ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আর কাহাকেই বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিব ?) ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—মম তনূর্বেদাখ্যা যেন ইহলোকে ধৃতা, যত্র চ ব্রাহ্মণে সত্ত্বাদয়োঽষ্টৌ গুণাঃ সন্তি, ততঃ পরং কিং পশ্যামীত্যন্বয়ঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধৃতা তনূঃ'—যে ব্রাহ্মণ ইহলোকে আমার চিরন্তনী মনোরমা বেদরূপা মূর্ত্তি ধারণ করেন, যে ব্রাহ্মণের মধ্যে পরম পবিত্র সত্ত্বাদি আটটি গুণ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কাহাকে দেখিব ?—এই অন্বয় ॥ ২৪ ॥

———

মত্তোঽপ্যনন্তাৎ পরতঃ পরস্মাৎ
স্বর্গাপবর্গাধিপতের্ন কিঞ্চিৎ।
যেষাং কিমু স্যাদিতরেণ তেষা-
মকিঞ্চনানাং ময়ি ভক্তিভাজাম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—অনন্তাৎ (অনন্তশক্তিযুক্তাৎ) পরস্মাৎ (ব্রহ্মাদেঃ অপি) পরতঃ (উৎকৃষ্টাৎ) স্বর্গাপবর্গাধিপতেঃ (ভোগ-মোক্ষদানে সমর্থাৎ) মত্তঃ (এতাদৃশাৎ মৎসকাশাৎ) অপি যেষাং (ব্রাহ্মণানাং) ন কিঞ্চিৎ (প্রার্থনীয়ম্ অস্তি) অকিঞ্চনানাং (নাস্তি কিঞ্চন প্রার্থনীয়ং যেষাং তে অকিঞ্চনাঃ তেষাং তাদৃশানাং) ময়ি ভক্তিভাজাং (ভক্তিং কুর্ব্বতাং ব্রাহ্মণানাম্) তেষাং ইতরেণ (রাজ্যাদিনা) উ (ভোঃ) কিং (প্রয়োজনং) স্যাৎ ? (ন কিম্ অপি ইতি শেষঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—আমি—অনন্তশক্তিযুক্ত ও ব্রহ্মাদিরও শ্রেষ্ঠ এবং স্বর্গ ও অপবর্গের অধিপতি, তাদৃশ আমার নিকটেও ব্রাহ্মণগণের কিছুমাত্র প্রার্থনীয় নাই। তাঁহারা অকিঞ্চন, কেবল আমাতেই ভক্তি করিয়া থাকেন, রাজ্যাদি ইতর বস্তু দ্বারা তাঁহাদের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে ? ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ততো মদ্ভক্তাঃ শ্রেষ্ঠাস্তে সর্ব্বত এবাধিক্যেনারাধনীয়া ইত্যাহ—মত্তঃ সকাশাদ্যেষাং ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্ প্রার্থনীয়মস্তি ; অনন্তাদিত্যত-এবানন্তৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যগুণোঽহমেব প্রভুর্যেষাং প্রয়োজনত্বেন বর্ত্তে ইতি ভাবঃ। ইতরেণ ব্রহ্মাদিনা, অকিঞ্চনানাং অহংত্বাস্পদ-মমতাস্পদয়োর্মহ্যমেব দত্তত্বান্ন বিদ্যতে কিঞ্চনাপি যেষামিত্যর্থঃ। ময়ি ভক্তিঃ প্রেমা তামেব ভজতাং প্রতিক্ষণং তাং প্রাপ্নুবতামিত্যর্থঃ। অতএব তথা বুভুক্ষুভিস্তে নিত্যমারাধনীয়া ইতি ভাবঃ। তৃতীয়েঽপি ব্রাহ্মণেভ্যোঽপি সকাশাদ্ভক্তাঃ শ্রেষ্ঠা উক্তাঃ শ্রীকপিলদেবেন যথা—"তস্মান্ময্যর্পিতাশেষক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ। ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্ত-কর্ম্মণঃ। ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্ত্তুঃ সমদর্শনাৎ ॥" ইতি ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই ব্রাহ্মণগণ হইতেও আমার ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে আধিক্যরূপে আরাধনীয়—ইহা বলিতেছেন—'মত্তঃ অপি', আমার নিকট হইতেও যাঁহাদের কোন প্রয়োজনই প্রার্থনীয় নাই। 'অনন্তাৎ'—অনন্তশক্তিযুক্ত আমা হইতেও—ইহা বলায়, অতএব অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য গুণ-বিশিষ্ট আমিই প্রভু যাঁহাদের প্রয়োজনত্বরূপে (অর্থাৎ প্রয়োজন সম্পাদনের নিমিত্ত) বর্ত্তমান রহিয়াছি—এই ভাব। 'ইতরেণ'—অপর ব্রহ্মাদির দ্বারা (প্রদত্ত বস্তুতে তাঁহাদের কি প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে ? যাঁহারা অকিঞ্চন)। 'অকিঞ্চনানাং' —অকিঞ্চন বলিতে অহন্তাস্পদ (দেহাদি) ও মমতাস্পদ (স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদি) সমস্ত কিছুই আমাতেই অর্পণ করায় যাঁহাদের আর কিছুই নাই, সেই নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের—এই অর্থ। 'ময়ি ভক্তিভাজাম্'—আমাতে ভক্তি বলিতে প্রেম, তাহাই ভজনা করিতেছেন যাঁহারা,

অর্থাৎ প্রতিক্ষণ সেই প্রেমই যাঁহারা প্রাপ্ত হইতেছেন —এই অর্থ। অতএব সেইপ্রকার প্রেমাভিলাষী জনের পক্ষে তাদৃশ নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ নিত্য আরাধনীয়—এই ভাব। শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধেও ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষাও ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ—ইহা শ্রীকপিলদেব কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, যথা—"তস্মান্ময্যর্পিত—" (৩।২৯।৩৩) ইত্যাদি, অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাকে তাহার সকল কর্ম্মের ফল এবং চিত্ত অর্পণ করিয়া আমার ভাবে ভাবিত, তাঁহার আত্মা আমাতেই অর্পিত, তিনি সর্ব্বত্রদর্শী ও কর্তৃত্বাভিমানশূন্য,—এই নিমিত্ত ইঁহার অপেক্ষা আর কোন জীবকেই আমি শ্রেষ্ঠ দেখিতে পাই না ॥ ২৫ ॥

সর্ব্বাণি মদ্ধিষ্ণ্যতয়া ভবদ্ভি-
শ্চরাণি ভূতানি সুতা ধ্রুবাণি।
সম্ভাবিতব্যানি পদে পদে বো
বিবিক্তদৃগ্‌ভিস্তদুহার্হণং মে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সুতাঃ, বিবিক্তদৃগ্‌ভিঃ (বিবিক্তাঃ পূতাঃ মাৎসর্য্যাদি-দোষরহিতাঃ দৃক্ যেষাং তথাভূতৈঃ) বঃ (যুষ্মাভিঃ) ভবদ্ভিঃ চরাণি (জঙ্গমানি) ধ্রুবাণি (স্থাবরাণি চ) সর্ব্বাণি ভূতানি মদ্ধিষ্ণ্যতয়া (মম ভগবতঃ অধিষ্ঠানতয়া) পদে পদে (ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্বদৈব) সম্ভাবিতব্যানি (সম্মাননীয়ানি)। তদু (তদেব হি সম্মাননং) মে (মম) হ (যথা বৎ) অর্হণং (পূজনং মহারাধনম্) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে পুত্রগণ, স্থাবরজঙ্গমাদি, সর্ব্বভূতে আমার অধিষ্ঠান জানিয়া মাৎসর্য্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বদা তাহাদের সম্মানই আমার পূজা ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—স্পর্দ্ধাবজ্ঞাদিদোষশান্ত্যর্থং সর্ব্বভূতসম্মাননং বিধত্তে। সর্ব্বাণি ভূতানি মদ্ধিষ্ণ্যতয়া মদধিষ্ঠানতয়া হে সুতাঃ, ধ্রুবাণি স্থাবরাণি চ ভবদ্ভিঃ সম্ভাবিতব্যানি ধ্যেয়ানি। বিবিক্তা মৎসরাদি-দোষরহিতা দৃগ্‌দৃষ্টির্যেষাং তৈঃ তদেব হিত্বা যুষ্মাভির্মমার্হণমিতি পৃথগ্‌বাক্যমতো ব ইত্যস্য ন পৌনরুক্ত্যম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্পর্দ্ধা অবজ্ঞাদি দোষ নিরসনের নিমিত্ত সকল প্রাণীর প্রতি সম্মান বিধান করিতেছেন—'সর্ব্বাণি' ইত্যাদি। সমস্ত প্রাণীকে আমার অধিষ্ঠান-জ্ঞানে, হে পুত্রগণ! 'ধ্রুবনি'—স্থাবর পদার্থকেও, 'সম্ভাবিতব্যানি'—তোমাদের সম্মান করা উচিত। 'বিবিক্ত-দৃগ্‌ভিঃ'—বিবিক্ত বলিতে মৎসরাদি দোষরহিত শুদ্ধ দৃষ্টি যাহাদের, সেই তোমাদের কর্তৃক। 'তদেব'—তাহাই অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণীর সম্মাননাই, (তৎ এব, হি উ-এব) হি নিশ্চিত, 'মমার্হণম্'—আমার পূজাস্বরূপ, (অর্থাৎ তোমাদের দ্বারা তাহারা সম্মানিত হইলেই আমার পূজা করা হইবে)। এখানে 'মম অর্হণম্'—ইহা পৃথক্ বাক্য, অতএব 'বঃ'—তোমাদের দ্বারা, ইহা পৌনরুক্ত হয় নাই ॥ ২৬ ॥

মধ্ব—

বিবিক্তদৃষ্টির্জীবানাং ধিষ্ণ্যতয়া পরমেশ্বরস্য ভেদদৃষ্টিঃ।
উপপাদয়েৎ পরাত্মানং জীবেভ্যো যঃ পদে পদে।
ভেদেনৈব ন চৈতস্মাৎ প্রিয়ো বিষ্ণোস্তু কশ্চন ॥
ইতি পাদ্মে। যো হরেশ্চৈব জীবানাং ভেদবক্তা হরেঃ প্রিয়ঃ ইতি চ ॥ ২৬ ॥

মনোবচোদৃক্‌করণেহিতস্য
সাক্ষাৎকৃতং মে পরিবর্হণং হি।
বিনা পুমান্ যেন মহাবিমোহাৎ
কৃতান্তপাশান্ন বিমোক্তুমীশেৎ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—মনোবচোদৃক্‌করণেহিতস্য (মনোবচোদৃশাম্ অন্যেষাং চ করণানাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ ঈহিতস্য দেহব্যাপারস্য) মে পরিবর্হণং (মদারাধনম্ এব) সাক্ষাৎকৃতং (ইষ্টং ফলং) হি (যস্মাৎ) যেন (মদারাধনেন) বিনা পুমান্ মহাবিমোহাৎ (অহংমমত্বাত্মকাৎ) কৃতান্তপাশাৎ (কৃতান্তস্য পাশাৎ সংসাররূপাৎ) বিমোক্তুং (মোচয়িতুম্) ন ঈশেৎ ? (সমর্থঃ ন ভবেৎ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—আমার আরাধনাই মন, চক্ষু, বাক্য ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ব্যাপারের সাক্ষাৎ ফল। আমার আরাধনা ব্যতীত কোনও জীবই কৃতান্তপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—সমাসেন ভক্তের্লক্ষণং তাং চ বিনা

নিস্তারাভাবং চ বদন্নুপসংহরতি,—মনোবচোদৃশা-মন্যেষাঞ্চ করণানাং যথাবদীহিতস্য দেহব্যাপারস্য চ মে সাক্ষাৎকৃতং সাক্ষান্মৎসম্বন্ধিত্বেন যৎ করণং প্রবৃত্তি-স্তদেব মে পরিবর্হণমারাধনমিত্যর্থঃ ; যেন পরিবর্হণেন বিনা ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সাধারণভাবে ভক্তির লক্ষণ এবং সেই ভক্তি ব্যতীত নিস্তার নাই—ইহা কথন-পূর্ব্বক উপসংহার করিতেছেন—'মনোবচো' ইত্যাদি, মন, বাক্য, চক্ষুঃ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহের, এবং যথাযথ দেহব্যাপারের, 'মে সাক্ষাৎকৃতং'—সাক্ষাৎ মৎ-সম্বন্ধিত্বরূপে (অর্থাৎ ঈশ্বর আমার উদ্দেশে) যে প্রবৃত্তি, তাহাই 'মে পরিবর্হণম্'—আমার আরাধনা। 'যেন'—যে আরাধনা ব্যতীত (মানুষ মহামোহময় কৃতান্তপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে না) ॥ ২৭ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

এবমনুশাস্যাত্মজান্ স্বয়মনুশিষ্টানপি লোকানু-শাসনার্থং মহানুভাবঃ পরমসুহৃদ্ভগবানৃষভাপদেশ উপ-শমশীলানামুপরতকর্ম্মণাং মহামুনীনাং ভক্তিজ্ঞান-বৈরাগ্যলক্ষণং পারমহংস্যধর্ম্মমুপশিক্ষমাণঃ স্বতনয়-শতজ্যেষ্ঠং পরমভাগবতং ভগবজ্জনপরায়ণং ভরতং ধরণিপরিপালনায়াভিষিচ্য স্বয়ং ভবন এবোর্ব্বরিত-শরীরমাত্রপরিগ্রহ উন্মত্ত ইব গগনপরিধানঃ প্রকীর্ণ-কেশ আত্মন্যারোপিতাহবনীয়ো ব্রহ্মাবর্ত্তাৎ প্রবব্রাজ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—মহানুভাবঃ (মহা-প্রভাবঃ) পরমসুহৃৎ (সর্ব্বভূতসুহৃৎ) ঋষভাপদেশঃ (ঋষভঃ ইতি অপদেশঃ নাম যস্য সঃ তাদৃশঃ) ভগ-বান্ ঋষভদেবঃ) স্বয়ম্ অনুশিষ্টান্ (স্বতঃ এবঃ সুশিক্ষিতান্ হেয়োপাদেয় বিষয়জ্ঞান্) অপি আত্মজান্ (পুত্রান্ লোকানুশাসনার্থম্) লোকানাম্ অধিকৃত-জনানাং শিক্ষার্থং বিবিচ্য জ্ঞানার্থম্) এবম্ (এবম্প্র-কারেণ গৃহস্থধর্ম্মান্) অনুশাস্য (শিক্ষয়িত্বা) উপশম-শীলানাং (নিবৃত্ত-বাসনানাম্) উপরতকর্ম্মণাং (কর্ম্মগ্রন্থিশূন্যানাং নিবৃত্তপ্রবৃত্তিধর্ম্মাণাং) মহামুনীনাং (সন্ন্যাসিনাং ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং পারমহংস্যধর্ম্মং (পরমহংসাঃ ব্রহ্মবিদঃ যোগসিদ্ধাঃ তেষাং ধর্ম্মম্) উপশিক্ষমানঃ (উপশিক্ষয়িষ্যন্) ধরণিপরিপালনায় (ভূমণ্ডলরক্ষার্থং) স্ব-তনয়শতজ্যেষ্ঠং (স্বীয়তনয়শতেষু জ্যেষ্ঠং প্রধানং) পরমভাগবতং (ভাগবতশ্রেষ্ঠং) ভগবজ্জনপরায়ণং (ভগবজ্জনঃ ভাগবতঃ স এব পরা-য়ণং ভজনীয়ঃ যস্য তং ভক্তপ্রিয়ং) ভরতম্ অভিষিচ্য (রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপ্য) স্বয়ং ভবনঃ এব উর্ব্বরিতশরীর-মাত্রপরিগ্রহঃ (উর্ব্বরিতঃ-অবশিষ্টঃ শরীরমাত্রং পরি-গ্রহঃ যস্য সঃ পরিত্যক্ত-বস্ত্রভূষণাদি-দেহানুবন্ধঃ সন্) উন্মত্ত ইব গগনপরিধানঃ (গগনমাকাশঃ এব পরিধানং যস্য সঃ দিগম্বরঃ নগ্নঃ ইত্যর্থঃ) প্রকীর্ণকেশঃ (প্রকীর্ণাঃ বিক্ষিপ্তাঃ কেশাঃ যস্য সঃ কেশবন্ধনে অপি অনুসন্ধান-রহিতঃ) আত্মন্যারোপিতাহবনীয়ঃ (আত্মনি এব আরোপিতঃ চিন্তয়া স্থাপিতঃ আহবনীয়ঃ বৈদিকঃ অগ্নিঃ যেন সঃ তাদৃশঃ সন্) ব্রহ্মাবর্ত্তাৎ (স্বদেশাৎ) প্রবব্রাজ (নির্জগাম) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—মহানুভাব পরমসুহৃৎ ভগবান্ ঋষভদেবের পুত্রগণ স্বয়ং সুশিক্ষিত ছিলেন। তথাপি তিনি লোক-শিক্ষার্থ তাঁহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়া বাসনা-রহিত, কর্ম্মগ্রন্থিশূন্য মহা-মুনিগণের ভক্তিজ্ঞান-বৈরাগ্যলক্ষণ পারমহংস্য-ধর্ম্ম শিক্ষা করাইবার মানসে আপনার শত পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পরমভাগবত ভগবজ্জনপরায়ণ ভরতকে পৃথিবী পালনের নিমিত্ত রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং স্বয়ংই গৃহে অবস্থান কালেই বস্ত্রভূষণাদি সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক শরীরমাত্র পরিগ্রহ করিয়া, উন্মত্তের ন্যায় বাতবসন ও বিমুক্তকেশ হইয়া আহবনীয় অগ্নিকে আপনাতেই স্থাপনপূর্ব্বক ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে প্রব্রজ্যায় গমন করিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—উপশিক্ষমাণঃ উপশিক্ষয়িষ্যন্, উর্ব্ব-রিতোঽবশিষ্টঃ শরীরমাত্র-পরিগ্রহো যস্য সঃ ॥২৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপশিক্ষমাণঃ'—(পারম-হংস্য ধর্ম্ম) শিক্ষা দিবার নিমিত্ত। 'উর্ব্বরিত-শরীর-মাত্র-পরিগ্রহঃ'—উর্ব্বরিত বলিতে অবশিষ্ট শরীরমাত্র পরিগ্রহ যাঁহার, তিনি (অর্থাৎ কেবলমাত্র নিজ শরীর-কেই পরিজনরূপে স্বীকারপূর্ব্বক, ভগবান্ ঋষভদেব ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।) ॥২৮॥

———

জড়ান্ধমূকবধিরপিশাচোন্মাদকবদবধূতবেশোঽভিভাষ্যমাণোঽপি জনানাং গৃহীতমৌনব্রতস্তূষ্ণীম্বভূব ॥২৯

অন্বয়ঃ—(অথ) অবধূতবেশঃ (অবধূতঃ ত্যক্তসর্ব্বসঙ্গঃ তস্য ইব বেশঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্ ইত্যর্থঃ) জনানাং (মধ্যে) জড়ান্ধমূকবধিরপিশাচোন্মাদকবৎ (বর্ত্তমানঃ সন্ তৈঃ) অভিভাষ্যমানঃ (হে জড়, ইত্যাদি বাচ্যমানঃ) অপি গৃহীতমৌনব্রতঃ (গৃহীতং স্বীকৃতং মৌনং ব্রতং যেন সঃ তাদৃশঃ সন্) তূষ্ণীম্ (এব) বভূব (নাভাষতেত্যর্থঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অবধূত-বেষ গ্রহণ করিয়া লোকসকলের মধ্যে তিনি জড়, অন্ধ, মূক, বধির ও পিশাচের ন্যায় উন্মত্তভাবে অবস্থান করিতেন। উহারা তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলেও তিনি মৌনাবলম্বন করিতেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না ॥ ২৯ ॥

তথ্য—'অবধূত' শব্দে—"যো বিলঙ্ঘ্যাশ্রমান্ বর্ণান্ আত্মন্যেব স্থিতঃ পুমান্। অতিবর্ণাশ্রমী যোগী অবধূতঃ স উচ্যতে ॥" "অ"ক্ষরত্বাদ্ "ব"রেণ্যত্বাদ্ "ধূত"-সংসারবন্ধনাৎ। তত্ত্বমস্যর্থসিদ্ধত্বাৎ অবধূতোঽভিধীয়তে ॥" ২৯ ॥

তত্র তত্র পুরগ্রামাকরখেটবাটখর্ব্বটশিবিরব্রজঘোষসার্থগিরিবনাশ্রমাদিষ্বনুপথমবনিচরাপসদৈঃ পরিভূয়মানো মক্ষিকাভিরিব বনগজস্তর্জনতাড়নাবমেহনষ্ঠীবন-গ্রাব-শকৃদ্রজঃ-প্রক্ষেপ-পূতিবাত-দুরুক্তৈস্তদবিগণয়ন্নেবাসৎসংস্থান এতস্মিন্ দেহোপলক্ষণে সদুপদেশ উভয়ানুভবস্বরূপেণ স্বমহিমাবস্থানেনাসমারোপিতাহংমমাভিমানত্বাদবিখণ্ডিতমনাঃ পৃথিবীমেকচরঃ পরিবিভ্রাম ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ সঃ অবধূতবেশঃ ঋষভদেবঃ) তত্র তত্র পুরগ্রামাকরখেটবাটখর্ব্বটশিবির-ব্রজঘোষ-সার্থ-গিরিবনাশ্রমাদিষু (পুরং পত্তনং, গ্রামাঃ হট্টহীনাঃ, আকরঃ খনিঃ, খেটঃ কৃষীবলগ্রামঃ, বাটাঃ পুষ্পাদিবাটিকাঃ, খর্ব্বটঃ গিরিতটগ্রামঃ, শিবিরং সেনায়াঃ নিবাসস্থানং, সার্থঃ যাত্রিকজনসংঘাতঃ, গিরয়ঃ পর্ব্বতাঃ, বনম্ অরণ্যম্ আশ্রমাঃ ঋষীনাং স্থানানি তেষু) অনুপথং (মার্গে মার্গে) অবনিচরাপসদৈঃ (দুর্জ্জনৈঃ পুরুষাধমৈঃ) তর্জ্জনতাড়নাবমেহনষ্ঠীবনগ্রাবশকৃদ্রজঃপ্রক্ষেপপূতিবাতদুরুক্তৈঃ (তর্জ্জনং ভয়জননং ভর্ৎসনং, তাড়নং প্রহারঃ, অবমেহনম্ উপরিমূত্রণং, ষ্ঠীবনং থূৎকৃত্য শ্লেষ্মপ্রক্ষেপঃ, গ্রাবণাং শকৃতঃ রজসশ্চ প্রক্ষেপঃ, পূতিবাতঃ অধোবায়ুঃ, দুরুক্তং শাপঃ এতৈঃ) পরিভূয়মানঃ (অবজ্ঞাতঃ) অপি (যথা) বনগজঃ (বনস্থঃ হস্তী) মক্ষিকাভিঃ পরিভূয়মানঃ (অপি তৎকৃতং পরিভবং ন গণয়তি, তথা) ইব (তদ্বৎ) তদবিগণয়ন্ (দুর্জ্জনৈঃ কৃতং তং পরিভবম্ অগণয়ন্) এব (যতঃ) অসৎসংস্থানে (সতত পরিণামিনোঽচিদ্দ্রব্যস্য পরিণামরূপে) দেহোপলক্ষণে (দেহঃ ইতি উপলক্ষণম্ আকারঃ যস্য তস্মিন্) সদুপদেশে (দেহাত্মভ্রান্তিমতামাত্মত্ব-ব্যপদেশবিষয়ে) উভয়ানুভবস্বরূপেণ (উভয়োঃ স্বাত্মপরমাত্ময়োঃ যাথাত্ম্যানুভবঃ তৎসরূপেণ) স্বমহিমাবস্থানেন (স্বমহিম্নি অবস্থানং স্বরূপ-নিশ্চয়ঃ তেন) এতস্মিন্ দেহে কার্য্যকারণসংঘাতে শরীরে) অসমারোপিতাহংমমাভিমানত্বাৎ (দেহাদৌ 'অহং' মম' ইত্যভিমানরাহিত্যাৎ) অবিখণ্ডিতমনাঃ (অবিখণ্ডিতং মনো-যস্য সঃ অক্ষুভিতচিত্তঃ সন্) একচরঃ (একাকী) পৃথিবীং পরিবভ্রাম (পরিভ্রমণম্ অকরোৎ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ - তিনি পুর, গ্রাম, আকর (খনি), খেট (কৃষীবলগ্রাম), খর্ব্বট (গিরিতটগ্রাম), বাট (পুষ্পাদিবাটিকা), শিবির (সেনানিবাস), ব্রজ (গো-নিবাস), ঘোষ (গোপনিবাস), সার্থ (যাত্রিকগণের সম্মিলন-স্থান), পর্ব্বত, বন ও ঋষিদিগের আশ্রম প্রভৃতি যে যে-স্থানে ভ্রমণ করিতেন, সেই সেই স্থানের দুর্জ্জনগণ মক্ষিকা যেরূপ বনহস্তীকে ব্যাকুল করে, তদ্রূপ ভয়প্রদর্শন, তাড়ন, গাত্রে প্রস্রাব ও নিষ্ঠীবন-পরিত্যাগ, প্রস্তর, বিষ্ঠা ও ধূলি-নিক্ষেপ, অধোবায়ু-ত্যাগ এবং দুর্ব্বাক্যপ্রয়োগ প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাকে নানাপ্রকারের ক্লেশ প্রদান করিলেও তিনি সে-সকল গ্রাহ্য করিতেন না ; যেহেতু, তিনি অচিদ্ বস্তুর পরিণাম এই জড়দেহে আত্মবুদ্ধির ভ্রমবিষয়ে চৈতন্য লাভ করিয়া, স্ব-স্বরূপ ও পর-স্বরূপ, এই উভয় স্বরূপানুভূতির সহিত স্বমহিমায় অবস্থান করিতেছিলেন। সেই জন্যই তাঁহার দেহে 'আমি আমার'-রূপ অভিমান ছিল না। তিনি অক্ষুব্ধচিত্তে একাকী পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র পুরং পত্তনং, গ্রামা হট্টহীনাঃ, আকরঃ খনিঃ, খেটঃ কৃষীবলগ্রামঃ, খর্ব্বটঃ গিরি-তটগ্রামঃ, বাটঃ পুষ্পাদিবাটিকা, শিবিরং সেনায়া বাসস্থানং, ব্রজো গবাং, ঘোষো গোপানাং, সার্থো যাত্রিকজনসংঘাতঃ, আশ্রমা ঋষীণাম্, অবনিচরাপ-সদৈঃ মনুষ্যাধমৈঃ, তর্জ্জনং ভয়জননং, তাড়নং প্রহারঃ, মেহনম্ উপরি মূত্রণং, ষ্ঠীবনং থূৎকৃত্য শ্লেষ্মপ্রক্ষেপঃ, গ্রাব-শকৃদ্-রজসাং শিলা-বিট্-ধূলীনাং প্রক্ষেপঃ, পূতিবাতোঽধোবায়ুঃ, দুরুক্তং শাপস্তৈঃ পরিভূয়মানস্তৎ পরিভবনমগণয়ন্, "অসতি অনিত্যে সংস্থানে সংনিবেশে দেহ ইত্যুপলক্ষণমাকারো যস্য, সদিত্যপদেশমাত্রং যস্য তস্মিন্নিরভিমানত্বাৎ" ইতি স্বামিচরণাঃ। "অসৎসংস্থান ইত্যাদিকং লোকশিক্ষ-ণায় ব্যঞ্জনামাত্রম্—"ইদং শরীরং মম দুর্ব্বিভাব্যং তত্ত্বমিত্যাদ্যুক্তেঃ" ইতি সন্দর্ভঃ। কিঞ্চ শ্রীঋষভ-দেবদেহস্য বক্তৃপরোক্ষত্বাদেতচ্ছব্দবাচ্যত্বং ন ঘটতে, তস্মাদেবং ব্যাখ্যেয়ম্—এতস্মিন্ জগতি নশ্বরত্বাদ-সৎসংস্থানে সমষ্টিত্বেন দেহমুপলক্ষয়তীতি জগদপি প্রাকৃতঃ স্বদেহস্তস্মিন্নিরভিমানত্বাদিতি তর্জ্জনাদি-কৃজ্জনসমুদায়বতো জগতঃ স্বদেহত্বেনাভিমানে হন্ত হন্ত এতাদৃশ-মহদপরাধ-দোষদুষ্টো জগদাত্মকো মদ্দেহ ইতি খেদেন মনঃখণ্ডিতং স্যাৎ। অতঃ স্ব-মহিম্নি চিন্ময়ানন্দে যদবস্থানং তেন হেতুনা তত্র দেহে নিরভিমানত্বাৎ, কীদৃশেন উভয়োশ্চিচ্ছক্তি-মায়া-শক্ত্যোঃ স্বীয়-স্বরূপত্বাস্বরূপত্বাভ্যাং যোঽনুভবস্তেন যৎ স্বমহিমাবস্থানং তেন ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে পুর বলিতে নগর, গ্রাম (হট্টহীন), আকর (খনি), খেট—কৃষকদের গ্রাম, খর্ব্বট—পর্ব্বতের প্রান্তস্থিত গ্রাম, বাট—পুষ্পোদ্যান, শিবির—সেনাগণের বাসস্থান; ব্রজ—গোষ্ঠ, গাভী-গণের বাসস্থান, ঘোষ—গোপগণের বসতিস্থল, সার্থ—যাত্রি-নিবাস, আশ্রম—ঋষিগণের আশ্রম প্রভৃতি যে স্থানেই অবধূত-বেশী ভগবান্ ঋষভদেব গমন করিতেন, সেখানে 'অবনিচরাপসদৈঃ'—মনুষ্যাধম দুর্জ্জনগণ কর্ত্তৃক, তর্জ্জন (ভীতিপ্রদর্শন), প্রহার, শরীরে মূত্র ও শ্লেষ্মাত্যাগ; প্রস্তর, বিষ্ঠা ও ধূলি-নিক্ষেপ, অধোবায়ু ত্যাগ এবং দুরুক্তি (শাপাদি গালাগালি) প্রভৃতির দ্বারা তিনি 'পরিভূয়মানঃ'—উৎপীড়িত হইলেও, তাহা গণনা করিতেন না। এই সকল উৎপীড়ন অগ্রাহ্য করার কারণ বলিতেছেন—'অসৎসংস্থানে' ইত্যাদি। অসৎ বলিতে অনিত্য যে সংস্থান অর্থাৎ সন্নিবেশ, দেহ এই উপলক্ষণ অর্থাৎ আকার যাহার, যাহা নামমাত্রে সৎ, সেই দেহে (অর্থাৎ অবিদ্যার দ্বারা নির্ম্মিত কার্য্যকারণরূপ সংঘাতময় এই শরীরে), নিরভিমান বলিয়া (তিনি ঐ সকল উৎপীড়ন অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন)—ইহা শ্রীধর স্বামি-পাদের ব্যাখ্যা। 'অসৎসংস্থান' ইত্যাদি লোকশিক্ষণের নিমিত্ত ব্যঞ্জনামাত্র, কারণ "ইদং শরীরং মম দুর্ব্বিভাব্যং তত্ত্বম্" (১৯ শ্লোক), অর্থাৎ আমার এই শরীর অপরের দুর্ব্বিতর্ক্য, যেহেতু ইহা চিদানন্দরূপ তত্ত্ব-বিশেষ—এইরূপ পূর্ব্বে উক্ত হই-য়াছে—ক্রম-সন্দর্ভে শ্রীজীবপাদের ব্যাখ্যা। আরও, 'এতস্মিন্ দেহোপলক্ষণে'—এই স্থলে, শ্রীঋষভদেবের দেহের বক্তৃ-পরোক্ষত্ব-হেতু, 'এতৎশব্দ-বাচ্যত্বং' অর্থাৎ এই দেহ—এইরূপ বলা সম্ভবপর নহে। অতএব এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে—'এতস্মিন্' বলিতে এই জগতে, নশ্বরত্বহেতু অসৎসংস্থানে সমষ্টিত্বরূপে দেহ উপলক্ষিত হইতেছে, ইহার দ্বারা জগৎও প্রাকৃত নিজদেহই, তাহাতে নিরভিমানত্বহেতু, এইরূপ বলিলে, তর্জ্জনাদির দ্বারা উৎপীড়নকারী জনসমুদায়যুক্ত জগতের স্বদেহত্বরূপে অভিমান থাকিলে, হায়! হায়! এতাদৃশ মহদপরাধরূপ দোষে দুষ্ট জগদাত্মক আমার দেহ—এইরূপ খেদবশতঃ মন খণ্ডিত হইত। অতএব 'স্বমহিমাবস্থানেন'—স্বমহিমায় বলিতে চিন্ময়ানন্দরূপে যে অবস্থান, সেই-হেতু তাদৃশ দেহে নিরভিমানবশতঃই। কি প্রকারে? তাহাতে বলিতেছেন—'উভয়ানুভব-স্বরূপেণ', চিৎশক্তি ও মায়াশক্তি এই উভয়েরই নিজস্বরূপত্ব এবং অস্ব-রূপত্বরূপে যে অনুভব, তাহার দ্বারা যে স্বমহিমায় অবস্থান, সেইজন্য (অর্থাৎ তৎকালে তিনি সৎ ও অসৎ এই উভয় তত্ত্বের অনুভবাত্মক নিজ মহিমায় অর্থাৎ জ্ঞানানন্দময় নিজস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, অক্ষুভিতচিত্তে একাকী পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগি-লেন।) ॥ ৩০ ॥

অতিসুকুমার-করচরণোরঃস্থল-বিপুলবাহ্বংসযুগল-বদনাদ্যবয়ববিন্যাসঃ প্রকৃতিসুন্দরস্বভাবহাসসুমুখো নবনলিনদলায়মান-শিশিরতারারুণায়তনয়নরুচিরঃ সদৃশসুভগকপোলকর্ণকণ্ঠনাসো বিগূঢ়স্মিতবদনমহোৎ-সবেন পুরবনিতানাং মনসি কুসুমশরাসনমুপদধানঃ পরাগবলম্বমান- কুটিল-জটিলকপিশকেশ- ভূরিভারোঽ-বধূতমলিন-নিজশরীরেণ গ্রহগৃহীত ইবাদৃশ্যত ॥ ৩১॥

অন্বয়ঃ—(সঃ ঋষভদেবঃ তদা) অতিসুকুমারকর-চরণোরঃস্থল-বিপুলবাহ্বংসযুগলবদনাদ্যবয়ব-বিন্যাসঃ (অতিসুকুমারাণি করচরণোরঃস্থলানি তথা বিপুলানি বাহ্বংসযুগলানি চ বদনং চ এতে যে অবয়বাঃ তেষাং বিশিষ্টঃ ন্যাসঃ সংনিবেশঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ), প্রকৃতি-সুন্দরস্বভাবহাসসুমুখঃ (প্রকৃত্যা এব সুন্দরঃ তথা স্বভাবসিদ্ধঃ যঃ হাসঃ তেন শোভনং মুখং যস্য সঃ তাদৃশঃ) নবনলিনদলায়মানশিশিরতারারুণায়ত-নয়ন-রুচিরঃ (নবনলিনদলবৎ আচরন্তী যে শিশিরতারে তাপহারি-কণীনিকে যয়োঃ তে, অরুণে রক্তে আয়তে দীর্ঘে নয়নে তাভ্যাং রুচিরঃ মনোহরঃ যঃ সঃ) সদৃশসুভগকপোলকর্ণকণ্ঠনাসঃ (সদৃশাঃ অন্যূনাধিকাঃ সুভগাঃ শোভনাশ্চ কপোলকণ্ঠনাসাঃ যস্য সঃ ভূমিং পর্য্যটন্। বিগূঢ় স্মিতবদনমহোৎসবেন (বিগূঢ়ং স্মিতং যদ্বদনং তস্য মহোৎসবেন বিভ্রমেণ) পুরবনি-তানাং (পুরাঙ্গনানাং) মনসি কুসুমশরাসনং (কন্দর্পম্) উপদধানঃ (উদ্দীপয়ন্নেব এবম্ভূতঃ অপি) পরাগ-বলম্বমানকুটিলজটিলকপিশকেশভূরিভারঃ (পরাক্ পরিতঃ অবলম্বমানাশ্চ তে কুটিলাঃ বক্রাশ্চ জটিলাশ্চ কপিশাঃ পিশঙ্গাশ্চ যে কেশাঃ তেষাং ভূরিভারঃ যস্য সঃ) অবধূতমলিননিজশরীরেণ (অবধূতম্ অনাদৃতম্ অতএব মলিনং যৎ নিজশরীরং তেন) গ্রহগৃহীতঃ (পিশাচাদ্যাবিষ্টঃ) ইব অদৃশ্যত (জনৈঃ অলক্ষত) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—তাঁহার কর, চরণ, বক্ষঃস্থল, বিশাল বাহুযুগল, স্কন্ধদ্বয় ও বদন প্রভৃতি অবয়বসকল অতি-শয় সুকোমল এবং উত্তমরূপে মুখমণ্ডল স্বভাব-সিদ্ধ হাস্যে নিরন্তর শোভিত হইত। নয়ন-যুগল নবীন নলিনদল-সদৃশ আয়ত ও অরুণ-বর্ণ ছিল ; তাহাতে মনোহর তারকাযুগল দর্শকের সকল সন্তাপ হরণ করিত। তাঁহার কপোল-দেশ, কর্ণ, কণ্ঠ এবং নাসি-কাও তাদৃশ সুন্দর ছিল। বদনমণ্ডলে মন্দ মন্দ হাস্য নিরন্তর বিলসিত হইত, তদ্দ্বারা তিনি পুর-কামিনীগণের মনোমধ্যে কুসুমায়ুধকে উদ্দীপিত করি-তেন। তাঁহার সম্মুখভাগে কৃষ্ণবর্ণ জটিল ও আকুঞ্চিত কেশকলাপ বিলম্বিত ছিল এবং অযত্ন-নিবন্ধন নিজ-শরীর মলিন হওয়ায় তিনি যেন গ্রহ-গ্রস্তের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—সদৃশা অন্যূনাতিরিক্তাঃ। অতএব সুভগা মনোহরা কপোলাদয়ো যস্য সঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ--'সদৃশ-সুভগ-কপোল-কর্ণ-কণ্ঠ-নাসঃ'--সদৃশ বলিতে সমান, যাহা ন্যূন বা অতিরিক্ত নহে, অতএব সুভগ অর্থাৎ মনোহর কপোলদেশ প্রভৃতি যাঁহার তিনি (অর্থাৎ তাঁহার গণ্ডযুগল, কর্ণদ্বয়, কণ্ঠ ও নাসিকা সুগঠিত ও সুন্দর ছিল) ॥ ৩১ ॥

যর্হি বাব স ভগবান্ লোকমিমং যোগস্যাদ্ধা প্রতীপমিবাচক্ষাণস্তৎপ্রতিক্রিয়া-কর্ম্ম বীভৎসিতমিতি ব্রতমাজগরমাস্থিতঃ শয়ান এবাশ্নাতি পিবতি খাদত্য-বমেহতি হদতি স্ম চেষ্টমান উচ্চরিত আদিগ্ধোদ্দেশঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—যর্হি যাব (যদা) সঃ ভগবান্ (ঋষভঃ) ইমং লোকং (জনসমূহং) যোগস্য অদ্ধা (সাক্ষাৎ) প্রতীপং (প্রতিপক্ষং বিরোধম্) ইব আচক্ষাণঃ (পশ্যন্ বভূব ; এবং যদা) যৎপ্রতিক্রিয়াকর্ম্ম (তস্য প্রতি-কূলমাচরতঃ লোকস্য প্রতিক্রিয়াচরণং যোগবিরুদ্ধা-চারনিরাকরণ-রূপং কর্ম্ম চ) বীভৎসিতং (যোগশাস্ত্র-নিষিদ্ধত্বাৎ চিত্তোদ্বেগকরত্বাচ্চ নিন্দিতম্) ইতি (দৃষ্ট-বান্ ; তদা) আজগরং (যৎ একত্রৈব স্থিত্বা প্রারব্ধ-কর্ম্মভোগরূপম্ আজগরং, তাদৃশং) ব্রতম্ আস্থিতঃ (ধারয়ন্ সন্) শয়ানঃ এব অশ্নাতি (ফলাদিকং খাদতি), পিবতি, অবমেহতি (মূত্রয়তি), হদতি (পুরীষম্ উৎসৃজতি স্ম এবম্) উচ্চরিতে (মল-মূত্রাদৌ এব) চেষ্টমানঃ (বিলুঠন্ তেন এব) আদিগ্ধোদ্দেশঃ (আদিগ্ধাঃ আলিপ্তাঃ উদ্দেশাঃ দেহ-প্রদেশাঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্ আসীৎ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ ঋষভদেব যখন লোকসকলকে

যোগ-সাধনের সাক্ষাৎপ্রতিপক্ষরূপে দর্শন করিলেন এবং তাহাদের প্রতিকাররূপ কর্ম্মকেও অতিশয় নিন্দিত বলিয়া বিবেচনা করিলেন, তখন তিনি 'আজগর'-নামক ব্রতঅবলম্বন পূর্ব্বক একস্থানে শয়ন করিয়াই আহার, পান ও মল-মূত্র পরিত্যাগ ও পরিত্যক্ত বিষ্ঠাতেই অবলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন ; তাহাতে তাঁহার শরীরের বিভিন্ন স্থান বিষ্ঠা-লিপ্ত হইল ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—প্রতীপং ক্ষুৎ-পিপাসা-লোকোপদ্রবাদ্যৈ-বিক্ষেপকারণৈঃ প্রতিকূলম্, ইবেত্যারূঢ়যোগানাং প্রায়ঃ প্রাতিকূল্যাভাবাৎ। আজগরং ব্রতং নামৈকত্রৈব স্থিত্বা প্রারব্ধকর্ম্মোপভোগঃ ; একত্রাবস্থানে সতি পরিচিতত্বাদের্লোকোপদ্রবাদ্যধিকং ন স্যাদিতি ভাবঃ। অবমেহতি মূত্রয়তি হদতি পুরীষমুৎসৃজতি ; উৎসর্গিতে পুরীষে চেষ্টমানে বিলুঠন্ তেনৈব দিগ্ধা আলিপ্তা উদ্দেশা দেহপ্রদেশা যস্য সঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রতীপম্ ইব'—ক্ষুধা, পিপাসা, লোকের উপদ্রবাদিরূপ বিক্ষেপের কারণের দ্বারা যেন প্রতিকূলের ন্যায় ; এখানে 'ইব'—শব্দ প্রয়োগের দ্বারা যোগারূঢ় যতিগণের প্রায়ই কোন প্রতিকূলতা হয় না—ইহা জানাইলেন। 'আজগরং ব্রতম্'—আজগর ব্রত বলিতে একস্থানেই অবস্থানপূর্ব্বক প্রারব্ধ কর্ম্মের উপভোগ, একত্র অবস্থান করিলে পরিচিত হওয়ায় লোকের উপদ্রবাদি অধিক হইবে না—এই ভাব। 'অবমেহতি হদতি'—(তিনি একস্থানে শয়ন করিয়াই) মূত্র ও মল ত্যাগ করিতেন। 'উচ্চরিতে চেষ্টমানঃ'—পরিত্যক্ত বিষ্ঠাতেই বিলুণ্ঠিত হওয়ায় তাহার দ্বারাই 'আদিগ্ধোদ্দেশঃ'—আদিগ্ধ অর্থাৎ আলিপ্ত হইয়াছে উদ্দেশ বলিতে দেহপ্রদেশ (শরীরের বিভিন্ন স্থান) যাঁহার, তিনি ॥ ৩২ ॥

তস্য হ যঃ পুরীষসুরভিসৌগন্ধ্যো বায়ুস্তং দেশং দশযোজনং সমন্তাৎ সুরভিং চকার ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (ঋষভস্য) হ যঃ পুরীষসুরভিসৌগন্ধ্যঃ (যস্য সঃ এবম্ভূতঃ যঃ সঃ) বায়ুঃ সমন্তাৎ (সর্ব্বতঃ) দশযোজনং (দশযোজনপর্য্যন্তং) তং দেশং সুরভীং চকার (যোগৈশ্বর্য্যপ্রভাবাৎ, ন হি এতৎ তস্মিন্ ঋষভে) আশ্চর্য্যমিতি ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—কিন্তু তাহা হইলেও উহাতে কোন বীভৎস্বভাব প্রকাশ পাইবার আশঙ্কা ছিল না, কারণ ঐ বিষ্ঠায় দুর্গন্ধের লেশমাত্রও ছিল না, বায়ু ঋষভদেবের সেই পুরীষ সৌরভে সুরভিত হইয়া চতুর্দ্দিকে দশযোজন পর্য্যন্ত স্থান সুবাসিত করিল ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য চিন্ময়শরীরস্যৈতদ্বীভৎসিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্যেতি। পুরীষস্য সুরভিনা গন্ধেন সৌগন্ধ্যং যস্য স বায়ুঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার চিন্ময় শরীরের এই-প্রকার বীভৎসিত (ঘৃণার বিষয়ীভূত ভাব)—ইহা আশঙ্কাপূর্ব্বক বলিতেছেন—'তস্য'—ইত্যাদি। 'পুরীষ-সুরভি-সৌগন্ধ্যঃ'—বিষ্ঠার সুরভি অর্থাৎ গন্ধের দ্বারা সৌগন্ধ্য যাহার, সেই সুরভিত বায়ু (সকল দিক্ সৌরভময় করিল) ॥ ৩৩ ॥

এবং গোমৃগকাকচর্য্যয়া ব্রজংস্তিষ্ঠন্নাসীনঃ শয়ানঃ কাকমৃগগোচরিতঃ পিবতি খাদত্যবমেহতি স্ম ॥ ৩৪॥

অন্বয়ঃ—এবম্ (এবম্প্রকারেণ আচরন্ সঃ ঋষভঃ কাকমৃগগোচরিতঃ (কাকমৃগগবাম্ ইব অন্যদপি চরিতং বৃত্তিঃ যস্য সঃ) গোমৃগকাকচর্য্যয়া ব্রজন্ (গচ্ছন্) তিষ্ঠন্ আসীনঃ শয়ানঃ (এব) পিবতি খাদতি অবমেহতি স্ম ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—এইরূপে গো, মৃগ ও বায়সের আচরণ-দ্বারা তিনি কখনও গমন, কখনও বা একস্থানে অবস্থিতি, কখনও উপবেশন, কখনও বা শয়ন করিয়াই গো, মৃগ ও বায়স তুল্য আচরণ করিয়া পান, ভোজন ও মল-মূত্রাদি পরিত্যাগ করিতেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—কাকমৃগাণাং পশুতুল্যলোকানাং গোচরিতঃ তাদৃশস্বভাবত্বেন দৃষ্টিবিষয়ীভূত ইত্যর্থঃ ॥৩৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কাকমৃগাণাং'—পশুতুল্য লোকদিগের, 'গোচরিতঃ'—গাভীর ন্যায় আচরণ, তাদৃশ স্বভাবত্বরূপে দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইল, এই অর্থ ॥ ৩৪ ॥

ইতি নানাযোগচর্য্যাচরণো ভগবান্ কৈবল্যপতির্ঋষভোঽবিরতপরম-মহানন্দানুভব আত্মনি সর্ব্বেষাং

ভূতানামাত্মভূতে ভগবতি বাসুদেবে আত্মনোঽব্যবধানানন্তরোদরভাবেন সিদ্ধসমস্তার্থপরিপূর্ণো যোগৈশ্বর্য্যাণি বৈহায়স-মনোজবান্তর্দ্ধান পরকায়প্রবেশ-দূরগ্রহণাদীনি যদৃচ্ছয়োপগতানি নাঞ্জসা নৃপ হৃদয়েনাভ্যনন্দৎ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ঋষভ-দেবানুচরিতে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, ইতি (এবম্প্রকারেণ মুমুক্ষুভিঃ যোগবিঘ্নকারিণাং জনানাং সংঘর্ষপরিহারার্থম্ এবং বর্ত্তিতব্যম্ ইতি শিক্ষার্থং) নানাযোগচর্য্যাচরণঃ (নানা যোগচর্য্যাঃ আচরতি যঃ সঃ যোগিভিরেনং কর্ত্তব্যমিতি প্রদর্শনায় নানাবিধযোগবৃত্তানি কৃতবান্ বস্তুতস্তঃ সঃ) ঋষভঃ ভগবান্ (এব যতঃ) কৈবল্যপতিঃ (মোক্ষদাতা, এতেন অন্যেভ্যঃ অপি কৃপয়া যঃ কৈবল্যং দদাতি, তস্য ইয়ং লীলা এব ধ্যেয়া ন তু অনুচিকীর্ষণীয়া ইতি এবম্) অবিরত পরম-মহানন্দানুভবঃ (অবিরতঃ অখণ্ডঃ পরম-মহান্ উপনিষৎসু উত্তরোত্তরশতগুণত্বেন উক্তঃ যঃ আনন্দঃ তদনুভবস্বরূপঃ এব অতএব) সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ আত্মভূতে (সর্ব্বাবতারমূলে) আত্মনি (নিজাংশিনি) ভগবতি বাসুদেবে আত্মনঃ (স্বস্য) অব্যবধানানন্তরোদরভাবেন (অব্যবধানঃ সাক্ষাদ্ভূতঃ অনন্তঃ অপারঃ রোদং রোদনমশ্রু রাতি আদদাতীতি রোদরো ভাবঃ প্রেমা তেন এব) সিদ্ধসমস্তার্থপরিপূর্ণঃ (সিদ্ধৈঃ সমস্তৈঃ অর্থৈঃ ফলৈঃ পরিপূর্ণঃ যঃ সঃ তাদৃশঃ সন্) যদৃচ্ছয়া (সঙ্কল্পং বিনা এব) অঞ্জসা (সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষতয়া) উপগতানি (প্রাপ্তানি অপি) বৈহায়স-মনোজবান্তর্দ্ধানপরকায়প্রবেশ দূরগ্রহণাদীনি (বৈহায়সং খেচরত্বং, মনোজবঃ মনসঃ ইব দেহস্য বেগঃ, অন্তর্দ্ধানং, পরকায়ে প্রবেশং, দূরগ্রহণং দূরস্থবস্তুদর্শনম্, আদি-পদেন একাদশস্কন্ধোক্তানাম্ অবশিষ্টানাম্ অণিমাদীনাং সংগ্রহঃ তানি) যোগৈশ্বর্য্যাণি হৃদয়েন (মনসা) ন অভ্যনন্দৎ (অঙ্গীচকার) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, ভগবান্ ঋষভদেব যোগিদিগের আচরণ প্রদর্শন করিবার জন্যই এইপ্রকার বিবিধ যোগের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ; বস্তুতঃ তিনি মুক্তির অধীশ্বর এবং উত্তরোত্তর শতগুণে পরিবর্দ্ধিত অখণ্ড-আনন্দময় ছিলেন। সর্ব্বভূতাত্মা নিজ-অংশী ভগবান্ বাসুদেবসহ তাঁহার নিজের কোন ব্যবধান বা ভেদ ছিল না ; সুতরাং তিনি অসীম অশ্রুপুলকাদি-লক্ষণ প্রেম-লোভে পরিপূর্ণ হইয়া সমস্ত ফলই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অন্তরীক্ষে বিচরণ, মনের ন্যায় ক্ষিপ্রগামিতা, অন্তর্দ্ধান, পরকায়ে প্রবেশ, দূর-দর্শন প্রভৃতি যোগৈশ্বর্য্যসকল যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইলেও তিনি সে সকলের অঙ্গীকার করিতেন না ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—কৈবল্যপতিরিত্যন্যেভ্যোঽপি কৃপয়া যঃ কৈবল্যং দদাতি, তস্যেয়ং যোগিজনশিক্ষণার্থা লীলা ধ্যেয়ৈব, ন তু অনুচিকীর্ষণীয়েতি ভাবঃ। ভগবানপি ভগবতি বাসুদেবে বসুদেবনন্দনে তস্যৈব সর্ব্বাবতারাণামপ্যারাধনীয়ত্বাৎ। যদুক্তং ভীষ্মেণ—"অস্যানুভাবং ভগবান্ বেদ গুহ্যতমং শিবঃ। দেবর্ষির্নারদঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ কপিলো মুনিঃ॥" ইতি। ঈশ্বর-বাহুল্যং বারয়তি—আত্মনি স্বস্যাংশিত্বাৎ স্বস্মিন্নেবেত্যর্থঃ। আত্মনঃ স্বস্যাব্যবধানঃ সাক্ষাদ্ভূতঃ অনন্তঃ অপারঃ রোদং রোদনমশ্রু রাতি আদদাতীতি রোদরো ভাবঃ প্রেমা, তেনৈব সিদ্ধৈঃ সমস্তৈরর্থৈঃ পরিপূর্ণঃ, বৈহায়সং খেচরত্বং, মনোজবং মনস ইব দেহস্য বেগং, দূরগ্রহণং দূরদর্শনং, হে নৃপ, হৃদয়েন ॥ ৩৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
পঞ্চমে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৈবল্যপতি ভগবান্ ঋষভদেব' ইহা বলায়, অন্যান্য জনগণকেও কৃপাপূর্ব্বক যিনি কৈবল্য (মুক্তি) প্রদান করেন, তাঁহার এইরূপ যোগিজনের শিক্ষণের নিমিত্ত লীলা ধ্যানেরই যোগ্য, কিন্তু তাহা অপরের অনুকরণ করা দূরে থাকুক, অনুকরণের ইচ্ছা করারও যোগ্য নহে—এই ভাব। তিনি ভগবান্ হইয়াও 'ভগবতি বাসুদেবে'—বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে (প্রেমভাবে সর্ব্বার্থ-পরিপূর্ণ ছিলেন), কারণ শ্রীকৃষ্ণই সকল অবতারবৃন্দেরও আরাধনীয়। যদ্রূপ শ্রীভীষ্মদেব বলিয়াছেন—"অস্যানুভাবং ভগবান্" (১।৯।১৯), ইত্যাদি, অর্থাৎ হে নৃপ! ভগবান্ শিব, দেবর্ষি নারদ ও সাক্ষাৎ ভগবান্ কপিলদেব—ইঁহারাই ইঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) গুহ্যতম প্রভাব অবগত আছেন। ঈশ্বর-বাহুল্য নিষেধ করিতেছেন—'আত্মনি'— (সর্ব্বব্যাপক আত্মস্বরূপ

শ্রীবাসুদেবে)। এখানে নিজের অংশী বলিয়া নিজে-তেই এই অর্থ। 'আত্মনঃ'—নিজের, 'অব্যবধানানন্ত-রোদর-ভাবেন'—অব্যবধান (ব্যবধানরহিত) সাক্ষা-ভূত অনন্ত বলিতে অপার যে 'রোদর'—রোদ বলিতে অশ্রু যে দান করে, তাহা রোদর, অর্থাৎ ভাব, প্রেম, তাহার দ্বারা, সিদ্ধ সমস্ত অর্থের দ্বারা যিনি পরিপূর্ণ ছিলেন। বৈহায়াস—বলিতে আকাশগতি, মনো-জব—মনের ন্যায় দৈহিক দ্রুতগতি, দূরগ্রহ—দূরের বস্তু গ্রহণ—এই সকল স্বয়ং উপস্থিত হইলেও, হে নৃপ! 'হৃদয়েন'—মনের দ্বারাও (ঐ সকলকে তিনি অভিনন্দন করিতেন না)॥ ৩৫॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার পঞ্চম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের সারার্থ-দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ৫।৫॥

ইতি অন্বয়ঃ, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চম-স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।
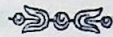
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ—

ন নূনং ভগব আত্মারামাণাং যোগসমীরিতজ্ঞানা-বভর্জিতকর্ম্মবীজানামৈশ্বর্য্যাণি পুনঃ ক্লেশদানি ভবিতু-মর্হন্তি যদৃচ্ছয়োপগতানি॥ ১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ঋষভদেবের দেহত্যাগ-প্রকার এবং দেহ দাবানলে দগ্ধ হইবার কালেও উহার প্রতি অনা-সক্তি বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্ম্মবীজ অবিদ্যা যখন বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন যোগৈশ্বর্য্যাদি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া যোগিদিগের যোগ-সাধনে কোন বিঘ্ন করিতে পারে না। তথাপি মহাত্মগণ যোগৈ-শ্বর্য্যাদির আদর করেন না; যেহেতু, মন—অতিশয় চঞ্চল; তাহার প্রতি বিশ্বাস করিয়া মহাদেব সৌভরি প্রভৃতি সমর্থ ব্যক্তিগণেরও বহুকালের তপস্যা বিনষ্ট হইয়াছে। মনই যোগীদিগকে কাম-ক্রোধের দাস করিয়া যোগ হইতে ভ্রষ্ট করায়। ভগবান্ ঋষভদেব যোগিগণের দেহত্যাগ-প্রকার শিক্ষা দিবার উদ্দেশে নিজ-দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া দক্ষিণ-কর্ণাটের কোঙ্ক বেঙ্কট ও কুটক প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে কুটকাচলের সমীপবর্ত্তি উপবনে উপস্থিত হই-লেন। তথায় দাবানল উত্থিত হইয়া তাঁহার দেহের সহিত সমগ্র বনকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। ঋষভ-দেবের পারমহংস্য-লীলা শ্রবণ করিয়া কোঙ্ক, বেঙ্কট ও কুটক-দেশের জৈন রাজা 'অর্হৎ' তাহা শিক্ষা করিয়াছিল। পরে সেই মন্দমতি রাজা ভগবানের দৈবী-মায়ায় বিমোহিত হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ-বুদ্ধিবলে বেদবিরুদ্ধ জৈনাদি পাষণ্ডধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। ভগবান্ ঋষভদেব অবতীর্ণ হইয়া মোক্ষধর্ম্মোপদেশ দিয়া পাষণ্ডধর্ম্মের বিনাশ করেন। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ—অতিশয় পুণ্যময় ভূমি; যেহেতু, তথায় ভগবান্ স্বয়ংই অবতীর্ণ হন। যোগি-গণ যে সিদ্ধি-লাভের জন্য প্রয়াস করেন, ঋষভদেব সে সকলকে উপেক্ষা করিতেন। ভগবদ্ভক্তি-লাভে পূর্ণ ভক্তগণ কোন পুরুষার্থ স্বয়ং উপস্থিত হইলেও তাহার আদর করেন না। ভক্তি—অতিশয় দুর্ল্লভা; ভগবান্ ভজনকারিগণকে মুক্তি দিলেও ভক্তি প্রদান করেন না। কিন্তু যাঁহারা মুক্তি বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিমাত্র বাসনা করেন, তাঁহাদিগকেই ভক্তি দান করিয়া থাকেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ—ভগবঃ, (হে ভগবন্,) নূনং (নিশ্চিতং) যোগসমীরিতজ্ঞানাবভর্জিতকর্ম্ম-

বীজানাং (যোগেন সমীরিতম্ উদ্দীপিতং যজ্জ্ঞানং তেন অবভর্জ্জিতানি দগ্ধানি কর্ম্মণাং বীজানি রাগাদীনি যৈঃ তেষাম্ আত্মারামাণাং (শুদ্ধচেতঃ পরমহংসানাং) যদৃচ্ছয়া (দিষ্ট্যা) উপগতানি (প্রাপ্তানি) ঐশ্বর্য্যাণি ন পুনঃ ক্লেশদানি (দুঃখদানি) ভবিতুম্ অর্হন্তি, (অতঃ কিমিতি ভগবান্ ঋষভঃ তানি নাভ্যনন্দৎ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ কহিলেন,—হে ভগবন্, আত্মারামগণের যোগোদ্দীপিত জ্ঞানাগ্নিতে রাগাদি কর্ম্মবীজসকল দগ্ধ হইয়া যায়। তখন তাঁহাদের নিকট যোগৈশ্বর্য্যাদি স্বয়ং উপস্থিত হইলেও, সে সকল তাঁহাদের ক্লেশপ্রদ হয় না। (তবে, ঋষভদেব কেন ঐসকল অঙ্গীকার করিলেন না) ? ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

মনসশ্চাতিদৌরাত্ম্যং দেহান্তর্দ্ধাপনং হরেঃ।
পাষণ্ডোৎপত্তিরিত্যেবং ষষ্ঠেঽধ্যায়ে নিরূপ্যতে ॥০॥

যোগৈশ্বর্য্যাণি নাভ্যনন্দদিতি শ্রুত্বা পৃচ্ছতি—নেতি। হে ভগবঃ হে ভগবন্—যোগেশ্বরেণ সমীরিতমুদ্দীপিতং যজ্ জ্ঞানং তেনাবভর্জ্জিতানি কর্ম্মবীজানি যৈস্তেষাং যদৃচ্ছয়োপগতানীতি ন হ্যকস্মাৎ প্রাপ্তেষু ভোগেস্বনপকুর্ব্বৎসু বিরজ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে মনেরও অতিশয় দৌরাত্ম্যতুল্য শ্রীঋষভদেবের দেহের অন্তর্দ্ধাপন (অপ্রাকট্য, দেহত্যাগের প্রকার) এবং ইহার দ্বারা পাষণ্ডমতের উৎপত্তি নিরূপিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে 'ঋষভদেব যোগৈশ্বর্য্যসমূহ আদর করেন নাই', ইহা শ্রবণ করতঃ মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'ন নূনং' ইত্যাদি। হে ভগব ! হে ভগবন্ ! 'যোগ-সমীরিত-'ইত্যাদি, শ্রেষ্ঠ যোগের প্রভাবে 'সমীরিত' অর্থাৎ উদ্দীপ্ত যে জ্ঞান, তাহার দ্বারা কর্ম্মবীজসমূহ নিঃশেষে দগ্ধ করিয়াছেন যাঁহারা, সেই আত্মারামগণের নিকট, 'যদৃচ্ছয়োপগতানি'—আপনা হইতেই উপস্থিত যৌগিক ঐশ্বর্য্যসমূহ কোন ক্লেশ প্রদান করিতে পারে না, অর্থাৎ তাঁহাদের কোন অপকার করিতে পারে না। তবে কেন ভগবান্ ঋষভদেব ঐসকল অভিনন্দন করিলেন না ?—এই ভাব ॥ ১ ॥

শ্রীঋষিরুবাচ—

সত্যমুক্তং কিন্ত্বিহ বা একে ন মনসোঽদ্ধা বিশ্রম্ভমনবস্থানস্য শঠকিরাত ইব সঙ্গচ্ছন্তে ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঋষিঃ উবাচ—সত্যম্ উক্তং (ত্বয়া যৎ কথিতং তৎ যথার্থম্ এব), কিন্তু ইহ বা (অস্মিন্ এব ভবে) একে (মহাত্মনঃ) অনবস্থানস্য (চঞ্চলস্য) মনসঃ শঠকিরাতঃ ইব অদ্ধা (সাক্ষাৎ) বিশ্রম্ভং (বিশ্বাসং) ন সংগচ্ছন্তে (যথা শঠ-কিরাতঃ ব্যাধঃ ধৃতেষু অপি মৃগাদিষু চ্যুতিশঙ্কয়া সম্যগ্ বিশ্বাসং ন স্থাপয়তি, তথা মনসঃ বিশ্বাসং ন সম্যক্ প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, আপনি যথার্থই বলিয়াছেন ; কিন্তু ধূর্ত্ত ব্যাধ যেমন মৃগসকলকে ধারণ করিয়াও (পাছে চলিয়া যায়, এই ভয়ে) তাহাদের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, সেইরূপ ইহলোকে মহাত্মগণও চঞ্চল-মনের প্রতি সম্যক্ আস্থা স্থাপন করেন না ॥ ২॥

বিশ্বনাথ—সত্যমুক্তমিতি ক্লেশদানি ন ভবন্ত্যেব, তদপি একে সুধিয়ঃ মনসো বিশ্বাসং ন সংগচ্ছন্তে ন সম্যক্ প্রাপ্নুবন্তি। কুতঃ ? অনবস্থানস্য প্রতিক্ষণমেব প্রাপ্ত-নানাদশাকস্যেত্যর্থঃ। তেন শুদ্ধং ভূত্বাপ্যশুদ্ধং ভবিতুং ন তস্য বিলম্ব ইতি ভাবঃ। শঠে ধূর্ত্তে কিরাতে নীচজাতৌ চ, ধূর্ত্তো যথা সৌহার্দ্দ্যং প্রদর্শ্য লুণ্ঠিতমেব বিশ্বসিতারং হন্তি, তথৈব মনঃ খলু কামক্রোধাদ্যনভিভবরূপাং স্বশুদ্ধিং প্রদর্শ্য স্বনিরোধে শিথিলপ্রযত্নং সাধকমেকস্মিন্ দিনে কামাদ্যৈরেবাকস্মিকৈস্তমধঃ পাতয়তি, যথা চ নীচজাতির্মুহুরপি ধর্ম্মমধ্যাপিতোঽপি সাধুতাং দধানোঽপি গৃহকোষাদিষু বিশ্বস্তঃ সন্ সময়ে দুস্ত্যজ-স্বীয়স্বভাবপ্রাপ্তং চৌর্য্যমেব করোতি, তথৈব মনঃ শমদমাদিভিঃ শোধিতমপি শ্রবণমননাদিষু স্থৈর্য্যং দধানমপি বিশ্বস্তং সদনিরুদ্ধ্যমানং কস্মিংশ্চ লক্ষণে দুর্ব্বিষয়েষ্বপি নিমজ্জদ্বিবেকজ্ঞানাদিকমপহরতি ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সত্যম্ উক্তম্'—হে মহারাজ ! তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ অর্থাৎ ক্লেশদায়ক হয় না—ইহা যথার্থই, তথাপি 'একে'—কোন কোন সুবুদ্ধিসম্পন্ন মুখ্য মহাত্মাগণ 'মনসঃ বিশ্রম্ভং'—মনকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারেন না। কিজন্য ?

তাহাতে বলিতেছেন—'অনবস্থানস্য', চঞ্চল মনের কোন স্থির অবস্থিতি নাই, অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই মন নানাবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে—এই অর্থ। ইহাতে শুদ্ধ হইয়াও অশুদ্ধ হইতে মনের কোন বিলম্ব নাই —এই ভাব। 'শঠে'—বলিতে ধূর্ত্ত জনে, এবং 'কিরাতে'—অর্থাৎ নীচ জাতিতে, ধূর্ত্ত ব্যক্তি যেমন সৌহার্দ্দ্য প্রদর্শন করতঃ লুণ্ঠিত (অবনত) বিশ্বাসকারীকেই বিনাশ করে, সেইরূপ মনও কাম, ক্রোধাদির দ্বারা অবশীভূতরূপ নিজের শুদ্ধি দেখাইয়া, 'স্বনিরোধে' অর্থাৎ মনঃসংযমে শিথিলপ্রযত্ন সাধককে কোন একদিন আকস্মিক আগত কামাদির দ্বারাই অধঃপাতিত করে। আর, যেমন নীচজাতি বার বার ধর্ম্ম অধ্যাপিত হইলেও (ধর্ম্মের কথা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেও), সততা দেখাইয়া গৃহ ও কোষাদিতে বিশ্বস্ত হইয়া, সময়মত দুস্ত্যজ নিজ স্বভাববশতঃ চৌর্য্যকার্য্যই করিয়া থাকে, সেইরূপই মনঃ শম, দম প্রভৃতির দ্বারা শোধিত হইলেও, শ্রবণ, মননাদিতে স্থিরতা প্রদর্শন করতঃ বিশ্বস্ত হইয়া, 'অনিরুদ্ধ্যমানং' —মনকে যিনি নিরোধ করেন নাই, তাদৃশ অসংযতচিত্ত সাধককে কোনও অবসরে দুর্ব্বিষয়েও নিমজ্জিত করিয়া তাঁহার বিবেক, জ্ঞানাদিই অপহরণ করিয়াথাকে ॥ ২ ॥

মধ্ব—

মহৈশ্বর্য্যস্বরূপো হি ভগবানৃষভো বিরাট্।
নৈশ্বর্য্যাণি স্বকীয়ানি খ্যাপয়ামাস সর্ব্ববিৎ ॥
উত্তমানাং জ্ঞাপনার্থ ধর্ম্ম-তত্ত্বস্য কেশবঃ।
তেষামৈশ্বর্য্যভোগে হি মনঃশক্তিং ব্রজেদ্ যদি ॥
আনন্দে মুক্তিগো হংসো বিকর্ম্মকরণাদ্ ব্রজেৎ।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিহীনোঽপি ভগবানৃষভস্ততঃ ॥
তেষাং ধর্ম্মস্থাপনার্থং নাবিশ্চক্রে পরাং স্থিতিম্।
দেবানাং নাশুভাদ্র্হাসঃ শুভাৎ কাচিৎ সুখোন্নতিঃ ॥
অধিকারিক-জীবানামেবমন্যেষু তদ্দ্বয়ম্।
অল্পাধিকারিণাং তত্র হ্রাসোঽপি ভবতি ধ্রুবম্ ॥
অশুভাভাবজোন্নাহো মহাধিকারিণামপি।
অশুভে কৃতে ন ভবতি তারতম্যাচ্চ সংস্মৃতঃ ॥
প্রজয়াশ্চ তথা দেবা মহাধিকারিণঃ স্মৃতাঃ।
ঋষ্যণীতিস্তথা সপ্ত পিতরোঽপ্সরসাং শতম্ ॥
গন্ধর্ব্বাণাং তথা রাজ্ঞাং বিংশদন্যাসু জাতিষু
অল্পাধিকারিণঃ প্রোক্তা অনধিকারিণঃ পরঃ ॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ॥ ২ ॥

তথা চোক্তম্—

ন কুর্য্যাৎ কর্হিচিৎ সখ্যং মনসি হ্যনবস্থিতে।
যদ্বিশ্রম্ভাচ্চিরাচ্চীর্ণং চস্কন্দ তপ ঐশ্বরম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—তথা চ উক্তম্—মনসি (চিত্তে) অনবস্থিতে (অস্থিরে সতি) কর্হিচিৎ (কদাপি কেনাপি সার্দ্ধং) সখ্যং (প্রেমভাবং) ন কুর্য্যাৎ (নৈব বিদধ্যাৎ); হি (যস্মাৎ) যদ্বিশ্রম্ভাৎ (মনসঃ বিশ্বাসাৎ) চিরাচ্চীর্ণং (বহুকালসঞ্চিতম্) ঐশ্বরং (ঈশ্বরাণাং সমর্থানাম্ অপি মহাদেবাদীনাং সৌভরিপ্রভৃতীনাং বা তপঃ) চস্কন্দ (বিষ্ণোর্মোহিনীরূপাদি-দর্শনেন সুস্রাব, নাশং প্রাপ্তম্ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন,—মনের চাঞ্চল্য থাকিলে কাহারও সহিত মিত্রতা করিবে না; কারণ, এইরূপ মনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই বিষ্ণুর মোহিনী-অবতারের রূপাদি দর্শনফলে মহাদেব এবং সৌভরি প্রভৃতি অন্যান্য সমর্থ ব্যক্তিগণেরও বহুকালের তপস্যা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—যস্য বিশ্রম্ভাৎ বিশ্বাসাৎ চিরাচ্চীর্ণং বহুকালসঞ্চিতং তপশ্চস্কন্দ সুস্রাব; ঐশ্বরং শাম্ভবং বিষ্ণোর্মোহিনীরূপদর্শনেন; যদ্বা, ঈশ্বরাণাং সমর্থানামপি সৌভরি-প্রভৃতীনাং তপঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদ্বিশ্রম্ভাৎ'—যাহার অর্থাৎ মনের প্রতি বিশ্বাসের ফলে, 'চিরাৎ চীর্ণং'—বহুকাল ধরিয়া সঞ্চিত তপস্যাও বিনষ্ট হইয়াছিল। 'ঐশ্বরং' —বলিতে বিষ্ণুর মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে শম্ভুর তপস্যা, অথবা—যাঁহারা ঈশ্বর অর্থাৎ সমর্থবান্, তাদৃশ সৌভরি প্রভৃতি মুনিগণেরও তপস্যা স্খলিত হইয়াছিল ॥ ৩ ॥

নিত্যং দদাতি কামস্য ছিদ্রং তমনু যেঽরয়ঃ।
যোগিনঃ কৃতমৈত্রস্য পত্যুর্জায়েব পুংশ্চলী ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—পত্যুঃ পুংশ্চলী জায়া ইব (যথা

কৃতবিশ্বাসস্য পত্যুঃ পুংশ্চলী অসতী জায়া জারাণাম্ অবকাশং দত্ত্বা পতিং ঘাতয়তি তথা) কৃতমৈত্রস্য (মনসি কৃতবিশ্বাসস্য) যোগিনঃ (তদীয়ং মনঃ) নিত্যং কামস্য তমনু যে অরয়ঃ (কামানুচরাঃ ক্রোধঃ প্রভৃতয়ঃ যে বর্ত্তন্তে তেষাং) ছিদ্রম্ (অবকাশং) দদাতি (তদা কামাদিভিঃ যোগিনং ভ্রংশয়তি ইত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—অসতী ভার্য্যা যেমন জার অর্থাৎ উপপতিদিগকে সুযোগ দিয়া নিজ-স্বামীর প্রাণ বিনাশ করায়, মনের প্রতি বিশ্বস্ত যোগীর অসৎ মনও তদ্রূপ সর্ব্বদা কাম ও কামানুচর ক্রোধাদিকে অবসর প্রদান করিয়া যোগীদিগকে যোগভ্রষ্ট করায় ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র হেতুঃ—নিত্যমিতি। কৃতবিশ্বাসস্য যোগিনো মনঃ কামস্য ছিদ্রমবকাশং দদাতি, তং কামমনু যে অরয়ঃ ক্রোধলোভাদয়স্তেষাঞ্চ ; যথা কৃতবিশ্বাসস্য পত্যুঃ পুংশ্চলী জায়া জারাণামবকাশং দত্ত্বা পতিং ঘাতয়তি, তথা মনোঽপি কামাদিভির্যোগিনং ভ্রংশয়তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহার কারণ বলিতেছেন —'নিত্যম্' ইত্যাদি। 'কৃতমৈত্রস্য যোগিনঃ'—যে যোগী পুরুষ মনের সহিত মিত্রতা করেন, সেই বিশ্বস্ত যোগীর মন কামের অবকাশ প্রদান করে এবং 'তমনু'—কামের অনুগত ক্রোধ, লোভাদি যে রিপুগণ, তাদেরও (অর্থাৎ সেই শত্রুগণেরও আগমনের সুযোগ দান করে)। যেমন নিজের প্রতি বিশ্বাসযুক্ত পতির পুংশ্চলী (ব্যভিচারিণী) স্ত্রী, উপপতিকে আগমনের সুযোগ দিয়া, তাহার দ্বারাই নিজের স্বামীকে হত্যা করাইয়া থাকে, তদ্রূপ মনও কাম প্রভৃতির দ্বারা সেই কৃত-বিশ্বাসী যোগীকে যোগ হইতে ভ্রষ্ট (অর্থাৎ তাহার সর্ব্বনাশ-সাধন) করাইয়া থাকে—এই অর্থ ॥ ৪ ॥

কামো মন্যুর্মদো লোভঃ শোকমোহভয়াদয়ঃ।
কর্ম্মবন্ধশ্চ যন্মূলঃ স্বীকুর্য্যাৎ কো নু তদ্‌বুধঃ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—কামঃ মন্যুঃ (ক্রোধঃ) মদঃ লোভঃ শোকমোহভয়াদয়ঃ কর্ম্মবন্ধশ্চ (কর্ম্মরূপঃ সংসারঃ চ) যন্মূলঃ (যৎ যস্য মনসঃ নিমিত্তেন ভবতি), কঃ নু বুধঃ (পণ্ডিতঃ) তৎ (তাদৃশং মনঃ) স্বীকুর্য্যাৎ ? (বিশ্বসেৎ —ন কোঽপীত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—যাহার নিমিত্ত কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ, শোক, মোহ এবং ভয়াদিও কর্ম্মবন্ধন স্বরূপ হইয়া থাকে তাদৃশ মনকে কোন্ পণ্ডিতই বা বিশ্বাস করিবেন ? ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—অরীন্ কথয়ন্নুপসংহরতি—কাম ইতি। যন্মন এব মূলং যস্য সঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শত্রুগণের উল্লেখপূর্ব্বক কথার উপসংহার করিতেছেন—'কাম' ইতি। 'যন্মূলঃ'—মনই মূল (নিমিত্ত) যাহার, তাহাকে, (অর্থাৎ কাম, ক্রোধ প্রভৃতির এবং কর্ম্মবন্ধনের মূল কারণ যে মন, তাহাকে কোন্ বুদ্ধিমান্ জন নিজের বশীভূত বলিয়া ধারণা করিতে পারেন ?) ॥ ৫ ॥

অথৈবমখিললোকপালললামোঽপি বিলক্ষণৈর্জড়বদবধূতবেশভাষাচরিতৈরবিলক্ষিতভগবৎপ্রভাবো যোগিনাং সাম্পরায়বিধিমনুশিক্ষয়ন্ স্বকলেবরং জিহাসুরাত্মন্যাত্মানমসংব্যবহিতমনর্থান্তরভাবেন নিরীক্ষ্যমাণ উপরতানুবৃত্তিরুপররাম ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরম্) এবম্ অখিললোকপালললামঃ (অখিলানাং লোকপালানাং ললামঃ মণ্ডলভূতঃ অপি সঃ নৃপঃ ঋষভঃ) বিলক্ষণৈঃ (অনেকপ্রকারৈঃ) জড়বৎ অবধূতবেশভাষাচরিতৈঃ (অবধূতবেশাদিভিঃ) অবিলক্ষিতভগবৎপ্রভাবঃ (ন বিলক্ষিতঃ প্রচ্ছাদিতঃ ভগবতঃ ঈশ্বরস্য প্রভাবঃ যস্মিন্ সঃ তাদৃশঃ সন্) যোগিনাং সাম্পরায়বিধিং (দেহত্যাগপ্রকারম্) অনুশিক্ষয়ন্ (দেহত্যাগানুকরণেনৈব শিক্ষয়ন্) স্বকলেবরং (নিজদেহং) জিহাসুঃ (হাতুম্ ইচ্ছুঃ) আত্মনি (নিজাংশিনি শ্রীবাসুদেবে) আত্মানং (তদাবেশভূতং স্বম্) অসংব্যবহিতং (মায়া-ব্যবধানরহিতম্) অনর্থান্তরভাবেন (অভেদেন চ) নিরীক্ষমাণঃ (অন্বীক্ষমাণঃ প্রতিক্ষণং পশ্যন্) উপরতানুবৃত্তিঃ (উপরতা নিবৃত্তা দেহাভিমানরূপা অনুবৃত্তিঃ যস্মাৎ সঃ তাদৃশঃ ভূত্বা) উপররাম (স্বাবতারলীলাতঃ বিররাম) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—ঋষভদেব অখিল লোকপালগণেরও শিরোভূষণ ছিলেন। তিনি অবধূতাচরিত নানাবিধ

বেষ, ভাষা ও বিবিধ আচরণ অবলম্বন করিয়া জড়বৎ অবস্থান করিতেছিলেন বলিয়া, তৎকালে তাঁহার ঐশ্বরিক প্রভাব লক্ষিত হয় নাই। তিনি যোগিগণকে সাম্পরায়-বিধি অর্থাৎ দেহত্যাগ-প্রক্রিয়া শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিজ-কলেবর ত্যাগ করিতে বাসনা করিয়া আপন-অংশী বাসুদেবে আপনাকে অনুক্ষণ মায়া-ব্যবধান-রহিত ও অভিন্নরূপে দর্শন করিতে করিতে লিঙ্গদেহাভিমান পরিত্যাগ করিলেন ; লিঙ্গ-দেহাভিমান পরিত্যাগ করিলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। (ঋষভদেব লোকশিক্ষার্থ তাদৃশ ভাব অনুকরণ করিয়াছিলেন)॥ ৬॥

বিশ্বনাথ—প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য প্রস্তুতমাহ—অথেতি। সাম্পরায়বিধিং দেহত্যাগপ্রকারমিতি দেহত্যাগানুকরণেনৈব শিক্ষয়িতুমিত্যর্থঃ। তদ্দেহস্য চিন্ময়ত্বাৎ বস্তুতস্তু আত্মনি পরমাত্মনি স্বস্মিন্ আত্মানং শ্রীঋষভদেবাখ্য-শরীরম্ অব্যবহিতম্ মায়া-ব্যবধানরহিতম্। অতএবানর্থান্তরভাবেন অভেদেন অন্বীক্ষমাণঃ প্রতিক্ষণং পশ্যন্ উপরতা অনুবৃত্তিরবধূতত্বানুকরণং যস্য সঃ। উপররাম স্বাবতারলীলাতো বিররাম,—অতএব স্বকলেবরং জিহাসুঃ স্বকলেবর-প্রাকট্যং ত্যক্তুমিচ্ছুরিতি বাস্তবোঽর্থঃ, অত্রাগ্রেঽপি প্রকটোঽর্থঃ স্পষ্ট এব॥ ৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রাসঙ্গিক সমাপনপূর্ব্বক (অর্থাৎ মহারাজের প্রশ্নের উত্তর দান করিয়া) প্রস্তুত ঋষভদেবের ঘটনা বিবৃত করিতেছেন—'অথ' ইত্যাদি। 'সাম্পরায়-বিধিম্'—যোগিগণের দেহত্যাগের প্রকার, দেহত্যাগের অনুকরণের দ্বারাই শিক্ষা দিবার নিমিত্ত —এই অর্থ। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ (দেহ) চিন্ময় বলিয়া, বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু 'আত্মনি'—পরমাত্মা-স্বরূপ নিজেতে, 'আত্মানং'—শ্রীঋষভদেব নামক শরীর, 'অব্যবহিতম্'—মায়ার ব্যবধান-রহিতই ছিল। অতএব 'অনর্থান্তর-ভাবেন'—দেহাদ্যর্থান্তর কৃত ভেদের নিরাসের দ্বারা অভেদরূপে (অর্থাৎ নিজ আত্মার মধ্যে অব্যবহিতরূপে বিরাজমান পরমাত্মাকে অভিন্নরূপে) নিরীক্ষ্যমাণঃ'—প্রতিক্ষণ দর্শন করিয়া, 'উপরতানুবৃত্তিঃ'—উপরত বলিতে পরিত্যক্ত হইয়াছে অনুবৃত্তি, অর্থাৎ অবধূতত্বের অনুকরণ যাঁহার, তিনি। 'উপররাম'—নিজ অবতার লীলা হইতে বিরত হইলেন। অতএব 'স্বকলেবরং জিহাসুঃ'—নিজ কলেবরের যে প্রাকট্য, তাহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া—ইহাই বাস্তবিক অর্থ। এখানে অগ্রেও (পরেও) প্রকট অর্থ স্পষ্টভাবে বলা হইবে॥ ৬॥

মধ্ব—

বিষ্ণোঃ কলেবরত্যাগো ভূ-ত্যাগোঽন্যো ন বিদ্যতে।
কলেবরত্যাগোঽন্যেষাং পঞ্চত্বং সমুদীরিতম্॥

ইতি কৌর্ম্মে। অনর্থান্তরভাবেন অর্থান্তরং নাস্তীতি মনসা॥ ৬॥

তথ্য—গীঃ ৮।১২-১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য॥ ৬॥

তস্য হ বা এবং মুক্তলিঙ্গস্য ভগবত ঋষভস্য যোগমায়াবাসনয়া দেহ ইমাং জগতীমভিমানাভাসেন সংক্রমমাণঃ কোঙ্কবেঙ্কটকুটকান্ দক্ষিণকর্ণাটকান্ দেশান্ যদৃচ্ছয়োপগতঃ কুটকাচলোপবন আস্যে কৃতাশ্মকবল উন্মাদ ইব মুক্তমূর্দ্ধজোঽসংবীত এব বিচচার॥ ৭॥

অন্বয়ঃ—এবং মুক্তলিঙ্গস্য (মনসা ত্যক্তশরীরাভিমানস্য) তস্য হ বা ভগবতঃ ঋষভস্য যোগমায়াবাসনয়া (লীলেচ্ছাসংস্কারেণ হেতুনা) অভিমানাভাসেন (দেহে আত্মত্বাভিমানরূপ-পূর্ব্বসংস্কারাভাসেন) দেহঃ ইমাং জগতীং (পৃথিবীং) সংক্রমমাণঃ (পরিভ্রমন্ একদা) কোঙ্কবেঙ্কটকুটকান্ দক্ষিণ-কর্ণাটকান্ (প্রভৃতীন্) দেশান্ যদৃচ্ছয়া উপগতঃ (প্রাপ্তঃ সন্) কুটকাচলোপবনে (কুটকাচলস্থ-সমীপ-বনে) আস্যে (মুখবিবরে) কৃতাশ্মকবলঃ (কৃতঃ নিক্ষিপ্তঃ অশ্মনঃ কবলঃ যস্মিন্ সঃ) উন্মাদঃ ইব মুক্তমূর্দ্ধজঃ (মুক্তাঃ বিক্ষিপ্তাঃ মূর্দ্ধজাঃ শিরোরুহাঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) অসংবীতঃ (নগ্নঃ) এব বিচচার (বভ্রাম)॥ ৭॥

অনুবাদ—ঋষভদেবের অন্তরে দেহাভিমান পরিত্যক্ত হইলেও, নিজাবতার-লীলা-প্রকট-বাসনা-রূপ সংস্কারবশতঃ তাঁহার দেহ এই পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিল। এইরূপ পর্য্যটন করিতে করিতে তিনি একদা দক্ষিণ-কর্ণাটের কোঙ্ক, বেঙ্কট ও কুটক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে কুটকাচলের সমীপ-বর্ত্তী উপবনে উপস্থিত হইলেন। তথায় মুখমধ্যে

কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া, উন্মাদের ন্যায় মুক্ত কেশে দিগম্বর-বেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥৭॥

বিশ্বনাথ—তস্য দেহান্তর্দ্ধানপ্রকারমাহ—তস্যেতি। ভগবতোঽপি মুক্তলিঙ্গস্য ত্যক্তভগবচ্চিহ্নস্য মুক্তানামিব লিঙ্গং যস্যেতি বা। যথা যোগিনাং কেনাপি সংস্কারেণ দেহঃ প্রচলতি নিষ্পন্নঘটমপি কুলালচক্রমিব সোঽয়মভিমানাভাসঃ স চ জীবন্মুক্তানামবিদ্যাভাসবাসনয়া ভবতীতি ততো বিশেষমাহ—যোগমায়াবাসনয়া আবধূত্যলীলেচ্ছা-সংস্কারেণ, যথাতিবালকো যদ্যৎ প্রাপ্নোতি, তদপি স্বমুখে নিক্ষিপতি, তথৈব কৃতাশ্মকবলঃ অসংবীতো নগ্নঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার দেহান্তর্দ্ধানের প্রকার বলিতেছেন—'তথ্য হ বা' ইত্যাদি। ঋষভদেব ভগবান্ হইলেও, 'মুক্তলিঙ্গস্য'—ভগবচ্চিহ্ন যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার, অথবা—মুক্তগণের ন্যায় চিহ্ন যাঁহার। যে প্রকার যোগিগণের কোনও সংস্কারবশতঃ দেহ প্রচলিত হয়, যেমন ঘট সম্পন্ন হইলেও কুলাল-চক্র (কুম্ভকারের চাকা) ঘুরিতে থাকে। ইহা অভিমানের আভাসরূপ, জীবন্মুক্তগণের অবিদ্যাভাসের বাসনার দ্বারা উহা হইয়া থাকে, এখানে তাহা অপেক্ষা বিশেষ বলিতেছেন—'যোগমায়া-বাসনয়া', নিজ-স্বরূপ শক্তি যোগমায়ার বাসনার দ্বারা, অর্থাৎ অবধূতগণের ন্যায় লীলা করিবার ইচ্ছার সংস্কার-বশতঃ (তাঁহার দেহ ভূতলে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে কূটকাচলের উপবনে আসিয়া পড়িলে) ছোট ছোট বালকগণ যেমন যাহা পায়, তাহাই নিজ মুখে দেয়, সেইরূপ তিনিও 'কৃতাশ্ম-কবলঃ'—কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড নিজের মুখের মধ্যে দিলেন। 'অসংবীতঃ'—বলিতে নগ্ন (তৎকালে তিনি নগ্নাবস্থায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ তাঁহার দেহই ঐ অবস্থায় ভ্রমণ করিতে লাগিল।) ॥ ৭ ॥

মধ্ব—অভিমানাভাসেন অভিতো জ্ঞানপ্রকাশেন ॥ ৭ ॥

অথ সমীরবেগবিধূতবেণুবিকর্ষণজাতোগ্রদাবানলস্তদ্বনমালেলিহানঃ সহ তেন দদাহ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) সমীরবেগবিধূতবেণুবিকর্ষণ-জাতোগ্রদাবানলঃ (সমীরবেগেন বায়ুবেগেন বিধূতানাং কম্পিতানাং বেণুনাং বংশদণ্ডানাং বিকর্ষণেন সংঘর্ষণেন জাতঃ উৎপন্নঃ উগ্রঃ ভীষণঃ যঃ দাবানলঃ দাবাগ্নিঃ সঃ) তদ্বনং (কুটকাচলোপবনম্) আলেলিহানঃ (সর্ব্বতঃ গ্রসন্) তেন (দেহেন) সহ দদাহ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অবশেষে বায়ুবেগে সেই কাননস্থ বংশদণ্ডসমূহের পরস্পর সংঘর্ষণ-জনিত ভীষণ দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহার দেহের সহিত সমগ্র কাননকে ভস্মীভূত করিল ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—উপররামেত্যুক্তম্; তত্র কিং কুর্ব্বন্নুপররামেত্যত আহ—অথেতি। তেন সহ শ্রীঋষভদেবসহিত এব দাবানল-স্তদ্বনং দদাহ—তদ্বনবর্ত্তিতরুমৃগাদীনাং স্থূলং দেহং দাবানলো দদাহ; সূক্ষ্মং দেহস্তু শ্রীঋষভ ইতি তদ্বনবর্ত্তিনঃ সর্ব্বে তৎপ্রসাদান্মুক্তা বভূবুরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপররাম' (৬ শ্লোক)—দেহাভিমান হইতে উপরত হইলেন, অর্থাৎ স্বাবতারলীলা হইতে বিরত হইলেন—ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে কি করিয়া উপরত হইলেন, তাহাতে বলিতেছেন—'অথ' ইত্যাদি। 'তেন সহ'—শ্রীঋষভদেবের সহিতই দাবানল সেই বনকে দগ্ধ করিল, অর্থাৎ সেই বনের বৃক্ষ, পশু প্রভৃতির স্থূল দেহ দাবাগ্নি দগ্ধ করিল, কিন্তু তাহাদের সূক্ষ্ম দেহ শ্রীঋষভদেব দগ্ধ করিলেন—ইহা বলায় সেই বনবর্ত্তি সকলেই তাঁহার কৃপায় মুক্ত হইল—এই অর্থ ॥ ৮ ॥

মধ্ব—

জ্ঞানানন্দাত্মকো দেহো ঋষভস্য মহাত্মনঃ।
তাদৃশেনৈব মনসা ক্রমংস্তু কূটকাচলে।
দাবাগ্নিমনুবিশ্যাথ তত্রস্থঃ প্রাদহজ্জগৎ।
এবমগ্নেরভিব্যক্তস্তস্থৌ বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥ ৮ ॥

যস্য কিলানুচরিতমুপাকর্ণ্য কোঙ্কবেঙ্কটকুটকানাং রাজার্হন্নামোপশিক্ষ্য কলাবধর্ম্ম উৎকৃষ্যমাণে ভবিতব্যেন বিমোহিতঃ স্বধর্ম্মপথমকুতোভয়মপহায় কুপথপাষণ্ডমসমঞ্জসং নিজমনীষয়া মন্দঃ সম্প্রবর্ত্তয়িষ্যতে ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে রাজন্,) যস্য (অবধূতবেশ-ধারিণঃ ঋষভস্য) কিল অনুচরিতম্ (আশ্রমাতীতাং পারমহংস্যলীলাম্) উপাকর্ণ্য (শ্রুত্বা) কোঙ্কবেঙ্কট-কুটকানাং অর্হৎ-নাম (জৈনঃ) রাজা উপশিক্ষ্য (স্বয়ং চ তৎ শিক্ষিত্বা) ভবিতব্যেন (প্রাণিনাং পূর্ব্বসঞ্চিতপাপফলেন) কলৌ (যুগে) অধর্ম্মে উৎ-কৃষ্যমাণে (বৃদ্ধিং প্রাপ্তে সতি) মন্দঃ (অজ্ঞঃ মূঢ়বুদ্ধিঃ সঃ) বিমোহিতঃ (সন্) অকুতোভয়ং (শাস্ত্রানুমতত্বাৎ সর্ব্বতঃ ভয়নিবর্ত্তকং) স্বধর্ম্মপথম্ অপহায় (কুলাচারব্রতশৌচাদিকং পরিত্যজ্য) নিজমনীষয়া (নিজবুদ্ধ্যা) অসমঞ্জসম্ (উপধর্ম্মং বেদবিরুদ্ধঞ্চ) কুপথপাষণ্ডং (কুপথশ্চাসৌ পাষণ্ডশ্চ তং পাষণ্ডধর্ম্মং জৈনধর্ম্মাদিকং) সংপ্রবর্ত্তয়িষ্যতে (করিষ্যত্যেব) ॥৯॥

অনুবাদ—হে রাজন্, ঋষভদেবের আশ্রমাতীত পারমহংস্য-লীলা শ্রবণ করিয়া কোঙ্ক, বেঙ্কট ও কুটক-দেশের জৈনরাজা 'অর্হৎ' স্বয়ং সেই সকল শিক্ষা করিলেন, এবং প্রাণিগণের পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ-ফলে কলিযুগে অধর্ম্ম প্রবল হইলে, সেই মন্দমতি রাজা অর্হৎ বিমূঢ় হইয়া নির্ভয়ে স্বধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া নিজবুদ্ধিক্রমে বেদবিরুদ্ধ জৈনাদি পাষণ্ড-ধর্ম্মরূপ অপমার্গের প্রবর্ত্তন করাইবেন ॥ ৯॥

বিশ্বনাথ—অস্যাবতারস্য লীলাশ্রবণকীর্ত্তনাদিভি-রেব কলিকালবর্ত্তিনঃ পরাগ্দর্শিনো জীবাঃ কৃতার্থা ভবন্তি, ন ত্বাচরিতস্যানুষ্ঠানেন। কলৌ প্রায়ঃ প্রত্যগ্দর্শনাসম্ভবাৎ শ্রদ্ধয়াপি তদীয়-কেবলবাহ্যা-চরণমাত্রনিষ্ঠা ভ্রষ্টা এব ভবন্তীত্যাহ—যস্যেতি। অর্হন্নামা কলৌ জনিষ্যমাণো লোকশাস্ত্রদ্বারা ঋষভ-দেবোৎকর্ষং শ্রুত্বা তাদৃশাচরণেন বয়মপি তথা ভবা-মেতি মত্বা তদীয়চেষ্টামুপশিক্ষ্য আধিক্যেন শিক্ষিত্বা, ভবিতব্যেন তাদৃশ-দুরদৃষ্টেন যদবশ্য-ভবিতব্যং তেন হেতুনা ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ঋষভাবতারের লীলা-শ্রবণ, কীর্ত্তনাদির দ্বারাই কলিকালবর্ত্তি পরাগ্দর্শী (অপ্রত্যক্ষদর্শী) জীবগণ কৃতার্থ হইয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার আচরণের অনুষ্ঠানের দ্বারা নহে। কলিতে প্রায়শঃ তাঁহার প্রত্যক্ষদর্শন অসম্ভব বলিয়া, শ্রদ্ধাপূর্ব্বকও তাঁহার কেবল বাহ্যিক আচরণমাত্রে নিষ্ঠাসম্পন্ন হইলে লোকে ভ্রষ্টই হইবে, ইহা বলিতে-ছেন—'যস্য' ইত্যাদি। কলিকালে জনিষ্যমাণ (কোঙ্ক, বেঙ্কট প্রভৃতি দেশের অধিপতি) 'অর্হৎ' নামক রাজা লোক-পরম্পরায় ঋষভদেবের উৎকর্ষ শ্রবণ করতঃ, 'তাদৃশ আচরণের দ্বারা আমরাও সেইরূপ হইব'— এইরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক তাঁহার আচরণসকল 'উপ-শিক্ষ্য'—আধিক্যরূপে শিক্ষা করিয়া, 'ভবিতব্যেন'— তাদৃশ দুরদৃষ্টের ফলে যাহা অবশ্য ভবিতব্য, সেই হেতু (নির্ভয়ে নিজ ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া লোক-সমাজে নিজ বিচারানুসারে একটি বেদবিরোধী ও অসঙ্গত নিকৃষ্ট কুমার্গের প্রবর্ত্তন করিবেন।) ॥ ৯॥

মধ্ব—

ঋষভত্বেন সংগোপ্য ধর্ম্মানদ্যাপি তত্রগঃ।
আস্তে স বাসুদেবাত্মা বাসুদেবোঽহমিত্যজঃ ॥
সদা স্থিতঃ স্থিতিং তাং তু সুশ্রাবার্হে ী দুরাত্মবান্
পূর্ব্বন্তু পৌণ্ড্রকো নাম বাসুদেবঃ সুদুর্ম্মতিঃ ॥
জাতিস্মরো দ্বিধা শাস্ত্রং পাষণ্ডং নির্ম্মমে নৃপঃ।
একং তু বাসুদেবাখ্যং বাসুদেবোঽহমিত্যপি ॥
কুৎসিতং বাসুদেবত্ব-প্রতিপাদকমাত্মনঃ।
লোকার্থং চাপরমপি চকারার্হত-নামকম্ ॥ ৯ ॥

———

যেন হ বাব কলৌ মনুজাপসদা দেবমায়াবিমো-হিতাঃ স্ববিধিনিয়োগশৌচ-চারিত্র্যবিহীনা দেবহেলনা-ন্যপব্রতানি নিজনিঃজেচ্ছয়া গৃহ্ণানা অস্নানানাচমনা-শৌচকেশোল্লুঞ্চনাদিনী কলিনাধর্ম্মবহুলেনোপহতধিয়ো ব্রহ্মব্রাহ্মণযজ্ঞপুরুষলোকবিদূষকাঃ প্রায়েণ ভবিষ্যন্তি ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—যেন (প্রবর্ত্তিত পাষণ্ডমতেন) হ বাব (নিশ্চিতম্ এব) কলৌ দেবমায়া-বিমোহিতাঃ (দেবস্য ভগবতঃ মায়য়া মোহিতাঃ সন্তঃ) মনুজাপসদাঃ (মনুজেষু অপসদাঃ অতিনিকৃষ্টাঃ) স্ববিধিনিয়োগ-শৌচ-চারিত্র্যবিহীনাঃ (স্ববিধিনা বর্ণাশ্রমানুরূপ-ধর্ম্ম-বিধিনা প্রাপ্তঃ যঃ নিয়োগঃ নিয়মঃ যস্মিন্ শৌচ-চারিত্রে তাভ্যাং স্নানসন্ধ্যোপাসনারূপাভ্যাং শৌচ-চারিত্র্যাভ্যাং বিহীনাঃ) দেবহেলনানি (দেবাবজ্ঞা-রূপাণি) অপব্রতানি (কুব্রতানি) অস্নানাচমনাশৌচ-কেশোল্লুঞ্চনাদীনি নিজনিজেচ্ছয়া (স্বেচ্ছয়া) গৃহ্ণানাঃ (স্বীকুর্ব্বন্তঃ) অধর্ম্মবহুলেন (অধর্ম্মপ্রচুরেণ) কলিনা

উপহিতধিয়ঃ (উপহতাঃ অভিভূতাঃ ধিয়ঃ বিবেকাঃ যেষাং যে তথাভূতাঃ সন্তঃ) প্রায়েণ (বাহুল্যেন) ব্রহ্মব্রাহ্মণযজ্ঞপুরুষলোকবিদূষকাঃ (ব্রহ্ম বেদঃ ব্রাহ্মণাঃ দ্বিজাতয়ঃ যজ্ঞপুরুষঃ ভগবান্ লোকাঃ ভাগবতাঃ লোকাঃ তেষাং বিদূষকাঃ নিন্দকাঃ) ভবিষ্যন্তি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—তৎফলে নরাধমগণ দৈবীমায়ায় বিমোহিত হইয়া, স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমোচিত বিধি-নিষেধাদি তথা স্নান ও সন্ধ্যোপাসনা-রূপ শৌচাচার পরিত্যাগ করিয়া দেবাবজ্ঞারূপ কুব্রতের অনুষ্ঠান করিবে, এবং অস্নান, অনাচমন, অশৌচ ও কেশোৎপাটনাদি অনাচার স্বেচ্ছাক্রমেই গ্রহণ করিবে। অধর্ম্মপ্রধান কলির প্রভাবে ঐসকল ব্যক্তির বুদ্ধি নষ্ট হওয়ায়, তাহারা প্রায়ই বেদ, ব্রাহ্মণ, ভগবান্ ও ভাগবত-নিন্দক হইবে ॥১০॥

বিশ্বনাথ—স্ববিধিনা নিয়োগো যত্র তাদৃশেন শৌচচারিত্র্যেণ বিহীনাঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্ববিধি-নিয়োগ-শৌচ-চারিত্র্য-বিহীনাঃ'—স্ব-বিধি বলিতে স্বকপোল-কল্পিত বিধান, তাহারই নিয়োগ যেখানে, তদনুসারে শৌচ ও চারিত্র্যে বিহীন হইবে (অর্থাৎ সধর্ম্ম বিধি অনুযায়ী শৌচাচার বিবর্জ্জিত হইবে।) ॥ ১০ ॥

মধ্ব—

তৎপ্রশিষ্যা ক্রমুর্নাম ন জানংস্তন্মতং পরম্।
বাসুদেবাত্মতাং সর্ব্বজীবানামবদৎ কুধীঃ ॥
কণবাখ্যং শাস্ত্রমকরোদভেদ-প্রতিপাদকম্।
কুশাস্ত্রং সর্ব্ববেদানাং বিরুদ্ধং তামসালয়ম্ ॥
তদ্দৃষ্ট্বাদ্যাপি বর্ত্তন্তে বর্ত্তিষ্যন্তি তথা কলৌ।
অশৌচা অব্রতাচারা বাসুদেবোঽহমিত্যপি ॥

ইতি ব্রাহ্মে ॥ ১০ ॥

তে চ হ্যর্ব্বাক্তনয়া নিজলোকযাত্রয়ান্ধপরম্পরয়াশ্বস্তাস্তমস্যন্ধে স্বয়মেব প্রপতিষ্যন্তি ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—তে চ (মনুষ্যাপসদাঃ) হি (নিশ্চিতম্) অর্ব্বাক্তনয়া (অবেদমূলয়া) নিজলোকযাত্রয়া (স্বেচ্ছাকৃতপ্রবৃত্তিরূপয়া তয়া এব) অন্ধপরম্পরয়া (অজ্ঞানযুক্তয়া বৃত্ত্যা) আশ্বস্তাঃ (কৃতবিশ্বাসাঃ সন্তঃ) অন্ধে তমসি (ঘোরে নরকে) স্বয়ম্ এব প্রপতিষ্যন্তি (যাস্যন্তি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—সেই সকল নরাধম ব্যক্তি অজ্ঞানময় অবেদ-মূলক স্বেচ্ছাকৃত প্রবৃত্তিতেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তদ্দ্বারা আপনা-হইতেই ঘোর তমিস্রে প্রবিষ্ট হইবে ॥ ১১ ॥

তথ্য—গীঃ ১৬।১৬ ও ২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ১১ ॥

অয়মবতারো রজসোপপ্লুত-লোক-কৈবল্যোপশিক্ষণার্থঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ম্ অবতারঃ (ঋষভাবতারঃ) রজসোপপ্লুতলোককৈবল্যোপশিক্ষণার্থঃ (রজসা উপপ্লুতানাং রজোব্যাপ্তানাং জনানাং কৈবল্যস্য মোক্ষমার্গস্য উপশিক্ষণার্থঃ এব, ন তু অনর্থায় ইত্যর্থঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—রজোগুণাচ্ছন্ন ব্যক্তিদিগকে কৈবল্যোপদেশ-প্রদানার্থ এই ঋষভদেবের অবতার ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—তেন ঋষভদেবো যদৈবাবির্বভূব তাৎকালিকৈর্জ্ঞানিজনৈরেব তচ্চরিতমনুবর্ত্তিতব্যমিত্যাহ—অয়মিতি। রজসা রজোগুণেন উপপ্লুতং কালেন বিনষ্টীভূতং যৎ কৈবল্যং জ্ঞানযোগ-স্তস্যোপশিক্ষণার্থঃ; যদ্বা, রজো ব্যাপ্তানামপি জনানাং মোক্ষমার্গোপশিক্ষণার্থঃ। তেন সত্যাদিযুগত্রয়ে তদ্বর্ত্তিতব্যং, কলৌ তৎকথা শ্রোতব্যেতি ব্যবস্থিতিঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবান্ ঋষভদেব যৎকালে আবির্ভূত ছিলেন, তৎকালীন জ্ঞানী জনগণের পক্ষেই তাঁহার চরিত অনুবর্ত্তনীয়, (অন্যের পক্ষে নহে)—ইহা বলিতেছেন—'অয়ম্ অবতারঃ' ইত্যাদি। 'রজসোপ্লুত' ইত্যাদি—রজোগুণের দ্বারা 'উপপ্লুত' অর্থাৎ কালক্রমে বিনাশপ্রাপ্ত যে জ্ঞানযোগ, তাহার উপশিক্ষণের নিমিত্ত, অথবা রজোগুণে ব্যাপ্ত জনগণেরও মোক্ষমার্গের শিক্ষাদানের জন্যই তাঁহার এই অবতার। ইহাতে সত্যাদি তিন যুগে (অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর কালেই) তাহার চরিত্রের অনুবর্ত্তন করা উচিত, কিন্তু কলিকালে তাঁহার কথা কেবল শ্রবণ করাই উচিত—এইরূপ ব্যবস্থা ॥ ১২ ॥

তস্যানুগুণান্ শ্লোকান্ গায়ন্তি—
অহো ভুবঃ সপ্তসমুদ্রবত্যা
দ্বীপেষু বর্ষেষ্বধিপুণ্যমেতৎ।
গায়ন্তি যত্রত্য-জনা মুরারেঃ
কর্ম্মাণি ভদ্রাণ্যবতারবন্তি ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (ঋষভস্য) অনুগুণান্ (কৈবল্যোপশিক্ষণস্য গুণানুরূপান্) শ্লোকান্ (পণ্ডিতাঃ) গায়ন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি যথা)—অহো, সপ্তসমুদ্রবত্যাঃ (সপ্তসমুদ্রাঃ অস্যাং সন্তীতি সপ্তসমুদ্রবতী তস্যাঃ) ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) দ্বীপেষু (মধ্যে যঃ উৎকৃষ্টঃ জম্বুদ্বীপঃ তস্যাপি নবসু) বর্ষেষু (মধ্যে) এতৎ (ভারতং বর্ষম্) অধিপুণ্যম্ (অধি অধিকং পুণ্যং পুণ্যপ্রদং যস্মিন্ তৎ তাদৃশং, যতঃ) যত্রত্যজনাঃ (যস্মিন্ ভারতবর্ষে উৎপন্নাঃ সর্ব্বে লোকাঃ) মুরারেঃ (ভগবতঃ) ভদ্রাণি (পবিত্রাণি মঙ্গলজনকানি) অবতারবন্তি (ঋষভাদ্যবতারযুক্তানি) কর্ম্মাণি (চেষ্টিতানি) গায়ন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—পণ্ডিতগণ ঋষভদেবের গুণ বর্ণনা করিয়া এইরূপ শ্লোকসমূহ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন,—"আহা, সপ্তসাগর-বেষ্টিতা পৃথিবীর দ্বীপ ও বর্ষগণের মধ্যে এই ভারতবর্ষই অতিশয় পুণ্যবান্, যেহেতু এখানে সকল লোকেই ভগবান্ মুরারির ঋষভাদি বিবিধ মঙ্গলময় অবতার-চরিত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—বর্ষেষু মধ্যে এতদ্ভারতং বর্ষম্ অধিপুণ্যং অধিকপুণ্যপ্রদম্ ; কুতঃ ? গায়ন্তীত্যাদি ॥১৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বর্ষেষু'—দ্বীপসমূহের অন্তর্গত বর্ষসমুদয়ের মধ্যে এই ভারতবর্ষই 'অধিপুণ্যং'—সমধিক পুণ্যশালী। কিজন্য ? তাহাতে বলিতেছেন—'গায়ন্তি' ইত্যাদি (যেহেতু এই ভারতবর্ষের অধিবাসী জনগণ সর্ব্বদা ভগবান্ মুরারির অবতারযুক্ত মঙ্গলময় কর্ম্মসমূহের কীর্ত্তন করিয়া থাকে।) ॥ ১৩ ॥

মধ্ব—

বিশেষাদ্ভারতে পুণ্যং চরেয়ুঃ পাপমন্যথা।
তথৈব ভগবদ্ভক্তিং পৃথিব্যাং নান্যবর্ষগাঃ ॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ॥ ১৩ ॥

অহো নু বংশো যশসাবদাতঃ
প্রৈয়ব্রতো যত্র পুমান্ পুরাণঃ।
কৃতাবতারঃ পুরুষঃ স আদ্য-
শ্চচার ধর্ম্মং যদকর্ম্মহেতুম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—অহো, নু প্রৈয়ব্রতঃ (প্রিয়ব্রতস্য সম্বন্ধী) বংশঃ যশসা অবদাতঃ (শুদ্ধঃ বিপুলকীর্ত্তিসম্পন্নশ্চ, যতঃ) যত্র (যস্মিন্ প্রৈয়ব্রতে বংশে) সঃ পুরাণঃ আদ্যঃ পুরুষঃ পুমান্ (আদিদেবঃ ভগবান্) কৃতাবতারঃ (ঋষভরূপেণ অবতীর্ণঃ সন্) যৎ (যস্মাৎ) অকর্ম্ম-হেতুং (অকর্ম্ম মোক্ষসাধনং তপঃ যস্য তৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং তস্য হেতুং তাদৃশং) ধর্ম্ম চচার স্বয়মাচরিতবান্) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—"অহো, প্রিয়ব্রত-বংশের-কীর্ত্তি কি সুনির্ম্মল! সেই বংশে পুরাণ-পুরুষ আদিদেব ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া, নৈষ্কর্ম্ম্যস্বরূপ ধর্ম্মের আচরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—বংশেষ্বপি মধ্যে প্রিয়ব্রতবংশো ধন্য ইত্যাহ—অহো ইতি ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বংশসকলের মধ্যেও প্রিয়ব্রতের বংশই ধন্য—ইহা বলিতেছেন—'অহো' ইত্যাদি ॥১৪॥

কো ন্বস্য কাষ্ঠামপরোঽনুগচ্ছে-
ন্মনোরথেনাপ্যভবস্য যোগী।
যো যোগমায়াঃ স্পৃহয়ত্যুদস্তা
হ্যসত্তয়া যেন কৃতপ্রযত্নাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—অপরঃ (অন্যঃ) কঃ নু যোগী অস্য অভবস্য (অজস্য ঋষভস্য) কাষ্ঠাং (দিশং) মনোরথেন (তত্ত্বানুষ্ঠানেন) অপি, অনুগচ্ছেৎ (অনুস্মরেৎ ?—ন কোঽপীত্যর্থঃ ; যতঃ) যঃ (যোগী) যেন (ঋষভেন) কৃতপ্রযত্নাঃ (সেবিতুম্ উদ্যতাঃ অপি) অসত্তয়া (অবস্তুত্বেন হেয়তয়া) উদস্তাঃ (নিরস্তাঃ অনাদৃতাঃ তাঃ) যোগমায়াঃ (মনোজবাদয়ঃ সিদ্ধীঃ) স্পৃহয়তি (বাঞ্ছতি তদর্থং যত্নং করোতি চ ; অয়ং ভাবঃ—মহাপুরুষেণ ঋষভেণ খলু মিথ্যাবুদ্ধ্যা যানি যোগলব্ধৈশ্বর্য্যাণি ত্যক্তানি তদর্থমেব বহবো যোগিনঃ সাগ্রহং যতন্তে, অতস্তস্য তুল্যতাং কোঽপি যোগী ন গচ্ছতীতি ভাবঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অপর কোন যোগী কি মনের দ্বারাও সেই জন্মরহিত ভগবান্ ঋষভদেবের দিকে গমন করিতে পারিবেন ? ঋষভদেব যে সকল সিদ্ধি 'অসৎ' বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, অপরাপর যোগিগণ তাহাই পাইতে বাসনা করেন ও তন্নিমিত্তই বহুবিধ প্রয়াস স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—যোগিষ্বপি মধ্যে ঋষভদেবো ধন্য ইত্যাহ—কো নু অপরো যোগী অস্য কাষ্ঠাং দিশম-প্যনুগচ্ছেৎ মনোরথেনাপি কিমুত, কর্ম্মণা অস্য কীদৃশস্য ? অভবস্য নাস্তি ভবো যস্মাত্তস্য। যো যোগী যেন ঋষভেন অসত্তয়া অভদ্রত্বেন উদস্তাস্ত্যক্তাঃ যোগমায়াঃ যোগাজ্জাতাঃ মায়াঃ সিদ্ধীর্বাঞ্ছতি। কীদৃশীঃ, কৃতঃ প্রযত্নো যাসু তদর্থং প্রযত্নাংশ্চ করোতীত্যর্থঃ ; যদ্বা, ঋষভদেবোঽস্মান্ স্বীকরোত্বিতি কৃতঃ প্রযত্নো যাভিস্তাঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যোগিগণেরও মধ্যে ভগবান্ ঋষভদেবই ধন্য, ইহা বলিতেছেন—'কো নু' ইত্যাদি, অপর কোন্ যোগী 'অস্য কাষ্ঠাম্'—ইঁহার (আচার-মার্গের) দিক্‌ও অনুসরণ করিতে পারেন ? মনো-রথের দ্বারাও উহার অনুসরণ করিতে সমর্থ নহেন, আর কর্ম্মের দ্বারা যে সমর্থ নন, এই বিষয়ে অধিক কি বক্তব্য ? কেমন তিনি ? তাহাতে বলিতেছেন—'অভবস্য', যাঁহার ভব (জন্ম) নাই, তাঁহার, অথবা—যাঁহাকে অবলম্বন করিলে জীবের আর জন্ম হয় না, তাঁহার। যে যোগী ঋষভদেব কর্ত্তৃক 'অসত্তয়া উদস্তাঃ'—অমঙ্গলকর বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে, 'যোগ-মায়াঃ'—যোগ হইতে জাত মায়া বলিতে সিদ্ধিসকল, তাহাই বাঞ্ছা করে। কিরূপ সেই সিদ্ধিসকল ? তাহাতে বলিতেছেন—'কৃতপ্রযত্নাঃ' কৃত হইয়াছে প্রযত্ন যাহাতে, অর্থাৎ তাহা প্রাপ্তির প্রযত্নও করেন যিনি—এই অর্থ। অথবা—ঋষভদেব আমাদিগকে গ্রহণ করুন—এইরূপে প্রযত্ন করা হইয়াছে যাহাদের দ্বারা সেই সিদ্ধিসকল (অর্থাৎ যোগপ্রভাবে উৎপন্ন স্বয়ং আগত যে মনোজবাদি সিদ্ধিসকল অনিত্যজ্ঞানে ঋষভদেব পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাই যে যোগী লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কিরূপে ঋষভদেবের সহিত তুলনীয় হইতে পারেন ?—এই ভাব।) ॥১৫॥

মধ্ব—

যোগমায়াং যোগমায়া ফলং বাহ্যম্।
নিত্যোদস্তাযোগশক্তিরণপেক্ষ্যং ফলং যতঃ।
নিত্যস্বরূপভূতা হি বহিঃফলবিবর্জ্জনাৎ।
অকর্ম্মেত্যুচ্যতে যদ্বন্মোক্ষঃ ফলবিবর্জ্জনাৎ ॥
ইতি পাদ্মে ॥ ১৫ ॥

ইতি হ স্ম সকলবেদলোকদেবব্রাহ্মণগবাং পরম-গুরোর্ভগবত ঋষভাখ্যস্য বিশুদ্ধাচরিতমীরিতং পুংসাং সমস্তদুশ্চরিতাভিহরণং পরমমহা-মঙ্গলায়নমিদমনু শ্রদ্ধয়োপচিতয়ানুশৃণোত্যাশ্রাবয়তি চাবহিতো ভগবতি তস্মিন্ বাসুদেবে একান্ততো ভক্তিরনয়োরপি সমনু-বর্ত্ততে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি (ইত্থম্ভূতং) হ স্ম (প্রসিদ্ধং) সকলবেদলোকদেব ব্রাহ্মণগবাং (সকল বেদলোকা-দীনাং) পরমগুরোঃ ঋষভাখ্যস্য ভগবতঃ (ঋষভ-রূপেণ আবির্ভূতস্য শ্রীহরেঃ) বিশুদ্ধাচরিতম্ (অতীবপবিত্রচরিতং যৎ) ঈরিতং (ময়া বর্ণিতং) পুংসাং (সর্ব্বেষাং জনানাং) সমস্তদুশ্চরিতাভিহরণং (সমস্তং দুশ্চরিতম্ অভিতঃ হরতীতি তং তাদৃশং) পরম-মহামঙ্গলায়নং (পরম-মহামঙ্গলানাম্ অয়নম্ আশ্রয়ং মহাপুণ্যজনকং তৎ) ইদং (চরিত্রম্) অনু (নিরন্তরম্) অবহিতঃ (সন্ যঃ পুমান্) উপচিতয়া শ্রদ্ধয়া (অতীব বিশ্বাসেন) অনুশৃণোতি আশ্রাবয়তি চ (পরান্ কীর্ত্তয়তি চ, তর্হি) অনয়োঃ (শ্রোতৃশ্রাব-য়িত্রোঃ) তস্মিন্ ভগবতি বাসুদেবে একান্ততঃ ভক্তিঃ (অব্যভিচারিণী ভক্তিঃ) সমনুবর্ত্ততে (সম্যক্ অনু-বৃত্তা ভবতি জায়তে ইত্যর্থঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—নিখিল বেদ, লোক, দেবতা, গো ও ব্রাহ্মণের পরমগুরু এই ভগবান্ ঋষভ-দেবের পরম পবিত্র চরিত্রবিষয়ে আমি যাহা কীর্ত্তন করিলাম, তাহা জীবের যাবতীয় দুষ্কর্ম অপহরণ করে, অতএব ইহা-পরমোৎকৃষ্ট মঙ্গলের নিলয়। যিনি ইহা শ্রদ্ধা সহ-কারে মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিবেন, বা অপরকে শ্রবণ করাইবেন, তাঁহাদিগের উভয়েরই ভগবান্ বাসুদেবে অব্যভিচারিণী অর্থাৎ বিশুদ্ধভক্তি জন্মে ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, সত্যাদিযুগবর্ত্তিভ্যো যোগিভ্যস্ত-চ্ছিক্ষিতযোগানুষ্ঠাতৃভ্যোঽপি সকাশাৎ কলিযুগবর্ত্তিনো জনাস্তল্লীলা-শ্রবণকীর্ত্তনবন্তোঽধিকফলভাজো ভবন্তী-ত্যাহ—ইতি হ স্মেতি। পরমগুরোর্হিতকারিণঃ বিশুদ্ধমাচরিতং চ ঈরিতং, 'নায়ং দেহো দেহভাজাম্' ইত্যাদ্যুপদেশবাক্যঞ্চ। আশ্রাবয়তি কীর্ত্তয়তি চ অনয়োঃ শ্রোতৃবক্ত্রোরপি-কারাৎ স্মর্ত্তুরনুমোদয়িতুশ্চ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, সত্যাদি যুগবাসী, ঋষভদেবের শিক্ষিত যোগমার্গের অনুষ্ঠানকারী যোগি-গণ হইতেও কলিযুগবর্ত্তী জনগণ তদীয় লীলা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়াই অধিক ফল লাভ করিয়া থাকেন, ইহা বলিতেছেন—'ইতি হ স্ম' ইত্যাদি। 'পরম-গুরোঃ'—সকলের হিতকারী ভগবান্ ঋষভদেবের 'বিশুদ্ধাচরিতং'—বিশুদ্ধ আচরণ এবং 'ঈরিতং'—আমি যাহা বর্ণনা করিয়াছি—'নায়ং দেহো দেহ-ভাজাম্' (১ম শ্লোক), অর্থাৎ দেহধারী জনগণের এই দেহ, ইত্যাদি উপদেশ বাক্যসকল যাঁহারা শ্রবণ করেন এবং কীর্ত্তন করেন, 'অনয়োঃ অপি'—এই শ্রোতা এবং বক্তারও, এখানে 'অপি'—শব্দ প্রয়োগের দ্বারা যাঁহারা স্মরণকারী ও অনুমোদনকারী, তাঁহা-দেরও (ঐকান্তিকী ভক্তির উদয় হইয়া থাকে—এই অর্থ ॥ ১৬ ॥

যস্যামেব কবয় আত্মানমবিরতং বিবিধবৃজিন-সংসারপরিতাপোপতপ্যমানমনুসবনং স্নাপয়ন্তস্তয়ৈব-পরয়া নির্ব্বৃত্যা হ্যপবর্গমাত্যন্তিকং পরমপুরুষার্থমপি স্বয়মাসাদিতং নো এবাদ্রিয়ন্তে ভগবদীয়ত্বেনৈব পরি-সমাপ্তসর্ব্বার্থাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—যস্যাম্ এব (ভগবদনুভব-সুধারস-রূপায়াং ভক্তৌ) কবয়ঃ (বিবেকিনঃ জনাঃ) অবি-রতং (নিরন্তরং) বিবিধবৃজিনসংসারপরিতা-পোপতপ্যমানং (বিবিধানি বৃজিনানি পাপানি যস্মিন্ তস্মিন্ সংসারে যে পরিতাপাঃ ক্লেশাঃ তৈঃ উপতপ্য-মানং ব্যথিতম্) আত্মানম্ অনুসবনম্ (অবিরতং) স্নাপয়ন্তঃ (ভগবদনুভবেন বৃজিনমূলানি দুঃখানি অপনুদন্তঃ) ভগবদীয়ত্বেনৈব (ভগবৎসম্বন্ধিন্যা ভক্ত্যা) পরিসমাপ্তসর্ব্বার্থাঃ (পরিতঃ সমাপ্তাঃ সম্যগাপ্তাঃ সর্ব্বে পুরুষার্থাঃ যৈঃ তে তথাভূতাঃ সন্তঃ) তয়া এব (ভগবদনুভবজনিতয়া) পরয়া নির্ব্বৃত্যা (আনন্দেন) স্বয়ম্ আসাদিতম্ (প্রাপিতং, ভগবতা দীয়মানম্) আত্যন্তিকং পরম পুরুষার্থম্ অপবর্গং (মোক্ষম্) অপি নো এব আদ্রিয়ন্তি (লব্ধুং যত্নবন্তঃ ন ভবন্তী-ত্যর্থঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—যে সকল পণ্ডিত-ব্যক্তি বিবিধ-পাপপূর্ণ সংসার-তাপে নিরন্তর পরিতপ্ত হইয়া, আত্মাকে অনুক্ষণ ভগবদ্ভক্তি-সুধারসে স্নান করান, তাঁহারা তদ্দ্বারাই পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন এবং পরম-পুরুষার্থ মুক্তি স্বয়ং উপস্থিত হইলেও অর্থাৎ ভগবান্ তাঁহাদিগকে তাহা প্রদান করিলেও তাঁহারা তাহার প্রতি আদর করেন না ; যেহেতু, তাঁহারা ভগবদ্বিষয়িণী ভক্তিপ্রভাবে সকল পুরুষার্থই সম্যক্-রূপ লাভ করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তেঃ পরমপুরুষার্থশিরোমণিত্বমাহ—যস্যাং ভক্তাবেব সুধা-সরিতি আত্মানং স্নাপয়ন্তঃ স্বয়মাসাদিতমপ্রার্থিতমপি ভগবতা স্বয়মেব দীয়মান-মপি ; অনাদরে হেতুঃ—ভগবদীয়ত্বেনৈব পরিতঃ সম্যক্ প্রাপ্তাঃ সর্ব্বেঽর্থাঃ যৈর্ন তু ভগবত্ত্বেনেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তির পরমপুরুষার্থ-শিরো-মণিত্ব, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ মোক্ষ অপেক্ষাও ভক্তির পরম শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন—'যস্যাম্' ইত্যাদি, অর্থাৎ বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ যে ভক্তিরূপ প্রেমসাগরে 'আত্মানং' —সংসারতাপে সন্তপ্ত নিজ আত্মাকে সর্ব্বদা নিরব-চ্ছিন্নভাবে স্নান করাইয়া পরম শান্তি লাভ করেন বলিয়া, 'স্বয়ম্ আসাদিতম্'—অপ্রার্থিত হইয়া স্বয়ং উপস্থিত হইলেও, কিম্বা শ্রীভগবান্ স্বয়ংই দান করিলেও (মুক্তিরূপ পরমপুরুষার্থকে তাঁহারা সমাদর করেন না)। অনাদরের কারণ বলিতেছেন—'ভগবদীয়ত্বেন এব'—শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে স্বকী-য়ত্বরূপে অর্থাৎ নিজ জন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া-ছেন, এই হেতুই, 'পরিসমাপ্ত-সর্ব্বার্থাঃ'—'পরিতঃ' বলিতে সম্যক্‌রূপে, প্রাপ্ত হইয়াছে সমস্ত পুরুষার্থ যাঁহাদের দ্বারা, তাঁহারা, কিন্তু ভগবানের সহিত (সাযুজ্য মুক্তিতে) ঐক্যের ন্যায় নহে—এই অর্থ।

(তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্তরূপে সকল প্রকার পুরুষার্থই পরিপূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন।) ॥ ১৭ ॥

মধ্ব—

নাদ্রিয়ন্তে তু যে মোক্ষং পূর্ব্বং তেষাং পরং সুখম্।
স্বযোগ্যং ব্যজ্যতে মুক্তৌ তচ্চোক্তং তারতম্যযুক্ ॥
ইতি ব্যোমসংহিতায়াম্ ॥ ১৭ ॥

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥১৮

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, ভগবান্ মুকুন্দঃ ভবতাং (পাণ্ডবানাং) যদূনাং পতিঃ (পালকঃ) গুরুঃ (উপদেষ্টা), অলং দৈবম্ (উপাস্যঃ) প্রিয়ঃ (সুহৃৎ) কুলপতিঃ (কুলস্য পতিঃ নিয়ন্তা কিং বহুনা) ক্ব চ (কদাপি) বঃ (পাণ্ডবানাং) কিঙ্করঃ (দৌত্যাদিষু আজ্ঞানুবর্ত্তী); অস্তু (নাম) এবং (তথাপি) অঙ্গ, (হে রাজন্,) ভজতাং (জনানাং) মুক্তিং দদাতি স্ম (কিন্তু) কর্হিচিৎ ভক্তিযোগং ন (প্রেমভক্তিযোগং ন দদাতি যথা পাণ্ডবেভ্যঃ প্রেমভক্তিং দদাতি স্ম, তথা ন অন্যেভ্যঃ, অতঃ যূয়ং ধন্যতমাঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, ভগবান্ মুকুন্দ—আপনাদিগের (পাণ্ডবদিগের) ও যদুগণের পালক, গুরু, উপাস্য বন্ধু এবং কুলের নিয়ামক হইয়াছিলেন; অধিক কি, তিনি কোন সময় (ভক্তবাৎসল্যহেতু) আপনাদিগের (পাণ্ডবদিগের কিঙ্করের) কার্য্যও করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার ভজন করেন, তাঁহাদিগকে তিনি মুক্তি প্রদান করেন, কিন্তু ভক্তিযোগ কাহাকেও কখনও দেন না ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ধন্যোঽয়ং প্রিয়ব্রতবংশো যত্র ভগবান্ ঋষভদেবোঽবতীর্ণঃ; উত্তানপাদবংশোঽপি ধন্যঃ যত্র পৃথুঃ; রঘুবংশোঽপি ধন্যো যত্র রামঃ; যদুবংশ-পুরুবংশয়োরৈককালিকয়োরপি মধ্যে যদুবংশ এব সুভগঃ যত্র কৃষ্ণঃ; অস্মদীয়ঃ পুরুবংশস্তু সর্ব্বতোঽতি-দুর্ভগো যত্র ভগবান্নাবততার ইতি মনোঽনুলাপেন বিষীদন্তং রাজানং সর্ব্বজ্ঞতয়ৈব জ্ঞাত্বা মোক্ষাদ্ভক্তেরুৎকর্ষেণ প্রতিপাদিতেনৈব তমানন্দয়তি—হে রাজন্, ভবতাং পাণ্ডবানাং যদূনাঞ্চ পতিঃ পালকঃ গুরুরুপদেষ্টা দৈবমুপাস্যঃ প্রিয়ঃ প্রীতিকৃৎ কুলপতির্নিয়ন্তেতি যদুষ্ববতরতোঽপি কৃষ্ণস্য তেষু ভবৎসু চ তুল্য এব ব্যবহারো দৃষ্টঃ। কিঞ্চ, ক্ব চ কদাচিৎ বঃ পাণ্ডবানাং দৃত্যাদিষু কিঙ্করঃ ন চ তথা যদূনামিতি যদুভ্যোঽপি প্রেমবত্ত্বেন ভবতামাধিক্যমেবেতি ভাবঃ। ভবদ্ভ্যো হ্যভজদ্ভ্যোঽপি পরমপ্রেমাধিক্যদানস্য বার্ত্তা কিয়তী বক্তব্যা সা সর্ব্বোপরি বিরাজিতা। অন্যেভ্যো ভজদ্ভ্যোঽপি ভক্তিযোগং ভাবভক্তিমপি প্রায়ো ন দদাতি, কিন্তু ততোঽপ্যতিনিকৃষ্টাং মুক্তিমেবেত্যাহ—অস্ত্বেবেতি। ভজতাং ভজদ্ভ্যঃ; অত্র কর্হিচিদপীত্যনুক্তের্মুক্তিমনিচ্ছদ্ভ্যঃ শুদ্ধভক্তেভ্যস্তু ভক্তিমেব দদাতীত্যর্থো লভ্যতে ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ধন্য এই প্রিয়ব্রতের বংশ, যেখানে ভগবান্ ঋষভদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন, উত্তানপাদের বংশও ধন্য যেখানে পৃথু মহারাজ, রঘুবংশও ধন্য যেখানে শ্রীরামচন্দ্র, যদুবংশ ও পুরুবংশ সমকালিক হইলেও, উভয়ের মধ্যে যদুবংশই সুভগ (সৌভাগ্যবান্) যেখানে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু আমাদের পুরুবংশ সর্ব্বতোভাবে অতি দুর্ভাগা, যে বংশে কোন ভগবদবতারই প্রকটিত হন নাই—এইরূপ হৃদ্‌গতভাবে বিষণ্ণ রাজা পরীক্ষিৎকে সর্ব্বজ্ঞতাহেতু বুঝিতে পারিয়া শ্রীল শুকদেব, মোক্ষ হইতে ভক্তির উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করিয়াই তাঁহাকে আনন্দিত করিতেছেন—হে রাজন্! 'ভবতাং' —পাণ্ডব তোমাদের এবং যদুগণের পালক, উপদেষ্টা, উপাস্য, প্রিয়কারী এবং কুলপতি অর্থাৎ নিয়ন্তা—এইরূপভাবে যদুবংশে অবতীর্ণ হইলেও শ্রীকৃষ্ণের তাঁহাদের প্রতি এবং তোমাদের প্রতি সমানই ব্যবহার দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু, 'ক্ব চ'—কখনও, 'বঃ'—তোমাদের অর্থাৎ পাণ্ডবগণের দৌত্য কর্ম্মাদিতে তিনি কিঙ্করও (আজ্ঞাবহ দাসও) হইয়া থাকেন, সেইরূপ যদুগণের প্রতি ব্যবহার নাই, অর্থাৎ যদুগণ অপেক্ষাও প্রীতিতে তোমাদের আধিক্যই—এই ভাব। তোমরা ভজন না করিলেও, তোমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেমাধিক্য প্রদানের কথা

আর কত বলিব, তাহা সর্ব্বোপরি বিরাজিত রহিয়াছে। আর, অপরে ভজন করিলেও, তাহাদিগকে 'ভক্তিযোগং'—ভাবভক্তিও প্রায় প্রদান করেন না, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অতিশয় নিকৃষ্টা মুক্তিই প্রদান করেন—ইহা বলিতেছেন—'অস্ত্বেবম্' ইত্যাদি। 'ভজতাং'—'ভজদ্ভ্যঃ',—ভজনকারী জনগণকে, এখানে দা ধাতুর যোগে সম্প্রদানে চতুর্থীর স্থলে শেষে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। এখানে 'কর্হিচিদ্ অপি'—কখনও, এইরূপ 'অপি'—শব্দের উল্লেখ না করায়, মুক্তি অনভিলাষী শুদ্ধ ভক্তদিগকে কিন্তু ভক্তিই প্রদান করেন—এইরূপ অর্থই লভ্য হইতেছে ॥ ১৮ ॥

মধ্ব—

ব্রহ্মণোঽন্যস্য নো পূর্ণাং দদ্যাদ্ভক্তিং জনার্দ্দনঃ।
মুক্তিং দদাতি সর্ব্বেষাং মুক্তানাং কোঽপ্যধীশতঃ॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ১৮ ॥

———

নিত্যানুভূতনিজলাভনিবৃত্ততৃষ্ণঃ
শ্রেয়স্যতদ্রচনয়া চিরসুপ্তবুদ্ধেঃ।
লোকস্য যঃ করুণয়াভয়মাত্মলোক-
মাখ্যন্নমো ভগবতে ঋষভায় তস্মৈ ॥১৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ঋষভ-দেবানুচরিতে নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬॥

অন্বয়ঃ—নিত্যানুভূতনিজলাভনিবৃত্ততৃষ্ণঃ (নিত্যম্ অনুভূতং যং নিজং স্বরূপং সঃ এব লাভঃ তেন নিবৃত্তা তৃষ্ণা পুরুষার্থান্তরেষু যস্য সঃ এবম্ভূতঃ) যঃ (ভগবান্ ঋষভঃ) শ্রেয়সি (বিষয়ে) অতদ্রচনয়া (অনাত্মভূত দেহাদ্যর্থকব্যাপারেণ) চিরসুপ্তবুদ্ধেঃ (চিরং সুপ্তা বুদ্ধিঃ যস্য তস্য অজ্ঞস্য জনস্য) করুণয়া (কৃপয়া) অভয়ং (নির্ভয়ং ভয়হারিণম্) আত্মলোকম্ (আত্মস্বরূপং) ভগবত্তত্ত্বম্ আখ্যৎ (স্বয়ম্ অনুষ্ঠায় দর্শিতবান্) তস্মৈ ভগবতে ঋষভায় নমঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ ঋষভদেব স্ব-স্বরূপের নিত্যানুভূতিকেই পরম লাভ বোধ করিয়াছিলেন; তজ্জন্য তাঁহার অন্য পুরুষার্থ লাভের পিপাসা নিবৃত্ত হইয়াছিল। অনাত্ম দেহ-গেহ-চেষ্টাতে রত থাকিয়া যাহাদের বুদ্ধি মঙ্গল-লাভবিষয়ে চির-প্রসুপ্ত ছিল, তিনি (ঋষভদেব) তাঁহাদিগকে কৃপা পূর্ব্বক ভয়শূন্য আত্মস্বরূপ অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন। আমি সেই ভগবান্ ঋষভদেবকে নমস্কার করি ॥১৯॥

বিশ্বনাথ—উপাখ্যানং সমাপ্য প্রণমতি—নিত্যমেব অনুভূতো যো নিজঃ স্বরূপানন্দস্তল্লাভেনৈব বিগত-তৃষ্ণঃ। অতদ্রচনয়া দেহাদ্যর্থচেষ্টয়া শ্রেয়সি বিষয়ে চিরং সুপ্তা বুদ্ধির্যস্য তস্য জনস্য অভয়ং নির্ভয়কারণং শ্রীবৈকুণ্ঠং প্রাপ্যং করুণয়োপদিষ্টেন ভক্তিযোগেন য আখ্যাতবাংস্তস্মৈ নমঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
পঞ্চমে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উপাখ্যান সমাপনপূর্ব্বক প্রণাম করিতেছেন—'নিত্যানুভূত'- ইত্যাদি, নিত্যই অনুভূত যে স্বরূপানন্দ (নিজের স্বরূপভূত আনন্দ), তাহার লাভেই বিগত হইয়াছে অপর তৃষ্ণা যাঁহার, তিনি। 'অতদ্রচনয়া'—অনাত্ম দেহাদির প্রয়োজন-হেতু, 'শ্রেয়সি'—শ্রেয়ঃ বলিতে মঙ্গলময় ভগবদ্ভজন, তদ্বিষয়ে, চির-সুপ্ত-বুদ্ধেঃ—চিরকাল হইতেই সুপ্ত অর্থাৎ লুপ্ত হইয়াছে বুদ্ধি যাহাদের, তাদৃশ জনগণের প্রাপ্য নির্ভয় শ্রীবৈকুণ্ঠলোক, করুণাপূর্ব্বক উপদিষ্ট ভক্তিযোগের দ্বারা যিনি বলিয়াছেন, সেই ভগবান্ ঋষভদেবকে নমস্কার করি ॥ ১৯ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার পঞ্চম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫।৬ ॥

ইতি অন্বয়ঃ, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চম-স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

ভরতস্তু মহাভাগবতো যদা ভগবতাবনিতলপরিপালনায় সঞ্চিন্তিতস্তদনুশাসনপরঃ পঞ্চজনীং বিশ্বরূপদুহিতরমুপযেমে ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে, ভরত-রাজা রাজত্ব করিতে করিতে দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞদ্বারা যে হরির আরাধনা করিয়াছিলেন এবং আরব্ধকর্ম্মশেষে সংসার ত্যাগ করিয়া হরিক্ষেত্রে গিয়া যে হরির ভজন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

পিতা ঋষভদেবের অভিপ্রায়ানুসারে ভরত রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া ও বিশ্বরূপ-কন্যা পঞ্চজনীর পাণিগ্রহণ করিয়া পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে এই বর্ষের নাম 'অজনাভ' ছিল, অতঃপর ভরতের নামানুসারে ইহার নাম 'ভারতবর্ষ' হইল। পত্নী পঞ্চজনীর গর্ভে ভরতের সুমতি, রাষ্ট্রভৃৎ, সুদর্শন, আবরণ ও ধূম্রকেতু জন্ম গ্রহণ করিল। তিনি স্বধর্ম্মে থাকিয়া, স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের পথানুবর্ত্তনে, স্বধর্ম্মরত প্রজাগণকে পালন করিতেন। যজ্ঞদ্বারা সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর যজ্ঞেশ্বরের প্রীতি উৎপাদন করায় তাঁহার অন্তর সর্ব্ববিধ-মলমুক্ত হইয়া বাসুদেবে সুদৃঢ়-ভক্তি-বিশিষ্ট হইল। শ্রীবাসুদেবের শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-বনমালা ও শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-শোভিত যে রূপ নারদাদি ভক্তগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজিত, তাহা তিনি অবগত হইলেন। অতঃপর, রাজ্যভোগাদি প্রারব্ধকর্ম্ম-সমাপ্তির যথাকাল অতীত হইলে, তিনি স্বীয় সন্তানগণকে রাজসম্পৎ প্রদান করিয়া পুলহাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। তথায় বনজাত বিবিধ উপচারে বাসুদেবের অর্চ্চনা করিয়া পরা ভক্তি লাভ করিলেন। তাঁহার বাসুদেবে প্রগাঢ় অনুরাগ প্রতিদিন বর্দ্ধিত হওয়ায় হৃদয় প্রেমানন্দে পরিপ্লুত এবং দেহে পুলকাদি প্রেমলক্ষণ প্রকাশিত হইল। তিনি অজিনাম্বরে ও জটাকলাপে শোভিত হইয়া সূর্য্যমণ্ডলস্থ হিরন্ময়-পুরুষ নারায়ণকে ঋঙ্মন্ত্রে আরাধনা করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে রাজন্) মহাভাগবতঃ (বাসুদেবপরায়ণঃ) ভরতঃ তু যদা ভগবতা (ঋষভদেবেন) অবনিতলপরিপালনায় (পৃথিবীরক্ষণায়) সঞ্চিন্তিতঃ (সঙ্কল্পেনৈব রাজ্যাদৌ নিযুক্তঃ তদা) তদনুশাসনপরঃ (ভূতলানুশাসনপরঃ সন্) বিশ্বরূপদুহিতরং (বিশ্বরূপস্য দুহিতরং) পঞ্চজনীং (নাম কন্যাম্) উপযেমে (বিবাহিতবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, পরম-ভাগবত ভরত ভগবান্ ঋষভদেবের সঙ্কল্পমাত্রেই (অর্থাৎ ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রস্থানকালে ঋষভদেব ভরতকে রাজ্যপালনাদিকার্য্যে নিযুক্ত করিবার যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তদনুসারে) পৃথিবী-পালন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন এবং তাঁহার (ঋষভদেবের) আজ্ঞায় বিশ্বরূপ-দুহিতা পঞ্চজনীর পাণিগ্রহণ করিলেন॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

সপ্তমে ভবনে যজ্ঞৈঃ পত্রপুষ্পাদিভির্বনে।
ভরতো ভক্তিভরতো হরিমীজে দৃঢ়ব্রতঃ ॥০॥

ঋষভদেবো ভগবান্ ভরতস্তু ভাগবত ইতি তু-শব্দার্থঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সপ্তম অধ্যায়ে রাজভবনে অবস্থানকালে যজ্ঞের দ্বারা এবং বনে প্রব্রজ্যাশ্রমে পত্র পুষ্পাদির দ্বারা, সত্যসঙ্কল্প মহারাজ ভরত ভক্তিভরে শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'ভরতস্তু'—কিন্তু ভরত, অর্থাৎ ঋষভদেব ভগবান্ কিন্তু ভরত পরম ভাগবত—ইহা 'তু'—শব্দের অর্থ ॥ ১ ॥

তস্যাম্ উহ বা আত্মজান্ কার্ৎস্নোনানুরূপানাত্মনঃ পঞ্চ জনয়ামাস ভূতাদিরিব ভূতসূক্ষ্মাণি—সুমতিং রাষ্ট্রভৃতং সুদর্শনমাবরণং ধূম্রকেতুমিতি ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(ভরতঃ) তস্যাম্ উহ বা (তস্যাম্

এব পঞ্চজন্যাং ভার্য্যায়াং) ভূতাদিঃ (যথা তামসঃ অহঙ্কারঃ) ভূতসূক্ষ্মাণি ইব (শব্দস্পর্শাদীনি সূক্ষ্মাণি জনয়তি, তথা তদ্বৎ) আত্মনঃ (স্বস্য) কার্ৎস্ন্যেন (সাকল্যেন) অনুরূপান্ (তুল্যান্ বুদ্ধিনৈপুণ্যাদি-গুণযুক্তান্) সুমতিং রাষ্ট্রভৃতং সুদর্শনম্ আবরণং ধূম্রকেতুম্ ইতি পঞ্চ আত্মজান্ (পুত্রান্) জনয়ামাস (উৎপাদয়ামাস) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—অহঙ্কার হইতে যেমন শব্দ-স্পর্শাদি সূক্ষ্ম ভূতগণের উৎপত্তি হয়, রাজা ভরতও সেইরূপ পঞ্চজনীর গর্ভে সর্ব্বগুণে আত্মসদৃশ সুমতি, রাষ্ট্রভৃৎ, সুদর্শন, আবরণ ও ধূম্রকেতু নামক পাঁচটী পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—ভূতাদিরহঙ্কারঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভূতাদিঃ ইব'—ভূতাদি বলিতে অহঙ্কার তত্ত্ব, (অর্থাৎ অহঙ্কারতত্ত্ব যেরূপ ক্ষিত্যাদি পঞ্চ সূক্ষ্মভূত উৎপাদন করে, রাজা ভরতও সেইরূপ স্বীয় ভার্য্যা পঞ্চজনীর গর্ভে আত্মসদৃশ পাঁচটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন।) ॥ ২ ॥

অজনাভং নামৈতদ্বর্ষং ভারতমিতি যত আরভ্য ব্যপদিশন্তি ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(পূর্ব্বম্) অজনাভং নাম এতৎ বর্ষং যতঃ আরভ্যঃ (তত্তরতাধিপত্যাৎ আরভ্য পশ্চাৎ) ভারতম্ ইতি ব্যপদিশন্তি (পণ্ডিতাঃ কথয়ন্তি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে এই বর্ষের নাভ 'অজনাভ' ছিল, ভরত রাজা হইবার পর এই বর্ষকে পণ্ডিতগণ 'ভারতবর্ষ' বলিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—অজনাভমিতি। নাভের্ঋষভদেবস্যাজস্য চৈতদ্বর্ষস্বামিত্বাদিত্যর্থঃ। নাভিশ্চাজশ্চেত্যজনাভী—অভ্যর্হিতত্বাদজ ইতি পদস্য পূর্ব্বনিপাতঃ, তরোরিদমজনাভং সংজ্ঞাপূর্ব্বকবিধিত্বাদ্বৃদ্ধ্যভাবঃ ; ভারতমিতি ভরতস্বামিকত্বাৎ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অজনাভম্'—নাভির এবং অজের বলিতে ঋষভদেবের এই বর্ষ-স্বামিকত্ব-হেতু, অর্থাৎ তাঁহাদের ইহা সত্ব বলিয়া তাঁহাদের নামানুসারে এই রাজ্যের নাম 'অজনাভ' হইয়াছিল। 'অজনাভ' শব্দের ব্যাকরণগত সমাধান বলিতেছেন—নাভি এবং অজ—এই দ্বন্দ্বসমাসে অভ্যর্হিত (পূজ্য) বলিয়া অজ-শব্দের পূর্ব্বনিপাত এবং তাঁহাদের ইহা সত্ব এই অর্থে, 'তস্যেদং'—এই সূত্রে অজনাভ হইয়াছে। এখানে সংজ্ঞাপূর্ব্বক বিধির অনিত্যতা-হেতু আর্ষপ্রয়োগ বলিয়া বৃদ্ধি-কার্য্য হয় নাই। (পূর্ব্বে ৫।৪।৩ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। পরে এই অজনাভ বর্ষেরই মহারাজ ভরতের নামানুসারে ভরত-স্বামিকত্ব-হেতু 'ভারতবর্ষ' নাম হইয়াছে ॥ ৩ ॥

স চ বহুবিন্মহীপতিঃ পিতৃপিতামহবদুরুবৎসলতয়া স্বে স্বে কর্ম্মণি বর্ত্তমানাঃ প্রজাঃ স্বধর্ম্মমনুবর্ত্তমানঃ পর্য্যপালয়ৎ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ চ বহুবিৎ (সর্ব্বজ্ঞঃ) মহীপতিঃ (পৃথিবীপতিঃ রাজা ভরতঃ) স্বধর্ম্মমনুবর্ত্তমানঃ (স্বধর্ম্মম্ অনুতিষ্ঠন্ সন্) পিতৃপিতামহবৎ (পিতৃপিতামহাদীনাম্ আচরণানুসারেণ) উরুবৎসলতয়া (অতিতরাং বাৎসল্যেন) স্বে স্বে কর্ম্মণি বর্ত্তমানাঃ (স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমোচিতে কর্ম্মণি বর্ত্তমানাঃ) প্রজাঃ (লোকান্) পর্য্যপালয়ৎ (পালয়ামাস) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বজ্ঞ পৃথিবীপতি রাজা ভরত স্বধর্ম্মে অবস্থান করিয়া স্বীয় পিতৃ-পিতামহের ন্যায় পরম-বাৎসল্যসহকারে সর্ব্বতোভাবে স্বধর্ম্মরত প্রজাবর্গকে পালন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

ঈজে চ ভগবন্তং যজ্ঞক্রতুরূপং ক্রতুভিরুচ্চাবচৈঃ শ্রদ্ধয়া-হৃতাগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাস-চাতুর্ম্মাস্য-পশুসোমানাং প্রকৃতিবিকৃতিভিরনুসবনং চাতুর্হোত্রবিধিনা ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(অপি চ) আহৃতাগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাস-চাতুর্মাস্য-পশুসোমানাম্ (আহৃতাঃ স্বাধিকারেণ আত্মসাৎ কৃতাঃ যে অগ্নিহোত্রাদয়ঃ তেষাং) প্রকৃতি-বিকৃতিভিঃ (সকলাঙ্গযুক্তাঃ প্রকৃতয়ঃ বিকলাঙ্গযুক্তাঃ বিকৃতয়ঃ ইতি তৈঃ দ্বিবিধৈঃ) উচ্চাবচৈঃ (মহদ্ভিঃ অল্পৈঃ চ) ক্রতুভিঃ (যজ্ঞৈঃ) চাতুর্হোত্রবিধিনা (হোত্রোপলক্ষিতাঃ চত্বারঃ ঋত্বিজঃ তৈঃ অনুষ্ঠেয়ং কর্ম্ম চাতুর্হোত্রং তত্র যঃ বিধিঃ প্রকারঃ তেন) অনুসবনং (নিরন্তরং) যজ্ঞক্রতুরূপং (যজ্ঞাঃ যূপরহিতাঃ

ক্রতবঃ সযূপাঃ তদ্রূপং) ভগবন্তং (শ্রীহরিং) শ্রদ্ধয়া ঈজে (অর্চ্চয়ামাস) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—মহারাজ ভরত শ্রদ্ধাবান্ হইয়া বহু ক্ষুদ্র ও মহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি যে অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য, অশ্বমেধাদি পশুযাগ ও সোমযাগে অধিকারী ছিলেন, সেই সকল যজ্ঞ কখনও সর্ব্বাঙ্গ কখনও বা বিকলাঙ্গভাবে সম্পন্ন করিলেন এবং তদ্দ্বারা চাতুর্হোত্র-বিধির সহিত নিরন্তর ভগবানের পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—যজ্ঞাঃ অযূপাঃ, ক্রতবঃ সযূপাস্তদ্রূপং উচ্চাবচৈর্মহদ্ভিরল্পৈশ্চ ক্রতুভিঃ কীদৃশৈঃ কস্মিজনানাং শ্রদ্ধয়া আহৃতা স্বাধিকারেণাত্মসাৎকৃতা যেহগ্নিহোত্রাদয়ো দ্বিবিধাস্তেষাং প্রকৃতিবিকৃতিভিঃ। অগ্নিহোত্রাদয়ঃ সকলাঙ্গযুক্তাঃ প্রকৃতয়ঃ, বিকলাঙ্গা বিকৃতয় ইতি তৈর্দ্বিবিধৈরপীষ্টবানিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'যজ্ঞক্রতুরূপং' — যূপহীন যাগকে যজ্ঞ এবং যূপযুক্ত যাগকে ক্রতু বলা হয়, সেই যজ্ঞ ও ক্রতুরূপী ভগবান্‌কে 'ঈজে'—পূজা করিয়াছিলেন। 'উচ্চাবচৈঃ ক্রতুভিঃ'—বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বহু যজ্ঞের দ্বারা। কি প্রকার ক্রতুর দ্বারা? তাহাতে বলিতেছেন—কস্মিজনের শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আহৃত, অর্থাৎ নিজ অধিকারানুরূপ আত্মসাৎকৃত যে অগ্নিহোত্রাদি দ্বিবিধ যজ্ঞ, তাহাদের 'প্রকৃতি-বিকৃতিভিঃ' —প্রকৃতি ও বিকৃতির দ্বারা। অগ্নিহোত্রাদি সর্ব্বাঙ্গযুক্ত অনুষ্ঠান প্রকৃতি এবং অঙ্গহীনরূপে অনুষ্ঠান বিকৃতি—এইরূপ দ্বিবিধ-রূপেই তিনি যজ্ঞ করিয়াছিলেন—এই অর্থ ॥ ৫ ॥

সম্প্রচরৎসু নানাযোগেষু বিরচিতাঙ্গক্রিয়েষ্বপূর্ব্বং যৎ তৎ ক্রিয়াফলং ধর্ম্মাখ্যং পরে ব্রহ্মণি যজ্ঞপুরুষে সর্ব্বদেবতালিঙ্গানাং মন্ত্রাণামর্থনিয়ামকতয়া সাক্ষাৎকর্ত্তরি পরদেবতায়াং ভগবতি বাসুদেব এব ভাবয়মান আত্মনৈপুণ্যমৃদিতকষায়োহবিঃষ্বধ্বর্য্যুভির্গৃহ্যমাণেষু স যজমানো যজ্ঞভাজো দেবাংস্তান্ পুরুষাবয়বেষ্বভ্যধ্যায়ৎ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ যজমানঃ (ভরতঃ) বিরচিতাঙ্গক্রিয়েষু (বিরচিতা অনুষ্ঠিতা অঙ্গক্রিয়া যেষাং তেষু) নানাযাগেষু (বহুবিধযজ্ঞেষু) সংপ্রচরৎসু (প্রবর্ত্তমানেষু সৎসু) ধর্ম্মাখ্যং (ধর্ম্মনামকং) যৎ অপূর্ব্বং তৎ ক্রিয়াফলং (কর্ম্মণঃ ফলং) পরে ব্রহ্মণি যজ্ঞপুরুষে সর্ব্বদেবতা-লিঙ্গানাং (সর্ব্বদেবতানাং লিঙ্গভূতাঃ প্রকাশকাঃ যে মন্ত্রাঃ তেষাং তত্তৎদেবতাপ্রকাশকানাং) মন্ত্রাণাম্ অর্থনিয়ামকতয়া (মন্ত্রাণাং যে অর্থাঃ প্রতিপাদকাঃ ইন্দ্রাদিদেবতাঃ তেষাং নিয়ামকতয়া হেতুনা) সাক্ষাৎকর্ত্তরি পরদেবতায়াং ভগবতি বাসুদেবে এব ভাবয়মানঃ (চিন্তয়ন্) আত্মনৈপুণ্যমৃদিতকষায়ঃ (এবং ভাবনম্ এব আত্মনঃ নৈপুণ্যং কৌশলং, তেন মৃদিতাঃ ক্ষীণাঃ কষায়াঃ রাগাদয়ঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) অধ্বর্য্যুভিঃ (যজুর্বেদজ্ঞৈঃ পুরোহিতৈঃ) হবিঃসু (চরুপুরোডাশাজ্যাদিষু) গৃহ্যমাণেষু গৃহীতেষু সৎসু) তান্ যজ্ঞভাগভাজঃ দেবান্ (ইন্দ্রাদীন্) পুরুষাবয়বেষু (পুরুষস্য বাসুদেবস্য অবয়বেষু চক্ষুরাদিষু) অভ্যধ্যায়ৎ (অচিন্তয়ৎ ; ন তু পৃথক্‌ত্বেনেত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—অঙ্গক্রিয়ানুষ্ঠানের পর বিবিধ যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইলে 'ধর্ম্ম' নামক যে অপূর্ব্বের উদয় হয়, তাহাই ঐ যজ্ঞাদি ক্রিয়ার ফল। মহারাজ ভরত— 'ঐ সকল ক্রিয়াফল সাক্ষাৎ কর্ত্তা পরদেবতা ভগবান্ বাসুদেবেই সমর্পিত হইল, উহা বাসুদেবেরই প্রীতির নিমিত্ত, যেহেতু বাসুদেবই তত্তদ্‌দেবতা-প্রকাশক মন্ত্রসমূহের প্রতিপাদ্য ইন্দ্রাদি দেবগণের নিয়ামক',— এইরূপ চিন্তা করিতেন। এইপ্রকার চিন্তারূপ আত্মকৌশলের দ্বারা তাঁহার রাগাদি কষায় ক্ষীণ হইল। যাজ্ঞিক পুরোহিতগণ আহুতি-প্রদানার্থ হবিঃ (অর্থাৎ যজ্ঞদ্রব্য) গ্রহণ করিলে যজমান ভরত যজ্ঞভাগভাজন ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে ভগবান্ বাসুদেবের চক্ষুঃ, বাহু প্রভৃতি অবয়বরূপে ধ্যান করিতেন ; অর্থাৎ, 'ইন্দ্রায় স্বাহা—এই মন্ত্রে আমি ভগবানের বাহু পূজা করিতেছি, সূর্য্যায় স্বাহা—এই মন্ত্রে আমি ভগবানের চক্ষুঃ পূজা করিতেছি', এইরূপ চিন্তা করিতেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ননু "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়ত ॥" ইতি ভগবদুক্তের্ভগবৎকথাদিষু প্রৌঢ়শ্রদ্ধস্য নিষ্কামস্য শুদ্ধভক্ত্যধিকারিণো ভরতস্য

কর্ম্ম কর্ত্তৃত্বং কর্ম্মফলভোক্তৃত্বঞ্চ কথং সংগচ্ছতামিত্যত আহ—সংপ্রচরৎসু প্রবর্ত্তমানেষু বিরচিতা অনুষ্ঠিতা অঙ্গক্রিয়া যেষাং তেষু। যদপূর্ব্বং তৎপরে ব্রহ্মণি বাসুদেবে স্বেষ্টদেবে এব ভাবয়মানঃ; অস্য কর্ম্মণো যৎফলং ভাবি তত্র ন মে লিপ্সা, কিন্তু তদ্বাসুদেব-প্রীত্যর্থং বাসুদেবায়ৈব সমর্পিতমিতি তত্র ন মে স্বত্ব-মিতি চিন্তয়ন্নিত্যর্থঃ। ননু কর্ম্ম কর্ত্তৃপ্রধানং দেবতা-প্রধানং বেতি মীমাংসকানাং পক্ষদ্বয়ং তত্রাদ্যে পক্ষে কর্ত্তৃনিষ্ঠমপূর্ব্বং, দ্বিতীয়ে কর্ম্মণো দেবতারাধনার্থত্বাদ্ দেবতা-নিষ্ঠং; তত্র ভরতস্য নিষ্কামত্বাদপূর্ব্বস্য দেবতানিষ্ঠত্বে এব যুক্তে দেবতানাং চন্দ্রসূর্য্যাদীনাং বাহুল্যাৎ কথমেকস্মিন্ বাসুদেব এব কর্ম্মফলভাব-নেত্যত আহ—সর্ব্বদেবতালিঙ্গানাং তত্তদ্দেবতাপ্রকাশ-কানাং মন্ত্রাণাং যেহর্থা ইন্দ্রাদি-দেবতাস্তেষাং নিয়া-মকতয়া যজ্ঞপুরুষে যজ্ঞফলভোক্তরীত্যর্থঃ। নন্বেবং ভরতস্য মাস্তু ভোক্তৃত্বং, কর্ম্মকর্ত্তৃত্বং তু তস্য দুর্ব্বার-মিত্যত আহ—সাক্ষাৎকর্ত্তরি বাসুদেবস্যৈবান্তর্য্যামিণঃ প্রবর্ত্তকত্বেন স্বতন্ত্রকর্ত্তৃত্বাৎ সাক্ষাৎকর্ত্তৃত্বং, ন তু প্রয়োজ্যস্য যজমানস্যাস্বতন্ত্রস্য অন্যথা ঋত্বিজামপি সাক্ষাৎকর্ত্তৃত্বপ্রসঙ্গাৎ, 'যজ্ঞভুগ্ যজ্ঞকৃদ্ যজ্ঞ' ইতি তন্নামস্মৃতেশ্চ তস্য স্বতন্ত্রকর্ত্তৃত্বেহপ্যজ্ঞানাদহ-স্করোমীতি স্বস্য স্বতন্ত্রকর্ত্তৃত্বমননমেব কর্ত্তৃত্বগমকং বন্ধকারণঞ্চ জ্ঞেয়ম্। আত্মনো নৈপুণ্যমেবং ভাবন-মেব, তেন মৃদিতাঃ ক্ষীণাঃ কষায়াঃ কর্ম্মকরণ-বাসনাত্মকা যেন সঃ। অধ্বর্য্যুভিরিত্যনেন তথা-বিধানাং ভক্তানাং কর্ত্তৃত্বাদ্যভিমানশূন্যানাং কর্ম্মফল-ত্যাগিনাং স্বপ্রতিমূর্ত্তিদ্বারা কর্ম্মকরণমপি কর্ম্মণি শ্রদ্ধা-রাহিত্যাৎ কর্ম্মাকরণমেব জ্ঞেয়মিতি দ্যোতিতম্—"অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ। অসদি-ত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎপ্রেত্য নো ইহ॥" ইতি ভগবদ্গীতোক্তেঃ। অতএবাম্বরীষাদীনাং শুদ্ধয়া ভগবদ্ভক্ত্যৈব যাপিতাষ্টযামানামপি পিতৃপৈতামহ-সদাচারপরম্পরা-প্রাপ্তযজ্ঞাদিকর্ম্মাচরণং প্রতিনিধি-দ্বারৈব শ্রূয়তে। অর্ব্বাচীনানামপি প্রাচ্যাদিদেশবর্ত্তিনাং সুপ্রতিষ্ঠানাং গৃহস্থ-মহাভাগবতানাং বিবাহোপ-নয়নাদাবপি সর্ব্বথৈব বর্ণধর্ম্মাভাবে লৌকিকাদপি সাঙ্কর্য্যদোষাদ্বিভ্যতাং প্রতিনিধিদ্বারৈব কর্ম্মকরণং দৃশ্যতে চ। অতএব "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্বীত" ইত্যাত্মনেপদপ্রয়োগাদন্যন্তনির্দ্দেশাচ্চানাত্মগামিকফলত্বে সতি প্রতিনিধিদ্বারা কর্ম্মকরণমপি শুদ্ধসত্ত্বভক্তানাং ন দূষণম্; তথৈব শুদ্ধভক্তিলক্ষণেঽপি "অন্যাভিলাষিতা-শূন্যম্" ইতিবজ্জ্ঞানকর্ম্মাদিশূন্যমিত্যনুক্ত্বা 'জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃত'-পদোপন্যাসাৎ প্রতিনিধিদ্বারা কর্ম্ম-করণেঽপি স্বীয়েন্দ্রিয়ৈঃ প্রতিক্ষণশ্রবণাদিভক্ত্যবকাশ-প্রাপ্ত্যা ভক্তেঃ কর্ম্মানাবৃতত্বাৎ শুদ্ধত্বমেবেতি কেচিদ্ব্যা-চক্ষতে। নন্বেবম্ভূতত্বেন ভরতস্য মাস্তু কর্ম্মকরণ-দোষঃ, যজ্ঞানাং নানাদেবতারাধনাত্মকত্বাৎ কথ-মনন্যতা তস্যোপপাদ্যতামিত্যত আহ—স যজমানো ভরতঃ যজ্ঞভাজো দেবানিন্দ্রাদীন্ পুরুষস্য ভগবতোঽ-বয়বেষু বাহ্বাদিষু অভ্যধ্যায়ৎ;—ইন্দ্রায় স্বাহে-ত্যুক্তের্মৎপ্রভোর্বাহু-পূজেয়ং, সূর্য্যায় স্বাহেত্যুক্তের্লোচন-পূজেয়মিতি ভাবয়ামাস; পৃথক্ পৃথগ্দেবতাত্বেন পূজা হ্যনন্যতাবিঘাতিনী, ন তু তদঙ্গত্বেনেতি॥ ৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন 'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত" (১১।২০।৯), অর্থাৎ ততক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে, যতক্ষণ চিত্তে নির্ব্বেদ না আসে, অথবা আমার কথা শ্রবণাদিতে যতক্ষণ শ্রদ্ধার অর্থাৎ সুদৃঢ় বিশ্বাসের উদয় না হয়—ইত্যাদি শ্রীভগবানের উক্তি-বশতঃ শ্রীভগবানের কথাদিতে দৃঢ়শ্রদ্ধ, নিষ্কাম, শুদ্ধ ভক্তির অধিকারী মহারাজ ভরতের কর্ম্ম-কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মফলের ভোক্তৃত্ব কিপ্রকারে সঙ্গত হয়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'সম্প্রচরৎসু' ইত্যাদি, অর্থাৎ অঙ্গক্রিয়াসমূহের অনুষ্ঠানযুক্ত বিবিধ যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, 'যদ্ অপূর্ব্বং'—অপূর্ব্ব বলিতে যাহা ক্রিয়ার ফল ও ধর্ম্ম নামক বস্তু, তাহা পরব্রহ্ম নিজ ইষ্টদেব বাসুদেবেই ভাবনা করতঃ, অর্থাৎ এই যজ্ঞাদি কর্ম্মের যে ফল উৎপন্ন হইবে, সেই কর্ম্ম-ফলে আমার কোনও স্পৃহা নাই, কিন্তু তাহা শ্রীবাসুদেবের প্রীতির নিমিত্ত তাঁহার উদ্দেশ্যেই সমর্পিত হইল, তাহাতে আমার কোনও সত্ত্ব নাই—এইরূপ চিন্তা করিতেন—এই অর্থ। যদি বলেন—দেখুন, কর্ম্ম কর্ত্তৃপ্রধান অথবা দেবতা প্রধান—এই বিষয়ে মীমাংসকগণের দুইটি মত প্রসিদ্ধ রহিয়াছে. তন্মধ্যে প্রথম পক্ষে—অপূর্ব্ব কর্ত্তৃনিষ্ঠ অর্থাৎ ক্রিয়ার কর্ত্তা যজমানে আশ্রিত, দ্বিতীয় পক্ষে—দেবতার আরাধনার নিমিত্ত বলিয়া কর্ম্মের ফল দেবতা-নিষ্ঠ। তন্মধ্যে মহারাজ ভরতের

নিষ্কামত্বহেতু অপূর্ব্বের (কর্ম্ম-ফলের) দেবতা-নিষ্ঠত্বই যুক্তিযুক্ত হইলেও, চন্দ্র, সূর্য্যাদি দেবতাগণের বাহুল্য-বশতঃ কিজন্য একমাত্র বাসুদেবেই কর্ম্ম-ফলের ভাবনা করিতেন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন— 'সর্ব্বদেবতালিঙ্গানাং' ইত্যাদি, সেই সেই দেবতা-প্রকাশক মন্ত্রসমূহের যে অর্থ, ইন্দ্রাদিদেবতা, তাঁহা-দেরও নিয়ামক (অর্থাৎ যজ্ঞে বিভিন্ন মন্ত্রের অর্থরূপে ইন্দ্র প্রভৃতি যে সকল দেবতা আমাদের বোধগম্য হয়, ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাদেরও নিয়ামক)—এই হেতু 'যজ্ঞপুরুষে'—যজ্ঞফলের ভোক্তা শ্রীবাসুদেবে, এই অর্থ। যদি বলেন—দেখুন, ইহাতে ভরতের কর্ম্মফলের ভোক্তৃত্ব না হউক, কিন্তু কর্ম্মের কর্তৃত্ব তাঁহার দুর্ব্বার, ইহার উত্তরে বলিতেছেন— (না, তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ছিল না, যেহেতু)—'সাক্ষাৎকর্ত্তরি' অর্থাৎ অন্তর্য্যামী বাসুদেবেরই প্রবর্ত্তকত্বরূপে স্বতন্ত্র-কর্ত্তৃত্বহেতু সাক্ষাৎকর্ত্তৃত্ব, কিন্তু প্রযোজ্য অস্বতন্ত্র যজ-মানের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, অন্যথা ঋত্বিক্গণেরও সাক্ষাৎ-কর্ত্তৃত্ব-প্রসঙ্গ হইত। (অর্থাৎ ভগবান্ বাসু-দেবই যজ্ঞের কর্ত্তা, যেহেতু তিনিই অন্তর্য্যামিরূপে যজমানকে যজ্ঞাদিতে প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া মুখ্য কর্ত্তা।) আরও, 'যজ্ঞভুগ্ যজ্ঞকৃদ্ যজ্ঞঃ'—অর্থাৎ তিনিই যজ্ঞের ভোক্তা, যজ্ঞের কর্ত্তা ও যজ্ঞস্বরূপ— এইরূপে বিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্রে তাঁহারই নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই বাসুদেবের স্বতন্ত্রকর্ত্তৃত্ব থাকিলেও, অজ্ঞানবশতঃ জীবের 'আমি করিতেছি'—এইরূপ নিজের স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব মননই তাহার কর্ত্তৃত্ববোধ ও বন্ধের কারণ হইয়া থাকে—ইহা জানিতে হইবে।

'অতঃ আত্মনৈপুণ্যেন'—অতএব ঐ প্রকার চিন্ত-নই তাঁহার আত্মকৌশল, ইহার ফলে 'মৃদিতকষায়ঃ' —মৃদিত অর্থাৎ ক্ষীণ হইয়াছে 'কষায়' বলিতে কর্ম্ম-করণ-বাসনাত্মক রাগ-দ্বেষাদি যাঁহার, তিনি। 'অধ্বর্য্যুভিঃ'—যজুর্ব্বেদজ্ঞ ঋত্বিগ্গণ আহুতিদানের জন্য হবিঃ গ্রহণ করিতেন, ইহা বলায়, কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানশূন্য, কর্ম্মফলত্যাগী তাদৃশ শুদ্ধভক্তগণের স্বপ্রতিনিধিদ্বারা কর্ম্ম-করণও কর্ম্মে শ্রদ্ধারাহিত্যহেতু কর্ম্ম অকরণই (না করাই) জানিতে হইবে—ইহা দ্যোতিত হইল। যেমন শ্রীভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে—"অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং" (১৭।২৮) ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রদ্ধাবিরহিত (আস্তিক্যবুদ্ধি-শূন্য) হইয়া যে যজ্ঞ, যে দান বা তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অসৎ। কারণ, ঐ সকল যজ্ঞাদি সৎপ্রাপ্তি সাধনমার্গের বিপ-রীত। এই সকল যজ্ঞাদি বৈগুণ্যবশতঃ পরলোকে এবং (অযশস্কর বলিয়া) ইহলোকেও নিষ্ফল হয়। অতএব অম্বরীষাদি ভক্তগণ, যাঁহারা শুদ্ধা ভগবদ্-ভক্তির দ্বারাই অষ্টপ্রহর অতিবাহিত করিতেন, তাঁহা-দেরও পিতা, পিতামহ হইতে সদাচার-পরম্পরায় প্রাপ্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মের আচরণ প্রতিনিধি-দ্বারাই—ইহা শোনা যায়। অধুনাতন কালেও প্রাচ্যাদি দেশবর্ত্তী সুপ্রতি-ষ্ঠিত গৃহস্থ মহাভাগবতগণের বিবাহ, উপনয়নাদি কর্ম্মেও সর্ব্বপ্রকারেই বর্ণধর্ম্মের অভাবে (অর্থাৎ বর্ণা-শ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করা হইলে) লৌকিক সাঙ্কর্য্যদোষ হইবে এই ভয়ে, প্রতিনিধি দ্বারাই কর্ম্মানু-ষ্ঠান দেখা যায়। অতএব 'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত' (১১।২০।৯) অর্থাৎ ততদিন কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করিবে ইত্যাদি ভাগবতীয় পদ্যে 'কুর্ব্বীত'—এই স্থলে আত্মনেপদের প্রয়োগহেতু এবং অণিজন্ত নির্দ্দেশ না থাকায় ঐরূপ কর্ম্মের আত্মগমিত্ব ফলের অভাবে (অর্থাৎ কর্ত্তায় উহার ফল গমন না করায়) প্রতি-নিধি দ্বারা কর্ম্ম-করণও শুদ্ধভক্তগণের দোষাবহ নহে। সেইরূপ শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণেও (শ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদ বিরচিত শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর উত্তমা-ভক্তির লক্ষণে) 'অন্যাভিলাষ-শূন্য' যেমন বলা হইয়াছে, তদ্রূপ 'জ্ঞান-কর্ম্মাদি শূন্য' এইরূপ না বলিয়া, 'জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্', অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মা-দির দ্বারা অনাবৃত যে শ্রীকৃষ্ণানুশীলন তাহা উত্তমা ভক্তি—এইরূপ স্থলে 'অনাবৃত' পদের প্রয়োগ-হেতু প্রতিনিধি-দ্বারা কর্ম্ম করিলেও নিজ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রতিক্ষণেই শ্রবণাদি ভক্তির অবসর-প্রাপ্তি-বশতঃ কর্ম্মে অনাবৃতত্ব-হেতু ভক্তির শুদ্ধত্বই—ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। যদি বলেন—দেখুন, এইরূপ-ভাবে মহারাজ ভরতের কর্ম্মকরণে দোষ না থাকি-লেও, যজ্ঞসকল নানা দেবতার আরাধনাত্মক (অর্থাৎ যজ্ঞে নানাদেবতারই পূজা করা হয়), তাহাতে তাঁহার অনন্যতা (একনিষ্ঠতা) কিরূপে উপপাদিত হইতে পারে ? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'সঃ যজমান', যজমান মহারাজ ভরত, 'যজ্ঞভাজো দেবান্'—যজ্ঞের

অংশভাগী ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে, 'পুরুষাবয়বেষু'—পুরুষ বলিতে ভগবান্ বাসুদেবের বাহুপ্রভৃতি অবয়বসমূহে, অর্থাৎ 'ইন্দ্রায় স্বাহা'—এইরূপ বলিলে আমার প্রভুর বাহুর এই পূজা, 'সূর্য্যায় স্বাহা'—এইরূপ উক্ত হইলে, আমার প্রভুর লোচনদ্বয়ের এই পূজা—এইরূপ 'অভ্যধায়ৎ'—চিন্তা করিতেন। পৃথক্ পৃথক্ দেবতাত্ব-রূপে পূজাই অনন্যতা-বিঘাতিনী, কিন্তু তাঁহার অঙ্গত্ব-রূপে নহে (অর্থাৎ মহারাজ ভরত ভগবান্ বাসুদেবের চক্ষুঃ প্রভৃতি অবয়বসমূহের মধ্যে অবস্থিতরূপেই অন্য দেবগণকে ধ্যান করিয়াছিলেন, বাসুদেব হইতে পৃথক্‌রূপে ধ্যান করেন নাই, এইজন্যই তাঁহার অনন্যতা-হানি হয় নাই।) ॥ ৬ ॥

তথ্য—"যতদিন আমার কথায় শ্রদ্ধা অথবা বৈরাগ্যের উদয় না হয়, ততদিন কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য" ভগবানের এই বাক্যানুসারে ভগবৎকথায় দৃঢ়শ্রদ্ধ, নিষ্কাম, শুদ্ধভক্ত্যধিকারী ভরতের কর্ম্মকর্তৃত্ব ও ফলভোক্তৃত্ব কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? সেইজন্য বলিতেছেন,—'অঙ্গক্রিয়া-অনুষ্ঠানের পর বিবিধ যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইলে যে 'ধর্ম্ম'-নামক 'অপূর্ব্বে'র উদয় হয়, তাহা বাসুদেবেই বর্ত্তমান। ঐসকল কর্ম্মের ফলে আমার আসক্তি নাই; উহা বাসুদেবের প্রীতির নিমিত্ত বাসুদেবেই সমর্পিত হইল',—এইরূপ ভাবনা করিতেন। মীমাংসকগণের মতে, কর্ম্মের ফল যে 'অপূর্ব্ব', তাহা কর্ত্তৃনিষ্ঠ অর্থাৎ তাহা কর্ত্তার উদ্দেশেই ফল প্রদান করে; আর দেবতার আরাধনার নিমিত্ত যে সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তন, তাহা দেবতা-নিষ্ঠ। ভরতের কোন কামনা ছিল না, সুতরাং তাহার যজ্ঞাদিকর্ম্ম দেবতা-নিষ্ঠ। সূর্য্য-চন্দ্রাদি-ভেদে বহু দেবতা থাকিলেও মহারাজ ভরত একমাত্র বাসুদেবেই কর্ম্মফল সমর্পণ করিলেন; তাহার কারণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন,—বাসুদেবই একমাত্র যজ্ঞফলভোক্তা এবং তিনিই সেই সেই দেবতা-প্রকাশক মন্ত্রের উদ্দিষ্ট অর্থ যে ইন্দ্রাদিদেবতা, তাঁহাদের নিয়ামক। যজ্ঞাদিতেও ভরতের কর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব ছিল না, যেহেতু অন্তর্য্যামী বাসুদেবই সর্ব্বযজ্ঞের প্রবর্ত্তক, সাক্ষাৎ কর্ত্তা ও স্বতন্ত্র পুরুষ। অস্বতন্ত্র প্রযোজ্যকর্ত্তা যজমানের সাক্ষাৎকর্ত্তৃত্ব নাই। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে বিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রে "যজ্ঞভুগ্‌যজ্ঞকৃদ্‌যজ্ঞঃ" অর্থাৎ যজ্ঞভুক্, যজ্ঞকৃৎ ও যজ্ঞ-প্রভৃতি শব্দে ভগবন্নামের উল্লেখ আছে। ভগবান্ স্বতন্ত্র কর্ত্তা হইলেও, জীবের অজ্ঞানজন্যই "আমিই স্বতন্ত্র কর্ত্তা" এরূপ মনে হয়; তাহাকেই কর্ম্মবন্ধনের কারণ বলিয়া জানিতে হইবে। কর্ত্তৃত্বাদি-অভিমানশূন্য, কর্ম্মফলত্যাগী ভক্তদিগের প্রতিনিধি দ্বারা সম্পাদিত কর্ম্মকে শ্রদ্ধারাহিত্যহেতু অকর্ম্ম বা কর্ম্মের অকরণই জানিতে হইবে। শ্রীগীতায় (১৭।২৮) কথিত হইয়াছে যে, শ্রদ্ধা ব্যতীত যে যজ্ঞ, দান, তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়,—তাহা অসৎ। সে সকল ক্রিয়া ইহকাল ও পরকাল, কোন কালেই উপকার করে না। অতএব অম্বরীষাদি শুদ্ধভগবদ্ভক্তগণ ভগবানের সেবাতেই অষ্টকাল যাপন করিতেন, অথচ পিতৃপিতামহগণ যে সকল সদাচার পালন ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন, সেই যজ্ঞাদিকর্ম্ম তাঁহারা প্রতিনিধি দ্বারাই করাইতেন, এইরূপ শ্রবণ করা যায়। অতএব শুদ্ধভক্তগণের প্রতিনিধিদ্বারা কর্ম্মসম্পাদন দূষণীয় নহে।

অপূর্ব্ব,—কর্ম্মজন্য অদৃষ্টকে 'অপূর্ব্ব' কহে, শাব্দ-বোধের পূর্ব্বে থাকে না বলিয়া অদৃষ্টের নাম —'অপূর্ব্ব'। ধর্ম্মকার্য্য বা পাপকার্য্য করিবামাত্রই উহার ফল স্বর্গ বা নরক হয় না, এস্থলে কর্ম্মকোবিদ্‌গণ তত্তৎকর্ম্মজন্য ফলের দ্বারস্বরূপ 'অপূর্ব্ব' (অদৃষ্ট) কল্পনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতানুসারে তত্তৎ 'অপূর্ব্ব' হইতেই যথাকালে ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্মৃতিবিদ্‌গণ দুইপ্রকার 'অপূর্ব্ব' স্বীকার করেন—(১) "কলিকাপূর্ব্ব" ও (২) "পরমাপূর্ব্ব"; মীমাংসকেরা তিনটী 'অপূর্ব্ব' স্বীকার করেন, যথা—(১) প্রধানাপূর্ব্ব বা পরমাপূর্ব্ব, (২) অঙ্গাপূর্ব্ব, (৩) কলিকাপূর্ব্ব। বিশেষ জানিতে হইলে মীমাংসা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ভক্তগণ ভগবানের উদ্দেশ্যেই যাবতীয় কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আচরিত কর্ম্মসকল কর্ম্মমীমাংসকগণের ন্যায় নশ্বর অপূর্ব্বতা লাভ করে না; যথা শ্রীগীতায় (৪।২৩)—

"গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত-চেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥" ৬ ॥

———

এবং কর্ম্মবিশুদ্ধ্যা বিশুদ্ধসত্ত্বস্যান্তর্হৃদয়াকাশশরীরে ব্রহ্মণি ভগবতি বাসুদেবে মহাপুরুষরূপোপলক্ষণে শ্রীবৎসকৌস্তুভবনমালারিদরগদাদিভিরুপলক্ষিতে নিজপুরুষহৃল্লিখিতেনাত্মনি পুরুষ-রূপেণ-বিরোচমান উচ্চৈস্তরাং ভক্তিরনুদিনমেধমানরয়াজায়ত ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—এবং কর্ম্মবিশুদ্ধ্যা (ভগবতি ফলাদি-ভাবনয়া যা কর্ম্মণাং বিশুদ্ধিঃ অবৈগুণ্যং তয়া) বিশুদ্ধসত্ত্বস্য (বিশুদ্ধং সত্ত্বম্ অন্তঃকরণং যস্য তস্য তাদৃশস্য ভরতস্য) অন্তর্হৃদয়াকাশশরীরে (যোগিভির্ধ্যেয়ং যস্য তস্মিন্ পরমাত্মনি ইত্যর্থঃ, তথা) ব্রহ্মণি (জ্ঞানিভিরুপাস্যে) মহাপুরুষরূপোপলক্ষণে (মহাপুরুষস্য বৈকুণ্ঠনাথস্য উপলক্ষণম্ যদ্রূপং শাস্ত্রেষু প্রসিদ্ধং তস্মিন্) শ্রীবৎসকৌস্তুভবনমালারিদরগদাদিভিঃ (শ্রীবৎসঃ রোমাবর্ত্তবিশেষঃ শ্রীবৎসচিহ্নঃ, কৌস্তুভঃ মণিঃ, বনমালা অনেকবর্ণ পুষ্পগ্রথিতা মালা, অরিঃ সুদর্শন-চক্রং, দরঃ পাঞ্চজন্য-শঙ্খঃ, গদা কৌমোদকী, এভিঃ শ্রীবৎসাদিভিঃ) উপলক্ষিতে (শোভিতে) নিজপুরুষহৃল্লিখিতেন (নিজ-পুরুষাণাং নারদাদীনাং হৃদি লিখিতবৎ নিশ্চলতয়া স্থিতেন) পুরুষরূপেণ আত্মনি বিরোচমানে (স্বমনসি প্রকাশমানে সতি তস্মিন্) ভগবতি বাসুদেবে অনুদিনং (প্রতিদিনম্) এধমানরয়া (অত্যন্তাতিশয়েন এধমানঃ রয়ঃ বেগপ্রকর্ষঃ যস্যাঃ তথাভূতা) ভক্তিঃ (ভগবৎপ্রেমলক্ষণা) উচ্চৈস্তরাম্ অজায়ত (অতিশয়েন (বভূব) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—এই প্রকার বিশুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে তাঁহার হৃদয় বিশুদ্ধ হইল, এবং ভগবান্ বাসুদেবে তাঁহার ভক্তি দিন দিন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই বসুদেবনন্দনই উপাসনা ভেদে পরমাত্মা, ব্রহ্ম ও ভগবৎশব্দে শব্দিত হন। যোগিগণ হৃদয়াভ্যন্তর-প্রদেশে যাঁহার ধ্যান করেন, তিনিই পরমাত্মা ; জ্ঞানিগণ যাঁহার উপাসনা করেন, তিনিই নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম, এবং ভক্তগণ যাঁহার ভজনা করেন, তিনিই পূর্ণ-পুরুষ ভগবান্ বাসুদেব। তাঁহার রূপ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে ; তিনি—শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা ও শঙ্খচক্রগদা প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত, এবং তদীয়জন নারদাদির হৃদয়ে চিত্রপটের ন্যায় নিশ্চল পুরুষরূপে স্বতঃ প্রকাশিত ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—এবং কর্ম্মকর্ত্তুরন্তঃকরণং বিশেষতঃ শুদ্ধ্যতীত্যাহ—এবমিতি। 'অক্লিষ্টবুদ্ধ্যা ভরতং ভজধ্বমিতি' ভগবদ্বাক্যাদেব উৎপত্তিত এব শুদ্ধান্তঃ-করণস্য তস্য পিষ্টপেষন্যায়েন এবং কর্ম্মবিশুদ্ধ্যাপি শুদ্ধান্তঃকরণস্য ; যদ্বা, এবমনেন প্রকারেণ কর্ম্মণো বিশুদ্ধির্যস্মিন্ স চাসৌ বিশুদ্ধসত্ত্বশ্চেতি তস্য ভক্তিরৌৎপত্তিক্যেব প্রতিদিনমুচ্চৈস্তরাং বর্দ্ধমানবেগা গঙ্গেব ভুবনপাবন্যজায়তেত্যন্বয়ঃ। ক্ব বাসুদেবে বসুদেব-নন্দনে কৃষ্ণে য এব পরমাত্ম-ব্রহ্ম-ভগবচ্ছব্দৈরুপাসনা-ভেদেনোচ্যতে ইত্যাহ—অন্তর্হৃদয়াকাশে শরীরং যোগিভির্ধ্যেয়ং যস্য তস্মিন্ পরমাত্মনীত্যর্থঃ—"কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তং চতুর্ভুজম্" ইত্যাদিনা পরমাত্মনোঽপি সাকারত্ব-শ্রবণাৎ ; তথা ব্রহ্মণি জ্ঞানিভিরুপাস্যে, ভগবতি ভক্তৈরুপাস্যে বসুদেবপুত্রত্বেঽপি মহাপুরুষস্য বৈকুণ্ঠ-নাথস্য যদ্রূপং শাস্ত্রেষু প্রসিদ্ধং, তদ্রূপ আধিক্যেন লক্ষ্যতে দৃশ্যতে যত্র ; তস্মিন্ শ্রীবৎসাদিভিরপি চিহ্নিতে নিজপুরুষাণাং নারদাদীনাং হৃদি চিত্রপট ইব লিখিতবন্নিশ্চলতয়া স্থিতেন পুরুষরূপেণ নরাকার-স্বরূপেণ বিরোচমানে, ক্ব ? আত্মনি স্বমনসি ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানকারীর অন্তঃকরণ বিশেষভাবে শুদ্ধ হয়, ইহা বলিতেছেন—'এবম্' ইত্যাদির দ্বারা। 'অক্লিষ্টবুদ্ধ্যা ভরতং ভজধ্বম্' (৫।৫।২০)—মাৎসর্য্যাদি দোষ পরিহারপূর্ব্বক শুদ্ধবুদ্ধিতে ভরতের ভজনা কর, এইরূপ ঋষভদেবের উক্তি অনুসারেই—জন্ম হইতেই স্বভাবতঃ শুদ্ধান্ত-করণ মহারাজ ভরতের পিষ্টপোষণ ন্যায়ে বলিতে-ছেন—'এবং কর্ম্মবিশুদ্ধ্যা', এই প্রকারে অর্থাৎ শ্রীভগ-বানে ফলাদি ভাবনার দ্বারা কর্ম্মের যে বিশুদ্ধি (অবৈগুণ্য), তাহার দ্বারাও শুদ্ধান্তঃকরণ মহারাজ ভরতের, অথবা—এই প্রকার অনুষ্ঠানের দ্বারা কর্ম্মের বিশুদ্ধি যেখানে, তাদৃশ বিশুদ্ধসত্ত্বের অর্থাৎ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের স্বাভাবিকী ভক্তিই প্রতিদিন উত্তরোত্তর প্রবলবেগা ভুবনপাবনী গঙ্গার ন্যায় আবি-র্ভূতা হইয়াছিলেন। কোথায় ? তাহাতে বলিতেছেন—'বাসুদেবে ; বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণে, যিনি পরমাত্মা, ব্রহ্ম এবং ভগবান্-শব্দের দ্বারা উপাসনাভেদে উক্ত

হইয়া থাকেন, ইহা বলিতেছেন—'অন্তর্হৃদয়াকাশ-শরীরে', অন্তর্হৃদয়ে যে আকাশ, তাহাই শরীর বলিতে অভিব্যক্তিস্থান যাঁহার, তাহাতে, অর্থাৎ যোগিগণের ধ্যেয় পরমাত্ম-স্বরূপে, এই অর্থ। "কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে" (২।২।৮), অর্থাৎ কেহ কেহ স্ব-স্ব দেহের অভ্যন্তরে যে হৃদয়রূপ অবকাশ আছে, তাহাতে বাসকারী প্রাদেশমাত্র পরিমাণ পুরুষের প্রতি মনোধারণ করিয়া তাঁহারই স্মরণ করিয়া থাকেন। সেই পুরুষ চতুর্ভুজ এবং তাঁহার ভুজচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম বিরাজমান—ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মারও সাকারত্ব শ্রুত হয়। তদ্রূপ 'ব্রহ্মণি'—জ্ঞানিগণের উপাস্য নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বে এবং 'ভগবতি'—ভক্তগণের উপাস্য শ্রীভগবৎস্বরূপে যিনি বিরাজমান। তাঁহার বসুদেব-পুত্রত্ব হইলেও, 'মহাপুরুষোপলক্ষণে'—মহাপুরুষের, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণের যে রূপ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, তাহাই আধিক্যরূপে দৃষ্ট হইতেছে যেখানে, তাহা শ্রীবৎসাদি চিহ্নের দ্বারা সুশোভিত হইয়া নারদাদি নিজ ভক্তজনের হৃদয়ে চিত্রে লিখিতের ন্যায় নিশ্চলরূপে স্থিতির দ্বারা নরাকার-স্বরূপে 'বিরোচমানে'—স্বতঃ প্রকাশিত হইলে। কোথায় প্রকাশিত? তাহাতে বলিতেছেন, 'আত্মনি'—নিজ হৃদয়ে (অর্থাৎ সেই রূপ মনোমধ্যে বিরাজিত হইলে, তাঁহার প্রতি মহারাজ ভরতের ভক্তি প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।) ॥ ৭ ॥

এবং বর্ষাযুতসহস্রপর্য্যন্তাবসিতকর্ম্মনির্ব্বাণাবসরোঽধিভুজ্যমানং স্বতনয়েভ্যো রিক্থং পিতৃপৈতামহং যথাদায়ং বিভজ্য স্বয়ং সকলসম্পন্নিকেতাত্মনিকেতাৎ পুলহাশ্রমং প্রবব্রাজ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (অনয়া বৃত্ত্যা) বর্ষাযুতসহস্রপর্য্যন্তাবসিতকর্ম্মনির্ব্বাণাবসরঃ (বর্ষাণাম্ অযুতানি, তেষাং সহস্রং তৎপর্য্যন্তকালে অবসিতঃ নিশ্চিতঃ কর্ম্মনির্ব্বাণাবসরঃ রাজ্যভোগাদৃষ্টসমাপ্তিসময়ঃ যেন সঃ তাদৃশ-ভরতঃ) অধিভুজ্যমানম্ (অধিকৃত্য ভুজ্যমানং) পিতৃপৈতামহং (তৎসম্বন্ধি) রিক্থং (ধনং) স্বতনয়েভ্যঃ (নিজপুত্রেভ্যঃ) যথাদায়ং (যথাবিভাগং) বিভজ্য (বিভাগং কৃত্বা দত্ত্বা চ) স্বয়ং সকল সম্পন্নিকেতাত্মনিকেতাৎ (সকলসম্পদাং নিকেতাৎ আশ্রয়াৎ আত্মনিকেতাৎ স্বগৃহাৎ) পুলহাশ্রমং (হরিক্ষেত্রং শালগ্রামক্ষেত্রং) প্রবব্রাজ (গতবান্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—রাজর্ষি ভরতের রাজ্যভোগাদি প্রারব্ধ-কর্ম্ম-সমাপ্তির কাল সহস্র অযুতবর্ষপর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। সেই নির্দিষ্ট সময় গত হইলে তিনি পিতৃপিতামহের যে ধন-সম্পত্তি স্বীয় অধিকারে প্রাপ্ত হইয়া ভোগ করিতেছিলেন, তাহা যথাবিধি আপনার সন্তানগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন, এবং স্বয়ং সকলসম্পদের আশ্রয়ভূত আপন-ভবন হইতে পুলহাশ্রমে গিয়া প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—এবং বর্ষাণামযুতানি তেষাং সহস্রং তৎপর্য্যন্তকালেঽপি ন বসিতো নাবসিতো ন নিশ্চিতঃ কর্ম্মনির্ব্বাণাবসরঃ রাজ্যভোগাদৃষ্টসমাপ্তিসময়ো যেন সঃ। তদ্‌রাজ্যভোগস্য ভক্ত্যানুষঙ্গিকফলত্বাৎ কর্ম্মফলত্বাভাবেঽপি কর্ম্মফলত্বমননং দৈন্যাদেবেতি জ্ঞেয়ম্। ততশ্চ বিরজ্যৈব হঠাদেব প্রবব্রাজ। রিক্থং ধনম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবং বর্ষাযুত'—ইত্যাদি, এই প্রকারে সহস্র অযুত বর্ষ পর্য্যন্ত কাল অতিবাহিত হইলেও, 'ন বসিতো, নাবসিতঃ'—নিশ্চিত হয় নাই, 'কর্ম্মনির্ব্বাণাবসরঃ'—রাজ্যভোগরূপ প্রারব্ধ সমাপ্তির সময় যাহা কর্ত্তৃক, তিনি (অর্থাৎ মহারাজ ভরত সহস্রাযুত বৎসরেও রাজ্যভোগের কাল শেষ না হওয়ায়, ঐ রাজ্যাদি পুত্রগণকে যথাযথ বিভাগ করিয়া দিয়া, নিজে পুলহাশ্রমে গমনপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন)। ভরতের ঐ রাজ্যভোগ ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল, কর্ম্ম-জনিত নহে, তথাপি তিনি দৈন্যবশতঃই উহা কর্ম্মফল বলিয়া মনে করিয়াছিলেন—এইরূপ জানিতে হইবে। তারপর বিরাগবশতঃই হঠাৎ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। 'রিক্থ'—বলিতে ধন ॥৮॥

যত্র হ বাব ভগবান্ হরিরদ্যাপি তত্রত্যানাং নিজজনানাং বাৎসল্যেন সন্নিধাপ্যত ইচ্ছারূপেণ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র হ বাব (যস্মিন্ পুলহাশ্রমে) ভগবান্ হরিঃ অদ্যাপি তত্রত্যানাং নিজজনানাং

(ভক্তানাং) বাৎসল্যেন (ভক্তজনবিষয়কবাৎসল্যেন) ইচ্ছারূপেণ (ভক্তানাম্ অপেক্ষিতেন স্বেচ্ছা-পরিগৃহীতরূপেণ) সন্নিধাপ্যতে (চক্ষুষি প্রকটীক্রিয়তে) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—সেই পুলহাশ্রমে ভগবান্ শ্রীহরি অদ্যাপি ভক্তবাৎসল্য-বশতঃ তত্রস্থ ভক্তগণের ইচ্ছানুরূপ শ্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাদের দৃগ্‌গোচর হন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—বাৎসল্যেন কর্ত্রা হরিঃ সন্নিধাপ্যতে সন্নিহিতঃ ক্রিয়তে, কেন রূপেণ ?—তত্রস্থানাং নিজভক্তানামিচ্ছাবিষয়ীভূতেন শ্রীকৃষ্ণরামাদ্যন্যতমেন রূপেণেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বাৎসল্যেন সন্নিধাপ্যতে'—ভক্তজনের প্রতি শ্রীভগবানের যে বাৎসল্য, তাহাই (কর্ত্তা) শ্রীহরিকে সন্নিহিত করাইয়াছিলেন। কোন্ রূপে ? তাহাতে বলিতেছেন—'তত্রত্যানাং' ইত্যাদি, অর্থাৎ সেখানকার ভক্তজনের ইচ্ছার বিষয়ীভূত শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম প্রভৃতি অন্যতম রূপ প্রকটনের দ্বারা —এই অর্থ ॥ ৯ ॥

———

যত্রাশ্রমপদান্যুভয়তো নাভিভির্দৃশচ্চক্রৈশ্চক্রনদী নাম সরিৎপ্রবরা সর্ব্বতঃ পবিত্রীকরোতি ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (যস্মিন্ আশ্রমে) আশ্রমপদানি (আশ্রম-স্থানানি) উভয়তো নাভিভিঃ (উপর্য্যধশ্চ নাভিঃ যেষাং তৈঃ তাদৃশৈঃ) দৃশচ্চক্রৈঃ (শিলামধ্যগতচক্রৈঃ) চক্রনদী নাম সরিৎপ্রবরা (সরিতাং নদীনাং শ্রেষ্ঠা গণ্ডকী) সর্ব্বতঃ পবিত্রীকরোতি ॥১০॥

অনুবাদ—তথায় সরিৎশ্রেষ্ঠা গণ্ডকীনদী শিলামধ্যগত চক্রের দ্বারা আশ্রমসমূহকে সর্ব্বতোভাবে পবিত্র করিতেছে। সেইসকল শিলার প্রত্যেকের উপরি ও নিম্নভাগে নাভি বর্ত্তমান ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—আশ্রমস্থানানি পবিত্রীকরোতীত্যন্বয়ঃ। উভয়ত উপর্য্যধশ্চ নাভির্যেষাং তৈর্দৃশচ্চক্রৈঃ শিলামধ্যগতৈশ্চক্রৈরেব। চক্রনদী গণ্ডকী ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আশ্রমপদানি'—আশ্রমস্থানসকল পবিত্র করিতেছেন—এই অন্বয়। 'উভয়তঃ'—উপর ও নীচ দুইভাগে নাভি যাঁহাদের, তাঁহাদের দ্বারা, 'দৃশচ্চক্রৈঃ'—শিলামধ্যগত চক্র দ্বারাই। 'চক্রনদী'—বলিতে যে নদীতে শালগ্রাম চক্র দৃষ্ট হয়, গণ্ডকী নদী। (অর্থাৎ নদীশ্রেষ্ঠা গণ্ডকী উপর ও নীচ দুই ভাগে নাভিযুক্ত শালগ্রাম-শিলাচক্র-সমূহ দ্বারা সেই পুলহাশ্রমের সকল স্থানকে পবিত্র করিতেছেন।) ॥ ১০ ॥

———

তস্মিন্ বাব কিল স একলঃ পুলহাশ্রমোপবনে বিবিধকুসুমকিশলয়তুলসিকাম্বুভিঃ কন্দমূলফলোপহারৈশ্চ সমীহমানো ভগবত আরাধনং বিবিক্ত উপরতবিষয়াভিলাষ উপসংভৃতোপশমঃ পরাং নির্ব্বৃতিমবাপ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ বাব কিল পুলহাশ্রমোপবনে সঃ (ভরতঃ) একলঃ (একাকী) বিবিধকুসুমকিশলয়তুলসিকাম্বুভিঃ (নানাবিধৈঃ কুসুমাদিভিঃ) কন্দমূলফলোপহারৈঃ (কন্দাদিরূপৈঃ উপহারৈঃ নৈবেদ্যৈঃ) চ ভগবতঃ (বাসুদেবস্য) আরাধনং (অর্চ্চনাং) সমীহমানঃ (কুর্ব্বন্) বিবিক্তঃ (শুদ্ধঃ) উপরতবিষয়াভিলাষঃ (উপরতঃ নিবৃত্তঃ বিষয়াভিলাষঃ যস্য সঃ বাসনা-রহিতঃ অতএব) উপসংভৃতোপশমঃ (উপসম্ভৃতঃ সংবৃদ্ধঃ উপশমঃ বাহ্যান্তকরণনিগ্রহঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ শমগুণাবলম্বী সন্) পরাং নির্ব্বৃতিং (প্রীতিরূপাং পরাং ভক্তিম্) অবাপ (লব্ধবান্) ॥১১॥

অনুবাদ—সেই পুলহাশ্রমোপবনে ভরত একাকী থাকিয়া বিবিধ কুসুম, কিশলয়, তুলসী, জল এবং কন্দমূলফল প্রভৃতি বিবিধ নৈবেদ্য দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ এবং বিষয়াভিলাষ বিদূরিত হইলে, তিনি শম-গুণ অবলম্বনপূর্ব্বক প্রীতিলক্ষণা পরা ভক্তি লাভ করিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—উপভৃতঃ সংবৃদ্ধঃ উপশমো যস্য সঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপসংভৃতোপশমঃ'—উপসংভৃত বলিতে সম্যক্‌প্রকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে উপশম (বাহ্য ও অন্তঃকরণের নিগ্রহ) যাঁহার, সেই ভরত মহারাজ (পরম শান্তি লাভ করিলেন।) ॥১১॥

———

তয়েত্থমবিরতপুরুষপরিচর্য্যয়া ভগবতি প্রবর্দ্ধমানানুরাগভরদ্রুতহৃদয়শৈথিল্যঃ প্রহর্ষবেগেনাত্মন্যুদ্ভিদ্যমানরোমপুলককুলক ঔৎকণ্ঠ্যপ্রবৃত্তপ্রণয়বাষ্পনিরুদ্ধাবলোকনয়ন এবং নিজরমণারুণচরণারবিন্দানুধ্যানপরিচিতভক্তিযোগেন পরিপ্লুতপরমাহলাদগম্ভীরহৃদয়হ্রদাবগাঢ়ধিষণস্তামপি ক্রিয়মাণাং ভগবৎসপর্য্যাং ন সস্মার ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—তয়া ইত্থং (বর্ণিতপ্রকারয়া) অবিরতপুরুষপরিচর্য্যয়া (নিরন্তরং ভগবৎসেবয়া) ভগবতি (বাসুদেবে) প্রবর্দ্ধমানানুরাগভরদ্রুতহৃদয়শৈথিল্যঃ (প্রবর্দ্ধমানঃ যঃ অনুরাগঃ প্রেমা তস্য ভরেণ বলেন উৎকর্ষেণ যৎ দ্রুতং দ্রবীভূতং হৃদয়ং তস্মিন্ শৈথিল্যম্ অনুদ্যমঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ) প্রহর্ষবেগেন (আনন্দাতিশয়েন) আত্মনি (দেহে) উদ্ভিদ্যমানরোমপুলককুলকঃ (উদ্ভিদ্যমানং রোমপুলককুলং রোমাঞ্চবৃন্দং যস্য সঃ) ঔৎকণ্ঠ্যপ্রবৃত্তপ্রণয়বাষ্পনিরুদ্ধাবলোকনয়নঃ (ঔৎকণ্ঠ্যাৎ প্রবৃত্তং উৎপন্নং প্রণয়বাষ্পং আনন্দাশ্রু তেন নিরুদ্ধঃ অবলোকঃ যয়োঃ তে নয়নে যস্য সঃ) এবং নিজরমণারুণচরণারবিন্দানুধ্যানপরিচিতভক্তিযোগেন (নিজরমণস্য স্বপ্রীতিদাতুঃ হরেঃ যে অরুণে আরক্তে চরণারবিন্দে পাদপদ্মে তয়োঃ অনুধ্যানেন চিন্তয়া পরিচিতঃ সমৃদ্ধঃ যঃ ভক্তিযোগঃ তেন) পরিপ্লুতপরমাহলাদগম্ভীরহৃদয়হ্রদাবগাঢ়ধিষণঃ (পরিপ্লুতঃ সর্ব্বতঃ ব্যাপ্তঃ পরম আহলাদঃ পরমানন্দঃ যস্মিন্ গম্ভীরহৃদয়হ্রদে, তস্মিন্ এব অবগাঢ়া নিমগ্না ধিষণা বুদ্ধিঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ অতঃ) ক্রিয়মাণাম্ অপি তাং ভগবৎসপর্য্যাং (ভগবতঃ হরেঃ পূজাং) ন সস্মার (ন চিন্তিতবান্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—মহাভাগবত ভরত এইরূপে নিরন্তর ভগবৎসেবায় রত হইলে ভগবান্ বাসুদেবে তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহার হৃদয়কে দ্রবীভূত করিল; তাঁহার আর নিত্যকৃত্যাদিতেও উদ্যম রহিল না। তাঁহার দেহে রোমাঞ্চ, পুলক প্রভৃতি প্রেম-লক্ষণসমূহের উদ্‌গম হইতে লাগিল এবং উৎকণ্ঠা-বশতঃ আনন্দাশ্রু উৎপন্ন হইয়া তাঁহার নয়নদ্বয়ের দৃষ্টি নিরুদ্ধ করিয়া দিল। এইরূপ স্বীয় প্রেমপ্রদাতা ভগবানের অরুণ-বর্ণ পাদপদ্ম ধ্যানপ্রভাবে ভক্তিযোগ সমৃদ্ধ হওয়ায় তাঁহার গম্ভীর হৃদয়রূপ হ্রদ পরমানন্দবারিতে পরিব্যাপ্ত হইল। তাঁহার মন সেই আনন্দহ্রদে আনন্দে নিমগ্ন হওয়ায় তিনি যে ভগবানের সেবা করিতেছেন, তাহা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—দ্রুতং দ্রবীভূতং যৎ হৃদয়ং তেনৈব হেতুনা শৈথিল্যং নিত্যকৃত্যেঽপ্যনুদ্যমো যস্য সঃ। আত্মনি দেহে উদ্ভিদ্যমানৈঃ রোমভিঃ পুলককুলং যস্য সঃ ; কপ্—সমাসান্তঃ। পরিপ্লুতেন সর্ব্বতো ব্যাপ্তেন পরমাহলাদামৃতেন গম্ভীরো যো হৃদয়-হ্রদস্তত্রাবগাঢ়া নিমগ্না ধিষণা বুদ্ধির্যস্য সঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্রুত-হৃদয়-শৈথিল্যঃ'—(ভগবৎসেবানন্দে অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায়) 'দ্রুত'—বলিতে দ্রবীভূত (বিগলিত) হইয়াছে যে হৃদয়, তাহার দ্বারাই 'শৈথিল্য', অর্থাৎ নিত্যকৃত্যেও অনুদ্যম যাঁহার, তিনি। নিজ দেহে 'উদ্ভিদ্যমান-রোমপুলককুলকঃ'—উদ্ভিন্ন হইয়াছে রোমাবলির দ্বারা পুলককুল (পুলকসমূহ), যাঁহার, তিনি (অর্থাৎ তাঁহার শরীরে রোমাঞ্চরাজির উদ্ভব ঘটিয়াছিল)। কুলকঃ'—এখানে সমাসান্ত কপ্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'পরিপ্লুত'—ইত্যাদি, পরিপ্লুত বলিতে সর্ব্বতঃ ব্যাপ্ত হইয়াছে যে পরমাহলাদামৃত, তাহার দ্বারা গম্ভীর যে হৃদয়রূপ হ্রদ, সেখানে 'অবগাঢ়', অর্থাৎ নিমগ্ন হইয়াছে বুদ্ধি যাঁহার, তিনি (অর্থাৎ তাঁহার হৃদয়হ্রদের সর্ব্বত্র পরমানন্দ প্রবাহিত হইতে থাকিলে, তাঁহার বুদ্ধি তন্মধ্যে নিমগ্ন হইয়া পড়িল, তাহাতে তিনি ভগবৎসেবার কথাও বিস্মৃত হইলেন।) ॥ ১২ ॥

ইত্থং ধৃতভগবদ্‌ব্রত ঐণেয়াজিনবাসসানুসবনাভিষেকার্দ্রকপিশকুটিলজটাকলাপেন চ বিরোচমানঃ সূর্য্যর্চ্চা ভগবন্তং হিরণ্ময়ং পুরুষমুজ্জিহানে সূর্য্যমণ্ডলেঽভ্যুপতিষ্ঠন্নেতদু হোবাচ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—ইত্থম্ (এবং) ধৃতভগবদ্‌ব্রতঃ ধৃতানি ভগবদ্‌ব্রতানি যেন সঃ) ঐণেয়াজিনবাসসা (এণ্যাঃ হরিণ্যাঃ চর্ম্ম অজিনম্ ঐণেয়ং, তদেব বাসঃ তেন মৃগচর্ম্মরূপেণ বস্ত্রেণ) অনুসবনাভিষেকার্দ্রকপিশকুটিলজটাকলাপেন চ (অনুসবনং ত্রিকালং যঃ অভিষেকঃ স্নানং তেন আর্দ্রাঃ কপিশাশ্চ যাঃ কুটিলাঃ জটাঃ তাসাং কলাপেন চ সমূহেন চ) বিরোচমানঃ

(শোভমানঃ) সূর্য্যমণ্ডলে উজ্জিহানে (উদ্গচ্ছতি সতি) সূর্য্যর্চ্চা (সূর্য্যপ্রকাশিকয়া ঋচা মন্ত্রেণ) ভগবন্তং হিরণ্ময়ং পুরুষং (শ্রীনারায়ণম্) অভ্যুপতিষ্ঠন্ (আরাধয়ন্) এতদু হোবাচ (বক্ষ্যমাণং গদ্যম্ উচ্চারিতবান্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—এইরূপ ভগবদ্ব্রতাবলম্বী মহারাজ ভরত পরিহিত অজিনাম্বরে ও ত্রিসন্ধ্যা-স্নান-সিক্ত কপিলকুটিল-জটা-কলাপে সুশোভিত হইয়া, সূর্য্য-মণ্ডলে স্বয়ং উপস্থিত হইলেন এবং তন্মধ্যবর্ত্তী হিরণ্ময় পুরুষ নারায়ণকে ঋঙ্মন্ত্রে আরাধনা করিতে করিতে বক্ষ্যমাণ বাক্য উচ্চারণ করিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—তমপি প্রেমবিকারং পূজায়াং বিঘ্নমিব মত্বা প্রেমবিকারেণাপি মে বুদ্ধির্মা খল্বাব্রিয়তামিতি বিমৃশ্য বুদ্ধিপ্রকাশকেন কেন চ ভগবন্মন্ত্রেণ ভগবন্ত-মুপাসিতুং প্রবর্ত্তে ইত্যাহ—ইত্থমিতি। সূর্য্যর্চ্চা সূর্য্যমণ্ডলস্থ-ভগবৎপ্রকাশিকয়া ঋচা হিরণ্ময়ং "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী"-ত্যাদিনোক্তং, উজ্জিহানে উদয়তি সতি; উজ্জিহাস ইতি পাঠে, সন্নন্তাৎ পচাদ্যচ্—উদেতুমিচ্ছতি সতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাদৃশ প্রেমবিকারকেও শ্রীভগবৎসেবাতে বিঘ্নের ন্যায় মনে করিয়া প্রেম-বিকারের দ্বারা আমার বুদ্ধি আবৃত না হউক—এই-রূপ আলোচনাপূর্ব্বক বুদ্ধি-প্রকাশক কোন ভগবন্মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, ইহা বলিতেছেন—'ইত্থম্' ইত্যাদি'। 'সূর্য্যর্চ্চা'—সূর্য্য-মণ্ডলস্থিত ভগবানের প্রকাশক 'ঋচা'—মন্ত্র-বিশেষের দ্বারা, 'হিরণ্ময়ং'—'ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃ-মণ্ডল-মধ্য-বর্ত্তী', অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী শ্রীনারায়ণ সদা ধ্যেয়—ইত্যাদি মন্ত্রোক্ত হিরণ্ময় পুরুষরূপী ভগ-বানের (উপাসনা করিতে করিতে এরূপ বাক্য উচ্চা-রণ করিতেন)। 'উজ্জিহানে'—সূর্য্যমণ্ডলের উদয়-কালে। এই স্থলে 'উজ্জিহাসে'—এইরূপ পাঠে, হা ধাতু সনন্ত প্রত্যয়ের পর 'পচাদ্যচ্'—এই সূত্রে অচ্-প্রত্যয় হইয়াছে, উদিত হইতে ইচ্ছা করিলে—এই অর্থ ॥ ১৩ ॥

——

পরোরজঃ সবিতুর্জাতবেদো
দেবস্য ভর্গো মনসেদং জজান।
স্বরেতসাহদঃ পুনরাবিশ্য চষ্টে
হংসং গৃধ্রাণং নৃষদ্রিঙ্গিরামিমঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ভরত-চরিতে ভগবৎপরিচর্য্যায়াং সপ্তমোহধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(তদেব আহ—) পরোরজঃ (রজসঃ প্রকৃতেঃ পরং শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং) দেবস্য সবিতুঃ (জগৎ-প্রকাশকস্য) জাতবেদঃ (ভক্তানাং অভীষ্টং যস্মাৎ তৎ) ভর্গঃ (স্বরূপভূতং তেজঃ) মনসা (সঙ্কল্প-মাত্রেণ) ইদং (বিশ্বং) জজান (সসর্জ্জ); পুনঃ (চ) অদঃ (সৃষ্টং বিশ্বম্ অন্তর্যামিরূপেণ) আবিশ্য (প্রবিশ্য) স্বরেতসা (চিচ্ছক্ত্যা) গৃধ্রাণম্ (আকাঙ্ক্ষন্তং) হংসং (জীবং) চষ্টে (পশ্যতি, পালয়তীত্যর্থঃ) নৃষদ্রিঙ্গিরাং (নৃষু সীদতি উপাধিতয়া তিষ্ঠতি ইতি নৃষদ্বুদ্ধিঃ তস্যাঃ রিঙ্গিং রিঙ্গণং গতিং রাতি দদাতীতি নৃষদ্রিঙ্গিরাম্ অহম্) ইমঃ (শরণং ব্রজামঃ) ॥১৪॥

অনুবাদ—বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মক, জগতের প্রকাশক ও ভক্তগণের অভীষ্টপ্রদাতা যে ভগবান্ স্বীয় তেজঃ-প্রভাবে সঙ্কল্পমাত্রেই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার যিনি অন্তর্য্যামিরূপে জগতে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় চিচ্ছক্তিদ্বারা ফলাকাঙ্ক্ষিজীবগণকে দর্শন ও পালন করিতেছেন, আমি সেই বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্ত্তক ভর্গদেবের শরণাপন্ন হই ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—সবিতুর্দেবস্য ভর্গঃ তন্মণ্ডলমধ্যস্থিতং; "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সর-সিজাসনসন্নিবিষ্টঃ" ইত্যাদি মন্ত্রবাচ্যং তেজ ইমঃ শরণং ব্রজামঃ। কীদৃশম্?—পরোরজঃ—রজসঃ প্রকৃতেঃ পরং শুদ্ধসত্ত্বাত্মকম্। জাতং বেদো ধনং ভক্তানামভীষ্টং যতস্তৎ। যদ্ভর্গঃ কর্ত্তৃ মনসা সঙ্কল্প-মাত্রেণৈব ইদং জগৎ জজান জনয়ামাস। স্বরেতসা স্বীয়চিচ্ছক্তি-তেজসা পুনরপি অদো জগৎ আবিশ্য অন্তর্য্যামিরূপেণ প্রবিশ্য গৃধ্রাণং দুর্বিষয়-সুখমভি-কাঙ্ক্ষন্তং মদ্বিধং হংসং জীবং বিচষ্টে পশ্যতি কৃপয়া পালয়তীত্যর্থঃ। কেন প্রকারেণেত্যপেক্ষায়াং স্বস্মিন্ বুদ্ধিবৃত্তিপ্রেরণয়ৈবেত্যাহ—নৃষু সীদতি উপাধিতয়া তিষ্ঠতীতি নৃষৎ বুদ্ধিস্তস্যা রিঙ্গিং স্বস্মিন্নেব গতিং

রাতি দদাতীতি তৎ ; অতস্তদ্বিষয়িণী মে বুদ্ধিঃ কেনাপ্যাবৃতা মাস্ত্বিতি ভাবঃ ।। ১৪ ।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
পঞ্চমে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সবিতুর্দেবস্য ভর্গঃ'—(সর্ব্বপ্রসবয়িতা দেবের) সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থিত ভর্গ অর্থাৎ তেজ। 'ধ্যেয়ঃ সদা', অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী কমলাসনে সমাসীন শ্রীনারায়ণ সর্ব্বদা ধ্যেয়—ইত্যাদি মন্ত্রবাচ্য তেজের (তেজোময় পদার্থের) 'ইমঃ'—আমরা শরণাগত হইতেছি। কি প্রকার সেই তেজ? তাহাতে বলিতেছেন—'পরোরজঃ'—যাহা প্রকৃতির পর অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বাত্মক। জাত বলিতে উৎপন্ন হয়, বেদ অর্থাৎ ভক্তজনের অভীষ্টরূপ ধন যাহা হইতে, সেই তেজ। 'যদ্ ভর্গঃ'—যে তেজ (কর্ত্তা), সঙ্কল্পমাত্রেই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। 'স্বরেতসা'—নিজ চিচ্ছক্তিরূপ তেজের দ্বারা, 'পুনরাবিশ্য'—পুনরায় ঐ জগতে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবেশ করিয়া, 'গৃধ্রাণং হংসং'—দুর্ব্বিষয়রূপ সুখের আকাঙ্ক্ষাকারী (কামনাযুক্ত) আমার ন্যায় জীবকে, 'বিচষ্টে'—দেখেন, অর্থাৎ কৃপাপূর্ব্বক পালন করেন—এই অর্থ। কি প্রকারে? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—(জীবে) বুদ্ধি-প্রেরণার দ্বারাই। 'নৃষদ্‌রিঙ্গিরাম্'—নৃষদ্ বলিতে প্রাণিতে উপাধিরূপে যাহা থাকে, অর্থাৎ বুদ্ধি, তাহার রিঙ্গি বলিতে নিজেতেই (শ্রীভগবানেই) যে গতি, তাহা প্রদান করে যাহা, (অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপক বুদ্ধির প্রেরণার দ্বারাই ভক্তগণকে পালন করিতেছেন)। অতএব ভগবদ্বিষয়িণী আমার বুদ্ধি কোন কিছুর দ্বারাই আবৃত না হউক—এই ভাব। [ক্রমসন্দর্ভে উক্ত হইয়াছে—ইহা গায়ত্রী-সহোদর অর্থাৎ গায়ত্রীমন্ত্রের অনুরূপ মন্ত্র।] ।। ১৪ ।।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার পঞ্চম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।। ৭ ।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৫।৭ ।।

মধ্ব—

পরোরজা রজস্কত্বাত্ত্রয়ীত্বাত্ত্রয়ীসুতঃ ।
গুণাত্যয়াৎ তুরীয়শ্চ জাতবেদাশ্চ সর্ব্ববিৎ ।।
হংসো দুঃখাদিহাননেন জীবেশত্বাচ্চ গৃধ্ররাট্ ।
কালঃ সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাৎ পরমাত্মা প্রকীর্ত্তিতঃ ।।
ইতি তন্ত্রনিরুক্তে ।। ১৪ ।।

ইতি অন্বয়ঃ, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-পঞ্চম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

একদা তু মহানদ্যাং কৃতাভিষেকনৈয়মিকাবশ্যকো ব্রহ্মাক্ষরমভিগৃণানো মুহূর্ত্তত্রয়মুদকান্ত উপবিবেশ ।।১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টম অধ্যায়ের কথাসার –

এই অধ্যায়ে, মহারাজ ভরতের শ্রীবিষ্ণু-আরাধনা-কালে তাহার অন্তরায়স্বরূপ মৃগরক্ষায় আসক্তিবশতঃ মৃগত্ব-প্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে।

একদা মহারাজ ভরত মহানদীতে স্নানাদি নিত্যকৃত্যসমাপন করিয়া প্রণব জপ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন,—একটি পূর্ণগর্ভা পিপাসাতুরা হরিণী জলপানে রত হইয়া, সহসা সিংহগর্জনে বিষম-ভয়বিহ্বলা হইয়া উঠিল ; সে তৎক্ষণাৎ প্রাণভয়ে লম্ফ প্রদান করিয়া নদী উল্লঙ্ঘন করিল ; ঐ সময় তাহার গর্ভপাত-হেতু গর্ভস্থ শিশুটি জলে পতিত হইল এবং হরিণীও তীরে গিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। মহারাজ দয়া-পরবশ হইয়া ঐ মাতৃহারা অসহায় মৃগশিশুকে

আশ্রমে আনিয়া অতিযত্নে লালন পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত আসক্তি জন্মিল। তখন তিনি সমস্ত সাধন ভজন ভুলিয়া তাহারই তোষণ-পোষণ-পরিচর্য্যায় সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত হইলেন। সকল সময় সেই মৃগই তাহার সঙ্গী, সেবার বস্তু ও চিন্তার বিষয় হইল। ধ্যানকালেও তাঁহার নেত্রাদি সেই সুকুমার মৃগশিশুতেই আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে চঞ্চল করিতে লাগিল। এইরূপে, অচিরে তিনি আপন আরব্ধ-কর্ম্মদোষেই আত্মধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। দুস্ত্যাজ্য সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াও, সামান্য একটা মৃগশিশুতে আসক্ত হইয়া তিনি যোগ হইতে ভ্রষ্ট হইলেন। অবশেষে তিনি সেই মৃগবালকের অকস্মাৎ অদর্শনে তাহার বিরহে অত্যন্ত শোকবিহ্বল হইয়া, 'হা মৃগ', 'হা মৃগ', করিতে করিতেই কালবশে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মৃগচিন্তায় মগ্ন থাকিয়া প্রাণত্যাগ করায়, তিনি পর-জন্মে মৃগত্ব প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু পূর্ব্ব সুকৃতিফলে তাহার পূর্ব্বস্মৃতি বিলুপ্ত হইল না। তিনি আত্মকৃত বিকর্ম্ম ও তজ্জনিত এই অধঃপতনের জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং মৃগমাতাকে ত্যাগ করিয়া আবার সেই মুনিগণ-সেবিত সদা হরিনাম-মুখরিত পুলস্ত্যাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। কর্ম্মক্ষয়ে যথাসময়ে সেই স্থলেই তিনি সেই মৃগকলেবর হইতে মুক্ত হইলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে রাজন্) একদা, তু (কর্হিচিৎ) মহানদ্যাং গণ্ডক্যাং সঃ ভরতঃ কৃতাভি-ষেকনৈয়মিকাবশ্যকঃ (অভিষেকঃ স্নানং, নৈয়মিকং নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম, আবশ্যকং মূত্রপুরীষোৎসর্জ্জ-নাদি কৃতম্ অভিষেকাদিকং যেন সঃ তথাভূতঃ সন্) ব্রহ্মাক্ষরং (প্রণবম্) অভিগৃণানঃ (জপন্) মুহূর্ত্তত্রয়ম্ উদকান্তে (নদ্যাস্তীরে) উপবিবেশ (তস্থৌ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—(হে মহারাজ,) একদিন ভরত মহানদীতে নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া, আবশ্যক কৃত্য ও স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক প্রণব জপ করিতে করিতে মুহূর্ত্তত্রয়মাত্র নদীতীরে উপবেশন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অষ্টমে ভরতশ্চক্রে মৃগপালন-লালনে।
তদ্বিয়োগেন তচ্চেতাঃ প্রাপ তদ্দেহতামপি ॥
দয়ামপি ত্যজেদ্ভক্তিবাধিনীমিতি দর্শয়ন্।
তং মৃগং পোষয়ামাস কৃষ্ণশ্চতুরিমাম্বুধিঃ ॥
অনুতাপাম্বুধৌ ক্ষিপ্ত্বা স্বপ্রেমাব্ধৌ নিমজ্জয়ন্।
তমেনং পোষয়ন্ ভক্তবাৎসলাঞ্চাপ্যদীদৃশৎ ॥০॥

নৈয়মিকং নিত্যনিয়মপ্রাপ্তমাবশ্যকং মূত্রোৎসর্গা-দিকম্ অভিষেকস্নাতঞ্চ কৃতং যেন সঃ। অজা-জাদিত্বাদল্পাচ্‌তরত্বাচ্চ অভিষেকশব্দস্য পূর্ব্বনিপাতঃ। অক্ষরমক্ষরাত্মকং ব্রহ্ম কৃষ্ণমন্ত্রম্। অভিগৃণানো জপন্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টম অধ্যায়ে মহারাজ ভরত একটি মৃগশিশুর লালন-পালন করেন এবং তাহার বিরহে তদ্‌গতচিত্ত হইয়া (দেহান্তে) মৃগদেহ প্রাপ্ত হন ॥

ভক্তির বাধক হইলে (জীবের প্রতি) দয়াকেও পরিত্যাগ করা উচিত—ইহা প্রদর্শন করাইতে চতুর-নিধি শ্রীকৃষ্ণ সেই মৃগকে পালন করেন ॥

নিজ প্রেমসমুদ্রে নিমজ্জিত করাইবার নিমিত্ত অনুতাপ-সমুদ্রে ক্ষেপণপূর্ব্বক সেই মৃগরূপী ভরতকে পোষণ করতঃ স্বীয় ভক্তবাৎসল্যও জানাইলেন ॥০॥

'কৃতাভিষেক'—ইত্যাদি, 'নৈয়মিক' বলিতে নিত্য নিয়মপ্রাপ্ত (সন্ধ্যোপাসনা তর্পণাদি), আবশ্যকীয় মূত্রোৎসর্গাদি এবং অভিষেক বলিতে স্নান সমাপন করিয়াছেন, যিনি। এখানে অজাদিগণীয় এবং অল্প স্বর-হেতু অভিষেক শব্দের পূর্ব্বনিপাত হইয়াছে। 'ব্রহ্মাক্ষরম্'—অক্ষর বলিতে অক্ষরাত্মক ব্রহ্ম, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র। 'অভিগৃণানঃ'—জপ করিতে করিতে॥১॥

তত্র তদা রাজন্ হরিণী পিপাসয়া জলাশয়া-ভ্যাসমেকৈবোপজগাম ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, তত্র (তস্মিন্ তীরে) তদা (ভরতাবস্থান-সময়ে) এব একা হরিণী পিপাসয়া জলাশয়াভ্যাসং (জলসমীপম্) উপজগাম (আগতবতী) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, সেই সময় সেই স্থানে একটি হরিণী পিপাসায় কাতর হইয়া একাকিনী সেই জলাশয়ের সমীপে আগমন করিল ॥ ২ ॥

তয়া পেপীয়মান উদকে তাবদেবাবিদূরেণ নদতো মৃগপতেরুন্নাদো লোকভয়ঙ্কর উদপতৎ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—তয়া (হরিণ্যা) উদকে পেপীয়মানে (অত্যাসক্ত্যা জলং পীয়মানে সতি) তাবদেব (তৎক্ষণম্ এব) অবিদূরেণ (সন্নিধৌ এব) নদতঃ (শব্দায়মানসস্য ধ্বনিং কুর্ব্বতঃ) মৃগপতেঃ (সিংহস্য) লোকভয়ঙ্করঃ (লোকানাং ভয়প্রদঃ) উন্নাদঃ (মহান্ শব্দঃ) উদপতৎ (উদ্গতঃ বভূব) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—সেই হরিণী যেমন অত্যাসক্তির সহিত জল পান করিতে আরম্ভ করিল, অমনি অনতিদূরে একটি পশুরাজ সিংহ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, তাহাতে লোকভয়ঙ্কর ভীমনাদ উত্থিত হইল। (হরিণীর কর্ণেও তাহা প্রবিষ্ট হইয়া তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত করিল) ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—পেপীয়মানে অত্যাসক্ত্যা পীয়মানে। মৃগপতেঃ সিংহস্য ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পেপীয়মানে'—(হরিণী) অতিশয় আগ্রহের সহিত জল পান করিতে থাকিলে, 'মৃগপতেঃ'—পশুরাজ সিংহের (গর্জ্জন উত্থিত হইল) ॥ ৩ ॥

তমুপশ্রুত্য সা মৃগবধূঃ প্রকৃতিবিক্লবা চকিতনিরীক্ষণা সুতরামপি হরিভয়াভিনিবেশব্যগ্রহৃদয়া পরিপ্লবদৃষ্টিরগততৃষা ভয়াৎ সহসৈবোচ্চক্রাম ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—তং (নিনাদম্) উপশ্রুত্য (আকর্ণ্য) প্রকৃতিবিক্লবা (প্রকৃত্যা স্বভাবতঃ এব বিক্লবা ব্যাকুলা) চকিতনিরীক্ষণা (চঞ্চলনয়না) সুতরাম্ অপি হরিভয়াভিনিবেশব্যগ্রহৃদয়া (হরিভয়স্য সিংহভয়স্য অভিনিবেশেন ব্যগ্রং ব্যাকুলং হৃদয়ং যস্যাঃ সা অতিব্যাকুলচিত্তা) পরিপ্লবদৃষ্টিঃ (পরিভ্রান্তনেত্রা) অগততৃষা (ন গতা তৃষা তৃট্ যস্যাঃ সা তথাভূতৈব) সা মৃগবধূঃ (মৃগস্য বধূঃ হরিণী) ভয়াৎ সহসা (আশু) এব উচ্চক্রাম (নদীম্ উল্লঙ্ঘিতবতী) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হরিণী একে স্বভাবতঃই ব্যাকুলা ও চকিতনয়না, তাহাতে আবার সেই ভীষণ সিংহ-গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া মহদ্ভয় উপস্থিত হওয়ায় উহার হৃদয়কে অতীব ব্যাকুল করিয়া তুলিল। সেই মৃগবধূ ইতস্ততঃ ভয়চকিতদৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক পিপাসা নিবৃত্তি না হইলেও ভয়ে হঠাৎ লম্ফ প্রদান করিয়া নদী পার হইল ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—সহসা নাদ-সমকালমেব ; ভয়াৎ ত্রাসাৎ ; উচ্চক্রাম নদ্যা ধারাম্ উল্লঙ্ঘ্য ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সহসা'—বলিতে সিংহনাদ শ্রবণকালেই। 'ভয়াৎ'—ত্রাসহেতু। 'উচ্চক্রাম'—নদীর স্রোত অতিক্রম করিয়াছিল ॥ ৪ ॥

তস্যা উৎপতন্ত্যা অন্তর্বত্ন্যা উরুভয়বিগলিতো যোনিনির্গতো গর্ভঃ স্রোতসি নিপপাত ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা) অন্তর্বত্ন্যাঃ (পূর্ণ-গর্ভিণ্যাঃ) তস্যাঃ (হরিণ্যাঃ) উৎপতন্ত্যাঃ উরুভয়বিগলিতঃ (উরুভয়েন মহাভয়েন স্থানাৎ স্বস্থানাৎ বিগলিতঃ প্রচ্যুতঃ) গর্ভঃ (গর্ভস্থঃ সন্তানঃ) যোনিনির্গতঃ (যোনেঃ নির্গতঃ সন্) স্রোতসি (নদ্যাঃ প্রবাহে) নিপপাত (নিপতিতঃ অভূৎ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—ঐ হরিণী পূর্ণ-গর্ভবতী ছিল ; সুতরাং নদী উল্লঙ্ঘন-জনিত বেগ এবং ভয়াতিশয্য-হেতু তাহার গর্ভস্থ সন্তান যোনি-নির্গত হইয়া স্রোতস্বিনীর প্রবাহে পতিত হইল ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—অন্তর্বত্ন্যা গর্ভবত্যাঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্তর্বত্ন্যাঃ'—গর্ভিণী (হরিণীর) ॥ ৫ ॥

উৎপ্রসবোৎসর্পণ-ভয়খেদাতুরা স্বগণেন বিযুজ্যমানা কস্যাঞ্চিদ্দর্য্যাংকৃষ্ণসারসতী নিপপাতাথ চ মমার ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—স্বগণেন (স্বযূথেন) বিযুজ্যমানা (বিযুক্তা ভ্রষ্টা) কৃষ্ণসার-সতী (সা কৃষ্ণমৃগবধূঃ) উৎপ্রসবোৎসর্পণভয়খেদাতুরা (উৎপ্রসবঃ গর্ভপাতঃ উৎসর্পণম্ উল্লঙ্ঘনং ভয়ঞ্চ এতৈঃ খেদেন ক্লেশেন আতুরা পীড়িতা সতী) কস্যাংচিৎ দর্য্যাং (পর্ব্বতগুহায়াং) নিপপাত, অথ (অনন্তরং) মমার (মৃতবতী) চ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—স্বযূথভ্রষ্টা সেই কৃষ্ণমৃগবধূ স্বীয় গর্ভপাত, উল্লঙ্ঘন ও ভয়জনিত ক্লেশে পীড়িতা হইয়া

একটি পর্ব্বতগুহায় পতিতা হইবামাত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—উৎপ্রসব উচ্চাকাশাদেব গর্ভপাতঃ ॥৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উৎপ্রসব'—উচ্চ স্থান হইতেই গর্ভপাত হইয়াছিল ॥ ৬ ॥

———

তত্ত্বৈণকুণকং কৃপণং স্রোতসানূহ্যমানমভিবীক্ষ্যাপবিদ্ধং বন্ধুরিবানুকম্পয়া রাজর্ষিভরত আদায় মৃতমাতরমিত্যাশ্রমপদমনয়ৎ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—রাজর্ষিঃ ভরতঃ স্রোতসা (প্রবাহেন) অনূহ্যমানং (ভাসমানম্) অপবিদ্ধং (বন্ধুভিঃ স্বপিত্রাদিভিঃ ত্যক্তং) তং কৃপণং (কাতরম্) এণকুণকং (হরিণবালকম্) অভিবীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) অনুকম্পয়া (কৃপয়া) বন্ধুঃ ইব আদায় (হস্তে গৃহীত্বা) মৃতমাতরম্ (মৃতা মাতা যস্য তং তাদৃশং চ জ্ঞাত্বা) ইতি (হেতোঃ) আশ্রমপদং (নিজাশ্রমম্) অনয়ৎ (নীতবান্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—রাজর্ষি ভরত নদীতীরে বসিয়া দেখিতে পাইলেন, সেই স্বজনবিরহিত দীন হরিণশিশু স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি বন্ধুর ন্যায় ঐ মৃগশিশুকে স্রোত হইতে উত্তোলন করিলেন এবং উহাকে মাতৃহারা জানিয়া নিজ-আশ্রমে লইয়া আসিলেন ॥৭॥

বিশ্বনাথ—এণকুণকং হরিণবালকম্ অপবিদ্ধং বন্ধুভিস্ত্যক্তম্ ইতি এতৈঃ কুণকত্বাদি-হেতুভির্যা অনুকম্পা তয়া ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এণ-কুণকং'—হরিণবালককে, 'অপবিদ্ধং'—আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত। 'ইতি'—একে সদ্যোজাত শিশু, তাহাতে আবার স্বজন-পরিত্যক্ত ও মাতৃহারা ইত্যাদি কারণে যে অনুকম্পা, সেই নিমিত্ত (নিজ আশ্রমে লইয়া আসিলেন।) ॥৭॥

———

তস্য হ বা এণকুণক উচ্চৈরেতস্মিন্ কৃতনিজাভিমানস্যাহরহস্তৎপোষণ-পালন-প্রীণন-লালনানুধ্যানেনাত্মনিয়মাঃ সহযমাঃ পুরুষপরিচর্য্যাদয় একৈকশঃ কতিপয়েনাহর্গণেন বিযুজ্যমানাঃ কিল সর্ব্ব এবোদবসন্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—এতস্মিন্ এণকুণকে (হরিণশিশৌ) উচ্চৈঃ (অতিশয়েন) কৃতনিজাভিমানস্য (কৃতঃ নিজঃ আত্মীয়ত্বেন অভিমানঃ যেন তস্য, মমায়ম্ ইতি প্রেমযুক্তস্য) তস্য হ বা (রাজর্ষেঃ ভরতস্য) অহরহঃ (প্রতিদিনং) তৎপোষণপালন-প্রীণনলালনানুধ্যানেন (তৎ তস্য হরিণশিশোঃ তৃণাদিনা পোষণং, পালনং বৃকাদিভ্যঃ রক্ষণং, কণ্ডূয়নাদিনা প্রীণনং চুম্বনাদিনা লালনম্ এতৈঃ যৎ অনুধ্যানম্ আসক্তিঃ তেনৈব) আত্মনিয়মাঃ (আত্মনঃ নিয়মাঃ স্নানাদয়ঃ) সহ-যমাঃ (যমাঃ অহিংসাদয়ঃ তৎসহিতাঃ) পুরুষপরিচর্য্যাদয়ঃ (ঈশ্বরপরিচর্য্যাদয়ঃ) একৈকশঃ (প্রত্যহং) বিযুজ্যমানাঃ (সন্তঃ) কতিপয়েনাহর্গণেন (কিয়তা কালেন) সর্ব্বে এব (ধর্ম্মাঃ) কিল উদবসন্ (উৎসন্নাঃ বভূবুঃ) ॥৮॥

অনুবাদ—এই হরিণশিশুতে ভরতের অতিশয় আত্মীয়াভিমান জন্মিল, সুতরাং তিনি ঐ হরিণশিশুকে অহরহঃ তৃণাদির দ্বারা পোষণ, বৃকাদি হইতে রক্ষণ, কণ্ডূয়নাদির দ্বারা প্রীতি-সম্পাদন এবং চুম্বনাদির দ্বারা লালন প্রভৃতি ব্যাপারেই আসক্ত হইয়া পড়িলেন। তাহাতে তাঁহার নিজের স্নানাদি-নিয়ম, অহিংসাদি আচরণ ও তৎসহিত ভগবৎপরিচর্য্যাদি কৃত্য প্রতিদিন ভ্রষ্ট হইতে থাকায় কতিপয় দিবসমধ্যেই সমস্ত ধর্ম্মাচরণই একেবারে উৎসন্ন হইল ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—পোষণং তৃণাদিনা, পালনং বৃকাদিভ্যঃ, প্রীণনং কণ্ডূয়নাদিনা, লালনং চুম্বনাদিনা, এতৈর্যদনুধ্যানমাসক্তিস্তেন ; উদবসন্ উৎসন্না বভূবুঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎপোষণ-পালন'-ইত্যাদি—তৃণাদির দ্বারা পোষণ, বৃকাদি হইতে পালন (রক্ষণ), গাত্র কণ্ডূয়নাদির দ্বারা প্রীণন (প্রীতি উৎপাদন), চুম্বনাদির দ্বারা লালন—ইত্যাদির দ্বারা যে 'অনুধ্যান', অর্থাৎ আসক্তি, তাহার ফলে। 'উদবসন্'—(যম, নিয়মাদি, ভগবৎসেবা প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহ কয়েক দিনের মধ্যেই) উৎসন্ন (লুপ্ত) হইয়া গেল ॥ ৮ ॥

———

অহো বতায়ং হরিণকুণকঃ কৃপণ ঈশ্বর-রথচরণপরিভ্রমণরয়েন স্বগণসুহৃদ্বন্ধুভ্যঃ পরিবর্জ্জিতঃ শরণঞ্চ মোপসাদিতো মামেব মাতাপিতরৌ ভ্রাতৃজ্ঞাতীন্

যৌথিকাংশ্চৈবোপেয়ায় নান্যং কঞ্চন বেদ ময্যতিবিশ্রব্ধশ্চাতএব ময়া মৎপরায়ণস্য পোষণপালনপ্রীণনলালনমনসূয়ুনানুষ্ঠেয়ং শরণ্যোপেক্ষাদোষবিদুষা ॥৯॥

অন্বয়ঃ—অহো বত, অয়ং হরিণকুণকঃ (হরিণবালকঃ) ঈশ্বর-রথচরণ-পরিভ্রমণ-রয়েন (ঈশ্বর-রথচরণঃ কাল-চক্রং তস্য পরিভ্রমণ-বেগেন) স্বগণ-সুহৃদ্বন্ধুভ্যঃ পরিবর্জ্জিতঃ (বিভ্রংসিতঃ সন্) কৃপণঃ (কাতরঃ ভূত্বা) মা (মাং চ) শরণম্ (আশ্রয়ম্) উপসাদিতঃ (প্রাপিতঃ; যতঃ) মাম্ এব মাতাপিতরৌ ভ্রাতৃজ্ঞাতীন্ (মত্বা মাতাপিত্রাদিবুদ্ধ্যা) যৌথিকান্ এব চ (যূথসংঘতিনঃ চ) উপেয়ায় (প্রাপ্তঃ সন্) ময়ি অতি বিশ্রব্ধঃ (কৃতাতিবিশ্বাসঃ) অন্যং কঞ্চন (আত্মীয়তয়া মদন্যং কমপি গোপ্তারং) ন বেদ (জানাতি); অতএব ময়া মৎপরায়ণস্য (শরণাগতস্য মদেকাশ্রয়স্য) পোষণ-পালন প্রীণনলালনম্ অনসূয়ুনা (এতৎ নিমিত্তং মম স্বার্থঃ ভ্রশ্যতি ইতি অসূয়ারহিতেণ দোষদৃষ্টিম্ অকুর্ব্বতা) অনুষ্ঠেয়ং (করণীয়ং, যতঃ) শরণ্যোপেক্ষা-দোষবিদুষা (শরণ্যস্য শরণাগতস্য উপেক্ষা শরণাগতানাদরঃ দোষঃ প্রত্যবায়করঃ ভবতি, ইতি বিদুষা জানতা ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—(ভরত মনে মনে চিন্তা করিতেন,) "আহা! এই নিরাশ্রয় হরিণশিশু কালচক্রের পরিভ্রমণবেগে স্বজন, সুহৃৎ ও বন্ধুগণ হইতে বিচ্যুত হইয়া আমাকেই আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাকেই মাতাপিতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও সহচর বোধ করিতেছে। আমার প্রতিই ইহার ঐকান্তিক বিশ্বাস আছে। এ আমা-ভিন্ন আর অন্যকে জানে না। অতএব 'ইহার নিমিত্ত আমার স্বার্থহানি হইবে'—এইরূপ অসূয়াযুক্ত বুদ্ধি না করিয়া আমাকে অবশ্যই ইহার লালন, পালন, পোষণ ও তোষণ করা কর্ত্তব্য। এই মৃগশিশু একমাত্র আমারই শরণাগত। শরণাগতের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিলে যে প্রত্যবায়-ভাগী হইতে হয়, তাহা আমি জানি; সুতরাং এই আশ্রিত মৃগশিশুকে উপেক্ষা করা আমার উচিত নহে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—আসক্তিং প্রপঞ্চয়তি—অহো ইত্যাদিনা ইতি কৃতানুষঙ্গ ইত্যেতৎপর্য্যন্তেন। ঈশ্বরস্য রথচরণঃ কালচক্রং তস্য পরিভ্রমণবেগেন। পরিবর্জ্জিতঃ বিয়োজিতঃ। মা মাম্। অনসূয়ুনা এতন্নিমিত্তং মম স্বার্থো ভ্রশ্যতীতি দোষদৃষ্টিমকুর্ব্বতা শরণ্যকর্ত্তৃকোপেক্ষায়াং দোষং জানতা ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহারাজ ভরতের হরিণ-শিশুর প্রতি আসক্তি দেখাইতেছেন—'অহো' ইত্যাদি হইতে 'ইতি কৃতানুষঙ্গঃ' (১১ অনুঃ) পর্য্যন্ত বাক্যের দ্বারা। 'ঈশ্বর-রথচরণ'-ইত্যাদি—ঈশ্বরের বলিতে কালের যে চক্র, তাহার পরিভ্রমণের (গতির) বেগে, 'পরিবর্জ্জিতঃ'—আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। 'মা'—মাম্—আমাকে। 'অনসূয়ুনা'—ইহার জন্যই আমার স্বার্থ (ভজনাদি ক্রিয়া) ভ্রষ্ট হইতেছে, এইরূপ দোষদৃষ্টি না করিয়া (আমা কর্ত্তৃক ইহার লালন-পালনাদি করা উচিত), যেহেতু শরণাগতকে উপেক্ষা করিলে যে দোষ হয়, তাহা আমি জানি ॥ ৯ ॥

———

নূনং হ্যার্য্যাঃ সাধব উপশমশীলাঃ কৃপণসুহৃদ এবংবিধার্থে স্বার্থানপি গুরুতরানুপেক্ষন্তে ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—উপশমশীলাঃ (সর্ব্বতঃ বিরক্তাঃ অপি) কৃপণসুহৃদঃ (দীনজনবান্ধবাঃ পরোপকারশীলাঃ) আর্য্যাঃ (শিষ্টাঃ) সধবঃ (সজ্জনাঃ) নূনং হি (নিশ্চিতমেব) এবংবিধার্থে (এবম্বিধশরণাগত-রক্ষার্থে) গুরুতরান্ অপি স্বার্থান্ (স্বপ্রয়োজনানি) উপেক্ষন্তে (স্বপ্রয়োজনমনাদৃত্য এবম্বিধশরণাগতরক্ষণং কুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বতোভাবে বাহ্যবিষয়ে বিরক্ত হইলেও, দীনজনবান্ধব শিষ্ট সজ্জনগণ নিশ্চয়ই এইরূপ শরণাগত-রক্ষার্থে গুরুতর স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—যত এষ এব মে বস্তুতঃ স্বার্থ ইত্যাহ—নূনমিতি ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই শরণাগত রক্ষণই আমার প্রকৃত স্বার্থ—ইহা বলিতেছেন—'নূনম্' ইত্যাদির দ্বারা ॥ ১০ ॥

———

ইতি কৃতানুসঙ্গ আসনশয়নাটনস্নানাশনাদিষু সহ মৃগজহুনা স্নেহানুবদ্ধহৃদয় আসীৎ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি কৃতানুষঙ্গঃ (ইত্যেবং কৃতঃ অনুষঙ্গঃ আসক্তিঃ যেন সঃ অত্যাসক্তঃ ভরতঃ) আসন-শয়নাটনস্নানাশনাদিষু (আসনমুপবেশনম্ অটনং সঞ্চরণম্ অশনং ভোজনং কন্দমূলাদীনাম্ এষু আসনাদিষু) মৃগজহুনা (মৃগাপত্যেন) সহ স্নেহানুবদ্ধ-হৃদয়ঃ (স্নেহেন অনুবদ্ধং হৃদয়ং যেন সঃ তাদৃশঃ প্রেমাবদ্ধচিত্তঃ) আসীৎ (বভূব) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—এইরূপে অত্যাসক্ত ভরত উপবেশন, শয়ন, ভ্রমণ, স্নান ও ভোজনাদি প্রত্যেক কার্য্যেই মৃগশিশুর প্রেমে আবদ্ধচিত্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অনুষঙ্গ আসক্তিঃ, মৃগজহুনা মৃগাপত্যেন ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনুষঙ্গ'—বলিতে আসক্তি। 'মৃগজহুনা'—মৃগশিশুর সহিত (নিবিড় স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।) ॥ ১১ ॥

কুশ-কুসুম-সমিৎ-পলাশ-ফলমূলোদকান্যাহরিষ্যমাণো বৃকশালাবৃকাদিভ্যো ভয়মাশংসমানো যদা সহ হরিণকুণকেন বনং সমাবিশতি ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—কুশকুসুমসমিৎপলাশফলমূলোদকান্যা-হরিষ্যমাণঃ (কুশাদীন্ সংগ্রহীতুম্ ইচ্ছন্ সঃ ভরতঃ) যদা (যস্মিন্ কালে) বৃকশালাবৃকাদিভ্যঃ (যদি মৃগেণ বিনা গচ্ছামি, তর্হি এনং বৃকাদয়ঃ ভক্ষয়িষ্যন্তি ইতি বুদ্ধ্যা বৃকশ্বানপ্রভৃতিভ্যঃ) ভয়ম্ আশংসমানঃ (তস্য মৃগবালকস্য ভয়ং শঙ্কমানঃ ভবতি, তদা তেন) হরিণকুণকেন (হরিণশিশুনা) সহ বনং সমাবিশতি (প্রবিশতি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ভরত যখন কুশ, কুসুম, সমিধ্, পত্র, ফল, মূল ও জলাদি আহরণ করিবার অভিপ্রায়ে বনমধ্যে গমন করিতেন, তখন পাছে শৃগাল-কুক্কুরাদি হিংস্র জন্তুসকল আসিয়া মৃগশাবকের প্রাণ-বিনাশ করে, এই আশঙ্কায় ঐ শিশুটীকে সঙ্গে করিয়াই বনে প্রবেশ করিতেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—স্নেহানুবন্ধমেব প্রপঞ্চয়তি—কুশকুসুমেতি। শালাবৃকাঃ কপিক্রোষ্টুশ্বানঃ তদাদিভ্যঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্নেহানুবন্ধই বিবৃত করিতেছেন—'কুশ-কুসুম'-ইত্যাদি। 'শালাবৃকাঃ'—বানর, শৃগাল, কুক্কুর প্রভৃতি হইতে (ভয়ের আশঙ্কা করিয়া হরিণশিশুটিকে সঙ্গে লইয়াই বনে প্রবেশ করিলেন।) ॥ ১২ ॥

পথিষু চ মুগ্ধভাবেন তত্র তত্র বিষক্তমতি-প্রণয়ভরহৃদয়ঃ কার্পণ্যাৎ স্কন্ধেনোদ্বহতি। এবমুৎ-সঙ্গ উরসি চাধায়োপলালয়ন্ মুদং পরমামবাপ ॥১৩

অন্বয়ঃ—(যদা চ) মুগ্ধভাবেন (বাল্যস্বভাবেন (সৌকুমার্য্যেণ সঃ রাজা ভরতঃ) পথিষু তত্র তত্র (মার্গে) বিষক্তমতিঃ (আকৃষ্টচিত্তঃ বভূব, তদা) অতিপ্রণয়-ভরহৃদয়ঃ (তস্মিন্ মৃগশিশৌ অতিশয়েন প্রণয়স্য স্নেহস্য ভরঃ পূর্ণঃ যস্য তথাভূতং হৃদয়ং যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) কার্পণ্যাৎ (স্নেহবাৎসল্যেন তং হরিণশিশুং) স্কন্ধেন উদ্বহতি; (স্কন্ধয়োঃ আরূহ্য গচ্ছতি); এবম্ (আসন-সময়ে) উৎসঙ্গে (ক্রোড়ে শয়ন-সময়ে চ) উরসি চ (বক্ষসঃ উপরি চ) আধায় (নিধায়) উপলালয়ন্ পরমাং মুদং (পরমানন্দম্) অবাপ (প্রাপ্তবান্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—তখন পথে যাইতে যাইতে ঐ হরিণ-বালকের বাল্য-সৌকুমার্য্যে মুগ্ধ হইয়া মহারাজ ভরত বড়ই আকৃষ্টচিত্ত ও স্নেহবিহ্বল হইয়া পড়িতেন এবং ঐরূপ স্নেহবাৎসল্য-নিবন্ধন সেই হরিণশিশুকে কখনও স্কন্ধে উঠাইতেন, কখনও বা ক্রোড়ে স্থাপন করিতেন, কখনও বক্ষোপরি রাখিয়া অত্যন্ত আদরের সহিত লালন করিতে করিতে পরমানন্দ লাভ করিতেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র তত্র মহাকর্দ্দমোপরিতনে কোমল-তৃণাদৌ মুগ্ধভাবেন কর্দ্দমমধ্যে নিমঙ্ক্ষ্যামীতি জ্ঞানরাহিত্যেন বিষক্তমাসক্তম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্র তত্র'—পথে চলিতে চলিতে নানাস্থানে মহাকর্দ্দমের উপর কোমল তৃণাদিতে, 'মুগ্ধভাবেন'—কর্দ্দমমধ্যে নিমজ্জিত হইব, এইরূপ জ্ঞান না থাকায়, 'বিষক্তম্'—তাহাতে আসক্ত (হরিণশিশুকে উঠাইয়া ভরত স্কন্ধে লইয়াই গমন করিতেন)। [এখানে 'বিষক্তমতি-রতিপ্রণয়ভর-হৃদয়ঃ'—এই পাঠে 'বিষক্তমতিঃ', অর্থাৎ আসক্ত-

চিত্ত হইয়া, ইহা ভরতের বিশেষণ, আর, 'বিষক্তমতি-প্রণয়ভরহৃদয়ঃ'—এই পাঠ শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে 'বিষক্তম্'—বলিতে তৃণাদির লোভে আসক্ত হরিণশিশুকে, ইহা হরিণশিশুর বিশেষণ।] ॥ ১৩ ॥

ক্রিয়ায়াং পরিবর্ত্ত্যমানায়ামন্তরালেঽপ্যুত্থায়োত্থায় যদৈনমভিচক্ষীত তর্হি বাব স বর্ষপতিঃ প্রকৃতিস্থেন মনসা তস্মা আশিষ আশাস্তে স্বস্তি স্তাদ্বৎস তে সর্ব্বত ইতি ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—ক্রিয়ায়াং (দেবপূজাদিলক্ষণায়াং নিত্য-নৈমিত্তিকাদিক্রিয়ায়াং ভগবৎপরিচর্য্যায়াম্) অনির্বর্ত্ত্য-মানায়াম্ (অসমাপ্তায়াম্ এব) অন্তরালেঽপি (মধ্যেঽপি ক্ষণে ক্ষণে হরিণকুমারঃ ক্ব গতঃ ইতি তদ্দর্শনার্থম্) উত্থায় উত্থায় যদা এনং (মৃগপোতম্) অভিচক্ষীত (সম্যক্ পশ্যতি) তর্হি বাব (তদৈব) বর্ষপতিঃ (ভরতঃ) প্রকৃতিস্থেন (তদ্দর্শনানন্দপ্রাপ্ত্যা সুস্থেন) মনসা (চিত্তেন) হে বৎস, তে (তব) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বস্মিন্ দেশে কালে চ) স্বস্তি (মঙ্গলং) স্তাৎ (ভবতু) ইতি (ইত্যেবম্) আশিষঃ, তস্মৈ আশাস্তে (প্রার্থয়তে) ॥১৪॥

অনুবাদ—আরব্ধ দেবপূজাদি-লক্ষণা নিত্য-নৈমিত্তিকাদি ক্রিয়া সমাপ্ত হইতে না হইতেই তিনি মধ্যে মধ্যে গাত্রোত্থান করিয়া ঐ হরিণশিশুটী কোথায় গিয়াছে, ইহা নিরীক্ষণ করিতেন। যদি শিশুটিকে ভালরূপে দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলেই বর্ষপতি ভরতের চিত্ত তদ্দর্শনানন্দপ্রাপ্তিতে সুস্থ হইত এবং তিনি মনে মনে "হে বৎস, তোমার সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল হউক্'—এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিতেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ক্রিয়ায়াং ভগবৎপরিচর্য্যায়ামপি অন্তরালে মধ্যেঽপি অভিচক্ষীত ন জানে ক্ব গতো মে হরিণবালক ইতি উত্থায় পশ্যেৎ প্রকৃতিস্থেন তদ্দর্শনানন্দপ্রাপ্ত্যেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্রিয়ায়াং'—ভগবৎ-পরিচর্য্যাদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই, 'অন্তরালে'—মধ্যে মধ্যে, 'অভিচক্ষীত'—'না জানি, আমার হরিণশিশু কোথায় গেল, এইরূপ চিন্তায় উঠিয়া দেখিতেন। 'প্রকৃতিস্থেন'—হরিণশিশুর দর্শনজনিত আনন্দপ্রাপ্তিতে, (ভরতের চিত্ত সুস্থ হইত)—এই অর্থ ॥ ১৪ ॥

অন্যদা ভৃশমুদ্বিগ্নমনা নষ্টদ্রবিণ ইব কৃপণঃ সকরুণমতিতর্ষেণ হরিণকুণকবিরহবিহ্বলহৃদয়সন্তাপ-স্তমেবানুশোচন্ কিল কশ্মলং মহদভিরম্ভিত ইতি হোবাচ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ ভরতঃ) অন্যদা (দৈবাৎ যদা তস্য অদর্শনো ভবতি তদা) নষ্টদ্রবিণঃ কৃপণঃ ইব (যথা কৃপণঃ ধনং প্রাপ্য পুনঃ তস্মিন্ বিনষ্টে মোহং প্রাপ্নোতি, তদ্বৎ) সকরুণং (সকরুণং যথা ভবতি, তথা) ভৃশম্ উদ্বিগ্নমনাঃ (উদ্বিগ্নং ব্যাকুলং মনঃ যস্য সঃ তথাভূতঃ চঞ্চলচিত্তঃ সন্) অতিতর্ষেণ (অত্যৌৎসুক্যেন) হরিণকুণকবিরহবিহ্বলহৃদয়সন্তাপঃ (হরিণকুণকবিরহেণ বিহ্বলে কাতরে হৃদয়ে সন্তাপঃ যস্য তথাভূতঃ ভূত্বা) তম্ এব (হরিণশিশুম্) অনুশোচন্ কিল মহৎ কশ্মলং (মোহম্) অভিরম্ভিতঃ (প্রাপিতঃ সন্) ইতি হোবাচ (এবং বিললাপ) ॥ ১৫॥

অনুবাদ—কিন্তু যদি উহাকে দৈবাৎ দেখিতে না পাইতেন, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া পড়িতেন। যেরূপ ধনাপগমে কৃপণ ব্যক্তি মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ে, হরিণবালকের অদর্শনে তাঁহার চিত্তও সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া পড়িত। তিনি অতিশয় ঔৎসুক্যবশতঃ হরিণবালকের বিরহে বিহ্বল-হৃদয়ে সন্তাপগ্রস্ত হইয়া সেই হরিণশিশুর জন্য শোক করিতে করিতে মোহ প্রাপ্ত হইতেন এবং এইরূপভাবে বিলাপ করিতেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যদা দৈবাদদর্শনে সতীত্যর্থঃ। অতি-তর্ষেণ তদ্দর্শনাতিতৃষ্ণয়া কশ্মলং মোহঃ অভিরম্ভিতঃ প্রাপিতঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্যদা'—অন্য সময়, অর্থাৎ দৈববশতঃ অদর্শন হইলে—এই অর্থ। 'অতিতর্ষেণ' —সেই মৃগশিশুর দর্শনের জন্য অতিশয় তৃষ্ণা-(ঔৎসুক্য) বশতঃ, 'কশ্মলং'—মোহ প্রাপ্ত হইতেন ॥ ১৫ ॥

অপি বত স বৈ কৃপণ এণবালকো মৃতহরিণীসুতোহহো মমানার্য্যস্য শঠকিরাতমতেরকৃতসুকৃতস্য কৃতবিস্রম্ভ আত্মপ্রত্যয়েন তদবিগণয়ন্ সুজন ইবাগমিষ্যতি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অহো বত সঃ বৈ মৃতহরিণীসুতঃ এণবালকঃ (মৃগশাবকঃ) কৃপণঃ (কাতরঃ) শঠ-কিরাত-মতেঃ (শঠকিরাতয়োঃ ইব বঞ্চনপরা ক্রূরা চ মতিঃ যস্য তস্য তাদৃশস্য) অনার্য্যস্য অকৃত-সুকৃতস্য (অকৃতং সুকৃতং যেন তাদৃশস্য মন্দভাগ্যস্য) মম (ময়ি অবিশ্বাস্যে) কৃতবিস্রম্ভঃ (কৃতবিশ্বাসঃ সন্) আত্মপ্রত্যয়েন (স্বচিত্তশুদ্ধ্যা মাং প্রতি একান্তবিশ্বাসেন) তদবিগণয়ন্ (তৎ মম শাঠ্যাদিকম্ অগণয়ন্ অচিন্তয়ন্) সুজনঃ ইব (যথা সুজনঃ স্বান্তঃকরণবিশুদ্ধ্যা কৃতবিশ্বাসঃ দুর্জ্জনকৃতাপরাধম্ অচিন্তয়ন্ তদ্‌গৃহম্ আগচ্ছতি, তদ্বৎ) আগমিষ্যতি অপি ? (কিং পুনঃ আগমিষ্যতি, ন বা ?)

অনুবাদ—আহা, সেই মৃত হরিণীর পুত্র মৃগ-বালক নিশ্চয়ই নিরাশ্রয়। যদিও আমি অতিশয় অভদ্র, হতভাগ্য, এবং আমার মতি—শঠ ও ব্যাধের ন্যায় অতীব বঞ্চনপরা ও ক্রূরা, তথাপি সে আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। সুজন ব্যক্তি যেরূপ স্বীয় অন্তঃকরণের বিশুদ্ধ ভাবদ্বারা দুর্জ্জন ব্যক্তির কৃতা-পরাধ ভুলিয়া গিয়া পুনরায় তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন-পূর্ব্বক তদ্‌গৃহে আগমন করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই হরিণবালকও কি তাহার নিজ-চিত্তের সরলতা-গুণে আমার শাঠ্যাদি অপরাধসমূহকে গণনা না করিয়া পুনরায় আমার নিকট প্রত্যাগমন করিবে না ? ১৬॥

বিশ্বনাথ—অপীতি সম্ভাবনায়াং বতেত্যনুকম্পায়াম্ অহো ইতি খেদোত্থে আশ্চর্য্যে। অনার্য্যস্য তৎপালন-পোষণাদাবসাবধানত্বান্নির্দ্দয়স্যাত এব শঠকিরাতয়োরিব ক্রূরা মতির্যস্য, তত্র হেতুরকৃতসুকৃতস্য ভাগ্য-হীনস্য মম তন্নির্দ্দয়ত্বাদিকমপরাধমগণয়ন্ আগ-মিষ্যতি কিম্ ? অপরাধাগণনে হেতুঃ—আত্মপ্রত্যয়েন "আত্মবন্মন্যতে জগৎ" ইতি ন্যায়েন স্বস্য শুদ্ধচিত্ত-ত্বান্মামপি শুদ্ধচিত্তং প্রতি যন্নিত্যর্থঃ। অতএব কৃত-বিস্রম্ভঃ অবিশ্বাস্যেঽপি ময়ি বিশ্বস্তঃ সন্ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপি'—শব্দ সম্ভাবনা অর্থে, 'বত'—অনুকম্পায়, এবং 'অহো'—ইহা খেদোত্থ আশ্চর্য্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'অনার্য্যস্য'—তাহার পালন, পোষণাদিতে অসাবধানহেতু নির্দ্দয় আমার, অতএব শঠ (প্রতারক) ও ব্যাধের ন্যায় ক্রূরমতি যাহার, সেই আমি। তাহাতে কারণ—'অকৃত-সুকৃতস্য'-ভাগ্যহীন আমার সেই সকল নির্দ্দয়তা প্রভৃতি অপরাধ গণনা না করিয়া আবার কি ফিরিয়া আসিবে ? অপরাধ গণ্য না করার হেতু—'আত্ম-প্রত্যয়েন', আত্মবিশ্বাসের দ্বারা, অর্থাৎ লোকে নিজের মত জগতের সকলকেই মনে করে—এই নীতি অনু-সারে, সেই হরিণশিশু নিজে নির্ম্মলচিত্ত বলিয়া আমাকেও তদ্রূপ শুদ্ধচিত্ত মনে করিয়া আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে কি ?—এই অর্থ। অতএব 'কৃত-বিস্রম্ভঃ' - বিশ্বাসের অযোগ্য হইলেও আমার প্রতি বিশ্বস্ত হইয়া (প্রত্যাগমন করিবে কি ?) ॥ ১৬ ॥

অপি ক্ষেমেণাস্মিন্নাশ্রমোপবনে শষ্পানি চরন্তং দেবগুপ্তং দ্রক্ষ্যামি ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—অস্মিন্ আশ্রমোপবনে (মমাশ্রমসমীপ-বনে) ক্ষেমেণ (নির্ভয়েন বৃকাদিবাধা-রাহিত্যেন) শষ্পানি চরন্তং (কোমলতৃণানি ভক্ষয়ন্তং) দেবগুপ্তং (দেবেন ভগবতা গুপ্তং সুরক্ষিতং তং হরিণীশিশুং পুনঃ) অপি (কিং) দ্রক্ষ্যামি ? (অহং পশ্যামি) ? ১৭॥

অনুবাদ—আহা ! আমি কি আর দেখিতে পাইব যে, সে দেবতাকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া পুনরায় নির্ভয়ে কোমল তৃণ ভক্ষণ করিতে করিতে এই আশ্রমের উপবনে চরিয়া বেড়াইতেছে ? ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—দেবেন কৃপালুনা মদিষ্টদেবেনৈব রক্ষিতম্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবেন'—কৃপালু মদীয় ইষ্টদেব কর্ত্তৃক রক্ষিত (সেই হরিণশিশুকে এই আশ্রমে তৃণ ভক্ষণ করিতে আর কি দেখিতে পাইব?) ॥ ১৭ ॥

অপি চ ন বৃকঃ শালাবৃকোঽন্যতমো বা নৈকচরো একচরো বা ভক্ষয়তি ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—অপি চ (অথবা তং) বৃকঃ শালাবৃকঃ

(কুক্কুরঃ) বা অন্যতমঃ নৈকচরঃ (যূথাচরঃ শূক-রাদিঃ) একচরঃ বা (যদ্বা, একঃ এব চরিত যঃ ক্রূরস্বভাবঃ ব্যাঘ্রাদিঃ সঃ) অপি ন ভক্ষয়তি ? (ন অশ্নাতি কিম্ ?) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—কি জানি, কোন বৃক কথবা কুক্কুর কিংবা যূথচর শূকরাদি অথবা কোনও একচর ব্যাঘ্রাদি তাহাকে ভক্ষণ করে নাই ত' ? ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—নৈকচরো যূথচরঃ শূকরাদিঃ এক এব চরতি যঃ ক্রূরো ব্যাঘ্রাদিন ভক্ষয়তি কিম্ ?॥১৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নৈকচরঃ'—যূথবদ্ধ শূকরাদি, কিম্বা একাকী বিচরণকারী ক্রূর ব্যাঘ্রাদি জন্তু তাহাকে ভক্ষণ করে নাই ত ? ॥ ১৮ ॥

নিম্লোচতি হ ভগবান্ সকলজগৎক্ষেমোদয়স্ত্রয্যাত্মাদ্যাপি ন মম মৃগবধূন্যাস আগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(অহো,) সকলজগৎক্ষেমোদয়ঃ (সকলজগতঃ সকললোকস্য ক্ষেমঃ যস্মাৎ স উদয়ঃ যস্য সঃ, কেবলং মমৈব দুর্ভগস্যাক্ষেমমিতি ভাবঃ) ত্রয্যাত্মা (ত্রয়ী বেদত্রয়ী আত্মা স্বরূপং যস্য সঃ (বেদস্বরূপো বেদপ্রবর্ত্তকো বা কেবলমহমেব বেদোক্ত-দয়াধর্ম্ম-বিমুখঃ) ভগবান্ (সূর্য্যঃ) নিম্লোচতি হ (অস্তং যাতি এব) ; অদ্যাপি মম মৃগবধূন্যাসঃ (মৃগবধ্বা হরিণ্যা ন্যাসঃ নিক্ষেপীভূতঃ সঃ মৃগশিশুঃ) ন আগচ্ছতি ? (অয়ং ভাবঃ—মৃগবধূঃ কিল মৎসমীপে এব গর্ভং ত্যক্ত্বা মমৈব হস্তে তৎ ন্যস্য মৃতা, অতঃ সঃ মৃগশিশুঃ অধুনাপি কথং মৎসকাশে ন আগচ্ছতি ?) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অহো, যাঁহার উদয়ে নিখিল লোকের মঙ্গলোদয় হয়, (কেবল আমারই মঙ্গলোদয় হইল না !) সেই বেদস্বরূপ (কেবল আমিই বেদোক্ত-দয়াধর্ম্মবিমুখ !) সূর্য্যদেব ঐ অস্তাচলে গমন করিতেছেন ; কিন্তু সেই যে মৃগবধূ আমার নিকট যাহাকে গচ্ছিত ধনস্বরূপ রাখিয়া গিয়াছে, সে ত' অদ্যাপি প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে না ? ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—নিম্লোচতি সংপ্রত্যস্তং যাতি, সকলজগতামপিক্ষেমমুদয়াদেব যস্য সঃ, কেবলং মমৈব দুর্ভগস্যা ক্ষেমমিতি ভাবঃ। ত্রয্যাত্মা বেদস্বরূপো বেদপ্রবর্ত্তকো বা ; কেবলমহমেব বেদোক্ত-দয়াধর্ম্ম-বিমুখ ইতি ভাবঃ। মৃগবধ্বা ন্যাসো নিক্ষেপভূতঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিম্লোচতি'—সম্প্রতি সূর্য্যদেব অস্তগমন করিতেছেন, যাঁহার উদয়ে সমস্ত জগতেরই কল্যাণ, কিন্তু কেবল ভাগ্যহীন আমারই অমঙ্গল—এই ভাব। 'ত্রয্যাত্মা'—তিন বেদ যাঁহার স্বরূপ, অথবা যিনি বেদ-প্রবর্ত্তক, কেবল আমিই বেদোক্ত দয়াধর্ম্ম হইতে বিমুখ - এই ভাব। 'মৃগবধূ-ন্যাসঃ'—মৃতা হরিণীর গচ্ছিত ধন (সেই মৃগশিশু এখনও আমার নিকট ফিরিয়া আসিতেছে না।) ॥ ১৯ ॥

অপি স্বিদকৃতসুকৃতমাগত্য মাং সুখয়তি হরিণ-রাজকুমারো বিবিধ-রুচির-দর্শনীয়-নিজ-মৃগ-দারক-বিনোদৈরসন্তোষং স্বানামপনুদন্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) হরিণরাজকুমারঃ (অত্যাদরেণ তং রাজপুত্রবৎ পশ্যতি ইতি হরিণঃ এব রাজকুমারঃ) আগত্য বিবিধরুচিরদর্শনীয়নিজমৃগদারকবিনোদৈঃ (বিবিধাঃ রুচিরাঃ অতএব দর্শনীয়াঃ যে নিজাঃ স্বীয় মৃগদারকাঃ বিনোদঃ তৈঃ) স্বানাম্ (স্বীয়ানাম্) অসন্তোষং (খেদম্) অপনুদন্ অকৃতসুকৃতম্ (অকৃত-পুণ্যং) মাং সুখয়তি অপিস্বিৎ ? (কিং সুখয়িষ্যতি ?) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—সেই হরিণরাজকুমার (অত্যাদর বশতঃ মৃগবালককে রাজপুত্রের ন্যায় দর্শন করিতেছেন) প্রত্যাগমনপূর্ব্বক মৃগশিশুগণের স্বভাবসুলভ বিবিধ মনোহর দর্শনীয় ক্রীড়াবিলাস দ্বারা আমাদের অসন্তোষ অপনোদন করিয়া এই অকৃতপুণ্য হতভাগ্য আমার কি সুখবিধান করিবে ? ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—প্রেম্ণৈব তদ্গুণমুৎকীর্ত্তয়ন্ বিলপতি—অপি স্বিদিত্যাদিনা। সুখয়তি সুখয়িষ্যতি ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রীতিবশতঃই তাহার গুণ-উল্লেখ করিয়া বিলাপ করিতেছেন—'অপি স্বিদ্' ইত্যাদির দ্বারা। 'সুখয়তি'—আমাকে সুখী করিবে কি ? ॥ ২০ ॥

ক্ষ্বেলিকায়াং মাং মৃষা সমাধিনামীলিতদৃশং প্রেম-সংরম্ভেণ চকিতচকিত আগত্য পৃষদপরুষবিষাণাগ্রেণ লুঠতি ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(অহো,) ক্ষ্বেলিকায়াং (ক্রীড়ায়াং) মৃষা সমাধিনা (মৃষা যঃ সমাধিঃ তেন) আমীলিত-দৃশম্ (আমীলিতে দৃশৌ যেন তং তাদৃশং) মাং প্রেমসংরম্ভেণ (প্রণয়কোপেন) চকিত চকিতঃ (ভীতঃ ভীতঃ) আগত্য (চতুর্দ্দিক্ষু পরিভ্রমন্) পৃষদপরুষ-বিষাণাগ্রেণ (পৃষৎ জলবিন্দুঃ তদ্বৎ অপরুষেণ মৃদুনা বিষাণাগ্রেণ) লুঠতি (সংঘট্টয়তি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—(অহো !) উহার ক্রীড়ার সময় আমি যখন অলীক সমাধি অবলম্বন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতাম, তখন সে প্রণয়-কোপ-বশতঃ সচকিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে জল-বিন্দুর ন্যায়, কোমল শৃঙ্গাগ্রদ্বারা আমাকে স্পর্শ করিত ! ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষ্বেলিকায়াং ক্রীড়ায়াং মৃষা সমাধি-নেতি। রে মূঢ়, ত্বাং পুষ্যতো মে স্মরণকীর্ত্তনাদি-নিত্যকৃত্যং ন নির্ব্বহতি তত্ত্বং ময়া ত্যক্তো যথেষ্টমিতো যাহীতি মৃষৈবাক্রুশ্য মৃষা সমাধিনেতি তচ্চেষ্টিত-দিদৃক্ষায়াঃ প্রাবল্যাৎ. প্রেমসংরম্ভেণ প্রণয়-কোপেন পৃষৎ জলবিন্দুস্তদ্বদপরুষেণ মৃদুনা বিষাণাগ্রে লুঠতি সংঘট্টয়তি ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষ্বেলিকায়াং'—খেলার সময়, 'মৃষা সমাধিনা'—মিথ্যা সমাধির দ্বারা (অর্থাৎ সমাধির অভিনয় করিয়া), ইত্যাদি। রে মূঢ় ! তোমার লালন-পালনের জন্য আমার স্মরণ, কীর্ত্ত-নাদি নিত্যকৃত্য সম্পন্ন হইতেছে না, অতএব তোমাকে আমি ত্যাগ করিলাম, এখান হইতে যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাও—এইরূপ কপট ভৎর্সনা করিয়া, তাহার ক্রীড়া দেখিবার প্রাবল্যবশতঃ অলীক সমাধির অভি-নয়ে আমি নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া রাখিলে, 'প্রেম-সংরম্ভেন'—প্রণয়কোপ-হেতু (চকিত চকিত ভাবে নিকটে আসিয়া সেই মৃগশিশু), 'পৃষদপরুষ'-ইত্যাদি পৃষৎ বলিতে জলবিন্দু, তাহার ন্যায় অপরুষ অর্থাৎ মৃদু বিষাণের অগ্রদ্বারা (অর্থাৎ জলকণার ন্যায় সুকোমল শৃঙ্গাগ্রদ্বারা) আমাকে স্পর্শ করিত ॥ ২১ ॥

আসাদিতহবিষি বর্হিষি দূষিতে ময়োপলব্ধো ভীতভীতঃ সপদ্যুপরতরাস ঋষিকুমারবদবহিতকরণ-কলাপ আস্তে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—আসাদিতহবিষি (আসাদিতং স্থাপিতং হবিঃ যস্মিন্ তস্মিন্) বর্হিষি (দর্ভে) দূষিতে (দন্তাকর্ষণাদিনা চাপলেন বিদূষিতে সতি) ময়া উপ-লব্ধঃ (অধিক্ষিপ্তঃ সন্) ভীতভীতঃ অতীবভয়যুক্তঃ) সপদি (তৎক্ষণমেব) উপরতরাসঃ (ত্যক্তক্রীড়ঃ সন্ সঃ মৃগপোতঃ) অবহিতঃ-করণ-কলাপঃ (অবহিতঃ সংযতঃ করণকলাপঃ ইন্দ্রিয়সমূহঃ যেন সঃ তথাভূতঃ সন্) ঋষিকুমারবৎ (মুনিবালকবৎ) আস্তে (তিষ্ঠতি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—কুশোপরি আমি যজ্ঞীয়দ্রব্য স্থাপন করিলে, সেই মৃগবালক ক্রীড়া করিতে করিতে চাপল্য-প্রযুক্ত দন্তদ্বারা কুশ আকর্ষণ-পূর্ব্বক যজ্ঞীয়দ্রব্যকে দূষিত করিত ; তখন যদি আমি তাহাকে তিরস্কার করিতাম, তাহাতে সে অত্যন্ত ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎই ক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংযতেন্দ্রিয় মুনিবালকের ন্যায় অবস্থান করিত ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—আসাদিতং হবির্যস্মিন্ তস্মিন্ বর্হিষি দর্ভে দন্তস্পর্শেন দূষিতে সতি, দূষিত্বেতি পাঠে বর্হিষি বিষয়ে দূষণং কৃত্বা স্থিতবতীত্যর্থঃ। ময়োপালব্ধঃ—আঃ কিমরে করোষীত্যধিক্ষিপ্তঃ। উপরতক্রীড়ঃ অবহিতকরণকলাপঃ নিশ্চলীকৃতসর্ব্বেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আসাদিত-হবিষি'—আসা-দিত, অর্থাৎ স্থাপিত হইয়াছে হোমোপযোগী ঘৃত যেখানে, সেইরূপ কুশরাশি দন্তস্পর্শে দূষিত হইলে, এই স্থলে 'দূষিত্বা'—এইরূপ পাঠান্তরে কুশসমূহ দূষিত (অপবিত্র) করিয়া অবস্থান করিলে—এই অর্থ। 'ময়া উপালব্ধঃ'—'আঃ, অরে ! তুই এসব কি করছিস্'—এইরূপে আমা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া। 'উপরতক্রীড়ঃ' ইত্যাদি—খেলা ছাড়িয়া ঋষিকুমারের ন্যায় সংযতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিত ॥২২॥

কিংবা অরে আচরিতং তপস্তপস্বিন্যানয়া যদিয়-মবনিঃ সবিনয়-কৃষ্ণসার-তনয়-তনুতর-সুভগ-শিব-তমাখর-খুর-পদ-পঙ্‌ক্তিভির্দ্রবিণবিধুরাতুরস্য কৃপণস্য

মম দ্রবীণপদবীং সূচয়ন্ত্যাত্মানঞ্চ সর্ব্বতঃ কৃত-কৌতুকং দ্বিজানাং স্বর্গাপবর্গকামাণাং দেবযজনং করোতি ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(ইতি বহুধা প্রলপ্য উত্থায় বহিঃ নির্গতং সন্ তস্য পদচিহ্নং দৃষ্ট্বা প্রাহ—) অরে, (অহো,) তপস্বিন্যা (সভাগ্যয়া) অনয়া (পৃথিব্যা) কিম্বা তপঃ আচরিতং (কৃতং তৎ নাহং জানে); যৎ (যস্মাৎ) ইয়ম্ অবনিঃ (পৃথিবী) সবিনয়-কৃষ্ণসারতনয়-তনুতর সুভগ-শিবতমাখরখুরপঙ্ক্তিভিঃ (সবিনয়স্য কৃষ্ণসারতনয়স্য তনুতরাঃ সুভগাঃ শিব-তমাঃ অখরাশ্চ খুরাঃ যেষু তেষাং পদানাং তত্র তত্রাঙ্কিতানাং পঙ্ক্তিভিঃ) দ্রবিণবিধুরাতুরস্য (দ্রবিণং মৃগঃ তেন বিরহিতস্য অতএব আতুরস্য) কৃপণস্য (দুঃখিতস্য) মম দ্রবিণপদবীং (দ্রবিণমার্গং হরিণ-শিশোঃ গমনমার্গং) সূচয়ন্তী (প্রদর্শয়ন্তী সতী) আত্মানঞ্চ (স্বাত্মানং) সর্ব্বতঃ কৃতকৌতুকং (তাভিঃ কৃতমণ্ডনং) স্বর্গাপবর্গকামানাং দ্বিজানাং দেবযজনং (যজ্ঞভূমিং) করোতি (সম্পাদয়তি—"যস্মিন্ দেশে মৃগঃ কৃষ্ণঃ তস্মিন্ ধর্ম্মান্ নিবোধত" ইতি স্মৃতেঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—(এইরূপ বহুভাবে প্রলাপ করিয়া রাজর্ষি ভরত গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক বহির্দ্দেশে আগমন করিলেন এবং মৃগশাবকের পদচিহ্ন-দর্শনে এইরূপ বলিতে লাগিলেন,) (অহো,) জানি না, এই ভাগ্য-বতী বসুন্ধরা কি তপস্যাই করিয়াছিলেন ! যেহেতু এই ধরিত্রী বিনীত কৃষ্ণসার-সুতের সূক্ষ্ম, সুন্দর ও পরম-মঙ্গলস্বরূপ কোমল খুরচিহ্ন দ্বারা মৃগধন-বিরহকাতর শোকগ্রস্ত আমার নিকট হরিণ-ধন-গমন-মার্গ প্রদর্শন করিয়া দিতেছে এবং তদ্দ্বারা আপনাকেও অলঙ্কৃত করিয়া স্বর্গাপবর্গকামী দ্বিজগণের যজ্ঞভূমি-রূপে নির্দ্দেশ করিতেছে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ইতি বহুধা প্রলপ্যোত্থায় বহির্নির্গত্য তৎখুরখাত-ভূভাগোপলব্ধ্যা প্রেম্নৈবারোপিতেন তত্র মাহাত্ম্যেন স্বং সাধিক্ষেপং সম্বোধ্য বিলপতি—অরে মন্দভাগ্য ভরত, বৃথা-তপস্বিন্, অনয়া অবন্যা কিং তপ আচরিতং, তত্তপস্ত্বয়া ন তপ্তমিতি ভাবঃ ; যদ্বা, বিশেষানুক্ত্যা অরে চতুর্দ্দশলোকাঃ ব্রূত রে ব্রূত, যুষ্মাসু মধ্যে অনয়েতি—যুষ্মাকমীদৃশং তপো নাস্তীতি ভাবঃ। তনুতরেত্যাদিবিশেষণৈস্তন্মাধুর্য্যাস্বাদঃ স্বস্য ব্যঞ্জিতঃ। দ্রবিণপদবীং সূচয়ন্তীতি—ভো দুঃখিন্ ভরত, কিং রোদিষি ? অনয়ৈব খুরখুন্নয়া পদব্যা বনং প্রবিশন্তং মৃগবালকং স্বপ্রাণধনং প্রাপ্স্যসীতি কৃপয়া মামাশ্বাসয়তীত্যর্থঃ। আত্মানং সঞ্চরতাভিঃ পদপঙ্ক্তিভির্মণ্ডিতত্বাৎ কৃতকৌতুকং দেবযজনং যজ্ঞ-স্থলং করোতি,—"যস্মিন্ দেশে মৃগঃ কৃষ্ণস্তস্মিন্ ধর্ম্মান্নিবোধত" ইতি স্মৃতেঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে অনেক বিলাপ করিয়া উত্থানপূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া সেই হরিণ-শিশুর খুরচিহ্নযুক্ত ভূমিভাগ দর্শন করতঃ, প্রীতি-বশতঃই সেখানে আরোপিত মাহাত্ম্যের দ্বারা নিজেকে ধিক্কার-সহকারে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—অরে মন্দভাগ্য ভরত ! বৃথা তপস্বিন্ ! এই পৃথিবী কি তপস্যাই করিয়াছেন, যে তপস্যার তুমি আচরণ কর নাই—এই ভাব। অথবা—বিশেষ অনুক্তিহেতু, ওহে চতুর্দ্দশ ভুবনের জনগণ ! বল, বল, তোমাদের মধ্যে পৃথিবীর ন্যায় এমন তপস্যা কে করিয়াছে ? অর্থাৎ তোমাদের এরূপ তপস্যা নাই—এই ভাব। তনুতর (সূক্ষ্মতম) ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা স্বকীয় তন্মাধুর্য্যের আস্বাদ ব্যক্ত হইয়াছে। মৃগরূপ ধনের পথ সূচনা করিতেছেন—ওহে দুঃখিন্ ভরত ! কিজন্য রোদন করিতেছ ? এই খুরযুক্ত পদচিহ্নের পথে বনে প্রবেশকারী মৃগবালকরূপ নিজের প্রাণধনকে তুমি পাইবে—এইরূপ কৃপাপূর্ব্বক (পৃথিবী) আমাকে আশ্বাস দিতেছেন—এই অর্থ। 'আত্মানং'—এই ধরিত্রী নিজেকেও ঐ সঞ্চরণশীল পদচিহ্নের দ্বারা অলঙ্কৃত করায়, 'কৃতকৌতুকং দেবযজনং'—কৃত-মঙ্গল যজ্ঞস্থলরূপে পরিণত করিতেছেন। স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে—"যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করে, সেখানে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, অর্থাৎ ঐ স্থান যজ্ঞের উপযোগী" ॥ ২৩ ॥

অপিস্বিদসৌ ভগবানুড়ুপতিরেনং মৃগপতিভয়া-ন্মৃতমাতরং মৃগবালকং স্বাশ্রমপরিভ্রষ্টমনুকম্পয়া কৃপণজনবৎসলঃ পরিপাতি ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—তদা উদিতে চন্দ্রে সতি, তস্মিন্ মৃগ-

চিহ্নং দৃষ্ট্বা তং স্বমৃগং ভাবয়ন্ ভরতঃ আহ—) ভগবান্ কৃপণজনবৎসলঃ (দয়াবান্) অসৌ উড়ু-পতিঃ (চন্দ্রঃ) স্বাশ্রমপরিভ্রষ্টম্ (আশ্রমচ্যুতং) মৃতমাতরং (মাতৃবিহীনম্) এনং মৃগবালকং (হরিণ-শিশুং) মৃগপতিভয়াৎ (মৃগপতেঃ সিংহস্য ভয়াৎ) অনুকম্পয়া (কৃপয়া) পরিপাতি (রক্ষতি) অপিস্বিৎ ? ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—(অনন্তর চন্দ্র উদিত হইলে চন্দ্রে মৃগাঙ্ক দর্শন করিয়া ভরত উহাকেই স্বীয় মৃগ ভাবিয়া বলিতে লাগিলেন,—) দীনজনবৎসল ভগবান্ সোম-দেব আশ্রমচ্যুত মৃতমাতৃক এই মৃগবালককে বুঝি কৃপাপরবশ হইয়া মৃগপতি সিংহের ভয়ে আপনার সমীপে রক্ষা করিতেছেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—উর্দ্ধমবলোক্য তত্রোপলব্ধে চন্দ্রে স্ব-মৃগং সংভাবয়ন্নাহ—অপি স্বিদিতি। স্বাশ্রমাৎ পরিভ্রষ্টমিতি মমৈব পাপিষ্ঠস্যানবধানাদিতি ভাবঃ। ভগবানিতি ভগবত্ত্বং বিনা ঈদৃশং ভাগ্যং ন সম্ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উপরের দিকে তাকাইয়া চন্দ্রমণ্ডলে মৃগচিহ্ন দেখিয়া উহাকে নিজ মৃগশিশু মনে করিয়া বলিতে লাগিলেন—'অপি স্বিদ্' ইত্যাদি। 'স্বাশ্রম-পরিভ্রষ্টম্'—পাপিষ্ঠ আমারই অনবধান-বশতঃ ঐ মৃগশিশু আশ্রম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে—এই ভাব। 'ভগবান্' ইতি—(ভগবান্ চন্দ্রদেব কি ঐ মৃগশিশুকে স্বয়ং রক্ষা করিতেছেন ?), ভগবত্তা ব্যতীত এপ্রকার ভাগ্য সম্ভব হয় না—এই ভাব॥২৪॥

———

কিংবাত্মজবিশ্লেষ-জ্বর-দব-দহন-শিখাভিরুপতপ্য-মানহৃদয়-স্থলনলিনীকং মামুপসৃত-মৃগীতনয়ং শিশির-শান্তানুরাগ-গুণিত-নিজবদনসলিলামৃতময় - গভস্তিভিঃ সুধয়তীতি চ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(চন্দ্ররশ্মিস্পর্শসুখং প্রাপ্যাহ—) কিম্বা (অয়ং চন্দ্রঃ) আত্মজবিশ্লেষজ্বর-দব-দহন-শিখাভিঃ (আত্মজঃ পুত্রত্বেন এব অঙ্গীকৃতঃ যঃ মৃগপোতঃ তস্য বিশ্লেষেণ বিয়োগেন যঃ জ্বরঃ তাপঃ স এব দব-দহনঃ বনবহ্নিঃ তস্য শিখাভিঃ জ্বালাভিঃ) উপতপ্য-মানহৃদয়স্থলনলিনীকম্ (উপতপ্যমানা হৃদয়রূপা স্থলনলিনী যস্য তং সন্তপ্তহৃদয়স্থলপদ্মম্) উপসৃত-মৃগীতনয়ম্ (উপসৃতঃ অনুগতঃ মৃগীতনয়ঃ যেন তং তাদৃশং মৃগবিরহসন্তপ্তং) মাম্ (অয়ং চন্দ্রঃ) শিশির-শান্তানুরাগগুণিত - নিজবদনসলিলামৃতময়গভস্তিভিঃ (শিশিরঞ্চ তৎ শান্তঞ্চ ময়ি অনুরাগেণ গুণিতঞ্চ আবর্ত্তিতং পুনঃ পুনঃ স্রবৎ যদ্বদনসলিলং তদেব অমৃতময়াঃ গভস্তয়ঃ কিরণাঃ তৈঃ) সুধয়তীতি চ (সুখয়িষ্যতি এব কিম্ ?) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—(অতঃপর চন্দ্ররশ্মির অনুভব করিয়া কহিতে লাগিলেন,—) ঐ মৃগবধূতনয়—আমার একান্ত অনুগত, আমি তাহাকে পুত্ররূপেই অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহার বিরহ-জ্বর-দাবানলশিখায় আমার হৃদয়-স্থলপদ্ম বিশীর্ণ হইতেছিল, তদ্দর্শনে তারানাথ বুঝি আমার প্রতি অনুরাগবশতঃই পুনঃ পুনঃ স্বীয় শান্ত সুশীতল বদন-সলিল-(কুল্‌কুচা) রূপ অমৃতময় রশ্মিদ্বারা আমার সুখ উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছেন ! ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—চন্দ্রকিরণানাং দাহকত্বমনুভূয়াহো মদাত্মজবিরহে শীতকিরণোঽপ্যয়মুষ্ণকিরণীভবতি; হন্ত, হন্ত, স কিং মে সময়ো ভবিষ্যতি—যত্র স মৃগী-তনয়ো ভূয়োঽপি মামুপৈষ্যতি, চন্দ্রোঽপ্যয়ং মাং শিশিরয়িষ্যতীত্যভিলষন্নাহ—কিম্বেতি। উপসৃতো মৃগীতনয়ো যং তথাবিধং মাং চন্দ্রোঽয়ং সুধয়তি—বিরহসন্তপ্তস্যাঙ্গস্য সুধাপ্লুতীকরণাৎ সুধাবন্তং কিং নু করিষ্যতীতি বিন্মতোর্লুগিতি মতুপলুকা রূপম্ ; কৈঃ? —শিশিরঞ্চ তৎ শান্তমনুগ্রঞ্চ ময্যনুরাগেণ গুণিতঞ্চ যদ্বদনসলিলং পুনঃ পুনঃ স্রবৎ তদেবামৃতময় গভস্তয়স্তৈঃ। লোকে হি মান্ত্রিকা যথা বদনসলিলৈ-স্তাপং শময়ন্তি, তথৈবায়মপীত্যর্থঃ। উপসৃতো মৃগী-তনয় ইতি পাঠে—স এব মদ্‌গাত্রেষু প্রেম্ণা নিজমুখ-স্পর্শেনেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ – চন্দ্রকিরণের দাহকত্ব অনুভব করিয়া, অহো ! আমার পুত্রের বিরহে স্বাভাবিক শীতল-কিরণ এই চন্দ্রও উষ্ণকিরণবিশিষ্ট হইয়াছে, হায় ! হায় ! আমার কি সেই সময় হইবে, যখন সেই মৃগীতনয় আবারও আমার নিকট আসিবে, আর এই চন্দ্রও শীতলতা দান করিবে—এইরূপ অভিলাষ করতঃ বলিতেছেন—'কিম্বা' ইত্যাদি' আমি হরিণ-

শিশুর অনুসরণ করায়, এই চন্দ্রদেব আমাকে 'সুধয়তি'—শান্তি-প্রদান করিবেন কি? অর্থাৎ বিরহ-সন্তপ্ত আমার এই দেহকে সুধাপ্লুত করিয়া অমৃতময় করিবেন কি? 'সুধয়তি'—ইহা 'বিন্মতোর্লুক্'—এই সূত্রে মতুপ্ অলুকের রূপ। কিসের দ্বারা সুধাযুক্ত করিবে? তাহাতে বলিতেছেন—'শিশির' ইত্যাদি, শিশির ও শান্ত (অনুগ্র, সুখকর) এবং আমার প্রতি অনুরাগবশতঃ গুণিত (আবর্ত্তিত) যে বদনসলিল পুনঃ পুনঃ ক্ষরিত হইতেছে, তাহাই অমৃতময় কিরণসমূহ, তাহার দ্বারা, (অর্থাৎ চন্দ্রদেব আমার প্রতি অনুরাগহেতু অজস্রধারায় বিগলিত, শান্ত ও সুশীতল নিজ মুখ-সলিলরূপ সুধাময় কিরণমালার স্পর্শ-দ্বারা আমাকে সুখদান করিতেছেন।) লোকেও মান্ত্রিকগণ (ওঝা প্রভৃতি) বদনসলিলের (কুল্‌কুচার) দ্বারা যে-প্রকারে তাপ উপশম করে, তদ্রূপ এই চন্দ্রও আমার তাপ অপনোদন করিতেছেন—এই অর্থ। 'উপসৃতো মৃগীতনয়ঃ'—এই পাঠে, হরিণশিশুই আমার গাত্রে প্রেমে নিজ মুখস্পর্শের দ্বারা সুখদান করিতেছে—এই অর্থ ॥ ২৫ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

এবমঘটমানমনোরথাকুলহৃদয়ো মৃগদারকাভাসেন স্বারব্ধকর্ম্মণা যোগারম্ভণতো বিভ্রংশিতঃ স যোগতাপসো ভগবদারাধনলক্ষণাচ্চ। কথমিতরথা জাত্যন্তর এণকুণক আসঙ্গঃ সাক্ষান্নিঃশ্রেয়সপ্রতিপক্ষতয়া প্রাক্ পরিত্যক্তদুস্ত্যজহৃদয়াভিজাতস্য তস্যৈবমন্তরায়বিহতযোগারম্ভণস্য রাজর্ষের্ভরতস্য তাবন্মৃগার্ভক-পোষণপালনপ্রীণনলালনানুষঙ্গেণাবিগণয়ত আত্মানমহিরিবাখুবিলং দুরতিক্রমঃ কালঃ করালরভস আপদ্যত ॥২৬

অন্বয়ঃ—(হে রাজন্,) এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) অঘটমানমনোরথাকুলহৃদয়ঃ (অঘটমানঃ দুঃসম্পাদ্যঃ যঃ মনোরথঃ তেন আকুলং হৃদয়ং যস্য সঃ অসম্ভববাসনাকুলচিত্তঃ) সঃ যোগতাপসঃ (যোগযুক্তঃ তাপসঃ ভরতঃ) মৃগদারকাভাসেন (মৃগশাবকবৎ আভাসমানেন মৃগপুত্রব্যাজেন বস্তুতস্ত) স্বারব্ধকর্ম্মণা (নিজাদৃষ্টেন হেতুনা) যোগারম্ভণতঃ (যোগানুষ্ঠানাৎ) ভগবদারাধনলক্ষণাচ্চ (ভগবদর্চনরূপাৎ ধর্ম্মাৎ) বিভ্রংশিতঃ (ভ্রংশিতঃ বভূব); ইতরথা (যদি যোগারম্ভভ্রংশকং প্রারব্ধকর্ম্ম ন স্যাৎ, তদা) প্রাক্‌পরিত্যক্তদুস্ত্যজহৃদয়াভিজাতস্য (পূর্ব্বং পরিত্যক্তাঃ দুস্ত্যজাঃ দুঃখেনাপিত্যক্তুম্ অশক্যাঃ হৃদয়াভিজাতাঃ ঔরসাঃ পুত্রাদয়ঃ যেন তস্য তাদৃশস্য ভরতস্য) নিঃশ্রেয়সপ্রতিপক্ষতয়া (নিঃশ্রেয়সস্য মোক্ষস্য প্রতিপক্ষতয়া বাধকতয়া) জাত্যন্তরে (বিজাতীয়ে) এণকুণকে (হরিণশিশৌ) সাক্ষাৎ (স্বপুত্রবৎ) কথম্ আসঙ্গঃ (অত্যাসক্তিঃ স্যাৎ?) এবম্ (প্রকারেণ) উক্তপ্রকারেণ তাবৎ মৃগার্ভকপোষণপালনপ্রীণনলালনানুষঙ্গেণ (মৃগার্ভকস্য পোষণাদ্যনুষঙ্গেণ তত্র অভিনিবেশেন চ) আত্মানম্ অবিগণয়তঃ (আত্মচিন্তাম্ অকুর্ব্বতঃ) অন্তরায়বিহতযোগারম্ভণস্য (অন্তরায়েণ মৃগবালকাসক্তিরূপেণ বিহতং বিঘ্নিতং যোগারম্ভণং যস্য তস্য তাদৃশস্য ভ্রষ্ট-যোগস্য প্রমত্তস্য) রাজর্ষেঃ ভরতস্য অহিঃ আখুবিলম্ ইব (সর্পঃ যথা মূষিকগর্ত্তং প্রবিশতি, তথা তদ্বৎ) করালরভসঃ (তীব্রবেগঃ) দুরতিক্রমঃ (দুরত্যয়ঃ) কালঃ (মৃত্যুকালঃ) আপদ্যত (সমুপস্থিতঃ অভবৎ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—(শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্,) এইরূপ অসম্ভব-বাসনাকুলচিত্ত মৃগবালকরূপে প্রকাশমান, বস্তুতঃ স্বীয় আরব্ধ কর্ম্মদোষেই যোগানুষ্ঠান ও ভগবদর্চ্চনরূপ স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন; তাহা না হইলে পূর্ব্বে সুদুস্ত্যজ ঔরসজাত আত্মজদিগকেও মোক্ষমার্গের প্রতিবন্ধকজ্ঞানে পরিত্যাগপূর্ব্বক অবশেষে বিজাতীয় হরিণকুণপে তাঁহার সাক্ষাৎ নিজপুত্রের ন্যায় কেনই বা এইরূপ অত্যাসক্তি জন্মিল? ঐ মৃগশিশুর পোষণ, তোষণ, লালন, পালনে অভিনিবেশ বশতঃ তিনি আত্মহিত-চিন্তায় উদাসীন হইয়া পড়িলেন, এবং মৃগবালকাসক্তিরূপ বিঘ্নে পড়িয়া যোগানুষ্ঠান হইতে ভ্রষ্ট হইলেন। এমন সময়, যেরূপ সর্প মূষিকবিবরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ দুরত্যয় কালসর্প আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—মৃগদারকমাভাসয়তি প্রকাশয়তি যত্তেন স্বারব্ধকর্ম্মণেতি। প্রারব্ধং হি দ্বিবিধং—শোভনমশোভনঞ্চ; তত্রাদ্যং ভক্তপ্রিয়েণাপি নয়নতীরাঞ্জনদানন্যায়েন স্বভক্ত্যুৎকণ্ঠাবর্দ্ধনবিদগ্ধেন ভগবতৈব

স্বেচ্ছয়ৈব প্রারব্ধতুল্যত্বাৎ প্রারব্ধমুপপাদ্যতে যদুদর্কো ভক্ত্যুদ্রেক এব স্যাত্তৎ খলূৎপন্নরতীনামপি সম্ভবেদেব ; দ্বিতীয়ন্তু প্রাচীনপ্রাকৃতকর্ম্মময়মেব, যদুদর্কো বিষয়াভিনিবেশ এব স্যাৎ। অত্র তু শোভনেনারব্ধেনেতি সাক্ষাৎ সুশব্দ এবোপন্যস্তঃ। ভক্তিযোগেনৈব হেতুনা তাপসঃ সর্ব্ববিষয়ত্যাগরূপং তপঃ কুর্ব্বাণঃ ; অপ্যর্থে চ-কারঃ। যদ্যপি ভক্তিযোগো বহুবিঘ্নাকুলো ন ভবতি, তদপি ভগবদিচ্ছয়া ভগবদারাধনাদ্বিভ্রংসিত ইত্যর্থঃ, ইতরথেতি ভগবদিচ্ছাময়ং প্রারব্ধং যদি ন স্যাদিত্যর্থঃ। হৃদয়াভিজাতাঃ স্বপুত্রাঃ ; যদ্বা, মৃগদারক এবাভাসো যস্য তথাভূতেন স্বস্যারব্ধকর্ম্মণেতি প্রারব্ধকর্ম্মাভাসেনেত্যর্থঃ। যথা জীবন্মুক্তানামভিমানাভাবেঽপ্যভিমানাভাসস্তথৈব জাতরতিভক্তানাং প্রারব্ধাভাবেঽপি প্রারব্ধাভাসঃ ; অথবা, মৃগদারকাভাসেন নিকৃষ্টমৃগদারকেণ বিভ্রংশিতঃ ; কীদৃশেন ? —শোভনমারব্ধং কর্ম্ম যস্য তেন। তস্য মৃগদারকস্য সুখপ্রারব্ধবশাদেব ভরতস্তং পালয়ামাস, ইতরথা যদি মৃগস্য সুখপ্রারব্ধং ন স্যাত্তদা তস্যাপি তৎপিপালয়িষা ন স্যাদিত্যর্থঃ। ভরতস্য বিভ্রংশস্তু "যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্টে তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদেতি" ভগবদুক্তন্যায়েন মৃগজন্মনি ব্রাহ্মণজন্মনি চ ভক্ত্যুৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থো ভগবতৈব নির্ম্মিতঃ। আত্মানমবিগণয়তঃ আত্মচিন্তামকুর্ব্বতঃ, আখুবিলমহিরিব তং ভরতং কালো মৃত্যুঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মৃগদারকাভাসেন স্বারব্ধকর্ম্মণা'—মৃগবালককে প্রকাশ করিতেছে যাহা (হরিণশাবকের ন্যায় প্রকাশমান, অর্থাৎ হরিণশিশুরূপী), সেই প্রারব্ধ কর্ম্মের দ্বারা। প্রারব্ধ দুই প্রকার—শোভন ও অশোভন। তন্মধ্যে যাহা আদ্য (শোভন), তাহা নয়নে তীব্র অঞ্জন প্রদানের রীতি অনুসারে নিজ ভক্তির উৎকণ্ঠাবর্দ্ধনে বিদগ্ধ (চতুর), ভক্তপ্রিয়, অর্থাৎ ভক্তজনের প্রিয় হইলেও শ্রীভগবানেই স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই প্রারব্ধতুল্যের ন্যায় প্রারব্ধ উৎপন্ন করাইয়া থাকেন, যাহাতে উত্তরকালে ভক্তির উদ্রেকই হইয়া থাকে, ইহা জাতরতি প্রেয়সীগণেও সম্ভব। আর যাহা দ্বিতীয় (অশোভন), উহা প্রাচীন (পূর্ব্বজন্ম কৃত) প্রাকৃত কর্ম্মময়ই, যাহাতে পরবর্ত্তীকালে বিষয়ের প্রতি অভিনিবেশই হইয়া থাকে। এখানে কিন্তু শোভন আরব্ধবশতঃই বুঝিতে হইবে, যেহেতু সাক্ষাৎ সু-শব্দ উপন্যস্ত হইয়াছে (অর্থাৎ স্বারব্ধ বলিতে সু (শোভন) আরব্ধ)। 'যোগ-তাপসঃ'—যোগ বলিতে ভক্তিযোগ, তাহার কারণেই তাপস অর্থাৎ সর্ব্ববিষয় ত্যাগরূপ তপস্যার আচরণকারী। 'ভগবদারাধনা লক্ষণাং চ'—ভগবানের আরাধনারূপ তপস্যা হইতেও, এখানে 'অপি'-শব্দের অর্থে 'চ'-কার প্রযুক্ত হইয়াছে। যদিও ভক্তিযোগ বহুবিঘ্ন-সমাকুল হয় না, তথাপি শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই ভগবদারাধনা হইতেও বিচ্যুত হইয়াছিলেন—এই অর্থ। 'ইতরথা'—এইরূপ না হইলে, অর্থাৎ ভগবদিচ্ছাময় প্রারব্ধ যদি না হইত—এই অর্থ। 'হৃদয়াভিজাতঃ'—নিজের ঔরস সন্তানগণকেও (ভজনের প্রতিকূল বলিয়া যিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার আবার বিজাতীয় হরিণশিশুর প্রতি নিজপুত্রের মত আসক্তি হইবে কেন ?)।

অথবা—মৃগদারকই (হরিণশিশুই) আভাস যাহার, তথাভূত নিজের আরব্ধ কর্ম্মের দ্বারা, অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্মের আভাসের দ্বারা—এই অর্থ। যদ্রূপ জীবন্মুক্তগণের অভিমান না থাকিলেও অভিমানের আভাস, তদ্রূপই জাতরতি ভক্তদিগের প্রারব্ধ কর্ম্ম না থাকিলেও প্রারব্ধের আভাস—বুঝিতে হইবে। কিম্বা—ইহা মৃগদারকের বিশেষণ, মৃগদারকাভাস বলিতে নিকৃষ্ট মৃগশাবকের দ্বারা বিভ্রংসিত। কিরূপ মৃগদারক ? তাহাতে বলিতেছেন—'স্বারব্ধকর্ম্মণা', শোভন আরব্ধ কর্ম্ম যাহার, সেইরূপ মৃগশাবকের দ্বারা। সেই হরিণবালকের সুখ-প্রারব্ধ-বশতঃই মহারাজ ভরত তাহাকে পালন করিয়াছিলেন, 'ইতরথা'—নতুবা যদি মৃগদারকের সুখপ্রারব্ধ না হইত, তবে ভরতেরও সেই মৃগশিশুর পালন করিবার ইচ্ছা হইত না—এই অর্থ। মহারাজ ভরতের সাধন হইতে বিচ্যুতি কিন্তু—"যথাধনো লব্ধধনে" (১০।৩২।২৪), অর্থাৎ যেমন ধনহীন ব্যক্তি লব্ধধন বিনষ্ট হইলে সেই ধনের চিন্তাতেই মগ্ন হইয়া থাকে, অন্য কিছুই জানিতে পারে না, সেইরূপ ভজনকারীদের নিরন্তর ধ্যান-প্রবৃত্তির নিমিত্ত, আমি তাহাদিগকেও ভজন করিয়া থাকি—ইত্যাদি গোপীগণের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি অনুসারে, মৃগজন্মে ও ব্রাহ্মণজন্মে

ভক্তির উৎকণ্ঠা বর্দ্ধনের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃকই (বিচ্যুতি) নির্ম্মিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 'আত্মানম্ অবিগণয়তঃ'—হরিণশিশুর চিন্তায় নিজের দেহ-বিষয়েও যাঁহার কোন চিন্তা ছিল না, এরূপ রাজর্ষি ভরতের নিকট, সর্প যেমন মূষিকের গর্ত্তে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ দুর্ল্লঙ্ঘ্য মৃত্যুকাল তীব্রবেগে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৬ ॥

তদানীমপি পার্শ্ববর্ত্তিনমাত্মজমিবানুশোচন্তমভিবীক্ষমাণো মৃগ এবাভিনিবেশিতমনা বিসৃজ্য লোকমিমং সহ মৃগেণ কলেবরং মৃতমনু ন মৃতজন্মানুস্মৃতিরিতরবন্মৃগশরীরমবাপ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—তদানীম্ অপি (মৃত্যুসময়ে অপি) পার্শ্ববর্ত্তিনম্ আত্মজম্ (স্বপুত্রম্) ইব অনুশোচন্তং (দুঃখং কুর্ব্বন্তং তং মৃগশাবকম্) অভিবীক্ষমাণঃ (পশ্যন্ তস্মিন্) মৃগে এব অভিনিবেশিতমনাঃ (আকৃষ্টচিত্তঃ সন্) মৃতমনু নমৃতজন্মানুস্মৃতিঃ (কলেবরং মৃতং কিন্তু অনু পশ্চাৎ ন মৃতা ন বিনষ্টা পূর্ব্বজন্মানুস্মৃতিঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ ভরতঃ) ইতরবৎ (প্রাকৃত-ভগবদ্‌বিমুখজীববৎ, তেন) মৃগেণ সহ ইমং লোকং (সংসারং) কলেবরং (মনুষ্যদেহং চ) বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা পরজন্মনি) মৃগশরীরম্ অবাপ (প্রাপ্তবান্ যতঃ—"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥" ইতি শ্রীগীতোক্তেঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—মৃত্যুসময়েও তিনি দেখিতে পাইলেন যেন, সেই মৃগশিশু তাঁহার নিজপুত্রের ন্যায় তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া শোক প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার চিত্ত মৃগতেই অভিনিবিষ্ট ছিল, সুতরাং তিনি প্রাকৃত ভগবদ্বিমুখ পুরুষের ন্যায় মৃগের সহিত এই সংসার ও মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া পরজন্মে মৃগদেহ প্রাপ্ত হইলেন। ভরতের দেহ নষ্ট হইল, কিন্তু তৎপশ্চাৎ তাঁহার পূর্ব্বজন্মানুস্মৃতি বিনষ্ট হইল না ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—অনুশোচন্তং মৃগং লোকং দেহং মৃগেণ সহিতং বিসৃজ্য মৃগশরীরমবাপ। কলেবরং মৃতমনু ন মৃতা ন বিনষ্টা পূর্ব্বজন্মানুস্মৃতির্যস্য সঃ। ইতরবৎ ইতরঃ প্রাকৃতঃ কর্ম্মী, তদ্বদিতি। ভরতস্তু কর্ম্মাতীত ইত্যতএব তস্য প্রারব্ধাভাবঃ প্রাক্ সমর্থিতঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনুশোচন্তং মৃগং'—অনুশোচনাকারী মৃগকে (অর্থাৎ মৃত্যুকালে তিনি দেখিলেন; হরিণশিশুটি পুত্রের ন্যায় পার্শ্বে থাকিয়া শোক করিতেছে)। 'লোকং'—মৃগের সহিত নিজ দেহকে পরিত্যাগ করিয়া মৃগদেহই প্রাপ্ত হইলেন। 'কলেবরং মৃতম্ অনু ন মৃতা'—তাঁহার পূর্ব্বদেহ বিনষ্ট হইলেও পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি নষ্ট হইল না। 'ইতরবৎ'—ইতর বলিতে প্রাকৃত কর্ম্মী, তাহার ন্যায়। কিন্তু মহারাজ ভরত কর্ম্মাতীত ছিলেন, এই নিমিত্তই তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম্মের অভাব পূর্ব্ব শ্লোকে সমর্থিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

তথ্য—গীঃ ৮।৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ২৭ ॥

তত্রাপি হ বা আত্মনো মৃগত্বকারণং ভগবদারাধনসমীহানুভাবেনানুস্মৃত্য ভৃশমনুতপ্যমান আহ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ—তত্রাপি হ বা (তস্মিন্ মৃগজন্মনি অপি) ভগবদারাধন-সমীহানুভাবেন (ভগবতঃ আরাধনস্য য সমীহা অনুষ্ঠানং তস্য অনুভাবেন পৌর্ব্বভব-ভগবদারাধনানুষ্ঠানপ্রভাবেণ) আত্মনঃ (স্বস্য) মৃগত্বকারণং (পূর্ব্বজন্মনি মৃগাসক্তিরূপম্) অনুস্মৃত্য ভৃশম্ (বারং বারম্) অনুতপ্যমানঃ (দুঃখং কুর্ব্বন্) আহ (স্বচিত্তে চিন্তয়ামাস) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—অতএব সেই মৃগজন্মেও পূর্ব্বজন্মজাত ভগবদারাধনার অনুষ্ঠান-প্রভাবে তিনি স্বীয় মৃগত্ব-প্রাপ্তির কারণ অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের মৃগাসক্তিরূপ হরিবৈমুখ্যকে স্মরণ করিয়া বারম্বার অনুতাপ করিতে করিতে মনে মনে কহিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

অহো কষ্টং, ভ্রষ্টোঽহমাত্মবতামনুপথাদ্ যদ্বিমুক্তসমস্তসঙ্গস্য বিবিক্তপুণ্যারণ্যশরণস্যাত্মবত আত্মনি সর্ব্বেষামাত্মনাং ভগবতি বাসুদেবে তদনুশ্রবণমননসংকীর্ত্তনারাধনানুস্মরণাভিযোগেনাশূন্যসকলযামেন কালেন সমাবেশিতং সমাহিতং কার্ৎস্ন্যেন মনস্তৎ তু পুনর্মমাবুধস্যারান্মৃগসুতমনু সুস্রাব ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—অহো, কষ্টম্ ! (আশ্চর্য্যং মম কষ্টং জাতং, যতঃ) অহম্ আত্মবতাম্ (ধীরাণাং মুনীনাম্) অনুপথাৎ (মার্গাৎ) ভ্রষ্টঃ (বিচ্যুতঃ অস্মি—অহো মে দুর্ভাগ্যমেতৎ) ! যৎ (যস্মাৎ) বিমুক্তসমস্ত-সঙ্গস্য (বিমুক্তাঃ ত্যক্তাঃ সমস্তাঃ পুত্রাদিসঙ্গাঃ যেন তস্য) বিবিক্তপুণ্যারণ্যশরণস্য (বিবিক্তং জনসংঘর্ষ-রহিতং পুণ্যং পবিত্রম্ অরণ্যং শরণং স্থানং যস্য তস্য) আত্মবতঃ (ধীরস্য জিতেন্দ্রিয়স্য অপি মম) মনঃ সর্ব্বেষাম্ আত্মনাং (জীবানাম্) আত্মনি (অন্তর্য্যামিনি) ভগবতি বাসুদেবে তদনুশ্রবণমনন-সঙ্কীর্ত্তনারাধনানুস্মরণাভিযোগেন (তস্য ভগবতঃ অনুশ্রবণমননসঙ্কীর্ত্তনারাধনানুস্মরণে যঃ অভিযোগঃ অভিনিবেশঃ তেন তল্লক্ষণেন ভক্তিযোগেন) অশূন্য-সকলযামেন (অশূন্যাঃ সমৃদ্ধাঃ সকলাঃ যামাঃ যস্মিন্ তেন তাদৃশেন) কালেন সমাবেশিতং (স্থাপিতং) কার্ৎস্ন্যেন (সর্ব্বাংশেন) সমাহিতং (সম্যক্ নিশ্চল-তয়া সর্ব্ববিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃতম্) অবুধস্য (অজ্ঞস্য) মম তত্তু (তদেব মনঃ) পুনঃ (অধুনা) আরাৎ (দূরাৎ) মৃগসুতম্ অনু সুস্রাব (মৃগসুতমনুস্মৃত্য যোগাৎ সুস্রাব ভ্রংসিতম্) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হায়, কি কষ্ট ! আমি ধীর-জনের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছি ! কারণ, আমি স্ত্রীপুত্রাদির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন পুণ্যারণ্যে আশ্রয় গ্রহণ-পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়াছিলাম এবং সর্ব্ব-জীবের আত্মস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবের বিষয় শ্রবণ, মনন, সঙ্কীর্ত্তন, আরাধন ও অনুস্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গে অভিনিবেশদ্বারা যামসকলের সফলতা সম্পাদনপূর্ব্বক বহুদিন অতিবাহিত করিয়া চিত্তকে তাঁহাতেই সম্যগ্-রূপে স্থাপিত ও সুস্থির করিয়াছিলাম ; কিন্তু পুনরায় সেই মনই মৃগবালকে অভিনিবিষ্ট হইয়া তাঁহা হইতে অতিদূরে নিঃসৃতঃ হইয়া পড়িয়াছে ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মবতো ধীরস্য আত্মনাং জীবানাং আত্মনি পরমাত্মনি তদনুশ্রবণাদীনামভিযোগোঽভি-গ্রহণং তেন সমাহিতং নিশ্চলং যন্মনস্তৎ সুস্রাব অধঃপপাত ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মবতঃ'—ধীর অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় আমার (ভরতের) । 'আত্মনাং আত্মনি'—সকল জীবের যিনি আত্মা, অর্থাৎ পরমাত্মা ভগবান্ বাসুদেব, তাঁহাতে, 'তদনুশ্রবণ' ইত্যাদি—তদ্বিষয়ে অনুক্ষণ শ্রবণাদির যে অভিযোগ বলিতে অভিগ্রহণ, অর্থাৎ অভিনিবেশ, তাহার দ্বারা সমাহিত (নিশ্চল) যে মন, তাহা 'সুস্রাব'—অধঃপতিত হইল (অর্থাৎ আমার সেই চিত্ত ভগবানের আশ্রয় হইতে বিচ্যুত হইয়া অতি দূরে চলিয়া আসিয়াছে ।) ॥ ২৯ ॥

ইত্যেবং নিগূঢ়নির্ব্বেদো বিসৃজ্য মৃগীং মাতরং পুনর্ভগবৎক্ষেত্রমুপশমশীলমুনিগণদয়িতং শালগ্রামং পুলস্ত্যপুলহাশ্রমং কালঞ্জরাৎ প্রত্যাজগাম ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—ইত্যেবং নিগূঢ়নির্ব্বেদঃ (নিগূঢ়ঃ অনাবিষ্কৃতঃ আচ্ছন্নঃ নির্ব্বেদঃ যেন সঃ মৃগত্বপ্রাপ্তঃ ভরতঃ) মাতরং মৃগীং (হরিণীং) বিসৃজ্য (বিহায়) কালঞ্জরাৎ (যত্র মৃগরূপেণ জাতঃ তস্মাৎ কালঞ্জরাখ্যাৎ পর্ব্বতাৎ) উপশমশীলমুনিগণদয়িতম্ (উপশমশীলানাং ব্রহ্মনিষ্ঠা-পরায়ণানাং মুনিগণানাং দয়িতং প্রিয়ং) শালগ্রামং (শালবৃক্ষোপলক্ষিতং শালগ্রামাখ্যং ক্ষেত্রং) পুলস্ত্যপুলহাশ্রমং (ভগবৎক্ষেত্রং) পুনঃ প্রত্যাজগাম (প্রত্যাগতবান্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে মৃগত্বপ্রাপ্ত সেই ভরতের মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল, কিন্তু তিনি তাহা অপ্রকাশিত রাখিয়া স্বীয় মৃগী-মাতাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যে কালঞ্জরপর্ব্বতে মৃগরূপে জন্মলাভ করিয়াছিলেন, সেই পর্ব্বত হইতে উপশমশীল মুনিগণপ্রিয় শালগ্রামাখ্য ভগবৎক্ষেত্র পুলস্ত্যপুলহাশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন ॥৩০

বিশ্বনাথ—কালঞ্জরাৎ স্বজন্মভূমিপর্ব্বতাৎ। শালগ্রামং শালগ্রামাখ্যং ক্ষেত্রম্ ॥ ৩০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
পঞ্চমস্যাষ্টমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥৫।৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কালঞ্জরাৎ'—যে পর্ব্বতে মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, সেই 'কালঞ্জর' নামক পর্ব্বত হইতে। 'শালগ্রামং'—শালবৃক্ষোপলক্ষিত 'শালগ্রাম' নামক গ্রামে (পুলস্ত্য পুলহাশ্রমে মৃগরূপী ভরত প্রত্যাগমন করিলেন ।) ॥ ৩০ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার পঞ্চম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের সারার্থ-দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫।৮ ॥

তস্মিন্নপি কালং প্রতীক্ষমাণঃ সঙ্গাচ্চ ভৃশমুদ্বিগ্ন আত্মসহচরঃ শুষ্কপর্ণবীরুধা বর্ত্তমানো মৃগত্বনিমিত্তাবসানমেব গণয়ন্ মৃগশরীরং তীর্থোদকক্লিন্নমুৎসসর্জ্জ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে আদি-ভরত-চরিতেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ অপি (পুলহাশ্রমে) আত্মসহচরঃ (আত্মৈব সহচরঃ সহায়ঃ যস্য সঃ একাকী সন্) কালং (মৃগদেহাবসানং) প্রতীক্ষমাণঃ (প্রতীক্ষাং কুর্ব্বন্) সঙ্গাৎ (কস্যচিদপি সঙ্গাৎ) চ ভৃশং (নিতরাম্) উদ্বিগ্নঃ (পুনঃ ভীতঃ সন্) শুষ্কপর্ণতৃণবীরুধা (শুষ্কপর্ণাদিনা আহারেণ) বর্ত্তমানঃ (কালং নয়ন্ সঃ ভরতঃ) মৃগত্বনিমিত্তাবসানমেব (আত্মনঃ মৃগত্বনিমিত্তস্য মৃগাসক্তিজন্য-দোষস্য অবসানং সমাপ্তিমেব) গণয়ন্ (চিন্তয়ন্ অন্তে) তীর্থোদকক্লিন্নং (তীর্থোদকে ক্লিন্নম্ আর্দ্রম্ অর্দ্ধোদকস্থিতং) মৃগশরীরম্ (তং মৃগদেহম্) উৎসসর্জ্জ (ত্যক্তবান্) ॥৩১॥

অনুবাদ—রাজর্ষি ভরত সেই আশ্রমে পুনরায় সঙ্গদোষ-ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া শুষ্কপত্রতৃণলতাদি আহার-পূর্ব্বক একাকী অবস্থান করিয়া মৃগদেহাবসান-কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, মৃগাসক্তিজন্য দোষাবসানকাল উপস্থিত হইয়াছে, বিবেচনা করিয়া তত্রত্য তীর্থোদকে স্বীয় কলবরের অর্দ্ধাংশ নিমজ্জিত করিয়া ঐ মৃগশরীর পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৩১ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চম-স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।
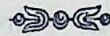
নবমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

অথ কস্যচিদ্দ্বিজবরস্যাঙ্গিরসপ্রবরস্য শমদমতপঃস্বাধ্যায়াধ্যয়ন-ত্যাগ-সন্তোষ-তিতিক্ষা-প্রশ্রয়- বিদ্যানসূয়াত্মজ্ঞানানন্দযুক্তস্যাত্মসদৃশশ্রুতশীলাচাররূপৌদার্য্যগুণা নব সোদর্য্যা অঙ্গজা বভূবুঃ, মিথুনঞ্চ যবীয়স্যাং ভার্য্যায়াম্ যস্তু তত্র পুমাংস্তং পরমভাগবতং রাজর্ষিপ্রবরং ভরতমুৎসৃষ্ট-মৃগশরীরং চরমশরীরেণ বিপ্রত্বং গতমাহুঃ ॥ ১-২ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

নবম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে আরব্ধ-কর্ম্মবশে ভরতের মৃগত্বপ্রাপ্তির পর জড়বিপ্ররূপে জন্ম এবং ঐরূপে তাঁহার রাগাদিশূন্যতা, এমন কি, ভদ্রকালী-সম্মুখে বলিরূপে পশুবৎ নীত হইলেও নির্ব্বিকারত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

মৃগদেহ-মুক্ত হইয়া রাজর্ষি ভরত জনৈক সর্ব্বগুণসম্পন্ন ভক্তিমান্ ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। এইজন্মে ভরত, তাঁহার পূর্ব্বজন্ম কথা স্মরণ করিয়া, সঙ্গদোষে পাছে আবার পতন হয়—এই ভয়ে, আর কোনও ভগবদ্বিমুখ জনের সঙ্গেই মিশিলেন না, পরন্তু তাহা হইতে আত্মরক্ষার জন্য লোকচক্ষে উন্মত্ত ও জড়বৎ আচরণ দেখাইয়া, অন্তরে ভগবৎপাদপদ্মেই একান্ত অভিনিবিষ্ট হইয়া কাল হরণ করিতে লাগিলেন। ভরতের পিতা তাঁহাকে উপনয়নাদি সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া, স্বধর্ম্মোচিত শৌচাচার শিক্ষা দিতে এবং বেদাদি পাঠ করাইতে বিশেষ যত্নশীল হইলেও, তিনি (ভরত) সকলবিষয়েই আপনাকে অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ দেখাইয়া, আত্মভাবেই মগ্ন রহিলেন। তাঁহাকে অপ্রকৃতস্থ ভাবিয়া, দ্বিপদ পশুর মত দেখিয়া, ব্যক্তি যে তাঁহার প্রতি

যেমন ব্যবহার করিত, বা যেরূপে কার্য্য করাইয়া লইতে চাহিত, তাহাতেই তিনি তুষ্ট হইয়া কাহারও প্রতিকূলাচরণ না করিয়া, জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার জনক-জননীর মৃত্যুর পর, তাঁহার বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা তাঁহার প্রতি কুৎসিত ব্যবহার এবং কদর্য্য কার্য্য ও আহার্য্যের ব্যবস্থা করিলেও তিনি কদাচ বিচলিত বা আত্মবিস্মৃত হইতেন না। তাঁহাদের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া একদা গভীর রাত্রে তিনি শস্যক্ষেত্র রক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় কোনও তস্কররাজের অনুচরেরা আসিয়া তাহাদের প্রভুর ভদ্রকালী-পূজায় তাঁহাকে বলি দিবার জন্য ধরিয়া লইয়া গেল। তস্করেরা দেবীপ্রতিমার সম্মুখে তাহাকে যখন বলি দিতে উদ্যত হইল, তখন দেবী ভগবদ্ভক্তের প্রতি এই আসুরিক অত্যাচারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিমা হইতে ভীষণ মূর্ত্তিতে বহির্গত হইলেন এবং তাহাদের খড়্গদ্বারা তাহাদিগকেই সংহার করিয়া ভক্তকে রক্ষা করিলেন। শ্রীভগবানের দ্বারা সতত সুরক্ষিত তদ্গতচিত্ত ভাগবতগণ এই জন্যই মহদ্ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলেও অণুমাত্র আত্মহারা হন না; আর তাঁহাদের অনিষ্ট-চেষ্টা যাহারা করে তাহাদেরই ঘোর অনিষ্টপাতও হইয়া থাকে।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে রাজন্,) অথ (মৃগশরীরত্যাগানন্তরম্) আঙ্গিরসপ্রবরস্য (আঙ্গিরস-গোত্রজাতানাং মধ্যে প্রবরস্য শ্রেষ্ঠস্য) শমদমতপঃ স্বাধ্যায়াধ্যয়নত্যাগসন্তোষতিতিক্ষাপ্রশ্রয়-বিদ্যানসূয়াত্ম-জ্ঞানানন্দযুক্তস্য (অত্র শমদমাবন্তর্বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহৌ, তপঃ অনশনাদি, স্বাধ্যায়াধ্যয়নং বেদাধ্যয়নং, ত্যাগঃ অতিথ্যাদিভ্যঃ অন্নদানাদিঃ, দৈবাল্লব্ধেন সন্তোষঃ, তিতিক্ষা, দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা, প্রশ্রয়ঃ, বিনয়ঃ, বিদ্যা কর্ম্ম-বিদ্যা, অনসূয়া পরেষু দোষানাবিষ্করণম্, আত্মজ্ঞানং দেহাদিব্যতিরিক্তভোক্ত্রাত্মজ্ঞানম্ আনন্দঃ ধর্ম্মসম্পত্তিজঃ ভক্তিযোগঃ এভিঃ শমাদিভিঃ যুক্তস্য) কস্যচিৎ দ্বিজবরস্য (ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠস্য) আত্মসদৃশশ্রুতশীলাচার-রূপৌদার্য্যগুণাঃ (আত্মনা স্বেন সদৃশাঃ শ্রুতাদয়ঃ গুণাঃ যেষাং তে তথাভূতাঃ) সোদর্য্যাঃ (সমানোদরাঃ একোদরসম্ভূতাঃ) নব অঙ্গজাঃ (পুত্রাঃ জ্যেষ্ঠায়াং ভার্য্যায়াং) বভূবুঃ (সংজাতাঃ), যবীয়স্যাং (কনিষ্ঠায়াং চ) ভার্য্যায়াং মিথুনং চ (স্ত্রীপুরুষযুগ্মং জাতম্)। অথ (মৃগশরীরত্যাগানন্তরং) তত্র (মিথুনে) যঃ তু পুমান্ (আসীৎ) তং পরমভাগবতং রাজর্ষি-প্রবরম্ উৎসৃষ্টমৃগশরীরম্ (উৎসৃষ্টং ত্যক্তং মৃগ-শরীরং যেন তং পরিত্যক্তমৃগদেহং) চরমশরীরেণ বিপ্রত্বং গতং (ব্রাহ্মণদেহপ্রাপ্তং) ভরতম্ আহুঃ (পণ্ডিতাঃ কীর্ত্তয়ন্তি যতঃ শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টঃ অভিজায়তে ইতি স্মৃতেঃ) ॥ ১-২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, অনন্তর আঙ্গিরস গোত্রসম্ভূত ব্রাহ্মণদিগের শ্রেষ্ঠ কোন এক শম, দম, বেদাধ্যয়ন, অধ্যয়ন, দান, সন্তোষ, সহিষ্ণুতা, বিনয়, বিদ্যা, অনসূয়া, আত্মজ্ঞান ও ভক্তি-যোগ এবং সমাধিযুক্ত ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভে নয়টি পুত্র উৎপন্ন হইল। ঐ নয় সহোদর শাস্ত্রজ্ঞান, চরিত্র, আচার, রূপ, গুণ ও ঔদার্য্যে পিতার সমান হইলেন। ঐ ব্রাহ্মণের যে কনিষ্ঠা ভার্য্যা ছিলেন, তাঁহার গর্ভে এককালে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মিলেন। বিজ্ঞগণ বলেন,—তন্মধ্যে পুত্রসন্তানটি পরম-ভাগবত রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ ভরত—যিনি মৃগশরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক চরমে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥১-২॥

তত্রাপি স্বজনসঙ্গাচ্চ ভৃশমুদ্বিজমানো ভগবতঃ কর্ম্মবন্ধ-বিধ্বংসন-শ্রবণ-স্মরণ-গুণবিবরণ-চরণার-বিন্দ-যুগলং মনসা বিদধদাত্মনঃ প্রতিঘাতমাশঙ্কমানো ভগবদনুগ্রহেণানুস্মৃত-স্বপূর্ব্ব-জন্মাবলিরাত্মানমুন্মত্ত-জড়ান্ধবধিরস্বরূপেণ দর্শয়ামাস লোকস্য ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ ভরতঃ) তত্রাপি (তস্মিন্ বিপ্র-জন্মনি অপি) স্বজনসঙ্গাৎ (অন্যসঙ্গাৎ) ভৃশমুদ্বিজ-মানঃ আত্মনঃ প্রতিঘাতং (ভ্রংশম্) আশঙ্কমানঃ ভগ-বদনুগ্রহেণ (ভগবতঃ অনুগ্রহেণ এব) অনুস্মৃতস্বপূর্ব্ব-জন্মাবলিঃ (অনুস্মৃতা স্বীয়া স্বপূর্ব্বজন্মানাম্ আবলিঃ পরম্পরা যেন সঃ তাদৃশঃ সন্) ভগবতঃ কর্ম্মবন্ধ-বিধ্বংসন-শ্রবণ-স্মরণ-গুণবিবরণ-চরণারবিন্দ-যুগলং (কর্ম্মবন্ধবিধ্বংসনং শ্রবণং স্মরণং গুণানাং বিবরণং কথনঞ্চ যস্য তৎকর্ম্মবন্ধবিধ্বংসনসমর্থশ্রবণাদিযুক্তং ভগবতঃ চরণারবিন্দযুগলং) মনসা বিদধৎ (বিশেষেণ ধারয়ন্) আত্মানম্ উন্মত্তজড়ান্ধবধিরস্বরূপেণ (উন্মত্তা-দিরূপেণ) লোকস্য (লোকং) দর্শয়ামাস ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অতএব ভগবানের অনুগ্রহে ভরতের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বিবরণসমূহ স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছিল। সেই ভরত ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াও পাছে (ভগবদ্বিমুখ) স্বজন গণের সঙ্গহেতু পুনরায় আপনার পতন হয়—ইহা আশঙ্কা করিয়া যে ভগবানের কীর্ত্তি শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্ত্তনদ্বারা কর্ম্মজনিত বন্ধন বিধ্বংসিত হয়, মনোমধ্যে তাঁহার পাদপদ্মযুগল বিশেষরূপে ধারণ করিয়া আপনাকে লোকমধ্যে উন্মত্ত, জড়, অন্ধ ও বধিরের ন্যায় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—

নবমে জড়তা তস্য গায়ত্র্যা অপ্যশিক্ষণম্।
কেদারকর্ম্ম দেব্যা অপ্যুচ্চাটনমিতীর্য্যতে ॥ ০ ॥

কর্ম্মবন্ধবিধ্বংসনং শ্রবণাদিকং যস্য তথাভূতং চরণারবিন্দং বিশেষেণ দধৎ, লোকস্য লোকম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই নবম অধ্যায়ে ভরতের ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, তথায় জড়ের ন্যায় আচরণ, গায়ত্রী শিক্ষাতেও অনিচ্ছা, কেদার কর্ম্ম এবং দেবী ভদ্রকালীর উচ্চাটনাদি বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'কর্ম্মবন্ধ-বিধ্বংসন'—ইত্যাদি, জীবের কর্ম্মবন্ধনবিনাশক শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি যাঁহার, শ্রীভগবানের তদ্ভূত শ্রীচরণকমল, 'মনসা বিদধৎ'—হৃদয়ে বিশেষরূপে ধারণ করতঃ। 'লোকস্য'—লোকসকলকে (উন্মত্ত, বধিরের ন্যায় দেখাইলেন।) ॥ ৩ ॥

তস্যাপি হ বা আত্মজস্য স বিপ্রঃ পুত্রস্নেহানুবদ্ধমনা আ-সমাবর্ত্তনাৎ সংস্কারান্ যথোপদেশং বিদধান উপনীতস্য চ পুনঃ শৌচাচমনাদীন্ কর্ম্মনিয়মাননভিপ্রেতানপি সমশিক্ষয়ৎ; অনুশিষ্টেন হি ভাব্যং পিতুঃ পুত্রেণেতি ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ বিপ্রঃ (আঙ্গিরসঃ) তস্যাপি হ বা (এবম্ভূতস্য উন্মত্তাদিবদ্ বর্ত্তমানস্য) আত্মজস্য (তনয়স্য) পুত্রস্নেহানুবদ্ধমনাঃ (পুত্রস্নেহেন অনুবদ্ধম্ আসক্তং মনঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) আ সমাবর্ত্তনাৎ সংস্কারান্ (জড়স্য গার্হস্থ্যানধিকারাৎ সমাবর্ত্তনান্তান্ গর্ভাধানাদীন্ সংস্কারান্) যথোপদেশং (যথাবিধি) বিদধানঃ (কুর্ব্বায়) উপনীতস্য (তস্য) চ পুনঃ অনভিপ্রেতান্ অপি পিতুঃ (সকাশাৎ) অনুশিষ্টেন (অনুশিক্ষিতেন বিবিচ্য জ্ঞাপিতেন এব) পুত্রেণ হি ভাব্যং (ভবিতব্যং) ইতি (অভিপ্রায়েণ) শৌচাচমনাদীন্ কর্ম্মনিয়মান্ (নিত্যনৈমিত্তিকাদিভেদেন নিয়তান্) সমশিক্ষয়ৎ (তং শিক্ষিতবান্ এব ন তু উপেক্ষিতবান্) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—সেই বিপ্রের চিত্ত পুত্রস্নেহে আসক্ত ছিল। সুতরাং তিনি ব্রহ্মচর্য্য সমাপন পর্য্যন্ত সমস্ত সংস্কার সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার উপনয়ন কার্য্য সমাধা করিলেন এবং পুনরায় ভরতের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি ভরতকে শৌচ ও আচমনাদি কর্ম্মনিয়মসমূহ বিশেষরূপে শিক্ষা দিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—অনভিপ্রেতানিতি শশ্বদনুভূয়মান-ভগবৎস্বরূপত্বেন স্বস্য কর্ম্মানধিকারমননাৎ, পিতুঃ সকাশাৎ অনুশিষ্টেন ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনভিপ্রেতান্'—নিরন্তর ভগবৎস্বরূপ অনুভূত হওয়ায় নিজের কর্ম্মে অনধিকার বিবেচনা করায় (শৌচাচমনীয়াদি কর্ম্ম নিয়মসমূহ ভরতের অনভিপ্রেত ছিল)। 'অনুশিষ্টেন হি'—ইত্যাদি, পিতার নিকট হইতেই পুত্রের শিক্ষাগ্রহণ করিতে হয়—(এই হেতু পিতা ভরতের অনভিপ্রেত হইলেও তাঁহাকে শিক্ষা দিতেছিলেন।) ॥৪॥

স চাপি তদুহ পিতৃসন্নিধাবেবাসধ্রীচীনমিব স্ম করোতি। ছন্দাংস্যধ্যাপয়িষ্যন্ সহ ব্যাহৃতিভিঃ সপ্রণবশিরস্ত্রিপদীং সাবিত্রীং গ্রৈষ্মবাসন্তিকান্ মাসানধীয়ানমপ্যসমবেতরূপং গ্রাহয়ামাস ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ চ অপি (ভরতঃ) তৎ উহ (পিত্রা কথিতং তৎ শৌচাচমনাদিকং) পিতৃসন্নিধৌ (পিতুঃ অন্তিকে এব) অসধ্রীচীনমিব (পিতুঃ শিক্ষানির্বন্ধনিবৃত্তয়ে অসমীচীনমিব বিপরীতমিব) করোতি স্ম (আচরিতবান্)। ছন্দাংসি অধ্যাপয়িষ্যন্ (উপাকরণবেদব্রতাদ্যনন্তরং শ্রাবণাদিমাসেষুবেদান্ অধ্যাপয়িতুম্ ইচ্ছন্ সঃ আঙ্গিরসঃ আদৌ তাবৎ) ব্যাহৃতিভিঃ সপ্রণবশিরঃ (প্রণবসহিতাং) ত্রিপদীং সাবিত্রীং (গায়ত্রীং) গ্রৈষ্মবাসন্তিকান্ মাসান্ (চৈত্রাদিচতুরঃ মাসান্) অধীয়ানমপি (অধ্যয়নং কুর্ব্বাণমপি পুত্রম্)

অসমবেতরূপম্ (অসঙ্গতরূপং যথা ভবতি তথা) গ্রাহয়ামাস (তাবতা অপি কালেন স্বরানুপূর্ব্যাদিযুক্তং ব্যবহৃত্যাদিকং তস্য ন অধিগতং অভূদিত্যর্থঃ) ॥৫॥

অনুবাদ—কিন্তু সেই ভরত পিতার শিক্ষানির্বন্ধ-নিবৃত্তির জন্য পিতার কথিত শৌচাচমনাদি বিষয়ে পিতৃসন্নিধানে অসমীচীনের ন্যায় আচরণ করিতেন অর্থাৎ যাহাতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে অকর্ম্মণ্য জানিয়া তাঁহার শিক্ষাবিষয়ে আগ্রহ পরিত্যাগ করেন, তজ্জন্য তিনি মূত্রপুরীষাদি উৎসর্গের পূর্ব্বেই মৃত্তিকা-শৌচ ও আচমনাদি সমাধা করিতেন, কিন্তু মলমূত্রাদি পরিত্যাগের পরে শৌচাদি করিতেন না। ভরতের পিতা উত্তরকালে ভরতকে বেদাধ্যয়ন করাইতে ইচ্ছা করিয়া প্রথমতঃ বসন্ত ও গ্রীষ্মঋতুতে (চৈত্রাদি চারি-মাসে) প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত ত্রিপাদ গায়ত্রী শিক্ষা করাইতে চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু ঐ চারিমাসেও উহা ভরতকে আয়ত্ত করাইতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—স ভরতঃ পিতুঃ শিক্ষানির্ব্বন্ধনিবৃত্তয়ে তৎ শৌচাচমনাদিকং অসধ্রীচীনং বিপর্য্যস্তং মূত্রপুরীষোৎসর্গাদেঃ প্রাগেবাচমনমৃত্তিকাশৌচাদিকং করোতি নত্বনন্তরম। ইবেতি তস্য তদপি বস্তুতঃ সমীচীনমেবেতি। উপাকরণবেদগ্রহণাদ্যনন্তরং শ্রাবণাদিমাসেষু বেদানধ্যাপয়িষ্যামি সংপ্রতি তু জড়-মিমং গায়ত্রীস্তু শিক্ষয়ামীতি বিচার্য্য চৈত্রাদি-ভিশ্চতুর্ভিরপি মাসৈর্নিরন্তরমপি গায়ত্র্যাঃ পাদত্রয়ং পাঠয়ন্ সংপূর্ণাং তাং ধারয়িতুং ন শশাকেত্যাহ—ছন্দাংসীতি। অসমবেতরূপং যথা স্যাত্তথা ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স চ'—কিন্তু ভরত পিতার শিক্ষাদানের একাগ্রতার নিবৃত্তির নিমিত্ত সেই শৌচ আচমনাদি, 'অসধ্রীচীনম্ ইব'—বিপরীতের ন্যায় যেন, অর্থাৎ মূত্র, মল ত্যাগের পূর্ব্বেই আচমন ও মৃত্তিকাদির দ্বারা শৌচকার্য্য করিতেন, কিন্তু পরে নহে। এখানে 'ইব'—শব্দ প্রয়োগ করায়, বস্তুতঃ তাহাও ভরতের পক্ষে সমীচীনই। উপাকরণ, বেদ-গ্রহণাদির পরে শ্রাবণাদি মাসে বেদ অধ্যয়ন করাইব, সম্প্রতি জড় এই পুত্রকে গায়ত্রীই শিক্ষা প্রদান করি—এইরূপ বিচারপূর্ব্বক পিতা চৈত্র প্রভৃতি চারি-মাসেও নিয়মিতভাবে গায়ত্রীর পাদত্রয় পাঠ করাইয়াও তাহা সম্পূর্ণরূপে ধারণ করাইতে সমর্থ হইলেন না—ইহা বলিতেছেন—'ছন্দাংসি' ইত্যাদি। 'অসম-বেতরূপং'—যথাযথরূপে অভ্যাস করাইতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৫ ॥

———

এবং স্বতনুজ আত্মন্যনুরাগাবেশিতচিত্তঃ শৌচা-ধ্যয়ন-ব্রত-নিয়ম-গুর্ব্বনল - শুশ্রূষণাদ্যৌপ-কুর্ব্বাণক-কর্ম্মাণ্যনভিযুক্তান্যপি সমনুশিষ্টেন ভাব্যমিত্যসদা-গ্রহঃ পুত্রমনুশাস্য স্বয়ং তাবদনধিগতমনোরথঃ কালেনা-প্রমত্তেন স্বয়ংগৃহ এব প্রমত্ত উপসংহৃতঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—এবম্ আত্মনি (আত্মত্বেন অভিমতে) স্বতনুজে (নিজপুত্রে ভরতে) অনুরাগাবেশিতচিত্তঃ (অনুরাগেন আবেশিতং চিত্তং যেন সঃ ব্রাহ্মণঃ আঙ্গি-রসঃ) অনভিযুক্তান্যপি (তস্য পুত্রস্য অনভিমতান্যপি) শৌচাধ্যয়ন-ব্রত- নিয়ম-গুর্ব্বনল-শুশ্রূষণাদ্যৌপকুর্ব্বা-ণককর্ম্মাণি (শৌচাদীনি যানি ঔপকুর্ব্বাণকস্য সাবধি-ব্রহ্মচর্য্যব্রতঃ তানি কর্ম্মাণি) সমনুশিষ্টেন (সম্যগনু-শিষ্টেন আচরিতেন পুত্রেণ) ভাব্যম্ ইতি (অবশ্যমেব শিক্ষণীয়ম্ ইতি) অসদাগ্রহঃ (অসন্ অযোগ্যঃ আগ্রহঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ দুরভিমানবান্ সন্) পুত্রং (ভরতম্) অনুশাস্য (শিক্ষিত্বাপি) তাবৎ অনধিগতমনোরথঃ (অনধিগতঃ অপ্রাপ্তঃ পুত্রপাণ্ডিত্যলক্ষণঃ মনোরথঃ যেন সঃ তাদৃশঃ) স্বয়ং প্রমত্তঃ (গৃহে আসক্তঃ সন্) অপ্রমত্তেন কালেন (মৃত্যুনা) স্বয়ংগৃহ এব উপসংহৃতঃ (মৃতঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—এইরূপে ঐ ব্রাহ্মণ নিজপুত্র ভরতকে আত্মস্বরূপ-জ্ঞান করাতে স্নেহাতিশয্য-নিবন্ধন তাঁহার চিত্ত পুত্রেই অভিনিবিষ্ট ছিল। আর 'পুত্রকে সুশি-ক্ষিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য'—এই অসদাগ্রহে ব্যগ্র হইয়া পুত্রের অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিয়মিতকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-চর্য্য, ব্রতচারীর শৌচ, অধ্যয়ন, ব্রত, নিয়ম এবং গুরু ও অগ্নিশুশ্রূষাদি কৃত্যসমূহ পুত্র ভরতকে শিক্ষাপ্রদান করাইবার যত্ন করিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত আগ্রহই বিফল হইল। পুত্র পণ্ডিত হইবে বলিয়া তিনি হৃদয়ে যে আশা পোষণ করিতেছিলেন, তাহা পূর্ণ হইল না। এইরূপে তিনি গৃহে আসক্ত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন ; কিন্তু মৃত্যুর বিস্মৃতি নাই।

মৃত্যু যথাকালে আগমন করিয়া ব্রাহ্মণকে গ্রাস করিল ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—স্বতনুজে পুত্রে আত্মনি স্নেহাৎ স্বপ্রাণাদপ্যধিকে ইত্যর্থঃ। ঔপকুর্ব্বাণকস্য সাবধি ব্রহ্মচর্য্যব্রতঃ কর্ম্মাণি তেনানভিযুক্তানি অনাদৃতান্যপি তং পুত্রং প্রত্যনুশাস্য, অনুশাসননির্ব্বন্ধে পূর্ব্বোক্তমেব হেতুমাহ—সমন্বিতি। উপসংহৃতঃ মৃতঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্বতনুজে আত্মনি'—আত্মস্বরূপ, অর্থাৎ নিজ-প্রাণ হইতেও অধিক প্রিয় নিজ পুত্র ভরতের প্রতি—এই অর্থ। 'ঔপকুর্ব্বাণককর্ম্মাণি'—উপকুর্ব্বাণক বলিতে যে ব্রহ্মচারী বেদপাঠের পর পিতৃগৃহে গমনপূর্ব্বক গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহার যে সকল কর্ম্ম, তাহা পুত্রের অনাদৃত হইলেও, সেই পুত্রকে শিক্ষাদান করিয়া (পিতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না)। উপদেশপ্রদানের একাগ্রতা-বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত কারণই বলিতেছেন—'সমনুশিষ্টেন', ইত্যাদি, অর্থাৎ পিতার নিকট হইতেই পুত্রের শিক্ষাগ্রহণ করা কর্ত্তব্য। 'উপসংহৃতঃ'—(পিতা) মৃত হইলেন ॥ ৬ ॥

তথ্য—'নৈষ্ঠিক' ও 'উপকুর্ব্বাণ' ভেদে ব্রহ্মচারী দুই প্রকার। যাঁহারা যাবজ্জীবন গুরু-গৃহে থাকিয়া বেদ-অধ্যয়ন, গুরু-সেবা প্রভৃতি ব্রতাচারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। 'উপকুর্ব্বাণ' ব্রহ্মচারিগণ নৈষ্ঠিকগণের ন্যায় যাবজ্জীবন গুরুগৃহে অবস্থান করেন না, তাঁহারা গুরুর আদেশে সমাবর্ত্তন করিয়া গৃহস্থ হন। (মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়, ২৪৩ শ্লোক) ॥ ৬ ॥

অথ যবীয়সী দ্বিজসতী স্বগর্ভজাতং মিথুনং সপত্ন্যা উপন্যাস্য স্বয়মনুসংস্থয়া পতিলোকমগাৎ ॥৭॥

অন্বয়ঃ—অথ যবীয়সী (কনিষ্ঠা) দ্বিজসতী (তস্য ব্রাহ্মণস্য ভার্য্যা) স্বগর্ভজাতং মিথুনম্ (অপত্যদ্বয়ং) সপত্ন্যৈ উপন্যাস্য (উপ সমীপে ন্যাস্য সমর্প্য সপত্ন্যাধীনং কৃত্বা ইত্যর্থঃ) স্বয়ম্ অনুসংস্থয়া (অনুমরণেন) পতিলোকম্ অগাৎ (পতিম্ অনুসৃতবতী) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর (ব্রাহ্মণের পরলোক-প্রাপ্তির পর) ব্রাহ্মণের পতিব্রতা কনিষ্ঠা পত্নী স্বীয় গর্ভসম্ভূত কন্যা ও পুত্রকে সপত্নীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া সহমরণ-দ্বারা পতিলোকে গমন করিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—সপত্ন্যৈ উপন্যাস্য সপত্ন্যামিতি সপ্তম্যন্তোঽপি পাঠঃ। অনুসংস্থয়া অনুমরণেন সপ্তম্যন্তপাঠেঽপ্যয়মেবার্থঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সপত্ন্যৈ'—সপত্নীর নিকট (নিজ কন্যা ও পুত্রকে) অর্পণ করিয়া, (কনিষ্ঠা পত্নী), 'অনুসংস্থয়া'—সহমরণ-দ্বারা (পতিলোকে গমন করিলেন)। এই স্থলে 'সপত্ন্যাম্'—এইরূপ সপ্তম্যন্ত পাঠেও একই অর্থ ॥ ৭ ॥

পিতর্য্যুপরতে ভ্রাতর এনমতৎপ্রভাববিদস্ত্রয্যাং বিদ্যায়ামেব পর্য্যবসিতমতয়ো ন পরবিদ্যায়াং জড়মতিরিতি ভ্রাতুরনুশাসননির্বন্ধান্ন্যবৃৎসন্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—পিতরি উপরতে (মৃতে সতি) ত্রয্যাং (কর্ম্মকাণ্ডবিষয়ায়াং) বিদ্যায়াম্ এব পর্য্যবসিতমতয়ঃ (পর্য্যবসিতা নিশ্চয়ং গতা মতিঃ যেষাং তে তথাভূতাঃ) ন পরবিদ্যায়াম্ (আত্মবিদ্যায়াং ভগবদ্‌ভক্তিলক্ষণায়াম্ অনভিজ্ঞাঃ অতঃ) অতৎপ্রভাববিদঃ (ভরতস্য প্রভাবম্ আত্মারামত্বং ন বিদন্তি যে তে তথাভূতাঃ) ভ্রাতরঃ এনং (ভরতং) জড়মতিঃ (জড়া স্তব্ধা মতিঃ যস্য সঃ তথাভূতঃ অয়ম্) ইতি (মত্বা) ভ্রাতুঃ অনুশাসননির্ব্বন্ধাৎ (অস্য ভরতস্য অনুশাসনে শিক্ষণে যঃ পিতুঃ নির্ব্বন্ধঃ হঠঃ তস্মাৎ শিক্ষাপ্রদানাৎ) ন্যবৃৎসন্ (নিবৃত্তাঃ বভূবুঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—পিতার পরলোকপ্রাপ্তির পর ভরতের ভ্রাতৃবর্গ (নয়জন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা) ভরতকে জড়মতি বলিয়া স্থির করিয়া ভ্রাতা ভরতের শিক্ষাদি বিষয়ে পিতার যে মহদাগ্রহ ছিল, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। ভরতের ভ্রাতৃগণের মতি ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ-প্রতিপাদ্য কর্ম্মকাণ্ডেই আসক্ত ছিল। তাঁহাদের বুদ্ধি ভগবদ্ভক্তিলক্ষণা পরাবিদ্যায় প্রবিষ্ট হয় নাই, সুতরাং তাঁহারা ভরতের প্রভাব (আত্মারামত্ব) জানিতে পারিলেন না ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—অনুশিষ্টবতীতি শেষঃ এনমনুশিষ্টবতি পিতরি উপরতে সতীত্যন্বয়ঃ। ন্যবৃৎসন্ নিবর্ত্তিতুমৈচ্ছন্ লুঙি বা রূপং, নিবৃত্তা ইত্যর্থঃ। উভয়থাপ্যার্ষ-

প্রয়োগঃ। ন তু পিতেব তস্মিন্নত্যাগ্রহবন্তঃ ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পিতরি উপরতে'—ভরতকে শিক্ষাপ্রদান করিতে করিতে পিতা মৃত হইলে—এই অন্বয়। 'ন্যবৃৎসন্'—নিবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিলেন, ইহা 'লুড়ি বা'—এই সূত্রানুসারে লুটের আর্ষ-প্রয়োগ। ভ্রাতৃগণ তাঁহার শিক্ষাদানের আগ্রহ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পিতার ন্যায় শিক্ষাদান বিষয়ে আগ্রহান্বিত হইলেন না—এই ভাব ॥ ৮ ॥

স চ প্রাকৃতৈর্দ্বিপদপশুভিরুন্মত্তজড়বধিরমূকেত্যভিভাষ্যমাণো যদা তদনুরূপাণি প্রভাষতে কর্ম্মাণি চ কার্য্যমাণঃ পরেচ্ছয়া করোতি। বিষ্টিতো বেতনতো বা যাচ্ঞয়া যদৃচ্ছয়াবোপসাদিতমল্পং বহু মৃষ্টং কদন্নং বাভ্যবহরতি পরং নেন্দ্রিয়প্রীতিনিমিত্তম্। নিত্যনিবৃত্ত-নিমিত্ত-স্বসিদ্ধবিশুদ্ধানুভবানন্দস্বাত্মলাভাধিগমঃ সুখদুঃখয়োর্দ্বন্দ্বনিমিত্তয়োরসম্ভাবিতদেহাভিমানঃ শীতোষ্ণবাতবর্ষেষু বৃষ ইবানাবৃতাঙ্গঃ পীনঃ সংহননাঙ্গঃ স্থণ্ডিলসংবেশনানুন্মর্দ্দনামজ্জনরজসা মহামণিরিবানভিব্যক্তব্রহ্মবর্চ্চসঃ কুপটাবৃতকটিরুপবীতেনোরুমসিনা দ্বিজাতিরিতি ব্রহ্মবন্ধুরিতি সংজ্ঞয়া তজ্জ্ঞজনাবমতো বিচচার ॥ ৯-১০ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ চ (জড়মতিঃ ভরতঃ) যদা প্রাকৃতৈঃ (নীচৈঃ) দ্বিপদপশুভিঃ (পশুতুল্যবিবেকশূন্যৈঃ দ্বিপদৈঃ মূর্খমনুষ্যৈঃ) উন্মত্তজড়বধিরমূকেত্যভিভাষ্যমাণঃ (হে উন্মত্ত, হে জড়, ইত্যেবং নির্দ্দিষ্টঃ ভবতি তদা) তদনুরূপাণি (উন্মত্তাদিযোগ্যান্যেব বচনানি) প্রভাষতে (কথয়তি)। (তৈঃ এব চ সঃ যদা) কর্ম্মাণি চ কার্য্যমাণঃ (ভবতি তদা) পরেচ্ছয়া (যঃ যস্মিন্ কর্ম্মণি নিযোজয়তি তস্যাজ্ঞয়া তদেব কর্ম্ম) বিষ্টিতঃ (মূল্যমন্তরেণ বলাৎ যৎ কর্ম্ম কার্য্যতে সা বিষ্টিঃ ততঃ তদনুসারতঃ) বেতনতঃ (বেতনং মূল্যসঙ্কেতঃ ততঃ তদনুসারতঃ) বা করোতি। যাচ্ঞয়া (প্রার্থনয়া) যদৃচ্ছয়া (যাচ্ঞাদিপ্রযত্নং বিনা দৈবাৎ এব) বা উপসাদিতং (প্রাপ্তং তৎ) অল্পং বহু (বা) মৃষ্টং (মধুরং) কদন্নং বা পরং (কেবলম্) অভ্যবহরতি (ভুঙ্ক্তে কিন্তু)। ইন্দ্রিয়প্রীতিনিমিত্তং ন (ন ইন্দ্রিয়প্রীতয়ে তদ্ভুঙ্ক্তে ইত্যর্থঃ। যতঃ) নিত্যনিবৃত্তনিমিত্ত-স্বসিদ্ধবিশুদ্ধানুভবানন্দস্বাত্মলাভাধিগমঃ (সঃ ভরতঃ নিত্যং সদা নিবৃত্তং গতং নিমিত্তং সুখদুঃখনিমিত্তম্ আত্মস্বরূপতিরোধায়কং পুণ্যাপুণ্যাত্মকং কর্ম্ম যস্মাৎ সঃ উৎপাদকশূন্যঃ স্বসিদ্ধঃ অভিব্যঞ্জকশূন্যঃ নিত্যসিদ্ধঃ বিশুদ্ধঃ কেবলঃ রাগাদিরহিতঃ যঃ অনুভবঃ জ্ঞানং সঃ এব আনন্দরূপঃ স্বাত্মা, তস্য লাভঃ এবম্ভূতঃ অহমিতিজ্ঞানং, তস্য অধিগমঃ প্রাপ্তিঃ যাথাত্ম্যবিজ্ঞানম্ অস্তি যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) দ্বন্দ্বনিমিত্তয়োঃ (দ্বন্দ্বানি শীতোষ্ণাদীনি সম্মানাবমানাদীনি নিমিত্তানি তদ্ধেতুকয়োঃ) সুখদুঃখয়োঃ অসম্ভাবিতদেহাভিমানঃ (অসম্ভাবিতঃ অনারোপিতঃ দেহাভিমানঃ যেন সঃ তাদৃশঃ আসীদিত্যর্থঃ। অতএব) বৃষঃ (বলীবর্দ্দঃ) ইব পীনঃ (পুষ্টঃ) সংহননাঙ্গঃ (সংহন্যন্তে নিবিড়ীভবন্তি অঙ্গানি যস্য সঃ তাদৃশঃ কঠিনাবয়বঃ ভরতঃ) শীতোষ্ণবাতবর্ষেষু অনাবৃতাঙ্গঃ (অনাবৃতম্ অনাচ্ছন্নম্ অঙ্গং যস্য সঃ বস্ত্রকম্বলাদিনা অনাচ্ছাদিতশরীরঃ) স্থণ্ডিলসংবেশনানুন্মর্দ্দনামজ্জনরজসা (স্থণ্ডিলসংবেশনং ভূমিশয়নম্ অনুন্মর্দ্দনং মর্দ্দনাভাবঃ, অমজ্জনং স্নানাভাবঃ তৈঃ যদ্রজঃ শরীরমালিন্যং তেন) অনভিব্যক্তব্রহ্মবর্চ্চসঃ (অনভিব্যক্তম্ অপ্রকটং ব্রহ্মবর্চ্চসং ব্রাহ্মং তেজঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ) মহামণিঃ ইব কুপটাবৃতকটিঃ (কুপটেন কুৎসিতেন মলিনেন পটেন আবৃতা আচ্ছাদিতা কটিঃ কটিদেশঃ যস্য সঃ কুৎসিতবস্ত্রাচ্ছাদিতকটিদেশঃ) উরুমসিনা (অতীবমলিনেন) উপবীতেন (যজ্ঞসূত্রেণ) দ্বিজাতিঃ ইতি ব্রহ্মবন্ধুঃ (ব্রাহ্মণাধমঃ) ইতি (চ) সংজ্ঞয়া অতজ্জ্ঞজনাবমতঃ (ন তত্ত্বতঃ তং জানন্তি যে তৈঃ অতত্ত্বজ্ঞজনৈঃ যোগীশ্বরচর্য্যানভিজ্ঞজনৈঃ অবমতঃ অবজ্ঞাতঃ নিন্দিতঃ সন্) বিচচার (বভ্রাম) ॥ ৯-১০ ॥

অনুবাদ—এদিকে নীচ-প্রকৃতি বিবেকশূন্য দ্বিপদ পশুতুল্য মনুষ্যগণ ভরতকে উন্মত্ত, জড়, বধির বা মূক বলিয়া সম্ভাষণ করিতে থাকিলে তিনিও তাহাদের সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন অর্থাৎ তাহাদিগের সম্ভাষণানুযায়ী তিনিও তাহাদিগের নিকট উন্মত্ত, বধির প্রভৃতির ন্যায় কথা বলিতে লাগিলেন। কেহ কোনও কর্ম্ম করাইতে ইচ্ছা করিলে তিনি তাহারই ইচ্ছায় কর্ম্ম করিতে

লাগিলেন। বিনা বেতনে কার্য্য করিয়া যে কিছু খাদ্য-দ্রব্য পাইতেন অথবা বেতন হইতে কিম্বা যাচ্‌ঞা দ্বারা বা দৈবাৎ যৎকিঞ্চিৎ কদর্য্য খাদ্য যাহা আসিয়া উপস্থিত হইত, তিনি তাহাই ভোজন মাত্র করিতেন, ইন্দ্রিয়প্রীতির নিমিত্ত তাহা গ্রহণ করিতেন না। যেহেতু, তিনি পূর্ব্বেই সুখদুঃখোৎপাদক শুভাশুভ-কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বতঃসিদ্ধ অপ্রাকৃত অনুভবানন্দের সহিত নিজাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণপ্রতীতি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সুখ-দুঃখাদির হেতু মানাপমানাদিদ্বন্দ্ব-জনিত দেহাভিমান ছিল না। তাঁহার শরীর বৃষের ন্যায় পুষ্ট ও অবয়বসকল সুদৃঢ় ছিল, তিনি শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষাদিতে বস্ত্রদ্বারা গাত্র আচ্ছাদন করিতেন না। ভূমি-শয়ন, তৈল-অমর্দ্দন এবং অস্নান জন্য তাঁহার দেহ মলিন হওয়ায় ব্রহ্মতেজ মহামণির ন্যায় প্রচ্ছন্ন থাকিত এবং কটীদেশে কুৎসিৎ বসন, বক্ষঃস্থলে মলিন যজ্ঞসূত্র থাকাতে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণাধম বলিয়া অবজ্ঞা করিত। তিনি সেই সকল অজ্ঞজনের দ্বারা এইরূপে অপমানিত হইয়া ভ্রমণ করিতেন ॥৯-১০॥

বিশ্বনাথ—মূল্যমন্তরেণ বলাৎ যৎ কার্য্যতে সা বিষ্টিঃ। নিত্যং সদৈব পূর্ব্বজন্মন্যপি নিবৃত্তং নিমিত্তং কর্ম্ম যস্য সঃ। স্বসিদ্ধেন স্বতএব সিদ্ধেন বিশুদ্ধেনাপ্রাকৃতেন অনুভবানন্দেন দৃষ্টেনৈব স্বাত্মনঃ স্বেষ্টদেবস্য কৃষ্ণস্য লাভাধিগমঃ লাভঃ প্রতীতির্যস্মিন্ স চ স চ সঃ। অতএব দ্বন্দ্বানি সম্মাননাবমানাদীনি তদ্ধেতুকয়োঃ সুখদুঃখয়োরকৃতদেহাভিমানঃ। অতএব নেন্দ্রিয়প্রীতিনিমিত্তমভ্যবহরতীত্যন্বয়ঃ। অপাবৃতাঙ্গঃ অনাবৃতাঙ্গঃ সংহননাঙ্গঃ অতিবলিষ্ঠগাত্রঃ স্থণ্ডিলসম্বেশনং ভূমিশয়নং অনুন্মর্দ্দনমভ্যাঙ্গাদ্যভাবঃ অমজ্জনং স্নানাভাবস্তৈর্যদ্রজস্তেনানভিব্যক্তং ব্রহ্মবর্চ্চসং ব্রাহ্মং তেজো যস্য সঃ, উরুমসিনা অতিমলিনেন ॥ ৯-১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিষ্টিতঃ'—বিনা বেতনে বলপূর্ব্বক যে কার্য্য করান হয়, তাহাকে 'বিষ্টি' বলে, তাহার দ্বারা। 'নিত্য-নিবৃত্ত-নিমিত্ত'—ইত্যাদি, নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদাই পূর্ব্বজন্মেও যাঁহার নিমিত্ত কর্ম্ম নিবৃত্তই ছিল, সেই ভরত। 'স্বসিদ্ধ'—বলিতে স্বাভাবিকভাবেই বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত অনুভবানন্দের সহিত নিজ ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতীতি যাহাতে, তাহা তিনি লাভ করিয়াছিলেন। 'দ্বন্দ্ব-নিমিত্তয়োঃ' ইত্যাদি—অতএব দ্বন্দ্ব অর্থাৎ মান, অপমানাদি, তাহার হেতু যে সুখ-দুঃখাদি, তাহাতে তিনি দেহাভিমান করিতেন না। এইজন্যই ইন্দ্রিয়প্রীতির নিমিত্ত তিনি আহার গ্রহণ করিতেন না—এই অন্বয়। 'অপাবৃতাঙ্গঃ'—তাঁহার অঙ্গ সর্ব্বদা অনাবৃত থাকিত। 'সংহননাঙ্গঃ'—তাঁহার দেহ সুপুষ্ট ও অঙ্গসমূহ সুদৃঢ় ছিল। 'স্থণ্ডিল-সম্বেশন' ইত্যাদি—ভূমিতে শয়ন, এবং তৈলমর্দ্দন ও স্নানের অভাবে ধূলারাশির দ্বারা (আচ্ছন্ন মহামণির ন্যায়) তাঁহার ব্রহ্মতেজঃ আবৃত ছিল। 'উরুমসিনা'—অত্যন্ত মলিন (বস্ত্রে তাঁহার কটিদেশ আবৃত থাকিত।) ॥ ৯-১০ ॥

যদা তু পরত আহারং কর্ম্মবেতনত ঈহমানঃ স্বভ্রাতৃভিরপি কেদারকর্ম্মণি নিরূপিতস্তদপি করোতি কিন্তু সমং বিষমং ন্যূনমধিকমিতি ন বেদ। কণপিণ্যাক ফলীকরণকুল্মাষস্থালীপুরীষাদীন্যপ্যমৃতবদভ্যবহরতি ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যদা তু (যস্মিন্ কালে সঃ ভরতঃ) পরতঃ (পরেভ্যঃ) কর্ম্মবেতনতঃ) (কর্ম্মমূল্যেন আহারম্ (অন্নপানাদিকম্) ঈহমানঃ (অপেক্ষমানঃ ভবতি তদা) স্বভ্রাতৃভিঃ অপি (নিজভ্রাতৃভিঃ অপি আহারাদিলোভেন) কেদারকর্ম্মণি (শালিক্ষেত্রে কর্দ্দমবিলোড়নাদৌ) নিরূপিতঃ (নিযুক্তঃ সন্) তদপি করোতি (অনুতিষ্ঠতি) কিন্তু (অত্র কর্দ্দমস্য প্রক্ষেপে ক্ষেত্রং) সমং (স্যাৎ, ইতঃ অস্মাৎ স্থানাৎ কর্দ্দমস্য উদ্ধরণে) বিষমং (স্যাৎ উতঃ) ন্যূনম্ অধিকং (বা স্যাৎ) ইতি ন বেদ (ন জানাতি)। কণপিণ্যাকফলীকরণকুল্মাষস্থালীপুরীষাদীনি অপি (কণাঃ চূর্ণতণ্ডুলাঃ, পিণ্যাকং তৈলযন্ত্রোত্থিতং তিলকিট্টং, ফলীকরণং তুষাঃ, কুল্মাষাঃ, কীটদষ্টমাষাঃ স্থালীপুরীষং স্থালীলগ্নং দগ্ধান্নং তানি ভ্রাতৃভিঃ দত্তানি কণাদীনি চ) অমৃতবৎ অভ্যবহরতি (ভুঙ্‌ক্তে) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যখন তিনি পরের নিকট হইতে কর্ম্মমূল্যস্বরূপে আহার মাত্র পাইবার অপেক্ষা করিতেন, তখন তাঁহার ভ্রাতারাও তাহাকে আহারের

লোভ দেখাইয়া শালীক্ষেত্রের কর্দ্দমবিলোড়নাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। তিনিও তাহাই করিতেন। কিন্তু কিরূপে কর্দ্দম প্রক্ষেপ করিলে ক্ষেত্র সম, বিষম, নিম্ন বা উন্নত হইবে—ইহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার ভ্রাতৃগণ তণ্ডুলকণা, পিণ্যাক (খইল), তুষ, কীটদণ্ট মাষ বা পাকস্থলীলগ্ন দগ্ধ অন্ন প্রভৃতি আহার করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে যাহা কিছু প্রদান করিতেন, তিনি তাহাই অমৃতের ন্যায় ভোজন করিতেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ম্মবেতনতঃ কর্ম্মমূল্যেন আহারমীহমনো যদা ভবতি তদা স্বভ্রাতৃভিরিতি সর্ব্বং দিনং কর্ম্ম কারয়িত্বা আহারমাত্রং চেদন্যে দদতি তর্হি বয়মেব তথা কারয়ামঃ অপ্রতিষ্ঠা চ ন-স্তাবতী ন ভবিষ্যতীতি মত্বেতি ভাবঃ। কর্দ্দমবিলোড়নাদিকর্ম্মণি অত্র কর্দ্দমস্য প্রক্ষেপে ক্ষেত্রং সমং ভবেদিত উদ্ধরণে বিষমং ভবেদিত্যাদি তু ন বেদ। পিণ্যাকং তৈলযন্ত্রোদ্ধৃতং তিলকিট্টং, ফলীকরণং তুষঃ, কুল্মাষাঃ কীটবিদ্ধমাষাঃ, স্থালীপুরীষং স্থালীলগ্নং দগ্ধান্নং, তদাদীনি ভ্রাতৃভির্দত্তানি ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কর্ম্মবেতনতঃ'—কর্ম্মের বেতনরূপে অপরের নিকট হইতে যখন আহারমাত্র লাভের ইচ্ছা করিতেন, তখন 'স্বভ্রাতৃভিঃ অপি'—সারাদিন কাজ করাইয়া আহারমাত্র যদি অপরে দেয়, তবে আমরাও সেইরূপ করাইব, ইহাতে আমাদের কোন অপ্রতিষ্ঠাও (দুর্নামও) হইবে না—এইরূপ মনে করিয়া নিজ ভ্রাতৃগণও তাঁহাকে ধান্যক্ষেত্রের কার্য্যে নিযুক্ত করিল। 'কর্দ্দম-বিলোড়নাদি-কর্ম্মণি'—এই স্থানে কর্দ্দম নিক্ষেপ করিলে ক্ষেত্র সমতল হইবে, এখান হইতে মৃত্তিকা উঠাইয়া লইলে উহা বিষম (অসমতল) হইবে, ইত্যাদি কিছুই তিনি জানিতেন না। 'পিণ্যাকং'—তিল প্রভৃতির খৈইল, 'ফলীকরণ' বলিতে তুষ, 'কুল্মাষ'—কীট-দূষিত কলাই, 'স্থালীপুরীষ'—পাকভাণ্ডে সংলগ্ন দগ্ধ অন্ন প্রভৃতি। 'তদাদীনি'—ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত সেই সকল খাদ্যবস্তু (তিনি অমৃতের ন্যায় ভোজন করিতেন।) ॥ ১১ ॥

অথ কদাচিৎ কশ্চিদ্ বৃষলপতির্ভদ্রকাল্যৈ পুরুষপশুমালভতাপত্যকামঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) কদাচিৎ কশ্চিৎ বৃষলপতিঃ (শূদ্রসামন্তশ্চৌররাজঃ) অপত্যকামঃ (পুত্রার্থী সন্) ভদ্রকাল্যৈ (দেব্যৈ বলিং দাতুং) পুরুষপশুম্ আলভত (আলব্ধুং প্রবৃত্তঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর একদিন কোন এক শূদ্র-সামন্ত-চৌররাজ পুত্রকামনায় ভদ্রকালীর নিকট নর-পশু বলিদান করিতে উদ্যোগ করিল ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—বৃষলপতিঃ শূদ্রসামন্তশ্চৌররাজঃ। আলভত আলব্ধুং প্রবৃত্তঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৃষলপতিঃ'—এক শূদ্র সামন্ত চৌররাজ। 'আলভত'—(নরপশু) বলি দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ॥ ১২ ॥

তস্য হ দৈববিমুক্তস্য পশোঃ পদবীং তদনুচরাঃ পরিধাবন্তো নিশি নিশীথসময়ে তমসাবৃতায়ামনধিগতপশব আকস্মিকেন বিধিনা কেদারান্ বীরাসনেন মৃগবরাহাদিভ্যঃ সংরক্ষমাণমঙ্গিরঃপ্রবরসুতমপশ্যন্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা) তস্য হ (এবং কৃতসঙ্কল্পস্য বৃষলপতেঃ) দৈববিমুক্তস্য (দৈবাৎ বন্ধনবিমুক্তস্য হস্তাৎ নির্গতস্য মরণভয়াৎ পলায়িতস্য) পশোঃ (পুরুষপশোঃ) পদবীং (মার্গং) পরিধাবন্তঃ (পরিতঃ ধাবন্তঃ অন্বেষমাণাঃ) তদনুচরাঃ (তস্য রাজ্ঞঃ অনুচরাঃ ভৃত্যাঃ) অনধিগতপশবঃ (পশুম্ অপ্রাপ্য) তমসাবৃতায়াং (তমসা ব্যাপ্তায়াং ঘোরান্ধকারাচ্ছন্নায়াং) নিশি (রাত্রৌ) নিশীথসময়ে (অর্দ্ধরাত্রাবসরে) আকস্মিকেন বিধিনা (আকস্মিকঃ দৈবনির্ম্মিতঃ বিধিঃ প্রকারঃ তেন সহসা) বীরাসনেন (ঊর্দ্ধাবস্থানেন) মৃগবরাহাদিভ্যঃ কেদারান্ (ধান্যক্ষেত্রাণি) সংরক্ষমাণম্ অঙ্গিরঃপ্রবরসূতং (ব্রাহ্মণতনয়ং তং তাদৃশং ভরতম্) অপশ্যন্ (দদৃশুঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—তাঁহার সেই পুরুষপশু দৈবক্রমে বন্ধনভ্রষ্ট হইয়া পলায়ন করিল। ঐ দস্যুরাজের অনুচরগণ সেই পশুর অনুসন্ধান করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল। কিন্তু কোথাও পশু প্রাপ্ত হইল না। ভ্রমণ করিতে করিতে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি দ্বিপ্রহর সময়ে অকস্মাৎ এক ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া

দেখিতে পাইল যে আঙ্গিরসগোত্রোদ্ভূত ব্রাহ্মণতনয় কোন একটি উর্দ্ধ্বস্থানে উপবেশন করিয়া মৃগ ও বরাহাদি পশুকুল হইতে ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—দৈবাদ্বন্ধনবিমুক্তস্য পলায়িতস্য পুরুষ-পশোঃ, বীরাসনেন উর্দ্ধ্বাবস্থানেন ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দৈবাৎ'—দৈবক্রমে বন্ধন হইতে 'বিমুক্ত', অর্থাৎ পলায়িত নরপশুর (অনুসন্ধান করিতে করিতে ঐ দস্যুরাজের অনুচরগণ চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইয়া), 'বীরাসনেন'—উর্দ্ধ্বাসনে উপবিষ্ট (ভরতকে দেখিতে পাইল।) ॥ ১৩ ॥

অথ ত এনমনবদ্যলক্ষণমবমৃষ্য ভর্ত্তৃকর্ম্মনিষ্পত্তিং মন্যমানা বদ্ধ্বা রশনয়া চণ্ডিকাগৃহমুপনিন্যুর্মুদা বিকসিতবদনাঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—অথ তে (রাজ্ঞঃ অনুচরাঃ) এনং (ভরতম্) অনবদ্যলক্ষণং (পশুলক্ষণযুক্তং স্থৌলত্বাদিগুণসম্পন্নম্) অবমৃষ্য (জ্ঞাত্বা) ভর্ত্তৃকর্ম্মনিষ্পত্তিম্ মন্যমানাঃ (অনেনৈব ভর্ত্তুঃ প্রভোঃ কর্ম্মণঃ নিষ্পত্তিঃ ভবিষ্যতি ইতি নিশ্চিত্য) রশনয়া (রজ্জ্বা) বদ্ধ্বা মুদা (হর্ষেণ) বিকসিতবদনাঃ (প্রফুল্ল-বদনাঃ সন্তঃ) চণ্ডিকাগৃহং (চণ্ডিকাকায়াঃ ভদ্রকাল্যাঃ গৃহম্ উপনিন্যুঃ (তং ভরতং নীতবন্তঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তাহারা ঐ ভরতকে সমুদয় সুলক্ষণ-সম্পন্ন পুরুষ-পশু বিবেচনা করিয়া, ইহার দ্বারাই প্রভুর কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারিবে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাহাকে (ভরতকে) রজ্জুদ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক হর্ষোৎফুল্ল সহাস্যবদনে চণ্ডিকার মন্দিরে লইয়া গেল ॥ ১৪ ॥

অথ পণয়স্তং স্ববিধিনাভিষিচ্যাহতেন বাসসাচ্ছাদ্য ভূষণালেপস্রক্তিলকাদিভিরুপস্কৃতং ভুক্তবন্তং ধূপ-দীপ-মাল্য-লাজ-কিশলয়াঙ্কুর-ফলোপহারোপেতয়া বৈশসসংস্থয়া মহতা গীতস্তুতিমৃদঙ্গপণবঘোষেণ চ পুরুষপশুং ভদ্রকাল্যাঃ পুরত উপবেশয়ামাসুঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—অথ পণয়ঃ (চৌরাঃ) তম্ (আঙ্গিরস-সুতং ভরতং) স্ববিধিনা (স্বকল্পিতবিধ্যনুসারেণ) অভিষিচ্য (স্নাপয়িত্বা) অহতেন (নূতনেন অচ্ছিন্নেন বা) বাসসা (বস্ত্রেণ) আচ্ছাদ্য ভূষণালেপস্রক্তিলকাদিভিঃ (পশুযোগ্যালঙ্কারগন্ধচন্দনমাল্যাদিভিঃ) উপস্কৃতম্ (অলঙ্কৃতং কৃত্বা) ভুক্তবন্তং (ভোজয়িত্বা চ) পুরুষপশুং (পুরুষঃ এব পশুঃ তং নরপশুত্বেন কল্পিতং ভরতং) ধূপদীপমাল্যলাজকিশলয়াঙ্কুর-ফলোপহারোপেতয়া (ধূপাদিভিঃ উপেতয়া যুক্তয়া) বৈশসসংস্থয়া (হিংসাবিধানেন) মহতা গীতস্তুতি-মৃদঙ্গপণবঘোষেণ চ (গীতাদিঘোষেণ চ সহ) ভদ্রকাল্যাঃ পুরতঃ (সমীপে অধোবদনং কারয়িত্বা) উপবেশয়ামাসুঃ (স্থাপিতবন্তঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর চৌরগণ সেই অঙ্গিরসপুত্র ভরতকে তাহাদের স্বকল্পিত বিধানানুসারে স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্র দ্বারা তাঁহার অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া দিল এবং পশুযোগ্য অলঙ্কার, গন্ধ, তিলক, চন্দন, মাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত করাইয়া তাঁহাকে ভোজন করাইল। ভোজনান্তে তাহাদের কল্পিত পুরুষ-পশুকে (ভরতকে) ধূপ, দীপ, মাল্য, লাজ, নূতনপত্র, দূর্ব্বাঙ্কুর ও ফলাদি-উপহার দ্বারা হিংসাবিধিবিহিত পূজা সমাপন-পূর্ব্বক উচ্চগীত, স্তুতি এবং মৃদঙ্গ পণবাদির সুমহৎ নির্ঘোষের সহিত ভদ্রকালীর সমীপে (অধোবদন করাইয়া) উপবেশন করাইল ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—পণয়শ্চৌরাণাং পুরোহিতাঃ অহতেন নূতনেন বৈশসসংস্থয়া হিংসাবিধানেন যুক্তম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পণয়ঃ'—চৌরদের পুরোহিতগণ। 'অহতেন'—নূতন (বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করাইয়া), 'বৈশস-সংস্থয়া'—হিংসাকালীন বিধান অনুসারে ॥ ১৫ ॥

অথ বৃষলরাজপণিঃপুরুষপশোরসৃগাসবেন দেবীং ভদ্রকালীং যক্ষ্যমাণস্তদভিমন্ত্রিতমসিমতিকরালং নিশিতমুপাদদে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অথ বৃষলরাজপণিঃ (বৃষলরাজস্য পণিঃ মুখ্য পুরোহিতত্বেন বর্ত্তমানঃ চৌরঃ) পুরুষপশোঃ (পশুত্বেন উপকল্পিতস্য পশোঃ ভরতস্য) অসৃগাসবেন (অসৃক্ রক্তম্ এব আসবং মদ্যং তেন মাদকরু-ধিরেণ) দেবীং ভদ্রকালীং যক্ষ্যমাণঃ (তর্পয়িষ্যমাণঃ

তর্পয়িতুমিচ্ছন্) তদভিমন্ত্রিতং (ভদ্রকালীমন্ত্রেণ অভিমন্ত্রিতম্) অতিকরালং (স্বরূপেনাতিভয়ঙ্করং) নিশিতং (শাণিতং, তৈলধৌতম্) অসিং (খড়্গম্) উপাদদে (জগ্রাহ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—তৎপরে দস্যুরাজের মুখ্য পৌরহিত্য-কর্ম্মে যে চৌর নিযুক্ত হইয়াছিল, সে ঐ উপকল্পিত পুরুষপশুর শোণিতাসব দ্বারা ভদ্রকালী দেবীর তর্পণ বিধান-কামনায় ভদ্রকালী-মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া একটি ভীষণ তীক্ষ্ণধার খড়্গ গ্রহণ করিল ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—বৃষলরাজস্য পণিঃ মুখ্যঃ পুরোহিতঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৃষলরাজ-পণিঃ'—শূদ্র-রাজের মুখ্য পুরোহিত ॥ ১৬ ॥

———

ইতি তেষাং বৃষলানাং রজস্তমঃপ্রকৃতীনাং ধন-মদরজ-উৎসিক্তমনসাং ভগবৎকলাধীরকুলং কদর্থী-কৃত্যোৎপথেন স্বৈরং বিহরতাং হিংসাবিহারাণাং কর্ম্মাতিদারুণং যদ্‌ব্রহ্মভূতস্য সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মর্ষিসুতস্য নির্ব্বৈরস্য সর্ব্বভূতসুহৃদঃ সূনায়ামপ্যননুমতমালভনং তদুপলভ্য ব্রহ্মতেজসাতিদুর্ব্বিষহেণ দন্দহ্যমানেন বপুষা সহসোচ্চচাট সৈব দেবী ভদ্রকালী ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি (ইত্যেবং প্রকারং) রজস্তমঃ-প্রকৃতীনাং (রজস্তমোভ্যাং ব্যাপ্তা প্রকৃতিঃ যেষাং তেষাং রজস্তমঃপ্রচুরাণাং) ধনমদরজ-উৎসিক্তমনসাং (ধনমদঃ এব রজঃ তেন উৎসিক্তং ত্যক্তমর্য্যাদং মনঃ যেষাং তেষাং ধনগর্ব্বেণ বিচলিতচিত্তানাং) ভগবৎ-কলাধীরকুলং (ভগবতঃ কলা অংশঃ তদ্‌যুক্তং ধীরাণাং ব্রাহ্মণানাং কুলং) কদর্থীকৃত্য (তুচ্ছীকৃত্য) উৎপথেন (দুর্ম্মার্গেণ) স্বৈরং (স্বেচ্ছয়া) বিহরতাং (প্রবর্ত্তমানানাং) হিংসাবিহারাণাং (হিংসা এব বিহারঃ যেষাং তেষাং হিংসয়া জীবিকানির্ব্বাহং কুর্ব্বতাং) তেষাং বৃষলানাং (বৃষঃ ধর্ম্মঃ লীয়তে নাশ্যতে এভিঃ ইতি বৃষলঃ শূদ্রঃ তেষাং শূদ্রাণাং) সূনায়াম্ (আপৎকালে) অপি অননুমতম্ (অননু-জ্ঞাতং) সর্ব্বসুহৃদঃ (সর্ব্বত্রবন্ধুভাবাপন্নস্য) অত-এব নির্ব্বৈরস্য (শত্রুরহিতস্য) ব্রহ্মভূতস্য (ভগবদ্-গতাত্মনঃ) ব্রহ্মর্ষিসুতস্য (ব্রহ্মর্ষেঃ অঙ্গিরসঃ সুতস্য ভরতস্য) অতিদারুণং (সর্ব্বথা অকর্ত্তব্যং) যৎ আলভনং (ব্রহ্মহিংসাত্মকং ভগবদ্‌বিরোধং) কর্ম্ম তৎ উপলভ্য (জ্ঞাত্বা) সা এব দেবী ভদ্রকালী অতি দুর্ব্বিষহেণ (সোঢ়ুম্ অশক্যেন) ব্রহ্মতেজসা দন্দহ্য-মানেন (অতিতরাং দহ্যমানেন দগ্ধীভূতেন) বপুষা (দেহেন) সহসা (তৎক্ষণাদেব) উচ্চচাট (প্রতিমাং ত্যক্ত্বা বহিঃ নির্গতা বভূব) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ঐ দস্যুগণের প্রকৃতি রজ ও তমো-গুণে আচ্ছন্ন ছিল এবং উহাদের মন ধনমদে মত্ত হওয়ায় মর্য্যাদাশূন্য হইয়াছিল, সুতরাং উহারা ভগ-বানের অংশযুক্ত ব্রাহ্মণকুলকে তুচ্ছ করিয়া স্বেচ্ছা-চারী হইয়া কুপথে বিচরণ করিতেছিল, হিংসাই তাহাদের ক্রীড়োৎসব হইয়াছিল। এই সকল কারণেই উহারা পূর্ব্বোক্তপ্রকার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। সর্ব্বভূতসুহৃদ্ সুতরাং শত্রুহীন, ভগবদ্‌গতচিত্ত, ব্রহ্মর্ষি-নন্দনের বধ আপৎকালীন লৌকিক হত্যা-বিধিরও অনুমোদিত নহে। সুতরাং দেবী সেই-সকল ধর্ম্মবিলোপ-সাধনপ্রয়াসী শূদ্রগণের অতি দারুণ, সর্ব্বদা অকর্ত্তব্য ব্রহ্মহিংসাত্মক ভগবদ্‌বিরোধের বিষয় বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার দেহ ব্রহ্মতেজো-দ্বারা অতিশয় সন্তপ্ত হইতে থাকিল। তাই তিনি অবিলম্বে প্রতিমা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বহির্গত হইলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবতঃ কলানামবতারাণাং বীরাঃ সেনান্যো যে ভক্তাস্তেষাং কুলং কদর্থীকৃত্য দুঃখয়িত্বা স্বৈরং বিহরতাং যৎ কর্ম্ম তদুপলভ্য দেবী উচ্চচাট প্রতিমাং ভিত্ত্বা বহির্নির্জগাম। যদ্বা, সৈব প্রতিমারূপা দেব্যেব উচ্চচাট ভরততেজসা ছিন্নভিন্না বভূব, ন তু তদীয়াসিনা ভরতশ্ছিন্নো বভূব ইত্যেবকারার্থো ব্যক্তঃ। সূনায়ামাপৎকালে স্বরক্ষার্থমনুজ্ঞাতায়ামপি হিংসায়াম-ননুজ্ঞাতং সর্ব্বথৈব নিষিদ্ধমালভনমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভগবৎকলা-বীরকুলং'—শ্রীভগবানের কলা বলিতে অবতারবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা 'বীর', অর্থাৎ সেনানী-স্বরূপ যে ভক্তগণ, তাঁহাদের কুলকে, (এই স্থলে 'ধীরকুলং'—এইরূপ পাঠান্তর আছে।) 'কদর্থীকৃত্য'—দুঃখপ্রদান করতঃ, স্বেচ্ছানুসারে অসৎপথে বিচরণকারী সেই শূদ্রগণের যে কর্ম্ম, তাহা জানিতে পারিয়া দেবী (ভদ্রকালী)

'উচ্চচাট'—প্রতিমা ভেদ করিয়া বহির্গতা হইলেন। অথবা—সেই প্রতিমরূপা দেবীই ভরতের তেজে ছিন্নভিন্না হইলেন, কিন্তু তদীয় অসির দ্বারা ভরত ছিন্ন হন নাই—এইরূপে 'সৈব'—এই স্থলের 'এব'-কারের অর্থ ব্যক্ত হইল। 'সুনায়াম্ অপি'—আপৎ-কালে স্বরক্ষার্থে অনুমোদিত হিংসাতেও যাহা অননুজ্ঞাত, অর্থাৎ এতাদৃশ মহাপুরুষের হত্যা সর্ব্বপ্রকারেই নিষিদ্ধ—এই অর্থ ॥ ১৭ ॥

ভৃশমমর্ষরোষাবেশরভসবিলসিত-ভ্রূকুটিবিটপ-কুটিলদংষ্ট্রারুণেক্ষণাটোপাতিভয়ানকবদনা হন্তুকামেবেদং মহাট্টহাসমতিসংরম্ভেণ বিমুঞ্চন্তী তত উৎপত্য পাপীয়সাং দুষ্টানাং বৃষলানাং তেনৈবাসিনা বিবৃক্ণ-শীর্ষ্ণাং গলাৎ স্রবন্তমসৃগাসবমত্যুষ্ণং সহ গণেন নিপীয়াতিপানমদবিহ্বলোচ্চৈস্তরাং স্বপার্ষদৈঃ সহ জগৌ ননর্ত্ত চ বিজহার চ শিরঃকন্দুকলীলয়া ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—ভৃশম্ (অত্যন্তম্) অমর্ষরোষাবেশরভস-বিলসিতভ্রূকুটিবিটপকুটিলদংষ্ট্রারুণেক্ষণাটোপাতিভয়ানকবদনা (অমর্ষঃ অপরাধাসহনং, রোষশ্চ বপুষঃ দাহনং তয়োঃ অমর্ষরোষয়োঃ যঃ আবেশঃ, তস্য রভসেন বেগেন বিলসিতঃ উজ্জৃম্ভিতঃ প্রকাশিতঃ যঃ ভ্রূকুটিলক্ষণঃ বিটপঃ শাখা, কুটিলাঃ দংষ্ট্রাশ্চ অরুণানি ঈক্ষণানি চ, তেষাম্ আটোপঃ সম্ভ্রমঃ তেন অতিভয়ানকং বদনং যস্যাঃ সা তথাভূতা সতী) ইদং (বিশ্বং) হন্তুকামা (হন্তুম উদ্যতা) ইব অতিসংরম্ভেণ (অতীব ক্রোধেন মহাট্টহাসং বিমুঞ্চন্তী (মহান্তম্ অট্টহাসং সনাদহাসং কুর্ব্বতী সতী) ততঃ (প্রতিমারূপাৎ স্থানাৎ সহসা) উৎপত্য পাপীয়সাং (পাপিষ্ঠানাং) দুষ্টানাং তেনৈব অসিনা বিবৃক্ণশীর্ষ্ণাং (বিবৃক্ণানি ছিন্নানি শীর্ষ্ণাণি যেষাং তেষাং ছিন্নমস্তকানাং) বৃষলানাং (তেষাং শূদ্রানাং) গলাৎ স্রবন্তম্ অত্যুষ্ণম্ অসৃগাসবং (রুধিররূপং মদ্যং) সহ গণেন (ডাকিন্যাদিগণেন সহ) নিপীয় (পীত্বা) অতিপান-মদবিহ্বলা (অতিশয়শোণিতপানেন যঃ মদঃ তেন বিহ্বলা বিবশা অতিশয় রুধিরপানোন্মত্তা সা ভদ্রকালী তদা) স্বপার্ষদৈঃ ডাকিন্যাদিভিঃ সহ উচ্চৈঃ তরাম্ (অতিশয়েন) জগৌ (গানং কৃতবতী) ননর্ত্ত (নর্ত্তনং কৃতবতী ততঃ) চ; শিরঃ কন্দুকলীলয়া (তেষাং শিরাংসি এব কন্দুকানি তেষাং লীলয়া ক্রীড়য়া) বিজহার চ (চিক্রীড়ে চ, বিহারং কৃতবতীত্যর্থঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—আত্যন্তিক অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধাবেশ-জনিত বেগে তাঁহার ভ্রূকুটী-শাখা সঞ্চালিত, কুটিল-দংষ্ট্রা বহির্গত এবং আরক্তলোচন বিঘূর্ণিত হইতে থাকিল। তাহাতে তাঁহার মুখমণ্ডল ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করিল। তিনি যেন এই বিশ্ব সংহার করিবার জন্যই অতীব ক্রোধভরে মহান্ অট্টহাস্য করিতে করিতে প্রতিমা হইতে বহির্গত হইয়া সেই পাপিষ্ঠ দুষ্ট শূদ্রগণের মস্তক তাহাদিগের সেই খড়্গ দ্বারা-ছেদন করিলেন। সেই সকল ছিন্নমস্তক ব্যক্তির গলদেশ হইতে যে রুধিররূপ অত্যুষ্ণ মদ্য নির্গত হইতে লাগিল, ভদ্রকালীদেবী স্বীয় ডাকিনী প্রভৃতি সহচরিগণের সহিত তাহা পান করিলেন। অতিশয় শোণিতপানোন্মত্ত হইয়া দেবী তখন নিজ পার্ষদবর্গের সহিত উচ্চৈঃস্বরে গান ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং ঐ সকল দস্যুগণের ছিন্ন মস্তকগুলি লইয়া কন্দুক-ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—অমর্ষোঽপরাধাসহনং তদ্ধেতুকঃ কোপশ্চ তয়োরাবেশস্য যো রভসো বেগস্তেন বিল-সিতো বিজৃম্ভিতো ভ্রূকুটিলক্ষণো বিটপঃ শাখা কুটিলা দংষ্ট্রাশ্চ অরুণানীক্ষণানি চ তেষামাটোপেন প্রতাপেন অতিভয়ানকং বদনং যস্যাঃ সা ইদং জগদপি তস্যৈকস্য জগদ্ধর্ত্তিনোঽপরাধেনেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অমর্ষ-রোষাবেশ'—ইত্যাদি, অমর্ষ বলিতে অপরাধ সহ্য করিতে না পারা এবং তজ্জনিত যে কোপ, উভয়ের আবেশের যে বেগ, তাহার দ্বারা 'বিলসিত' অর্থাৎ বিজৃম্ভিত হইয়াছে ভ্রূকুটিরূপ শাখা, কুটিল দন্তরাজি এবং রক্তবর্ণ নেত্র-ত্রয়, তাহাদের 'আটোপে', অর্থাৎ প্রতাপের দ্বারা অতিশয় ভয়ঙ্কর বদন যাঁহার, সেই দেবী (অর্থাৎ তৎকালে অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধের আবেশবেগে বিকট ভ্রূভঙ্গী, কুটিল তীক্ষ্ণ দন্তরাজি এবং রক্তবর্ণ নয়নত্রয়ের সমাবেশে দেবীর মুখমণ্ডল অতি ভয়ঙ্কর হইয়াছিল)।

'হন্তুকামা ইব ইদং'—তিনি যেন এই সমগ্র জগৎও, জগদ্ধর্ত্তী এক ভরতের প্রতি অপরাধেই, সংহার করিতে উদ্যতা হইয়াছিলেন—এই অর্থ ॥ ১৮।

এবমেবখলু মহদভিচারাতিক্রমঃ কার্ৎস্ন্যেনাত্মনে ফলতি ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—এবমেব (এবম্প্রকারেণ) মহদভিচারাতিক্রমঃ (মহৎসু অভিচাররূপঃ হিংসারূপঃ অতিক্রমঃ অপরাধঃ) খলু (নিশ্চিতং) কার্ৎস্ন্যেন (সর্ব্বথা) আত্মনে (অভিচারিযুক্তানাং নৃণামেব) ফলতি (অনিষ্টং বিদধাতি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—মহদ্ব্যক্তির প্রতি হিংসারূপ অপরাধ—এই প্রকারে অনিষ্টকর্ত্তার নিজের প্রতিই সর্ব্বতোভাবে ফলিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

ন বা এতদ্বিষ্ণুদত্ত মহদদ্ভুতং যদসম্ভ্রমঃ স্বশিরশ্ছেদ আপতিতেঽপি বিমুক্তদেহাদ্যাত্মভাবসুদৃঢ়হৃদয়গ্রন্থীনাং সর্ব্বসত্ত্বসুহৃদাত্মনাং নির্ব্বৈরাণাং সাক্ষাদ্ভগবতানিমিষারিবরায়ুধেনাপ্রমত্তেন তৈস্তৈর্ভাবৈরভিরক্ষ্যমাণানাং তৎপাদমূলমকুতশ্চিদ্ভয়মুপসৃতানাং ভাগবতপরমহংসানাম্ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে জড়ভরত-চরিতে নবমোঽধ্যায়ঃ

অন্বয়ঃ—(হে) বিষ্ণুদত্ত, (হে পরীক্ষিত,) বিমুক্তদেহাদ্যাত্মভাবসুদৃঢ়হৃদয়গ্রন্থীনাং (বিমুক্তঃ ত্যক্তঃ দেহাদৌ আত্মভাবলক্ষণঃ আত্মাভিমানরূপঃ সুদৃঢ়ঃ হৃদয়গ্রন্থিঃ বাসনাসমূহঃ যৈঃ তেষাং) সর্ব্বসত্ত্বসুহৃদাত্মনাং (সর্ব্বেষু সত্ত্বেষু প্রাণিষু সুহৃৎ মৈত্রীযুক্তঃ উপকারচিন্তকঃ আত্মা অন্তঃকরণং যেষাং তেষাং) নির্ব্বৈরাণাং (কেনাপি সার্দ্ধং শত্রুতাম্ অকুর্ব্বতাম্) অনিমিষারিবরায়ুধেন (অনিমেষঃ সর্ব্বমারকঃ কালঃ অরিবরং সর্ব্বেভ্যঃ অরিভ্যঃ চক্রেভ্যঃ বরং শ্রেষ্ঠং সুদর্শনাখ্যং চক্রং তে দ্বে আয়ুধে যস্য তেন ভক্তরক্ষণে সদৈব অপ্রমত্তেন) সাক্ষাৎ ভগবতা (স্বয়ং কালরূপিণা ভগবতা) তৈঃ তৈঃ ভাবৈঃ (প্রসিদ্ধৈঃ ভক্তবাৎসল্যশিষ্টপালনদুষ্টনিগ্রহাদ্যৈঃ রূপৈঃ) অভিরক্ষমাণানাম্ (অন্তর্য্যামিতয়া পালিতানাম্) অকুতশ্চিদ্ভয়ং (সর্ব্বত্র ভয়রহিতং যৎ) তৎপাদমূলং (ভগবতঃ চরণারবিন্দং তৎ) উপসৃতানাম্ (আশ্রয়বতাং) ভাগবত-পরমহংসানাং (নিষ্কামভক্তানাম্) আপতিতে (সমুপস্থিতে) অপি স্ব শিরশ্ছেদঃ (রূপং) যৎ অসম্ভ্রমঃ (অব্যাকুলতা) এতৎ ন বা মহদদ্ভুতং (নৈব অত্যাশ্চর্য্যং ভগবদ্ভাবপূর্ণত্বাৎ ইতি ভাবঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে বিষ্ণুরাত, যাঁহারা দেহাদিতে আত্মাভিমানরূপ দুশ্ছেদ্য হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়াছেন, যাঁহাদিগের হৃদয় সর্ব্বভূতের শুভানুধ্যানে নিযুক্ত, যাঁহারা কাহারও অপকার-চেষ্টা অর্থাৎ শত্রুতা করেন না, সর্ব্বমারক কাল এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অরিস্বরূপসুদর্শন-চক্রধারী ভক্ত-রক্ষণকার্য্যে সর্ব্বদা প্রমত্তভগবান্ বিষ্ণু শিষ্টপালন ও দুষ্টদলনাদি রূপে যাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন, যাঁহারা ভগবানের সর্ব্বত্র ভয়নাশক পাদমূল আশ্রয় করিয়াছেন, সেই সকল ভাগবত পরমহংস যে আপনাদের শিরশ্ছেদনকাল উপস্থিত হইলেও অব্যাকুল থাকিবেন, ইহা কিছু তাঁহাদের পক্ষে অত্যাশ্চর্য্য কথা নহে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—নবসংভাবিতমেতদ্যন্মরণেঽপ্যব্যাকুলত্বং মারকেষু ক্রোধাভাবস্তত্রাহ—ন বেতি। হে বিষ্ণুদত্ত, পরীক্ষিৎ, বিমুক্তো দেহাদ্যাত্মভাবলক্ষণঃ সুদৃঢ়ো হৃদয়গ্রন্থির্যৈঃ সর্ব্বেষামেব সত্ত্বানাং স্বহন্তৃণামপি সুহৃৎস্বরূপাণাং, ন বিদ্যতে নিমিষমনবধানং যস্য তাদৃশমরিচক্রং তেন বরায়ুধেন করণেন ভগবতা কর্ত্রাপ্যপ্রমত্তেন তৈস্তৈঃ প্রসিদ্ধৈর্ভাবৈ র্ভক্তবাৎসল্যশিষ্টপালন-দুষ্টনিগ্রহাদ্যৈঃ ॥ ২০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
পঞ্চমে নবমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, মরণকালেও অব্যাকুলতা এবং মারকগণের প্রতি ক্রোধাভাব—ইহা তো অতিশয় অসম্ভব ব্যাপার ? তাহাতে বলিতেছেন—'ন বা' ইত্যাদি। হে বিষ্ণুদত্ত ! মহারাজ পরীক্ষিৎ ! 'বিমুক্তদেহাদি'—বিমুক্ত (ছিন্ন) হইয়াছে দেহাদিতে আত্মভাবরূপ সুদৃঢ় হৃদয়গ্রন্থি যাঁহাদের, এবং 'সর্ব্বসত্ত্ব-সুহৃদাত্মনাং' — সকল

প্রাণীর, এমন কি নিজ হত্যাকারিগণের প্রতিও সুহৃৎ-স্বরূপ যাঁহারা, তাঁহাদের, 'অনিমিষারি-বরায়ুধেন'—'অনিমিষ' বলিতে যাহার নিমিষ অর্থাৎ অনবধান (অমনোযোগ, উপেক্ষা) নাই, তাদৃশ অরিচক্র (সুদর্শন-চক্র), তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ আয়ুধের দ্বারা শ্রীভগবান্ স্বয়ংই অপ্রমত্ত হইয়া, 'তৈঃ তৈঃ ভাবৈঃ'—স্বীয় ভক্তবাৎসল্য, শিষ্টজন পালন ও দুষ্টের নিগ্রহাদি সেই সেই প্রসিদ্ধ ভাবের দ্বারা (সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছেন।) ॥২০

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার পঞ্চম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫।৯ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চম-স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ
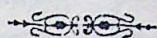
শ্রীশুক উবাচ—

অথ সিন্ধুসৌবীরপতে রহূগণস্য ব্রজতঃ ইক্ষুমত্যাস্তটে তৎকুলপতিনা শিবিকাবাহকপুরুষান্বেষণসময়ে দৈবেনোপসাদিতঃ স দ্বিজবর উপলব্ধঃ, এষ পীবা যুবা সংহননাঙ্গো গোখরবদ্ধুরং বোঢুমলমিতি পূর্ব্ববিষ্টিগৃহীতৈঃ সহ গৃহীতঃ প্রসভমতদর্হ উবাহ শিবিকাং স মহানুভাবঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দশম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে রাজা রহূগণ-কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক শিবিকাবহনে নিযুক্ত ভরতমুনি রাজার দুর্বাক্যের বাদানুবাদে তাঁহাকে চৈতন্যদান করিলে, রাজা যেরূপে ভরতকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

সিন্ধু ও সৌবীর দেশের রাজা রহূগণের শিবিকা-বহনকার্য্যে একজন বাহকের অভাব হইলে, তাঁহার প্রধান শিবিকাবাহক দৈবক্রমে উপস্থিত দ্বিজবর ভরতকেই বলপূর্ব্বক সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিল। অভিমানশূন্য ভরতও কোনও প্রতিবাদ না করিয়া শিবিকা বহন করিয়াই চলিলেন। কিন্তু, তিনি গমনকালে, পাছে পদপীড়নে প্রাণী হত্যা হয়—এই ভয়ে, অগ্রে কিয়দ্দূর দেখিয়া তবে পাদক্ষেপ করিতেছিলেন বলিয়া, অপর বাহকদের সহিত তাঁহার গতি বিষম হইয়া, শিবিকা আন্দোলিত হইতে লাগিল। তাহাতে রাজা বিরক্ত হইয়া এবং নূতন বাহক ভরতকেই তজ্জন্য দোষী জানিয়া ক্রোধবশে শ্লেষ-বাক্যে তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। তাহাতেও দেহাভিমানশূন্য, মানাপমানসম দ্বিজবর মৌনী হইয়া, পূর্ব্বের মতই চলিতে থাকিলে, রাজা এবার তাঁহাকে কটুবাক্যে দণ্ড দিবার ভয় দেখাইলেন। এইবার ভরত কথা কহিলেন। রাজার গর্ব্বোক্তির প্রত্যেক বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া গভীর তত্ত্বকথা শুনাইলেন। তখন অভিমান-মূঢ় মহীপতির চৈতন্যোদয় হইল। তিনি অজ্ঞানে একজন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের নিকট অপরাধী হইয়াছেন জানিয়া, কাতর-বচনে তাঁহার স্তুতি করিলেন; এবং তাঁহার বাক্যাবলীর নিগূঢ়ার্থ জানিবার জন্য তৎপ্রতিবাদে সবিনয়ে স্বাভিমত প্রকাশ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; আর স্বীকার করিলেন যে, তাদৃশ মহাভাগবতের চরণে অপরাধী হইলে, সেই অপরাধ শূলপাণিসদৃশ শক্তিমান পুরুষকেও সত্বর বিনাশ করে।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—অথ (অনন্তরং) সিন্ধুসৌবীরপতেঃ (সিন্ধুসৌবীরয়োঃ দেশয়োঃ অধিপতেঃ) ব্রজতঃ (ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষার্থং কপিলাশ্রমং গচ্ছতঃ সতঃ) রহূগণস্য (রহূগণাখ্যস্য রাজ্ঞঃ) ইক্ষুমত্যাঃ

(নদ্যাঃ) তটে (তীরে) তৎকুলপতিনা (তেষাং শিবিকা-বাহকানাং কুলস্য পত্যা নাথেন) শিবিকাবাহক-পুরুষান্বেষণসময়ে (শিবিকায়াঃ আন্দোলিকায়াঃ যে বাহকাঃ বোঢ়ারঃ তেষাম্ অন্বেষণসময়ে) দৈবেন (কেনচিৎ প্রারব্ধেন কর্ম্মণা) উপসাদিতঃ (প্রাপিতঃ) সঃ দ্বিজবরঃ (ভরতঃ) উপলব্ধঃ (প্রাপ্তঃ বভূব। তদা চ) এষঃ পীবা (পুষ্টঃ) যুবা সংহননাঙ্গঃ (কঠিনদেহঃ) গোখরবৎ (এষঃ গৌঃ ইব খরঃ ইব চ) ধুরং (ভারং) বোঢ়ুম্ অলং (সমর্থঃ) ইতি (ধিয়া) পূর্ব্ববিষ্টিগৃহীতৈঃ (পূর্ব্বং যেন কেচন বিষ্ট্যা বলাৎ গৃহীতাঃ তৈঃ) সহ অতদর্হঃ (শিবিকাবাহকাযোগ্যঃ অপি) সঃ মহানুভাবঃ (পরমভাগবতঃ ভরতঃ) প্রসভং (বলাৎ) গৃহীতঃ (সন্) শিবিকাম্ উবাহ (উঢ়বান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—(হে রাজন্,) অনন্তর সিন্ধু ও সৌবীর দেশের রাজা রহূগণ কপিলাশ্রমে গমন করিতেছিলেন। তাঁহার প্রধান শিবিকা-বাহক ইক্ষুমতী নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া আর একজন শিবিকাবাহকের অন্বেষণ করিতে করিতে দৈবযোগে উপস্থিত দ্বিজবর ভরতকে তথায় প্রাপ্ত হইল। তখন সে, এই "যুবক স্থূলকায় ও দৃঢ়াঙ্গ, গো-গর্দ্দভের ন্যায় ভারবহনে সমর্থ"—এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক নিয়োজিত পূর্ব্ব-বাহকগণের সহিত শিবিকাবহনে নিযুক্ত করিল। মহানুভব ভরত যদিও ঐ কার্য্যের উপযুক্ত ছিলেন না, তথাপি তিনি তাহাতে বলপূর্ব্বক নিযুক্ত হইয়া শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

বহন্তং শিবিকাং স্বীয়কটূক্ত্যর্থকৃতং মুনিম্।
জ্ঞাত্বা রাজাবরুহ্যাশু তুষ্টাব দশমে স্ফুটম্ ॥০॥

তদেবং শ্রীভরতঃ কণপিণ্যাকাদিভিঃ স্বপালকেষু ভ্রাত্রাদিষু তৎপ্রতিবেশিতেষু চ কর্ম্মিত্বাদ্রাজসেষ্বপি কৃপাঞ্চকারৈব, যতো বহুকালমপি তেভ্যঃ স্বদর্শনং দদৌ। তথৈব বৃষলরাজে দুরাচারসক্তত্বাদতিতামসে স্বঘাতকেঽপি কৃপাঞ্চকারৈব, যতস্তেনাপি প্রকারেণ স্বস্য দেব্যাশ্চ সাক্ষাদ্দর্শনং জন্মান্তরেঽপি তন্মুক্তি-কারণং কারয়ামাসৈব। তথৈব রহূগণে জ্ঞানিত্বাৎ সাত্ত্বিকে রাজত্বোচিতরজসা শিবিকাং বাহয়ত্যপি কৃপাঞ্চকারেতি, তত্র রজস্তমসোঃ প্রকাশকত্বাভাবাৎ সত্ত্বস্য তু প্রকাশকত্বাৎ রহূগণ এব ভরতস্য ভক্তি-জ্ঞানাদিপ্রকাশো ন পূর্ব্বয়োরিতি জ্ঞাপয়ন্ তদুপাখ্যানমারভতে—অথেতি। পরমহংসত্বেন সর্ব্বত্র তস্য সাম্যস্যৌচিত্যেঽপি মহাভাগবতত্বাদেব কৃপা ব্যাখ্যেয়া, ভরতস্য ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যাদিকং ভগবৎকৃপয়া শত-গুণীবভূবেতি এতৎ কথং জ্ঞায়েতেত্যেতদর্থং রহূগণোপাখ্যানমিতি চ কেচিদাহুঃ। সিন্ধুসৌবীরদেশয়োর্নৃপস্য তেষাং শিবিকাবাহকানাং কুলপতিনা পীবা পুষ্টাঙ্গঃ সংহননাঙ্গো বলিষ্ঠশ্চ প্রসভং বলাৎকৃতং যথাস্যাত্তথা গৃহীতঃ। অলং সমর্থ ইতি মনসি বিভাব্যেত্যর্থঃ ॥১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দশম অধ্যায়ে স্ব-শিবিকার বহনকারীকে নিজ দুরুক্তির যথার্থতা-নিরাপক মুনি বলিয়া বুঝিতে পারিয়া শীঘ্র শিবিকা হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাজা রহূগণ তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

এইরূপভাবে শ্রীভরত কণ-পিণ্যাকাদির দ্বারা প্রতিপালনকারী নিজ ভ্রাতৃগণের এবং তৎপ্রতিবেশিজনের প্রতি, তাহারা কর্ম্মিহেতু রাজস প্রকৃতির হইলেও, কৃপাই করিয়াছিলেন, যেহেতু বহুকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে নিজ দর্শন প্রদান করিয়াছিলেন। সেইরূপ বৃষলরাজে, যিনি দুরাচারে আসক্তহেতু অতিশয় তামসপ্রকৃতির ও নিজ ঘাতক, তাহাকেও কৃপাই করিয়াছিলেন, যেহেতু সেই প্রকারেও নিজের ও দেবীর সাক্ষাৎ দর্শন-দান এবং জন্মান্তরেও তাহাদের মুক্তির কারণ ঘটাইয়াছিলেন। তদ্রূপ রহূগণ নৃপতির প্রতি, জ্ঞানী বলিয়া সাত্ত্বিক-স্বভাববিশিষ্ট এবং রাজোচিত অহঙ্কারে (রজোগুণে) শিবিকা বহন করাইলেও কৃপাই করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রজঃ এবং তমোগুণের প্রকাশকত্বের অভাবে, কিন্তু সত্ত্বগুণের প্রকাশকত্ব-হেতু রহূগণ নৃপতিতেই শ্রীভরতের ভক্তি ও জ্ঞানাদির প্রকাশ, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুইজনে নহে—ইহা জ্ঞাপন করাইবার নিমিত্ত তাঁহার উপাখ্যান আরম্ভ করিতেছেন—'অথ' ইত্যাদি। পরমহংস বলিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার সাম্য উচিত হইলেও, মহাভাগবত-হেতুই তাঁহার কৃপা—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ভরতের ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রভৃতি শ্রীভগবানের কৃপাতে শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া-

ছিল—ইহা কিরূপে জানা যায়, ইহার নিমিত্তই রহূগণ নৃপতির উপাখ্যান—ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। 'সিন্ধু-সৌবীর-পতেঃ'—সিন্ধু ও সৌবীর দেশের রাজা রহূগণের। সেই শিবিকাবাহকদের নেতার দ্বারা, পুষ্টাঙ্গ ও বলিষ্ঠ বলিয়া বলপূর্ব্বক গৃহীত হইয়াছিল। 'অলম্ ইতি'—এই ব্যক্তি ভারবহনে সমর্থ হইবে—এইরূপ মনে মনে বিবেচনা করতঃ, এই অর্থ ॥ ১ ॥

———

যদা হি দ্বিজবরস্যেষুমাত্রাবলোকানুগতের্ন সমাহিতা পুরুষগতিস্তদা বিষমগতাং স্বশিবিকাং রহূগণ উপধার্য্য পুরুষানধিবহত আহ—হে বোঢ়ারঃ সাধ্বতিক্রামত কিমিতি বিষমমুহ্যতে যানমিতি ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—যদা হি (শিবিকাবাহন-সময়ে) দ্বিজবরস্য ভরতস্য ইষুমাত্রাবলোকানুগতেঃ (হিংসাপরিহারার্থম্ ইষুপরিমিত প্রদেশাবলোকস্য অনুপশ্চাৎ যা গতিঃ তস্যা হেতুভূতায়াঃ) পুরুষগতিঃ (পুরুষাণাং গতিঃ) ন সমাহিতা (ন সম্যক্ আহিতা একরূপা ন অভূৎ।) তদা রহূগণঃ বিষমগতাম্ (আন্দোলিতাং বিষমমূহ্যমানাং) স্বশিবিকাম্ উপধার্য্য (জ্ঞাত্বা) অধিবহতঃ পুরুষান্ আহ—হে বোঢ়ারঃ, (বাহকাঃ পুরুষাঃ,) কিম্ ইতি (কথং কিমর্থং ভবদ্ভিঃ) যানং (শিবিকাং) বিষমম্ উহ্যতে? সাধু অতিক্রামত (সাধু সুন্দরং যথা ভবতি তথা বহত যূয়মিতি শেষঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ— শিবিকাবহনকালে দ্বিজবর ভরত পাছে প্রাণিহিংসা হয়, এই ভয়ে ইষু অর্থাৎ বাণ-পরিমিতস্থান নিরীক্ষণ করিয়া পশ্চাৎ পাদবিক্ষেপ করিতেছিলেন, তজ্জন্য বাহকদিগের গতি অসমান হওয়ায় শিবিকা আন্দোলিত হইতেছিল, তাহা দেখিয়া রাজা রহূগণ বাহকগণকে কহিলেন—"অরে, এরূপ বিষমভাবে শিবিকা বহন করিতেছিস্ কেন? ভাল করিয়া বহন কর" ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—হিংসাপরিহারার্থমিষুমাত্রপ্রদেশাবলোকনানন্তরমেব যা গতিস্তস্যা হেতোঃ পুরুষাণাং গতির্ন সমাহিতা ন সম্যগাহিতা একরূপা নাভূৎ ॥২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইষুমাত্রাবলোকানুগতেঃ'—দ্বিজবর ভরত হিংসা পরিহারের জন্য বাণ-পরিমিত (চারি হস্ত) স্থান অবলোকন করতঃ পাদ-বিক্ষেপ করিতেন, এইহেতু বাহকদিগের গতি 'ন সমাহিতা' —সম্যক্ আহিত, অর্থাৎ একরূপ হইতেছিল না ॥ ২ ॥

———

অথ ত ঈশ্বরবচঃ সোপালম্ভমুপাকর্ণ্যোপায়াৎ তুরীয়াচ্ছঙ্কিতমনসস্তং বিজ্ঞাপয়াম্বভূবুঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (এতদ্বাক্যশ্রবণানন্তরং) তে (বাহকাঃ) সোপালম্ভং (সাক্ষেপম্) ঈশ্বরবচঃ (ঈশ্বরস্য রাজ্ঞঃ রহূগণস্য বাক্যম্) উপাকর্ণ্য (শ্রুত্বা) তুরীয়াৎ উপায়াৎ (সাম-দান-ভেদ-দণ্ডেষু উপায়েষু মধ্যে চতুর্থাৎ দণ্ডাদিত্যর্থঃ) শঙ্কিতমনসঃ (শঙ্কিতচিত্তাঃ সন্তঃ) তং (রাজানং রহূনৃপতিং) বিজ্ঞাপয়াম্বভূবুঃ (কথিতবন্ত) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—বাহকগণ রাজা রহূগণের এইরূপ তিরস্কার-বাক্য শ্রবণে দণ্ডভয়ে ভীত হইয়া রাজাকে নিবেদন করিল।

বিশ্বনাথ—ঈশ্বরস্য রাজ্ঞো বচঃ সোপালম্ভং সাক্ষেপম্। উপায়েষু সাম-দান-ভেদ-দণ্ডেষু মধ্যে তুরীয়াৎ চতুর্থাৎ দণ্ডাৎ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঈশ্বর-বচঃ'—(ঈশ্বর বলিতে শাসনকর্ত্তা) রাজার তিরস্কারযুক্ত বাক্য। 'উপায়েষু' —সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড—এই চারিটি উপায়ের মধ্যে 'চতুর্থ' অর্থাৎ দণ্ড হইতে (শঙ্কিত হইয়া বাহকগণ রাজাকে নিবেদন করিল।) ॥ ৩ ॥

———

ন বয়ং নরদেব প্রমত্তা ভবন্নিয়মানুপথাঃ সাধ্বেব বহামঃ, অয়মধুনৈব নিযুক্তোঽপি ন দ্রুতং ব্রজতি নানেন সহ বোঢ়ুমুহ বয়ং পারয়াম ইতি ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নরদেব, (হে রাজন্), বয়ং ন প্রমত্তাঃ (ন স্বকার্য্যেষু অনবহিতচিত্তাঃ অপি তু) ভবন্নিয়মানু-পথাঃ (ভবদাজ্ঞানুবর্ত্তিনঃ সাবধানচিত্তাঃ সন্তঃ) সাধু এব বহামঃ (সাধু যথা ভবতি তথা এব যানং বহামঃ কিন্তু) অয়ম্ অধুনা এব (ইদানীম্ এব) নিযুক্তঃ (জনঃ) অপি ন দ্রুতং (শীঘ্রং) ব্রজতি

(গচ্ছতি অতঃ) উহ (ভো রাজন্), অনেন (নব-নিযুক্তেন বাহকেন) সহ বয়ং বোঢ়ুং ন পারয়ামঃ (ন শক্নুমঃ) ইতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, আমরা আমাদের নিজ নিজ কার্য্যে অমনোযোগী নহি ; আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সুষ্ঠুরূপেই শিবিকা বহন করিতেছি। কিন্তু, সম্প্রতি যে ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছে, সে দ্রুত চলিতে পারিতেছে না বলিয়া আমরা ইহার সহিত শিবিকা বহন করিতে পারিতেছি না ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—ন বয়ং প্রমত্তাঃ কিন্তু ভগবদাজ্ঞানুবর্ত্তিন এব ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন বয়ং প্রমত্তাঃ'—আমরা অনবহিত নহি, কিন্তু আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তীই ॥ ৪ ॥

———

সাংসর্গিকো দোষ এব নূনমেকস্যাপি সর্ব্বেষাং সাংসর্গিকাণাং ভবিতুমর্হতীতি নিশ্চিত্য নিশম্য কৃপণবচো রাজা রহূগণ উপাসিতবৃদ্ধোঽপি নিসর্গেণ বলাৎকৃত ঈষদুত্থিতমন্যুরবিস্পষ্টব্রহ্মতেজসং জাতবেদসমিব রজসাবৃতমতিরাহ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—রাজা রহূগণঃ কৃপণবচঃ কৃপণানাং দণ্ডভয়াৎ দীনানাং বাহকানাং বচঃ বাক্যং) নিশম্য (শ্রুত্বা) একস্যাপি (জনস্য) সাংসর্গিকঃ (সংসর্গনিমিত্তঃ) দোষঃ এব সর্ব্বেষাং সাংসর্গিকাণাং (তৎসম্বন্ধিভূতানাং পুরুষাণাং) ভবিতুম্ অর্হতি ইতি নিশ্চিত্য উপাসিতবৃদ্ধঃ (উপাসিতাঃ সেবিতাঃ বৃদ্ধাঃ যেন সঃ তাদৃশঃ) অপি নিসর্গেন (রাজস্বভাব-রূপয়া প্রকৃত্যা) বলাৎকৃতঃ (বলাৎ পরবশঃ কৃতঃ বলাৎকারবিষয়ীকৃতঃ ইত্যর্থঃ) ঈষদুত্থিতমন্যুঃ (ঈষৎ উত্থিতঃ মন্যুঃ ক্রোধঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ) রজসাবৃতমতিঃ (রজসা আবৃতা মতিঃ যস্য সঃ তথাভূতঃ রজোগুণব্যাপ্তচিত্তঃ সন্) জাতবেদ সমিব (ভস্মনা আচ্ছন্নম্ অগ্নিম্ ইব স্থিতম্) অবিস্পষ্ট-ব্রহ্মতেজসং (ন বিস্পষ্টং ব্রহ্মতেজঃ যস্মিন্ তং বেশভাবাদিভিঃ প্রচ্ছন্ন-তেজসং ভরতম্) আহ (উবাচ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—রাজা রহূগণ দণ্ডভয়-ভীত বাহকগণের কাতর-বাক্য শ্রবণ করিয়া একের সঙ্গদোষে সকলকেই দোষী হইতে হয়—এইরূপ স্থির করিলেন ; তিনি যদিও আর্য্যগণের সেবাপরায়ণ পরমধার্ম্মিক ছিলেন, তথাপি নিসর্গ অর্থাৎ রাজস্বভাববশতঃ হঠাৎ তাঁহার ঈষৎ ক্রোধের উদ্রেক হইল। রজোগুণাচ্ছন্নমতি রহূগণ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় প্রচ্ছন্নব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন ভরতকে বলিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—নিসর্গেণ রাজত্বাদ্রাজসস্বভাবেন বলাৎ-কৃতঃ বলাৎকারবিষয়ীকৃতঃ। জাতবেদসমগ্নিং ভস্মাচ্ছাদিতমিব ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিসর্গেণ'—স্বভাবতঃ, অর্থাৎ তিনি রাজা বলিয়া রাজস-স্বভাবের দ্বারা 'বলাৎকৃতঃ'—বশীভূত হওয়ায় (ঈষৎ ক্রোধের সঞ্চার হইল)। 'জাতবেধসম্'—জাতবেদ বলিতে অগ্নি, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় (প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মতেজঃ-সম্পন্ন ভরতকে এরূপ বলিলেন।) ॥ ৫ ॥

———

অহো কষ্টং ভ্রাতর্ব্যক্তমুরু পরিশ্রান্তো দীর্ঘমধ্বানমেক এব ঊহিবান্ সুচিরং নাতিপীবা ন সংহননাঙ্গো জরসা চোপদ্রুতো ভবান্ সখে নো এবাপর এতে সংঘট্টিন ইতি বহু বিপ্রলব্ধোঽপ্যবিদ্যয়া রচিত-দ্রব্যগুণকর্ম্মাশয়ে স্বচরমকলেবরেঽবস্তুনি সংস্থান-বিশেষেঽহংমমেত্যনধ্যারোপিতমিথ্যাপ্রত্যয়ো ব্রহ্ম-ভূতস্তূষ্ণীং শিবিকাং পূর্ব্ববদুবাহ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভ্রাতঃ, (হে সখে,) অহো কষ্টং (ইত্যাদ্যাক্ষেপাঃ বিপরীতার্থাঃ বেদিতব্যাঃ) ব্যক্তং (নিশ্চিতম্ অপি তু ত্বম্) উরুপরিশ্রান্তঃ (উরু অধিকং যথা ভবতি তথা পরিশ্রান্তঃ অসি। যতঃ) দীর্ঘমধ্বানম্ (সুদীর্ঘং পন্থানং ত্বম্ প্রাপিতবান্ ; ন কেবলং তৎ অপি তু) একঃ এব (যানম্) ঊহিবান্ সুচিরং (কালং চ যাবৎ ত্বম্ একঃ এব যানম্ ঊহিবান্। পুনশ্চ তত্রাপি) জরসা চ (বৃদ্ধত্বেন চ) উপদ্রুতঃ (ক্লান্তঃ অসি)। সখে, ভবান্ নাতি পীবা (ন স্থূলঃ) ন সংহননাঙ্গঃ (ন বা কঠিনদেহঃ অসি, যথা) নো এব (নৈব) অপরে এতে (সর্ব্বে) সংঘট্টিনঃ (তব সহচরাঃ বাহকাঃ দীর্ঘাধ্বগমনাদিকমকৃত্বৈব সুখিনঃ তিষ্ঠন্তি ?) ইতি (ইত্যেবং) বহুবিপ্রলব্ধঃ (বহু যথা ভবতি তথা বিপ্রলব্ধঃ বিপরীতলক্ষণা-ব্যঙ্গ্যবক্রোক্ত্যা তিরস্কৃতঃ উপহসিতঃ) অপি অবিদ্যয়া

(অহংকারমমকাররূপয়া) রচিতদ্রব্যগুণকর্ম্মাশয়ে (রচিতাঃ পরিণতাঃ দ্রব্যানি পঞ্চমহাভূতানি গুণাঃ শব্দাদয়ঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়বিষয়াঃ, কর্ম্মাণি কর্ম্মেন্দ্রিয়বিষয়াঃ পুণ্যপাপানি, আশয়ঃ অন্তকরণং বাসনা বা যস্মিন্ তস্মিন্) স্বচরমকলেবরে (স্বস্য সূক্ষ্মশরীরে অতি-নিকৃষ্টকলেবরে বা) অবস্তুনি (বস্তু আত্মা তদ্ভিন্নে পরমার্থবস্ত্বাত্মব্যতিরিক্তে) সংস্থানবিশেষে (হস্তপাদাদ্যবয়ববিন্যাসরূপাকারবিশেষে দেহে) অহং মম ইতি অনধ্যারোপিতমিথ্যাপ্রত্যয়ঃ (অনারোপিতঃ মিথ্যা-প্রত্যয়ঃ জ্ঞানং যেন সঃ তাদৃশঃ ভরতঃ) ব্রহ্মভূতঃ (দেহদ্বয়াবেশ-রহিতঃ সন্ রাজ্ঞঃ তিরস্কারবাক্যম্ অবিগণয্য) তূষ্ণীং পূর্ব্ববৎ (এব) শিবিকাম্ উবাহ (প্রাপিতবান্) ॥ ৬ ।

অনুবাদ—হা কষ্ট ! অহে ভাই, তুমি নিশ্চয়ই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছ, একাকী অনেকক্ষণ অনেক পথ শিবিকা বহন করিয়া আসিলে ! বৃদ্ধত্বহেতুই অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলে নাকি ? হে সখে, তোমার শরীর ত স্থূল নহে এবং অঙ্গ সকলও ত দৃঢ় নহে ! এ সকল বাহকও কি তোমার সঙ্গে চলিতেছে না ? রাজা রহূগণ এইরূপ পরিহাসের সহিত তিরস্কার করিলেও, স্থূল ও লিঙ্গদেহে আত্ম-বুদ্ধিরহিত ভরত মৌনী হইয়া পূর্ব্ববৎ শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন। যেহেতু তিনি মায়ারচিত দ্রব্য (পঞ্চমহাভূত), গুণ (শব্দাদি), কর্ম (পাপপুণ্যাদি) এবং ,আশয়াত্মক (অর্থাৎ বাসনা-ময়) সূক্ষ্ম শরীরে অথবা হস্তপদাদি অবয়বযুক্ত, অনাত্ম স্থূলদেহে "আমি আমার"-রূপ মিথ্যাজ্ঞানের আরোপ করেন নাই ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভ্রাতরিত্যাক্ষেপাভিপ্রায়ম্। সংঘট্টিনঃ সঙ্গিনঃ। বিপ্রলব্ধঃ বিপরীতলক্ষণয়া উপহসিতঃ। তেন ত্বং ন শ্রান্তোঽসি যতোঽধুনৈবাত্র নিয়োজিতঃ। অতিপীবা ভবসি দৃঢ়াঙ্গশ্চ ভবসি যুবা চাসি, এতে অন্যে তব সঙ্গিনশ্চ। তদপি বিরুদ্ধগত্যা বোঢ়ুং ন শক্নোমীতি ময়ি রাজন্যপি দুষ্টতাং কিং প্রকাশয়-সীত্যর্থঃ। বিপ্রলব্ধোঽপি তূষ্ণীমুবাহ। তত্র হেতুঃ, অবিদ্যয়া মায়য়া রচিতা দ্রব্যাদয়ো যস্মিন্ তত্র স্বচরমকলেবরে ন অধ্যারোপিতা মিথ্যাপ্রত্যয়ো যেন তত্র, দ্রব্যাণি ভূতানি গুণা ইন্দ্রিয়াণি কর্ম্মাণি পুণ্য-পাপানি আশয়োঽন্তঃকরণং অবস্তুনি, কলেবরস্য প্রাধানিকত্বেন বস্তুত্বেঽপি স্বস্য তৎসম্বন্ধাভাবাদেবেতি ভাবঃ, যতো ব্রহ্মভূতঃ। যদ্যপি ভরতস্য তচ্ছরীরং শুকদেবাদীনামিবাপ্রাকৃতত্বাদনশ্বরং নিত্যমেব, তদপি তস্য তদানীমুৎপন্নপ্রেমত্বাদেব ভগবন্তং বিনা অন্যত্র স্বদেহাদৌ মমত্বাসম্ভবাৎ তদানীং তেন দেহেন সাক্ষাৎ-সেবা অলাভাদৌৎকণ্ঠ্যবৃদ্ধ্যাতিদৈন্যেনাহংত্বস্যাপ্যনর্প-ণাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বেঽপি তত্র স্বদেহে প্রাকৃতত্বভানমেবাতস্তৎ-সম্মত্যা শ্রীশুকদেবেনাপি তৎপ্রাকৃতমিব বর্ণিতং ; বস্তুতস্তু স্বসম্মত্যা তদপ্রাকৃতমেব ব্যাখ্যাতং, সা ব্যাখ্যা চ যথা অবিদ্যয়া মায়য়া ন বিহিতা দ্রব্যগুণকর্ম্মাশয়া যত্র তথাভূতে স্বস্য চরমেঽবশিষ্টে পূর্ব্বপূর্ব্বেভ্যো নষ্টেভ্যঃ কলেবরেভ্যোঽবশিষ্টেঽনশ্বরে ইত্যর্থঃ। যদ্বা, সুষ্ঠু অচরমে অনিকৃষ্টে কলেবরে কর্ম্মারব্ধত্বা-ভাবাদ্বস্তুনি পরমসত্যে সম্যগবস্থানবিশেষো বৈকুণ্ঠ-লোকো যস্য তস্মিন্নপি প্রেমোত্থদৈন্যোদয়াদেব প্রাকৃত-দেহ ইব অহং মমেতি ন অধ্যারোপিতো মিথ্যাপ্রত্যয়ো যেন সঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভ্রাতঃ' ইত্যাদি রাজার বাক্য আক্ষেপের (তিরস্কারের) অভিপ্রায়ে উক্ত হই-য়াছে। 'সংঘট্টিনঃ'—তোমার সঙ্গী এই বাহকগণ। 'বিপ্রলব্ধঃ'—বিপরীত লক্ষণার দ্বারা উপহসিত হইয়াও। তাহাতে তুমি পরিশ্রান্ত হও নাই, যেহেতু এখনই ভারবাহনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছ। তুমি স্থূলকায়, সুদৃঢ়াঙ্গ ও যুবক, তোমার এই সঙ্গিগণও তদ্রূপ, তথাপি বিরুদ্ধগতিতে বহন করিতে সক্ষম নই—এরূপ যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন—'ময়ি' ---আমি রাজা, আমার প্রতিও কি দুষ্টতা প্রকাশ করিতেছ ?—এই অর্থ। এইপ্রকারে তিরস্কৃত হইয়াও নীরবভাবে শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন। তাহাতে কারণ—'অবিদ্যয়া' ইত্যাদি, অবিদ্যার বলিতে মায়ার দ্বারা রচিত দ্রব্যাদি যেখানে, তাদৃশ নিজ চরম কলেবরে মিথ্যা-প্রত্যয় আরোপিত হয় নাই যাহা কর্ত্তৃক, সেই দেহে ; দ্রব্য বলিতে পঞ্চ ভূতসকল, গুণ ইন্দ্রিয়সমূহ, কর্ম্ম—পুণ্যপাপ কর্ম্ম-সকল, আশয় বলিতে অন্তঃকরণ যেখানে। 'অবস্তুনি' —অবস্তু, অর্থাৎ পরমার্থ বস্তু আত্মা ব্যতিরিক্ত দেহে। কলেবরের প্রাধানিকত্ব—(প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন) বলিয়া বস্তুত্ব হইলেও, নিজের তাহার সহিত

সম্বন্ধের অভাব-বশতঃই—এই ভাব, যেহেতু তিনি 'ব্রহ্মভূতঃ'—ব্রহ্ম-স্বরূপ। (অর্থাৎ তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া অজ্ঞান বা মায়ারচিত পঞ্চভূত, পঞ্চেন্দ্রিয়, পাপ-পুণ্য ও অন্তঃকরণযুক্ত বাস্তব সত্তা-হীন একটি আকৃতিমাত্রস্বরূপ নিজ দেহে তাঁহার 'আমি, আমার'—এরূপ মিথ্যা ধারণা ছিল না)।

যদিও শ্রীভরতের সেই শরীর শ্রীল শুকদেব প্রভৃতির ন্যায় অপ্রাকৃতত্ব-হেতু অনশ্বর এবং নিত্যই, তথাপি তাঁহার তৎকালে উৎপন্নপ্রেমত্ব-বশতঃই শ্রীভগবান্ ব্যতীত অন্যত্র নিজ দেহাদিতে মমতা না থাকায়, অর্থাৎ তৎকালে সেই দেহের দ্বারা সাক্ষাৎ ভগবানের সেবা লাভ করিতে না পারায় উৎকণ্ঠা-বৃদ্ধিজনিত অতিশয় দৈন্যহেতু অহংতারও অর্পণ না করায়, সর্ব্বজ্ঞ হইলেও সেই নিজ দেহে প্রাকৃতত্ব-ভানই হইয়াছিল, অতএব সেই অনুসারে শ্রীশুকদেব কর্ত্তৃকও তাহা প্রাকৃতের ন্যায় বর্ণনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ কিন্তু 'স্বসম্মত্যা'—অর্থাৎ শ্রীল শুকদেবের নিজ মতানুযায়ী তাহা অপ্রাকৃতই—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। সেই ব্যাখ্যা—যথা, অবিদ্যার অর্থাৎ মায়ার দ্বারা বিহিত হয় নাই দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ও আশয় যেখানে, তথাভূত নিজ চরম বলিতে অব-শিষ্ট, অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব নষ্ট কলেবর হইতে যাহা অবশিষ্ট, অর্থাৎ অনশ্বর, তাদৃশ দেহে—এই অর্থ। অথবা—সুষ্ঠু অচরমে বলিতে অনিকৃষ্ট (উত্তম) কলেবরে, প্রারব্ধ কর্ম্মের অভাব-বশতঃ যাহা বস্তু-স্বরূপ পরমসত্য, তাহাতে, অর্থাৎ সম্যক্ অবস্থান-বিশেষ বৈকুণ্ঠলোক যাহার, তাহাতেও প্রেমোত্থ দৈন্যের উদয়বশতঃই প্রাকৃত দেহের ন্যায় 'আমি, আমার'—এই মিথ্যাপ্রত্যয় যিনি অরোপিত করেন নাই, সেই শ্রীভরত ॥ ৬ ॥

———

অথ পুনঃ স্বশিবিকায়াং বিষমগতায়াং প্রকুপিত উবাচ রহূগণঃ কিমিদমরে ত্বং জীবন্মৃতোহসি মাং কদর্থীকৃত্য ভর্ত্তৃশাসনমতিচরসি প্রমত্তস্য চ তে করোমি চিকিৎসাং দণ্ডপাণিরিব জনতায়া যথা স্বাং প্রকৃতিং ভজিষ্যসীতি ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (এতদুক্ত্যনন্তরং) পুনঃ (অপি) স্বশিবিকায়াং বিষমগতায়াং (বিষমং নীয়মানায়াং সত্যাং রহূগণঃ প্রকুপিতঃ (সন্) উবাচ,—অরে, (দুষ্ট,) ত্বং ইদং কিং (করোষি? কথং, যৎ যানং বিষমং নয়সি?) ত্বং (কিং) জীবন্মৃতঃ অসি (জীবন্ এব মৃতঃ অসি? অথবা) মাং কদর্থীকৃত্য (অনাদৃত্য) ভর্ত্তৃশাসনং (ভর্ত্তুঃ স্বামিনঃ মম শাসনম্ আজ্ঞাম্) অতিচরসি (অতিক্রামসি)? প্রমত্তস্য (মম বাক্যম্ অপালয়তঃ) চ তে (তব, যথা) দণ্ডপাণিঃ (যমঃ) জনতায়াঃ (জনসমূহস্য দণ্ডং করোতি তেন চ জনঃ শুদ্ধঃ ভবতি তদ্বৎ) যথা, (যেন প্রকারেণ) স্বাং প্রকৃতিম্ (অপ্রমত্ততাং) ভজিষ্যসি (সমীচীনাং করিষ্যসি ত্বং তথা) চিকিৎসাং (দণ্ডং) করোমি ইতি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শিবিকা পুনরায় আন্দোলিত হইতেছে দেখিয়া, রাজা রহূগণ অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন,—"অরে দুষ্ট, তুই একি করিতেছিস্? তুই জীবনসত্ত্বেও মৃত না কি? আমি তোর প্রভু, তুই আমাকে অনাদর করিয়া আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছিস? এই আজ্ঞা অপালন জন্য আমি, দণ্ডপাণি যম যেমন জন-সমূহের দণ্ডবিধান করেন, তেমনি তোর শাস্তি বিধান করিতেছি; তাহা হইলে তুই প্রকৃতিস্থ হইবি" ॥ ৭ ॥

———

এবং বহ্ববদ্ধমভিভাষমাণং নরদেবাভিমানং রজসা তমসানুবিদ্ধেন মদেন তিরস্কৃতাশেষভগবৎপ্রিয়-নিকেতং পণ্ডিতমানিনং স ভগবান্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মভূতঃ সর্ব্বভূতসুহৃদাত্মা যোগেশ্বরচর্য্যায়াং নাতিব্যুৎপন্ন-মতিং স্ময়মান ইব বিগতস্ময় ইদমাহ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—এবম্ (এবম্প্রকার) বহু অবদ্ধম্ (অসম্বন্ধম্অনন্বিতম্) অভিভাষণং (কথয়ন্তং) নরদেবাভিমানং (নরদেবঃ অহম্ ইতি অভিমানঃ যস্য তং তাদৃশম্ অভিমানবন্তং) রজসা (রজোগুণকার্য্যেণ ক্রোধেন) তমসা (চ) অনুবিদ্ধেন (সংবৰ্দ্ধিতেন) মদেন (তন্মূলভূতমদেন) তিরস্কৃতাশেষভগবৎপ্রিয়-নিকেতং (তিরস্কৃতাঃ অশেষাঃ সম্পূর্ণাঃ ভগবতঃ প্রিয়াঃ নিকেতাঃ আশ্রয়াঃ ভক্তাঃ যেন তং তাদৃশং) পণ্ডিতমানিনম্ (আত্মানং পণ্ডিতং মন্যমানং) যোগে-

শ্বরচর্য্যায়াং) যোগেশ্বরাণাং চর্য্যা জড়াদিবদাচরণং তস্যাং) নাতিব্যুৎপন্নমতিং (ন অত্যন্তং ব্যুৎপন্না পরিমিতা মতিঃ যস্য তং তাদৃশং রাজানং রহূগণং) সর্ব্বভূতসুহৃদাত্মা (সর্ব্বেষাং ভূতানাং সুহৃৎ চ আত্মা চ) সঃ ভগবান্ ব্রাহ্মণঃ (ভরতঃ) বিগতস্ময়ঃ (গতগর্ব্বঃ সন্) স্ময়মানঃ ইব (হসন্ ইব) ইদং (বক্ষ্যমাণং বচনম্) আহ (উক্তবান্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—নরদেবাভিমানী রহূগণ, রজ ও তমোগুণবর্দ্ধিত মদভরে ভগবানের প্রিয়নিকেতন পরমভাগবত ভরতকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতাভিমানী রহূগণ যোগিগণের আচরণ জানিতেন না। সর্ব্বভূত সুহৃদাত্মা, দেহাভিনিবেশরহিত ভগবান্ ভরত নিরহঙ্কারে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে এই বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—অবদ্ধমনন্বিতম্। অনুবিদ্ধেন গ্রথিতেন তিরস্কৃতঃ অশেষঃ সম্পূর্ণো ভগবতঃ প্রিয়ো নিকেত আশ্রয়ো ভরতাখ্যো যেন তম্। সর্ব্বভূতসুহৃৎস্বরূপঃ স্বাপরাধিন্যপি কৃপালুরিত্যর্থঃ। পণ্ডিতমানিনমিতি তস্য কিঞ্চিন্মাত্রজ্ঞানিত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বেনৈব জ্ঞাত্বেত্যর্থঃ। যোগেশ্বরাণাং চর্য্যা জড়াদিবদাচরণং তস্যাং তজ্জ্ঞানেনেত্যর্থঃ। স্ময়মান ইত্যসৌ স্বং জ্ঞানিনং জানাত্যথ চাজ্ঞানিবদুক্তিরিতি। ইবেতি তস্য বহিরনিষ্ক্রমাৎ। বিগতস্ময়ঃ জ্ঞানিত্বগর্ব্বরহিতঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবদ্ধম্'—অসঙ্গত (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যিনি বহু অসংলগ্ন কথা বলিতেছিলেন, সেই রাজাকে বলিলেন)। 'অনুবিদ্ধেন'—অনুবিদ্ধ বলিতে গ্রথিত (অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত যে মদ, তাহাতে মত্ত হইয়া রাজা ঐরূপ অনেক অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিতেছিলেন)। 'তিরস্কৃতাশেষ'—ইত্যাদি, তিরস্কৃত বলিতে অবজ্ঞাত হইয়াছে, অশেষ অর্থাৎ পরিপূর্ণ, ভগবানের প্রিয় নিকেতন, অর্থাৎ ভরত নামক আশ্রয় যাহা কর্ত্তৃক, তাঁহাকে (অর্থাৎ ভগবানের পরিপূর্ণ প্রিয় মন্দিরস্বরূপ ভরতের অবজ্ঞাকারী রাজাকে)। 'সর্ব্বভূত-সুহৃদাত্মা'—সকল প্রাণীর সুহৃৎস্বরূপ, অর্থাৎ নিজ অপরাধীর প্রতিও যিনি কৃপালু—এই অর্থ। 'পণ্ডিতমানিনং'—পণ্ডিতাভিমানী রাজাকে, তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞানিত্ব সর্ব্বজ্ঞহেতু জানিয়া, এই অর্থ। 'যোগেশ্বরচর্য্যায়াং'—যোগেশ্বরগণের যে চর্য্যা, অর্থাৎ জড় প্রভৃতির ন্যায় আচরণ, তদ্বিষয়ে রাজা অনভিজ্ঞ—ইহা বুঝিয়া। 'স্ময়মানঃ ইব'—রাজা নিজেকে জ্ঞানী বলিয়া জানেন, অথচ অজ্ঞানীর ন্যায় উক্তি—এইহেতু ঈষৎ হাস্য করিয়াই যেন। এখানে 'ইব'—শব্দ প্রয়োগে সেই হাস্যের বহিঃপ্রকাশ হয় নাই, বুঝিতে হইবে। 'বিগতস্ময়ঃ'—জ্ঞানী, এইরূপ অভিমান-রহিত যিনি, সেই ভরত ॥ ৮ ॥

মধ্ব—অশেষভগবৎ প্রিয়াণাং নিকেতঃ স এব ভরতো মানুষাপেক্ষয়া।

তৎকালস্থিতভক্তেষু মানুষেষ্বৃষভাত্মজঃ।
বরোঽপি ধিক্কৃতো রাজ্ঞা সুহৃদা বৈষ্ণবেষ্বপি।
ইতি গারুড়ে ॥ ৮ ॥

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ।

ত্বয়োদিতঃ ব্যক্তমবিপ্রলব্ধং
ভর্ত্তুঃ স মে স্যাদ্ যদি বীর ভারঃ।
গন্তুর্যদি স্যাদধিগম্যমধ্বা
পীবেতি রাশৌ ন বিদাং প্রবাদঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ,— (হে) বীর, ত্বয়া (ভবতা বিপরীতলক্ষণয়া যৎ) উদিতম্ (উক্তং তব শ্রমাদি নাস্তি ইতি তৎ) ব্যক্তং (স্ফুটং লোকদৃষ্ট্যা সত্যম্ এব। অতঃ) অবিপ্রলব্ধং (বিপ্রলম্ভঃ বিরুদ্ধঃ ন ভবতি। যতঃ) ভর্ত্তুঃ (বোঢ়ুঃ দেহস্য যঃ) ভারঃ সঃ যদি মে (মম আত্মনঃ) স্যাৎ (তদা বিপ্রলম্ভঃ বিরুদ্ধঃ স্যাৎ। অহং তু দেহাৎ ভিন্নঃ অতঃ বোঢ়া এব ন ভবামি) গন্তুঃ (গমনকর্ত্তুঃ দেহস্য যৎ) অধিগম্যং (প্রাপ্যং স্থানম্) অধ্বা (মার্গশ্চ তৎ) যদি (মে মম) স্যাৎ (তদা তন্নিমিত্তঃ শ্রম অপি মে স্যাৎ। অতঃ তদভাবাৎ শ্রমঃ এব নাস্তীতি সত্যমেব উক্তং ত্বয়া নোপালম্ভমিতি। ভারস্য বোঢ়ুশ্চ অনিরূপ্যত্বাৎ মম চ তৎসম্বন্ধাভাবাৎ যচ্চোক্তং) পীবা (ত্বম্) (ইতি তদপি ব্যবহারঃ মূর্খাণাং ভবতু যতঃ অয়ং) প্রবাদঃ বিদাম্ (আত্মানাত্মবিবেকবতাং তু জনানাং) রাশৌ (দেহাদি প্রপঞ্চে এব ; ন আত্মনি। যতঃ দেহঃ এবঃ পীনঃ নাহমিতিভাবঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণবর ভরত কহিলেন,—"হে বীর,

আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য ; আক্ষেপ-বাক্য মাত্র নহে ; যেহেতু, বহনকর্ত্তা দেহের ভার যদি আমার (আত্মার) হয়, তাহা হইলে আপনার ঐ সকল বাক্য বিরুদ্ধ হইতে পারে ; কিন্তু আমি দেহ হইতে ভিন্ন ; অতএব, বাহক নহি। গমনকর্ত্তার গম্যস্থান অথবা মার্গলাভ যদি আমার আত্মারও উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমার গমন জন্য ক্লেশ হইতে পারে ; কিন্তু আমার সেরূপ কোনও উদ্দেশ্য না থাকায় ক্লেশও নাই। আর আপনি আমাকে "স্থূল নহে" এই যাহা বলিলেন, তাহা মূর্খজনোচিত ব্যবহার মাত্র। ঐরূপ প্রবাদ স্থূলদেহের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু পণ্ডিতগণ ঐরূপ বাক্য আত্মার উদ্দেশে কখনও বলেন না ; অতএব আমার এই দেহটাই স্থূল, আমি স্থূল নহি ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—জ্ঞানিমানিনমেনং জ্ঞানেনৈব পরাস্তীকৃত্য কৃপয়িষ্যামীত্যভিপ্রেত্যাহ—ত্বয়োদিতমিতি। তত্র বিরুদ্ধলক্ষণয়া যদুক্তং ত্বয়া, ত্বং ন শ্রান্তো ন দীর্ঘমধ্বানং আগত ইতি তদবিপ্রলব্ধং যথার্থমেব নত্বাক্ষেপঃ। যতো ভর্ত্তুঃ শিবিকাবাহকস্য ভারো যদি মে মম স্যাত্তদা স বিপ্রলম্ভঃ স্যাদিতি সম্বন্ধঃ। অহং দেহাভিন্নো বোঢ়ৈব ন ভবামীতি ভাবঃ। এবং গন্তুরিত্যাদি অধিগম্যং প্রাপ্যং স্থানাদিকং অধ্বা বা। যত্ত্বয়োক্তং ত্বং পীবা ভবসীতি তৎরাশৌ ভূতানাং রাশিরূপে দেহে বিদাং বিদুষাং প্রবাদো ন ভবতি, কিন্তু সত্যমেব পীবত্বমিত্যর্থঃ। ময়ি চেতনস্বরূপে তু প্রবাদঃ কলঙ্ক এবেতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানাভিমানী এই রাজাকে জ্ঞানের দ্বারাই পরাজিত করিয়া কৃপা করিব—এইরূপ অভিপ্রায় করিয়া বলিতেছেন—'ত্বয়োদিতম্', ইত্যাদি। বিরুদ্ধলক্ষণার দ্বারা তোমা কর্ত্তৃক যাহা উক্ত হইয়াছে—'তুমি পরিশ্রান্ত নও, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আস নাই', ইত্যাদি, তাহা 'অবিপ্রলব্ধং' —যথার্থই, কিন্তু আক্ষেপ-বচন নহে। যেহেতু 'ভর্ত্তুঃ'—শিবিকার বহনকারীর (দেহের) ভার যদি আমার হইত, তাহা হইলে তিরস্কার হইতে পারিত, কিন্তু আমি (আত্মা) দেহ হইতে ভিন্ন, বহনকর্ত্তা নহি—এই ভাব। এই প্রকার—'গন্তুঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ পথ যদি গমনকারীর প্রাপ্য হয়, আর উহাও যদি আমার হয়, তাহা হইলে তোমার উক্তি সত্য। আর তুমি যে আমাকে 'স্থূল' ইত্যাদি বলিয়াছ, তাহা ভূতসকলের রাশিভূত দেহে প্রযুক্ত হইতে পারে, উহা বিদ্বদ্গণের মিথ্যা বাক্য নহে, কিন্তু সত্যই দেহাদিরই স্থূলত্ব। কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ আমাতে ঐরূপ উক্তি কলঙ্কই—এই ভাব ॥ ৯ ॥

মধ্ব—ভরণাদিকৃদ্ধরিরিতি চিন্তয়ন্ পমব্রবীদিতি চ ॥ ৯ ॥

স্থৌল্যং কার্শ্যং ব্যাধয় আধয়শ্চ
ক্ষুত্তৃড়্ভয়ং কলিরিচ্ছা জরা চ।
নিদ্রা রতির্মন্যুরহংমদঃ শুচো
দেহেন জাতস্য হি মে ন সন্তি ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—স্থৌল্যং (পীনত্বং) কার্শ্যং (দুর্ব্বলত্বং) ব্যাধয়ঃ (শরীরোদ্ভবাঃ রোগাদয়ঃ) আধয়ঃ চ (মনঃপীড়াঃ) ক্ষুত্তৃট্ (ক্ষুত্তৃষৌ প্রাণধর্ম্মৌ) ভয়ম্ (ইষ্টবিঘাতকাঙ্ক্ষীতিঃ) কলিঃ (কলহঃ) ইচ্ছা (বিষয়েষু রাগঃ) জরা চ (বৃদ্ধত্বং) নিদ্রা রতিঃ (বিষয়াসক্তিঃ) মন্যুঃ (ক্রোধঃ) অহং (দেহাদ্য-ধ্যাসঃ অনাত্মনি আত্মাভিমানরূপঃ) মদঃ (মোহঃ) শুচঃ (ইষ্টবিয়োগজাঃ তাপাঃ এতে সর্ব্বে) দেহেন জাতস্য হি (দেহেন তদভিমানেন সহজাতস্য জনস্য ভবন্তি) মে (মম নিরভিমানস্য স্বতঃ) ন সন্তি (যদ্বা দেহে জাতে যঃ জাতঃ তস্যৈব তানি ভবিতুম্ অর্হন্তি। ন মম অজাতস্য উৎপত্যাদি-রহিতস্য তৎ ভবিতুম্ অর্হন্তীতি ভাবঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—স্থূল, কৃশ, আধি (মনঃপীড়া) ব্যাধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, কলহ, বিষয়-ভোগ-বাসনা, জরা, নিদ্রা, বিষয়াসক্তি, ক্রোধ, দেহাত্মবুদ্ধি, শোক, মোহ—এই সকলই দেহাভিমানের সহিত উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং দেহাভিমানী জীবেরই ঐ সকল স্থূলত্ব, কৃশত্বাদি হইয়া থাকে ; কিন্তু আমার দেহাভিমান নাই, সুতরাং আমাতে ঐরূপ স্থূলত্ব, কৃশত্বাদিও নাই ॥ ১০॥

বিশ্বনাথ—ন কেবলং পীবত্বমেব মে নাস্তি, অপি ত্বন্যেপি দেহধর্ম্মা ন বর্ত্তন্ত ইত্যাহ—স্থৌল্যমিতি। দেহেন সহ যো জাত-স্তদভিমানী জীবস্তস্যৈব হি নিশ্চিতং সন্তি, ন তু মে নিরভিমানস্য॥ ১০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কেবল আমার স্থূলত্বই নাই, ইহা নহে, কিন্তু অন্যান্য দেহধর্ম্মসকলও (কৃশত্ব, ব্যাধি প্রভৃতিও) নাই, ইহা বলিতেছেন—'স্থৌল্যম্' ইত্যাদি। 'দেহেন জাতস্য'—দেহের সহিত (দেহাভিমানের সহিত) যিনি জাত, অর্থাৎ দেহাভিমানী যে জীব, তাহারই 'হি'—নিশ্চিতই, ঐ সকল দেহধর্ম্ম থাকে, কিন্তু নিরভিমানী আমার নাই ॥ ১০ ॥

মধ্ব—দেহেন জাতস্য দেহাভিমানিনঃ। দেহমানী দেহজাতো বিদেহোমানবর্জ্জিতঃ ইতি চ ॥ ১০ ॥

জীবন্মৃতত্বং নিয়মেন রাজ-
ন্নাদ্যন্তবদ্‌যদ্বিকৃতস্য দৃষ্টম্।
স্বস্বাম্যভাবো ধ্রুব ঈড্য যত্র
তর্হ্যুচ্যতেহসৌ বিধিকৃত্যযোগঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, (জীবন্মৃত ইতি যদুক্তং তত্র আহ) জীবন্মৃতত্বং (জীবত্বং জীবনং প্রাণযোগেন চেষ্টাবত্ত্বং মৃতত্বং চৈতন্যশূন্যত্বং রতিলক্ষণসুখরাহিত্যং তৎ ন কেবলং মমৈব কিন্তু সর্ব্বস্য) বিকৃতিস্য (পরিণামিনঃ দেহাদেঃ অপি তৎ) নিয়মেন (ময়া) দৃষ্টম্। যৎ (যস্মাৎ সর্ব্বম্ অপি বিকৃতং প্রতিক্ষণম্) আদ্যন্তবৎ (উৎপত্তিবিনাশবৎ সর্ব্বেষাং ভাবানাং প্রতিক্ষণং পরিণামিত্বাৎ ইতি ভাবঃ। যদুক্তং ভর্ত্তৃশাসনমতিচরসীতি তত্রাহ—হে) ঈড্য, হে স্তুত্য, স্বস্বাম্যভাবঃ (স্বং চ ভৃত্যত্বং চ স্বাম্যঞ্চ স্বামিত্বঞ্চ তয়োঃ ভাবঃ সত্তা) যত্র (পক্ষে) ধ্রুবঃ (নিশ্চলঃ এব যদি ব্যবস্থিতঃ স্যাৎ) তর্হি অসৌ বিধিকৃত্যযোগঃ (বিধিকৃত্যে শিবিকাবাহনাদি কর্ম্মণি যোগঃ যদ্বা বিধিঃ নিয়োগঃ, কৃত্যং কর্ম্ম তয়োঃ যোগঃ ধ্রুবঃ উচ্যতে। যদি তু কালবশাৎ তব রাজ্যভ্রংশঃ ভবতি, মম চ রাজ্যলাভঃ স্যাৎ, তদা সর্ব্বম্ এতৎ বিপরীতং স্যাৎ, অতঃ ন তব প্রশাস্তৃত্বং স্বতঃ অস্তি, স্বস্য স্বামিত্ব-বুদ্ধির্ভ্রান্তিরিত্যর্থঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, আপনি যে আমাকে জীবন্মৃত বলিলেন, তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে কেবল আমি জীবন্মৃত নহি, কিন্তু আমি দেখিতেছি পরিণামশীল বস্তু-মাত্রেরই আদি ও অন্ত আছে। আর আপনি আমাকে "স্বামীর আদেশ লঙ্ঘন করিতেছিস্"—এই যাহা বলিলেন, তৎসম্বন্ধেও আমি বলি যে, হে পূজ্য, স্বামী ও ভৃত্যভাব যদি কাহারও পক্ষে নিত্য হইত, তাহা হইলে "শিবিকা-বহন কার্য্যে ইহাকে নিযুক্ত কর" এইরূপ আদেশও অনুচিত হইত না; কিন্তু যদি কালবশে আপনার রাজ্য নষ্ট হইয়া যায় এবং আমার রাজ্য লাভ হয়, তাহা হইলে সব বিপরীত অর্থাৎ আপনার স্বামীবুদ্ধি ঘুচিয়া ভৃত্যবুদ্ধি ও আমার ভৃত্যবুদ্ধি ঘুচিয়া স্বামীবুদ্ধি হইবে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—যচ্চোক্তং জীবন্মৃতোহসীতি তত্রাপ্যাহ —জীবন্মৃতত্বমিতি। যদি ত্বয়া মম দেহাভিমানিত্বমেব নির্দ্ধারিতং তদপি জীবন্মৃতত্বং নিয়মেন মমৈব কেবলং ন, কিন্তু সর্ব্বস্যৈব বিকৃতস্য পরিণামিনো দৃষ্টং প্রত্যক্ষমেব যদযস্মাদ্বিকৃতং প্রতিক্ষণমেবাদ্যন্তবৎ। যচ্চোক্তং ভর্ত্তৃশাসনমতিচরসীতি তত্রাহ—স্বঞ্চ স্বাম্যং স্বামিত্বঞ্চ তয়োর্ভাবো বিদ্যমানত্বং স চ যত্র যদা ধ্রুবঃ স্থিরঃ স্যাত্তর্হি বিধিকৃত্যে শিবিকাবহনাদিকর্ম্মণি যোগঃ অয়ং জনো যুজ্যমিত্যুচ্যতে কথ্যতে উচিতো বা ভবতীতি 'উচ সমবায়' ইত্যস্য রূপম্। যদি তু তব রাজ্যভ্রংশো মম রাজ্যং স্যাত্তর্হি ত্বামপ্যহং শিবিকাং বাহয়ন্ কিমিদমরে ইত্যাদি কথয়েয়মিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তুমি জীবন্মৃত'—ইহা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে বলিতেছেন—জীবন্মৃতত্বম্' ইত্যাদি। যদি তুমি আমাকে দেহাভিমানী বলিয়াই স্থির করিয়া থাক, তাহা হইলেও জীবন্মৃতত্ব কেবল আমারই নহে, কিন্তু 'বিকৃতস্য'—বিকৃত, অর্থাৎ পরিণামশীল বস্তুমাত্রেরই উহা প্রত্যক্ষই দৃষ্ট হয়, যেহেতু যে বস্তু যাহা হইতে বিকৃত (পরিণাম-প্রাপ্ত) হয়, তাহার প্রতিক্ষণেই আদি ও অন্ত আছে। আর 'প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করিতেছ'—ইহা যাহা বলিয়াছ, তাহাতে বক্তব্য—'স্ব-স্বাম্য-ভাবঃ', স্বত্ব ও স্বামিত্ব, তাহাদের যে ভাব (অর্থাৎ এ ব্যক্তি ভৃত্য, এ ব্যক্তি তাহার প্রভু—এরূপ প্রভু-ভৃত্য—সম্বন্ধ) যদি চির-স্থায়ী হয়, তাহা হইলে 'বিধিকৃত্যে'—শিবিকা-বাহনাদি কর্ম্মে এই ব্যক্তিকে নিযুক্ত কর—এইরূপ 'উচ্যতে'—বলা যাইতে পারে, অথবা ঐরূপ ব্যবহার উচিত হয়। এখানে 'উচ্যতে'—ইহা সমবায় অর্থে 'উচ' ধাতুর রূপ। কিন্তু তোমার যদি রাজ্যভ্রষ্ট

হয় এবং আমার যদি রাজ্য হয়, তবে আমি তোমা-কেও শিবিকা বহন করাইয়া, 'অরে! ইহা কি করছিস্'—এরূপ বলিতে পারি—এই অর্থ ॥ ১১ ॥

মধ্ব—প্রাণযুক্তেররত্যা চ জড়ং জীবন্মৃতং স্মৃতম্ ইতি চ। স্বামিত্বং তু হরেরেব মুখ্যমন্যত্রভৃত্যতা ॥ ১১॥

বিশেষবুদ্ধেবিবরং মনাক্ চ
পশ্যাম যন্ন ব্যবহারতোঽন্যৎ।
ক ঈশ্বরস্তত্র কিমীশিতব্য-
মথাপি রাজন্ করবাম কিং তে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু যাবৎ রাজা অহং তাবৎ তব স্বামী ভবামি এব ইতি চেৎ তত্র আহ—) বিশেষবুদ্ধেঃ (ত্বং ভৃত্যঃ অহং স্বামীতি বিশেষঃ রাজভৃত্যাদিভেদঃ তদ্‌বুদ্ধেঃ) বিবরম্ (অবকাশং) যৎ (যদা) ব্যব-হারতঃ (উক্তিমাত্রাৎ) অন্যৎ মনাক্ চ (ঈষদপি) ন পশ্যামঃ তত্র (তদা এবং সতি) কঃ ঈশ্বর? (রাজা?) কিং (চ) ঈশিতব্যং? (ভৃত্যাদি ভবেৎ? ন ত্বম্ ঈশ্বরঃ নাহম্ ঈশীতব্য ইতি যদ্যপি পরমার্থতঃ রাজভৃত্যাদিঃ সম্বন্ধঃ, তর্হি হে) রাজন্, অথাপি তে (তব) কিং (কার্য্যং) করবাম (তদ্ ব্রূহি ইতি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—যদি বলেন—যতদিন আমি রাজা, ততদিন আমি তোমার প্রভু; তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তাদৃশ 'আমি রাজা' বা 'আমি ভৃত্য' এইরূপ ভেদবুদ্ধির অবকাশ ব্যবহারজনিতই হইয়া থাকে; তদ্ব্যতীত আর অন্য কিছু দেখিতেছি না। এস্থলে রাজাই বা কে আর ভৃত্যই বা কে? তথাপি যদি আপনার এরূপ অভিমান থাকে, তাহা হইলে বলুন, আমি আপনার কি কার্য্য করিব ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু যাবদ্রাজাহং তাবত্তব স্বামী ভবা-ম্যেবেতি চেত্তত্রাহ—বিশেষো রাজভৃত্যাদিভেদস্তদ্বুদ্ধে-বিবরমবকাশং ব্যবহারাদন্যৎ ন পশ্যামি। মনাক্ ঈষদপি, তথাপি তবায়মভিমানশ্চেত্তর্হি ব্রূহি কিন্তে করবামেতি ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—যতক্ষণ আমি রাজা, ততক্ষণ আমি তোমার প্রভুই, তাহাতে বলিতে-ছেন—'বিশেষবুদ্ধেঃ'—বিশেষ অর্থাৎ রাজা ও ভৃত্যাদির ভেদ, এবং তদ্রূপ বুদ্ধির, 'বিবরং'—অব-কাশ, ব্যবহার ব্যতীত অন্য কিছু দেখিতেছি না। 'মনাক্'—ঈষৎও, তথাপি তোমার যদি এইরূপ অভিমান হয়, তাহা হইলে বল—আমি তোমার কি কার্য্য করিব? ॥ ১২ ॥

মধ্ব—দেবেষু তন্নিয়ত্যা চ ত্বদাদের্ব্যাবহারিকম্॥ মনুষ্যেষু বিশেষঃ কো ব্যবহারমৃতে বদ। ব্যাত্যাসান্নহি দেবেষু ব্যত্যাসঃ স্বামিতাং গতঃ ইতি চ ॥ ১২ ॥

উন্মত্তমত্তজড়বৎ স্বসংস্থাং
গতস্য মে বীর চিকিৎসিতেন।
অর্থঃ কিয়ান্ ভবতা শিক্ষিতেন
স্তব্ধপ্রমত্তস্য চ পিষ্টপেষঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(যদুক্তং প্রমত্তস্য চ তব চিকিৎসাং করোমি যথা স্বাং প্রকৃতিং ভজিষ্যসি ইতি তত্রাহ—হে) বীর, উন্মত্তমত্তজড়বৎ (উন্মত্তাদিবদ্বর্ত্তমানস্য বস্তুতঃ) স্বসংস্থাং (স্বস্মিন্ ব্রহ্মাত্মকে স্বাত্মনি সংস্থাং নিষ্ঠাং স্বরূপভূতব্রহ্মভাবং) গতস্য (প্রাপ্তস্য) মে (মম) ভবতা চিকিৎসিতেন (দণ্ডাদ্যুপায়েন) শিক্ষিতেন বা কিয়ান্ অর্থঃ? (সেৎস্যতি ন কঃ অপি তথা চ ত্বৎকৃতং প্রহরণাদিকং নানিষ্টং স্যাদিত্যর্থঃ। যতঃ মুক্তস্যার্থানর্থয়োঃ অসম্ভবাৎ ইতি ভাবঃ) স্তব্ধ-প্রমত্তস্য চ (যদি পুনঃ অহং তব দৃষ্ট্যা ন মত্তং কিন্তু প্রমত্তঃ স্তব্ধঃ সংসারী এব তথাপি স্তব্ধস্য প্রমত্তস্য মম তত্র শিক্ষাদিকং পিষ্টপেষঃ (পিষ্টপেষণবৎ ব্যর্থং নিষ্ফল-মেব স্যাৎ যতঃ যথা পিষ্টং বস্তু প্রহারেণ অপিষ্টং ন ভবতি, কিন্তু অতিপিষ্টং ভবতি, তথৈব প্রমত্তস্য মম দণ্ডনেন প্রমত্ততা ন শাম্যতি কিন্তু অতি প্রমত্ততা এব স্যাদিতি ভাবঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—(হে রাজন) আপনি যে আমাকে কহি-লেন,—"অরে, তুই অতিশয় উন্মত্ত, আমি তোর প্রতিকার করিতেছি, তাহা হইলে তুই স্বীয় স্বভাব প্রাপ্ত হইবি"। এস্থলে বক্তব্য এই যে,—উন্মত্ত, মত্ত অথবা জড়ের ন্যায় অবস্থান করিলেও বস্তুতঃ আমি ব্রহ্মাত্মনিষ্ঠা লাভ করিয়াছি; আমার প্রতি দণ্ডবিধান বা শিক্ষাপ্রদান করিয়া আপনার কি স্বার্থলাভ হইবে?

আপনার দৃষ্টিতে যদি আমি প্রমত্ত ও সংসারীই হই, তাহা হইলে আমার প্রতি আপনার দণ্ডবিধানে পিষ্ট-বস্তু পেষণের ন্যায় বিফল অর্থাৎ পিষ্টবস্তুকে পুনরায় পেষণ করিলে যেমন কোন ফল হয় না, তেমনি প্রমত্তকে দণ্ডপ্রদান করিলে, তাহার প্রমত্ততার উপশম হয় না, বরং আরও বৃদ্ধিই হয় ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্বোক্তং প্রমত্তস্য তে চিকিৎসাং করোমীতি তত্রাহ—উন্মত্তাদিবদ্বর্ত্তমানস্য বস্তুতস্ত স্বসংস্থাং অন্তর্নিষ্ঠাং গতস্য চিকিৎসিতেন কায়িকেন বাচিকেন বা দণ্ডেন কিয়ানর্থঃ সাধয়িতব্যঃ মুক্তানা-মর্থানর্থয়োরগ্রহণাৎ। যদি পুনরহং ন মুক্তঃ কিন্তু প্রমত্ত স্তব্ধ এব তদাপি শিক্ষিতেন ত্বদ্দত্তদণ্ডেন পিষ্ট-পেষ এব ভবতি যথা পিষ্টং বস্তু প্রহারেণ পিষ্টং ন ভবতি কিন্ত্বতিপিষ্টং ভবতি, তথৈব প্রমত্তস্য দণ্ডনেন প্রমত্ততা ন শাম্যতি কিন্ত্বতিপ্রমত্ততা স্যাৎ ॥১৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তুমি প্রমত্ত অর্থাৎ অসাবধান বলিয়া আমি তোমার চিকিৎসা করিব, যাহাতে তুমি প্রকৃতিস্থ হও'—রাজার এই পূর্ব্ব উক্তির উত্তরে বলিতেছেন—'উন্মত্ত-মত্ত-জড়বৎ' ইত্যাদি, উন্মত্তাদির ন্যায় বর্ত্তমান আমার, বস্তুতঃ 'স্বসংস্থাং গতস্য' —অন্তর্নিষ্ঠা (ব্রহ্মত্ব) প্রাপ্ত ব্যক্তির কায়িক বা বাচিক দণ্ডের দ্বারা তোমার কি প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে? যেহেতু যাঁহারা মুক্ত পুরুষ, তাঁহাদের অর্থ বা অনর্থ (প্রয়োজন বা অপ্রয়োজন) কিছুই নাই। আর যদি আমি মুক্ত না হই, কিন্তু প্রমত্ত বা জড়ই হই, তথাপি তোমার দণ্ড-প্রদানে উহা পিষ্টপোষণই হইবে, যেমন পিষ্ট বস্তু প্রহারের দ্বারা পিষ্ট হয় না, বরং অতিপিষ্টই হয়, তদ্রূপ প্রমত্ত ব্যক্তির দণ্ড-দানের দ্বারা প্রমত্ততার উপশম হয় না, কিন্তু অতি-শয় প্রমত্ততাই হয় ॥ ১৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এতাবদনুবাদপরিভাষয়া প্রত্যুদীর্য্য স মুনিবর উপশমশীল উপরতানাত্ম্যনিমিত্ত উপভোগেন কর্ম্মারব্ধং ব্যপনয়ন্ রাজযানমপি তথৈবোবাহ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—অনুবাদপরিভাষয়া (রাজোক্তানুবাদরূপয়া পরিভাষয়া ভাষণেন) এতাবৎ প্রত্যু-দীর্য্য (রাজানং প্রত্যুত্তরং দত্ত্বা) উপশমশীলঃ (উপশমঃ অক্রোধাদি এব শীলং যস্য সঃ শান্তচিত্তঃ) উপরতানাত্ম্য-নিমিত্তঃ (উপরতং নিবৃত্তম্ অনাত্ম্যে দেহাত্মত্বে নিমিত্তম্ অবিদ্যালক্ষণং যস্য সঃ তাদৃশঃ) উপভোগেন (শিবিকা-ভারোদ্বহনাদিনা) আরব্ধং (প্রারব্ধং) কর্ম্ম ব্যপনয়ন্ (ক্ষপয়ন্) সঃ মুনিবরঃ (ভরতঃ) রাজযানং (শিবিকান্) অপি (পুনঃ) তথা এব (পূর্ব্ববৎ এব) উবাহ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, রাজা রহূগণ পরম ভাগবতকে যে সকল তিরস্কার-বাক্য বলিয়াছিলেন, শান্তচিত্ত মুনিবর ভরত সেই সকল বাক্যের বিশেষার্থদ্বারা যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন। দেহে আত্মবুদ্ধির কারণ অবিদ্যা; তাহা তাঁহার ছিল না। তিনি দৈন্য-বশতঃ 'আমি ভক্ত' এরূপ অভিমান করিতেন না; তাই সাধারণ জীবের মত "আমি শিবিকাবাহনাদিরূপ ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মফল ক্ষয় করিতেছি" এইরূপ ভাবিয়াই পূর্ব্ববৎ রাজযান বহন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—অনুবাদরূপয়া পরিভাষয়া ভাষমাণেন উপরতং অনাত্মস্য দেহাত্মভাবস্য নিমিত্তমবিদ্যা যস্য সঃ। ননু স্বদেহাভিমানং বিনা তদ্বচোঽনুদ্য সোঢ়ু-মসমর্থ ইব সমাদধানঃ কথং তথা প্রত্যুক্তবাংস্তত্রাহ —উপভোগেন রাজোচিতৈশ্বর্য্যভোগেন জাপিতং যৎ রহূগণস্য প্রারব্ধং কর্ম্ম তদপি ব্যপনয়ন্ ব্যপনেতুং অনুবাদমিষেণ কৃপয়া স্বোপদিষ্টতদনুষ্ঠিতয়া ভক্ত্যেব তৎপ্রারব্ধমপি দূরীকর্ত্তুমিত্যর্থঃ। যদ্বা, প্রেমোত্থ-দৈন্যেন স্বস্য ভক্তত্বামননাৎ উপভোগেন শিবিকা-ভারোদ্বহনাদিনা আরব্ধফলং কর্ম্ম ব্যপনয়ন্ ব্যপ-নয়ামীতি মনসি ভাবয়ন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনুবাদ-পরিভাষয়া'—এই-ভাবে রাজার উক্তির অনুবাদরূপ কথনের দ্বারা প্রত্যুত্তর প্রদান করতঃ, 'উপরতানাত্ম্য-নিমিত্তঃ'—উপরত অর্থাৎ নিবৃত্ত হইয়াছে 'অনাত্ম্যের' বলিতে দেহাত্মভাবের নিমিত্ত অর্থাৎ অবিদ্যা যাঁহার, তিনি (অর্থাৎ ভরতের দেহে আত্মবুদ্ধির কারণস্বরূপ অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়াছিল)। যদি বলেন—দেখুন, ভরতের নিজ দেহের অভিমান না থাকিলে, রাজার বাক্য সহ্য করিতে অসমর্থের ন্যায় কিজন্য সেইরূপ

প্রত্যুত্তর দিলেন? তাহাতে বলিতেছেন—'উপভোগেন'—রাজোচিত ঐশ্বর্য্যভোগে জ্ঞাপিত হইয়াছে রহূগণের যে প্রারব্ধ কর্ম্ম, তাহাও অপনোদনের নিমিত্ত, অর্থাৎ অনুবাদ-চ্ছলে কৃপাপূর্ব্বক স্বোপদিষ্ট তদনুষ্ঠিত ভক্তির দ্বারাই তাঁহার প্রারব্ধও দূর করিবার জন্য (তিনি প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন)—এই অর্থ। অথবা—প্রেমোত্থ দৈন্যবশতঃ নিজেকে ভক্ত বলিয়া মনে না করায়, শিবিকার ভার বহনাদির দ্বারা আমার প্রারব্ধ কর্ম্মফল আমি ক্ষয় করিতেছি—এইরূপ মনে মনে ভাবনা করতঃ (পূর্ব্বের ন্যায় শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন।) ॥ ১৪ ॥

———

স চাপি পাণ্ডবেয় সিন্ধুসৌবীরপতিস্তত্ত্বজিজ্ঞাসায়াং সম্যক্‌শ্রদ্ধয়াধিকৃতাধিকারস্তদ্ধৃদয়গ্রন্থিবিমোচনং দ্বিজবচ আশ্রুত্য বহুযোগগ্রন্থসম্মতং ত্বরয়াবরুহ্য শিরসা তৎপাদমূলমুপসৃতঃ ক্ষমাপয়ন্ বিগতনৃপদেবস্ময় উবাচ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) পাণ্ডবেয়, (তদনন্তরং) স চাপি সিন্ধুসৌবীরপতিঃ (রহূগণ অপি) সম্যক্‌শ্রদ্ধয়া (সম্যক্ ইন্দ্রিয়নিগ্রহাদিপূর্ব্বিকা যা শ্রদ্ধা তয়া এব) তত্ত্বজিজ্ঞাসায়াং (তত্ত্ববিচারে) অধিকৃতাধিকারঃ (অধিকৃতঃ প্রাপ্তঃ অধিকারঃ যেন সঃ তাদৃশঃ সন্) বহুযোগগ্রন্থসম্মতং (বহুষু যোগগ্রন্থেষু শ্রেষ্ঠত্বেন সম্মতং) হৃদয়গ্রন্থিবিমোচনম্ (অজ্ঞানবিমোচনং) তৎ দ্বিজবচঃ (ভরতবাক্যম্) আশ্রুত্য (শ্রুত্বা) বিগতনৃপ-দেবস্ময়ঃ (বিগতঃ নৃপাণাং দেবঃ অধিরাজঃ পূজ্যশ্চ অহম্ ইতি স্ময়ঃ গর্ব্বঃ যস্যাঃ সঃ তাদৃশঃ) ত্বরয়া (শিবিকাতঃ) অবরুহ্য (অবতীর্য্য) শিরসা (মস্তকেন) তৎপাদমূলম্ (ভরতপাদ-মূলম্ প্রতি) উপসৃতঃ (কৃতদণ্ডবৎ প্রণতঃ সন্) ক্ষমাপয়ন্ (ক্ষমাম্ আপ্নোতি ক্ষমাপঃ তাদৃশং কুর্ব্বন্) উবাচ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে পাণ্ডবেয়, সম্যক্ শ্রদ্ধা উৎপন্ন হওয়ায় সিন্ধুসৌবীরপতি রহূগণও তত্ত্ববিচারে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দ্বিজবর, ভরতের বহুযোগ-শাস্ত্রসম্মত ও হৃদয়গ্রন্থিছেদক বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহার রাজাভিমান বিদূরিত হইল। তিনি শীঘ্র শিবিকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক মস্তকের দ্বারা ভরতের পাদমূলে প্রণত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অধিকৃতঃ প্রাপ্তোঽধিকারো যেন সঃ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অধিকৃতঃ'—প্রাপ্ত হইয়াছে অধিকার যাঁহা কর্ত্তৃক, তিনি (অর্থাৎ রাজা রহূগণ পূর্ব্বেই তত্ত্বজিজ্ঞাসার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।) ॥ ১৫ ॥

———

কস্ত্বং নিগূঢ়শ্চরসি দ্বিজানাং
বিভর্ষি সূত্রং কতমোঽবধূতঃ।
কস্যাসি কুত্রত্য ইহাপি কস্মাৎ
ক্ষেমায় নশ্চেদসি নোত শুক্লঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—নিগূঢ় (প্রচ্ছন্নঃ অলক্ষিতবর্ণাশ্রমাচারঃ সন্) ত্বং কঃ (অস্মিন্ সংসারে) চরসি? (বিচরসি?) দ্বিজানাং (দত্তাত্রেয়াদীনাং মধ্যে ত্বং) কতমঃ অবধূতঃ? (সর্ব্বৈঃ পরিভাব্যবেষঃ জ্ঞাননিষ্ঠঃ?) (যদি উচ্যতে নাহং দ্বিজঃ তদপি ন যতঃ) সূত্রম্ (উপবীতং) বিভর্ষি (ধারয়সি অতঃ ব্রূহি ত্বং) কস্য (মহাত্মনঃ পুত্র শিষ্যঃ বা) অসি? কুত্রত্যঃ (কুত্র ভবঃ কিং দেশবাসী অপি অসি? এবম্) ইহ (অস্মিন্ স্থানে) অপি কস্মাৎ (হেতোঃ আগতঃ অসি?) চেৎ (যদি) নঃ (অস্মাকং) ক্ষেমায় (মঙ্গলায় ইহ প্রাপ্তঃ) অসি? (তর্হি কিং) শুক্লঃ (শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তিঃ কপিলঃ ত্বম্?) উত ন (অন্যঃ ভবসি? তৎ কথয়) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—(হে ব্রহ্মন্) প্রচ্ছন্নভাবে এই সংসারে বিচরণ করিতেছেন, আপনি কে? আপনি কি ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ? কেননা আপনি যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়াছেন, অথবা আপনি কি দত্তাত্রেয়াদির মধ্যে কোন অবধূত (জ্ঞাননিষ্ঠপুরুষ)? আপনি কোন্ মহাত্মার শিষ্য, কোথায় অবস্থান করেন? এখানেই বা কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন? যদি আমাদের মঙ্গলের নিমিত্তই আপনার আগমন হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি বিশুদ্ধসত্ত্বময় মূর্ত্তি নারায়ণাবতার কপিল নাকি? ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিজানাং মধ্যে ত্বং কতমঃ? যতস্ত্বং

সূত্রং বিভর্ষি। অবধূতঃ কিং দত্তাত্রেয়োঽসি ? কস্য পুত্রোঽসি ? কুত্রত্যঃ কিং দেশজন্মাসি ? নোঽস্মাকং ক্ষেমায় প্রাপ্তশ্চেৎ শুক্লো নারায়ণো নাসি উত তদবতারঃ কপিলো নাসি ? ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্বিজানাং' — ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আপনি কে ? যেহেতু আপনি যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়াছেন। আপনি কি অবধূত দত্তাত্রেয় ? আপনি কাহার পুত্র ? 'কুত্রত্যঃ'—কোন্ দেশে আপনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ? আমাদের মঙ্গলের নিমিত্তই যদি আপনি আসিয়া থাকেন, তবে 'শুক্লঃ'—আপনি শ্রীনারায়ণ নহেন ত ? অথবা তাঁহার অবতার কপিল মুনি নহেন কি ? ॥ ১৬ ॥

নাহং বিশঙ্কে সুররাজবজ্রা-
ন্ন ত্র্যক্ষশূলান্ন যমস্য দণ্ডাৎ।
নাগ্ন্যর্কসোমানিলবিত্তপাস্ত্রা-
চ্ছঙ্কে ভৃশং ব্রহ্মকুলাবমানাৎ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—সুররাজবজ্রাৎ (সুররাজস্য ইন্দ্রস্য বজ্রাৎ) অহং ন বিশঙ্কে (ন বিভেমি, তথা) ত্র্যক্ষশূলাৎ (ত্র্যক্ষস্য রুদ্রস্য শূলাৎ) ন (বিভেমি,) যমস্য দণ্ডাৎ (অপি) ন (বিভেমি, তথা) অগ্ন্যর্কসোমানিলবিত্তপাস্ত্রাৎ (অগ্নেঃ অর্কস্য সূর্য্যস্য, সোমস্য চন্দ্রস্য, অনিলস্য, পবনস্য, বিত্তপস্য কুবেরস্য অস্ত্রাৎ) ন (বিভেমি অর্থাৎ বজ্রাদিপ্রহারাৎ ন বিভেমি ইত্যর্থঃ; কিন্তু) ব্রহ্মকুলাবমানাৎ (ব্রহ্মকুলস্য ব্রাহ্মণকুলস্য অবমানাৎ অপরাধাৎ) ভৃশম্ (অত্যন্তং) শঙ্কে (বিভেমি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—আমি দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রভয়ে ভীত নহি, শূলপাণির শূল হইতেও আমার ভয় হয় না। যমের দণ্ড, অথবা অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু ও কুবেরের অস্ত্র হইতেও আমার ভয় উৎপন্ন হয় না। কিন্তু আমি ব্রহ্মজ্ঞকুলের অবমাননারূপ অপরাধকে অত্যন্ত ভয় করি ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু শিবিকারূঢ়স্য তব কিমনেন বিচারেণ ইত্যত আহ—নাহমিতি। সুররাজাদয়ো বজ্রাদিভির্যুধি মাং হন্তুং যদি প্রযতন্তে তদপি স্বস্য বীরত্বস্বভাবাৎ ন শঙ্কে প্রত্যুতোৎসাহসুখমেব প্রাপ্নোমীতি ভাবঃ। যদ্বা, সুররাজাদিষু জাতাপরাধোঽহং তেষাং কুপিতানাং বজ্রাদি-প্রহারাদপি ন শঙ্কে ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—আপনি শিবিকার আরোহী, আপনার ঐরূপ বিবেচনা করার কি প্রয়োজন ? তাহাতে বলিতেছেন—'নাহম্' ইত্যাদি। ইন্দ্রাদি দেবগণ বজ্র প্রভৃতির দ্বারা যুদ্ধে আমাকে হত্যা করিতে যদি চেষ্টা করেন, তাহা হইলেও আমি বীর বলিয়া কোন শঙ্কা করি না, অধিকন্তু উৎসাহ-জনিত সুখই অনুভব করিয়া থাকি—এই-ভাব। অথবা—ইন্দ্রাদির প্রতি অপরাধ করিলেও ক্রুদ্ধ তাঁহাদের বজ্রাদি প্রহার হইতেও আমি ভয় করি না—এই অর্থ ॥ ১৭ ॥

তদ্‌ব্রূহ্যসঙ্গো জড়বন্নিগূঢ়-
বিজ্ঞানবীর্য্যো বিচরস্যপারঃ।
বচাংসি যোগগ্রথিতানি সাধো
ন নঃ ক্ষমন্তে মনসাপি ভেত্তুম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(যস্মাৎ এবং শঙ্কে) তৎ (তস্মাৎ) নিগূঢ়বিজ্ঞানবীর্য্যঃ (নিগূঢ়ম্ অপ্রকাশিতং বিজ্ঞানং বিশিষ্টং জ্ঞানং বীর্য্যং প্রভাবঃ চ যেন সঃ তাদৃশঃ) অসঙ্গঃ (সর্ব্বজনসঙ্গরহিতঃ বস্তুতঃ) অপারঃ (অচিন্ত্যানন্তমহিমাসম্পন্নঃ ত্বং) জড়বৎ (কঃ) বিচরসি ? তৎ ব্রূহি (কথয়, হে) সাধো, যোগগ্রথিতানি (যোগে অধ্যাত্মবিষয়ে গ্রথিতানি সম্বদ্ধানি যুক্তিসহিতানি তব) বচাংসি (ত্বদ্‌বচনানি) নঃ (অস্মাকং) মনসাপি ভেত্তুং (ভেদেন তদর্থবিবেকেন ধারয়িতুং) ন ক্ষমন্তে (ন ক্ষমাণি ন শক্যানীত্যর্থঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—আপনার বিজ্ঞানবীর্য্য অর্থাৎ বিজ্ঞান-সমন্বিত জ্ঞানের প্রভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; বস্তুত আপনি সর্ব্বজনসঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অচিন্ত্য ও অনন্তমহিমাবিশিষ্ট হইয়াও কেন জড়ের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন, তাহা কৃপাপূর্ব্বক বলুন। হে সাধো, আপনি যোগগ্রথিত যে সকল বাক্য বলিলেন, আমরা মনের দ্বারা সে সকল বাক্যের অর্থ অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—তত্তস্মাদ্‌ব্রূহি কস্তুমিত্যর্থঃ। ত্বচ্ছিবিকাবাহকোঽস্মীতি চেদলমতঃ পরমপি মদ্বিড়ম্ব-

নৈন্তুামহং কমপি মহাযোগীন্দ্রমজ্ঞাসিষমেবেত্যাহ—বচাংসীতি। যতো যোগগ্রথিতানি তে বচাংসি নোঽস্মাকং মনসাপি ভেত্তুং ন ক্ষমং ন ক্ষমাণি ন শক্যানি ইত্যর্থঃ। যদ্বা, বচাংসি যোগগ্রথিতান্যপি যোগেশ্বরাণামুপদেশবাক্যানি কর্তৃণি নোঽস্মানতিকঠোরান্ ভেত্তুং ছিন্নসংশয়ীকর্তুং ন ক্ষমন্তে ন শক্নুবন্তি। কীদৃশান্ মনসাপি সহিতান্ অবহিতমনসোঽপ্যবাদিত্বেন তানি জিঘৃক্ষূনপীত্যর্থঃ। তব ত্বেতাবতাপি প্রতিবচনেনৈব ছিন্নসংশয়োঽস্মি সংবৃত্ত ইতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদ্ ব্রূহি'—অতএব আপনি বলুন, আপনি কে?—এই অর্থ। 'আমি আপনার শিবিকার বাহক'—এইরূপ বলিয়া আর আমার বিড়ম্বনা করিবেন না, আমি আপনাকে কোনও মহাযোগীন্দ্র বলিয়াই বুঝিতেছি, ইহা বলিতেছেন—'বচাংসি' ইত্যাদি। যেহেতু যোগতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় আপনার বাক্যসকল আমাদের মনের দ্বারাও ভেদ করিতে সমর্থ নয়—এই অর্থ। অথবা—যোগের দ্বারা গ্রথিত (যুক্তিসহিত) হইলেও যোগেশ্বরগণের উপদেশ বাক্যসকল (কর্তা) অতিকঠোর আমাদিগকে ছিন্ন-সংশয় করিতে পারে না। কেমন আমাদিগকে? তাহাতে বলিতেছেন—'মনসা অপি', অবহিত মনের সহিত নির্ব্বিবাদে ঐ সকল গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক আমাদিগকেও—এই অর্থ। কিন্তু আপনার এতটুকু প্রতিবচনের দ্বারাই আমি ছিন্ন-সংশয় হইয়াছি—এই ভাব ॥ ১৮ ॥

অহঞ্চ যোগেশ্বরমাত্মতত্ত্ব-
বিদাং মুনীনাং প্রবরং গুরুং বৈ।
প্রষ্টুং প্রবৃত্তঃ কিমিহারণং যৎ
সাক্ষাদ্ধরিং জ্ঞানকলাবতীর্ণম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—অহং চ (অপি) যোগেশ্বরং (যোগিশ্রেষ্ঠম্) আত্মতত্ত্ববিদাম্ (আত্মজ্ঞানিনাং) মুনীনাম্ (অপি) প্রবরং (শ্রেষ্ঠং) গুরুং বৈ জ্ঞানকলাবতীর্ণং (জ্ঞানকলয়া অবতীর্ণং, জ্ঞানস্য কলায়ৈ জ্ঞাপনায় অবতীর্ণং বা) সাক্ষাৎ হরিং (শ্রীকপিলদেবং) ইহ (সংসারে) যৎ (জীবানাম্) অরণং (শরণং তৎ কিম্ ইতি) প্রষ্টুং প্রবৃত্তঃ (অস্মি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—আমি আপনাকে যোগেশ্বর, আত্মতত্ত্বজ্ঞ, মুনিগণেরও পরমগুরু, জ্ঞানপ্রদানের জন্য জগতে অবতীর্ণ, সাক্ষাৎ ভগবদবতার কপিলদেব জানিয়া ইহসংসারে জীবের অবলম্বন কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—যোগেশ্বরাণামতিমুখ্য এব মৎসংশয়ং ছেত্তুং সমর্থ ইতি দ্যোতয়ন্নাহ—অহঞ্চেতি। সাক্ষাদ্ধরিং শ্রীকপিলদেবং জ্ঞানস্য কলায়ৈ জ্ঞাপনায় অবতীর্ণম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যোগেশ্বরগণের মধ্যে যিনি অতিপ্রধান, তিনিই আমার সংশয় ছেদন করিতে সমর্থ—ইহা প্রকাশিত করিবার জন্য বলিতেছেন—'অহং চ' ইত্যাদি। 'সাক্ষাৎ হরিম্'—সাক্ষাৎ হরি-স্বরূপ শ্রীকপিলদেবকে, যিনি জ্ঞান জানাইবার জন্য অবতীর্ণ (তাঁহাকে, এ সংসারে আশ্রয় কি—তাহা জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।) ॥ ১৯ ॥

স বৈ ভবান্ লোকনিরীক্ষণার্থ-
মব্যক্তলিঙ্গো বিচরত্যপিস্বিৎ।
যোগেশ্বরাণাং গতিমন্ধবুদ্ধিঃ
কথং বিচক্ষীত গৃহানুবদ্ধঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ বৈ (ভগবান্ কপিলঃ এব) অব্যক্তলিঙ্গঃ (অলক্ষিতস্বরূপঃ সন্) ভবান্ লোকনিরীক্ষণার্থং (সাধ্বসাধুজনপরীক্ষার্থং) বিচরতি? অপিস্বিৎ (কিং যদ্যেবং তর্হি) অন্ধবুদ্ধিঃ (বিবেকরহিতঃ) গৃহানুবদ্ধঃ (গৃহে গৃহোপলক্ষিতে লৌকিকে বৈদিকে চ কর্ম্মণি অনুবদ্ধঃ অভিনিবেশঃ যস্য সঃ মাদৃক্ জনঃ) যোগেশ্বরাণাং (যোগিশ্রেষ্ঠানাং যুষ্মাকং) গতিম্ (আচরণং) কথং (কেন প্রকারেণ) বিচক্ষীত (জানীয়াৎ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—আপনি সেই ভগবদবতার কপিলদেব হইয়াও সাধু ও অসাধু পরীক্ষা করিবার জন্যই কি আপনার চিহ্ন সংগোপন করিয়া এই প্রকারে বিচরণ করিতেছেন? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে মাদৃশ বিবেকরহিত গৃহাসক্ত ব্যক্তি ভবাদৃশ যোগেশ্বরদিগের আচরণ কি প্রকারে জানিতে পারিবে? ২০ ॥

বিশ্বনাথ—স এব ভবান্ কিং স্বিদেবং বিচরতি, অন্ধবুদ্ধির্মদ্বিধঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনিই কি সেই কপিলদেব, এরূপে ছদ্মবেশে বিচরণ করিতেছেন ? 'অন্ধবুদ্ধিঃ'—আমার ন্যায় গৃহাসক্ত মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি (কিরূপে যোগেশ্বরগণের গতি অবগত হইবে ?) ॥২০॥

দৃষ্টঃ শ্রমঃ কর্ম্মত আত্মনো বৈ
ভর্ত্তুর্গন্তুর্ভবতশ্চানুমন্যে ।
যথাসতোদানয়নাদ্যভাবাৎ
সমূল ইষ্টো ব্যবহারমার্গঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(যদুক্তং মম শ্রমঃ নাস্তীতি তত্রাহ—) আত্মনঃ (দেহাদন্যত্বে অপি দেহযোগাৎ আত্মনঃ মম) কর্ম্মতঃ (যুদ্ধাদিকর্ম্মণা) শ্রমঃ দৃষ্টঃ (এব, অতঃ) বৈ (নিশ্চিতং) ভর্ত্তুঃ (ভারবোঢ়ুঃ) গন্তুঃ (গমনশীলস্য) ভবতঃ চ (শ্রমম্) অনুমন্যে (অনুমিমে, ননু ইদং ব্যবহারমাত্রং ন তু সত্যং, তত্রাহ—) অসতা (ঘটাদিনা) উদানয়নাদ্যভাবাৎ (উদকাহরণাদ্যভাবদর্শনাৎ সতা তু দর্শনাচ্চ অয়ং) ব্যবহারমার্গঃ (প্রপঞ্চঃ) সমূলঃ (প্রমাণমূলকঃ এব) ইষ্টঃ । (অত্রায়ং প্রয়োগঃ প্রপঞ্চঃ সত্যঃ অর্থক্রিয়াকারিত্বাৎ যঃ পুনঃ অসত্যঃ নাসৌ অর্থক্রিয়াকারী যথা যুক্তিরজতাদিরিতি) ॥২১

অনুবাদ—(হে প্রভো,) আপনি বলিলেন যে, "আমার শ্রম নাই" ; কিন্তু, আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন হইলেও দেহযোগে যুদ্ধাদিকর্ম্মজনিত শ্রম আত্মায় লক্ষিত হয়, অতএব আপনি যখন ভার লইয়া গমন করিতেছেন, তখন আপনার নিশ্চয়ই শ্রম হইতেছে, ইহাই অনুমান হয়। আবার আপনি বলিলেন, "রাজা ও ভৃত্যাদি ভেদবুদ্ধি ব্যবহার মাত্র, সত্য নয়" ; কিন্তু, ঘটাদি ব্যবহারিক অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক দ্রব্যসকল মিথ্যা হইলে তদ্দ্বারা জলগ্রহণাদি কার্য্য কিরূপে হইতে পারে ? অতএব ব্যবহার মার্গ সত্য বলিয়াই সপ্রমাণ হয় ।

বিশ্বনাথ—কপিলদেবং প্রষ্টুং প্রবৃত্তোহহমধ্বন্যেব তমিমং প্রাপ্তস্তদেতদ্দত্তোত্তরাণ্যেব প্রথমমাক্ষিপন্ সর্ব্বমেব স্বজিজ্ঞাস্যমাবিষ্করিষ্যামীতি মনসি বিচারয়ন্ যদুক্তং মম শ্রমোনাস্তীতি তত্রাহ—দৃষ্ট ইতি । আত্মনো মে অনুমন্যে অনুমিমে অনুমানঞ্চৈবং ভবান্ ভারবাহাদিনা শ্রান্তঃ কর্ত্তৃত্বাৎ, যঃ কর্ত্তা স শ্রাম্যতি যথাহং যুদ্ধাদিকর্ত্তেতি । নচেদং ব্যবহারিকা এবং জল্পন্তি ন তু পারমার্থিকা ইতি বাচ্যং, ব্যবহারমার্গস্যাপি নির্ম্মূলীকর্ত্তুমশক্যত্বাদিত্যাহ—যথেতি ঘটাদিকরণকজলাদিকমাহরেত্যুক্তে অসতা ঘটাদিনা উদকানয়নাদেরদৃষ্টত্বাৎ ব্যবহারমার্গঃ প্রপঞ্চঃ সমূলঃ সপ্রমাণক এবেষ্টঃ । যথা যথাবৎ । এবং প্রয়োগঃ, প্রপঞ্চঃ সত্যঃ অর্থ-ক্রিয়াকারিত্বাৎ যঃ পুনরসত্যঃ নাসাবর্থ-ক্রিয়াকারী যথা মিথ্যাঘটাদিরিতি ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমি কপিলদেবকে জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পথিমধ্যেই তাঁহাকে এইরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব ইঁহার প্রদত্ত উত্তরসমূহেরই প্রথমতঃ আক্ষেপপূর্ব্বক (দোষোদ্ঘাটনপূর্ব্বক) সমস্ত নিজের জিজ্ঞাস্য আবিষ্কার করিব—ইহা মনে বিচার করিয়া, তিনি (ভরত) যে বলিয়াছেন 'আমার শ্রম নাই'—এই বিষয়ে বলিতেছেন—'দৃষ্টঃ শ্রমঃ' ইত্যাদি, আমার যুদ্ধাদি কার্য্যে শ্রম দেখিতেছি, অতএব আপনারও শ্রম আছে—ইহা 'অনুমন্যে'—অনুমান করিতেছি। অনুমানের প্রকার এইরূপ—আপনি ভার বহনাদির দ্বারা শ্রান্ত কর্ত্তৃ-হেতু, যিনি কর্ত্তা তিনি পরিশ্রান্ত হন, যেরূপ আমি যুদ্ধাদির কর্ত্তা। ব্যবহারিক জনই এইরূপ জল্পনা করে, কিন্তু পারমার্থিক নহে—এরূপ বলিতে পারেন না, যেহেতু ব্যবহার-মার্গও নির্ম্মূল করা অশক্য—ইহা বলিতেছেন —'যথা' ইত্যাদি। ঘটাদির দ্বারা জল আনয়ন কর—এইরূপ বলিলে, অসৎ ঘটাদির দ্বারা জল আনয়নাদি কার্য্য কখন দৃষ্ট হয় না, অতএব 'ব্যবহারমার্গ' অর্থাৎ প্রপঞ্চ প্রমাণসিদ্ধ যথার্থ বলিয়াই স্বীকার্য্য। 'যথা'—বলিতে যেরূপ। এই প্রকার (অনুমান) প্রয়োগ—প্রপঞ্চ সত্য, অর্থ ও ক্রিয়াকারিত্ব-হেতু, যাহা অসত্য, তাহা অর্থ ও ক্রিয়াকারী নহে, যেমন মিথ্যা ঘটাদি, (অর্থাৎ ব্যবহারমার্গ মিথ্যা (সত্তাহীন) হইলে ইহা দ্বারা কোন কার্য্যসাধন হইত না। ঘট যদি অসৎ অর্থাৎ সত্তাহীন পদার্থ হইত, তবে তদ্দ্বারা জল আনয়নাদি কার্য্য সম্ভবপর হইত না—এই অর্থ।) ॥ ২১ ॥

স্থাল্যগ্নিতাপাৎ পয়সোঽপি তাপ-
স্তত্তাপতস্তণ্ডুলগর্ভরন্ধিঃ।
দেহেন্দ্রিয়াস্বাশয়সন্নিকর্ষাৎ
তৎসংসৃতিঃ পুরুষস্যানুরোধাৎ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(যদুক্তম্ উপাধিধর্ম্মাঃ স্থৌল্যাদয়ঃ মে মম বস্তুতঃ ন সন্তি ইতি তন্ন যুক্তং যতঃ তত্র ঔপাধিকত্বে অপি সত্যত্বং কিং নস্যাৎ ? যথা) স্থাল্যগ্নিতাপাৎ (স্থাল্যাম্ অগ্নিনা তাপাৎ তন্মধ্যবর্ত্তিনঃ) পয়সঃ (ক্ষীরস্য) অপি তাপঃ (ভবতি) তত্তাপতঃ (তস্য ক্ষীরস্য তাপাৎ) তণ্ডুলগর্ভরন্ধিঃ (তণ্ডুলানাং বহির্ভাগস্য তাপাৎ তদ্‌গর্ভগতস্য কণস্য রন্ধিঃ পাক, ভবতি ন চ অত্র কিঞ্চিন্মিথ্যা তথা) দেহেন্দ্রিয়াস্বাশয়সন্নিকর্ষাৎ (দেহেন্দ্রিয়াদিভিঃ সন্নিকর্ষাৎ সম্বন্ধাৎ) তৎসংসৃতিঃ (তন্নিমিত্তা দেহাদিগতা অপি সংসৃতিঃ শ্রমাদিদুঃখসন্ততিঃ) পুরুষস্য (আত্মনঃ তব মম বা অন্যস্য সর্ব্বস্য অপি স্যাৎ এব) অনুরোধাৎ (উপাধিধর্ম্মানুবৃত্তেশ্চ এতন্ন অযুক্তং যতঃ নিদাঘাদিনা দেহে তপ্তে ইন্দ্রিয়াণাম্ অপিতাপঃ ভবতি, ততঃ প্রাণানাং, ততঃ মনসঃ এবং প্রকৃতে অপি পূর্ব্ব শিবিকাদিভারেণ দেহস্য শ্রমঃ ততঃ ইন্দ্রিয়াণাং, ততঃ প্রাণানাং, ততঃ মনসঃ, ততঃ জীবস্য ইতি ভাবঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—আপনি কহিলেন, "স্থূলত্বাদি ঔপাধিক ধর্ম্ম আমার নাই"। কেন, ঔপাধিক ধর্ম্ম কি মিথ্যা ? অগ্নির তাপে স্থালী (মাটীর হাঁড়ি) ও তন্মধ্যগত দুগ্ধ উত্তপ্ত হয় ; দুগ্ধ উত্তপ্ত হইলে, তন্মধ্যস্থ তণ্ডুলাদির বহির্ভাগ উত্তপ্ত হয়, বহির্ভাগের উত্তাপে অন্তবর্ত্তী তণ্ডুলকণার পাক হইয়া থাকে, এই স্থলে ইহার কোন অংশই মিথ্যা নহে। অগ্নি সম্বন্ধ দ্বারা যেরূপ তণ্ডুলাদি পাক হয়, সেইরূপ সকল জীবেরই দেহাদি ইন্দ্রিয়সম্বন্ধজনিত শ্রমাদি ক্লেশ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, তাহা ঔপাধিক ধর্ম্মবশতঃই হয় ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—ভারোদ্বহনাদিনা দেহেন্দ্রিয়াদেঃ শ্রান্ত্যা আত্মাপি শ্রান্তো ভবতীতি তত্র দৃষ্টান্তমাহ—স্থাল্যা অগ্নিনা তাপাৎ তন্মধ্যবর্ত্তিনঃ পয়সস্তাপঃ ; তস্য তাপাৎ তণ্ডুলানাং বহির্ভাগস্য তাপঃ ; ততস্তদ্গর্ভস্য রন্ধিঃ পাকো যথা, তথৈব দেহাদিভিঃ সন্নিকর্ষাৎ সম্বন্ধাৎ তৎসংসৃতি-স্তন্নিমিত্তকঃ সংসারঃ পুরুষস্য ভবতি। অসবঃ প্রাণাঃ, আশয়ো মনঃ। অনুরোধাদুপাধিধর্ম্মানুবৃত্তেঃ। যথা নিদাঘাদিনা দেহে তপ্তে ইন্দ্রিয়াণাং তাপঃ, ততঃ প্রাণস্য ততো মনসস্তত আত্মন ইতি ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভার বহনাদির দ্বারা দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির শ্রান্তিবশতঃ আত্মাও শ্রান্ত হয়, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—'স্থাল্যগ্নি-তাপাৎ' ইত্যাদি, স্থালী (পাকভাণ্ড) অগ্নির দ্বারা উত্তপ্ত হইলে, তাহার তাপে ভাণ্ডমধ্যস্থিত জল উত্তপ্ত হয়, আবার জলের তাপে তন্মধ্যস্থিত তণ্ডুলের বহির্ভাগ তপ্ত হয়, তারপর তাহার তাপে তণ্ডুলের মধ্যভাগের পাক হইয়া থাকে, এইরূপ 'দেহাদিভিঃ'—দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনের সহিত 'সন্নিকর্ষাৎ'—সম্বন্ধহেতু, 'তৎসংসৃতিঃ'—পুরুষের (অর্থাৎ আত্মার) সংসারভাব সম্ভবপর হয়। 'অসবঃ' বলিতে প্রাণ, 'আশয়'—মন। 'অনুরোধাৎ'—উপাধিধর্ম্মের অনুবৃত্তিহেতু (অর্থাৎ উপাধিগত ধর্ম্মসমূহের পর পর সংক্রমণ দ্বারা) ; যেরূপ সূর্য্যতাপে দেহ উত্তপ্ত হইলে, ইন্দ্রিয়সকলের তাপ, তারপর প্রাণের, তারপর মনের এবং তারপর আত্মার তাপ সম্ভব ॥ ২২ ॥

শাস্তাভিগোপ্তা নৃপতিঃ প্রজানাং
যঃ কিঙ্করো বৈ ন পিনষ্টি পিষ্টম্।
স্বধর্ম্মমারাধনমচ্যুতস্য
যদীহমানো বিজহাত্যঘৌঘম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(যদুক্তং স্বস্বাম্যভাবঃ অধ্রুব ইতি তত্রাহ— অধ্রুবত্বে অপি যদা যো) নৃপতিঃ (বর্ত্ততে তদা সঃ) প্রজানাং (উৎপথগামিনাং জনানাং) শাস্তা অভিগোপ্তা (শাস্তা, সন্মার্গস্থান্ সর্ব্বতঃ গোপ্তা চ ভবতি) (যচ্চোক্তং স্তব্ধাদেঃ শিক্ষা পিষ্টপেষ ইতি তত্রাহ—) যঃ অচ্যুতস্য কিঙ্করঃ (আজ্ঞানুবর্ত্তী) (সঃ) বৈ পিষ্টং ন পিনষ্টি (নিষ্ফলং কিমপি ন করোতি যতঃ স্তব্ধত্বাদ্যনপগমে অপি শাস্তুরীশ্বরস্য আজ্ঞা সম্পাদনেন এব ফলবত্ত্বাৎ তদাহ—) যৎ (যতঃ) স্বধর্ম্ম অচ্যুতস্য আরাধনং ঈহমানঃ (কুর্ব্বন্ জনঃ) অঘৌঘং (দোষসমূহং) বিজহাতি (বিধুনোতি) ॥

অনুবাদ—আপনি বলেন, রাজা ও ভৃত্যাদিভাব নিত্য নহে ; কিন্তু অনিত্য হইলেও যখন যে ব্যক্তি

রাজা হন, তখন তিনি উৎপথগামী প্রজাদিগের শাসন ও পালন করিয়া থাকেন ; আবার আপনি বলিলেন, স্তব্ধ ব্যক্তিকে শিক্ষাদেওয়া পিষ্টবস্তু পেষণের ন্যায় বিফল ; কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবান্ অচ্যুতের দাস, তিনি কখনও বিফল কর্ম্ম করেন না। অর্থাৎ স্তব্ধ ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়া তাহার স্তব্ধত্ব দূর করিতে না পারিলেও সর্ব্বশাস্তা ভগবদাদেশ পালন জন্য তাঁহার চেষ্টা বৃথা হয় না। ভগবান্ অচ্যুতের আরাধনাই স্বধর্ম ; তদর্থে সচেষ্ট ব্যক্তি যাবতীয় পাপরাশি ধ্বংস করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—যদুক্তং স্বস্বাম্যভাবো ধ্রুব ইতি তত্রাহ—শাস্তেতি। অধ্রুবত্বেপি যদা যো নৃপতিঃ স প্রজানাং শাস্তা গোপ্তা চ ভবত্যেব। যচ্চোক্তং স্তব্ধাদেঃ শিক্ষা পিষ্টপেষ ইতি তত্রাহ—যোঽচ্যুতস্য কিঙ্করো মদ্বিধঃ স পিষ্টং ন পিনষ্টি, যতস্তব্ধত্বাদ্যনপগমেঽপি শাস্তুরীশ্বরস্যাজ্ঞা-সম্পাদনেনৈব ফলবত্ত্বাত্তদাহ—প্রজা-শাসনলক্ষণং স্বধর্ম্মরূপমচ্যুতস্যারাধনং নৃপ ঈহমানঃ কুর্ব্বন্ স্বস্যাঘৌঘং প্রত্যাবায়সমূহং জহাতি ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্ব-স্বাম্যভাব যদি ধ্রুব হইত'—ইহা যাহা উক্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বলিতেছেন—'শাস্তা' ইত্যাদি। স্বত্ব-স্বামিত্বভাব অস্থায়ী হইলেও যখন যিনি নৃপতি হন, তখন তিনিই প্রজাগণের শাসন ও রক্ষণকর্ত্তা হইয়া থাকেন। আর যে বলিয়াছেন—'স্তব্ধাদির শিক্ষা পিষ্টপেষণ' (অর্থাৎ জড় ও উন্মত্তকে শিক্ষাদান অনর্থক)—ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যিনি ভগবান্ অচ্যুতের 'কিঙ্কর'—আমার ন্যায় আজ্ঞাপালক ভৃত্য, তিনি কখনও পিষ্ট-পেষণ করেন না (অর্থাৎ তাহার কোন কর্ম্মই অনর্থক নহে) ; যেহেতু স্তব্ধত্বাদি অপগত না হইলেও শাসক ঈশ্বরের আজ্ঞা-প্রতিপালনের দ্বারাই উহার ফলবত্তা, ইহা বলিতেছেন—'স্বধর্ম্মম্', ইত্যাদি, রাজা প্রজাগণের শাসনরূপ নিজ ধর্ম্ম পালন করিলে, উহাই শ্রীভগবানের আরাধনা হয়, এবং ইহা হইতেই তিনি 'অঘৌঘং'—প্রত্যবায়সমূহ (পাপসকল) বিধ্বংস করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

তন্মে ভবান্ নরদেবাভিমান-
মদেন তুচ্ছীকৃতসত্তমস্য।
কৃষীষ্ট মৈত্রীদৃশমার্ত্তবন্ধো
যয়া তরে সদবধ্যানমংহঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(যস্মাৎ ত্বদুক্তং মম সর্ব্বং বিপরীতং প্রতিভাতি তত্রাহ—হে) আর্ত্তবন্ধো, (শরণাগতরক্ষক,) তৎ (তস্মাৎ) নরদেবাভিমানমদেন (নরদেবঃ অহম্ ইত্যভিমানেন যঃ মদঃ তেনঃ) তুচ্ছীকৃতসত্তমস্য (তুচ্ছীকৃত্যাঃ তিরস্কৃতাঃ সত্তমাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ভবাদৃশাঃ মহাভাগবতাঃ যেন তস্য তাদৃশস্য অত্যন্তাপরাধিনঃ অপি) মে (মম) ভবান্ মৈত্রীদৃশং স্নেহ-যুক্তাং দৃষ্টিং) কৃষীষ্ট (করোতু) যয়া স্নেহযুক্তয়া কৃপয়া) সদ-বধ্যানমংহঃ (সত্যং ভবতাং ভগবদ্ভক্তানাম্ অবধ্যানম্ অবজ্ঞানরূপমংহঃ পাপম্ অহং) তরে (তরিষ্যামি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—আপনি যাহা বলিলেন, সে সকল আমার নিকট বিপরীত বলিয়া বোধ হইতেছে। হে আর্ত্তবন্ধো, আমি নরদেবাভিমানে মত্ত হইয়া আপনার ন্যায় পরম ভাগবতকে তিরস্কার করিয়াছি ! আমি অত্যন্ত অপরাধী হইলেও আপনি আমার প্রতি স্নেহ-দৃষ্টিপাত করুন। আপনি কৃপাদৃষ্টি করিলে আমি সাধুগণের অবমাননা জন্য পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিব ॥ ২৪ ।

বিশ্বনাথ—যস্মাদেবং মম ত্বদুক্তং বিপরীতং বিভাতি, তত্তস্মান্নরদেবোঽহমিত্যভিমানেন যো মদো বিজ্ঞম্মন্যত্বাদি মিথ্যাগর্ব্বস্তেন তুচ্ছীকৃতা ইমে কিং জানন্তীত্যনাদৃতাঃ সত্তমাঃ ভবাদৃশা যেন তস্য মে দুর্জীবোঽয়ং নরকেঽপি পতিষ্যতীতি বিভাব্য মৈত্রী-দৃশং স্নেহযুক্তাং দৃষ্টিং কৃষীষ্ট করোতু, যয়া সতাম-বজ্ঞারূপমংঘস্তরিষ্যামি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু এই প্রকারে আপনার উক্তি আমার নিকট বিপরীত বলিয়া বোধ হইতেছে, অতএব 'নরদেবাভিমান-মদেন'—আমি রাজা এই অভিমান-জনিত যে মদ, অর্থাৎ বিজ্ঞম্মন্যত্বাদি মিথ্যা-গর্ব্ব, তাহাতে 'তুচ্ছীকৃত-সত্তমস্য'—তুচ্ছীকৃত, অর্থাৎ এই সকল লোক কি জানে—এইভাবে অনাদৃত হইয়াছে আপনাদের ন্যায় সাধু মহাপুরুষ যাহা কর্ত্তৃক, সেই আমার ; এই দুষ্ট জীব নরকেও পতিত হইবে—এইরূপ বিবেচনা করিয়া, 'মৈত্রীদৃশং'—আপনি আমার প্রতি স্নেহদৃষ্টি দান করুন, যাহাতে

সাধুজনের অবজ্ঞারূপ পাপ হইতে আমি পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি ॥ ২৪ ॥

ন বিক্রিয়া বিশ্বসুহৃৎসখস্য
সাম্যেন বীতাভিমতেস্তবাপি ।
মহদ্বিমানাৎ স্বকৃতাদ্ধি মাদৃঙ্-
নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে জড়ভরতরহূগণসংবাদে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়ঃ—বিশ্বসুহৃৎসখস্য (বিশ্বস্য সুহৃচ্চ ঈশ্বরঃ অসৌ সখা যস্য অতএব সর্ব্বত্র) সাম্যেন (সর্ব্বস্য ব্রহ্মাত্মকত্বভাবেন স্বদেহে অপি) বীতাভিমতেঃ (বীতা নিরস্তা অভিমতিঃ দেহাত্মাভিমতিঃ যস্য তস্য বিগত-দেহাভিমানস্য) তব অপি (যদ্যপি) বিক্রিয়া ন (মৎকৃতাৎ অবজ্ঞানাৎ বিকারঃ নাস্তি, তথাপি) স্বকৃতাৎ হি মহদ্বিমানাৎ (মহতাং ভগবদ্ভক্তানাং বিমানাৎ অনাদরাৎ) মাদৃক্ (মাদৃশঃ জনঃ) শূলপাণিঃ (রুদ্রঃ ইব অতিসমর্থঃ) অপি অদূরাৎ (ক্ষিপ্রং) নঙ্ক্ষ্যতি (বিনঙ্ক্ষ্যতি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, বিশ্ব-সুহৃদ্ ভগবান্ আপনার সখা ; আপনি সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন বলিয়া নিজ দেহেও আপনার আত্মবুদ্ধি নাই। আমি যে আপনার অপমান করিয়াছি, তাহাতে যদিও আপনার কোন বিকার হয় নাই, তথাপি মহতের অবমাননা করাতে, সেই স্বকৃত অবমাননার ফলে, মাদৃশ ব্যক্তি শূলপাণির ন্যায় বিশেষ সমর্থপুরুষ হইলেও অচিরেই বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ত্বৎকৃতেন তিরস্কারেণাস্মাদৃশাং দুঃখং নোৎপদ্যতে কুতস্তবাংহস্তত্রাহ—নেতি। তথাপি তব যদ্যপীত্যর্থঃ। তদপি মাদৃক্ বিনঙ্ক্ষ্যতি শূলপাণি-সদৃশোঽপি। যদুক্তং—'সের্ষ্যং মহাপূরুষপাদপাংশুভির্নিরস্ততেজঃস্বিত্যাদি ॥ ২৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
পঞ্চমে দশমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥৫।৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তোমার দ্বারা কৃত তিরস্কার বাক্যে আমাদের ন্যায় জনগণের কোন দুঃখই উৎপন্ন হয় না, তাহাতে তোমার পাপ কোথায়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ন বিক্রিয়া' ইত্যাদি, যদিও তাহাতে আপনার কোনরূপ বিকার ঘটে নাই, তথাপি আমার ন্যায় ব্যক্তি শূলপাণি শঙ্করের সদৃশ হইলেও (মহাপুরুষের অবমাননা করিলে সত্বরই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে)। যেমন দক্ষযজ্ঞে দেবীর উক্তি—"সের্ষ্যং মহাপুরুষ-" (৪।৪।১৩), অর্থাৎ যদিও সাধু ব্যক্তিরা আত্মনিন্দন সহ্য করেন, তথাপি তাঁহাদের পাদরেণু তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, তাঁহাদের চরণধূলি ঐ সকল ব্যক্তির তেজঃ নিরস্ত করিয়া দেয়, ইত্যাদি ॥ ২৫ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার পঞ্চম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫।১০ ॥

মধ্ব—স্বতো মহদবজ্ঞানাদ্রুদ্রোঽপ্যাত্মনমাদহেৎ। ইতি চ ॥ ২৫ ॥

তথ্য – শূলপাণি-সম যদি ভক্তনিন্দা করে।
ভাগবত প্রমাণ—তথাপি শীঘ্র মরে ॥
হেন বৈষ্ণবেরে নিন্দে সর্ব্বজ্ঞ হই।
সে জনের অধঃপাত সর্ব্বশাস্ত্রে কই ॥
—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩শ।

বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেক যার গণ।
তার রক্ষা সামর্থ্য নাহিক কোন জন ॥
শূলপাণি-সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিহ নাশ যায়—কহে শাস্ত্রবৃন্দে ॥
ইহা না মানিয়া যে সুজন নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম সে পাপিষ্ঠ দৈবদোষে মরে।
—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২২শ ॥ ২৫ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-পঞ্চম স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ—

অকোবিদঃ কোবিদবাদবাদান্
বদস্যথো নাতিবিদাং বরিষ্ঠঃ।
ন সূরয়ো হি ব্যবহারমেতং
তত্ত্বাবমর্শেন সহামনন্তি ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

একাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে রাজা রহূগণের প্রতি ভরতমুনির পরম জ্ঞানোপদেশ বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিজবর ভরত রাজা রহূগণকে বলিতেছেন—তিনি অবিজ্ঞ হইয়াও বিজ্ঞের মত কথা কহিয়া, আপনার অভাবেরই পরিচয় দিতেছেন—বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁহার মত লোকব্যবহার-বিষয়কে বহুমানন করেন না। লোকধর্ম্ম প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডীয় যজ্ঞবিষয়ক বেদ-বচনে বিশুদ্ধ তত্ত্ববাদ প্রকাশ পায় না; মায়িক জীবের মন সত্ত্বাদি গুণের বশে শুভাশুভ কর্ম্মেই বদ্ধ থাকে। এইরূপে এই ইন্দ্রিয়াধিপতি মনই নানাভাবে জীবকে নানাযোনিতে নিক্ষেপ করে, এবং সংসারে সহস্র সুখদুঃখের সৃষ্টি করে। এই মনোধর্ম্মের বশে জীব লোক-ব্যবহার লইয়াই ব্যস্ত থাকে। মনের এই বিষয়াসক্তি হইতেই বন্ধন, এবং তাহাতে অনাসক্তি জন্মিলেই মুক্তিলাভ হয়। মনের বৃত্তি একাদশ প্রকার; কেহ দ্বাদশও বলেন। এই একাদশ চিত্ত-বিকার আবার শত সহস্ররূপে প্রকাশ পায়। সর্ব্ব-শক্তিমান শ্রীভগবানের মায়াশক্তিই তাহার কারণ। ভগবদ্বিমুখ জীবের মনই মায়ার বশে বিবিধ অবস্থায় এই সকল বিকারে অধীন হয়। মায়ামুক্ত (ক্ষেত্রজ্ঞ) শুদ্ধ জীব এ সকল প্রত্যক্ষ করে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভেদে ক্ষেত্রজ্ঞ দ্বিবিধ। পরমাত্মাই পূর্ণতত্ত্ব—বাসুদেব। তিনিই সর্ব্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সকলকে নিয়ন্ত্রিত করেন। তিনিই সর্ব্বজীবের আশ্রয়। অসৎসঙ্গবর্জ্জিত ও বিজিতেন্দ্রিয় জীবই মায়ামুক্ত হইয়া তাঁহাকে অবগত হইতে ও সংসার-সিন্ধু অতিক্রম করিতে পারে। বহির্বিষয়াকৃষ্ট এই মনই সংসার-তাপের মূল। এই মহাশত্রু মনকে জয় করিতে না পারিলে, কদাচ তাপ দূর হয় না। ইহা অবাস্তব হইলেও ইহার প্রভাব অসামান্য। ইহাকে উপেক্ষা করিলেই অর্থাৎ প্রশ্রয় দিলেই, ইহা মহাবল ধারণ করিয়া জীবের স্বরূপকে ঢাকিয়া ফেলে; 'আমি কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণসেবাই আমার ধর্ম্ম' এ কথা সে সম্পূর্ণ ভুলিয়া যায় এবং বিষয় সেবাতেই নিঃশেষে নিমগ্ন হয়। হরিগুরুচরণ সেবারূপ নিশিত খড়্গই এই মহাশত্রু সংহারে সতত সমর্থ।

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ,— অকোবিদঃ (অবিদ্বান্ অপি ত্বং) কোবিদবাদবাদন্ (কোবিদানাং বিবেকিনাং যে বাদাঃ উদ্গ্রহণিকাঃ যথার্থবচনানি তত্তুল্যান্ যুক্ত্যাভাসমানাম্ অপি অযথার্থান্ ব্যবহারযথার্থত্ব-পরান্ বাদান্) বদসি। অথো (অতঃ) অতিবিদাম্ (অত্যন্তবিদুষাং মধ্যে) বরিষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠঃ) ন (ভবসি।) হি (যস্মাৎ) সূরয়ঃ (বিবেকিনঃ) এতম্ (অহন্তা-মমতাপূর্ব্বকস্বামিভৃত্যসুখদুঃখাদিব্যবহারং) তত্ত্বাব-মর্শেন (তত্ত্ববিচারেণ) সহ ন আমনন্তি (ন বদন্তি কিন্তু অবিচারসুন্দরং বদন্তি, অতঃ ন সত্যঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণ কহিলেন,—তুমি বিজ্ঞ নহ, অথচ বিজ্ঞের ন্যায় কথা বলিতেছ: অতএব তুমি বিজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নহ। যেহেতু, বিবেকিগণ তত্ত্ববিচার দ্বারা 'স্বামী-ভৃত্য', 'সুখ-দুঃখ' প্রভৃতি লৌকিক ব্যবহারকে বহুমানন করেন না ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

মনসৈব হি সংসারো যদ্বৃত্তীনামনন্ততা।
একাদশেঽত্র তেনৈব মোক্ষো ভক্তিযুজোদিতঃ ॥০

ত্বং কোবিদো ন ভবসি অথচ কোবিদানাং যে বাদা উদ্গ্রাহাস্তত্তুল্যানেব বাদান্ বদসি, অথো অতএব অত্যন্তং বিদুষাং মধ্যে শ্রেষ্ঠো ন ভবসি। যতঃ সূরয়ঃ কোবিদা এতং ব্যবহারং ব্যবহারিকং বস্তু চ। তত্ত্বা-বমর্শেন তত্ত্ববিচারেণ তত্ত্ববস্তুনা চ সহ ন আমনন্তি দৃষ্টান্তাদিনা নাভ্যস্যন্তি, তয়োঃ পরস্পরাতিবৈধর্ম্যাৎ। তথা হি স্থালীতাপাৎ পয়সন্তাপ-স্তত্তাপাত্তণ্ডুলতাপ ইতি তণ্ডুলস্য জড়স্য স্থাল্যাদিভির্জড়ৈ র্বহ্নিনাপি জড়েন যথা সংসর্গস্তথা দেহেন্দ্রিয়াদিভি র্জড়ৈর্মুক্তজীবস্য চিদ্বস্তুনঃ সংসর্গাভাবাদেব দেহাদিধর্ম্মৈর্ন শ্রমঃ সিদ্ধ্যতি। বদ্ধ-

জীবস্য তু জড়দেহাধ্যাসাজ্জড়ত্বেন তৈর্ভবত্যেব শ্রম ইতি বদ্ধজীবৈর্যুষ্মাভির্মুক্তজীবানামস্মাকং সাদৃশ্যাসম্ভবাদনুমানং ন ঘটত ইতি ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই একাদশ অধ্যায়ে মনের দ্বারাই জীবের (জন্ম-মরণরূপ) সংসার, যে মনের অনন্ত বৃত্তি ; আবার ভক্তিযুক্ত হইলে সেই মনের দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

তুমি বিজ্ঞ নও, অথচ বিদ্বদ্‌গণের যে 'বাদ'—অর্থাৎ উদ্‌গ্রাহ (তর্ক-নিবন্ধ), তত্তুল্যই কথা বলিতেছ, অতএব তুমি বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পার না। যেহেতু বিবেকিগণ এই লৌকিক ব্যবহার এবং ব্যবহারিক বস্তু, তত্ত্ব-বিচারের এবং তত্ত্ব-বস্তুর সহিত দৃষ্টান্তাদির দ্বারা বলেন না, কারণ উভয়ে পরস্পর বৈধর্ম্ম-বিশিষ্ট। যেমন অগ্নিসংযোগে স্থালীর তাপে তন্মধ্যস্থ জলের তাপ সেই তপ্ত জলের তাপে তন্মধ্যস্থ তণ্ডুলের তাপ—ইত্যাদি যে দৃষ্টান্ত দিয়াছ, সেই স্থলে জড় স্থালী প্রভৃতির জড় বহ্নির দ্বারা যেমন সংসর্গ, সেইরূপ জড় দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির দ্বারা মুক্তজীবের, অর্থাৎ চিদ্বস্তুর সংসর্গের অভাববশতঃই দেহাদির শ্রমের দ্বারা শ্রম সিদ্ধ হয় না। কিন্তু বদ্ধ জীবের জড় দেহাদিতে অধ্যাসহেতুই জড়ত্বরূপে তাহাদের সংসর্গে শ্রম হইবেই। তোমাদের ন্যায় বদ্ধ জীবের সহিত মুক্তজীব আমাদের সাদৃশ্য অসম্ভব বলিয়া এই স্থলে অনুমান ঘটিতে পারে না—এই ভাব ॥ ১ ॥

তথৈব রাজন্নুরুগার্হমেধ-
বিতানবিদ্যোরুবিজৃম্ভিতেষু।
ন বেদবাদেষু হি তত্ত্ববাদঃ
প্রায়েণ শুদ্ধো নু চকাস্তি সাধুঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—হে রাজন্ (যথা রাজভৃত্যাদিব্যবহারঃ) তথা এব হি উরুগার্হমেধবিতানবিদ্যোরুবিজৃম্ভিতেষু (উরবঃ গার্হাঃ গৃহসম্বন্ধিনঃ যে মেধাঃ যজ্ঞাঃ তেষাং বিতানঃ বিস্তারঃ তদ্বিষয়াসু বিদ্যাসু উরু অধিকং বিজৃম্ভিতেষু বিলসিতেষু) বেদবাদেষু ("অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি," ইত্যাদিরূপার্থবাদেষু যঃ) তত্ত্ববাদঃ (সঃ) প্রায়েণ শুদ্ধঃ (হিংসাদি দোষশূন্যঃ) সাধুঃ (রাগাদিশূন্য যথার্থশ্চ) নু (নিশ্চিতং) ন চকাস্তি (ন প্রকাশতে। "তদ্‌যথেহ কর্ম্মজিতঃ লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবমুত্র পুণ্যজিতঃ লোকঃ ক্ষীয়তে" ইত্যাদি তর্কানুগৃহীতশ্রুতিবিরোধেন সুকৃতস্য তজ্জন্য সুখস্য চ অক্ষয়ত্বাসম্ভবাৎ ভগবদর্পিতকর্ম্মণাং পরমপুরুষার্থহেতুত্বাৎ তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থং প্রায়গ্রহণম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, প্রভু ভৃত্যাদি লৌকিক ব্যবহারে, তথা ভূরি ভূরি গৃহসম্বন্ধীয় যজ্ঞবিষয়িণী বিদ্যায় অধিক বিলসিত বেদবাক্যে, রাগাদিরহিত শুদ্ধতত্ত্ববাদ নিশ্চিতরূপে প্রায় প্রকাশ প্রায় না ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু মীমাংসকাঃ কর্ম্মফলাৎ স্বর্গসুখাদতিরিক্তং পুরুষার্থং ন মন্যন্ত ইত্যতঃ কিং তত্ত্ববাদেনেতি চেৎ, সত্যং তেষ্বজ্ঞেষ্বনধিকারিষু তত্ত্বোপদেশো নৈব সমুচিত ইত্যাহ—তথৈবেতি। যথৈব ভবদ্বিধানাং দৃষ্টফলেষু ব্যবহার-কর্ম্মসু তথৈব উরবো গার্হা গৃহসম্বন্ধিনো মেধা যজ্ঞাস্তেষাং বিতানো বিস্তারস্তদ্বিষয়াসু বিদ্যাসু উরু অধিকং বিজৃম্ভিতেষু বিলসিতেষু বেদবাদেষ্বদৃষ্টফলেষ্বপি কর্ম্মসু নু নিশ্চিতং তত্ত্ববাদো ন চকাস্তি ন প্রকাশতে, কুতঃ? শুদ্ধো হিংসাদিশূন্যঃ সাধুঃ রাগাদিশূন্যশ্চেতি সাজাত্যাভাবাদেবেত্যর্থঃ। প্রায়েণেতি ঈশ্বরার্পিতনিষ্কামকর্ম্মণাং জ্ঞানবৈরাগ্যদ্বারা পরমার্থফলত্বাভিপ্রায়োণোক্তম্ ॥২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, মীমাংসকগণ কর্ম্মফল-জনিত স্বর্গসুখ হইতে অতিরিক্ত কোন পুরুষার্থ মনে করেন না, অতএব তত্ত্ববিচারের কি প্রয়োজন? তাহার উত্তরে—সত্য, সেই সকল অজ্ঞ অনধিকারীর নিকট তত্ত্বোপদেশ কখনই সমুচিত হয় না—ইহা বলিতেছেন—'তথৈব' ইত্যাদি। যেরূপ তোমাদের ন্যায় ব্যক্তিগণের দৃষ্টফল ব্যবহারিক কর্ম্মসকলে, সেইরূপ 'উরু-গার্হমেধ'—ইত্যাদি, 'উরু' (ভূরি ভূরি), গৃহস্থজনের জন্য যে মেধা বলিতে যজ্ঞসকল রহিয়াছে, তাহাদের যে বিস্তার, তদ্বিষয়ক বিদ্যাতে, 'উরু' অর্থাৎ অধিকরূপে, বিলসিত বেদবাদ-সমূহে, তাহার ফল অদৃষ্ট হইলেও, সেই সকল কর্ম্মে (অর্থাৎ তোমাদের দৃষ্টফল ব্যবহারিক কর্ম্মের ন্যায় অদৃষ্টফল বৈদিক কর্ম্মসকলেও) নিশ্চিতই তত্ত্ববাদ প্রকাশিত হয় না। কিজন্য?

তাহাতে বলিতেছেন—তত্ত্ববাদ 'শুদ্ধঃ'—হিংসাদি-শূন্য এবং 'সাধুঃ'—রাগাদিশূন্য, উভয়ের সাজাত্যের অভাব-বশতঃই—এই অর্থ (অর্থাৎ বেদবাক্যসমূহ সাধারণতঃ হিংসাত্মক ও আসক্তিমূলক বলিয়া প্রায়শঃ শুভফল প্রদান করে না, কিন্তু তত্ত্ববাদ হিংসারহিত ও আসক্তিশূন্য)। এখানে 'প্রায়েন'—প্রায়শঃ, এই পদটি ঈশ্বরে অর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মসকলের জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা পরমার্থ ফল লাভ হয় (অর্থাৎ হিংসাদি-শূন্য যে সকল বৈদিক কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পিত হয়, তাহা পরমার্থ ফল দান করে)—এই অভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥

মধ্ব—ন বেদেষ্বল্পবুদ্ধীনাং ব্রহ্মতত্ত্বং সমীক্ষ্যতে।
মহাবুদ্ধিস্তু বেদেষু পশ্যেদ্ব্রহ্মৈব কেবলম্ ॥ ২ ॥

———

ন তস্য তত্ত্বগ্রহণায় সাক্ষাদ্-
বরীয়সীরপি বাচঃ সমাসন্।
স্বপ্নে নিরুক্ত্যা গৃহমেধিসৌখ্যং
ন যস্য হেয়ানুমিতং স্বয়ং স্যাৎ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—স্বপ্নে নিরুক্ত্যা (যা নিরুক্তিঃ দৃষ্টান্তঃ তথা) যস্য (পুরুষস্য) গৃহমেধিসৌখ্যং (গৃহসম্বন্ধি-যজ্ঞাদিকর্ম্মজন্যং সুখং) স্বয়ম্ (এব) হেয়ানুমিতং (হেয়াত্বেন অনুমিতং) ন স্যাৎ বরীয়সীঃ (বরীয়স্যঃ) অপি বাচঃ (সর্ব্বপ্রমাণশ্রেষ্ঠাঃ অপি বেদবাচঃ) তস্য (পুরুষস্য) সাক্ষাৎ (যথাবৎ) তত্ত্বগ্রহণায় ন সমাসন্ (ন সম্যক্ আসন্ বভূবুঃ।) (অতঃ যঃ স্বপ্নদৃষ্টান্তেন কর্ম্মজন্যং সুখং হেয়ং নিশ্চিনোতি তস্যৈব বেদবাচঃ অপি তত্ত্বগ্রহণায় ইতি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—স্বপ্নদৃষ্টান্তদ্বারা অর্থাৎ ভোগ্য বস্তুর মিথ্যাত্ব যেমন স্বতঃই অনুভূত হয়, সেইরূপ গৃহ-মেধিসুখকে যাহার আপনা হইতেই তুচ্ছ বলিয়া বোধ না হয়, তাহার যথাযথ তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বেদবাক্য-সকলও যথেষ্ট নহে ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কর্ম্মিণস্তাংস্তত্ত্বং গ্রাহয়িতুং কাচিদ্বো যুক্তিরস্তি কিম্বা তান্নোপদিশাম ইতি কেবলং প্রৌঢ়ি-বাদ এবেত্যত আহ—নেতি। তস্য জনস্য সাক্ষাদ্যথা-বত্তত্ত্বগ্রহণার্থং বরীয়স্যোঽপি বেদান্তবাচঃ ন সম্যগাসন্ ন সমর্থা বভূবুঃ। স্বপ্নে ভোগানাং স্বল্পকালমাত্র-স্থায়িত্বং স্বপ্নস্য স্বতো বিনাশিত্বং মিথ্যাত্বঞ্চেতি যা নিরুক্তিস্তয়া স্বপ্নদৃষ্টান্তেনেত্যর্থঃ। স্বয়মেব হেয়ত্বে-নানুমিতং যস্য ন স্যাৎ। কর্ম্মিণাং নশ্বরমসার্ব্ব-কালিকং ক্ষুদ্রং বৈষয়িকমেব সুখং তথা বৈষয়িকেণ সুখেনাত্মনো বস্তুতঃ সম্বন্ধাভাবাৎ তৎ সুখামাত্মনঃ শশস্য শৃঙ্গমিব মিথ্যাভূতঞ্চ। জ্ঞানিনাত্বনশ্বরং সর্ব্ব-কালিকং মহদ্ব্রাহ্মসুখমিতি বহ্বেবান্তরমিত্যেষৈব তত্ত্ব-গ্রহণে যুক্তিরিতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, ঐ কর্ম্মি-গণকে তত্ত্ব জানাইবার জন্য আপনাদের কোন যুক্তি আছে, কিম্বা তাহাদিগকে উপদেশ করিব না—এই-রূপ কেবল প্রৌঢ়িবাদই? তাহার উত্তরে বলিতে-ছেন—'ন তস্য', ঐ সকল জনের সাক্ষাৎ যথার্থরূপে তত্ত্বগ্রহণের নিমিত্ত অত্যুত্তম বেদান্তবাক্যসমূহও সমর্থ হয় না। 'স্বপ্নে নিরুক্ত্যা'—স্বপ্নে ভোগ-সকলের স্বল্পকাল-মাত্র স্থায়িত্ব, স্বপ্নেরও স্বতঃই বিনাশিত্ব এবং মিথ্যাত্ব—এই 'নিরুক্তি' বলিতে দৃষ্টান্ত, তাহার দ্বারা, অর্থাৎ স্বপ্ন-দৃষ্টান্তের দ্বারা—এই অর্থ। 'স্বয়ং'—আপনা হইতেই হেয়ত্বরূপে অনুমিত যাহার হয় নাই (অর্থাৎ স্বপ্নলব্ধ সুখ মিথ্যা বলিয়া যেরূপ হেয় হয়, তদ্রূপ স্বপ্নদৃষ্টান্তানুসারে গৃহস্থগণের প্রাপ্য ঐহিক ও পারলৌকিক সুখমাত্রকেই যে ব্যক্তি হেয় বলিয়া স্বয়ং অনুমান করিতে পারে না, উত্তম বেদান্ত-বাক্যসকল সে ব্যক্তির যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদনে সক্ষম হয় না)। কর্ম্মিগণের সুখ নশ্বর, ক্ষণিক (অসার্ব্বকালিক) এবং ক্ষুদ্র বিষয়সম্বন্ধীয়ই, তাদৃশ বৈষয়িক সুখের সহিত আত্মার বস্তুতঃ সম্বন্ধের অভাবহেতু সেই সুখ আত্মার নিকট শশকের শৃঙ্গের ন্যায় মিথ্যাভূত। আর জ্ঞানিগণের সার্ব্বকালিক মহৎ ব্রাহ্ম-(ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয়) সুখ—এইরূপে উভয়ের বহু পার্থক্য বিদ্যমান—ইহাই তত্ত্বগ্রহণে যুক্তি—এই ভাব ॥ ৩ ॥

———

যাবন্মনো রজসা পুরুষস্য
সত্ত্বেন বা তমসা বানুরুদ্ধম্
চেতোভিরাকূতিভিরাতনোতি
নিরঙ্কুশং কুশলঞ্চেতরং বা ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—যাবৎ পুরুষস্য মনঃ রজসা বা সত্ত্বেন তমসা বা (গুণৈঃ) অনুবিদ্ধং (বশীকৃতং ভবতি। তাবৎ তন্মনঃ) নিরঙ্কুশং (মত্তমতঙ্গজোপমং স্বতন্ত্রং সৎ) চেতোভিঃ (জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ) আকৃতিভিঃ (কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈশ্চ) কুশলং (ধর্ম্মম্) ইতরং বা (অধর্ম্মং বা চকারাৎ উভয়মিশ্রং বা কর্ম্ম) আতনোতি (বিস্তারয়ত্যেব) ॥ ৪॥

অনুবাদ—যাবৎ পুরুষের মন সত্ত্বরজঃতমোগুণের অধীন থাকে, তাবৎ তাহার মন মত্তমাতঙ্গের ন্যায় স্বতন্ত্র হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা পাপ, পুণ্য বা মিশ্রকর্ম্মের বিস্তার করে ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেবং সদ্ভিঃ প্রবোধিতা অপি প্রায়ঃ সর্ব্বে জনা বৈষয়িকে সুখ এব প্রবর্ত্তমানাঃ কথং দৃশ্যন্তে তত্রাহ—যাবন্মনো রজ আদিভিরনুরুদ্ধং সংবদ্ধং ভবতি তাবত্তন্মনো নিরঙ্কুশমত্তমতঙ্গজোপমং সৎ পুরুষস্য কুশলং ধর্ম্মমিতরমধর্ম্মং বা আতনোতি, কৈঃ? চেতোহভির্জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ আকৃতিভিঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈশ্চ গুণময়ং মন এব বলাদ্বিবেকাদিকমপি নিগীর্য্য পুণ্যপাপকর্ম্মণোঃ প্রবর্ত্তয়তি, পুরুষস্য কো দোষ ইতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—এইরূপই যদি হয়, তাহা হইলে সাধুগণের দ্বারা প্রবোধিত হইয়াও প্রায় সমস্ত লোকই বৈষয়িক সুখেই প্রবর্ত্তিত হইতেছে—কিজন্য দেখা যায়? তাহাতে বলিতেছেন—'যাবন্মনো' ইত্যাদি, জীবের মন যতকাল রজঃ প্রভৃতি গুণের দ্বারা 'অনুরুদ্ধ'—সম্যক্‌রূপে বদ্ধ হয়, ততকাল মন নিরঙ্কুশ মত্ত হস্তীর ন্যায় পুরুষের 'কুশল' অর্থাৎ ধর্ম্ম, অথবা 'ইতর' অর্থাৎ অধর্ম্ম বিস্তার করিয়া থাকে। কি প্রকারে? তাহাতে বলিতেছেন—'চেতোভিঃ'—জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং 'আকৃতিভিঃ'—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহযোগে গুণময় মনই বলপূর্ব্বক বিবেকাদিও হরণপূর্ব্বক পুণ্য ও পাপ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে, ইহাতে পুরুষের কি দোষ?—এই ভাব ॥ ৪ ॥

———

স বাসনাত্মা বিষয়োপরক্তো
গুণপ্রবাহো বিকৃতঃ ষোড়শাত্মা।
বিভ্রৎ পৃথঙ্‌নামভি রূপভেদ-
মন্তর্ব্বহিষ্ট্বঞ্চ পুরৈস্তনোতি ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (মনঃ সঃ ইতি পুংস্ত্বমাত্মশব্দবিশেষণত্বেন তন্মনঃ ইত্যর্থঃ) বাসনাত্মা (ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবাসনাযুক্তঃ আত্মা আত্মোপাধিত্বাৎ বাসনাত্মা) বিকৃতঃ (কামাদিপরিণামবান্) বিষয়োপরক্তঃ (বিষয়ৈঃ অনুরক্তঃ অনুবিদ্ধঃ) গুণপ্রবাহঃ (গুণৈঃ রজঃ আদিভিঃ ইতস্ততঃ চাল্যমানঃ, গুণৈঃ বশীকৃতঃ ইত্যর্থঃ) ষোড়শাত্মা (ষোড়শ কলাসু পঞ্চমহাভূতৈকাদশেন্দ্রিয়রূপাসু আত্মা মুখ্যঃ) পৃথঙ্‌নামভিঃ (সহ) রূপভেদং দেব-তির্য্যগাদিরূপভেদং) বিভ্রৎ (দেহত্যাগসময়ে দেবাদিদেহান্ চিন্তয়ন্, চিন্তয়া প্রাপ্তৈঃ) পুরৈঃ (তৈঃ এব দেহৈঃ হেতুভূতৈঃ) অন্তর্বহিষ্ট্বম্ (উৎকৃষ্টত্বং নিকৃষ্টত্বঞ্চ) তনোতি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—পাপ-পুণ্যাদি কামনাপূর্ণ বলিয়াই সেই মন কাম-ক্রোধাদি বিকারগ্রস্ত হইয়া, বিষয়ে আসক্ত ও মায়িক সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ-দ্বারা চালিত হয়। একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত—এই ষোড়শ কলার মধ্যে মন প্রধান; এই মনই পৃথক্ পৃথক্ নামের সহিত দেব-তির্য্যগাদি বিভিন্ন দেহ ধারণ করে। দেহধারণজন্যই তাহার উৎকৃষ্টত্ব ও নিকৃষ্টত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ স বাসনাত্মা পুণ্যপাপবাসনাযুক্ত আত্মা মনঃ বিষয়ৈরুপরক্তোঽনুবিদ্ধঃ অতএব গুণপ্রবাহঃ গুণৈরিতস্ততশ্চাল্যমানঃ অতএব বিকৃতঃ কামাদিবিকারবান্ ষোড়শেষু ভূতেন্দ্রিয়েষু মুখ্যঃ রূপভেদং দেবতির্য্যগাদিশরীরভেদং বিভ্রৎ দধৎ পুরৈস্তৈরেব শরীরৈর্হেতুভিঃ অন্তর্বহিষ্ট্বম্ উৎকৃষ্টত্বং নিকৃষ্টত্বঞ্চ তনোতি। নামভিরিতি রেফলোপে দীর্ঘাভাব আর্ষঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর সেই 'বাসনাত্মা'—অর্থাৎ পুণ্য-পাপ-বাসনাযুক্ত আত্মা বলিতে মন, বিষয়ের দ্বারা অনুবিদ্ধ হয়, অতএব 'গুণপ্রবাহঃ'—সত্ত্ব প্রভৃতি গুণ-দ্বারা ইতঃস্ততঃ চালিত হইয়া 'বিকৃতঃ'—কামাদি পরিণামযুক্ত হয়। 'ষোড়শাত্মা'—ভূতেন্দ্রিয়সকলের মধ্যে মুখ্য যে মন (অর্থাৎ ষোড়শ কলা বলিতে পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন—ইহাদের মধ্যে মনই প্রধান বলিয়া সেই মনই) 'রূপভেদং'—রূপ-বিশেষ, অর্থাৎ দেব, তির্য্যগাদি শরীরভেদ ধারণপূর্ব্বক সেই সেই দেহের উৎকৃষ্টত্ব

ও নিকৃষ্টত্বহেতু আত্মার উৎকৃষ্টত্ব ও নিকৃষ্টত্ব প্রকাশ করে। 'নামভিঃ'—এই স্থলে বিসর্গের লোপ হইয়াও দীর্ঘের অভাব—আর্ষপ্রয়োগ। ['রো রে লোপ্যঃ পূর্ব্বশ্চ ত্রিবিক্রমঃ (শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের)' এই সূত্র অনুযায়ী রকার পরে থাকিলে বিসর্গের লোপ হয় এবং উহার পূর্ব্ববর্ত্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়, এই সন্ধির নিয়মে 'নামভী রূপভেদঃ'—হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আর্ষ-প্রয়োগ বলিয়া এখানে 'নামভি' —দীর্ঘ হয় নাই।] ॥ ৫ ॥

———

দুঃখং সুখং ব্যতিরিক্তঞ্চ তীব্রং
কালোপপন্নং ফলমাব্যনক্তি।
আলিঙ্গ্য মায়ারচিতান্তরাত্মা
স্বদেহিনং সংসৃতিচক্রকূটঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—মায়ারচিতান্তরাত্মা (মায়য়া রচিতঃ অন্তরাত্মা জীবোপাধিঃ মনঃ) স্বদেহিনং (জীবম্) আলিঙ্গ্য সংসৃতি চক্রকূটঃ (সংসৃতিচক্রে সংসারসমূহে কূটয়তি চ্ছলয়তীতি তথাভূতঃ সন্) দুঃখং (পাপফলং) সুখং (পুণ্যফলং) ব্যতিরিক্তং (মোহং) চ তীব্রং (ভোগমন্তরেণ উপায়ান্তরেণ দুর্নিবারং) কালোপপন্নং (ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবিপাকহেতুনা কালেন প্রাপ্তং) ফলম্ আব্যনক্তি (আ সর্ব্বতঃ সৃজতি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—মায়ারচিত মন দেহী জীবকে আলিঙ্গন করিয়া সংসারচক্রে নিষ্পেষিত করে এবং সুখ, দুঃখ, মোহ ও পাপ-পুণ্যাদি কর্ম্মের কালোচিত দুর্নিবার ফলসমূহকে সর্ব্বতোভাবে সৃষ্টি করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ফলঞ্চ তদনুরূপং সৃজতীত্যাহ—দুঃখং সুখং ব্যতিরিক্তং মোহঞ্চ তীব্রং দুর্নিবারং ব্যনক্তি সৃজতি। ননু জড়ঃ কথং সৃজতি তত্রাহ—স্বদেহিনং জীবাত্মানমালিঙ্গ্য; আলিঙ্গনে কারণমাহ—মায়য়া রচিতঃ অন্তরাত্মা জীবোপাধিঃ, উপাধিতামাহ—সংসৃতিচক্রে কূটয়তি ছলয়তীতি তথা; যথা গ্রামকূটক ইতি ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ফলও তাহার অনুরূপই সৃষ্টি করে, ইহা বলিতেছেন—'দুঃখং' ইত্যাদি, দুঃখ, সুখ এবং 'ব্যতিরিক্ত' বলিতে মোহ, 'তীব্রং'—দুর্নিবার ফল সৃষ্টি করিয়া থাকে। দেখুন জড় (মন) কি করিয়া সৃষ্টি করে? তাহাতে বলিতেছেন—'স্বদেহিনং', জীবাত্মাকে আলিঙ্গন করিয়া। আলিঙ্গনে কারণ বলিতেছেন—'মায়া-রচিতান্তরাত্মা', মায়ার দ্বারা রচিত 'অন্তরাত্মা' বলিতে জীবের উপাধি (অর্থাৎ দেহাদি)। উপাধিতা (ছলনা) বলিতেছেন—'সংসৃতিচক্রকূটঃ—সংসারচক্রে ছলনাকারী (এই মন), যেমন 'গ্রামকূটক' বলিতে গ্রামের প্রতারক ব্যক্তি। (অর্থাৎ সংসারচক্রে প্রবঞ্চনাকারী এই মনই মায়া দ্বারা জীবের উপাধি দেহাদি রচনা করিয়া, সেই উপাধির সম্পর্কযুক্ত দেহী অর্থাৎ জীবকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কালপ্রাপ্ত দুঃখ, সুখ ও মোহরূপ দুর্নিবার ফল সৃষ্টি করিয়া থাকে।) ॥ ৬ ॥

মধ্ব— সঃ মায়ারচিত অন্তরাত্মা মনঃ ॥ ৬ ॥

———

তাবানয়ং ব্যবহারঃ সদাবিঃ
ক্ষেত্রজ্ঞসাক্ষ্যো ভবতি স্থূলসূক্ষ্মঃ।
তস্মান্মনো লিঙ্গমদো বদন্তি
গুণাগুণত্বস্য পরাবরস্য ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(যাবন্মনঃ সংসারে পুরুষং ভ্রময়তি) তাবান্ (এব) অয়ং ক্ষেত্রজ্ঞসাক্ষ্যঃ (সাক্ষিণঃ ভাবঃ সাক্ষ্যং, ক্ষেত্রজ্ঞস্য সাক্ষ্যং যত্র সঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্য জীবস্য, দৃশ্যঃ জীবভোগ্য ইত্যর্থঃ) স্থূলসূক্ষ্মঃ ব্যবহারঃ (ব্যবহারস্য স্থূলত্বং সূক্ষ্মত্বং চ দেবোঽহং মনুষ্যোঽহমিত্যাদি বাহ্যাকারবিষয়ঃ) সদা আবিঃ (প্রকাশমানঃ) ভবতি। (যস্মাদেবং) তস্মাৎ পরাবরস্য উৎকৃষ্টাপকৃষ্টযোনি সম্বন্ধস্য) গুণাগুণত্বস্য (গুণত্বং গুণাভিমানিত্বম্, অগুণত্বং তদ্রাহিত্যং তস্য গুণাগুণতস্য বন্ধমোক্ষয়োঃ চ) অদঃ মনঃ (এব) লিঙ্গং (কারণং ইতি বিবেকিনঃ) বদন্তি (কথয়ন্তি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—যাবৎ মন জীবকে এই সংসারে ভ্রমণ করায়, তাবৎ এই জীবভোগ্য ব্যবহারসমূহ স্থূল ও সূক্ষ্মভাবে (অর্থাৎ আমি মনুষ্য, আমি দেবতা প্রভৃতি বহুবিধ স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আত্মাভিমানরূপে) সর্ব্বদা প্রকাশ পাইয়া থাকে। তজ্জন্য পণ্ডিতগণ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মলাভ, তথা বন্ধ ও মোক্ষপ্রাপ্তির হেতুরূপে একমাত্র মনকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—এবময়ং মনোনিবন্ধনঃ সংসার এব ব্যবহারপদবাচ্য ইত্যাহ—তাবানিতি। আবিঃ প্রকাশমানঃ। সদা ক্ষেত্রজ্ঞস্য সাক্ষ্যো দৃশ্যঃ। স্থূলো জাগরঃ সূক্ষ্মঃ স্বপ্নশ্চ তত্ত্বপদবাচ্যমাত্মসুখমপি মনোনিবন্ধনমেবেত্যাহ—তস্মাদদো মন এব লিঙ্গং কারণং ; কস্য গুণস্য সংসারস্য অগুণত্বস্য মোক্ষস্য চ, তৌ চ সংসারমোক্ষৌ কস্য স্যাতামিত্যত আহ—পরাবরস্য উৎকৃষ্টনিকৃষ্টজনসংঘস্য। পাঠক্রমো নাত্র বিবক্ষিতঃ ; নিকৃষ্টস্য সংসারো ভবতি উৎকৃষ্টস্য তু মোক্ষ ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে এই মনোনিবন্ধন সংসারই 'ব্যবহার'—শব্দের দ্বারা বলা হয়, ইহা বলিতেছেন—'তাবান্' ইত্যাদি। 'আবিঃ'—বলিতে প্রকাশমান, সদা ক্ষেত্রজ্ঞের সাক্ষ্য অর্থাৎ দৃশ্য হয়। 'স্থূল' বলিতে জাগ্রৎ এবং 'সূক্ষ্ম' অর্থাৎ স্বপ্ন। (অর্থাৎ যতকাল পর্য্যন্ত মনের সহিত জীবের সম্বন্ধ থাকে, ততকালই সর্ব্বদা জাগ্রৎ ও স্বপ্নরূপ ব্যবহার প্রকাশিত হয়।) তত্ত্ব-পদের দ্বারা যাহা বাচ্য, সেই আত্মসুখও মনোনিবন্ধনই—ইহা বলিতেছেন—'তস্মাৎ', অতএব ঐ মনই লিঙ্গ অর্থাৎ কারণ। কাহার কারণ ? তাহাতে বলিতেছেন—'গুণাগুণত্বস্য', গুণের বলিতে সংসারের এবং অগুণত্বের অর্থাৎ মোক্ষেরও কারণ হয়। সেই সংসার ও মোক্ষ কাহার হয় ? তাহাতে বলিতেছেন—'পরাবরস্য', পর বলিতে উৎকৃষ্ট এবং অবর নিকৃষ্ট জনসমূহের। এখানে পাঠক্রম বিবক্ষিত হয় নাই, অর্থাৎ নিকৃষ্টের সংসার এবং উৎকৃষ্টের মোক্ষ হইয়া থাকে—এই অর্থ। (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞগণ এই মনকেই জীবের নির্গুণত্ব ও সগুণত্বরূপ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট অবস্থার কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকেন।) ॥ ৭ ॥

মধ্ব—ক্ষেত্রবিত্তু, হরিঃ প্রাণঃ সাক্ষী তাভ্যাং পুমাংশ্চরেৎ। ইতি চ ॥ ৭ ॥

গুণানুরক্তং ব্যসনায় জন্তোঃ
ক্ষেমায় নৈর্গুণ্যমথো মনঃ স্যাৎ।
যথা প্রদীপো ঘৃতবর্তিমশ্নন্
শিখাঃ সধূমা ভজতি হ্যন্যদা স্বম্।
পদং তথা গুণকর্ম্মানুবদ্ধং
বৃত্তীর্মনঃ শ্রয়তেহন্যত্র তত্ত্বম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—জন্তোঃ (জীবস্য) মনঃ (যদা) গুণানুরক্তং (বিষয়াসক্তং তদা তস্য) ব্যসনায় (উক্তপ্রকারেণ সংসার-দুঃখায় ভবতি) অথো (যদি তু) নৈর্গুণ্যং (নির্গুণং বিষয়বিমুখং ভবতি তদা তু তস্য) ক্ষেমায় (মোক্ষায় ভবতি) যথা প্রদীপঃ ঘৃতবর্ত্তিম্ অশ্নন্ সধূমাঃ শিখাঃ (জ্বালাঃ) ভজতি। অন্যদা হি (ঘৃতাদ্যভাবকালে তু) স্বং পদং (স্বরূপং শুক্লভাস্বররূপং মহাভূতাত্মত্বং বা) ভজতি ; তথা মনঃ (অপি) গুণকর্ম্মানুবদ্ধং (গুণেষু বিষয়েষু কর্ম্মসু তদনুকূলক্রিয়াসু চ অনুবদ্ধম্ আসক্তং) বৃত্তীঃ (নানাবৃত্তীঃ) শ্রয়তে (তদ্রূপেণ পরিণমতে) অন্যত্র (বিষয়াদিকং বিহায় ভগবতি স্থিতিকালে তু) তত্ত্বং (স্ব-স্বভাবং শ্রয়তে) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—জীবের মন বিষয়ে আসক্ত হইলেই তাহা তাহার সংসার-ক্লেশের কারণ হইয়া থাকে। আবার ভোগে অনাসক্তিই তাহার মুক্তির হেতু হয়। দীপাগ্নি যখন ঘৃতবর্ত্তি দগ্ধ করে, তখন সধূম্র অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ শিখা ধারণ করে ; কিন্তু অন্য সময় স্ব-স্বরূপ শুভ্রদীপ্তিতেই প্রকাশিত হয়। মনও সেইরূপ গুণকর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া নানাবৃত্তি আশ্রয় করে, অন্যথা স্ব-স্বভাবকেই অবলম্বন করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—কথমেকমেব বিলক্ষণয়োঃ কারণং অবস্থাভেদাদিত্যাহ—গুণেতি সার্দ্ধেন। নৈর্গুণ্যং নির্গুণং, অন্যদা ঘৃতক্ষয়ে সতি নির্ব্বাণো ভূত্বা স্বংপদং মহাভূতাত্মত্বং ভজতি অন্যত্র অন্যদা। যদ্বা, ঘৃতবর্ত্তিমশ্নন্নেবাগ্নিঃ সধূমাঃ শিখা ভজতি অন্যদা কাঞ্চনপিণ্ডমশ্নংস্তু স্বপদং নির্ধূমতেজঃস্বরূপং, তথৈব মনোহপি তত্ত্বং ভগবন্মাধুর্য্যাস্বাদম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কি প্রকারে একই মন পরস্পর বিলক্ষণের (সংসার ও মোক্ষের) কারণ অবস্থাভেদে হইয়া থাকে, তাহা বলিতেছেন—'গুণ' ইত্যাদি সার্দ্ধ শ্লোকে। 'নৈর্গুণ্যং'—বলিতে নির্গুণ। 'অন্যদা'—অন্য সময়, অর্থাৎ ঘৃত ক্ষয় হইলে, নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া 'স্বপদং'—বলিতে মহাভূতাত্মত্ব লাভ করে, 'অন্যত্র'—অন্য সময়। অথবা—যেরূপ অগ্নি 'ঘৃতবর্ত্তি'—ঘৃতযুক্ত বর্ত্তি বা পলতার সহিত

সম্বন্ধযুক্ত থাকাকালে ধূমযুক্ত শিখা ধারণ করে, অন্য সময় কাঞ্চন পিণ্ড ভোগকালে 'স্বপদং'—নিজস্বরূপ বলিতে নির্ধূম তেজঃস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মনও (গুণকর্ম্মের সম্বন্ধযুক্ত হইলে বিভিন্ন বৃত্তি আশ্রয় করে, আর গুণকর্ম্মের সম্বন্ধ হইতে রহিত হইলে) যথার্থ তত্ত্ব, অর্থাৎ শ্রীভগবানের মাধুর্য্যের আস্বাদন লাভ করে ॥ ৮ ॥

মধ্ব—পদবিষয়ম্ ॥ ৮ ॥

———

একাদশাসন্ মনসো হি বৃত্তয়
আকূতয়ঃ পঞ্চধিয়োঽভিমানঃ।
মাত্রাণি কর্ম্মাণি পুরঞ্চ তাসাং
বদন্তি হৈকাদশ বীর ভূমীঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—মনসঃ বৃত্তয়ঃ হি আকূতয়ঃ (ক্রিয়াকারাঃ পঞ্চ) পঞ্চধিয়ঃ (পঞ্চজ্ঞানাকারাঃ) অভিমানঃ (অহঙ্কারঃ চ) একাদশ আসন্। (হে) বীর, মাত্রাণি (গন্ধাদীনি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং) কর্ম্মাণি (বিসর্গাদীনি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং) পুরং (দেহ-গেহাদ্যেকং অভিমানস্যেত্যেকাদশ) চ তাসাং (বৃত্তীনাং) একাদশ এব ভূমীঃ (বিষয়ান্ বিজ্ঞাঃ) বদন্তি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ— পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও অহঙ্কারভেদে মনের বৃত্তি একাদশ প্রকার। হে জ্ঞানবীর, শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়; বিসর্গাদি পঞ্চব্যাপার কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় এবং দেহ-গেহাদি আত্মবুদ্ধি অভিমানের বিষয়; পণ্ডিতগণ এই একাদশ প্রকার বৃত্তির কথাই বলিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—বৃত্তীর্দর্শয়তি একাদশবৃত্তয়ঃ ইন্দ্রিয়রূপাঃ তত্র পঞ্চ আকূতয়ঃ কর্ম্মাকারাঃ পঞ্চধিয়ঃ জ্ঞানাকারাঃ। একোঽভিমানোঽহঙ্কারঃ ইত্যেবমেকাদশ। তাসাং বৃত্তীনাং ভূমীর্বিষয়ানপ্যেকাদশৈব বদন্তি; বীর, হে জ্ঞানবীর, রাজন্, মাত্রাণি গন্ধাদয়ঃ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণাম্। বিসর্গাদি কর্ম্মাণি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাম্। পুরং দেহগেহাদ্যেকং অভিমানস্যেত্যেকাদশ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বৃত্তিসকল দেখাইতেছেন—'একাদশাসন্' ইত্যাদি, অর্থাৎ মনের ইন্দ্রিয়রূপ বৃত্তিসকল একাদশ প্রকার, তন্মধ্যে পাঁচটি 'আকূতয়ঃ' বলিতে ক্রিয়াস্বরূপ, পাঁচটি জ্ঞানস্বরূপ এবং একটি 'অভিমানঃ'-অর্থাৎ অহঙ্কার-স্বরূপ—এই একাদশ প্রকার। সেইসকল বৃত্তির 'ভূমি' বলিতে বিষয়-সকলও একাদশ প্রকার বলিতেছেন। 'বীর'—হে জ্ঞানবীর রাজন্! 'মাত্রাণি'—গন্ধ প্রভৃতি (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ) পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের, বিসর্গাদি কর্ম্মসকল (অর্থাৎ বাক্যের উচ্চারণ, গ্রহণ, গমন, মলমূত্রাদি ত্যাগ ও আনন্দ উৎপাদন) পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের এবং 'পুরং'—দেহ, গেহাদি একটি অভিমানের বিষয়—এই একাদশ প্রকার বৃত্তির বিষয় ॥ ৯ ॥

মধ্ব—একাদশেন্দ্রিয়দ্বারা স্যুরেকাদশবৃত্তয়ঃ।
শব্দাদ্যাস্তদভিমানাস্তদিচ্ছা সৈব পঞ্চশঃ ॥
স্পর্শান্তভাবতঃ কর্ম্ম স্বানাং নৈব পৃথগ্‌গতিঃ।
একাদশৈব চেষ্টা স্যুরিন্দ্রিয়াণাং পৃথক্ পৃথক্ ॥
গোলোকাস্তদধিষ্ঠানং চৈকাদশ নিগদ্যতে ॥ ৯ ॥

———

গন্ধাকৃতিস্পর্শরসশ্রবাংসি
বিসর্গরত্যর্ত্ত্যভিজল্পশিল্পাঃ।
একাদশং স্বীকরণং মমেতি
শয্যামহং দ্বাদশমেক আহুঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—গন্ধাকৃতিস্পর্শরসশ্রবাংসি (গন্ধঃ চ আকৃতিঃ রূপং চ স্পর্শশ্চ, রসশ্চ, শ্রবঃ শব্দশ্চ তানি পঞ্চতন্মাত্রশব্দবাচ্যানি ঘ্রাণাদীন্দ্রিয়দ্বারা ধীবৃত্তীনাং বিষয়াঃ) বিসর্গরত্যর্ত্ত্যভিজল্পশিল্পাঃ (বিসর্গঃ মলত্যাগঃ, রতিঃ স্ত্রীসম্ভোগঃ, অর্ত্তিঃ গতিঃ, অভিজল্পঃ ভাষণং, শিল্পঃ হস্তকার্য্যং তে কর্ম্মশব্দবাচ্যাঃ পায়াদি-পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা ক্রিয়াকারবৃত্তীনাং বিষয়াঃ) মম ইতি (অভিমানেন) স্বীকরণং (স্বীক্রিয়তে ইতি স্বীকরণং, শরীরগেহাদি) একাদশম্, অহমিতি শয্যাং (দেহং) দ্বাদশম্ (অহঙ্কারস্য বিষয়ম্) একে (কেচিৎ) আহুঃ। (অয়ং ভাবঃ। শরীরাদিঃ অভিমানস্য গন্ধাদিবৎ ন জ্ঞেয়তয়া বিষয়ঃ, নাপি বিসর্গাদিবৎ কার্য্যতয়া তদ্বিষয়ঃ, কিন্তু ভোগসাধনত্বেন মম ইতি স্বীকার্য্যতয়া তদ্বিষয়ঃ ইতি। একে তু আত্মানাত্মবিবেকরূপতর্কবতাম্ এব শরীরং মমত্বাভিমানবিষয়ঃ অতঃ বিবেকিনাং তথা অস্তু। অবিবেকিনাং তু অহঙ্কারং দ্বাদশং বৃত্ত্যন্তরং তস্য শরীরম্ এব শয্যা-

সংজ্ঞং দ্বাদশং বিষয়ম্ আহুঃ। শরীরে হি জীবঃ অহঙ্কারেণ শেতে ইতি তস্য শয্যাপদবাচ্যত্বং বোধ্যম্। অতএব পুরী দেহে শয়নাৎ জীবস্যাপি পুরুষপদ-বাচ্যত্বং জ্ঞেয়ম্)॥ ১০ ॥

অনুবাদ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা "জ্ঞানাকার-বৃত্তি"র বিষয় হয়; প্রজল্প, শিল্প, গতি, মলত্যাগ ও স্ত্রীসম্ভোগ—এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা "কার্য্যাকার-বৃত্তি"র বিষয় হয়। "আমার" বলিয়া স্বীকৃত দেহ-গেহাদি অভিমানরূপ একাদশ বৃত্তির বিষয় হয়। অহঙ্কারকে (দেহ আমি —এই বুদ্ধিকে) কেহ কেহ দ্বাদশতম বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই অহঙ্কাররূপ দ্বাদশতমবৃত্তির বিষয়—শয্যা অর্থাৎ দেহ। তাঁহাদের মতে শয্যা-(অর্থাৎ অহঙ্কারের সহিত শয়ন করেন বলিয়া শয্যা) সংজ্ঞক দেহ দ্বাদশ বৃত্তির বিষয় হয়॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—মাত্রাদীনি বিবৃণোতি। গন্ধেতি পঞ্চ নাসিকাদীনাং জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং বিষয়াঃ আকৃতিঃ রূপং বিসর্গাদয়ঃ পঞ্চ পায়্বাদীনাং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং এবং দশ। অত্তির্গমনম্। স্বীক্রিয়ত ইতি স্বীকরণং একাদশং পুরং অভিমানস্য বিষয়মাহুঃ। একে আচার্য্যাঃ অভি-মানস্য দ্বৈবিধ্যাৎ মমেতি মমকারস্য শয্যাং বিষয়ং গেহাদিকমেকাদশং, অহমিতি অহঙ্কারস্য শয্যাং দেহং দ্বাদশমাহুঃ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিষয়সকল বিবৃত করিতে-ছেন—'গন্ধ'—ইত্যাদি। গন্ধ প্রভৃতি পাঁচটি নাসি-কাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। 'আকৃতিঃ'—বলিতে রূপ। বিসর্গ (মল, মূত্রত্যাগ) প্রভৃতি পাঁচটি পায়ু প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়, এই প্রকারে দশটি। 'অত্তি'—বলিতে গমন। যাহা স্বীকার করা হয়, তাহা 'স্বীকরণ'—উহা একাদশ পুর (দেহ) অভি-মানের বিষয় (অর্থাৎ একাদশ স্থানীয় দেহটি 'ইহা আমার'—এইরূপ স্বীকৃতিহেতু অভিমানের বিষয়রূপে জ্ঞাতব্য)। 'একে'—কোন কোন আচার্য্যগণ, অভি-মানের দ্বৈবিধ্য-হেতু 'মমেতি'—'আমার ইহা', এই বুদ্ধিতে মমাকারের 'শয্যা' বলিতে বিষয় গৃহাদি—একাদশ অভিমানের বিষয় বলিয়া থাকেন। অপরে 'অহম্ ইতি'—'আমি দেহ', এই বুদ্ধিতে অহঙ্কারের আশ্রয় জীবের শয্যারূপ দেহকে দ্বাদশস্থানীয় বৃত্তি বলেন॥ ১০ ॥

মধ্ব—

এষ সংসৃতিসংভারো দ্বাদশৈবাথবা ভবেৎ।
দশকং বিষয়াণাং চ মমাহমিতি চ দ্বয়ম্।
দ্বয়মেব মমাহং বা সংসৃতিস্ত্বহমেব বা॥১০॥

———

দ্রব্যস্বভাবাশয়কর্ম্মকালৈ-
রেকাদশামী মনসো বিকারাঃ।
সহস্রশঃ শতশঃ কোটিশশ্চ
ক্ষেত্রজ্ঞতো ন মিথো ন স্বতঃ স্যুঃ॥ ১১॥

অন্বয়—দ্রব্যস্বভাবাশয়কর্ম্মকালৈঃ (দ্রব্যাণি বিষয়াঃ, স্বভাবঃ পরিণামহেতুঃ, আশয়ঃ সংস্কারঃ, কর্ম্ম অদৃষ্টং, কালঃ ক্ষোভকঃ এতৈঃ নিমিত্তভূতৈঃ) অমী একাদশ মনসঃ বিকারাঃ (বৃত্তয়ঃ এব প্রথময়ং) শতশঃ (ততঃ) সহস্রশঃ (ততঃ লক্ষশঃ ততঃ চ) কোটিশঃ চ স্যুঃ দ্রব্যাণাং বিষয়ানাং চন্দনস্বর্ণাদীনাম্ আনন্ত্যাৎ।) ন মিথঃ ন স্বতঃ (মিথঃ পরস্পরং স্বতঃ স্বয়ংবান্ কিন্তু) ক্ষেত্রজ্ঞতঃ (পরমেশ্বরাৎ। তস্য চ অনন্তশক্তিত্বাৎ অনন্তাঃ স্যুঃ ইতি ভাবঃ)॥ ১১॥

অনুবাদ—দ্রব্য অর্থাৎ বিষয়, স্বভাব অর্থাৎ পরিণামহেতু, আশয় অর্থাৎ সংস্কার, কর্ম্ম অর্থাৎ অদৃষ্ট এবং গুণ-ক্ষোভক কাল,—ইহারা নিমিত্ত-কারণ; ইহাদের দ্বারাই ঐ একাদশ প্রকার চিত্ত-বিকার প্রথমে শত প্রকার, পরে সহস্র প্রকার, তারপর কোটী প্রকার হইয়া থাকে। কিন্তু ঐগুলি শত সহস্র প্রকার হইলেও তাহা আপনা হইতে অথবা পরস্পর হইতে হয় না, পরমেশ্বরের অনন্ত শক্তি হইতেই হয়॥ ১১॥

বিশ্বনাথ—তাসাং বৃত্তীনাং অবান্তরভেদৈরানন্ত্য-মাহ—দ্রব্যাদিভির্ভেদৈরমী বিকারাঃ বৃত্তিরূপাঃ প্রথমং শতশঃ ততঃ সহস্রশঃ লক্ষশঃ কোটীশশ্চ স্যুঃ। দ্রব্যাণাং চন্দনকস্তুরীকুঙ্কুমাদীনাং স্বর্ণরজতপ্রবালা-দীনাঞ্চানন্ত্যাৎ কোহপি গন্ধরূপাদিঃ কস্মৈচিৎ রোচত ইতি স্বভাবানন্ত্যাৎ, আশয়োহন্তঃকরণং তস্য শিষ্টতা-দুষ্টতাভ্যাং কর্ম্ম অদৃষ্টং তদ্বশাদপি কালো বাল্য-যৌবনাদিস্তদ্বশাদপি প্রত্যেকমনন্তা এব গন্ধাদয়ঃ

স্যুরিত্যর্থঃ। ন তু মিথঃ স্যুর্নাপি স্বতঃ স্যুঃ, কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞতঃ পরমেশ্বরাৎ তস্য চানন্তশক্তিত্বাদনন্তাঃ স্যুরিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐ বৃত্তিসমূহের অবান্তর ভেদের দ্বারা অনন্ত ভেদ বলিতেছেন—'দ্রব্য-স্বভাব' ইত্যাদি, দ্রব্য, স্বভাব প্রভৃতি ভেদের দ্বারা ঐ একাদশ প্রকার মনের বিকাররূপ বৃত্তিসকল প্রথমতঃ শত প্রকার, তারপর সহস্র, লক্ষ ও কোটি প্রকার হইয়া থাকে। চন্দন, কুঙ্কুমাদি এবং স্বর্ণ, রজত, প্রবাল প্রভৃতি দ্রব্যসকলের আনন্ত্য-হেতু, আবার কোন গন্ধ, রূপাদি কাহারও রুচিপ্রদ বলিয়া স্বভাবের অনন্ততা-বশতঃ, 'আশয়'—বলিতে অন্তঃকরণ, তাহার শিষ্টতা ও দুষ্টতাভেদে কর্ম্ম অর্থাৎ অদৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই কর্ম্মের অধীনেই বাল্য, যৌবনাদি কাল, তদ্বশেও প্রত্যেকে অনন্ত গন্ধাদি হইয়া থাকে—এই অর্থ। পরন্তু উহারা মিলিত হইয়াও হয় না, কিম্বা স্বভা-বতঃও হয় না, কিন্তু 'ক্ষেত্রজ্ঞতঃ'—ক্ষেত্রজ্ঞ পরমেশ্বর হইতেই, তাঁহার অনন্ত শক্তি বলিয়াই অনন্ত হইয়া থাকে—এই অর্থ ॥ ১১ ॥

মধ্ব—দ্রব্যং দেহাদি। স্বভাবো যোগ্যতা। জীবস্য ক্ষেত্রজ্ঞতঃ স্যুঃ মিথঃ স্বতশ্চ ন স্যুঃ ॥ ১১ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞ এতা মনসো বিভূতী-
জীবস্য মায়ারচিতস্য নিত্যাঃ।
আবিহিতাঃ ক্বাপি তিরোহিতাশ্চ
শুদ্ধো বিচষ্টে হ্যবিশুদ্ধকর্ত্তুঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—অবিশুদ্ধকর্ত্তুঃ (ভগবদ্বহির্ম্মুখং কর্ম্ম কর্ত্তুঃ) মায়ারচিতস্য (মায়য়া রচিতস্য অহং মম ইত্যধ্যাসেন স্থিতস্য) জীবস্য (জীবোপাধেঃ) মনসঃ এতাঃ (অনন্তরোক্তাঃ) নিত্যাঃ (অনাদিত এবানুগতাঃ) আবিহিতাঃ (জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ আবির্ভূতাঃ) ক্বাপি (সুপ্তিসমাধ্যাদৌ) তিরোহিতাঃ (তিরোভূতাঃ চ) বিভূতীঃ শুদ্ধঃ (সংসারান্মুক্তঃ) ক্ষেত্রজ্ঞঃ (অবস্থাত্রয়-সাক্ষী কেবলঃ) বিচষ্টে (পশ্যতি। সঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ এব আত্মতত্ত্বমিত্যর্থঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ— ভগবদ্বিমুখ কর্ম্মকর্ত্তা, মায়ারচিত জীবোপাধিক মনের অনন্ত বিভূতি আছে; ঐ সকল অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান। উহারা জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় আবির্ভূত হয়, এবং সুষুপ্তি ও সমাধি-অবস্থায় তিরোহিত হয়; সংসার-মুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ জীব ঐ সকলের দ্রষ্টা ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষেত্রজ্ঞো হি দ্বিবিধঃ পরমাত্মা জীবাত্মা চ, তয়োঃ প্রথমঃ পূর্ব্বশ্লোকে উদ্দিষ্ট উত্তরশ্লোকে বক্ষ্যতে চ। দ্বিতীয়শ্চ দ্বিবিধঃ বদ্ধো মুক্তশ্চ, তত্র মনসা আলিঙ্গিতঃ তদভিমানী বদ্ধঃ, তেন অনালিঙ্গিতো নিরভিমানী মুক্তঃ। তয়োঃ পূর্ব্বো জ্ঞাযত এব উত্তরঃ কীদৃশঃ স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ—ক্ষেত্রজ্ঞঃ এতা মনসো বিভূতীবিচষ্টে পশ্যতি জানাতি কেবলং ন তু তদভি-মানী সন্ ভুঙ্ক্তে। অতএব শুদ্ধঃ সংসারান্মুক্তঃ অন্যস্ত্বশুদ্ধঃ সংসারীত্যর্থঃ। মনসঃ কীদৃশস্য জীবস্য জীবোপাধেঃ যতো মায়য়া রচিতস্য অতএবাবিশুদ্ধং ভগবদ্বহির্ম্মুখং কর্ম্ম করোতীতি তস্য। বিভূতীঃ কীদৃশীঃ নিত্যাঃ, অনাদিত এবানুগতাঃ। কথং তর্হি সদা ন দৃশ্যন্ত? ইত্যত আহ—আবিহিতাঃ ক্বাপি জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ, তিরোহিতাঃ ক্বাপি সুষুপ্তি-প্রলয়য়োঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ক্ষেত্রজ্ঞ দ্বিবিধ—পরমাত্মা ও জীবাত্মা, তন্মধ্যে প্রথম পরমাত্মা পূর্ব্বশ্লোকে উদ্দিষ্ট হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী শ্লোকেও বলিবেন। দ্বিতীয় জীবাত্মাও দুই প্রকার—বদ্ধ ও মুক্ত, তন্মধ্যে মনের দ্বারা আলিঙ্গিত তদভিমানী বদ্ধ জীব, আর তাহার দ্বারা অনালিঙ্গিত নিরভিমানী মুক্ত জীব। তন্মধ্যে পূর্ব্ব অর্থাৎ বদ্ধ জীব জ্ঞাতই রহিয়াছে, পরবর্ত্তী মুক্ত জীব কি প্রকার? —ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন— 'ক্ষেত্রজ্ঞ এতা' ইত্যাদি, ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ মুক্ত জীব মনের অনন্ত বিভূতি 'বিচষ্টে'—দেখেন অর্থাৎ কেবল উহা জানেনেই, কিন্তু তদভিমানী হইয়া (বদ্ধ জীবের ন্যায়) ভোগ করেন না। অতএব তিনি শুদ্ধ অর্থাৎ সংসার হইতে মুক্ত, আর অন্য অশুদ্ধ (বদ্ধ জীব) সংসারী—এই অর্থ। 'মনসঃ কীদৃশস্য'—কিপ্রকার মনের? তাহাতে বলিতেছেন—মায়া কর্ত্তৃক রচিত এই অবিশুদ্ধ মন জীবের উপাধি-স্বরূপ, অতএব 'অবিশুদ্ধ', অর্থাৎ ভগবদ্ বহির্ম্মুখ কর্ম্ম করে যে মন, তাহার। 'বিভূতীঃ'—ঐ মনের বিভূতি, অর্থাৎ বৃত্তি-সকল কেমন? তাহাতে বলিতেছেন— নিত্য, অনাদি

কাল হইতেই নিরবচ্ছিন্নরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহা হইলে সর্ব্বদা দৃশ্য হয় না কেন? তাহাতে বলিতেছেন—'আবির্ভূতাঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ জীব মনের এই বিভূতিসমূহকে জাগ্রৎ ও স্বপ্নদশায় আবির্ভূত এবং সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে তিরোহিত হইতে দেখেন ॥ ১২ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সাক্ষাৎ স্বয়ংজ্যোতিরজঃ পরেশঃ।
নারায়ণো ভগবান্ বাসুদেবঃ
স্বমায়য়াত্মন্যবধীয়মানঃ ॥ ১৩ ॥
যথানিলঃ স্থাবরজঙ্গমানা-
মাত্মস্বরূপেণ নিবিষ্ট ঈশেৎ।
এবং পরো ভগবান্ বাসুদেবঃ
ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মেদমনুপ্রবিষ্টঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—ক্ষেত্রজ্ঞঃ আত্মা (ব্যাপী) পুরাণঃ (জগৎকারণভূতঃ) পুরুষঃ (পূর্ণঃ) সাক্ষাৎ (অপরোক্ষঃ) স্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশকঃ) অজঃ (নিত্যঃ) পরেশঃ (পরেষাম্ ব্রহ্মাদীনাম্ অপি ঈশঃ) নারায়ণঃ (নারঃ জীবসমূহঃ, সঃ অয়নং যস্য সঃ) ভগবান্ (ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণবান্) বাসুদেবঃ (সর্ব্বভূতানাম্ আশ্রয়ঃ) স্বমায়য়া (স্বাধীনমায়য়া) আত্মনি (জীবে) অবধীয়মানঃ (অবস্থাপ্যমানঃ, তন্নিয়ন্তৃত্বেন বর্ত্তমানঃ।) অনিলঃ (পবনঃ) যথা (বহিঃস্থিতঃ অপি) আত্মস্বরূপেণ (প্রাণস্বরূপেণ) স্থাবরজঙ্গমানাং নিবিষ্টঃ (অন্তঃ নিবিষ্টঃ সন্) ঈশেৎ (ঈশীত তান্ নিয়ময়তি।) এবং পরঃ ভগবান্ বাসুদেবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ (সাক্ষী), আত্মা, (ব্যাপকশ্চ) ইদং (বিশ্বম্) অনুপ্রবিষ্টঃ ঈশেৎ (নিয়ময়তি) ॥ ১৩-১৪ ॥

অনুবাদ—(জীবাত্মা ও পরমাত্মাভেদে ক্ষেত্রজ্ঞ দ্বিবিধ, তন্মধ্যে জীবাত্মার কথা বলিয়া এখন পরমাত্মস্বরূপ বর্ণন করিতেছেন—) তিনি আত্মা অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, জগৎকারণ, পূর্ণ, অপরোক্ষ, স্বতঃপ্রকাশ, জন্মাদিরহিত এবং ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর। আবার, তিনি নারায়ণ, অর্থাৎ সর্ব্বজীবের আশ্রয়, ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবান্ ও সর্ব্বভূতের আবাস বাসুদেব; তিনিই স্বীয় মায়াদ্বারা জীবাত্মাতে তাহার নিয়ন্তৃরূপে বর্ত্তমান থাকেন। বায়ু যেমন প্রাণরূপে স্থাবর-জঙ্গমাদি সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করে, সেইরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা, পরমপুরুষ বাসুদেবও এই বিশ্বপ্রপঞ্চে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার উপর আধিপত্য করেন ॥ ১৩-১৪ ॥

বিশ্বনাথ—বদ্ধজীবস্য ব্যবহার এব সদৈবাবধানবিষয়ো যথা, তথা মুক্তজীবস্যাবধানবিষয়ঃ ক ইত্যোপেক্ষায়ামাহ—ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রস্য কার্ৎস্নেন জ্ঞাতা পরমাত্মেত্যর্থঃ। আত্মা ব্যাপকঃ পুরাণো জগৎকারণভূতঃ পুরুষঃ পুরুষাকারঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বপ্রকাশঃ অজো মায়িকজন্মাদি-শূন্যঃ পরেষাং ব্রহ্মাদীনামপীশঃ নারায়ণঃ কারণার্ণবশায়ী ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণো বৈকুণ্ঠনাথঃ বাসুদেবো বসুদেবনন্দনঃ শ্রীমথুরাদ্যধিপতিঃ। সুষ্ঠু অমায়য়া হেতুনা আত্মনি অবধীয়মানঃ মুক্তজীবেন আত্মনি মনসি অবধানবিষয়ীক্রিয়মাণঃ। যদ্বা, স্বমায়য়া স্বরূপশক্ত্যা কৃপয়া বা সহিতঃ; স চ ভগবান্ মুক্তজীবেন সুলভ এবেতি সদৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। আত্মস্বরূপেণ প্রাণরূপেণ ঈশেৎ ঈশীত ইদং বিশ্বম্ ॥ ১৩-১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বদ্ধজীবের যেমন ব্যবহারই (সাংসারিক কার্য্যই) সর্ব্বদা অবধানের (মনোযোগের) বিষয়, তদ্রূপ মুক্তজীবের অবধানের বিষয় কি (অর্থাৎ মুক্ত জীব কাহাকে নিরন্তর হৃদয়ে ধারণ করেন)?—ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'ক্ষেত্রজ্ঞঃ', যিনি ক্ষেত্রের সমগ্ররূপে জ্ঞাতা, অর্থাৎ পরমাত্মা, এই অর্থ। তিনি 'আত্মা' অর্থাৎ ব্যাপক, 'পুরাণ' বলিতে অখিল জগতের কারণস্বরূপ, পুরুষ—পুরুষ আকৃতিবিশিষ্ট, 'স্বয়ংজ্যোতিঃ', অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, অজ—মায়িক জন্মাদি শূন্য, 'পরেশঃ'—পর বলিতে ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ, ভগবান্ বলিতে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ বৈকুণ্ঠনাথ, বাসুদেব—বসুদেবনন্দন শ্রীমথুরাদির অধিপতি। 'স্বমায়য়া'—সুষ্ঠু অমায়য়া, অর্থাৎ নিষ্কপটে মুক্ত জীব যাঁহাকে নিজ মনে অবধানের বিষয়ীভূত করিয়া থাকেন। অথবা—'স্বমায়য়া' বলিতে নিজ স্বরূপ শক্তি বা কৃপার সহিত যিনি (ভক্তহৃদয়ে বিরাজমান)। সেই ভগবান্ মুক্তজীবের সুলভই, ইহা দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—'যথা' ইত্যাদি, 'আত্মস্বরূপেণ'—বলিতে প্রাণরূপে,

'ঈশেৎ'-ঈশীত (ঈশ ধাতু আত্মনেপদী), এই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন (অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বায়ু যেরূপ প্রাণরূপে স্থাবর জঙ্গম সকল পদার্থে প্রবিষ্ট হইয়া সকলের নিয়ন্ত্রণ করে, সেরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পরমপুরুষ ভগবান্ বাসুদেব এই বিশ্বমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সকলের নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন) ॥ ১৩-১৪ ॥

মধ্ব—

স্বমায়য়া আত্মনি অবধীয়মানঃ স্বেচ্ছয়া
স্বস্মিন্নেব তিরোহিতত্বেনাবস্থিতত্বে স্থিতঃ।
স্বাত্মাধারঃ স্বেচ্ছয়ৈব জীবদৃষ্টেস্তিরোহিতঃ
ক্ষেত্রজ্ঞেত্যুচ্যতে বিষ্ণুর্জীবস্থঃ পুরুষোত্তমঃ॥১৩॥

তথ্য—গীঃ ১৩।১-২ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ১৩-১৪ ॥

ন যাবদেতাং তনুভৃন্নরেন্দ্র
বিধূয় মায়াং বয়ুনোদয়েন।
বিমুক্তসঙ্গো জিতষট্‌সপত্নো
বেদাত্মতত্ত্বং ভ্রমতীহ তাবৎ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নরেন্দ্র, বিমুক্তসঙ্গঃ (সঙ্গরহিতঃ) জিতষট্‌সপত্নঃ (জিতাঃ ষট্ জ্ঞানেন্দ্রিয়মনোরূপাঃ সপত্নাঃ শত্রবঃ যেন সঃ) তনুভৃৎ (দেহী) বয়ুনোদয়েন (শাস্ত্রশ্রবণাদিনা জ্ঞানোৎপত্ত্যা) এতাম্ (আত্মাবরণভূতাহং মমধ্যাসকারণভূতাং) মায়াম্ (অবিদ্যাং) বিধূয় (নিরস্য) যাবৎ আত্মতত্ত্বং ন বেদ (সাক্ষাৎকারং ন কুর্য্যাৎ) তাবৎ ইহ (সংসারে) ভ্রমতি ॥১৫॥

অনুবাদ—হে নরনাথ, দেহধারী জীব যতদিন অসৎসঙ্গরহিত ও ষড়্‌রিপুজয়ী হইয়া, জ্ঞানোদ্রেকের দ্বারা মায়া নিরসন-পূর্ব্বক আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে না পারে, ততদিন সে এই সংসারচক্রে ভ্রমণ করে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—এবমবিদ্যোত্তীর্ণানাং ভগবদবধানলক্ষণং জ্ঞানং শাশ্বতিকমেবেত্যুক্তম্। অবিদ্যাপতিতানাং জীবানামপ্যবিদ্যোত্তারণে এতদেব সাধনমিত্যাহ—নেতি। বয়ুনোদয়েন উক্তলক্ষণজ্ঞানোৎপত্ত্যা বিমুক্তসঙ্গঃ সন্ যাবন্মায়াং বিধূয়াত্মতত্ত্বং ন বেদ তাবদিহ ভ্রমতি ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে অবিদ্যা হইতে উত্তীর্ণ মুক্ত জীবগণের ভগবদবধানরূপ জ্ঞান শাশ্বতিকই (নিত্যই)—ইহা উক্ত হইল। আর অবিদ্যাপতিত জীবগণেরও অবিদ্যা হইতে উত্তারণের ইহাই সাধন, ইহা বলিতেছেন—'ন যাবদ্' ইত্যাদি। 'বয়ুনোদয়েন'—উক্তরূপ জ্ঞানোৎপত্তির দ্বারা বিমুক্তসঙ্গ হইয়া যে পর্য্যন্ত মায়াকে দূর করিয়া আত্মতত্ত্ব অবগত না হয়, ততকাল জীব 'ইহ'—এই সংসারচক্রে ভ্রমণ করে ॥ ১৫ ॥

মধ্ব—অভিমানাদেব সংসারোহন্যথা নেতি পরিহারঃ ॥ ১৫ ॥

ন যাবদেতন্মন আত্মলিঙ্গং
সংসারতাপাবপনং জনস্য।
যচ্ছোকমোহাময়রাগলোভ-
বৈরানুবন্ধং মমতাং বিধত্তে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মলিঙ্গম্ (আত্মনঃ লিঙ্গম্ উপাধিভূতম্ এতৎ) মনঃ জনস্য (প্রাণিনঃ) সংসারতাপাবপনং (সংসারতাপানাম্ আবপনং ক্ষেত্রং কারণম্ ইতি) যাবৎ ন বেদ (তাবৎ বিষয়বিরক্ত্যভাবাৎ ইহ সংসারে ভ্রমতি।) যৎ (মনঃ) শোকমোহাময়রাগলোভবৈরানুবন্ধং (শোকমোহাদীনাম্ অনুবন্ধম্ অনুবৃত্তিং) মমতাঞ্চ বিধত্তে ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—আত্মোপাধি মন জীবের সংসারতাপের মূল,—জীব যাবৎ তাহা জানিতে না পারে, তাবৎ সংসারে ভ্রমণ করিতে থাকে; যেহেতু, মন, রোগ, মোহ, রাগ, লোভ ও বৈর এই সকলে সংযুক্ত হইয়া বন্ধন ও মমতাকে উৎপাদন করে ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—মায়াবিধূননঞ্চ সম্যক্তয়া কথং জ্ঞাতব্যমিতি চেৎ যাবদ্বিষয়ানুরক্তং মন-স্তাবন্মায়াবিধূননমাত্মতত্ত্বজ্ঞানঞ্চ ন স্যাদিত্যাহ—নেতি। আত্মনো লিঙ্গমুপাধিভূতং মনঃ যাবন্মমতাং বিধত্তে, তাবদাত্মতত্ত্বং ন বেদেত্যনুষঙ্গঃ। কীদৃশং সংসারতাপানামাবপনং ক্ষেত্রং, তাপানেবাহ—যদ্যতঃ শোকাদীন্যনুবধ্নাতীতি তত্তদেবং মনঃ শ্রয়তে। 'অন্যত্র তত্ত্বমি'তি যদুক্তং 'তৎ ক্ষেত্রজ্ঞ এতা' ইত্যাদিশ্লোকপঞ্চকেন প্রপঞ্চিতম্ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মায়া-নিরসন সম্যক্‌রূপে কি প্রকারে জানা যাইতে পারে? এইরূপ জিজ্ঞাসা

করিলে, যতক্ষণ মন বিষয়ের প্রতি অনুরক্ত, তাবৎ-কাল পর্য্যন্ত মায়ার দূরীকরণ ও আত্মতত্ত্বের জ্ঞান হইতে পারে না—ইহা বলিতেছেন—'ন যাবৎ' ইত্যাদি। 'আত্মলিঙ্গং'—আত্মার উপাধিরূপে বর্ত্তমান এই মন, যে পর্য্যন্ত 'মমতাং বিধত্তে'—মমতা উৎ-পাদন করে, ততক্ষণ—আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারে না—এই অন্বয়। কি প্রকার মন? তাহাতে বলি-তেছেন—সংসার-তাপের ক্ষেত্র-স্বরূপ। তাপসমূহ বলিতেছেন—'যচ্ছোক-মোহ'—ইত্যাদি, যে যে স্থান হইতে শোকাদি উৎপন্ন হয়, তাহাই মন আশ্রয় করে। 'অন্যত্র তত্ত্বম্' (৮ম শ্লোক), ইত্যাদি বাক্যে যাহা 'তত্ত্ব' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, 'তৎ ক্ষেত্রজ্ঞ এতাঃ' (১২-১৬ অঙ্ক-ধৃত)—এই পাঁচটি শ্লোকে সেই (পর-মাত্ম) তত্ত্বের কথা প্রপঞ্চিত করিলেন ॥ ১৬ ॥

———

ভ্রাতৃব্যমেতং তদদভ্রবীর্য্য-
মুপেক্ষয়াধ্যেধিতমপ্রমত্তঃ।
গুরোর্হরেশ্চরণোপাসনাস্ত্রো
জহি ব্যলীকং স্বয়মাত্মমোষম্ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ব্রাহ্মণ-রহূগণসংবাদে একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—অদভ্রবীর্য্যং (মহাবলম্) উপেক্ষয়া অধ্যেধিতং (সংবৃদ্ধং) ব্যলীকং (মিথ্যাভূতম্) আত্ম-মোষং (তথাপি আত্মানং মুষ্ণাতি ইতি স্বরূপাচ্ছাদ-কম্) এতং (মনোলক্ষণং) ভ্রাতৃব্যং (শত্রুং) গুরোঃ হরেশ্চ চরণোপাসনাস্ত্রঃ (গুরুঃ এব হরিঃ তস্য চরণোপাসনম্ এব অস্ত্রং যস্য তথাভূতঃ ত্বং) স্বয়ম্ অপ্রমত্তঃ (সন্) জহি (নাশয়) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—এই শত্রু অত্যন্ত প্রবল; ইহাকে উপেক্ষা করিলে ইহার পরাক্রম বাড়িয়া উঠে, ইহা অবাস্তব হইলেও জীবের স্বরূপকে আচ্ছাদিত করে। হে রাজন্, হরিগুরুচরণোপাসনা-রূপ অস্ত্রদ্বারা সতর্কতার সহিত আপনি স্বয়ং ইহাকে বিনাশ করুন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মান্মন এব নিগৃহীতব্যমিত্যাহ—ভ্রাতৃব্যং শত্রুম্। উপেক্ষয়ৈব জহি নিগৃহাণ, তদু-পেক্ষণমেব তদ্বধ ইতি ভাবঃ। ন তু তদিষ্টবিষয়-ভোগপ্রদানলক্ষণয়া অপেক্ষয়া অনুগৃহাণেত্যর্থঃ। সর্ব্বথৈব তদ্বধস্ত্বনভিপ্রেত এব, 'তস্মান্মনোলিঙ্গমদো বদন্তি গুণাগুণত্বস্য পরাবরস্যে'তি শ্রূয়তে, 'অন্যত্র তত্ত্ব-মি'তি চ পূর্ব্বোক্তেঃ, দৃষ্টান্তে চ ভ্রাতুষ্পুত্রস্যাবধ্যত্বাৎ। মনঃ কীদৃশং অধিকমেধিতং স্ববৃত্তীঃ সংশ্রিত্য সং-বৃদ্ধম্। ননু বলবন্তমিমং দুর্ব্বলোঽহং কথং নিগৃহ্ণা-মীত্যত আহ—গুরোঃ সকাশাৎ প্রাপ্তস্য মন্ত্ররূপস্য হরেশ্চরণয়োরুপাসনা শ্রবণাদি-নববিধ-ভক্তিরেবাস্ত্রং যস্য সঃ। যদ্বা, গুরুরেব হরিস্তস্য চরণোপাসন-মেবাস্ত্রং যস্য সঃ। ব্যলীকমপ্রিয়ং, যতঃ স্ববৃত্তি-সন্দর্শনয়া সংমোহ্য আত্মানং পরমাত্মরূপং সর্ব্বস্বমেব মুষ্ণাতীতি তং মহাচৌরমিত্যর্থঃ। "ভক্ত্যস্ত্রেণ ত্যাজ-য়িত্বা বিষয়ান্ স্বমনো যতিঃ। ধ্বস্তাবিদ্যোঽহবধত্তে যঃ কৃষ্ণং মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ভক্ত্যভাবান্মনোবৃত্তীরা-শ্রয়দ্দাসনাময়ম্। অবিদ্যাং যস্য পুষ্ণাতি স পুমান্ বদ্ধ উচ্যতে" ॥ ১৭ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশঃ পঞ্চমস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব মনকেই নিগৃহীত করিতে হইবে—ইহা বলিতেছেন—'ভ্রাতৃব্যং' ইত্যাদি, অর্থাৎ মনরূপ শত্রুকে উপেক্ষার দ্বারাই 'জহি'—নিগৃহীত করুন, তাহার উপেক্ষাই তাহার বধ—এই ভাব। কিন্তু মনের অভিলষিত বিষয়ভোগ প্রদান-রূপ অপেক্ষার দ্বারা তাহাকে অনুগৃহীত করিবেন না এই অর্থ। এখানে সর্ব্বতোভাবে সেই মনের বধ (বিনাশ) অনভিপ্রেতই, যেহেতু পূর্ব্বে 'তস্মান্মনো লিঙ্গম্' (৭ম শ্লোক) এবং 'অন্যত্র তত্ত্বম্' (৮ম শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে এই মনই গুণ ও অগুণত্বের সম্পর্কে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট দেহ প্রাপ্ত করায় এবং এই মনই সাধুসঙ্গে যথার্থ তত্ত্ব শ্রীভগবন্মাধুর্য্য আস্বাদন করায় —ইহা বলা হইয়াছে এবং এখানে দৃষ্টান্তেও 'ভ্রাতৃব্য' বলায় ভ্রাতুষ্পুত্র অবধ্যই—ইহা জ্ঞাপিত হইয়াছে। কেমন সেই মন? তাহাতে বলিতেছেন —'অধ্যেধিতং', স্ববৃত্তিসকলকে আশ্রয় করতঃ প্রবল-ভাবে বর্দ্ধিত মন। যদি বলেন—দেখুন, বলবান্ এই মনকে, দুর্ব্বল আমি কিপ্রারে নিগৃহীত করিব? তাহাতে বলিতেছেন—'গুরোঃ' ইত্যাদি, শ্রীগুরুপাদ-

পদ্মের নিকট হইতে প্রাপ্ত মন্ত্ররূপ শ্রীহরির শ্রীচরণ-যুগলের যে উপাসনা, অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি নব-বিধা ভক্তি, তাহাই অস্ত্র যাহার, তদ্রূপ হইয়া। অথবা—শ্রীগুরুদেবই সাক্ষাৎ শ্রীহরি, তাঁহার চরণো-পাসনাই অস্ত্র যাহার, তাদৃশ হইয়া। 'ব্যলীকং'—সেই মন কপটী, অপ্রিয়, যেহেতু নিজের বৃত্তি সন্দর্শনের দ্বারা সম্মোহিত করিয়া 'আত্মানং'—পর-মাত্মরূপ সর্ব্বস্বই অপহরণ করে, অতএব সেই মহা-চৌর মনকে নিগৃহীত কর—এই অর্থ।

যে যোগী (ভক্তযোগী) ভক্তিরূপ অস্ত্রের দ্বারা নিজ মনকে বিষয় ত্যাগ করাইয়া, অবিদ্যা বিনাশ-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকেই স্বহৃদয়ে ধারণ করেন, তিনি মুক্ত বলিয়া কথিত হন। আর, ভক্তির অভাব-বশতঃ বাসনাময় মনোবৃত্তি আশ্রয় করায় অবিদ্যা যাহার পরিপুষ্টি লাভ করে, তাহাকে বদ্ধজীব বলা হয় ॥ ১৭ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার পঞ্চম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫।১১ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চম-স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।
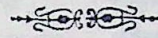
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরহূগণ উবাচ—
নমো নমঃ কারণবিগ্রহায়
স্বরূপতুচ্ছীকৃতবিগ্রহায়।
নমোঽবধূত দ্বিজবন্ধুলিঙ্গ-
নিগূঢ়নিত্যানুভবায় তুভ্যম্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে রাজা রহূগণ সন্দিহান হইয়া মহর্ষি ভরতকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলে ভরত-কর্ত্তৃক রহূ-গণের সন্দেহভঞ্জন বর্ণিত হইয়াছে।

রাজা রহূগণ কপটবেশধারী মহাত্মা ভরতের প্রভাব অবগত হইয়া তাঁহার শ্রীপদে প্রণত হইলেন এবং আত্মকৃত অপরাধে অনুতপ্ত হইয়া কহিলেন,—তাঁহার (রাজার) অভিমানরূপ সর্পবিষে বিনষ্টপ্রায় বিবেক তদীয় বাক্যামৃতে রক্ষা পাইয়াছে। পরে, বহু বিষয়ে সন্দিহান নরপতি, তাঁহার যে জিজ্ঞাস্য বিষয় অনেক আছে এবং সে সকল বিষয় তিনি যে পশ্চাতে প্রশ্ন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা তৎ-সকাশে জ্ঞাপন করিয়া, সম্প্রতি তদুক্ত দুর্ব্বোধ অধ্যাত্ম-যোগ-গ্রথিত বাক্যসকল পুনর্ব্বার সরলভাবে বলিতে প্রার্থনা করিলেন। ভরতের গভীর-তত্ত্বপূর্ণ বাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া মহারাজের মনঃক্ষোভ ঘটিয়াছিল। ব্রহ্মজ্ঞ ভরত আবার বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—ভূপৃষ্ঠে স্থাবর বা জঙ্গম যাবতীয় বস্তু পার্থিব বিকার মাত্র। রাজাও তদীয় দেহরূপ একটি পার্থিক বিকারকেই 'আমি রাজা'—এই অভিমান করিতেছেন। তিনি তাঁহার শিবিকাবাহকদিগকে বল-পূর্ব্বক নিযুক্ত করিয়া তাহাদের প্রতি অত্যন্ত নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেছেন ; তিনি প্রজারক্ষক রাজা নামের যোগ্য নহেন ; আত্মানাত্মবিবেকিজনের মধ্যে গণ্য হইবার উপযুক্ত নহেন ; তিনি অত্যন্ত অজ্ঞান। পৃথিবীর সমস্ত বস্তু পার্থিব বিকার, পরিণামশীল এবং নামে মাত্র ভিন্ন। সকলই অতি সূক্ষ্ম পরমাণুতে লয় হয় ; কিছুই নিত্য নহে। বিভিন্ন দ্রব্যসমূহের যে ভেদ কল্পিত হয়, তাহা মায়া মাত্র। অদ্বয়-জ্ঞানই মায়াতীত—সত্য। এই জ্ঞান—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিন রূপে প্রতীত হন। তাহার পরি-

পূর্ণ প্রতীতিই ভগবান্ ; তিনি ভক্তগণের উপাস্য বাসুদেব। সেই ভক্তপদরজে অভিষিক্ত না হইলে কোনও উপায়ে কাহারও ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। অতঃপর ভরতমুনি রাজাকে সংক্ষেপে তাঁহার পূর্ব্বাপর পরিচয় দিয়া কহিলেন যে, শ্রীহরির অর্চ্চনপ্রভাবে তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি অক্ষুণ্ণ আছে, তাই তিনি এবার দুঃসঙ্গের ভয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। সঙ্গের প্রভাব অপরিসীম। সাধুসঙ্গপ্রভাবে এই জন্মেই জীব ভগবল্লীলা-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা সংসার উত্তীর্ণ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীরহূগণঃ উবাচ,—(হে) অবধূত, (যোগেশ্বর,) কারণবিগ্রহায় (কারণম্ ঋষভাদি-পরমহংসমূর্ত্তি বিষ্ণুস্তস্যৈব বিগ্রহঃ দেহঃ যস্য তস্মৈ) স্বরূপতুচ্ছীকৃতবিগ্রহায় (তথা স্বরূপেণ পরমানন্দ-প্রকাশেন তুচ্ছীকৃতঃ নিরস্তঃ বিগ্রহাঃ শাস্ত্রকৃতাং বিবাদাঃ যেন তস্মৈ তাদৃশায়) তুভ্যং নমঃ নমঃ। দ্বিজবন্ধুলিঙ্গনিগূঢ়নিত্যানুভবায় (দ্বিজবন্ধোঃ লিঙ্গেন বেশেন নিগূঢ়ঃ আচ্ছাদিতঃ নিত্যঃ স্বানন্দানুভবঃ যেন তস্মৈ তাদৃশায়) নমঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীরহূগণ কহিলেন,—হে অবধূত, আপনি ঈশ্বর হইতে অভিন্ন-বিগ্রহ, আপনার পরমানন্দময় স্বরূপের প্রভাবে যাবতীয় শাস্ত্র-বিবাদ তুচ্ছীকৃত হইয়াছে, ব্রাহ্মণাপসদের বেশদ্বারা আপনি কেবল স্বীয় স্বানন্দানুভব গোপন করিয়া রাখিয়াছেন ; আমি আপনাকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

মিথ্যাত্বেঽপ্যস্য বিশ্বস্য সত্যাঃ কৃষ্ণস্য ষড়্ গুণাঃ।
দ্বাদশে কথিতা ধাম ভক্ত্যাদ্যা অপি তে ততঃ ॥০॥

কারণমীশ্বরস্তস্যৈব লোকরক্ষণার্থো নিত্যো বিগ্রহো দেহো যস্য তস্মৈ। স্বরূপেণ স্বানন্দানুভবেন তুচ্ছীকৃতবিগ্রহাঃ শাস্ত্রকৃতাং বিবাদা যেন তস্মৈ। হে অবধূত ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিশ্বের মিথ্যাত্ব হইলেও শ্রীকৃষ্ণের ষড়্ গুণ (ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয় গুণ) এবং তাঁহার ধাম ও ভক্তি প্রভৃতি সত্য—এই দ্বাদশ অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'কারণ-বিগ্রহায়'—কারণ বলিতে ঈশ্বর, তাঁহার ন্যায় লোকরক্ষণের নিমিত্ত নিত্য শ্রীবিগ্রহ যাঁহার, তাঁহাকে (অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরের ন্যায় কেবলমাত্র লোকরক্ষার জন্যই দেহ ধারণ করিয়াছেন, সেই আপনাকে নমস্কার)। 'স্বরূপ'—ইত্যাদি, যিনি স্বানন্দ অনুভবের দ্বারা শাস্ত্রকারগণের বিবাদ তুচ্ছীকৃত করিয়াছেন, সেই আপনাকে, হে অবধূত! (প্রণাম করি) ॥ ১ ॥

জ্বরাময়ার্ত্তস্য যথাগদং সন্
নিদাঘদগ্ধস্য যথা হিমাম্ভঃ।
কুদেহমানাহিবিদষ্টদৃষ্টে-
র্ব্রহ্মন্ বচস্তেঽমৃতমৌষধং মে ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, জ্বরাময়ার্ত্তস্য (জ্বরঃ এব আময়ঃ রোগঃ তেন আর্ত্তস্য পীড়িতস্য জনস্য) যথা (যদ্বৎ) সৎ (স্বাদু) অগদম্ (ঔষধং পীড়া-নিবর্ত্তকং যথা চ) নিদাঘদগ্ধস্য (নিদাঘেন গ্রীষ্ম-তাপেন দগ্ধস্য সন্তপ্তস্য জনস্য) হিমাম্ভঃ (শীতলম্ উদকং শান্তিকরং তথা) কুদেহমানাহিবিদষ্টদৃষ্টেঃ (কুৎসিতে বিষ্ঠাদিপূর্ণে দেহে যঃ মানঃ অহঙ্কারঃ সঃ এব অহিঃ সর্পঃ তেন বিশেষেণ দষ্টা—দৃষ্টিঃ বিবেকলক্ষণা যস্য তস্য তাদৃশস্য) মে (মম) তে (তব ইদং) বচঃ (বাক্যম্) অমৃতম্ (অমৃত-তুল্যম্) ঔষধং (ভবতি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, বিষ্ঠাদিপূর্ণ দেহে অভিমানরূপ সর্প আমার বিবেককে দংশন করিয়াছিল, এই অবস্থায়, আপনার বাক্য জ্বররোগপীড়িত ব্যক্তির সুস্বাদ ঔষধ, এবং নিদাঘ পীড়িত ব্যক্তির সুশীতল জলের ন্যায় অমৃততুল্য ঔষধ-স্বরূপ হইল ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—কুৎসিতে দেহে অভিমান এবাহিস্তেন বিশেষতো দষ্টা দৃষ্টির্যস্য তস্য মম ; হে ব্রহ্মন্, তে বচঃ অগদমৌষধং তত্র দৃষ্টান্তঃ জ্বরেতি। কুচিত্তদ্বা-ভিচারতর্কাৎ পুনর্দৃষ্টান্ত নিদাঘেতি। তত্রাপ্যপরি-তোষাৎ অমৃতং অমৃতমিবেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কুদেহ'—ইত্যাদি, কুৎসিত দেহে অভিমানরূপ সর্পের দ্বারা 'বিদষ্ট'—বিশেষ-রূপে দংশিত হইয়াছে, দৃষ্টি যাহার, সেই আমার (অর্থাৎ এই কুৎসিত দেহবিষয়ক অহঙ্কাররূপ সর্প

আমার বিবেক-দৃষ্টিকে দংশন করিয়াছে)। হে ব্রহ্মন্ ! আপনার বাক্য আমার পক্ষে ঔষধ-স্বরূপ। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'জ্বরাময়ার্ত্তস্য' ইতি, (অর্থাৎ জ্বর-রোগীর পক্ষে স্বাদু ঔষধের ন্যায় আপনার বাক্য)। কোন স্থলে তাহার ব্যভিচারহেতু (অর্থাৎ ঔষধ পানেও কোথাও আরোগ্য না হওয়ায়)—অপর দৃষ্টান্ত দিতেছেন—'নিদাঘ' ইতি (গ্রীষ্ম-সন্তপ্ত ব্যক্তির পক্ষে সুশীতল জলের ন্যায়)। তাহাতেও পরিতুষ্টি না হওয়ায় বলিতেছেন—'অমৃতম্', অমৃতের ন্যায় (অর্থাৎ আমার পক্ষে আপনার এই বাক্য অমৃত-তুল্য মহৌষধ।) ॥ ২ ॥

তস্মাদ্ভবন্তং মম সংশয়ার্থং
প্রক্ষ্যামি পশ্চাদধুনা সুবোধম্।
অধ্যাত্মযোগগ্রথিতং তবোক্ত-
মাখ্যাহি কৌতূহলচেতসো মে ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(যস্মাদ্ভবদ্বচনামৃতং সংসারাখ্যরোগোন্মূলনকরং) তস্মাদ্ ভবন্তং (সর্ব্বজ্ঞং প্রতি) মম সংশয়ার্থং (সংশয়বিষয়ম্ অর্থং সংশয়নিরত্ত্যর্থং বাক্যং) পশ্চাৎ প্রক্ষ্যামি (বক্ষ্যামি)। অধুনা (তু) অধ্যাত্মযোগগ্রথিতম্ (অধ্যাত্মযোগেন পরমাত্মযোগেন গ্রথিতং বদ্ধং) তবোক্তং (বচঃ) সুবোধং (যথা স্যাৎ তথা) কৌতূহলচেতসঃ (কৌতূহলযুক্তং চেতঃ যস্য তস্য তাদৃশস্য) মে (মম) আখ্যাহি (ব্রূহি) ॥৩॥

অনুবাদ—আমার যে যে বিষয়ে সন্দেহ আছে, তাহা আমি পরে আপনার নিকট বলিব। সম্প্রতি আপনি অধ্যাত্মযোগ-গ্রথিত যে সকল বাক্য বলিলেন, তাহা অতিশয় দুর্ব্বোধ ; সেগুলি যাহাতে সুন্দররূপে বোধগম্য হয়, সেই প্রকারে বলুন ; আমার চিত্ত অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—মম সংশয়বিষয়মর্থং পশ্চাৎ প্রক্ষ্যামি। অধুনা তাবৎ তদুক্তং বচঃ অধ্যাত্মযোগেন গ্রথিতং দুর্ব্বোধং, সুবোধং যথা ভবত্যেবং ব্যাখ্যা হি কৌতূহল-যুক্তমনসো মম কৃতে ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মম সংশয়ার্থং'—আমার যে সকল বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে, তাহা আমি পরে জিজ্ঞাসা করিব। সম্প্রতি 'অধ্যাত্ম-যোগ-গ্রথিতং'—আপনার কথিত আধ্যাত্মিক যোগতত্ত্ব-সমন্বিত যে সকল দুর্ব্বোধ্য বাক্য, তাহা যাহাতে সুখবোধ্য হয়, সেইভাবে বলুন, উহা কৌতূহলযুক্ত-চিত্ত আমার নিমিত্তই ॥ ৩ ॥

যদাহ যোগেশ্বর দৃশ্যমানং
ক্রিয়াফলং সদ্ব্যবহারমূলম্।
ন হ্যঞ্জসা তত্ত্ববিমর্শনায়
ভবানমুষ্মিন্ ভ্রমতে মনো মে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) যোগেশ্বর, ভবান্ দৃশ্যমানং (প্রত্যক্ষাদিভিঃ প্রমাণৈঃ জ্ঞায়মানং যৎ) ক্রিয়াফলং (দূরগমনাদিক্রিয়াজনিতং খেদশ্রমাদিরূপং লৌকিকং ফলম্ উপলক্ষণেন বৈদিকং ফলং চ) সদ্ব্যবহারমূলম্ ('উরুপরিশ্রান্তঃ অসি' ইতি অবাধিতভিক্ষাদিব্যব-হারস্য মূলং কারণং তৎ) ন হি অঞ্জসা (যাথার্থ্যেন) তত্ত্ববিমর্শনায় (তত্ত্ববিচারায় ক্ষমঃ ভবতীতি) যৎ (যাদৃশং বাক্যম্) আহ (কথিতবান্) অমুষ্মিন্ (তত্র বর্চসি) মে (মম) মনঃ ভ্রমতে (ভ্রাম্যতি। অস্য বচনস্য অর্থঃ অয়ম্ এব নান্যঃ ইতি স্থিরস্থিতিং ন লভতে অতএব সা যথা স্যাত্তথা কথয় ইতি ভাবঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে যোগেশ্বর, আপনি বলিলেন—দূর-গমনাদি ক্রিয়ার ফল যে শ্রমাদি—তাহা প্রত্যক্ষ্যাদি প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের অস্তিত্ব ব্যবহারমূলক, তাহা প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ নহে ; আপনার এই বাক্যে আমার চিত্ত চঞ্চল হইতেছে ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—হে যোগেশ্বর, যদ্ভবানাহ দৃষ্টঃ শ্রমঃ কর্ম্মত ইত্যাদি-মদুক্তৌ ভারবহনাদিক্রিয়া তৎফলঞ্চ শ্রমাদি প্রত্যক্ষাদিভির্দৃশ্যমানং সৎ বিদ্যমানং ব্যবহার-মাত্রমূলং তত্ত্ববিমর্শনায় দৃষ্টান্তাদিনাপি তত্ত্বজ্ঞানমুপ-কর্ত্তুং ন ক্ষমমিতি। অমুষ্মিন্ ত্বদ্বচনে ভ্রমতে স্পষ্টস্যাভিপ্রায়স্যাপ্রাপ্ত্যা মনো ভ্রমতি ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে যোগেশ্বর ! 'কর্ম্ম করিলে শ্রম দৃষ্ট হয়'—এইরূপ আমার কথার প্রত্যুত্তরে আপনি যে বলিয়াছেন—'ভারবহনাদি ক্রিয়া এবং তাহার ফল পরিশ্রম, বাস্তব ব্যবহারের কারণরূপে

প্রত্যক্ষাদির দ্বারা দৃশ্যমান হইলেও, উহা 'তত্ত্ব-বিমর্শ-নায়'—দৃষ্টান্তাদির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান নির্ণয় করিতে সমর্থ নহে'—আপনার এই বাক্যে, স্পষ্ট অভিপ্রায়ের অপ্রাপ্তি-হেতু আমার মন ভ্রমণ করিতেছে (অর্থাৎ আপনার বাক্যের অভিপ্রায় স্পষ্টতঃ বুঝিতে না পারায় আমার মনে ভ্রম জন্মিয়াছে ।) ॥ ৪ ॥

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ --

অয়ং জনো নাম চলন্ পৃথিব্যাং
যঃ পার্থিবঃ পার্থিব কস্য হেতোঃ ।
তস্যাপি চাঙ্‌ঘ্র্যোরধি গুল্‌ফজঙ্ঘা-
জানূরুমধ্যোরশিরোধরাংসাঃ ॥ ৫ ॥
অংসেঽধি দার্ব্বী শিবিকা চ যস্যাং
সৌবীররাজেত্যপদেশ আস্তে ।
যস্মিন্ ভবান্ রূঢ়নিজাভিমানো
রাজাস্মি সিন্ধুষ্বিতি দুর্ম্মদান্ধঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ,—(হে) পার্থিব, যঃ পার্থিবঃ (পৃথিবীবিকারঃ সঃ এব) কস্য হেতোঃ (কুতশ্চিৎ কারণাৎ) পৃথিব্যাং চলন্ অয়ং (ভার-বাহকাদিঃ) জনঃ নাম (প্রসিদ্ধঃ ভবতি যশ্চ ন চলতি সঃ পাষাণাদিঃ ইত্যেতাবান্ এব ভেদঃ ।) তস্যাপি চ (পৃথিবী বিকারস্যাপি চ) অঙ্‌ঘ্র্যোঃ (চরণয়োঃ) অধি (উপরি) গুল্‌ফজঙ্ঘাজানূরুমধ্যোর-শিরোধরাংসাঃ (গুল্‌ফাদয়ঃ অবয়বাঃ সন্তি) অংসে (স্কন্ধে) চ দার্ব্বী (কাষ্ঠময়ী) শিবিকা অধি (অধিষ্ঠিতা অস্তি ।) যস্যাং (শিবিকায়াং) সৌবীররাজেত্যপদেশঃ (সৌবীরাণাং রাজা ইতি অপদেশঃ নামমাত্রং ব্যব-হারঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্ ভাবান্) আস্তে (বর্ত্ততে)। যস্মিন্ (সৌবীররাজব্যপদেশে মাংসপিণ্ডবিশেষ দেহে) সিন্ধুষু (সিন্ধুদেশেষু অহং) রাজা অস্মি ইতি (ইত্যেবং) দুর্ম্মদান্ধঃ (দুঃ দুষ্টঃ মদঃ তেন অন্ধঃ সন্) ভবান্ রূঢ়নিজাভিমানঃ (রূঢ়ঃ বদ্ধমূলঃ নিজ-ত্বেন দেহে অভিমানঃ যস্য সঃ তথাভূতঃ এব বর্ত্ততে। অনেন আত্মনি রাজত্ববুদ্ধিঃ ভ্রান্তিরিত্যর্থঃ) ॥ ৫-৬ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মজ্ঞ ভরত কহিলেন,—পার্থিব বিকারসমূহের মধ্যে যাহা কোন কারণে ভূপৃষ্ঠে বিচ-রণ করে, তাহাই এই ভারবাহকাদি নামে প্রসিদ্ধ হয় , (আর যাহা চলা ফেরা করে না, তাহাই পাষা-ণাদি নামে খ্যাত হয় ।) ঐ সকল সচল পার্থিব বিকৃতির চরণদ্বয়ের উপরিভাগে ক্রমশঃ গুল্‌ফ, জঙ্ঘা, জানু, উরু, মধ্যদেশ, বক্ষঃস্থল, গলদেশ ও স্কন্ধ,—এই সকল রহিয়াছে। আবার স্কন্ধের উপর দারুময়ী শিবিকা এবং শিবিকার মধ্যে "সৌবীররাজ" নামে প্রসিদ্ধ আর একটি পার্থিব বিকার বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই বিকারময় দেহেই আপনি "আমি সিন্ধুদেশের রাজা" এই দুরভিমানে অন্ধ হইতেছেন ॥ ৫-৬ ॥

বিশ্বনাথ—পূর্ব্বং স্বমতেন ভঙ্গ্যা দত্তমপ্যুত্তরম-বুদ্ধ্বৈব পুনঃ পৃচ্ছন্তং রাজানমবজানন্নিব ভো রাজংস্তব ব্যবহারোঽয়মপ্রমাণ এবেতি মতান্তরমাশ্রিত্য পুনঃ প্রত্যাহ—অয়ং জনো ভারবাহকঃ নাম প্রসিদ্ধঃ পার্থিবঃ পৃথিব্যা বিকারঃ কস্যাপি হেতোশ্চলন্ ভবতি, যস্তু ন চলতি স তু পাষাণাদিরিত্যেতাবানেব ভেদঃ। তস্যাপি পার্থিবস্য অঙ্‌ঘ্রী পৃথিব্যা উপরিস্থৌ অঙ্‌ঘ্র্যো-রধি উপর্য্যুপরি গুল্‌ফাদয়ঃ। উরসঃ সলোপ আর্ষঃ। অংসে স্কন্ধে দার্ব্বী দারুবিকারঃ শিবিকা যস্যাং সৌবীররাজঃ ইত্যপদেশো নাম মাত্রং যস্য সঃ। পার্থিবো বিকার আস্তে যস্মিন্ ভবান্ রাজাস্মীত্যা-ভিমানেনৈবাস্তে ন তু বস্তুতঃ। অত্র পৃথিব্যাদীনাং শিবিকান্তানাং ভারবহনাৎ কিং সর্ব্বেষাং শ্রমঃ উত কস্যচিৎ কস্যচিৎ, ন তাবৎ সর্ব্বেষাং পৃথিব্যাঃ শিবিকায়াশ্চ শ্রমাদর্শনাৎ অঙ্‌ঘ্র্যাদীনাং শ্রম উপলভ্যতে ইতি চেন্ন শিবিকায়া অভাবে গুল্‌ফাদিভারবাহিনামপি তেষাং শ্রমানুপলব্ধেঃ, অঙ্‌ঘ্র্যাদ্যবয়বিনঃ শিবিকাবহ-নাৎ শ্রম ইতি চেৎ অবয়বেভ্যঃ পৃথগবয়বিনঃ শ্রমা-শ্রয়স্যানিরূপণাৎ। নন্বস্তু নাস্তু বা অবয়বী, ভার-বাহিনঃ শ্রমদুঃখমনুভূয়ত এবেতি চেদেতদপি নৈকান্তি-কম্, অতিসুকুমার্য্যা অপি রত্নালঙ্কারান্ বহন্ত্যাঃ স্ববা-লকং চ বহন্ত্যাঃ শ্রমদুঃখানুপলব্ধেস্তস্মাদভিমান-বিশেষেণৈব দুঃখং সুখং চ; যথা রাজাস্মীতি দুর্ম্মদেন দুরভিমানমত্ততয়া অন্ধঃ কিমপি ন পশ্যসীত্যেতদেব তব সুখং, নিরভিমানানান্তু ন তে দুঃখসুখে ইতি ভাবঃ ॥ ৫-৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বে স্বমতে ভঙ্গিপূর্ব্বক উত্তর প্রদান করিলেও, তাহা না বুঝিয়াই পুনরায় প্রশ্নকারী রাজাকে অবজ্ঞা করিয়াই যেন—'হে

রাজন্! তোমার এই ব্যবহার-মার্গ অপ্রমাণই'—ইহা মতান্তর আশ্রয় করতঃ পুনরায় প্রত্যুত্তর দিতেছেন—'অয়ং জনঃ' ইত্যাদি, এই যে ভারবাহক নামক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, ইনি 'পার্থিবঃ'—পৃথিবীর বিকারই, কোন কারণবশতঃ চলমান হইতেছে, কিন্তু যে চলে না, সে পাষাণাদি (জড়)—এই মাত্র ভেদ। সেই পার্থিব (ভারবাহক নামক) পদার্থটিরও পদদ্বয় পৃথিবীর উপরে স্থিত এবং পদদ্বয়ের উপরে পর পর গুল্‌ফাদি অবয়বসকল রহিয়াছে। এখানে উরস্-শব্দে স-লোপ আর্ষ-প্রয়োগ। আবার স্কন্ধের উপরে দারুর বিকার (অর্থাৎ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত) একটি শিবিকা (তাহাও কতকগুলি অবয়বের সমষ্টিমাত্র, অবয়বগুলিকে বাদ দিলে, সেখানেও কোন পৃথক্ অবয়বী-পদার্থের সত্তা উপলব্ধি হয় না,) আর এই শিবিকার মধ্যে 'সৌবীররাজ'—এই নামমাত্র ধারণ করিয়া যে পার্থিব বিকার আছে, যাহাতে আপনি 'আমি রাজা'—এই অভিমান-বশতঃই অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু বস্তুতঃ নহে।

এখানে জিজ্ঞাস্য—পৃথিব্যাদি হইতে শিবিকা পর্য্যন্ত সকলেরই কি ভারবহন-হেতু শ্রম? অথবা কাহার, কাহারও? সকলেরই শ্রম নাই, যেহেতু পৃথিবী ও শিবিকার শ্রম দৃষ্ট হয় না। পদ প্রভৃতির শ্রম উপলব্ধি হয়—এইরূপ যদি বল, তাহার উত্তরে—না, শিবিকার অভাবে গুল্‌ফাদির ভার বহনকারী পদ প্রভৃতির শ্রম দেখা যায় না। অঙ্ঘ্রি প্রভৃতি অবয়বসকলের শিবিকা-বহনজনিত শ্রম—ইহা যদি বল, তাহাও নহে, যেহেতু অবয়বগুলি বাদ দিয়া পরিশ্রমের আশ্রয়রূপে কোন অবয়বী পদার্থ নিরূপণ করা যায় না। দেখুন—অবয়বী থাকুন বা না থাকুন, ভারবাহীর শ্রমজনিত দুঃখ অনুভূত হইয়াই থাকে, এইরূপ বলিলে, তাহাতে বলিতেছেন—না, উহাও ঐকান্তিক নহে, কারণ অতি সুকুমারীরও রত্নালঙ্কার বহনকালে এবং নিজপুত্রকে বহনকালে শ্রমজনিত দুঃখের উপলব্ধি হয় না। অতএব অভিমান-বিশেষের দ্বারাই দুঃখ ও সুখ অনুভূত হইয়া থাকে, যেমন 'আমি রাজা'—এইরূপ 'দুর্ম্মদান্ধঃ'—দুরন্ত অভিমানে মত্ততাবশতঃ তুমি অন্ধ হইয়া কিছুই দেখিতেছ না (অর্থাৎ বিবেচনা করিতেছ না)—ইহাই তোমার সুখ। কিন্তু নিরভিমানিগণের সেই দুঃখ বা সুখ কিছুই নাই—এই ভাব ॥ ৫-৬ ॥

মধ্ব—যস্মান্মূলকারণভূতো বিষ্ণুরেব। অতো মুখ্যং সর্ব্বকারণত্বং তস্যৈব। মূলাশ্রয়বিবক্ষা যদি ন স্যাৎ কুতঃ পৃথিব্যাং চলতীতি ব্যবহারঃ যতো বান্তরাশ্রয়া বহবঃ সন্ত্যন্দ্রাদ্যাঃ ॥ ৫-৬ ॥

শোচ্যানিমাংস্ত্বং হ্যধিকষ্টদীনান্
বিষ্ট্যা নিগৃহ্নন্ নিরনুগ্রহোঽসি।
জনস্য গোপ্তাস্মি বিকত্থমানো
ন শোভসে বৃদ্ধসভাসু ধৃষ্টঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—অধিককষ্টদীনান্ (অধিকেন অত্যন্তেন কষ্টেন বহনাদিজনিতদুঃখেন দীনান্) শোচ্যান্ ইমান্ বিষ্ট্যা (বলাৎকারেণ) নিগৃহ্নন্ (পীড়য়ন্) ত্বং নিরনুগ্রহঃ (দয়ারহিতঃ নিষ্কৃপঃ) অসি (ভবসি, এবং) জনস্য গোপ্তা (রক্ষকঃ, অহং) অস্মি (ইতি) বিকত্থমানঃ (শ্লাঘমানঃ ত্বম্ অতীব) ধৃষ্টঃ (অজ্ঞানান্ধঃ অতঃ) বৃদ্ধসভাসু (বিদ্বৎসভাসু আত্মানাত্মবিবেকিষু) ন শোভসে (শ্লাঘ্যঃ ন ভবসি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—এই সকল দীন ব্যক্তিদিগের শিবিকাবহনজন্য অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে; ইহাদের অবস্থা শোচনীয়, আপনি ইহাদিগকে বল-পূর্ব্বক বিনা বেতনে শিবিকাবহন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া নিগ্রহ করিতেছেন, সুতরাং আপনি অতিশয় নির্দ্দয়; 'আমি সকলের রক্ষক' বলিয়া আপনি যে আত্মশ্লাঘা করিতেছেন, তাহা মিথ্যা; আপনি অত্যন্ত অজ্ঞান, আত্মানাত্ম বিবেকিগণের সভায় শোভা পাইবার যোগ্য নহেন॥৭॥

বিশ্বনাথ—জ্ঞানাভাবেঽপি রাজ্ঞঃ প্রজাশাসনং ধর্ম্ম এবেতি যদুক্তং তত্রাহ—শোচ্যানিতি। বিষ্ট্যা নিগৃহ্নন্নিতি ঈদৃশমেব নির্দ্দয়স্য তব প্রজাশাসনমধর্ম্ম এব, ধৃষ্ট ইতি তদপ্যচ্যুতস্য কিঙ্করোঽস্মীতি জিজ্ঞাসুরস্মীতি কত্থস ইতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানাভাবেও রাজার প্রজাশাসন ধর্ম্মই—ইহা যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বলিতেছেন—'শোচ্যান্' (অর্থাৎ অতিশয় কষ্টপীড়িত ও শোচনীয় এই বাহকগণকে), 'বিষ্ট্যা'—বিনা বেতনে

ণেষু নিধানাদন্বয়াৎ। ততঃ পরমাণুব্যতিরেকেণ ক্ষিতির্নাস্তীত্যর্থঃ। পরমাণবস্তর্হি সত্যাঃ স্যুস্তত্রাহ—অবিদ্যয়া অজ্ঞানেনৈব হেতুনা মনসা তে কার্য্যানুপপত্ত্যা কল্পিতা বাদিভিরতোঽসত্যা এবেত্যর্থঃ। কল্পনাবীজমাহ—যেষাং সমূহেন বিশেষঃ পৃথিবীশব্দবাচ্যোঽর্থঃ কৃতঃ। অবয়বিনো নিরস্তত্বাৎ সমূহগ্রহণম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে পৃথিবীরই সত্যতা হউক—ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'এবং' ইত্যাদি। 'ক্ষিতিশব্দ-বৃত্তং'—পৃথিবী শব্দেরও 'বৃত্ত' অর্থাৎ সত্তা, উহাও নামমাত্রেই (সত্য)—এই অর্থ। কি প্রকারে ? তাহাতে বলিতেছেন—'অসৎ নিধানাৎ'—অসৎ বলিতে অতিসূক্ষ্ম পরমাণু-সকলে, যাহা পৃথিবীর নিজ কারণ, তাহাতে লয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া (অর্থাৎ অবয়ব ব্যতিরিক্ত দেহের ন্যায় পৃথিবীও বিনাশকালে নিজ কারণরূপ সূক্ষ্ম পরমাণু-সমূহের মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া) পরমাণু ব্যতীত 'পৃথিবী' শব্দ-বাচ্য দৃশ্য পদার্থটির কোন সত্তা নাই—এই অর্থ। তাহা হইলে পরমাণুসকলকে সত্য বলা হউক, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'অবিদ্যয়া', অজ্ঞানবশতঃই কার্য্যের অনুপপত্তির নিমিত্ত বাদিগণ মনের দ্বারাই উহাদের কল্পনা করিয়াছেন, বাস্তবিক পক্ষে উহারা অসত্যই—এই অর্থ। (অর্থাৎ পরমাণু নামক সূক্ষ্ম পদার্থগুলি অদৃশ্য হইলেও, উহাদিগকে স্বীকার না করিলে পৃথিবী প্রভৃতি স্থূল কার্য্য পদার্থ সিদ্ধ হয় না বলিয়াই বৈশেষিক প্রভৃতি বাদিগণ মনদ্বারাই উহাদের কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু উহারাও নিত্য নহে)। কল্পনার বীজ বলিতেছেন—'তেষাং সমূহেন'—যাহাদের সমষ্টির দ্বারা 'বিশেষ' বলিতে পৃথিবীশব্দ-বাচ্য একটি স্থূল পদার্থ রচিত হইয়াছে (তাহারাই পরমাণু নামক সূক্ষ্ম পদার্থ)। 'অবয়বিনো নিরস্তত্বাৎ'—এখানে অবয়বীর নিরস্তত্বহেতু (অর্থাৎ পৃথিবী মিথ্যা বলিয়া নিরূপিত হওয়ায়), 'সমূহ' (সমষ্টি) পদ গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

মধ্ব—আশ্রয়ত্বাৎ ক্ষিতিরিতিনির্ব্বচনে ক্ষিতিশব্দোঽপি তস্মিন্নেব। পরমাণুমাত্রায়াঃ পৃথিব্যা অযুক্তত্বাৎ পরমাণবোঽপি অস্যাবিদ্যয়ৈবাধারত্বেন কল্পিতাঃ ॥৯॥

———

এবং কৃশং স্থূলমণুর্বৃহদ্ য-
দসচ্চ সজ্জীবমজীবমন্যৎ।
দ্রব্যস্বভাবাশয়কালকর্ম্ম-
নাম্নাজয়াবেহি কৃতং দ্বিতীয়ম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (পৃথিবীবৎ) অন্যৎ (যৎ অপি) কৃশং (হ্রস্বং) স্থূলম্ অণুঃ বৃহৎ সৎ অসৎ চ জীবং (চেতনম্) অজীবং (জড়ং তৎ সর্ব্বম্ অপি কৃশত্বাদি-ধর্ম্মকং বুদ্ধ্যা এব প্রতীতং ভবতি তচ্চ) দ্বিতীয়ং (দ্বৈতং) দ্রব্যস্বভাবাশয়কালকর্ম্মনাম্না (তদ্দ্রব্যাদিনাম্না উপলক্ষিতয়া) অজয়া (মায়য়া) কৃতম্ আবেহি (জানীহি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—এই প্রকার পৃথিবীর ন্যায় অন্য বস্তুতেও স্থূল, কৃশ, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, কার্য্য, কারণ, চেতন, অচেতন প্রভৃতি ভেদ কল্পিত হয় ; তাহা দ্রব্য, স্বভাব, আশয়, কাল ও কর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ ; মায়ার দ্বারাই হইয়া থাকে জানিবেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—এবমন্যদপি কৃশত্বাদিধর্ম্মকং দ্বিতীয়ং দ্বৈতং দ্রব্যাদিনাম্নোপলক্ষিতয়াঽজয়া মায়য়া কৃতমবেহি। তত্র কৃশং সূক্ষ্মং, অণুরতিসূক্ষ্মং, বৃহৎ অতিস্থূলং, অসৎ কারণং, সৎ কার্য্যং, জীবং সচেতনং, অজীবমচেতনম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবম্' ইত্যাদি, এইরূপ পৃথিবীর ন্যায় অন্যও যাহা কৃশত্বাদি-ধর্ম্মক দ্বৈত প্রপঞ্চ, তাহা দ্রব্যাদি নামে উপলক্ষিত মায়ার দ্বারাই রচিত বলিয়া জানিবে। (অর্থাৎ এই মায়াই দ্রব্য, স্বভাব, আশয়, কাল ও কর্ম্ম ইত্যাদি বিবিধ নাম দ্বারা উপলক্ষিত হয়)। তন্মধ্যে 'কৃশ' বলিতে সূক্ষ্ম, 'অণু'—অতিসূক্ষ্ম, 'বৃহৎ'—অতিস্থূল, 'অসৎ' — বলিতে কারণ, 'সৎ'—কার্য্য, 'জীব'—সচেতন এবং 'অজীব' বলিতে অচেতন (প্রভৃতি ভেদ কল্পিত হইয়াছে) ॥১০॥

মধ্ব—এবং সর্ব্বং তথা প্রকৃত্যৈব কল্পিতং বিষ্ণোরন্যৎ। এবং প্রকৃত্যাধারঃ স্বয়মনন্যাধারোবিষ্ণুরের। অতঃ সর্ব্বশব্দাশ্চ তস্মিন্নেব।

রাজাগোপ্তাশ্রয়োভূমিঃ শরণং চেতি লৌকিকঃ।
ব্যবহারো ন তৎ সত্যং তয়োর্ব্রহ্মাশ্রয়ো বিভুঃ ॥
গোপ্ত্রী চ তস্য প্রকৃতিস্তস্যা বিষ্ণুঃ স্বয়ং প্রভুঃ।
তব গোপ্ত্রী তু পৃথিবী ন ত্বং গোপ্তা ক্ষিতেঃ স্মৃতঃ ॥

অতঃ সর্ব্বাশ্রয়শ্চৈব গোপ্তা চ হরিরীশ্বরঃ।
সর্ব্বশব্দাভিধেয়শ্চ শব্দবৃত্তেহি কারণম্।
সর্ব্বান্তরঃ সর্ব্ববহিরেক এব জনার্দ্দনঃ॥
শিরসোধারতা যদ্বদ্গ্রীবায়াস্তদ্বদেব তু।
আশ্রয়ত্বং চ গোপ্তৃত্বমন্যেষামুপচারতঃ॥ ১০॥

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেক-
মনন্তরত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং
যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি॥ ১১॥

অন্বয়ঃ—(তর্হি কিং সত্যং তত্রাহ—) জ্ঞানং সত্যং (কীদৃশং) বিশুদ্ধং (গুণাতীতং) পরমার্থং (পরমঃ অর্থঃ মোক্ষাদিকঃ যস্মাৎ তৎ) একম্ (অদ্বয়ম্) অনন্তরং তু অবহিঃ (বাহ্যাভ্যন্তরশূন্যং ব্যাপকম্ ইত্যর্থঃ) (তচ্চ জ্ঞানং) ব্রহ্ম (ইতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যত ইত্যুক্তবদেবাহ—ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দবাচ্যং নির্ব্বিকল্পকং জ্ঞানিনাম্ উপাস্যং) প্রত্যক্ প্রশান্তং (পরমাত্মশব্দবাচ্যং যোগিনাম্ উপাস্যং প্রশান্তম্ ইতি জীবাত্মব্যাবৃত্ত্যর্থং) ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং (ভগবৎশব্দঃ সংজ্ঞা যস্য তৎ ভক্তানাম্ উপাস্যং) যৎ (ত্রিরূপম্ ইদমপি) বাসুদেবং (বসুদেবনন্দনং) কবয়ঃ বদন্তি (কথয়ন্তি)॥ ১১॥

অনুবাদ—তাহা হইলে সত্য কি? তদুত্তরে বলিতেছেন,—অদ্বয়জ্ঞানই সত্য, সেই জ্ঞান বিশুদ্ধ (গুণাতীত), পরমার্থ (মোক্ষপ্রদ), এক (অদ্বিতীয়), সর্ব্বব্যাপক ও নির্ব্বিকল্প। (ইহার দ্বারা অদ্বয়জ্ঞানের প্রথম প্রতীতি ব্রহ্ম লক্ষিত হইতেছেন), এবং প্রত্যক্ (সর্ব্বজীবের অন্তরে বিরাজমান্) ও প্রশান্ত (ক্ষোভশূন্য), (ইহার দ্বারা অদ্বয়জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রতীতি 'পরমাত্মা' লক্ষিত হইতেছেন); এবং সেই জ্ঞানের পূর্ণপ্রতীতির নাম ভগবান্; কবিগণ তাঁহাকেই 'বাসুদেব' বলেন। (তিনিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, আশ্রয়, পরমাত্মার অংশী এবং ভক্তগণের উপাস্য বস্তু)॥ ১১॥

বিশ্বনাথ—তর্হি কিং সত্যমিতি চেৎ পূর্ব্বোক্তং তত্ত্বমেব শব্দপ্রমাণবেদ্যং তচ্চ তত্ত্বং "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়মিতি" প্রথমস্কন্ধোক্তবদেবাহ—জ্ঞানং সত্যং, কীদৃশং? বিশুদ্ধং গুণাতীতং, পরমোঽর্থো মোক্ষাদিকো যস্মাত্তৎ একমদ্বয়ং অনন্তরমবহির্বাহ্যাভ্যন্তরশূন্যং ব্যাপকমিত্যর্থঃ। তচ্চ জ্ঞানং "ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যত" ইত্যুক্তবদেবাহ—ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দবাচ্যং নির্ব্বিকল্পকং জ্ঞানিনামুপাস্যং, প্রত্যক্ প্রশান্তং পরমাত্মশব্দবাচ্যং যোগিনামুপাস্যং, প্রশান্তমিতি জীবাত্মব্যাবৃত্ত্যর্থম্। ভগবচ্ছব্দঃ সংজ্ঞা যস্য তদ্ভক্তানামুপাস্যং, যত্ত্রিরূপং ইদমপি বাসুদেবং বসুদেবনন্দনং বদন্তি। পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনমিতি, কৃষ্ণায় পরমাত্মনে ইতি, ততস্ত ভগবান্ কৃষ্ণ ইত্যাদিভ্যঃ, তত্রাপি ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি, বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদিতি, বাসুদেবো ভগবতামিত্যাদিভ্যো বসুদেবনন্দনস্যৈব পরমপূর্ণত্বম্। অত্র ভগশব্দস্যৈশ্বর্য্যবাচিত্বাদৈশ্বর্য্যস্য চেশিতব্যাপেক্ষিতত্বাদীশিতব্যানাং মায়িকানাঞ্চোক্তযুক্ত্যা মিথ্যাত্বাত্তত্তস্তদ্ধামবাসিন এব ঈশিতব্যা নিত্যা অবগতাস্তেষাং তদ্ধাম্নশ্চ নিত্যসত্যত্বং ভগবত ইব শব্দপ্রমাণসিদ্ধমেব প্রথমস্কন্ধাদৌ প্রপঞ্চিতমেব, তথৈব মৎসেবায়াস্ত নির্গুণেতি, মন্নিকেতন্ত নির্গুণমিত্যাদিভিরেকাদশে ভক্তিসম্বন্ধিবস্তুমাত্রস্যৈব নিত্যসত্যত্বং প্রপঞ্চয়িষ্যতে চ। প্রকরণাভিপ্রায়শ্চায়ং ভো রাজন্, যুষ্মাকং প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধস্যাপি ব্যবহারস্য মায়াজীবস্য মায়ারচিতস্য নিত্যাঃ 'আবিহিতাঃ ক্বাপি তিরোহিতা'শ্চেত্যনেন স্বমতেন কালদেশাদিপরিচ্ছিন্নত্বান্নশ্বরত্বমঙ্গীকুর্ব্বতা কালদেশাদ্যপরিচ্ছিন্নে তত্ত্বে চিদ্ঘনবস্তুনি ব্যবহারো বৈজাত্যাদেব নাশ্রীয়তে ইত্যুক্তম্। তদপি ব্যবহারমেব পুনঃ পুনরুত্থাপয়সি চেদেনমন্যে বাদিনো মিথ্যৈবাচক্ষত ইতি তন্মতমুদাহৃতম্। শব্দপ্রমাণসিদ্ধে তত্ত্বে তু তেঽপি ন বিপ্রতিপদ্যন্ত ইত্যন্তে জ্ঞানং বিশুদ্ধমিতি পদ্যমুক্তমিতি। ননু, দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈকনিষ্ঠো ভক্তিরিতি ভক্তির্লক্ষিতা। তস্যাশ্চ 'লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্যেত্যুদাহৃতমিতি' ভগবদুক্তের্নির্গুণত্বমবসীয়তে তচ্চ পরিণামবাদে কার্য্যস্য সত্ত্বাৎ, প্রাকৃতদেহেন্দ্রিয়াদীনামেব ভক্তিসংসর্গেণাপ্রাকৃতত্বং স্পর্শমণিন্যায়েনৈব সাধু বুদ্ধ্যামহে। বিবর্ত্তবাদে তু কার্য্যমাত্রস্যৈবাসত্ত্বাৎ দেহেন্দ্রিয়াদীনাং মিথ্যাভূতত্বাদ্ভক্তেঃ স্থিতিরেব নাস্তি কুতস্তস্যা নির্গুণত্বং ঘটতাং, তথা হি নির্গুণাং ভক্তিময়মুপদেষ্টব্যা ইতি

গুরূপদেশকালে উপদেষ্টব্যজনস্য মিথ্যাভূতত্বাদাকাশ-ক্ষেত্রে বীজবপনমিব গুরূপদেশ এব তাবন্ন ভবেৎ। কুতঃ কৃষ্ণভক্তিঃ, কুতস্তরাং তদভ্যাসেন প্রেমোদয়ঃ, কুতস্তমাং তেন ভগবদ্বশীকার ইতি ; সত্যং মহা-চিন্ত্যশক্তৌ ভগবতি কাপ্যসংভাবনা ন ভাবনীয়া। যদুক্তং স্বয়ং ভগবতৈব—"এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধি-র্মনীষা চ মনীষিণাম্। যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যে-নাপ্নোতি মামৃতম্" ইতি। অস্যার্থঃ—যৎ যতঃ-অনৃতেন মিথ্যাভূতেনাপি মর্ত্ত্যেন মর্ত্ত্যশরীরেণ মাং ঋতং সত্যং পরমসত্যং এতি প্রাপ্নোতি। যদ্বা, মা মাং অমৃতং পরমানন্দস্বরূপং সত্যং অনৃতেনাপি মর্ত্ত্যেন মরণধর্ম্মবতা দেহেন্দ্রিয়প্রাণাদিনা পত্র-পুষ্প-গন্ধ-ধূপ-দীপ-বিবিধ-নৈবেদ্য-ছত্রচামরাদ্যুপচারেণ চ যদাপ্নোতি, এষৈব বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিরেষৈব মনীষিণাং পরমপরামর্শবতাং মনীষা বিচার ইতি। প্রাপ্তিপ্রকারশ্চ স্বয়ং ভগবতৈবোক্তো যথা "মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্ত-কর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে। তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥" অস্যার্থঃ—যদা মর্ত্ত্যস্ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা গুরূপদেশকালে ত্যক্ত-সমস্তবর্ণাশ্রমধর্ম্মকামনঃ ময়ি শ্রীগুরুরূপে নিবেদিতৌ আত্মানৌ অহন্তাস্পদমমতাস্পদে যেন সঃ। যোঽহং মমাস্তি যৎ কিঞ্চিদিহলোকে পরত্র চ, তৎ সর্ব্বং ভবতো নাথ চরণেষু সমর্পিতমিতি ব্যবসায়বান্ ভবতি, তদা স জনো মিথ্যাভূতোঽপি মে ময়া বিচিকীর্ষিতঃ স্যাৎ বিশিষ্টঃ কর্ত্তুমিষ্টঃ স্যাৎ, 'নির্গুণো মদপাশ্রয়' ইতি মদুক্তেঃ নিস্ত্রৈগুণ্য এব স্যাদিত্যর্থঃ। স হি মায়াকার্য্যত্বান্ন নশ্বরঃ সত্যঃ, নাপ্যজ্ঞানকার্য্যত্বান্মিথ্যা-ভূতঃ, কিন্তু স্বরূপভূতো মৎকার্য্যত্বান্নির্গুণ এব স্যাৎ। কিঞ্চ ময়া বিশিষ্টঃ কৃতঃ স্যাদিত্যপ্রযুজ্য বিচিকীর্ষিত ইতি 'সন্'-প্রত্যয়প্রয়োগান্নির্গুণঃ কর্ত্তুমারভ্যমান এব স শনৈঃ শনৈর্ভক্ত্যাভ্যাসবান্ নিষ্ঠারুচ্যাসক্তিরতি-ভূমিকারূঢ় এব সম্যঙ্‌নির্গুণঃ স্যাত্ততো মিথ্যাভূত-বস্তুভিঃ সহ তস্য ব্যবহারো ন স্যাৎ, তৎপূর্ব্বস্তু যথাযোগং ব্যবহারস্তৈশ্চ সহ লভ্যতে। অয়মর্থঃ—অচিন্ত্যশক্ত্যা ভক্ত্যুপদেশকাল এব তস্য গুণাতীতানি দেহেন্দ্রিয়মনাংসি ময়া ভক্তিমাহাত্ম্যদর্শনার্থমলক্ষিত-মেব সৃজ্যন্তে, মিথ্যাভূতানি তান্যত্যলক্ষিতমেব লয়ং যান্তি। যথা "নৈবম্বিধঃ পুরুষকার উরুক্রমস্য পুংসাং তদঙ্ঘ্রিরজসা জিতষড়্‌গুণানাম্। চিত্রং বিদূরবিগতঃ সকৃদাদীত যন্নামধেয়মধুনা স জহাতি তন্বম্ ॥" ইতি। অস্যার্থঃ—এবম্বিধঃ প্রিয়ব্রতকর্ত্তৃকঃ সপ্ত-সমুদ্রনির্ম্মাণপ্রপঞ্চ ইব পুরুষকারো ন চিত্রং, চিত্রং খল্বেতদেব যদ্বিদূরবিগতোঽন্ত্যজোঽপি যস্যোরুক্রমস্য নামধেয়ং সকৃদপ্যাদদীত অধুনা তৎক্ষণ এব তন্বং তনুং বিজহাতীতি তদানীং তনোর্দৃশ্যমানত্বেঽপি প্রারব্ধকর্ম্মসংবলিত-তনুত্যাগো অলক্ষিত এবেত্যর্থঃ। ততশ্চ তদা অমৃতত্বং মরণধর্ম্মাভাবং প্রতিপদ্যমানঃ তদানীমেব প্রাপ্নুবন্ ময়া সহ আত্মভূয়ায় আত্মভাবায় আত্মনঃ স্বস্য স্থিত্যৈ কল্পতে, যত্রাহং তিষ্ঠামি তত্রৈব সোঽপি মৎসেবার্থং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। এবঞ্চ জগ-ত্যস্মিন্ যানি যানি বস্তূনি মিথ্যাভূত্যান্যুপলভ্যন্তে, তেষামেব ভক্তিসম্পর্কান্মিথ্যাভূতত্বং প্রবিলাপ্য ভগবতা স্বভক্তেচ্ছানুকূলেন পরমসত্যত্বমেব তৎক্ষণ এব সৃজ্যতে, কিমশক্যমচিন্ত্যশক্তের্ভগবত ইত্যত এব 'মৎসেবায়ান্তু নির্গুণেতি' 'মন্নিকেতন্তু নির্গুণমি'ত্যাদি-কানি ভগবদ্বাক্যানি সঙ্গচ্ছন্তে। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্তস্য লক্ষণম্ ॥" ইত্যুদ্যমপর্ব্ববচনং ভাষ্য-কারেণাপি ধৃতম্। তত্র ভাবা ইতি বহুবচনেনা-দ্বৈতভঙ্গো ন ধ্যেয়স্তেষামৈক্যাদিতি সর্ব্বমবদাতম্ ॥১১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—তাহা হইলে সত্য বস্তু কি ? ইহার উত্তরে—পূর্ব্বোক্ত শব্দপ্রমাণবেদ্য তত্ত্বই এবং সেই তত্ত্ব 'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং' (১।২।১১), অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলেন, ইত্যাদি প্রথম স্কন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার ন্যায়ই এখানে বলিতেছেন, 'জ্ঞানং'—জ্ঞানই সত্য বস্তু। কি প্রকার জ্ঞান ? তাহাতে বলিতেছেন—'বিশুদ্ধং', উহা বিশুদ্ধ বলিতে মায়িক সত্ত্বাদি গুণের অতীত। 'পরমার্থং'—পরমার্থ, অর্থাৎ পরম (উৎ-কৃষ্ট) অর্থ বলিতে প্রয়োজন, মোক্ষাদি যাহা হইতে সাধিত হয়, সেই জ্ঞান। 'একম্'—এক-স্বরূপ, অর্থাৎ অদ্বয়। 'অনন্তরম্ অবহিঃ'—বাহ্য ও অভ্য-ন্তর-শূন্য, অর্থাৎ ব্যাপক—এই অর্থ। এবং সেই জ্ঞান 'ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ বলিয়া কথিত হন' (১।২।১১)—এই প্রথম স্কন্ধের উক্তি অনুসারেই বলিতেছেন, 'ব্রহ্ম'—তাহা ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা বাচ্য,

নির্ব্বিকল্পক স্বরূপ, যাহা জ্ঞানিগণের উপাস্য, 'প্রত্যক্ প্রশান্তং'—সর্ব্বজীবের অন্তরে বিরাজমান ও জন্ম-মরণাদি ক্ষোভ-বর্জ্জিত পরমাত্ম-শব্দ বাচ্য, যিনি যোগিগণের উপাস্য, এখানে জীবাত্মার ব্যাবৃত্তির নিমিত্ত প্রশান্ত শব্দ উক্ত হইয়াছে। 'ভগবচ্ছব্দ-সংজ্ঞং'—ভগবান্, এই শব্দ যাঁহার সংজ্ঞা, তিনি ভক্তগণের উপাস্য। এই যে ত্রিবিধ রূপ, ইঁহাকেই 'বাসুদেব', অর্থাৎ বসুদেব-নন্দন বলিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন (অর্থাৎ বাসুদেবকেই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বলেন)। 'পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্' (১০।২৪।৩২), অর্থাৎ পূর্ণ সনাতন ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, যিনি নন্দব্রজ গোপ-গণের পরম মিত্র ইত্যাদি, 'কৃষ্ণায় পরমাত্মনে'—পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার, 'ততস্তু ভগবান্ কৃষ্ণঃ' (১০।৮।২৭), তারপর ভগবান্ কৃষ্ণ, শ্রীবলরাম ও বয়স্য ব্রজবালকগণের সহিত ব্রজ-স্ত্রীগণের আনন্দ-বর্দ্ধন করতঃ ক্রীড়া করিয়াছিলেন, ইত্যাদি শ্রীমদ্ ভাগবতে এবং শ্রীগীতাতে 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহহম্' (১৪।২৭), আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়), 'বিষ্ট-ভ্যাহং' (১১।৪২)—এই সমগ্র জগৎ আমার একাংশের দ্বারা বিধৃত হইয়াছে, এবং 'বাসুদেবো ভগবতাম্' (ভাঃ ১১।২৬।২৯), ভগবৎ-শব্দ বাচ্যের মধ্যে আমি বাসুদেব—ইত্যাদি বহু প্রমাণের দ্বারা বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণেরই পরমপূর্ণত্ব (নির্ণীত হইয়াছে)।

এখানে 'ভগ'—শব্দের ঐশ্বর্য্যবাচিত্ব-হেতু এবং ঐশ্বর্য্যের ঈশিতব্যত্ব (যাহাকে শাসন করিতে হইবে, তাহা) অপেক্ষা থাকায়, এবং ঈশিতব্য মায়িক জীব-গণের পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হওয়ায়, তাঁহার ধামে নিবাসকারী ভক্তগণই নিত্য তাঁহার 'ঈশিতব্য' (পালনীয়)—ইহা অবগত হওয়া যায়। সেই ভক্তগণের এবং তদীয় ধামের নিত্য সত্যত্ব শ্রীভগবানের ন্যায় শব্দপ্রমাণসিদ্ধই—ইহা প্রথম স্কন্ধাদিতে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। সেইরূপ 'যৎসেবায়াস্তু নির্গুণাঃ'—আমার সেবাতেই ভক্তগণ নির্গুণ হন, 'মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্'—আমার ধাম নির্গুণ (মায়িক গুণ-রহিত), ইত্যাদির দ্বারা একাদশ স্কন্ধে ভক্তি-সম্বন্ধি বস্তুমাত্রেরই নিত্য-সত্যত্ব বিবৃত করিবেন। এখানে প্রকরণগত অভিপ্রায় এইরূপ—হে রাজন্! তোমাদের ব্যবহার-মার্গ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইলেও, উহা মায়ারচিত জীবোপাধি মনের অনন্ত বিভূতিরূপ নিত্য (চিরকালই) বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহারা জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় আবির্ভূত, এবং সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে তিরোহিত হয় (৫।১১।১২ শ্লোক)—ইহার দ্বারা স্বমতে কাল ও দেশাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন-হেতু উহাদের নশ্বরত্ব স্বীকার করায়, কালদেশাদির অপরিচ্ছিন্ন তত্ত্ব চিদ্ঘনবস্তুতে ব্যবহার-মার্গ বৈজাত্য-হেতুই আশ্রয় লাভ করে না—ইহা উক্ত হইয়াছে। তথাপি ব্যবহার-মার্গই যদি পুনঃ পুনঃ উত্থাপন কর, তাহাতে অন্যান্য (অদ্বৈতাদি) বাদিগণ এই ব্যবহারকে মিথ্যাই বলিয়া থাকেন—এইরূপে তাঁহাদের মতও উদাহৃত হইয়াছে। কিন্তু শব্দপ্রমাণসিদ্ধ তত্ত্বে তাঁহা-রাও প্রতিবাদ করেন না—এইজন্য পরিশেষে 'জ্ঞানং বিশুদ্ধং', ইত্যাদি পদ্য উক্ত হইল।

যদি বলেন—দেখুন, দেহেন্দ্রিয়াদির ব্যাপার শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে একনিষ্ঠ হইলে ভক্তি হয় ('হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে')—এইরূপে ভক্তি লক্ষিতা হইয়াছেন। 'লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণ-স্যেত্যুদাহৃতম্' (৩।২৯।২২)—অর্থাৎ নির্গুণ ভক্তি-যোগের লক্ষণ (স্বরূপ) উক্ত হইল—ইত্যাদি ভগবান্ কপিলদেবের উক্তি অনুসারে সেই ভক্তির নির্গুণত্বই পর্য্যবসিত হয় এবং সেই নির্গুণত্ব পরিণামবাদে কার্য্যের সত্ত্বা-হেতু, প্রাকৃত দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিরই, স্পর্শমণির দৃষ্টান্ত অনুসারেই ভক্তির সংসর্গে অপ্রা-কৃতত্ব—ইহা উত্তমরূপে বোধগম্য হইতেছে। কিন্তু বিবর্ত্তবাদে কার্য্যমাত্রেরই অসত্ত্বা-হেতু দেহেন্দ্রিয়াদির মিথ্যাভূতত্ব বলিয়া ভক্তিরই স্থিতি নাই, আর সেই ভক্তির নির্গুণত্ব কিপ্রকারে হইতে পারে? সেইরূপ 'এই ব্যক্তিকে নির্গুণা ভক্তি উপদেশ করিতে হইবে'—ইত্যাদি স্থলে শ্রীগুরুদেবের উপদেশকালে উপ-দেষ্টব্য (যাহাকে উপদেশ করিতে হইবে) ব্যক্তির মিথ্যাভূতত্ব হওয়ায়, আকাশক্ষেত্রে বীজ বপনের ন্যায় গুরূপদেশই সম্ভব নহে। আর কিপ্রকারে কৃষ্ণভক্তি, কেমন করিয়া তাহার অভ্যাসের (ভক্তির অনুশীলনের) দ্বারা প্রেমোদয়, এবং কি করিয়াই বা তাহার দ্বারা ভগবদ্বশীকার সম্ভব?

তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, মহা অচিন্ত্য-শক্তিবিশিষ্ট শ্রীভগবানে কোনও অসম্ভাবনা ভাবনা

করিতে হইবে না। যেমন একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবকে স্বয়ং শ্রীভগবানই বলিয়াছেন—"এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ" (১১।২৯।২২) ইত্যাদি। ইহার অর্থ—যেহেতু মিথ্যারূপ হইলেও মর্ত্ত্যশরীরের দ্বারা 'মামৃতং'—মাম্ ঋতং, আমাকে পরম সত্যরূপে প্রাপ্ত হয়। অথবা—'মাম্ অমৃতং', পরমানন্দ-স্বরূপ আমাকে সত্যই মিথ্যাভূত 'মর্ত্ত্যেন'—মরণধর্ম্মযুক্ত দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণাদির দ্বারা, এবং পত্র, পুষ্প, গন্ধ, ধূপ, দীপ, বিবিধ নৈবেদ্য, ছত্র, চামরাদি উপচারের দ্বারা যে প্রাপ্ত হয়, ইহাই বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি, ইহাই মনীষিগণের অর্থাৎ পরমার্থ পর্য্যালোচনাকারিগণের মনীষা অর্থাৎ বিচার। প্রাপ্তির প্রকারও স্বয়ং শ্রীভগবানই বলিয়াছেন, যেমন—"মর্ত্তো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা" (১১।২৯।৩৪) ইত্যাদি। ইহার অর্থ—যখন মরণশীল জীব সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের উপদেশ প্রদানকালে সকল প্রকার বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্মের কামনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক 'ময়ি'—শ্রীগুরুরূপ আমাতে, নিবেদিতাত্মা'—নিবেদিত হইয়াছে অহন্তাস্পদ (দেহাদি) এবং মমতাস্পদ (স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদি) যাহা কর্ত্তৃক, তিনি, অর্থাৎ ইহলোকে ও পরলোকে আমার যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই হে নাথ! তোমার শ্রীচরণে সমর্পিত হইল—এইরূপে যিনি স্থিরচিত্ত হন, তখন সেই ব্যক্তি মিথ্যাভূত হইলেও আমি তাহাকে 'বিচিকীর্ষিতঃ'—বিশিষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকি। 'নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ', অর্থাৎ সকামভাবেও আমাকে আশ্রয় করিলে তিনি নির্গুণ (মায়ার গুণরহিত) হন—আমার এই উক্তি অনুসারে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই হইবে—এই অর্থ। সে ব্যক্তি মায়ার কার্য্য বলিয়া নশ্বর নহে, সত্য, এবং অজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া মিথ্যাভূতও নহে, কিন্তু স্বরূপভূত, অর্থাৎ আমার কার্য্যত্বহেতু নির্গুণই হইবেন। আরও, আমি বিশিষ্টরূপে পরিণত করিয়াছি—ইহা না বলিয়া, 'বিচিকীর্ষিতঃ'—আমি বিশিষ্টরূপ করিতে ইচ্ছা করিতেছি—এইরূপ 'সন্'—প্রত্যয়ের প্রয়োগহেতু, তাহাকে নির্গুণ করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে ভক্তির অনুশীলন-পরায়ণ হইয়া নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও রতিভূমিকায় আরূঢ় হইয়াই সম্যক্‌প্রকারে (সেই ভক্ত) নির্গুণ হইবে। তারপর মিথ্যাভূত বস্তুর সহিত তাহার আর ব্যবহার থাকে না, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ঐ সকলের সহিত যথাযোগ্য ব্যবহার থাকে।

ইহার এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ—আমার অচিন্ত্যশক্তিবলে ভক্তির উপদেশকালেই তাহার দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনসকলকে গুণাতীতরূপে আমিই ভক্তির মাহাত্ম্য প্রদর্শনের নিমিত্ত অলক্ষিতভাবেই সৃষ্টি করিয়া থাকি, আর তাহার মিথ্যাভূত দেহেন্দ্রিয়াদি অলক্ষিতরূপেই লয় প্রাপ্ত হয়। যেমন পঞ্চম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—"নৈবম্বিধঃ পুরুষকারঃ" (৫।১।৩৫) ইত্যাদি। ইহার অর্থ এইরূপ—প্রিয়ব্রত কর্ত্তৃক সপ্ত সমুদ্র নির্ম্মাণ প্রপঞ্চের ন্যায় ঐপ্রকার পুরুষকার কোন বিচিত্র নহে, কিন্তু বিচিত্র ইহাই যে—অন্ত্যজও (নিম্নজাতি চণ্ডালও) যে উরুক্রম ভগবানের নাম একবারমাত্রও গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তনু ত্যাগ করে, অর্থাৎ তৎকালে তাহার দেহ দৃশ্যমান হইলেও, প্রারব্ধ কর্ম্মজনিত তনুর ত্যাগ অলক্ষিতরূপেই হইয়া থাকে—এই অর্থ। তারপর 'তদা অমৃতত্বং'—তৎকালেই অমৃতত্ব বলিতে মরণধর্ম্মাভাব প্রাপ্ত হইবার জন্য আমার সহিত 'আত্মভূয়ায়'—আত্মভাব অর্থাৎ নিজের স্থিতির নিমিত্ত যোগ্য হইয়া থাকে, যেখানে আমি অবস্থান করি, সেখানেই সেই ভক্তও আমার সেবার জন্য অবস্থান করে—এই অর্থ। এই প্রকারে এই জগতে যে যে বস্তু মিথ্যাভূত বলিয়া উপলব্ধ হয়, তাহাদেরই ভক্তির সম্পর্কবশতঃ মিথ্যাভূতত্বের বিলোপসাধন করিয়া শ্রীভগবান্ স্বভক্তের ইচ্ছানুকূলে পরম সত্যত্বই তৎক্ষণাৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অচিন্ত্য শক্তিবিশিষ্ট শ্রীভগবানের অশক্য কি আছে? অতএব 'আমার সেবাতে ভক্ত নির্গুণ হয়' এবং 'আমার ধাম নির্গুণ'—ইত্যাদি ভগবদ্‌বাক্য সঙ্গত হইতেছে। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ"—ইত্যাদি, অর্থাৎ যে ভাবগুলি অচিন্ত্য, তাহাদিগকে তর্কের সহিত যোজনা করিবে না। যাহা প্রকৃতির পর বস্তু (অর্থাৎ মায়াতীত), তাহাই অচিন্ত্যের লক্ষণ—শ্রীমহাভারতের উদ্যম পর্ব্বের এই বচন ভাষ্যকারও (শঙ্করাচার্য্যও) গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে 'ভাবাঃ' ভাবসকল, এই বহুবচনের দ্বারা ভাবসকলের ঐক্য-

হেতু অদ্বৈতবাদের ভঙ্গ হইল বলা চলে না। এই-রূপে সকল দিকের সামঞ্জস্য হইল ॥ ১১ ॥

রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্‌গৃহাদ্বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোহভিষেকম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রহূগণ, এতৎ (আত্মপরমাত্ম-যাথাত্ম্যজ্ঞানং) মহৎপাদরজোহভিষেকং (মহতাং ভাগবতানাং পাদরজসা যঃ আত্মনঃ অভিষেকঃ স্নানং তদ্) বিনা (কেবলেন) তপসা (বানপ্রস্থ-ধর্ম্মেণ জনঃ) ন যাতি (ন লভতে) ইজ্যয়া চ (দেবার্চ্চনেন চ) ন (ন প্রাপ্নোতি) নির্ব্বপণাৎ (সন্ন্যাসাৎ) গৃহাৎ বা (গার্হস্থেন বা) ন ছন্দসা (ব্রহ্মচর্য্যেণ) জলাগ্নিসূর্য্যৈঃ (জলাগ্ন্যাদিভিঃ উপাসিতৈঃ চ) নৈব (নৈব লভতে ইত্যর্থঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে রহূগণ, মহাভাগবতগণের পদ-রেণুতে আত্মার অভিষেক ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস অথবা জল, অগ্নি ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাদের উপাসনা-দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয় না ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—এতৎপ্রাপ্তিশ্চ মহৎকৃপাবির্ভূতয়া ভক্ত্যা বিনা ন ভবতীত্যাহ—দ্বাভ্যাম্। হে রহূগণ, এতদুক্ত-লক্ষণং ত্রিবিধং জ্ঞানং তপআদিভির্ন প্রাপ্নোতি। তত্র তপশ্চিত্তৈকাগ্র্যং ইজ্যা বৈদিকং কর্ম্ম নির্ব্বপণমন্না-দিসংবিভাগঃ, গৃহং তন্নিমিত্তপরোপকারাদি, ছন্দো বেদাভ্যাসঃ, জলাগ্নিসূর্য্যা-স্তৎকরণক-তপশ্চরণানি ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভও মহতের কৃপাবশতঃ আবির্ভূতা ভক্তি ব্যতীত হয় না —ইহা বলিতেছেন দুইটি শ্লোকে। হে রহূগণ! 'এতৎ'—পূর্ব্বোক্তরূপ ত্রিবিধ জ্ঞান তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তন্মধ্যে 'তপঃ'—হই-তেছে চিত্তের একাগ্রতা, 'ইজ্যা'—বলিতে যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্ম, 'নির্ব্বপণং'—অন্নাদির যথাযোগ্য বিত-রণ, 'গৃহং'—গৃহস্থোচিত পরোপকারাদি, 'ছন্দঃ'—বেদ-অভ্যাস। 'জলাগ্নিসূর্য্যৈঃ'—জল, অগ্নি ও সূর্য্যের সহযোগে তপস্যার আচরণ ॥ ১২ ॥

যত্রোত্তমঃশ্লোক-গুণানুবাদঃ
প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ।
নিষেব্যমাণোহনুদিনং মুমুক্ষো-
র্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (যেষাং মহতাং সকাশঃ) গ্রাম্যকথা-বিঘাতঃ (গ্রাম্যানাং যা কথা শিশ্নোদরনিমিত্তা বার্ত্তা তস্যাঃ বিঘাতঃ যস্মাৎ সঃ তথাভূতঃ, বিষয়বার্ত্তা-প্রসঙ্গনাশন বা ইত্যর্থঃ) উত্তমঃশ্লোক-গুণানুবাদঃ (উত্তমঃশ্লোকস্য হরেঃ গুণানুবাদঃ লীলাকথা) প্রস্তূয়তে (প্রকর্ষেণ স্তূয়তে) অনুদিনং (নিরন্তরং) নিষেব্য-মাণঃ (আদরপূর্ব্বকং শ্রূয়মাণঃ গুণানুবাদঃ) বাসু-দেবে (ভগবতি) মুমুক্ষোঃ (মোক্ষকামস্যাপি) সতীং (মোক্ষেচ্ছারাহিত্যেন শুদ্ধাং) মতিং (ভক্তিং) যচ্ছতি (সম্পাদয়তি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—যে সকল মহাভাগবতগণের সভায় বিষয়-বার্ত্তা-প্রসঙ্গ-নাশন, ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তন প্রকৃষ্ট-রূপে কীর্ত্তিত হয়, তাঁহাদের মুখোদগীর্ণ সেই সকল কথা সতত আদর-পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে করিতে মুমুক্ষুগণেরও মোক্ষবাসনা বিদূরিত হইয়া ভগবান্ বাসুদেবে শুদ্ধারতির উদয় হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—তে চ মহান্তঃ কৃষ্ণভক্তা এবেত্যভি-ব্যঞ্জয়তি—যত্র মহৎপাদরজোভিষেকে সতি যত্র মহৎসু বা গুণানাং ভক্তবাৎসল্যাদীনাং অনুবাদঃ পুনঃ পুনঃ কথনং, মুমুক্ষোর্ম্মোক্ষকামস্যাপি সতীং মোক্ষেচ্ছারাহিত্যেন শুদ্ধাং মতিং, বাসুদেবে বসুদেব-নন্দনে ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই সকল মহদ্‌গণ শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তই—ইহা অভিব্যক্ত করিতেছেন, 'যত্র'—যেখানে অর্থাৎ মহতের পাদরজের দ্বারা অভিষিক্ত হইলে, অথবা—যে সকল মহদ্‌গণের মধ্যে উত্তমঃশ্লোক ভগ-বান্ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্যাদি গুণসমূহের 'অনুবাদ' —পুনঃ পুনঃ কথন হইয়া থাকে, সেই ভগবদ্‌গুণানু-বাদই 'মুমুক্ষোঃ'—মুক্তিকামী ব্যক্তিগণেরও 'সতীং

মতিং'—মোক্ষবাঞ্ছা তিরোহিত করতঃ বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণে শুদ্ধা মতির সঞ্চার করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

অহং পুরা ভরতো নাম রাজা
বিমুক্তদৃষ্টশ্রুতসঙ্গবন্ধঃ ।
আরাধনং ভগবত ঈহমানো
মৃগোঽভবং মৃগসঙ্গাদ্ধতার্থঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—অহং পুরা (পূর্ব্বস্মিন্ জন্মনি) বিমুক্তদৃষ্টশ্রুতসঙ্গবন্ধঃ (দৃষ্টে শ্রুতে চ ব্যবহারে সঙ্গবন্ধঃ আসক্তিলক্ষণঃ বন্ধঃ বিমুক্তঃ যেন সঃ তথাভূতঃ) ভরতঃ নাম রাজা (অভবম্ ;) (স চ অহং) ভগবতঃ (বাসুদেবস্য) আরাধনম্ ঈহমানঃ (কুর্ব্বন্ তত্র) মৃগসঙ্গাৎ (মৃগস্য মৃগবালকস্য আসক্তিতঃ) হতার্থঃ (হতঃ বিহতঃ অর্থঃ আরাধনলক্ষণপ্রয়োজনং যস্য সঃ তথাভূতঃ সন্) মৃগঃ অভবম্ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—আমি পূর্ব্বে ভরত নামে রাজা ছিলাম। দৃষ্ট ও শ্রুতবিষয়ে আসক্তিরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের আরাধনা করিতাম। দৈবাৎ এক মৃগশিশুতে আসক্ত হইয়া আমার উদ্দেশ্য বিফল হয় এবং আমি মৃগরূপে জন্ম গ্রহণ করি ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—মহ্যং স্বাপরাধিনে মহাপামরায়াপ্যেবং জ্ঞানমুপদিশন্ পরমকৃপালুঃ কো ভবানিত্যপেক্ষায়ামাহ—অহমিতি। দৃষ্টে শ্রুতে চ ব্যবহারে সঙ্গবন্ধঃ আসক্তিলক্ষণো বন্ধো বিমুক্তো যেন সঃ। তদপি দৈবাদসাবধানোঽভবমিত্যাহ—মৃগ ইতি ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনার প্রতি অপরাধী মহাপামর আমাকেও এই প্রকারে জ্ঞান উপদেশকারী পরম কৃপালু আপনি কে ? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'অহম্' ইত্যাদি। 'বিমুক্ত-দৃষ্ট-শ্রুত-সঙ্গ-বন্ধঃ'—দৃষ্ট ও শ্রুতবিষয়ে আসক্তিরূপ বন্ধন যিনি বিশেষরূপে মুক্ত (ছিন্ন) করিয়াছিলেন, সেই আমি (ভরত নামক রাজা)। তথাপি দৈববশতঃ আমি অসাবধান হইয়াছিলাম, ইহা বলিতেছেন—'মৃগসঙ্গাৎ হতার্থঃ' (অর্থাৎ দৈবাৎ একটি মৃগের সঙ্গবশতঃ পরজন্মে মৃগ হই এবং ইহাতেই আমার পরমার্থের বিঘাত হয়।) ॥ ১৪ ॥

সা মাং স্মৃতির্মৃগদেহেঽপি বীর
কৃষ্ণার্চ্চনপ্রভবা নো জহাতি ।
অথো অহং জনসঙ্গাদসঙ্গো
বিশঙ্কমানোঽবিবৃতশ্চরামি ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বীর, কৃষ্ণার্চ্চনপ্রভবা (কৃষ্ণার্চ্চনাৎ প্রভবঃ উৎপত্তির্যস্যাঃ সা তথাভূতা) সা (পূর্ব্বজন্মবিষয়া) স্মৃতিঃ মৃগদেহে (মৃগশরীরে) অপি মাং নো জহাতি (জহৌ) অথো (তস্মাৎ) অহং জনসঙ্গাৎ (পুনঃ) বিশঙ্কমানঃ (ভীতঃ) অসঙ্গঃ (একাকী সর্ব্বতঃ) অবিবৃতঃ (অপ্রকটঃ অন্যৈঃ অলক্ষিতঃ ইব) চরামি (ভ্রমামি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে বীর, শ্রীহরির অর্চ্চন-প্রভাবে সেই মৃগশরীরেও আমার পূর্ব্বস্মৃতি আমাকে পরিত্যাগ করে নাই ; তজ্জন্য আমি জনসঙ্গ হইতে ভীত হইয়া একাকী প্রচ্ছন্ন-রূপে বিচরণ করিতেছি ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনং ভ্রষ্টমপ্যুদ্ধরতীত্যাহ—সেতি। জনসঙ্গাদ্বিশঙ্কমানঃ অবিবৃতোঽপ্রকটঃ ॥১৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন ভ্রষ্ট (পতিত) জনকেও উদ্ধার করে, ইহা বলিতেছেন—'সা' ইত্যাদি। 'জনসঙ্গাৎ' ইত্যাদি, সেইহেতু আমি জনসঙ্গ হইতে শঙ্কিত (ভীত) হইয়া নিঃসঙ্গে, 'অবিবৃতঃ'—অপ্রকট (অর্থাৎ প্রচ্ছন্নরূপে পর্য্যটন করিতেছি) ॥ ১৫ ॥

তস্মান্নরোঽসঙ্গসুসঙ্গজাত-
জ্ঞানাসিনৈবেহ বিবৃক্‌ণমোহঃ ।
হরিং তদীহাকথনশ্রুতাভ্যাং
লব্ধস্মৃতির্যাত্যতিপারমধ্বনঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ব্রাহ্মণ-রহূগণসংবাদে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (হেতোঃ) অসঙ্গসুসঙ্গজাতজ্ঞানাসিনা (অসঙ্গৈঃ মহদ্ভিঃ ভাগবতশ্রেষ্ঠৈঃ যঃ সুসঙ্গঃ ভক্তং ভগবন্তং প্রতিবিশ্বাসঃ তেন জাতং জ্ঞানম্ এব অসিঃ খড়্গঃ তেন) ইহ (জন্মনি) এব বিবৃক্‌ণমোহঃ (ছিন্নমোহঃ সন্) তদীহাকথনশ্রুতাভ্যাং (তস্য ভগবতঃ যা ঈহা লীলা তাসাং কথনং শ্রুতাভ্যাং কীর্ত্তন-শ্রবণাভ্যাং) লব্ধস্মৃতিঃ (লব্ধা স্মৃতির্যেন সঃ

তাদৃশঃ সন্) নরঃ (পুরুষঃ) অধ্বনঃ (সংসার-মার্গস্য) অতিপারং (অতিশয়িতং শ্রেষ্ঠং পারং হরিং) যাতি (গচ্ছতি) ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-পঞ্চমস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—মানবগণ ইহজন্মেই পরম ভাগবত-গণের সুসঙ্গজনিত জ্ঞানরূপ অসি-দ্বারা অজ্ঞান ছেদন-পূর্ব্বক ভগবানের গুণকর্ম্মাদি লীলাকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে তদীয় স্মৃতি লাভ করেন এবং সংসারমার্গের পরপারে গমন করিয়া থাকেন ॥ ১৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-পঞ্চমস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—অসঙ্গো ব্যবহারানাসক্তিঃ, সুসঙ্গঃ সাধুষ্বাসক্তিস্তাভ্যাং জাতং জ্ঞানমেবাসিঃ তেন ছিন্ন-মোহমতঙ্গজঃ, অধ্বনঃ সংসারমার্গস্য অতিপারং হরিম্ ॥ ১৬ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
পঞ্চমে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অসঙ্গঃ'—ব্যবহার-বিষয়ে অনাসক্তি, 'সুসঙ্গঃ'—বলিতে সাধুজনে আসক্তি, তাহাদের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানরূপ অসি, তাহার দ্বারা মতঙ্গজরূপ মোহ ছিন্ন করিয়া মানবগণ, 'অধ্বনঃ'—সংসারমার্গের, 'অতিপারং'—পার অতিক্রমপূর্ব্বক শ্রীহরিকে (লাভ করিতে পারেন।) ॥ ১৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার পঞ্চমস্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের সারার্থ-দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫।১২ ॥

ইতি বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।
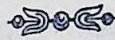
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ—

দুরত্যয়েঽধ্বন্যজয়া নিবেশিতো
রজস্তমঃসত্ত্ববিভক্তকর্ম্মদৃক্।
স এষ সার্থোঽর্থপরঃ পরিভ্রমন্
ভবাটবীং যাতি ন শর্ম্ম বিন্দতে ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বৈরাগ্য-দৃঢ়তার নিমিত্ত মহর্ষি ভরত ভবাটবী বর্ণন করিতেছেন।

ভরত রাজা রহূগণকে বলিতেছেন,—এই সংসার-অরণ্য অতি দুস্তর। জীব মায়ার বশে তাহাতে বদ্ধ হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করে। ঐ অরণ্যে ষড়েন্দ্রিয় দস্যু এবং পুত্রকলত্রাদি মাংস-শোণিতাশী শৃগাল-কুক্কুরাদি তুল্য; তাহারাই জীবের ধন ও মন হরণ করে। তাহাতে কামকর্ম্মময় গৃহ তৃণাচ্ছাদিত গহ্বর-সদৃশ সর্ব্বনাশ-হেতু। তাহার নানা প্রলোভনে জীব মুগ্ধ হইয়া বিপন্ন হয়। অনিত্য ধন-জনাদিতে আত্ম-বুদ্ধি করিয়া, নিত্য বস্তুতে লক্ষ্যহারা হয়। ঐ অরণ্যে পথহারা জীব হিংস্রপশু-পক্ষীতুল্য দুর্জ্জন ব্যক্তিদ্বারা নানারূপে উৎপীড়িত হয়; বিবিধ আকাঙ্ক্ষার বশে ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া বৃথা ক্লেশ ভোগ করে। কখন ক্ষণস্থায়ী সুখে সুখী, কখনও বা দারুণ দুঃখে মগ্ন হইয়া থাকে। কখনও বা দুরাশার বশে কোনও দুষ্কর কর্ম্মে রত হইয়া বিবিধ অভাবে অশান্তিই ভোগ করে। কোন সময় সে নিদ্রারূপা নাগিনীর বিষে বিগত-সংজ্ঞা হইয়া শবের মত পড়িয়া থাকে। কখ-নও বা অজ্ঞানের অন্ধকূপে মগ্ন হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়। তথায় কেহ বা পরদারাদিরূপ মধুলোভে অন্যায়-পূর্ব্বক অন্যের অধিকারে গিয়া নানারূপ দুঃখদুর্গতি ভোগ করে। রোগ, শোক ও শীত গ্রীষ্মা-দিতে এবং পরস্পরের প্রাত্যহিক আদান-প্রদানাদি

ব্যবহারে বহুবিধ অসুখ ও অসুবিধা সহ্য করে। এইরূপে এই সংসার-অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া জীব কেবল তাপই প্রাপ্ত হয়। একটি অবলম্বন হারাইয়া আবার নূতন অবলম্বনে ভর করিয়া, একস্থলে হতাশ হইয়া, অন্যের আশ্রয় লইয়া, বৃথা সুখের আশা করে। এই অবস্থায় এই মায়াবদ্ধজীব কোন কালেই এই সংসার পার হইয়া, ভগবানের পরমপদ লাভ করিতে পারে না। সে অনিত্য ধন-জন-বিষয়েই মত্ত হইয়া মৃত্যুর কথা ভুলিয়া থাকে। বহু দুঃখ সহ্য করিয়াও কেবল প্রবৃত্তিমার্গেই পরিভ্রমণ করে; ভগবান্‌কে জানিতে পারে না। রাজা রহূগণেরও আজ এই অবস্থা। ভরতের এই নিগূঢ় তত্ত্বোপদেশে রাজার চৈতন্যোদয় হইল। তিনি বলিলেন,—মায়াবদ্ধ জীব ভবাদৃশ সাধুসঙ্গ হইতেই নির্ম্মল হয়। তিনিও তাদৃশ সাধুসঙ্গে কৃতার্থ হইয়াছেন; তাঁহার মোহ দূর হইয়াছে। অতঃপর তিনি তাঁহার নিকট স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট ভরত-কথিত ভবাটবী বর্ণন করিলে পরীক্ষিৎ উহার সরলার্থ জানিবার জন্য শুকদেবের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ,—(অস্মিন্) দুরত্যয়ে (দুরতিক্রমে) অধ্বনি (কর্ম্মমার্গে সংসারে) অজয়া (ভগবন্মায়য়া) নিবেশিতঃ (প্রাপিতঃ) রজস্তমঃসত্ত্ব-বিভক্তকর্ম্মদৃক্ (রজস্তমঃসত্ত্বৈঃ বিভক্তানি শুভাশুভ-মিশ্ররূপকর্ম্মাণি কার্য্যতয়া পশ্যতীতি তথা দৃষ্টিমান্ সঃ) এষঃ (প্রসিদ্ধঃ) সার্থঃ (জীবসমূহঃ) পরিভ্রমন্ (দেবতির্য্যগাদি যোনিষু গচ্ছন্) অর্থপরঃ (ধর্ম্মাদি-পুরুষার্থত্রয়াসক্তঃ সন্ যথা বণিক্ অর্থার্জ্জনায় গচ্ছন্ অটবীং যাতি সুখং চ ন বিন্দতে তদ্বৎ) ভবাটবীং (সংসাররূপম্ অরণ্যং) যাতি (গচ্ছতি পুনঃ কর্ম্ম-ফলং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। কিন্তু তত্র) শর্ম্ম (সুখং) ন বিন্দতে (ন লভেত)॥ ১॥

অনুবাদ—ব্রহ্মজ্ঞ ভরত কহিলেন,—(হে রাজন্,) এই সংসার-মার্গ অতি দুস্তর; জীবলোক ভগবানের মায়া দ্বারা তাহাতে অভিনিবিষ্ট হইয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে বিভক্ত শুভাশুভ ও মিশ্র কর্ম্মসকলকেই কর্ত্তব্য বলিয়া অবলোকন করে, এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গে আসক্ত হইয়া, বণিকের ন্যায় সুখের আশায় চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে ভবাটবীকে লাভ করে (অর্থাৎ কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়,) সুখ লাভ করিতে পারে না॥ ১॥

বিশ্বনাথ—

ত্রয়োদশে ভবাটব্যাঃ পারং প্রাপয়িতুং নৃপম্।
তাং বর্ণয়িত্বা বৈরাগ্য-হয়মারোহয়ন্মুনিঃ॥ ০॥

অধ্বনঃ পারমিত্যুক্তম্। স এবাধ্বা অধ্বনীনশ্চ কীদৃশ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—দুরত্যয়ে দুস্তরে অধ্বনি প্রবৃত্তিমার্গে অজয়া অবিদ্যয়া রজস্তমঃসত্ত্বৈর্বিভক্তান্যেব কর্ম্মাণি কার্য্যতয়া পশ্যতীতি স তথা। এষ প্রসিদ্ধঃ সার্থঃ, "সার্থো বণিক্‌সমূহে স্যাৎ" ইতি মেদিনী। স ইব অর্থপর এষ জীবলোক ইত্যর্থঃ। এতদাদীনাং ব্যাখ্যা উত্তরাধ্যায় এবাস্তি; তদপি সুখপ্রতিপত্তয়ে কিঞ্চিদ্ব্যাখ্যায়তে॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভবাটবীর পার প্রাপণ করাইবার নিমিত্ত তাহার বর্ণনা করিয়া মুনি (ভরত), রহূগণ নৃপতিকে বৈরাগ্যরূপ অশ্বে আরোহণ করাইলেন (অর্থাৎ তাঁহার বৈরাগ্যোৎপাদনের জন্য রূপকচ্ছলে ভবাটবীর বর্ণন করিলেন) ইহা বর্ণিত হইয়াছে॥ ০॥

পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে সংসারমার্গের পার অতিক্রম করার কথা উক্ত হইয়াছে, সেই পথ এবং পথিকই বা কিরূপ, ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'দুরত্যয়ে', দুস্তর এই প্রবৃত্তিমার্গে, 'অজয়া'—অবিদ্যা কর্ত্তৃক রজঃ, তমঃ ও সত্ত্বগুণের দ্বারা বিভক্ত কর্ম্ম-সকলকে যিনি নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মরূপে দেখেন, সেই প্রসিদ্ধ সার্থ (জীবলোক)। মেদিনী কোষে উক্ত হইয়াছে—'বণিকসমূহ বুঝাইতে সার্থ-শব্দ ব্যবহৃত হয়। 'স এব সার্থ'—সেই বণিকের ন্যায় 'অর্থ-পরঃ'—অর্থোপার্জ্জনে আসক্ত এই জীবলোক, এই অর্থ। (এখানে সংসারকেই রূপকচ্ছলে অরণ্য বলা হইয়াছে), এই সকলের ব্যাখ্যা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে করা আছে, তথাপি সহজে বোধগমের জন্য কিছু কিছু ব্যাখ্যা করা হইতেছে॥ ১॥

যস্যামিমে ষণ্নরদেব দস্যবঃ
সার্থং বিলুম্পন্তি কুনায়কং বলাৎ।

গোমায়বো যত্র হরন্তি সার্থিকং
প্রমত্তমাবিশ্য যথোরণং বৃকাঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নরদেব, (রহূগণ,) যস্যাং (ভবাটব্যাম্) ইমে (ইন্দ্রিয়নামানং) ষট্ দস্যবঃ (চৌরাঃ দুষ্টজন্তবঃ) কুনায়কং (কুৎসিতঃ সন্মার্গাৎ ভ্রষ্টঃ নায়কঃ সারথিঃ বুদ্ধিলক্ষণঃ যস্য তং তাদৃশং) সার্থং (জীবসমূহং) বলাৎ (অনায়াসেন) বিলুম্পন্তি (ভগবৎসেবার্থবিনিযুক্তম্ উপার্জ্জিতং চ ধনং স্ব-স্ব-বিষয়ভোগার্থং মুষ্ণন্তি) যত্র (যস্যাং ভবাটব্যাং চ) গোমায়বঃ (শৃগালতুল্যাঃ দারাপত্যাদয়ঃ) যথা উরণং (রক্ষমাণমপি মেষং) বৃকাঃ (ব্যাঘ্রাঃ) হরন্তি (তদ্বৎ) সার্থিকং (স্বার্থে স্থিতং স্বার্থভবমন্নবস্ত্রাদি-সম্পূটং) প্রমত্তং (পরমার্থদৃষ্টিবিমুখং তং জনং) আবিশ্য (কুটুম্বাদয়ঃ "ত্বং মে ভর্ত্তা অসি, ত্বং মে পিতা অসি" ইত্যেবং রূপেণ তস্য গৃহে অন্তঃকরণে এব প্রবিশ্য মায়য়া তং বশীকৃত্য চ হরন্তি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে রহূগণ, এই সংসারাটবীতে ছয়টী দস্যু আছে ; তাহারা ঐ বণিকের সারথিকে সৎপথ হইতে বিচলিত দেখিয়া তাঁহার অর্থসমূহ বল-পূর্ব্বক অপহরণ করে (অর্থাৎ কুবুদ্ধি-বিশিষ্ট মানবগণ উপার্জ্জিত ধনের দ্বারা ভগবানের সেবা না করিয়া ইন্দ্রিয় তর্পণ করে)। আবার বৃকগণ যেমন মেষকে হরণ করে, সেইরূপ ভবাটবীতে শৃগাল-তুল্য পুত্র-কলত্রাদি "তুমি আমার পিতা", "তুমি আমার স্বামী" —এই ভাবে সেই বণিকের গৃহসদৃশ অন্তঃকরণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহার চিত্তকে অপহরণ করে ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—ইমে ইন্দ্রিয়নামানঃ কুৎসিতো নায়কঃ সারথির্বুদ্ধির্যস্য তং বিলুম্পন্তি ভগবৎসেবার্থবিনি-যুক্তমপি ধনং স্ব-স্ব-বিষয়ভোগার্থং মুষ্ণন্তীত্যর্থঃ। গোমায়বঃ শৃগালতুল্যা দারাপত্যাদয়ঃ, ত্বং মে ভর্ত্তা পিতেত্যেবং সার্থিকং সার্থভবং অন্নবস্ত্রাদিসংপুটং প্রমত্তং পরমার্থদৃষ্টিবিমুখং আবিশ্য তস্য গৃহ ইবান্তঃ-করণেঽপি প্রবিশ্যেত্যর্থঃ। উরণং মেষম্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইমে'—এই ইন্দ্রিয় নামক ছয়টি দস্যু, 'কু-নায়কং'—কুৎসিত নায়ক অর্থাৎ সারথিরূপ বুদ্ধি যাহার, সেই জীবকে এবং তাহার অর্জ্জিত ধনকে লুণ্ঠন করে (বিলুম্পন্তি)—অর্থাৎ ভগবৎসেবার জন্য রক্ষিত হইলেও, সেই ধন নিজ নিজ বিষয়ভোগের নিমিত্ত অপহরণ করে, এই অর্থ। 'গোমায়বঃ'—শৃগালতুল্য স্ত্রী-পুত্রাদি, 'তুমি আমার স্বামী, পিতা'—এইরূপ বলিয়া, 'সার্থিকং'—সার্থে স্থিত অন্ন-বস্ত্রাদি ধন হরণ করে। 'প্রমত্তং'—পর-মার্থ-দৃষ্টিবিমুখ সেই জীবকে, তাহার গৃহের ন্যায় অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া—এই অর্থ। 'উরণং'—বলিতে মেষ (নেকড়ে বাঘের দল যেরূপ মেষকে হরণ করে) ॥ ২ ॥

প্রভূতবীরুত্তৃণগুল্মগহ্বরে
কঠোরদংশৈর্মশকৈরুপদ্রুতঃ।
কৃচিৎ তু গন্ধর্ব্বপুরং প্রপশ্যতি
কৃচিৎ কৃচিচ্চাশুরয়োল্মুকগ্রহম্ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—(যথা জনঃ তত্র) প্রভূতবীরুত্তৃণগুল্ম-গহ্বরে (প্রভূতৈঃ বহুভিঃ বীরুধঃ লতাঃ তৃণানি গুল্মানি লতাদিজালানি তৈঃ গহ্বরে দুষ্প্রবেশে ক্ষেত্রে বনে) কঠোরদংশৈঃ (কঠোরৈঃ তীব্রৈঃ দংশৈঃ মক্ষিকাবিশেষৈঃ) মশকৈঃ (চ কৃচিৎ) উপদ্রুতঃ (ভবতি তথা কামকর্ম্মাদিভিঃ অস্মিন্ গহ্বরে গৃহা-শ্রমে বর্ত্তমানঃ জনঃ দুর্জ্জনৈঃ উপদ্রুতঃ ভবতি, যথা বনে) তু কৃচিৎ (কদাচিৎ) গন্ধর্ব্বপুরং (প্রপশ্যতি তথা অত্রাপি জনঃ গন্ধর্ব্বপুরবৎ অঘটমানম্ অস্থিরং দেহগেহাদিকং) প্রপশ্যতি (প্রত্যেক্ষেণ স্থিরমেবেদ-মিতি পশ্যতি) কৃচিৎ কৃচিৎ আশুরয়োল্মুকগ্রহং (যথা আশুরয়ঃ অতি বেগঃ যস্য তং তাদৃশম্ উল্মুকগ্রহম্ উল্কাকারঃ গ্রহঃ পিশাচঃ তং তত্র পশ্যতি তথা অত্রাপি সংসারে তত্তুল্যং সুবর্ণম্ উপাদেয়ত্বেন সংসারাসক্তঃ জনঃ পশ্যতি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—ঐ বনে অসংখ্য তৃণ, গুল্ম ও লতার দ্বারা আচ্ছন্ন গহ্বর (অর্থাৎ কাম্যকর্ম্মাদি-দ্বারা পরিপূর্ণ গৃহাশ্রম) আছে ; বণিগ্‌গণ তুল্য জীব তথায় মশকতুল্য দুর্জ্জনগণের উপদ্রবে অতিশয় পীড়িত হইয়া থাকেন ; কখন বা গন্ধর্ব্বপুর-সদৃশ দেহ-গেহাদি অনিত্য বস্তুকেই নিত্য বলিয়া দর্শন করে ; কোথাও বা মহাবেগবান্, উল্মুকাকার পিশাচসদৃশ সুবর্ণকেই পরম উপাদেয় বস্তু বলিয়া নিরীক্ষণ করিতে থাকে ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রভূতবীরুদাদিসদৃশৈঃ কামকর্ম্মাদিভি-র্গহ্বরে গৃহাশ্রমে দংশমশকতুল্যৈর্দুর্জ্জনৈঃ। গন্ধর্ব্ব-পুরবদঘটমানং দেহগেহাদিকং প্রকর্ষেণ সত্যং স্থিরমেবেদমিতি পশ্যতি, ক্বাপি ক্বাপি আশুরয়ঃ অতি-বেগো য উল্মুকাকারো গ্রহঃ পিশাচঃ তং তত্তুল্যং সুবর্ণমুপাদেয়ত্বেন পশ্যতি ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রভূতবীরুদ্'-ইত্যাদি, বহু লতা গুল্মাদি সদৃশ কাম্য কর্ম্মাদির দ্বারা পরিপূর্ণ 'গহ্বরে'—গৃহাশ্রমে, দংশ (ডাঁশ নামক মক্ষিকা) এবং মশক-তুল্য দুর্জ্জনের দ্বারা (জীব উৎপীড়িত হয়)। গন্ধর্ব্ব-পুরীর ন্যায় অনিত্য দেহ, গেহাদিকে, 'প্রপশ্যতি'—প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ সত্য ইহা নিত্যই—এইরূপ দেখে। কোন কোন স্থলে 'আশুরয়ঃ'—অতিশয় বেগশালী উল্মুকাকার পিশাচের ন্যায় স্বর্ণকে পরম উপাদেয়রূপে দেখিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

———

নিবাসতোয়দ্রবিণাত্মবুদ্ধি-
স্ততস্ততো ধাবতি ভো অটব্যাম্।
কৃচিচ্চ বাত্যোত্থিতপাংশুধূম্রা
দিশো ন জানাতি রজস্বলাক্ষঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভোঃ (রাজন্) অটব্যাং (বনে) নিবাসতোয়দ্রবিণাত্মবুদ্ধিঃ (নিবাসঃ বাসস্থানং তোয়ং জলং দ্রবিণং ধনং তেষু আত্মা আত্মভাবঃ যস্যাঃ সা বুদ্ধিঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ জনঃ) ততঃ ততঃ (ইতস্ততঃ) ধাবতি। কৃচিচ্চ (কদাচিৎ) রজস্বলাক্ষঃ (রজস্বলে রজোব্যাপ্তে অক্ষিণী যস্য সঃ রজোগুণোপহতজ্ঞানঃ সন্) বাত্যোত্থিতপাংশুধূম্রাঃ (বাত্যা চক্রবাতঃ তস্যাম্ উত্থিতঃ যঃ পাংশুঃ তেন ধূম্রাঃ আবিলাঃ মলিনাঃ) দিশঃ (দিক্সমূহান্ চ) ন জানাতি। (যথা চক্র-বাতোত্থিতধূলিব্যাপ্তনেত্রঃ জনঃ প্রাচ্যাদিদিগ্বিভাগান্ ন জানাতি, তদ্বৎ বাত্যা ইব ভ্রময়ন্তী যা স্ত্রী তস্যাম্ উদ্গতৈঃ উত্থিতৈঃ রাগাদিভিঃ অপ্রকাশমানাঃ কর্ম্ম-সাক্ষিভূতাঃ দিগ্‌দেবতাঃ ন জানাতীত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, গৃহ-ধন-জন-প্রভৃতিতে আত্মবুদ্ধি করিয়া সেই বণিক এই ভবাটবীতে ইত-স্ততঃ ধাবমান হয়। কোথাও তাহার চক্ষু ধূলিকণে ব্যাপ্ত হওয়ায় সে চক্রবাতোত্থিত ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন দিঙ্মণ্ডল জানিতে পারে না (অর্থাৎ চক্রবাতরূপা স্ত্রী এবং তদুত্থিত পাংশুরাশিতুল্য কন্দর্প-বেগে চিত্ত আক্রান্ত হইলে, কামান্ধ ব্যক্তি কিছুই বুঝিতে পারে না) ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—নিবাসাদিষু আত্মনো মমৈবেদমিতি বুদ্ধির্যস্য তথাভূতঃ সন্, ততস্তত-স্তত্র তত্র ধাবতীত্যু-ভয়ত্র পক্ষে তাবানেবার্থঃ। বাত্যা চক্রবাতরূপা যা স্ত্রী তদুত্থিতৈঃ পাংশুভিঃ কন্দর্পবেগৈর্ধূম্রা আচ্ছন্নীকৃতা দিশঃ দিগ্‌দেবতাঃ কর্ম্মসাক্ষিভূতা ন জানাতি, রজস্ব-লাক্ষঃ কামান্ধঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিবাস-তোয়'—ইত্যাদি, নিবাসস্থল, জল প্রভৃতিতে 'আত্মবুদ্ধিঃ'—এগুলি আমা-রই এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া, 'ততস্ততঃ'—সেই সেই স্থানে ধাবমান হয়—উভয় পক্ষেই সমান অর্থ। 'বাত্যা'—চক্রবাতরূপা যে স্ত্রী, তাহার দ্বারা উত্থিত পাংশুরাশির ন্যায় কন্দর্পবেগে আচ্ছন্ন করায়, 'দিশঃ' —কর্ম্মের সাক্ষীভূত দিক্-দেবতাগণকে জানিতে পারে না। 'রজস্বলাক্ষঃ'—কামান্ধ ॥ ৪ ॥

———

অদৃশ্যঝিল্লীস্বনকর্ণশূল
উলূকবাগ্‌ভির্ব্যথিতান্তরাত্মা।
অপুণ্যবৃক্ষান্ শ্রয়তে ক্ষুধার্দ্দিতো
মরীচিতোয়ান্যভিধাবতি কৃচিৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(কৃচিৎ) অদৃশ্যঝিল্লীস্বনকর্ণশূলঃ (অদৃশ্যানাং ঝিল্লীনাং ভৃঙ্গারকাখ্যানাং কীটবিশেষা-ণাম্ ইব পরোক্ষম্ অপ্রিয়বক্তৃণাং দুর্জ্জনানাং স্বনৈঃ শব্দৈঃ কর্ণয়োঃ শূলং ব্যথা যস্য সঃ তাদৃশঃ ভবতি। কদাচিৎ) উলূকবাগ্‌ভিঃ (উলূকানাম্ ইব প্রত্যক্ষম্ অপ্রিয়বাদিনাং জনানাং কটুভাষিতৈঃ বাগ্‌ভিঃ) ব্যথিতান্তরাত্মা (ব্যথিতঃ বিক্ষোভিতঃ অন্তরাত্মা মনঃ যস্য সঃ তথাভূতঃ ভবতি) ক্ষুধার্দ্দিতঃ (এবং কদাচিৎ ক্ষুধার্ত্তঃ সন্) অপুণ্যবৃক্ষান্ (বিষবৃক্ষসদৃশান্ অধার্ম্মিক-লোকান্ ভিক্ষার্থং) শ্রয়তে (সেবতে) কৃচিৎ (চ) মরীচিতোয়ানি (মরীচিতোয়বৎ নিষ্ফলত্বেন বিজ্ঞাতান্ অপি বিষয়ান্) অভিধাবতি (ভোগবুদ্ধ্যা অন্বেষয়তি। যথা মরীচিকায়াং জলবুদ্ধ্যা গত্বা দুঃখমাপ্নোতি তথা

বিষয়েষু অপি পরমার্থবুদ্ধিমান্ নরঃ দুঃখং লভতে ইত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—কোথাও অদৃশ্য ঝিল্লীর কঠোর শব্দে কর্ণশূল উপস্থিত হয় (অর্থাৎ দুর্জ্জনগণের পরোক্ষ-কটুবাক্যদ্বারা তাহার কর্ণ পীড়িত হইতে থাকে); কোথাও বা পেচকগণের কর্কশ কণ্ঠে তাহার অন্তরাত্মা ব্যথিত হইতে থাকে (অর্থাৎ দুর্ব্বৃত্তগণের সাক্ষাৎ কথিত অপ্রিয় ভাষণে তাহার মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হয়); আবার কখনও বা সেই বণিক্ ক্ষুধার্থ হইয়া অধর্ম্ম-বৃক্ষকে আশ্রয় করে (অর্থাৎ জীব ভিক্ষার জন্য অধাম্মিক লোকদিগের সেবা করিয়া থাকে); কখনও বা মরীচিকায় জলপান করিবার আশায় তৎপ্রতি ধাবিত হয় (অর্থাৎ যাহারা দরিদ্রকে অন্নাদি দান করে না, তাদৃশ কৃপণ ব্যক্তির নিকট ভিক্ষার্থ গমন করিয়া ক্লেশমাত্রই প্রাপ্ত হয়; ভিক্ষালাভ হয় না) ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—অদৃশ্যানাং ঝিল্লীনাং ভৃঙ্গারিকাখ্য-কীটবিশেষাণামিব পরোক্ষমপ্রিয়বক্তৃণাং স্বনৈঃ কটু-ভাষণৈঃ কর্ণয়োঃ শূলো ব্যথা যস্য সঃ। উলূকানামিব প্রত্যক্ষমপ্রিয়বক্তৃণাং বাগ্‌ভিঃ কটুভাষিতৈর্ব্যথিত-মনাঃ। যেষাং ছায়াপি পাপহেতুস্তান্ অপুণ্যবৃক্ষানিব অধাম্মিকলোকান্ ভিক্ষার্থং সেবতে মরীচিতোয়তুল্যান্ অদাতৃলোকানপি কৃচিদ্ভিক্ষার্থং গচ্ছতি ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অদৃশ্য-ঝিল্লীস্বন'—ইত্যাদি, অদৃশ্য ঝিল্লী অর্থাৎ ভৃঙ্গারিকা নামক কীট-বিশেষ (ঝিঁ ঝিঁ পোকা), তাহাদের ন্যায় পরোক্ষে অপ্রিয়-ভাষিগণের কটু ভাষণের দ্বারা কর্ণদ্বয়ের শূল ব্যথা হইয়াছে যাহার, সেই ব্যক্তি। উলূকগণের ন্যায় প্রত্যক্ষে অপ্রিয়বাদিদের কটুবাক্যে ব্যথিতচিত্ত। যাহাদের ছায়াও পাপের হেতু, সেই সকল অপুণ্য বৃক্ষের ন্যায় অধাম্মিকগণকে ভিক্ষার নিমিত্ত সেবা করিয়া থাকে। 'মরীচিতোয়ানি'—মরীচিকার জলরাশির ন্যায় নিষ্ফল জানিয়াও, যাহারা কোনদিন দান করে না, সেইরূপ অদাতাগণের নিকট কখন ভিক্ষার জন্য গমন করে ॥ ৫ ॥

কৃচিদ্বিতোয়াঃ সরিতোঽভিযাতি
পরস্পরং বালষতে নিরন্ধঃ।
আসাদ্য দাবং কৃচিদগ্নিতপ্তো
নির্ব্বিদ্যতে কৃ চ যক্ষৈর্হৃতাসুঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—কৃচিৎ (কদাচিৎ) বিতোয়াঃ (জলহীনাঃ) সরিতঃ (নদীঃ প্রতি গত্বা) অভিযাতি (দুঃখম্ আপ্নোতি, যথা বিতোয়াসু সরিৎসু পতিতস্য জনস্য গাত্রভঙ্গাৎ সদ্যঃ দুঃখং ভবতি ন চোদকলাভঃ তদ্বদিহ পরত্র চ দুঃখদান্ নিষ্ফলান্ পাষণ্ডাশ্রয়ান্ অভিযাতি আশ্রয়তে, ন সুখং লভতে; তথা কদাচিৎ) বা নিরন্ধঃ (অন্নহীনঃ সন্) পরস্পরং (দায়াদেভ্যঃ অন্নম্) আলষতে (অভিবাঞ্ছিত) কৃচিৎ দাবং (দাবাগ্নিতুল্যং সন্তাপপ্রদং গৃহম্) আসাদ্য (প্রাপ্য) অগ্নিতপ্তঃ (শোকাগ্নিনা তপ্তঃ সন্) নির্ব্বিদ্যতে (বিষীদতি) কৃ চ (কৃচিৎ) যক্ষৈঃ (যক্ষরাক্ষসতুল্যৈঃ রাজভিঃ) হৃতাসুঃ (হৃতম্ অসুবৎ প্রেষ্ঠং ধনং যস্য সঃ অপহৃত-প্রাণতুল্যধনঃ সন্ মৃৎতুল্যঃ মূচ্ছিতঃ ধিক্ মাং ধনরহিতমিতি নির্ব্বিদ্যতে বিষীদতি ইত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—কখনও বা জলশূন্য নদীর দিকে ধাবিত হইয়া দুঃখ পাইয়া থাকে (অর্থাৎ জলহীন নদীতে পতিত হইলে যেরূপ অঙ্গভঙ্গজনিত ক্লেশই হইয়া থাকে, জল লাভ হয় না, সেইরূপ সংসারিজীব সুখের জন্য ইহপরকালে দুঃখপ্রদ পাষণ্ড মতকে আশ্রয় করে, তাহাতে দুঃখ ব্যতীত সুখলাভ হয় না); কখন বা অন্নাভাবে দায়াদগণের নিকট অন্নাদি প্রার্থনা করে; আবার কখন দাবাগ্নি-সদৃশ গৃহকে প্রাপ্ত হইয়া শোকানলে সন্তপ্ত ও বিষণ্ণ হইয়া পড়ে। কখন যক্ষসদৃশ রাজগণ তাহার প্রাণতুল্য ধনসমূহ অপহরণ করে; তখন সে দুঃখে ম্রিয়মাণ হয় ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—বিতোয়াসু সরিৎসু পতিতস্য গাত্রভঙ্গাৎ সদ্যো দুঃখং ভবতি ন চোদকলাভস্তদিহ চ পরত্র চ দুঃখদান্ পাষণ্ডানভিযাতি আলষতে অভিলষতি; নিরন্ধানিতি নিরন্নশ্চেতি পাঠদ্বয়ং উভয়ত্র পক্ষে সাম্যম্। দাবং দাবাগ্নিতুল্যং দুঃখদং গৃহং প্রাপ্য শোকাগ্নিনা তপ্তো নির্ব্বিদ্যতে বিষীদতি। যক্ষরাক্ষস-তুল্যৈঃ রাজভির্হৃতমসুবৎ প্রেষ্ঠং ধনং যস্য সঃ ধিঙমাং ধনরহিতমিতি নির্ব্বিদ্যতে। কদাচিৎ অন্যৈঃ শূরৈঃ সংগ্রামে বিজয়িভিশ্চ হৃতধনঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিতোয়াঃ সরিতঃ'—যেমন

জলহীন নদীতে পতিত ব্যক্তির গাত্রাদি ভঙ্গজনিত সদ্য দুঃখই হয়, কিন্তু জললাভ হয় না, তদ্রূপ ইহকালে ও পরকালে দুঃখপ্রদ পাষণ্ডিগণের নিকট গমন করিয়া পাষণ্ডমত অভিলাষ করে। 'নিরন্ধঃ' এবং 'নিরন্নঃ'—এই উভয় পাঠে, অন্নহীন হইয়া—এই সমান অর্থ। 'দাবং'—দাবাগ্নিতুল্য দুঃখপ্রদ গৃহ প্রাপ্ত হইয়া শোকাগ্নিতে তপ্ত হওয়ায় বিষণ্ণ হয়। কখন বা যক্ষ, রাক্ষসতুল্য রাজগণের দ্বারা প্রাণতুল্য শ্রেষ্ঠ ধন অপহৃত হওয়ায় 'নির্দ্ধন আমাকে ধিক্'—এইরূপ বলিয়া 'নির্ব্বিদ্যতে'—খেদপ্রাপ্ত হয়। আবার কখন সংগ্রামে বিজয়ী বীরগণের দ্বারা ধন হৃত হওয়ায় নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হয় ॥ ৬ ॥

শূরৈর্হৃতস্বঃ ক্ব চ নির্ব্বিণ্ণচেতাঃ
শোচন্ বিমুহ্যন্নুপযাতি কশ্মলম্।
কৃচিচ্চ গন্ধর্ব্বপুরং প্রবিষ্টঃ
প্রমোদতে নির্ব্বৃতবন্মুহূর্ত্তম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ক্ব চ (কৃচিৎ) শূরৈঃ (প্রবলৈঃ পরস্বাপহরণ পটুভিঃ গ্রাম্যাধিপতিভিঃ) হৃতস্বঃ (হৃতং স্বং বিত্তং যস্য সঃ অপহৃতদ্রব্যঃ অতএব) নির্বিণ্ণচেতাঃ (নির্ব্বিণ্ণং বিষণ্ণং চেতঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ দুঃখিতচিত্তঃ সন্) শোচন্ বিমুহ্যন্ (মায়য়া বিমুগ্ধঃ চ সন্) কশ্মলং (মূর্চ্ছাম্) উপযাতি (প্রাপ্নোতি); কৃচিচ্চ গন্ধর্ব্বপুরম্ (ইব মনোরথোপগতং বস্তুতঃ অস্থিরং সুখাজনকং চ পিতৃপুত্রাদিসমাজং) প্রবিষ্টঃ (সন্) নির্ব্বৃতবৎ (পরমশান্তিম্ আপন্নঃ ইব) মুহূর্ত্তং (মুহূর্ত্তমাত্রং) প্রমোদতে (কিয়ৎকালম্ আনন্দমনুভবতি ইত্যর্থঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—কোন স্থানে প্রবল ব্যক্তি তাহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করে, তখন সে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয় এবং সেই সকলের জন্য শোক করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে; কোথাও বা গন্ধর্ব্বপুর সদৃশ পিতা-পুত্র-ধন ও ঐশ্বর্য্যাদির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নির্ব্বৃতের ন্যায় মুহূর্ত্তকাল সুখানুভব করে ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—গন্ধর্ব্বপুরমিব মনোরথোপলব্ধং পুত্রকলত্রধনৈশ্বর্য্যং প্রবিষ্টঃ প্রাপ্নুবন্ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গন্ধর্ব্বপুরং'—মনোরথোপলব্ধ (নশ্বর) গন্ধর্ব্বপুরীর ন্যায় পুত্র, কলত্র, ধন ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া (মুহূর্ত্তকাল সুখী ব্যক্তির ন্যায় প্রমোদ উপভোগ করে) ॥ ৭ ॥

চলন্ কৃচিৎ কণ্টকশর্করাঙ্ঘ্রি-
র্নগান্ রুরুক্ষুর্বিমনা ইবাস্তে।
পদে পদেঽভ্যন্তরবহ্নিনাদিতঃ
কৌটুম্বিকঃ ক্রুধ্যতি বৈ জনায় ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—কৃচিৎ নগান্ রুরুক্ষুঃ (গর্ব্বতারোহণবৎ দুষ্করং শাস্ত্রোদিতকর্ম্ম নুষ্ঠাতুমিচ্ছুঃ) চলন্ (গচ্ছন্) কণ্টকশর্করাঙ্ঘ্রিঃ (কণ্টকৈঃ প্রস্তরখণ্ডৈশ্চ শর্করাভিঃ সূক্ষ্মপাষাণৈঃ বিরুদ্ধচরণঃ, যথা পর্ব্বতারোঢুং ন শক্তঃ তথা কণ্টকাদি তুল্যৈঃ গার্হস্থ্যধর্ম্মাদিরূপৈঃ বিঘ্নৈঃ শিথিলক্রিয়ঃ সন্) বিমনা ইব আস্তে (বিষণ্ণঃ ভবতি অথ অয়ং) কৌটুম্বিকঃ (কুটুম্বে মমত্বাক্রান্তঃ জনঃ) অভ্যন্তরবহ্নিনা (জঠরাগ্নিনা) অদিতঃ (পীড়িতঃ বুভুক্ষিতঃ সন্) পদে পদে (ক্ষণে ক্ষণে) জনায় (দারপুত্রাদিভ্যঃ) ক্রুধ্যতি বৈ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—কোথাও পর্ব্বতে উঠিতে বাসনা করিয়া চলিতে আরম্ভ করে; তখন পাদুকাদি-অভাবে তাহার পদ কণ্টক-কঙ্করাদি দ্বারা বিদ্ধ হয় এবং তজ্জন্য অত্যন্ত দুঃখ হইয়া থাকে (অর্থাৎ জীব কখনও পর্ব্বতারোহণের ন্যায় শাস্ত্রোদিত সুদুষ্কর কর্ম্ম নুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সহায় সম্পদের অভাবে সেই সকল কর্ম্ম সম্পাদনে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তখন সে 'আমি কিরূপে এই কার্য্য সমাধা করিব'—এইরূপ চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া সর্ব্বদা অন্যমনস্ক থাকে)। কখনও কোন কুটুম্বাসক্ত ব্যক্তি জঠরানলে পীড়িত হইয়া অনুক্ষণ স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—নগান্ রুরুক্ষুঃ নগং মহাপর্ব্বতমিব কন্যাপুত্রোদ্বাহাদিকং যশঃ আরুরুক্ষুঃ প্রাপ্তুমিচ্ছুবিমনাঃ কথমেতৎ পারং প্রাপ্স্যামীতি ভাবয়ন্নাস্তে। যতঃ পাদুকাসদ্যভাবাৎ কণ্টকাদিবিদ্ধাঙ্ঘ্রিঃ, পক্ষে সহায়াদ্যভাবাৎ বিঘ্নাভিভূতঃ, অভ্যন্তরেণ বহ্নিনা জাঠরেণ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নগান্ রুরুক্ষুঃ'—মহাপর্ব্ব-

তের ন্যায় কন্যা-পুত্রাদির বিবাহরূপ যশঃ লাভের ইচ্ছা করিয়া, 'বিমনাঃ'—কিরূপে ইহা পার হইব—এইরূপ চিন্তাগ্রস্ত হয়। যেহেতু যেমন পাদুকাদির অভাবে কণ্টকাদির দ্বারা (পর্ব্বতারোহী) বিদ্ধাঙ্ঘ্রি (পদে আঘাত প্রাপ্ত) হয়, সেইরূপ সহায়াদির অভাবে (কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি) বিঘ্নাভিভূত হইয়া পড়ে। 'অভ্যন্তর-বহ্নিনা'—জঠরাগ্নির জ্বালায় (পীড়িত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে অপরের উপর ক্রুদ্ধ হয়।) ॥ ৮ ॥

———

কৃচিন্নিগীর্ণোহজগরাহিনা জনো
নাবৈতি কিঞ্চিদ্বিপিনেহপবিদ্ধঃ।
দষ্টঃ স্ম শেতে কৃ চ দন্দশূকৈ-
রন্ধোহন্ধকূপে পতিতস্তমিস্রে ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—কৃচিৎ (অয়ং) জনঃ অজগরাহিনা (অজগরসর্পতুল্যয়া নিদ্রয়া) নিগীর্ণঃ (গিলিতঃ গ্রস্তঃ সন্) ন কিঞ্চিৎ (অপি) অবৈতি (জানাতি।) বিপিনে (বনে) অপবিদ্ধঃ (ত্যক্তঃ শব ইব তিষ্ঠতি) কৃ চ (কৃচিচ্চ) দন্দশূকৈঃ (সর্পতুল্যৈঃ হিংস্রৈঃ দুর্জ্জনৈঃ) দষ্টঃ (পীড়িতঃ) অন্ধঃ (বিবেকরহিতঃ ভূত্বা) তমিস্রে (দুঃখাদিভিঃ ব্যাপ্তে) অন্ধকূপে (মোহে) পতিতঃ (সন্) শেতে স্ম (অবতিষ্ঠতি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—কখনও বা অজগর সর্প সেই ব্যক্তিকে বিষদংশনে নাশ করে ; তখন সে বনমধ্যে পরিত্যক্ত শবের ন্যায় পড়িয়া থাকে, কিছুই বুঝিতে পারে না (অর্থাৎ অজগর সর্পসদৃশ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া মানব সুখদুঃখাদি কিছু অনুভব করিতে পারে না)। কখন হিংস্র জন্তুগণ তাহাকে দন্তাঘাত করে (অর্থাৎ দুর্জ্জনগণ নানাবিধ পীড়া প্রদান করে) ; তখন সে বিবেকরহিত হইয়া, ঘন-তমসাবৃত অন্ধকূপে পতিত হয় (অর্থাৎ দুঃখাদিপূর্ণ মায়ামোহে নিমগ্ন হয়) ॥৯॥

বিশ্বনাথ—অজগরাহিনা নিদ্রারূপেণ অপবিদ্ধঃ বন্ধুভিরপ্রবোধিতঃ দন্দশূকৈরিব দুর্জ্জনৈঃ পীড়িতঃ অন্ধো বিবেকহীনঃ। অন্ধকূপে মোহে তমিস্রে তমোবৃতে পক্ষে দুঃখময়ে ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অজগরাহিনা'—কখন অজগর সর্পসদৃশ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে ; 'অপবিদ্ধঃ'—বন্ধুগণ কর্ত্তৃক অপ্রবোধিত হওয়ায়, 'দন্দশূকৈঃ'—দংশনকারী হিংস্র জন্তুতুল্য দুর্জ্জনের দ্বারা পীড়িত হইয়া, 'অন্ধ' অর্থাৎ বিবেকহীন হয়। 'অন্ধকূপে'—মোহরূপ অন্ধকূপে নিপতিত হইয়া দুঃখময় অন্ধকারে নিমগ্ন হয় ॥ ৯ ॥

———

কর্হিস্মচিৎ ক্ষুদ্ররসান্ বিচিন্বং-
স্তন্মক্ষিকাভির্ব্যথিতো বিমানঃ।
তত্রাতিকৃচ্ছ্রাৎ প্রতিলব্ধমানো
বলাদ্বিলুম্পন্ত্যথ তাংস্ততোহন্যে ॥ ১০ ॥

অন্বয়—কর্হিস্মচিৎ (কদাচিৎ) ক্ষুদ্ররসান্ (পক্ষে পরদারাদীন্) বিচিন্বন্ তৎ মক্ষিকাভিঃ (ভ্রমরৈঃ পক্ষে তৎ স্বামিভিঃ রাজভিশ্চ) বিমানঃ (তাড়িতঃ সন্) ব্যথিতঃ (ভবতি) তত্র (যদি) অতিকৃচ্ছ্রম্ (অতিকষ্টেন ধনব্যয়াদিনা) প্রতিলব্ধমানঃ (প্রাপ্তপরদারসম্ভোগঃ ভবতি) অথ (অনন্তরং) ততঃ (তস্মাৎ জনাৎ) অন্যে (বলিনঃ) বলাৎ তান্ (মধুতুল্যান্ পরদারাদীন্) বিলুম্পন্তি (হরন্তি স তু ভোক্তুং ন শক্নোতি ইত্যর্থঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—কেহ কোন স্থানে যৎকিঞ্চিৎ মধু (অর্থাৎ পরদারাদি) অন্বেষণ করিতে গিয়া তথায় মধুমক্ষিকা (অর্থাৎ সেই স্ত্রীগণের স্বামী, শ্বশুর প্রভৃতি আত্মীয়গণ) দ্বারা তাড়িত হইয়া যাতনা ভোগ করে। ধনাদি ব্যয় করিয়া বহু কষ্টে যদিও কিঞ্চিৎ মধু (পরদার-সম্ভোগ) লাভ হয়, তাহা হইলে অন্যে তাহার নিকট হইতে ঐ মধু অপহরণ করে, সে ভোগ করিতে পায় না ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষুদ্ররসান্ পরদারান্ তন্মক্ষিকাভিস্তদ্ভর্তৃশ্বশ্রূদিভির্বিমানো বিগতমানঃ কৃতো ব্যথিতো ভবতি। যদি কথঞ্চিত্তত্রাতিক্লেশেন ধনব্যয়াদিনা প্রতিলব্ধমানঃ প্রাপ্তপরদারসম্ভোগস্তদা তান্ দারান্ অন্যে বিলুম্পন্তি ততোহপ্যধিকবিত্তব্যয়েনান্যেহপীত্যেবম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষুদ্ররসান্'—যৎকিঞ্চিৎ মধুতুল্য পরস্ত্রী-সম্ভোগ করিতে গিয়া, 'তন্মক্ষিকাভিঃ'—মক্ষিকাতুল্য তাহার ভর্ত্তা, শাশুড়ী প্রভৃতির দ্বারা, 'বিমানঃ'—অপমানিত হইয়া ব্যথিত হয়। যদি বা কোন প্রকারে অতিক্লেশে ধন-ব্যয়াদির দ্বারা পরদার-

সম্ভোগ প্রাপ্তও হয়, তখন তাহা হইতে অধিক ধন-ব্যয়ে অন্য কোন লোক সেই পরস্ত্রীকে অপহরণ করে, এবং সেই অপহরণ-কারিগণের নিকট হইতেও অন্য লোকেরা ঐ মধু বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করে (কাজেই মধু অন্বেষণকারী বণিকের ন্যায় জীবের আর উহা ভোগ হয় না।) ॥ ১০ ॥

কৃচিচ্চ শীতাতপবাতবর্ষ-
প্রতিক্রিয়াং কর্ত্তুমনীশ আস্তে।
কৃচিন্মিথো বিপণন্ যচ্চ কিঞ্চিদ্-
বিদ্বেষমৃচ্ছত্যুত বিত্তশাঠ্যাৎ ॥ ১১ ॥

অন্বয়—কৃচিচ্চ শীতাতপবাতবর্ষপ্রতিক্রিয়াং শীতাদীনাং প্রতিক্রিয়ানিবারণং) কর্ত্তুম্ (শীতাদিনিবারক-বস্ত্রগৃহাদিকং সম্পাদয়িতুম্) অনীশঃ (অসমর্থঃ সন্ দুঃখিত এব) আস্তে (তিষ্ঠতি)। কৃচিৎ (চ) মিথঃ (পরস্পরং) বিপণন্ (ক্রয়বিক্রয়াদিভিঃ ব্যবহরন্) যচ্চ কিঞ্চিৎ উত (স্বল্পমপি ধনমপহরন্) বিত্তশাঠ্যাৎ (ধনবঞ্চনাৎ হেতোঃ) বিদ্বেষং (শত্রুভাবম্) ঋচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—কোথাও কতকগুলি লোক শীত, গ্রীষ্ম, বায়ু, বর্ষা প্রভৃতির প্রতিকার করিতে না পারিয়া দুঃখিতের ন্যায় অবস্থান করে। কেহ বা যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য ক্রয় করিয়া পরস্পর বিনিময় করিয়া থাকে ; এবং ধনবঞ্চনাদি জন্য অপরের বিদ্বেষ ভাজন হয় ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—মিথো বিপণন্ বিপণয়ন্ ক্রয়বিক্রয়াদিনা ব্যবহরন্ বিত্তশাঠ্যাৎ ধনবঞ্চনাৎ বিদ্বেষং প্রাপ্নোতি ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মিথো বিপণন্'—কোন স্থানে বা তাহারা পরস্পর ক্রয়-বিক্রয়াদির দ্বারা (ধনাদি সংগ্রহ করিলেও), 'বিত্তশাঠ্যাৎ'—ধনবঞ্চনাদির জন্য অপর সকলের বিদ্বেষভাজন হয় ॥ ১১ ॥

কৃচিৎ কৃচিৎ ক্ষীণধনস্তু তস্মিন্
শয্যাসনস্থানবিহারহীনঃ।
যাবৎ পরাদপ্রতিলব্ধকামঃ
পারক্যদৃষ্টির্লভতেঽবমানম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—কৃচিৎ কৃচিৎ তু তস্মিন্ (ভবারণ্যে) ক্ষীণধনঃ (ক্ষীণং ধনং যস্য সঃ অতএব) শয্যাসন-স্থানবিহারহীনঃ (শেতে অস্যামিতি শয্যা-পর্য্যঙ্কাদি, আস্যতে অস্মিন্ ইত্যাসনং কম্বলাদি, স্থীয়তে অস্মিন্নিতি স্থানং গৃহাদি, বিহরন্তি অনেনেতি বিহারঃ যানাদিঃ, তৈঃ শয্যাদিভিঃ বিহীনঃ সন্ অতঃপরং যাচমানঃ) যাবৎ (যদা) পরাৎ (পরস্মাৎ জনাৎ) অপ্রতিলব্ধকামঃ (অপ্রাপ্তকামঃ তদা) পারক্যদৃষ্টিঃ (পারক্যে পরকীয়ে বস্তুনি দৃষ্টিঃ অভিলাষঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্ সঃ জনঃ ততঃ) অবমানম্ (অবজ্ঞাং) লভতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—এই ভবাটবীতে কোন কোন স্থানে ধনহীন দরিদ্র ব্যক্তি শয্যা, আসন, স্থান (গৃহাদি) ও বিহারদ্রব্যের অভাবে অপরের নিকট ভিক্ষা করে ; কিন্তু যখন তথায় বাসনা পূর্ণ হয় না, তখন সে পরস্বহরণে ইচ্ছা করে এবং তজ্জন্য অপমানিত হইতে থাকে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—পরাৎ পরস্মাৎ যাচ্যমানাদপি অপ্রাপ্ত-ধনো ভবেত্তদা পারক্যে পরকীয়ে বস্তুনি দৃষ্টির-ভিলাষো যস্য সোঽবমানং প্রাপ্নোতি ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরাদ্ অপ্রতিলব্ধকামঃ'—অপরের নিকট যাচ্ঞা করিয়াও কিছু ধন না পাইলে, তখন 'পারক্য-দৃষ্টিঃ'—পরকীয় বস্তুতে অভিলাষ করে এবং তজ্জন্য অপমানিত হয় ॥ ১২ ॥

অন্যোন্যবিত্তব্যতিষঙ্গবৃদ্ধ-
বৈরানুবন্ধো বিবহন্ মিথশ্চ।
অধ্বন্যমুষ্মিন্নুরুকৃচ্ছ্র বিত্ত-
বাধোপসর্গৈর্বিহরন্ বিপন্নঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(অত্র সংসারারণ্যে) অন্যোন্যবিত্ত-ব্যতিষঙ্গবৃদ্ধবৈরানুবন্ধঃ (অন্যোঽন্যং বিত্তব্যতিষঙ্গেণ ধনবিনিময়েন বৃদ্ধঃ বৈরানুবন্ধঃ যস্য সঃ তথাবিধঃ ভবতি। কৃচিচ্চ) মিথঃ (পরস্পরং) বিবহন্ (বিবাহাদিকং কুর্ব্বন্) অমুষ্মিন্ অধ্বনি (সংসারমার্গে) বিহরন্ (ভ্রমন্) উরুকৃচ্ছ্র বিত্তবাধোপসর্গৈঃ (উরুভিঃ কৃচ্ছ্রৈঃ কষ্টৈঃ বিত্তবাধৈঃ অন্যৈঃ উপসর্গৈঃ রোগা-

দিভিশ্চ) বিপন্নঃ (বিপদং প্রাপ্তঃ সন্ মৃতপ্রায়ঃ ভবতি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—কেহ বা পরস্পর ধনবিনিময়াদি দ্বারা শত্রুতা বৃদ্ধি করিতে থাকে ; কেহ বা পরস্পরের সহিত বিবাহ প্রভৃতি বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া এই ভবাটবীতে ভ্রমণ করে, এবং কঠোর পরিশ্রম, ধনক্ষয় ও রোগাদি অন্যান্য উপসর্গ দ্বারা বিপদগ্রস্ত হইতে থাকে ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—এবমন্যোঽন্যবিত্তস্য ব্যতিষঙ্গেণ পরস্পরাসক্ত্যা পরস্পরজিঘৃক্ষয়া বিরূঢ়ো বৈরানুবন্ধো যস্য তথাবিধোঽপি পরস্পরং বিবহন্ বিবাহাদিসম্বন্ধং কুর্ব্বন্। অধ্বনি বিহরন্ ভ্রমন্ উরুভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্বিত্ত-বাধৈরুপসর্গৈ রোগাদিভিশ্চ বিপন্নো মৃতপ্রায়ো ভবতি ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্যোন্য-বিত্ত-ব্যতিষঙ্গ'—ইত্যাদি, এইরূপ সেই অরণ্যপথে (সংসারমার্গে) তাহারা পরস্পর ধন-সম্পত্তির বিনিময় করিতে যাইয়া প্রবল শত্রুতার সৃষ্টি করিলেও, 'মিথঃ বিবহন্'—পরস্পর বিবাহাদি সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। 'অধ্বনি'—এই সংসারমার্গে পরিভ্রমণ করিতে করিতে, 'কৃচ্ছ্র-বিত্ত'—ইত্যাদি কঠোর শ্রম, অর্থহানি ও রোগাদির দ্বারা 'বিপন্ন', অর্থাৎ মৃতপ্রায় হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

———

তাংস্তান্ বিপন্নান্ স হি তত্র তত্র
বিহায় জাতং পরিগৃহ্য সার্থঃ।
আবর্ত্ততেঽদ্যাপি ন কশ্চিদত্র
বীরাধ্বনঃ পারমুপৈতি যোগম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়—(হে) বীর, বিপন্নান্ (নষ্টান্ মৃতান্) তান্ তান্ (পিত্রাদীন্) তত্র তত্র বিহায় (ত্যক্ত্বা) জাতং (জাতং নবীনং পুত্রাদিকং) পরিগৃহ্য (আদায়) স হি সার্থঃ (জীবঃ) অত্র (এব ভবাধ্বনি) আবর্ত্ততে (ভ্রমতি। এবং) কশ্চিৎ (অতিসমর্থঃ অপি জনঃ) যোগং (ভগবদ্ভক্তিলক্ষণং সাধনম্) অধ্বনঃ (সংসারস্য) পারং (হরিং চ) (অদ্যাপি ন উপৈতি) (ন প্রাপ্নোতি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে বীর, লোক মৃত পিত্রাদিকে পরিত্যাগ করিয়া, নবজাত পুত্রাদি লইয়া এই ভবাটবীতে ভ্রমণ করে। এইরূপ কোনও সমর্থ পুরুষও ভগবদ্ভক্তিযোগ ও সংসারাতীত শ্রীহরিকে আজ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে নাই ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—বিপন্নান্ মৃতান্ বিহায় জাতং জাতং পরিগৃহ্য চলন্নদ্যাপি নাবর্ত্ততে, যতশ্চলিতস্তং পরমেশ্বরং প্রতীত্যর্থঃ। তৎপ্রাপ্তিসাধনযোগমুপায়ং ভক্তি-জ্ঞানাদিকং পারং পারপ্রাপকং ন উপৈতি অত্র সার্থেষু মধ্যে কশ্চিদপি ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিপন্নান্'—মৃত ব্যক্তিদের পরিত্যাগ করিয়া, 'জাতং জাতং'—নূতন নূতন (নব-জাত) সন্তানদের লইয়া চলিতে থাকিলেও আজ পর্য্যন্ত কেহই প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। কোথায় ? তাহাতে বলিতেছেন—যে স্থান হইতে (নিজ কর্ম্ম-দোষে) চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই পরমেশ্বরের প্রতি—এই অর্থ। 'অত্র'—সেই সার্থগণের (জীবলোকের) মধ্যে কোন ব্যক্তিও, 'যোগং'—তাঁহার প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ ভক্তি বা জ্ঞানাদি যোগ, যাহা পার-প্রাপক (পারং), তাহা অদ্যাপি লাভ করিতে পারে নাই ॥ ১৪ ॥

———

মনস্বিনো নির্জ্জিতদিগ্‌গজেন্দ্রা
মমেতি সর্ব্বে ভুবি বদ্ধবৈরাঃ।
মৃধে শয়ীরন্ ন তু তদ্‌ব্রজন্তি
যন্ন্যস্তদণ্ডো গতবৈরোঽভিযাতি ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—মনস্বিনঃ (শূরাঃ) নির্জ্জিতদিগ্‌গজেন্দ্রাঃ (নির্জ্জিতাঃ দিগ্‌গজেন্দ্রাঃ যৈঃ তথাভূতা অপি) মম ইতি (মমেয়ং ভূমিঃ মম ইয়ং ভূমিঃ ইতি অভিমান-নিমিত্তভূতায়াং) ভুবি বদ্ধবৈরাঃ (বদ্ধং বৈরাং যৈস্তে তথাভূতাঃ সন্তঃ) সর্ব্বে (অপি) মৃধে (যুদ্ধে কেবলং) শয়ীরন্ (শরীরান্ প্রাণান্ চ ত্যক্তবন্তঃ পরং তু) যৎ (অধ্বনঃ পরং ভগবৎপদং) গতবৈরঃ ন্যস্তদণ্ডঃ (সন্ন্যাসীজনঃ) অভিযাতি (তদ্বিষ্ণোঃ পদং গচ্ছতি) তৎ তু ন ব্রজন্তি ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—যে সকল বলবান্ ব্যক্তি দিগ্‌গজ-দিগকে জয় করিতে পারে, তাহারাও "এই ভূমি আমার" এইরূপ অভিমান-বশতঃ পরস্পরের সহিত শত্রুতা করিয়া যুদ্ধে সকলেই প্রাণত্যাগ করে, সুতরাং

নির্ব্বৈর সন্ন্যাসিগণ ভগবানের যে পরমপদ প্রাপ্ত হ'ন, তাহারা সে পদলাভে সমর্থ হয় না ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবাহ—মনস্বিনঃ শূরা নির্জ্জিতেত্যাতি-দূরবর্ত্তিনো দিগ্‌গজেন্দ্রানপি নির্জ্জয়ন্তি স্ম, নত্বতি-নিকটবর্ত্তিনঃ একাদশেন্দ্রিয়ভটানপি ইতি ব্যবহার এব তেষাং শৌর্য্যং ন তু পরমার্থ ইতি ভাবঃ। ততো মমেত্যাদি পরমার্থতঃ শূরমাহ—ন্যস্তেতি। গত-বৈরত্বেন ন্যস্তদণ্ডত্বমেব শৌর্য্যমিতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাই বলিতেছেন—'মন-স্বিনঃ', বীরগণ 'নির্জ্জিত্য'—অতিদূরবর্ত্তী দিক্‌গজেন্দ্র-দিগকেও পরাজিত করেন, কিন্তু অতিশয় নিকটবর্ত্তী একাদশ (ইন্দ্রিয়রূপ) পদাতিক সৈন্যগণকেও পরা-ভূত করিতে পারেন না, এইরূপ ব্যবহারেই তাহাদের শৌর্য্য, কিন্তু উহা পরমার্থে নহে—এই ভাব। 'ততো মম' ইত্যাদি, অতএব তাহারা 'এই ভূমি আমার'—এইরূপ অভিমানবশতঃ ভূমির জন্য শত্রুতাপরায়ণ হইয়া সংগ্রাম-ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। পর-মার্থতঃ বীরগণকে বলিতেছেন—'ন্যস্তদণ্ডঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ বৈরভাবহীন সন্ন্যাসিগণের প্রাপ্য যে বিষ্ণুর পরম পদ, তাহা তাহারা লাভ করিতে পারে না। 'গতবৈরত্বেন'—নির্ব্বৈর হইয়া 'ন্যস্তদণ্ডত্ব'—অর্থাৎ সকল প্রাণীর প্রতি অভয়প্রদত্বই শৌর্য্য (বীরত্ব)—এই ভাব ॥ ১৫ ॥

———

প্রসজ্জতি ক্বাপি লতাভুজাশ্রয়-
স্তদাশ্রয়াব্যক্তপদদ্বিজস্পৃহঃ।
ক্বচিৎ কদাচিদ্ধরিচক্রতস্ত্রসন্
সখ্যং বিধত্তে বককঙ্কগৃধ্রৈঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—ক্বাপি (কদাচিৎ) লতাভুজাশ্রয়ঃ (লতানাং ভুজাঃ শাখাঃ তত্তুল্যসুকুমারস্ত্রীভুজাশ্রয়ঃ সন্) তদাশ্রয়াব্যক্তপদদ্বিজস্পৃহঃ (তদাশ্রয়া কামিনী-লতাশ্রয়া অব্যক্তপদা অস্ফুটাক্ষরাঃ কলভাষিণঃ যে দ্বিজাঃ পক্ষিণঃ তত্তুল্যেষু স্ত্রীসঙ্গপ্রসক্তেষু অপত্যেষু স্পৃহা যস্য সঃ তাদৃশঃ ভবতি)। ক্বচিৎ কদাচিৎ হরিচক্রতঃ (হরিচক্রং সিংহসমূহঃ তত্তুল্যাৎ কাল-চক্রনিমিত্তাৎ জন্মমরণাদেঃ) ত্রসন্ (বিভ্যৎ তৎ পরি-হারায়) বককঙ্কগৃধ্রৈঃ (বকাদিবৎ বঞ্চকৈঃ ক্ষুদ্রৈঃ ক্রূরৈশ্চ পক্ষে পাষণ্ডৈঃ সহ) সখ্যং বিধত্তে (করোতি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—কোথাও কোন ব্যক্তি ব্রততীর অঙ্গ অবলম্বন করিয়া তদাশ্রিত বিহঙ্গকুলের অস্ফুট কলধ্বনি শ্রবণ করিতে বাসনা করে (অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ ও তন্মুখ-বাক্য-শ্রবণাদি সুখসম্ভোগ করিতে করিতে পুত্র-মুখ দর্শন করিবার অভিলাষ করে) ; কখনও বা সে সিংহভয়ে ভীত হইয়া কঙ্ক, গৃধ্র ও বকাদিসহ সখ্য-বিধান করে (অর্থাৎ কালচক্রভয়ে ভীত হইয়া বঞ্চক, কুবুদ্ধি-বিশিষ্ট পাষণ্ডগণের সহিত মিলিত হয়) ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—সিংহাবলোকেন পুনর্ভবাটবীমেবানু-বর্ণয়তি প্রসজ্জতীতি। লতানাং স্ত্রীণাং ভুজান্ স্পর্শসুখানাশ্রয়ত ইতি সঃ। তদাশ্রয়েষু লতাবলম্বিষু সুপ্তত্বাদব্যক্তপদেষু দ্বিজেষু পক্ষিষু স্পৃহা দিদৃক্ষা যস্য সঃ। পক্ষে ভার্য্যোৎসঙ্গবর্ত্তিনি অস্ফুটাক্ষরভাষিণি দ্বাভ্যাং স্ত্রীপুংসাভ্যাং জাতত্বাৎ দ্বিজে বালকে দর্শন-স্পর্শনাদিস্পৃহা যস্য তাদৃশো ভূত্বা কদাচিৎ কালে ক্বাপি দেশে স্বয়মেব বা কথমরে সংসারং তরিষ্যসীতি দৈবাৎ পাষণ্ডানাং বাক্যেন বা হরিচক্রতঃ সিংহসঙ্ঘ-তুল্যাৎ কালচক্রাৎ ত্রসন্ ত্রস্যন্ তৎপরিহারায় তৈরেব পাষণ্ডৈরেবং সুখেন তরিষ্যসীতি প্রলোভিতো বকাদি-বদ্বঞ্চকৈঃ কুবুদ্ধিভিঃ ক্রূরৈস্তৈরেব পাষণ্ডিভিঃ সহ সখ্যং করোতি ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কথার উপসংহার করিয়াও 'সিংহাবলোকন' ন্যায়ে [অর্থাৎ সিংহ যেমন কোন মৃগ বধ করিয়া অগ্রপশ্চাৎ দৃষ্টিপাত করতঃ দেখে অন্য মৃগ আছে কিনা, তদ্রূপ বাক্যের পূর্ব্বে ও পরে অন্বয় স্থলে এই ন্যায়ের প্রবৃত্তি], পুনরায় সংসার অরণ্যেরই বর্ণনা করিতেছেন—'প্রসজ্জতি' ইত্যাদি। 'লতাভুজাশ্রয়ঃ'—লতারূপ স্ত্রীগণের বাহুযুগলের স্পর্শ-সুখ আশ্রয় করিয়াছে যে ব্যক্তি, তিনি। 'তদাশ্রয়া-ব্যক্ত'—ইত্যাদি, অরণ্যমধ্যে বণিকের দল লতা অব-লম্বন করিয়া সুপ্ত হয় তজ্জন্য অব্যক্ত কলরবকারী 'দ্বিজেষু'—পক্ষিগণের প্রতি স্পৃহাযুক্ত হয়, পক্ষে—ভার্য্যার ক্রোড়স্থিত অস্ফুটাক্ষরভাষী 'দ্বিজে'—অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ দুইজন হইতে জাত বলিয়া 'দ্বিজ'—বলিতে নিজ বালকের প্রতি দর্শন, স্পর্শনাদি স্পৃহা

যাহার, তাদৃশ হইয়া কোন সময়ে কোন দেশে স্বয়ংই, অথবা—'অরে ! কি করিয়া সংসার উত্তীর্ণ হইবি !' এইরূপ দৈবাৎ পাষণ্ডগণের বাক্যে, 'হরি-চক্রতঃ'—সিংহসমূহতুল্য কালচক্র হইতে ভীত হওয়ায় তাহার পরিহারের নিমিত্ত সেই পাষণ্ডগণের দ্বারাই 'এইভাবে সুখে উত্তীর্ণ হইবি'—এই প্রকারে প্রলোভিত হইয়া, বকাদির ন্যায় বঞ্চক, কুবদ্ধিসম্পন্ন, ক্রূর সেই পাষণ্ডিদিগেরই সহিত সঙ্গ করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

তৈর্ব্বঞ্চিতো হংসকুলং সমাবিশ-
ন্নরোচয়ন্ শীলমুপৈতি বানরান্ ।
তজ্জাতিরাসেন সুনির্ব্বৃতেন্দ্রিয়ঃ
পরস্পরোদ্বীক্ষণবিস্মৃতাবধিঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—তৈঃ (পাষণ্ডমার্গীয়ৈঃ) বঞ্চিতঃ (তত্র ফলাভাবং জ্ঞাত্বা) হংসকুলং (হংসানাং ব্রাহ্মণানাং কুলং) সমাবিশন্ (পুনঃ প্রবিশন্ তেষাং) শীলং (প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বকং পুনরুপনয়নাদ্যাচারম্) অরোচয়ন্ (পূর্ব্বদুর্ব্বাসনয়া অপ্রিয়ং পশ্যন্) বানরান্ (বানরতুল্যান্ ভ্রষ্টাচারান্ শূদ্রপ্রায়ান্ উপৈতি), তজ্জাতিরাসেন (তজ্জাতৌ রাসেন ভোজন-পান-স্ত্রীসঙ্গাদি-স্বাচ্ছন্দ্যেন) সুনির্ব্বৃতেন্দ্রিয়ঃ (প্রসন্নমনাঃ সন্) পরস্পরোদ্বীক্ষণবিস্মৃতাবধিঃ (স্ত্রী-পুরুষ-পরস্পরমুখোদ্বীক্ষণেন বিস্মৃতঃ জীবিতাবধিঃ মরণকালঃ যেন সঃ তাদৃক্ ভবতি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—আবার তাহাদের নিকটেও বঞ্চিত হইয়া সে হংসকুলে প্রবিষ্ট হয় (অর্থাৎ পাষণ্ডগণের আশ্রয়ে সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সে ব্রাহ্মণকুলে পুনঃ প্রবিষ্ট হয়); কিন্তু তৎপ্রতি তাঁহাদের আচরণও অভীপ্সিত না হওয়ায়, সে বানরগণের নিকটে গিয়া তজ্জাতীয় ক্রীড়াদ্বারা নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ করে এবং পরস্পর মুখাবলোকনাদি বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া মরণকাল বিস্মৃত হয় (অর্থাৎ তৎপ্রতি ব্রাহ্মণদের বিধিব্যবস্থাও তাহার মনোমত না হওয়ায় সে অবশেষে বানরতুল্য ভ্রষ্টাচার শূদ্রপ্রায় জনসমূহের সহিত মিলিত হয় এবং তাহাদের মত বিষয়-ব্যবহারে ব্যাপৃত থাকিয়াই সুখানুভব করে ও মৃত্যুর কথা ভুলিয়া যায়) ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—তৈর্বঞ্চিতস্তত্র ফলাভাবং জ্ঞাত্বা হংসানাং ব্রাহ্মণানাং কুলং প্রবিশন্ তেষাং শীলং প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বকং পুনরুপনয়নাদ্যাচারং অরোচয়ন্ স্বানভীপ্সিতং জানন্ বানরতুল্যান্ ভ্রষ্টাচারান্ শূদ্রপ্রায়ান্ লিঙ্গিন উপৈতি তজ্জাতৌ রাসেন ভোজন-পান-স্ত্রীসঙ্গাদিস্বাচ্ছন্দ্যেন পরস্পর-মুখোদ্বীক্ষণেন বিস্মৃতো জীবিতাবধির্মরণকালো যেন সঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পাষণ্ডগণের দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়া, সেখানে কোন সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, হংসতুল্য সৌম্য ব্রাহ্মণগণের কুলে প্রবেশ করে, কিন্তু তাঁহাদের 'শীলং'—আচরণ ব্যবস্থা অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক পুনরায় উপনয়নাদি আচারসকল, 'অরোচয়ন্'—নিজের মনোমত না হওয়ায়, বানরতুল্য ভ্রষ্টাচারী শূদ্রপ্রায় 'লিঙ্গী'দের (জীবিকার্থ জটাদিধারী ধর্ম্মধ্বজিগণের) নিকট উপনীত হয়। সেই জাতিতে ভোজন, পান (মদ্যাদি) ও স্ত্রীসঙ্গাদির স্বাচ্ছন্দ্য-বশতঃ পরস্পর মুখাবলোকনের দ্বারা তৃপ্ত হইয়া মৃত্যুকালের কথা ভুলিয়া যায় ॥ ১৭ ॥

দ্রুমেষু রংস্যন্ সুতদারবৎসলো
ব্যবায়দীনো বিবশঃ স্ববন্ধনে।
কৃচিৎ প্রমাদাদ্গিরিকন্দরে পতন্
বল্লীং গৃহীত্বা গজভীত আস্থিতঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—দ্রুমেষু (দ্রুমবৎ কেবলদৃষ্টার্থেষু গৃহেষু) রংস্যন্ (ক্রীড়িষ্যন্) ব্যবায়দীনঃ (ব্যবায়েন সুরতেচ্ছয়া কৃপণঃ দীনঃ অতএব) সুতদারবৎসলঃ (পুত্রেষু দারেষু চ বৎসলঃ প্রীতিযুক্তঃ) স্ববন্ধনে (স্বস্য যৎ বন্ধনং প্রাপ্তং তস্মিন্) বিবশঃ (পরিহর্ত্তুম্ অশক্তঃ ভবতি।) কৃচিৎ প্রমাদাৎ (মৃত্যুভয়াৎ) গিরিকন্দরে (গিরিকন্দরবৎ অতি ভয়ানকে রোগাদি দুঃখে) পতন্ (বর্ত্তমানঃ তত্রাপি) গজভীতঃ (কন্দরস্থ-গজতুল্যাৎ ভয়ানকাৎ মৃত্যোঃ ভীতঃ সন্) বল্লীং গৃহীত্বা (বল্লীতুল্যাং প্রাচীনং কর্ম্মাবলম্ব্য) আস্থিতঃ (অবস্থিতঃ ভবতি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—বৃক্ষতুল্য দৃষ্টার্থ বিষয়ে অর্থাৎ গৃহে রমণ করিতে করিতে সম্ভোগেচ্ছা-জন্য স্ত্রীপাদ-দ্বারা তাড়িত এবং নিজবন্ধনে বিবশ অর্থাৎ তাহা মোচন

করিতে অসমর্থ হয়। কেহ বা গিরিকন্দরের ন্যায় অতিশয় ভয়ানক রোগে পতিত হইয়া, তন্মধ্যস্থ হস্তী-সদৃশ মৃত্যুর ভয়ে লতাসম প্রাচীন কর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক অবস্থান করে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—কশ্চিদন্যঃ সার্থো দ্রুমতুল্যেষু কেবল-দৃষ্টার্থেষু গৃহে ব্যবায়দীনঃ সুরতেচ্ছুত্বাৎ স্ত্রিয়া পাদেন তাড্যমানঃ এবং স্বস্য যদ্বন্ধনং প্রাপ্তং তস্মিন্ বিবশঃ পরিহর্ত্তুমশক্তঃ চরন্ বনে ইতি পাঠঃ। গিরিকন্দর-বদিতি-ভয়ানক-রোগাদিষু দুঃখে পতন্ কন্দরস্থ-গজতুল্যান্মৃত্যোর্ভীতঃ সন্ বল্লীতুল্যং প্রাচীনকর্ম্মাবলম্ব্যাবস্থিতো ভবতি ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোনও অন্য সার্থ (বণিক্, পক্ষে গৃহাসক্ত জীব), 'দ্রুমেষু রংস্যন্'—দ্রুমতুল্য কেবল দৃষ্টার্থ-বিষয়ে অর্থাৎ গৃহে, 'ব্যবায়-দীনঃ'——সম্ভোগেচ্ছার জন্য স্ত্রীর দ্বারা পাদ-তাড়িত হইয়াও, 'স্ব-বন্ধনে বিবশঃ'—এই প্রকারে নিজের যে বন্ধন লাভ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে 'বিবশঃ', অর্থাৎ উহা পরিহার করিতে অসমর্থ হয়। 'চরন্ বনে'—বনে বিচরণ করিতে করিতে, এইরূপ পাঠান্তর রহিয়াছে। আবার কেহ বা পর্ব্বত-গহ্বরের ন্যায় অতিশয় ভয়ানক রোগাদি দুঃখে পতিত হওয়ায়, গুহাস্থিত গজতুল্য মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া বল্লীসদৃশ প্রাচীন কর্ম্মকেই অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করে ॥ ১৮ ॥

অতঃ কথঞ্চিৎ স বিমুক্ত আপদঃ
পুনশ্চ সার্থং প্রবিশত্যরিন্দম।
অধ্বন্যমুষ্মিন্নজয়া নিবেশিতো
ভ্রমন্ জনোঽদ্যাপি ন বেদ কশ্চন ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অরিন্দম, (তদনন্তরম্) অতঃ আপদঃ (দুঃখাৎ) সঃ (জনঃ) কথঞ্চিৎ (অতিপ্রয়াসেন) বিমুক্তঃ (স্বর্গাদিলোকং গতঃ অপি) পুনশ্চ সার্থং (যথাপূর্ব্বং প্রবৃত্তিমার্গে সংসারে) প্রবিশতি (রমতে।) অমুষ্মিন্ (অস্মিন্) অধ্বনি (প্রবৃত্তিমার্গে) অজয়া (ভগবন্মায়য়া) নিবেশিতঃ জনঃ ভ্রমন্ কশ্চন (অতি-সমর্থঃ অপি) অদ্যাপি (অধ্বনঃ পারং হরিং ন বেদ (ন জানাতি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে শত্রুসূদন, ঐ পুরুষ বহুকষ্টে বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় প্রবৃত্তিমার্গেই প্রবিষ্ট হয়। এইরূপে ভগবন্মায়া-দ্বারা প্রবৃত্তিমার্গ-প্রবিষ্ট যে সকল ব্যক্তি এই ভবাটবীতে ভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের কেহই অদ্যাপি ভগবানকে জানিতে পারে নাই ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—পুনশ্চেতি যথাপূর্ব্বং প্রবৃত্তিমার্গে রমতে ন বেদ ন পরমেশ্বরং জানাতি ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুনশ্চ'—কোনরূপে সেই বিপত্তি হইতে মুক্তি পাইলে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় প্রবৃত্তিমার্গেই বিচরণ করিতে থাকে, 'ন বেদ'—সেই পরমেশ্বরকে কেহই জানে না ॥ ১৯ ॥

রহূগণ ত্বমপি হ্যধ্বনোঽস্য
সন্ন্যস্তদণ্ডঃ কৃতভূতমৈত্রঃ।
অসজ্জিতাত্মা হরিসেবয়া শিতং
জ্ঞানাসিমাদায় তরাতি পারম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রহূগণ, হি (যস্মাৎ) ত্বম্ অপি (অস্মিন্ অধ্বনি নিবেশিতঃ অতঃ) সংন্যস্তদণ্ডঃ (সংন্যস্তঃ ত্যক্তঃ দণ্ডঃ রাজদণ্ডঃ যেন সঃ) কৃতভূত-মৈত্রঃ কৃতা ভূতেষু মৈত্রী কৃপা যেন সঃ তাদৃশঃ তথা) অসজ্জিতাত্মা (অসজ্জিতঃ বিষয়েষু অনাসক্তঃ আত্মা মনো যস্য সঃ তথাভূতঃ সন্) হরিসেবয়া (ভগবদারাধনেন) শিতং (তীক্ষ্ণীকৃতং) জ্ঞানাসিং (জ্ঞান ভগবদারাধনাত্মকং তদেব অসিং খড়্গম্) আদায় (মায়াং ছিত্ত্বা) অস্য অধ্বনঃ পারং (হরিম্) তরাতি (অতিতর, গচ্ছ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে রহূগণ, আপনিও মায়াদ্বারা এই প্রবৃত্তিমার্গেই প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। এখন আপনি দণ্ডপ্রদানাদি রাজ-ব্যবহার ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বভূতে মিত্রতা করুন ; এবং বিষয়াভিনিবেশ পরিহার-পূর্ব্বক হরিসেবা দ্বারা শানিত জ্ঞান-অসির সাহায্যে মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া সংসার-মার্গের পারে গমন করুন ॥২০

বিশ্বনাথ—ত্বমপ্যধ্বনি নিবেশিত ইত্যন্বয়ঃ। অতোঽস্যাধ্বনঃ পারং অতিতর যাহি ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্বমপি'—হে রহূগণ! তুমিও (মায়ার পরিচালনায়) সেই প্রবৃত্তি মার্গেই প্রবেশিত

হইয়াছ—এই অন্বয়। অতএব এই পথের পার 'অতিতর'—অতিক্রম করিয়া গমন কর ॥ ২০ ॥

———

শ্রীরাজোবাচ—

অহো নৃজন্মাখিলজন্মশোভনং
কিং জন্মভিস্ত্বপরৈরপ্যমুষ্মিন্।
ন যদ্ধৃষীকেশযশঃকৃতাত্মনাং
মহাত্মনাং বঃ প্রচুরঃ সমাগমঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(এবম্বিধং ভরতবাক্যং শ্রুত্বা) শ্রীরাজা (রহূগণঃ) উবাচ,—অহো, নৃজন্ম (মনুষ্যজন্ম) অখিলজন্মশোভনম্ (অখিলেষু জন্মসু শোভনং শ্রেষ্ঠং যস্য ভবতি তস্য) অমুষ্মিন্ (পরলোকে) অপরৈঃ (ন পরং শ্রেষ্ঠং যেভ্যঃ তৈঃ তাদৃশৈঃ দেবাদি জন্মভিঃ) অপি তু কিং (ফলং স্যাৎ। নৈবকিঞ্চিৎ ফলং ভবতীত্যর্থঃ) যৎ (যস্মাৎ যেষু দেবাদিজন্মসু স্বর্গে) হৃষীকেশযশঃকৃতাত্মনাং (হৃষীকেশস্য ভগবতঃ যশসা কৃতঃ শোধিতঃ আত্মা অন্তকরণঃ যৈঃ তেষাং) বঃ (যুষ্মাকং) মহাত্মনাং (ভগবদ্ভক্তানাং জনানাং) সমাগমঃ প্রচুরঃ ন (ন ভবতি। তথাচ ভাগবতসঙ্গরহিতৈঃ দেবাদিজন্মভিঃ অপি কিম্? তানি ব্যর্থান্যেবেতি ভাবঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—রাজা রহূগণ কহিলেন,—অহো, এই মনুষ্যজন্ম সর্ব্ব জন্ম হইতে শ্রেষ্ঠ: স্বর্গে দেবজন্মও ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। স্বর্গে দেবতারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াই বা কি ফল? যেহেতু, তথায় ভগবান্ হৃষীকেশের যশঃ-কীর্ত্তনপ্রভাবে নির্ম্মল-চিত্ত ভবাদৃশ মহাত্মগণের সমাগম অধিক হয় না ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—কথমহমকস্মাদেবং কৃতার্থোঽভুবমিতি সাশ্চর্য্যং সবিতর্কমাহ—অখিলজন্মসু মধ্যে অহোঽদ্ভুতেঽস্মিন্ মর্ত্যলোকে নৃজন্মৈব শোভনং অমুত্র স্বর্গে ন পরং শ্রেষ্ঠং যেভ্যস্তৈর্দেবাদিজন্মভিঃ কিং, যদ্যেষু বো মহাত্মনাং সমাগমো ন সম্ভবেৎ। কীদৃশানাং হৃষীকেশস্য স্বভক্তসর্ব্বেন্দ্রিয়াকর্ষকস্য হরের্যশোভিরেব কৃতা নির্ম্মিতা আত্মানো দেহমনোবুদ্ধিপ্রযত্নজীবাত্মানো যেষাম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কি প্রকারে আমি অকস্মাৎ এইভাবে কৃতার্থ হইলাম—ইহাতে বিস্মান্বিত হইয়া আলোচনাপূর্ব্বক বলিতেছেন—অখিল জন্মের মধ্যে 'অহো'—অদ্ভুত এই মর্ত্যলোকে মনুষ্যজন্মই শোভন, যে জন্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জন্ম আর নাই বলিয়া মনে করা হয়, স্বর্গলোকে সেই দেবতাদিরূপ অপর জন্ম লাভের প্রয়োজন কি? 'যদ্'—যেহেতু ঐ সকল স্বর্গাদিতে আপনাদের ন্যায় মহাত্মগণের সমাগম (সঙ্গলাভ) সম্ভব নয়। কিপ্রকার মহাত্মাদিগের? তাহাতে বলিতেছেন—'হৃষীকেশ-যশঃ' ইত্যাদি, হৃষীকেশের, অর্থাৎ নিজ ভক্তজনের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আকর্ষক শ্রীহরির যশের দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছে আত্মা, অর্থাৎ দেহ, মন, বুদ্ধি, প্রযত্ন ও জীবাত্মা যাঁহাদের, তাদৃশ মহাপুরুষগণের (যথেচ্ছ সঙ্গলাভ স্বর্গলোকে সম্ভব হয় না।) ॥ ২১ ॥

———

ন হ্যদ্ভুতং ত্বচ্চরণাব্জরেণুভি-
র্হতাংহসো ভক্তিরধোক্ষজেঽমলা।
মৌহূর্ত্তিকাদ্ যস্য সমাগমাচ্চ মে
দুস্তর্কমূলোঽপহতোঽবিবেকঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(সন্ততম্ উপাসিতৈঃ) ত্বচ্চরণাব্জরেণুভিঃ (যুষ্মচ্চরণধূলিপ্রাপ্তিমাত্রেণৈব) হতাংহসঃ (হতম্ অংহঃ পাপং যস্য তস্য) অধোক্ষজে (ভগবতি) অমলা ভক্তিঃ (ব্রহ্মেন্দ্রাদিভিরপি দুর্ল্লভা অমলাভক্তিঃ ভবতীত্যর্থঃ) (ভবতীতি) ন হি অদ্ভুতং (নৈব আশ্চর্য্যম্) যস্য (তৎ) মৌহূর্ত্তিকাৎ (মুহূর্ত্তমাত্রভবাৎ) সমাগমাৎ চ (সমাগমমাত্রাৎ এব) দুস্তর্কমূলঃ (দুস্তর্কেণ বদ্ধমূলঃ) মে (মম) অবিবেকঃ (সংসারমোহঃ) অপহতঃ (বিনষ্টঃ অভবৎ) ॥২২॥

অনুবাদ—আপনাদের চরণ-ধূলি প্রাপ্তি-মাত্রেই জীব নিষ্পাপ হইয়া ভগবানে ব্রহ্মাদিরও দুর্ল্লভ শুদ্ধ-ভক্তি লাভ করিয়া থাকে, ইহা বিচিত্র নহে। মুহূর্ত্ত-মাত্র আপনার সঙ্গলাভে আমার কুতর্কের মূল-কারণ অবিবেক অর্থাৎ সংসার-মোহ দূরীভূত হইল ॥২২॥

বিশ্বনাথ—ননু প্রচুর ইত্যুক্ত্যা কিং স্বল্পসঙ্গস্যানর্থকত্বং ব্রূষে? নৈবমত্যৌৎসুক্যযন্ত্রিত এব তথা ব্রবীমীত্যাহ—নহীতি। ব্রহ্মেন্দ্রাদিভিরপি দুর্ল্লভা ভগবত্যমলা ভক্তির্যুষ্মচ্চরণধূলিপ্রাপ্তিমাত্রেণৈব ভবতীত্যেতদপি নাশ্চর্য্যং, আশ্চর্য্যং খল্বেতদেব যন্মদ্বি-

ধানাং জ্ঞানলবদুর্ব্বিদগ্ধানামতিকূটযুক্তিবিপ্লুতধিয়াং চেতঃ ভক্তিযোগোন্মুখীকরণং, তচ্চ মৌহূর্ত্তিকাদেব সমাগমাদ্‌যদ্যভূত্তর্হি প্রচুরস্য সমাগমস্য মাহাত্ম্যং কো বক্তুং ক্ষমতামিতি তত্র ময়া স্বৌৎসুক্যমেব ব্যঞ্জিতমিতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, 'প্রচুর সমাগম'—এইরূপ কথনের দ্বারা কি অল্পসঙ্গের অনর্থকতা বলিতেছ ? ইহার উত্তরে—'মৈবং' না, না কখনই ঐরূপ নহে, কিন্তু ঔৎসুক্য-প্রেরিত হইয়াই ঐরূপ বলিয়াছি, ইহা বলিতেছেন—'ন হ্যদ্ভুতং' ইত্যাদি। ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতিরও দুর্ল্লভ শ্রীভগবানে যে অমলা ভক্তি, তাহা আপনাদিগের চরণধূলি প্রাপ্তিমাত্রেই হইয়া থাকে—ইহাও আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু আশ্চর্য্য কেবল ইহাই যে আমাদের ন্যায় জ্ঞানলবে দুর্ব্বিদগ্ধ, অতিকূটযুক্তিতে বিহ্বল-চিত্ত ব্যক্তিদিগের মনকে ভক্তিযোগে উন্মুখীকরণ, তাহা মুহূর্ত্তকাল সমাগমেই যদি হয়, তাহা হইলে প্রচুর সমাগমের মাহাত্ম্য কে বলিতে সক্ষম—এইজন্য আমি নিজ ঔৎসুক্য-বশতঃই ঐরূপ প্রকাশ করিয়াছি—এই ভাব ॥ ২২ ॥

নমো মহদ্ভ্যোঽস্তু নমঃ শিশুভ্যো
নমো যুবভ্যো নম আবটুভ্যঃ।
যে ব্রাহ্মণা গামবধূতলিঙ্গা-
শ্চরন্তি তেভ্যঃ শিবমস্তু রাজ্ঞাম্॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(অতঃ) মহদ্ভ্যঃ (বৃদ্ধেভ্যঃ) নমঃ অস্তু। শিশুভ্যঃ (বালেভ্যঃ) নমঃ (অস্তু) ; যুবভ্যঃ নমঃ (অস্তু) ; আবটুভ্যঃ (বটুঃ মাণবকঃ ব্রাহ্মণশ্চ তথাচ বটুবৎস্বমাহাত্ম্যানাবিষ্করণশীলপর্য্যন্তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ) জনেভ্যঃ) নমঃ (অস্তু এবং) যে ব্রাহ্মণাঃ (ব্রহ্মবিদঃ) অবধূতলিঙ্গাঃ (অবধূতবেশেন অন্যৈঃ অলক্ষিতবেশেন অজ্ঞাতস্বরূপাঃ সন্তঃ) গাং (পৃথ্বীং) চরন্তি। তেভ্যঃ (সকাশাৎ) রাজ্ঞাং (মাদৃশানাং কৃতাগসাং) শিবং (কল্যাণম্) অস্তু (ভবতু, মহতাং নিগ্রহঃ মাভূৎ ইতি ভাবঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—(হায় ! হায় ! আমি আপনকে শিবিকা-বহন করাইয়া অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছি ; আপনি স্বয়ং যদি আপনাকে জানাইয়া না দিতেন, তাহা হইলে মাদৃশ অপরাধী ব্যক্তির গতি কি হইত, এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা রহূগণ বলিতে লাগিলেন,—) মহদ্ ব্যক্তিদিগের প্রতি আমার নমস্কার ; বালকগণকে নমস্কার ; যুবকদিগকে নমস্কার ; ক্রীড়ারত বিপ্রবালকগণ এবং যে ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণগণ অবধূতবেশে পৃথিবীতে পর্য্যটন করেন, তাঁহাদের সকলকেই আমার নমস্কার। তাঁহাদের কৃপায় মাদৃশ অপরাধিরাজন্যবর্গদিগের মঙ্গল হউক ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—হন্ত হন্ত শিবিকাং বহংস্তত্র ভবান্ স্বং যদি নাজ্ঞাপয়িষ্যত্তদা মমাপরাধিনঃ কা গতিরভবিষ্যদিতি সভয়ং প্রণমতি নম ইতি। আবটুভ্যঃ যে বটবঃ ক্রীড়ারতত্বাদশ্রদ্ধেয়মহিমানস্তানপ্যভিব্যাপ্য, স্বদৃষ্টান্তেন রাজ্ঞাং মহদপরাধং সংভাব্যাহ—রাজ্ঞাং শিবমস্ত্বিতি ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হায় ! হায় ! (আমার) শিবিকা বহন করিতে করিতে তখন যদি আপনি না জানাইতেন, তাহা হইলে অপরাধী আমার কি গতি হইত ? এইহেতু সভয়ে প্রণাম করিতেছেন —'নমঃ' ইত্যাদি। 'আ বটুভ্যঃ'—যে ব্রাহ্মণ বালকগণ ক্রীড়ারত বলিয়া যাঁহাদের মহিমা গণ্য করা হয় না, তাঁহাদিগকে পর্য্যন্ত প্রণাম করিতেছি। নিজ দৃষ্টান্তের দ্বারা রাজগণের মহতের প্রতি অপরাধ সম্ভাবনাপূর্ব্বক বলিতেছেন—'রাজন্যবর্গের মঙ্গল হউক' (ইহা প্রার্থনা) ॥ ২৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যেবমুত্তরামাতঃ স বৈ ব্রহ্মর্ষিসুতঃ সিন্ধুপতয় আত্মসতত্ত্বং বিগণয়তঃ পরানুভাবঃ পরমকারুণিকতয়োপদিশ্য রহূগণেন সকরুণমভিবন্দিতচরণঃ পূর্ণার্ণব ইব নিভৃতকরণোর্ম্ম্যাশয়ো ধরণিমিমাং বিচচার ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) উত্তরামাতঃ, (উত্তরা মাতা যস্য তৎসম্বোধনং) বিগণয়তঃ (ষষ্ঠী চতুর্থ্যর্থে স্বাবমানং কুর্ব্বাণায় অপি) সিন্ধুপতয়ে (রহূগণায়) ইত্যেবং স বৈ ব্রহ্মর্ষিসুতঃ (ভরতঃ) পরমকারুণিকতয়া (হেতুনা) আত্মসতত্ত্বম্ (আত্মনঃ

সতত্ত্বং স্বরূপং যাথাত্ম্যং প্রকৃত্যাদিভ্যঃ বিলক্ষণত্বং চ) উপদিশ্য (তেন) রহূগণেন সকরুণং (সদৈন্যং যথা ভবতি তথা) অভিবন্দিতচরণঃ (অভিবন্দিতৌ চরণৌ পাদৌ যস্য সঃ) পরানুভাবঃ নিভৃতকরণোর্ম্ম্যাশয়ঃ (নিভৃতাঃ উপশান্তাঃ করণানাম্ ঊর্ম্ময়ঃ ভোগাদয়ঃ যস্মিন্ সঃ আশয়ঃ অন্তকরণং যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) পূর্ণার্ণবঃ (পূর্ণঃ সমুদ্রঃ) ইব ইমাং ধরণীং বিচচার (বভ্রাম) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে উত্তরানন্দন পরীক্ষিৎ, মহানুভব ভরতের মনোমধ্যে ইন্দ্রিয়সমূহের তরঙ্গবেগ শান্ত হওয়ায়, তাঁহার অন্তঃকরণ পূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় অক্ষুব্ধ ছিল। সিন্ধু-সৌবীর-দেশের রাজা রহূগণ যদিও তাঁহার অপমান করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি (ভরত) অত্যন্ত কৃপালু বলিয়া তাঁহাকে (রাজা রহূগণকে) আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিলেন। পরে মহারাজ রহূগণ দৈন্যের সহিত তাঁহার চরণ বন্দনা করিলে, তিনি পূর্ব্বের মতই পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—হন্ত হন্ত মহাভূরিভাগ এব রহূগণো যত্তাদৃশ-ব্রহ্মতেজসি শিবিকাবাহনাদপরাদ্ধোঽপি তদনুগ্রহামৃতবৃষ্ট্যাভিষিক্তঃ কৃতার্থীবভূব অহমতিমন্দভাগ্যো বিপ্রগলে সর্পার্পণাপরাধাক্ষমাপণাত্তদভিশাপবিষদগ্ধো ন জানে কিমন্ধং তমো যাস্যামীতি বিষীদন্তং রাজানমাশ্বাসয়তি ইত্যেবমিতি। উত্তরা মাতা যস্যেতি ; ভো রাজন্, ত্বন্মাতৃগর্ভে প্রবিশ্য ব্রহ্মতেজসঃ সকাশাৎ ভগবান্ স্বয়মেব ত্বাং ররক্ষ, স্বং দর্শয়ামাস চ পুনরপি সাম্প্রতং ব্রহ্মতেজসো রক্ষিতুং মামেতাংশ্চ নারদাদিমহামুনীন্ প্রের্য্য ত্বদন্তিকমানীয় এতেষামপারকৃপামৃতেন ত্বামভিষিচ্য ভাগবতামৃতং মদ্দ্বারা পায়য়ন্ স এব প্রভুর্ব্রহ্মতেজোঽপি ব্যর্থীচকার ইতি রহূগণাত্তস্মাত্তরতাচ্চ মত্তশ্চ এতেভ্যো মহামুনিভ্যশ্চ ত্বদীয়ং সৌভাগ্যমতিমহত্তমং ব্যঞ্জয়ামাস তদপি কিং বিষীদসীতি ভাবঃ। বিগণয়তঃ তিরস্কুর্ব্বতোঽপি পরোঽনুভাবো যস্মাৎ সঃ। সিন্ধুপতয়ে তস্মৈ আত্মতত্ত্বমুপদিশ্য সকরুণং সরোদনং, নিভৃতাঃ শান্তাঃ করণানামূর্ম্ময়ো যস্মিন্ স আশয়ো যস্য সঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হায়! হায়! মহাভাগ্যবান্ এই রহূগণ নৃপতিই, যেহেতু তাদৃশ ব্রহ্মতেজস্বীর প্রতি শিবিকা বহন করাইয়া অপরাধী হইলেও, তাঁহার করুণামৃত বর্ষণে অভিষিক্ত হইয়া কৃতার্থ হইলেন, আর আমি অতিশয় মন্দভাগ্য, বিপ্রগলে (মৃত) সর্প অর্পণের অপরাধ ক্ষমাপণের অভাবে অভিশাপরূপ বিষে দগ্ধ হইয়া, না জানি কোন্ অন্ধতম নরকে গমন করিব—এইরূপ বিষাদপ্রাপ্ত রাজা পরীক্ষিৎকে শ্রীল শুকদেব আশ্বাস প্রদান করিতেছেন—'ইত্যেবম্' ইত্যাদি। 'হে উত্তরামাতঃ!'—উত্তরা মাতা যাঁহার, তৎসম্বোধনে, 'হে রাজন্'! তোমার জননীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মতেজ হইতে শ্রীভগবান্ নিজেই তোমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং নিজেকেও দেখাইয়াছিলেন, পুনরায়ও সম্প্রতি ব্রহ্মতেজ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমাকে এবং এই সকল নারদাদি মহামুনিগণকে প্রেরণপূর্ব্বক তোমার সমীপে আনয়ন করতঃ, ইঁহাদের অপার করুণামৃতের দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করিয়া, আমার দ্বারা ভাগবতামৃত পান করাইয়া সেই প্রভুই ব্রহ্মতেজও ব্যর্থ করিয়াছেন—ইহাতে রহূগণ হইতে, সেই ভরত হইতে, আমা হইতে এবং এই সকল মুনিগণ হইতেও তোমার সৌভাগ্য অতিশয় মহত্তম—ইহা প্রকাশিত করিলেন, তবুও কিজন্য বিষণ্ণ হইতেছ?—এই ভাব।

'বিগণয়তঃ'—নিজেকে তিরস্কার করিলেও, 'পরানুভাবঃ'—শ্রেষ্ঠ অনুভাব (প্রভাব) যাহা হইতে, সেই মহাপ্রভাবশালী ভরত, 'সিন্ধুপতয়ে'—সিন্ধুপতি রহূগণকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়া এবং তৎকর্ত্তৃক কাতরভাবে অভিবন্দিত হইয়া, 'নিভৃতকরণোর্ম্ম্যাশয়ঃ'—নিভৃত অর্থাৎ শান্ত হইয়াছে ইন্দ্রিয়সকলের তরঙ্গসমূহ যাহাতে, তাদৃশ আশয় বলিতে অন্তঃকরণ যাঁহার, সেই মহামুনি ভরত (পুনরায় এই ধরণী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।) ॥ ২৪ ॥

সৌবীরপতিরপি সুজনসমবগতপরমাত্মসতত্ত্ব আত্মন্যবিদ্যাধ্যারোপিতাঞ্চ দেহাত্মমতিং বিসসর্জ্জ। এবং হি নৃপ ভগবদাশ্রিতাশ্রিতানুভাবঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—সৌবীরপতিঃ (রহূগণঃ) অপি সুজনসমবগতপরমাত্মসতত্ত্বঃ (সুজনাৎ তস্মাৎ ব্রহ্মর্ষিসুতাৎ ভরতাৎ সম্যক্ অবগতং পরস্য আত্মনঃ সতত্ত্বং

যাথাত্ম্যং যেন তথাভূতঃ সন্ তদানীমেব) আত্মনি অবিদ্যাধ্যারোপিতাং চ (অবিদ্যয়া অধ্যারোপিতাং চ) দেহাত্মমতিং (দেহে আত্মমতিঞ্চ) বিসসর্জ্জ (তত্যাজ, হে) নৃপ, ভগবদাশ্রিতাশ্রিতানুভাবঃ (ভগবদাশ্রিতাঃ ভাগবতাঃ তান্ আশ্রিতাঃ ভগবদ্দাসানুদাসাঃ তেষাং প্রভাবঃ) এবং হি (এবম্ভূতঃ সদ্যঃ দেহাহঙ্কারনাশকঃ ভবতি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—সৌবীরপতি রাজা রহূগণ পরমভাগবত ভরতের নিকট পরমাত্মতত্ত্ব সম্যক্‌রূপ অবগত হইয়া অবিদ্যাকল্পিত দেহে আত্ম-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিলেন। হে নৃপ, ভগবদাশ্রিত ভক্তের চরণাশ্রয়মহিমাই এইরূপ যে তাহা হইতেই জীবের দেহাভিমান সদ্য বিনষ্ট হয় ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—সুজনাৎ শ্রীমদ্ভরতাৎ আত্মনি স্বস্মিন্ যা অবিদ্যা অনাদিত এব প্রবৃত্তা তয়া অধ্যারোপিতাং দেহে আত্মমতিম্ আত্মবুদ্ধিম্। ভগবদাশ্রিতো ভরতস্তদাশ্রিতো রহূগণঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুজন'—ইত্যাদি, সুজন হইতে অর্থাৎ শ্রীমদ্ ভরতের নিকট হইতে (তত্ত্বের সহিত আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া রাজা রহূগণ), 'আত্মনি'—নিজেতে যে অবিদ্যা অনাদি কাল হইতেই প্রবৃত্তা, তাহার দ্বারা অধ্যারোপিত দেহে আত্মবুদ্ধি (পরিত্যাগ করিলেন)। 'ভগবদাশ্রিতাশ্রিতানুভাবঃ' — শ্রীভগবানের আশ্রিত ভরত, তাঁহার আশ্রিত রহূগণ, (অর্থাৎ যিনি ভগবানের আশ্রিত মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহার প্রভাব এইরূপই হইয়া থাকে।) ॥২৫

শ্রীরাজোবাচ—

যো হ বা ইহ বহুবিদা মহাভাগবত ত্বয়াভিহিতঃ পারোক্ষেণ বচসা জীবলোক-ভবাধ্বা স হ্যার্য্যমনীষয়া কল্পিতবিষয়ো নাঞ্জসাব্যুৎপন্নলোকসমধিগমঃ। অথ তদ্দৈবেতদ্ দুরধিগমং সমবেতানুকল্পেন নির্দ্দিশ্যতামিতি ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ব্রাহ্মণ-রহূগণসংবাদে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা,—উবাচ,—(হে) মহাভাগবত, বহুবিদা (সর্ব্বজ্ঞেন) ত্বয়া ইহ (ভরত-রহূগণসংবাদে) পারোক্ষেণ বচসা (বণিক্ সার্থরূপকেন বাক্যেন) যঃ জীবলোক-ভবাধ্বা (জীবলোকস্য ভবাধ্বা সংসারমার্গঃ) অভিহিতঃ (কথিতঃ) সঃ হি আর্য্যমনীষয়া (আর্য্যাণাং বিবেকিনাং মনীষয়া বুদ্ধ্যা) কল্পিতবিষয়ঃ (দস্যুস্থানীয়ানি ইন্দ্রিয়াদীনীত্যেবং কল্পিতঃ বিষয়ঃ বিষয়জ্ঞানং যস্য সঃ) অব্যুৎপন্নলোকসমধিগমঃ (অব্যুৎপন্নস্য কল্পনাশক্তিরহিতস্য লোকস্য জনস্য সমধিগমঃ সম্যক্ অধিগমঃ) অঞ্জসা (সাক্ষাৎ ব্যাখ্যানং বিনা) ন (ভবতি)। অথ (তস্মাৎ) তৎ এতৎ এব দুরধিগমং (ভবাধ্বরূপং) সমবেতানুকল্পেন (প্রস্তুতে তদনুরূপার্থোপকল্পনেন) নির্দ্দিশ্যতাং (নিরূপ্যতাম্) ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন,—হে ভাগবতশ্রেষ্ঠ, আপনি সর্ব্বজ্ঞ; বণিকদিগের সহিত রূপকবাক্যে জীবগণের যে সংসারমার্গ কীর্ত্তন করিলেন, তাহা হইতে বিবেকিগণ বুদ্ধিবলে ইন্দ্রিয়সকলকে দস্যুবৎ, এবং পুত্রকলত্রাদিকে শৃগালাদির ন্যায় বোধ করিতে পারেন; কিন্তু তাদৃশ বোধোদয় হওয়া শক্তিরহিত অব্যুৎপন্ন লোকের পক্ষে সহজ নহে; ইহা অতিশয় দুর্ব্বোধ, অতএব আপনি (তাহাদের হিতার্থে) ইহার প্রকৃত অর্থ আবিষ্কার করিয়া নির্দ্দেশ করুন্ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—আর্য্যস্যাতিবিদুষ এব মনীষয়া উত্তমবুদ্ধ্যা কল্পিতবিষয়দস্যুস্থানীয়েন্দ্রিয় - গোমায়ুস্থানীয়াপত্যাদয়ো যস্য সঃ। দুরধিগমং দার্ষ্টান্তানামনুক্তত্বাৎ। সমবেতেন সমুচিতেন অনুকল্পেন দার্ষ্টান্তবাচকশব্দেন ॥ ২৬ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ত্রয়োদশঃ পঞ্চমস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ — 'আর্য্য-মনীষয়া' — আর্য্য বলিতে অতি বিদ্বদগণেরই মনীষা অর্থাৎ উত্তম বুদ্ধির দ্বারা, 'কল্পিত-বিষয়ঃ' — দস্যুস্থানীয় ইন্দ্রিয়গণ, গোমায়ুস্থানীয় অপত্যাদি কল্পিত বিষয় যাঁহার, তিনি (অর্থাৎ আপনি রূপকচ্ছলে জীবলোকের যে সংসার

পথের বর্ণনা করিলেন, বিবেকিগণের বুদ্ধির দ্বারাই উহার বিষয়সমূহ কল্পনা করা সম্ভবপর, কিন্তু) 'দুরধিগমং'—দৃষ্টান্তযুক্ত শব্দের দ্বারা উক্ত হয় নাই বলিয়া উহা সহজে বোধগম্য নহে। 'সমবেতানুকল্পেন'—সমুচিত দার্ষ্টান্ত-বাচক (দৃষ্টান্তিক) শব্দের দ্বারা (নির্দ্দেশ করিয়া বলুন)॥ ২৬॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার পঞ্চম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ৫।১৩॥

ইতি বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চম-স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।
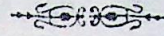
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

স হোবাচ—

স এষ দেহাত্মমানিনাং সত্ত্বাদিগুণবিশেষবিকল্পিত-কুশলাকুশল-সমবহার-বিনির্ম্মিত-বিবিধ-দেহাবলিবিয়োগসংযোগাদ্যনাদিসংসারানুভবস্য দ্বারভূতেন ষড়িন্দ্রিয়বর্গেণ তস্মিন্ দুর্গাধ্ববদসুগমেঽধ্বন্যাপতিত ঈশ্বরস্য ভগবতো বিষ্ণোর্ব্বশবর্ত্তিন্যা মায়য়া জীবলোকোঽয়ং যথা বণিক্‌সার্থোঽর্থপরঃ স্বদেহনিষ্পাদিত-কর্ম্মানুভবঃ শ্মশানবদশিবতমায়াং সংসারাটব্যাং গতো নাদ্যাপি বিফলবহুপ্রতিযোগেহস্তত্তাপোপশমনীং হরিগুরুচরণারবিন্দমধুকরানুপদবীমবরুন্ধে॥ ১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে রূপকভাবে বর্ণিত ভবাটবীর প্রকৃত অর্থ কথিত হইয়াছে।

বণিগ্‌গণ অর্থলাভের নিমিত্ত যেমন দুর্গম পথে চলিতে চলিতে ঘোরতর কাননে গিয়া পড়ে, জীবও সেইরূপ প্রবৃত্তিমার্গে চালিত হইয়া ভবাটবীকে লাভ করে এবং শুভাশুভ কর্ম্মফলানুসারে দেবতির্য্যগাদি নানাযোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে সুখ-দুঃখাদি কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকে, আত্যন্তিক ক্লেশ নিবৃত্তির উপায়স্বরূপ ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারে না। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন—এই ছয়টী সংসারানুভূতির দ্বারস্বরূপ। উহারা দস্যুর ন্যায় অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে বিষয়ভোগ করাইয়া ভগবানের আরাধনালক্ষণ পরমধর্ম্মরূপ ধনকে অপহরণ করে। কুটুম্বগণ বৃকশৃগালাদির ন্যায় পুরুষের যত্নে সংরক্ষিত দ্রব্যসমূহ অপহরণ করে। এই গৃহাশ্রম কর্ম্মক্ষেত্রস্বরূপ। ইহাতে কর্ম্মবীজ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় না। নীচ ব্যক্তিগণ দংশ ও মশকসদৃশ এবং দস্যুগণ মূষিকের তুল্য; তাহারা গৃহাসক্ত ব্যক্তিকে অত্যন্ত ক্লেশ দিয়া তাহার ধন-সম্পত্তি হরণ করে। তথাপি সে অবিদ্যাবশতঃ কাম্যকর্ম্মে রত থাকিয়া গৃহ পরিত্যাগ করে না, ভগবৎপাদপদ্ম বিস্মৃত হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণে রত হয় এবং অসত্য বস্তুকে সত্য বলিয়া মনে করে। তখন সে তাৎকালিক ইন্দ্রিয়সুখে প্রমত্ত হইয়া অসৎ কর্ম্মে রত হয়, তাহার কর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ যে চন্দ্রসূর্য্যাদি দেবতাগণ বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাহা সে মোহান্ধ চক্ষে দেখিতে পায় না। কখনও বা সেই গৃহাসক্ত ব্যক্তির ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় হয়; কিন্তু দেহে অভিমান থাকাতে তাহার সেই বৈরাগ্য নষ্ট হইয়া যায়।

শত্রুকুল ও রাজগণের ভর্ৎসনা উলূক ও ঝিল্লীগণের শব্দের ন্যায় অত্যন্ত কঠোর, তাহাতে তাহার (গৃহাসক্ত ব্যক্তির) হৃদয়-বেদনা উপস্থিত হয়। অসৎসঙ্গে জীবের বুদ্ধি নষ্ট হয়; তখন সে পাষণ্ডমতকে আশ্রয় করিয়া ইহকালে ও পরকালে কষ্ট পাইতে থাকে। এই সংসারে অর্থের নিমিত্ত জীব আত্মীয়-স্বজনকেও ক্লেশ দিতে ত্রুটি করে না। গৃহ

দাবাগ্নি-সদৃশ, ইহাতে সুখের লেশ মাত্রও নাই। রাক্ষস-সদৃশ রাজগণ গৃহব্রত-ব্যক্তির প্রাণতুল্য প্রিয়তম ধনাদি অপহরণ করে, তখন সে জীবন্মৃত হইয়া পড়ে।

কর্ম্মমার্গ শৈল সদৃশ। সেই সকল কর্ম্মের পারগমনে অভিলাষী হইয়া জীবের চিত্ত তুচ্ছ কর্ম্ম কাণ্ডে আসক্ত হইয়া পড়ে, তাহাতে তাহার সুখ হয় না; কিন্তু পর্ব্বতারোহণপ্রয়াসী ব্যক্তির ন্যায় ক্লেশই হইয়া থাকে। কখন বা গেহারামী ব্যক্তি জঠরানলে পীড়িত হইয়া পুত্র পরিবারাদির উপর ক্রোধ প্রকাশ করে।

নিদ্রা অজগর সর্প-সদৃশ; উহা জীবের চেতনবৃত্তিকে গ্রাস করে, সুখ-দুঃখাদি অনুভব করিতে দেয় না। এই ভবাটবীতে জীব কখনও বা ইন্দ্রিয়সুখের নিমিত্ত পরধনাদি অপহরণ করিয়া কারাগারে বদ্ধ হয়, কখন বা ক্লেশ নিবারণের জন্য বহু চিন্তা করে, কখনও ধন বিনিময় করিয়া পরস্পরের সহিত শত্রুতা করে।

এই সংসার সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষাদিতে পরিপূর্ণ, কেবল ক্লেশময়। জীবের স্ত্রীসঙ্গজনিত বুদ্ধি বিনষ্ট হইলে, তাহার হৃদয় স্ত্রীর বিলাসভবন হইয়া পড়ে।

কালরূপ বিষ্ণুচক্র ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বজীবের আয়ু হরণ করে, তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় যাহারা পাষণ্ড শাস্ত্র আশ্রয় করে, তাহাদের কল্যাণ হয় না; যেহেতু, পাষণ্ডগণ নিজেই বঞ্চিত, তাহারা অপরকে পরিত্রাণ করিবে কিরূপে? পাষণ্ডগণ ব্রাহ্মণকুলের আচরণ বহুমানন করে না। তাহারা বিধবা-বিবাহাদি নিষিদ্ধাচারে রত থাকিয়া বানরজাতির ন্যায় কেবল কুটুম্ব ভরণে ব্যস্ত থাকে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট এইরূপে ভবাটবীর বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিলেন।

অন্বয়ঃ—সঃ হোবাচ,—(পরীক্ষিতা যঃ পৃষ্টঃ সঃ শ্রীশুকঃ হ হর্ষেণ উবাচ ইতি সূতঃ বদতি। দুরত্যয়ে অধ্বনি অজয়া নিবেশিতঃ ইতি যদুক্তং তদেব বননিবেশনদ্বারেণ প্রপঞ্চয়তি) যথা (যঃ এষঃ পূর্ব্বোক্তঃ) বণিক্সার্থঃ (বণিজাং সার্থঃ সমূহঃ) অর্থপরঃ (অর্থার্জ্জনপরঃ, কুশকণ্টকশর্করাদিভিঃ দুর্গমে মার্গে পতিতঃ অটবীং যাতি তথা) সঃ এষঃ (প্রসিদ্ধঃ) অয়ং জীবলোকঃ ভগবতঃ ঈশ্বরস্য বিষ্ণোঃ বশবর্ত্তিন্যা (অধীনয়া) মায়য়া (মোহিতঃ অতঃ সুখার্থী সন্) স্বদেহনিষ্পাদিত কর্ম্মানুভবঃ (স্বদেহনিষ্পাদিতানাং কর্ম্মণাং দুঃখাদিফলদ্বারেণ অনুভবঃ যস্য সঃ) বিফলবহুপ্রতিযোগেহঃ (বিফলাঃ চ বহুপ্রতিযোগাঃ বহুবিয়োগহতাশ্চ ঈহাঃ চেষ্টাঃ ক্রিয়াঃ যস্য তথাভূতঃ) দেহাত্মমানিনাং (অজ্ঞানিনাং) সত্ত্বাদিগুণবিশেষ - বিকল্পিত- কুশলাকুশল - সমবহারবিনির্ম্মিতবিবিধদেহাবলিভিঃ (নিমিত্তভূতাঃ যে সত্ত্বাদয়ঃ গুণবিশেষাঃ তৈঃ সত্ত্বাদিগুণবিশেষৈঃ বিকল্পিতানি বিভক্তানি কুশলানি সুখসাধনানি, সাত্ত্বিকানি, অকুশলানি দুঃখসাধনানি রাজসানি তেষাং সমবহারভূতানি রজসা মিশ্রাণি প্রমাদালস্যাদিসাধনানি রজস্তমোমূলানি যানি ত্রিবিধানি কর্ম্মাণি তৈঃ বিনির্ম্মিতাভিঃ আপাদিতাভিঃ বিবিধপ্রকারাভিঃ দেহাবলিভিঃ দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদিদেহপঙ্‌ক্তিভিঃ) বিয়োগসংযোগাদ্যনাদিসংসারানুভবস্য (বিয়োগসংযোগবাল্যযৌবনজরামরণাদিলক্ষণঃ যঃ অনাদিঃ সংসারঃ তদনুভবস্য) দ্বারভূতেন ষড়িন্দ্রিয়বর্গেণ (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মনশ্চ ইতি ষড়িন্দ্রিয়বর্গেণ সঃ) তস্মিন্ (সংসাররূপে প্রসিদ্ধকণ্টকাদিভিঃ) দুর্গাধ্ববৎ (দুর্গমমার্গবৎ) অসুগমে (দুঃখশোকশ্রমধনব্যয়াদিসাধ্যত্বেন অসুগমে) অধ্বনি (প্রবৃত্তিমার্গে) আপতিতঃ (ভবতি। সঃ চ অস্যাং) শ্মশানবৎ অশিবতমায়াম্ (অমঙ্গলরূপায়াঃ) সংসারাটব্যাং (ভবাটব্যাং) গতঃ (সন্) তত্তাপোপশমনীং (তস্যাং সংসারাটব্যাং যে আধ্যাত্মিকাদ্যাঃ তাপাঃ তেষাম্ উপশমনীং নাশনীং) হরিগুরুচরণারবিন্দমধুকরানুপদবীং (হরিরূপস্য গুরোঃ চরণারবিন্দে যে মধুকরাঃ সেবকাঃ তেষাম্ অনুপদবীং তৈঃ অনুষ্ঠিতং ভক্তিমার্গম্) অদ্যাপি ন অবরুন্ধে (ন প্রাপ্নোতি)॥ ১॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ এইরূপ প্রশ্ন করিলে, পরমভাগবত শ্রীল শুকদেব অতিশয় আনন্দভরে কহিতে লাগিলেন,—মহারাজ, অর্থোপার্জ্জনপর বণিগ্‌গণ যেমন অর্থের জন্য কণ্টকাদিপূর্ণ দুর্গমপথে চলিতে চলিতে ঘোরতর কাননে গিয়া পড়ে, সেইরূপ এই জীবকুল মায়াধীশ ভগবান বিষ্ণুর অধীনা মায়াদ্বারা দুর্গম প্রবৃত্তিমার্গে চালিত হইয়া এই ভবাটবীকে লাভ করে; সেই জন্য তাহারা ভগবদভিন্ন শ্রীগুরু-

দেবের পাদপদ্মসেবী সেবকদিগের অনুষ্ঠিত ভক্তি-মার্গ আজ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিতেছে না। যাহারা দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, তাহাদের সত্ত্বাদিগুণবিশেষে বিভক্ত শুভাশুভ ও তদুভয় মিশ্রিত কর্ম্মের ফলানুসারে দেবতির্য্যগাদি বহুবিধ দেহ-লাভ ও তদ্দ্বারা সংযোগ বিয়োগ-জনিত সুখদুঃখাদিরূপ অনাদিসংসার অনুভব হইয়া থাকে। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এই ছয়টী সংসারানুভবের দ্বারস্বরূপ, উহাদের সাহায্যে জীব নিজ নিজ দেহদ্বারা নিষ্পাদিত কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। মায়ার অধীন থাকিয়া তাহারা যে সকল কর্ম্ম করে, তাহা কখন নিষ্ফল বা বহুবিঘ্নদ্বারা প্রতিহত হয়, ভগবদভিন্ন শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মসেবী মহাত্মগণের পদবীই (ভক্তিই) আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় বিনাশে সমর্থ, তাহা তাহারা লাভ করিতে পারে না ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

দস্যুক্রোষ্টু-প্রভৃতিভিরুক্তৈঃ সহ চতুর্দ্দশে।
ইহেন্দ্রিয়কুটুম্বাদ্যা-স্তদ্দার্ষ্টান্তা নিরূপিতাঃ ॥০॥

স শ্রীশুকো হ স্পষ্টমুবাচ—স এষ প্রসিদ্ধো জীবলোকঃ সংসারাটব্যাং গতঃ সন্নদ্যাপি হরিরূপস্য গুরোশ্চরণারবিন্দে যে মধুকরা গুরুভজনাসক্তা ইত্যর্থঃ, তেষামনুকূলাং পদবীং নাবরুন্ধে ন প্রাপ্নোতীত্যন্বয়ঃ। তেন শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ং বিনা সংসারটব্যাং ভ্রমত্যেবেতি ভাবঃ। কীদৃশঃ দেহাত্মমানিনাং অধ্বন্যাপতিতঃ দুর্গাধ্ববৎ প্রসিদ্ধদুর্গমার্গে ইব সত্ত্বাদিগুণবিশেষৈঃ বিকল্পিতানি বিভক্তানি যানি কুশলাকুশলবিমিশ্রকর্ম্মাণি তৈর্বিনির্ম্মিতাভির্বিবিধদেহাবলিভির্বিয়োগ - সংযোগ - তদুত্থসুখদুঃখ-রূপস্যানাদেঃ সংসারস্য যোঽনুভবস্তস্য। ননু জীবসংসারস্য মায়াকৃতত্বান্মায়াদেবীমেব জীবঃ প্রপদ্যতাং, সৈব প্রসন্না তং বন্ধান্মোচয়িষ্যতি, কিং হরিগুরুচরণপ্রপত্ত্যা? তত্রাহ—বিষ্ণোর্বশবর্ত্তিন্যা মায়য়েতি। সংসারমোচনে ন তস্যাঃ স্বাতন্ত্র্যমিতি ভাবঃ। "যদুক্তং—দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥" ইতি গীতায়াম্, অত্র শ্লোকে এব-কারেণ সমুচ্চয়পক্ষোঽপি নিরস্তীকৃতঃ। বিফলাশ্চ বহুবিপ্রতিযোগা বহুবিঘ্নাশ্চ ঈহা চেষ্টা যস্য সঃ ॥১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে দস্যু, শৃগাল প্রভৃতির সহিত ইন্দ্রিয়, কুটুম্বাদির দার্ষ্টান্তিক (দৃষ্টান্তযুক্ত শব্দ) নিরূপিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'স হ উবাচ'—শ্রীশুকদেব স্পষ্টভাবে বলিলেন—সেই প্রসিদ্ধ জীবলোক সংসাররূপ অরণ্যে গমন করিয়া অদ্যাপি হরিরূপ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ-কমলের যাঁহারা 'মধুকর', অর্থাৎ শ্রীগুরুভজনে অনুরক্ত ভক্তগণ—এই অর্থ, তাঁহাদের অনুকূলা পদবী (ভক্তিমার্গ) প্রাপ্ত হয় নাই—এই অন্বয়। শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় ব্যতীত সংসারাটবীতে ভ্রমণ করিতে হইবেই—এই ভাব। কি প্রকার? তাহাতে বলিতেছেন—'দেহাত্মমানিনাং অধ্বনি আপতিতঃ দুর্গাধ্ববৎ'—(শ্রীগুরুচরণ-বিমুখ জীব) দেহাত্মমানিগণের পথে বলিতে প্রবৃত্তিমার্গে আপতিত হয়, প্রসিদ্ধ কণ্টকাদি-পূর্ণ দুর্গম পথের ন্যায়, অর্থাৎ দেহে আত্মাভিমানিগণের সত্ত্বাদি গুণ-বিশেষ দ্বারা বিভক্ত যে সকল মঙ্গল, অমঙ্গল বা উভয় মিশ্রিত কর্ম্ম, তাহাদের দ্বারা রচিত বিবিধ দেহসমূহের বিয়োগ, সংযোগ এবং তদুত্থিত সুখ ও দুঃখরূপ অনাদি সংসার-ভাবের যে অনুভব, তাহার (দ্বারস্বরূপ ছয়টি ইন্দ্রিয়দ্বারাই দুর্গম সংসারমার্গে উপনীত হইয়া দৈহিক কর্ম্মের ফল ভোগ করে)।

যদি বলেন—দেখুন, জীবের এই সংসার 'মায়াকৃত' (মায়ার দ্বারা রচিত) বলিয়া মায়াদেবীকেই জীব আশ্রয় করুক, তিনিই প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন, শ্রীহরিগুরুর চরণে প্রপন্ন হইবার কি প্রয়োজন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'বিষ্ণোর্বশবর্ত্তিন্যা মায়য়া'—শ্রীবিষ্ণুর বশবর্ত্তিনী (অধীনা) এই মায়া, জীবের সংসারমোচনে তাঁহার কোন স্বাতন্ত্র্য নাই—এই ভাব। যেমন শ্রীগীতাতে স্বয়ং ভগবানই বলিয়াছেন—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী" (৭।১৪) ইত্যাদি, অর্থাৎ এই ত্রিগুণময়ী দৈবী (জীব-বিমোহিনী) মায়া, পরমেশ্বর আমার বহিরঙ্গা শক্তি, ইহাকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। যাঁহারা আমাকেই (অর্থাৎ আমার এই শ্যামসুন্দর রূপকেই) আশ্রয় করিয়া শরণাগত হন, তাঁহারাই এই মায়া-সমুদ্র পার হইতে পারেন। শ্রীগীতার এই শ্লোকে 'মাম্ এব'—আমাকেই, এইস্থলে 'এব'-কার প্রয়োগের দ্বারা সমুচ্চয় পক্ষও নিরস্ত হইল (অর্থাৎ আমাকে

এবং মায়াকে এইরূপ নহে, কিন্তু একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিতে হইবে—এই অর্থ)। 'বিফল-বহ প্রতিযোগেহঃ'—বিফল এবং বহুবিঘ্নযুক্ত চেষ্টা যাহার, সেই মানব (অর্থাৎ মায়ার অধীনে জীবের যাবতীয় চেষ্টাই বহু বিঘ্নসঙ্কুল ও ব্যর্থ হয়।) ॥১॥

———

যস্যামু হ বা এতে ষড়িন্দ্রিয়নামানঃ কর্ম্মণা দস্যব এব তে, তদ্ যথা পুরুষস্য ধনং যৎ কিঞ্চিদ্ধর্ম্মৌপয়িকং বহুকৃচ্ছ্রাধিগতং সাক্ষাৎ পরমপুরুষারাধনলক্ষণো যোহসৌ ধর্ম্মস্তন্তু সাম্পরায় উদাহরন্তি তদ্ধর্ম্ম্যং ধনং দর্শন-স্পর্শন-শ্রবণাস্বাদনাবঘ্রাণ-সঙ্কল্প-সমবসায়-গৃহ-গ্রাম্যোপভোগেন কুনাথস্যাজিতাত্মনো যথা সার্থস্য তথা বিলুম্পন্তি ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(ইন্দ্রিয়াণাং দস্যুত্বম্ উপপাদয়তি) (অসংযতচিত্তস্য কুবুদ্ধেঃ) পুরুষস্য বহুকৃচ্ছ্রাধিগতং (বহুকৃচ্ছ্রেণ অতিদুঃখেন অর্জ্জিতং) ধর্ম্মৌপয়িকং (ধর্ম্মকারণং যৎ কিঞ্চিদ্ধনং (ভবেৎ) তদ্ যথা (প্রসিদ্ধাঃ চৌরাঃ দস্যবঃ বিলুম্পন্তি) তথা অজিতাত্মনঃ (অবশীকৃতচিত্তস্য) কুনাথস্য (কুবুদ্ধেঃ) সার্থস্য (বণিজঃ) পরমপুরুষারাধনলক্ষণঃ যঃ অসৌ সাক্ষাৎ ধর্ম্মঃ তং তু সাম্পরায়ে (মুক্তৌ সাধ্যে সাধনয়া) উদাহরন্তি। তদ্ধর্ম্ম্যং (ধর্ম্মাৎ বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মাৎ অনপেতং) ধনং যস্যাং (ভবাটব্যাম্) উহ বা (নিশ্চয়মেব) এতে ষড়িন্দ্রিয়নামানঃ কর্ম্মণা (আচারেণ) দস্যবঃ (চৌরাঃ) এব তে দর্শন-স্পর্শন-শ্রবণাস্বাদনাবঘ্রাণ-সঙ্কল্প-সমবসায়-গৃহগ্রাম্যোপভোগেন (এভিঃ দর্শনাদিভিঃ যঃ গৃহে গ্রাম্যোপভোগঃ তেন) বিলুম্পন্তি ॥ ২ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়গণকে যে দস্যুতুল্য বলা হইয়াছে তাহার অর্থ এই—ইন্দ্রিয়গণই কর্ম্মদ্বারা দস্যুতুল্য। পুরুষ দিগের বহুকষ্টে উপার্জ্জিত ধর্ম্মোপযোগী যে কিছু ধন, যেমন চোরে চুরি করিয়া লয়, সেইরূপ দস্যু-সদৃশ ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ কর্ম্ম অর্থাৎ দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, আঘ্রাণ, বাসনা ও চেষ্টাদ্বারা গৃহোচিত ভোগসকল উপভোগ করাইয়া অজিতেন্দ্রিয় কুবুদ্ধি বণিকের (মানবের) পরমপুরুষ ভগবানের আরাধনা-লক্ষণ ধর্ম্ম যাহা পারলৌকিক ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়, সেই ধর্ম্মরূপ ধন অপহরণ করে ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—যস্যামিমে ইতি ব্যাচষ্টে—যস্যামুহেতি। যথা পুরুষস্য বহু কৃচ্ছ্রাধিগতং ধর্ম্মোপযোগি ধনং দস্যবো বিলুম্পন্তি তত্তথা ইন্দ্রিয়নামানঃ ষড়েতে কর্ম্মণা স্ব স্ব-ব্যাপারেণ দর্শনাদিনা অজিতাত্মনো জনস্য ধনং বিলুম্পন্তীত্যন্বয়ঃ। তৎ পদস্য বৈয়র্থ্যাভাবায় ব্যবহিতান্বয়ঃ যোদ্ব্যঃ। ধনমেব কিমিত্যপেক্ষায়ামাহ—সাক্ষাদিতি। সাম্পরায়ে পরলোকার্থং তদ্ধর্ম্ম্যং ভগবৎসেবার্হমিত্যর্থঃ। সঙ্কল্পো মনসঃ, সমবসায়ো ব্যবসায়ঃ স চ বুদ্ধের্ব্যাপারঃ। যথা কুনাথস্য কুনায়কস্য অজিতাত্মনঃ অবশীকৃতাত্মীয়-লোকস্য বণিক্‌সার্থস্য চৌরা হরন্তি তথা ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যস্যাম্ ইমে' (৫।১৩।২ শ্লোক) —যে ভবাটবীতে এই সকল দস্যুগণ—এই পূর্ব্বোক্ত কথার ব্যাখ্যা করিতেছেন—'যস্যামু হ বা' ইত্যাদি। যেমন পুরুষের বহু কষ্টার্জ্জিত ধর্ম্মোপযোগী ধন দস্যুগণ লুণ্ঠন করে, 'তদ্'—তথা, সেইরূপ ইন্দ্রিয় নামক এই ছয়টি দস্যু 'কর্ম্মণা'—নিজ নিজ দর্শনাদি ব্যাপারের দ্বারা, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির ধন অপহরণ করে—এই অন্বয়। এখানে 'তদ্'—পদের যাহাতে বৈয়র্থ্য না হয়, এইজন্য ব্যবহিত (পরস্পর অসংযুক্তভাবে অবস্থিত) অন্বয় সহনীয়। সেই ধনই বা কি ? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'সাক্ষাৎ' ইত্যাদি, সাক্ষাৎ অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিরহিত ভগবান্ পুরুষোত্তমের আরাধনা-লক্ষণ যে ধর্ম্ম পরলোকের নিমিত্ত কথিত হয়, 'তদ্ ধর্ম্ম্যং'—তাহা ধর্ম্মের কারণ বলিয়া ধন, ভগবৎসেবার যোগ্য—এই অর্থ। 'সঙ্কল্প' মনের এবং 'সমবসায়' বলিতে ব্যবসায় (নিশ্চয়াত্মক)—উহা বুদ্ধির ব্যাপার। 'যথা কুনাথস্য'—যেরূপ বনমধ্যে কুনায়ক অজিতেন্দ্রিয় বণিকের ধন চৌরগণ হরণ করে, তদ্রূপ ॥ ২ ॥

———

অথ চ যত্র কৌটুম্বিকা দারাপত্যাদয়ো নাম্না কর্ম্মণা বৃকশৃগালা এবানিচ্ছতোহপি কদর্য্যস্য কুটুম্বিন উরণকবৎ সংরক্ষ্যমাণং মিষতোহপহরন্তি ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(গোমায়বো যত্র ইত্যেতদ্‌ব্যাচষ্টে—

অথ চ যত্র (সংসারমার্গে কৌটুম্বিকাঃ নাম্না দারা-পত্যাদয়ঃ কর্ম্মণা (আচরণেন) (তু) বৃকশৃগালাঃ এব অনিচ্ছতঃ (উচিতধর্ম্মস্বশরীরাদিনির্ব্বাহার্থম অপি ধনব্যয়ম্ অনিচ্ছতঃ অপি) অতিকদর্য্যস্য (অতি-লুব্ধস্য) কুটুম্বিনঃ (গৃহাশ্রমিণঃ পুরুষস্য) সংরক্ষ্যা-মাণং (প্রযত্নেন রক্ষ্যমাণম্ অপি ধনং তস্য) মিষতঃ (পশ্যতঃ এব) উরণকবৎ (যথা পালকেন স্বামিনা সংরক্ষ্যমাণম্ অপি উরণকং মেষং বৃকাঃ ব্যাঘ্রাঃ বলাৎ হরন্তি তদ্বৎ ত্বং মম ভর্ত্তা পিতা ত্বদীয়মিদম্ অস্মদর্থমিতি বদন্তঃ তদ্ধনং তে) অপহরন্তি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—(হে রাজন্,) এই সংসারে কুটুম্বগণ নামে মাত্র দারা-অপত্য, কিন্তু কার্য্যে বৃক-শৃগালাদির ন্যায় ; বৃকগণ যেমন পালকগণের দ্বারা সংরক্ষিত মেষসকল বলপূর্ব্বক অপহরণ করে সেইরূপ ঐ সকল স্ত্রীপুত্রাদি অত্যন্ত লোভী গৃহাশ্রমি-ব্যক্তির অতি-শয় যত্নে সংরক্ষিত ধনসমূহ তাহারই সমক্ষে তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও অপহরণ করে ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—গোমায়বো যত্রেত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—অথ চেতি । অপহরতশ্চেত্যর্থঃ । সংরক্ষ্যমাণা অন্নবস্ত্রা-দিভিস্তৃয়া বয়মবশ্যপাল্যা এব ভবামেতি ন্যায়মিষেণ অপহরন্তীত্যস্য কর্ম্মপদং পূর্ব্বোক্তং স্বার্থিকমন্নগুড়-ঘৃতাদিসংপুটং জ্ঞেয়ম্ । অত্র দস্যূনাং গোমায়ূনাঞ্চ দুর্ব্বারত্বস্যাধিক্য-ন্যূনতাভ্যাং ভেদো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গোমায়বো যত্র' (৫।১৩।২), যে অরণ্যমধ্যে শৃগালগণ ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত কথার অনুবাদ করিতেছেন—'অথ চ' ইত্যাদি, চৌরাদি অপহরণ করিলেও, ইহা 'চ'-(এবং) পদের অর্থ, (এই সংসার অরণ্যে স্ত্রী-পুত্রাদি পোষ্যবর্গই কার্য্যতঃ নেকড়ে বাঘ ও শৃগাল-তুল্য) আত্মীয়বর্গ পালিত হইলেও 'অন্ন, বস্ত্রাদির দ্বারা আমরা তোমার অবশ্য পালনীয়'—এই যুক্তিবলে অপহরণ করে। কি অপহরণ করে ? ইহার কর্ম্মপদ পূর্ব্বোক্ত 'স্বার্থিকং' —অতিলোভী গৃহস্থের নিজের ভোগের জন্য গোপনে রক্ষিত অন্ন, গুড় ও ঘৃতাদি সম্পুট বুঝিতে হইবে। এখানে দস্যুগণের ও গোমায়ুতুল্য স্বজনগণের দুর্ব্বা-রণীয়ত্বের আধিক্য ও ন্যূনতারূপে ভেদ জানিতে হইবে ॥ ৩ ॥

যথা হ্যনুবৎসরং কৃষ্যমাণমপ্যদগ্ধবীজং ক্ষেত্রং পুনরেবাবপনকালে গুল্মতৃণবীরুদ্ভির্গহ্বরমিব ভবত্যেব-মেব গৃহাশ্রমঃ কর্ম্মক্ষেত্রং যস্মিন্ ন হি কর্ম্মাণ্যুৎ-সীদন্তি যদয়ং কামকরণ্ড এষ আবসথঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(প্রভূতবীরুত্তৃণগুল্মগহ্বরঃ ইত্যেত-দ্ব্যাচষ্টে –) যথা হি ক্ষেত্রম্ (অন্নক্ষেত্রম্) অনুবৎসরং (প্রতিবর্ষং) কৃষ্যমাণং (হলকর্ষণাদিনা তৃণাদি-নিঃসা-রণেন শোধ্যমানম্) অপি অদগ্ধবীজং (ন দগ্ধানি বীজানি যস্মিন্ তথাভূতং সৎ) আবপনকালে (বীজা-বাপকালে) পুনরেব গুল্মতৃণবীরুদ্ভিঃ গহ্বরমিব ভবতি । এবম্ এব (অয়ং) গৃহাশ্রমঃ কর্ম্মক্ষেত্রং, যস্মিন্ (কদাপি) কর্ম্মাণি ন হি উৎসীদন্তি (ন শাম্যন্তি ।) যৎ (যস্মাৎ যঃ) অয়ম্ আবসথঃ (গৃহা-শ্রমঃ সঃ) এষঃ কামকরণ্ডঃ (কামানাং নানাবিধ-মনোরথানাং করণ্ডঃ ভাজনবিশেষঃ ইব ইত্যর্থঃ । যথা কর্পূরাদিভাজনে কর্পূরাদ্যপগমে অপি তৎপরি-মলঃ ন ক্ষীয়তে । তথা অত্রাপি গৃহাশ্রমে এ কমনো-রথে সিদ্ধে অপি বাসনানাম্ অক্ষীণত্বাৎ ন কর্ম্মাণি উৎসীদন্তি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—যেমন প্রতিবৎসর কর্ষণাদি দ্বারা ক্ষেত্রস্থ তৃণ-গুল্মাদি ছেদন করিয়া ক্ষেত্র পরিষ্কার করা হয়, তথাপি ঐ সকল তৃণাদির বীজ দগ্ধ হয় না বলিয়া বপনকাল অতীত হইলে ক্ষেত্র পুনরায় তৃণ-গুল্মাদির দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া গহ্বর-সদৃশ হয়, সেইরূপ এই গৃহাশ্রম, কর্ম্মক্ষেত্রস্বরূপ, ইহাতেও কর্ম্ম-সকল একেবারে উৎসন্ন হয় না ; কারণ, এই আশ্রম কাম্যকর্ম্মের ভাণ্ড সদৃশ, যেরূপ কর্পূরের ভাণ্ডে কর্পূর না থাকিলেও তাহার গন্ধ যায় না, সেইরূপ বাসনা ক্ষয় না হওয়ায় কর্ম্ম সকলেরও নাশ হয় না ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—প্রভূতবীরুত্তৃণগুল্মগহ্বর ইত্যেতদ্ব্যা-চষ্টে—যথেতি । এষ আবসথঃ আশ্রমো যদ্যস্মাৎ কামানাং করণ্ড ইতি । যথা হিঙ্গুক্ষয়েঽপি গন্ধো ন ক্ষীয়তে এবমত্র বাসনানামক্ষীণত্বাৎ ন কর্ম্মাণ্যুৎ-সীদন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রভূত-বীরুত্তৃণ-গুল্ম-গহ্বরে' (৫।১৩।৩)—ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বনমধ্যে অসংখ্য তৃণ, গুল্ম ও লতার দ্বারা আচ্ছন্ন গহ্বর-সদৃশ এই

গৃহাশ্রম, যেহেতু ইহা 'কাম-করণ্ডঃ', কাম-সমূহের ভাণ্ডার। যেমন কোন পাত্রস্থিত হিঙ্গু (হিং) ক্ষয় হইলেও, উহার গন্ধ নাশ হয় না, সেইরূপ এই গৃহাশ্রমেও বাসনার ক্ষয় না হওয়ায় কর্ম্মসকলও একেবারে উচ্ছেদ-প্রাপ্ত হয় না—এই অর্থ ॥ ৪ ॥

তত্র রতো দংশ-মশক-সমাপসদৈর্ম্মনুজৈঃ শলভ-শকুন্ততস্করমূষিকাদিভিরুপরুধ্যমানবহিঃপ্রাণঃ ক্বচিৎ পরিবর্ত্তমানোঽস্মিন্নধ্বন্য-বিদ্যাকামকর্ম্মভিরুপরক্তমনসানুপপন্নার্থং নরলোকং গন্ধর্ব্বনগরমুপপন্নমিতি মিথ্যাদৃষ্টিরনুপশ্যতি ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (এবম্ভুতে গৃহাশ্রমে) রতঃ (অনুরক্তঃ আসক্তঃ জনঃ) ক্বচিৎ (কদাচিৎ) দংশ-মশকসমাপসদৈঃ (দংশমশকতুল্যৈঃ পীড়াকরৈঃ অপসদৈঃ নীচৈঃ) মনুজৈঃ শলভ-শকুন্ততস্করমূষিকাদিভিঃ (চ) উপরুধ্যমানবহিঃপ্রাণঃ (উপরুধ্যমানঃ প্রপীড্যমানঃ বহিঃপ্রাণঃ ধনাদিরূপঃ যস্য সঃ তথাভূতঃ অপি) অস্মিন্ অধ্বনি (প্রবৃত্তিমার্গে) পরিবর্ত্তমানঃ (পরিভ্রমন্) অবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ (অবিদ্যয়া কামকর্ম্মভিশ্চ) উপরক্তমনসা (উপরক্তেন ব্যাপ্তেন মনসা হেতুনা) মিথ্যাদৃষ্টিঃ (মিথ্যাদৃষ্টিঃ দর্শনং জ্ঞানং যস্য সঃ অনিত্যে নিত্যত্বরূপমিথ্যাভ্রমযুক্তঃ সন্) গন্ধর্ব্বনগরং (গন্ধর্ব্বপুরতুল্যম্) অনুপপন্নার্থম্ (অনুপপন্নাঃ ক্ষণান্তরে এব দুঃস্থাঃ অনিত্যাঃ অঘটনমানাশ্চ অর্থাঃ পদার্থাঃ যস্মিন্ তথাভূতং) নরলোকং (স্বশরীরং পুত্রাদিশরীরং চ) উপপন্নম্ ইতি (সত্যতয়া) অনুপশ্যতি (অনুক্ষণং পশ্যতি) ॥

অনুবাদ—কখনও এই গৃহাশ্রমে রত ব্যক্তির ধন-সম্পত্তি, দংশ ও মশক-সদৃশ নীচ ব্যক্তিরা এবং শলভ, (পতঙ্গ) শকুন্ত ও মূষিকের ন্যায় তস্করসকল তাহাকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়া গ্রহণ করে ; তথাপি সে এই সংসারমার্গেই ভ্রমণ করিতে থাকে। অবিদ্যা কাম ও কর্ম্ম দ্বারা তাহার চিত্ত আক্রান্ত হওয়ায় সে ভ্রমে পড়িয়া গন্ধর্ব্বপুরসদৃশ অনিত্য বস্তুতঃ অসত্য এই নরলোককে সর্ব্বদা সত্য বলিয়া অবলোকন করে ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—কঠোরদংশৈরিত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—অত্রেতি। অপসদৈর্নীচৈরুপরুধ্যমানঃ পীড্যমানো বহিঃ-প্রাণো বিত্তং যস্য সঃ। ক্বচিচ্চ গন্ধর্ব্বপুরং প্রপশ্যতীত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—ক্বচিদিতি। পরিবর্ত্তমানঃ পরাবৃত্য পরামৃশন্ উপরক্তং যন্মনস্তেন ন উপপন্নোঽর্থো বিত্তং যতস্তং নরলোকং বঞ্চকনৃপাদিকং পশ্যতি। ততশ্চ তদুপাসনয়া বাঞ্ছিতবিত্তাদিকম্ উপপন্নমিতি গন্ধর্ব্বনগরমিব তমনুপশ্যতি। ক্বচিচ্চ গন্ধর্ব্বপুরং প্রপশ্যতীত্যেতদুপলক্ষিতমর্থান্তরং দর্শয়তি ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কঠোর-দংশৈঃ' (৫।১৩।৩)—অরণ্যমধ্যে দংশ, মশক বণিক্‌কে উৎপীড়িত করে—এই কথার ব্যাখ্যা করিতেছেন—'অত্র' ইত্যাদি। 'অপসদৈঃ'—দংশ, মশকতুল্য নীচ ব্যক্তিগণ এই গৃহাশ্রমে আসক্ত পুরুষের 'বহিঃ-প্রাণঃ' অর্থাৎ বাহিরের প্রাণ-স্বরূপ ধনসম্পত্তি আক্রমণ করিয়া লয়। 'ক্বচিচ্চ গন্ধর্ব্বপুরং প্রপশ্যতি' (৫।১৩।৩)—বনমধ্যে কোথাও গন্ধর্ব্ব-নগরী দেখিতে পায়—ইহা বিবৃত করিতেছেন—'ক্বচিৎ পরিবর্ত্তমানঃ' ইত্যাদি, এই সংসারমার্গে চলিতে চলিতে মানুষ অজ্ঞানমূলক কামনা ও কর্ম্মদ্বারা 'উপরক্তং'—রঞ্জিত যে মন, তাহার দ্বারা 'অনুপপন্নার্থং'—প্রাপ্ত হওয়া যায় না অর্থ (ধনাদি) যাহার নিকট হইতে, তাদৃশ 'নরলোকং'—বঞ্চক ও নৃপদিগকে দেখিয়া থাকে। তারপর তাহাদের সেবার দ্বারা বাঞ্ছিত ধনাদি 'উপপন্নং'—প্রাপ্ত হইলে, গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় তাহাকে দেখে। কোন স্থলে গন্ধর্ব্ব-পুরী দেখে—এই কথারই অর্থান্তর দেখান হইল ॥ ৫ ॥

তত্র চ ক্বচিদাতপোদকনিভান্ বিষয়ানুপধাবতি পানভোজনব্যবায়াদিব্যসনলোলুপঃ ॥ ৬॥

অন্বয়ঃ—তত্র চ (গন্ধর্ব্বপুরে) পানভোজনব্যবায়াদিব্যসনলোলুপঃ (পানভোজনব্যবায়াদিষু ব্যসনেন লোলুপঃ লম্পটঃ সন্ জনঃ) আতপোদকনিভান্ (আতপোদকং মৃগতৃষ্ণাজলং, তত্তুল্যান্ প্রারব্ধং বিনা সর্ব্বথা দুর্ল্লভান্ মিথ্যাভূতাংশ্চ) বিষয়ান্ (স্বীকর্ত্তুং) ক্বচিৎ (কদাচিৎ উপধাবতি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—কখনও বা এই গন্ধর্ব্বপুরে সেই ব্যক্তি

পান, ভোজন ও স্ত্রীসঙ্গ প্রভৃতি বিষয়ে লালায়িত হইয়া মৃগতৃষ্ণার বারি-সদৃশ বিষয়ের প্রতি ধাবমান হয় ॥৬

বিশ্বনাথ—আতপোদকং মৃগতৃষ্ণা তত্তুল্যান্ বিষয়ানুপধাবতি ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আতপোদক-নিভান্'—মৃগতৃষ্ণার জলতুল্য বিষয়সকলের প্রতি ধাবিত হয় ॥ ৬॥

———

কৃচিচ্ছাশেষদোষনিষদনং পুরীষবিশেষং তদ্বর্ণগুণনির্ম্মিতমতিঃ সুবর্ণমুপাদিৎসত্যগ্নিকাম-কাতর ইবোল্মুকপিশাচম্ ॥ ৭॥

অন্বয়ঃ—(কৃচিচ্ছাগুরয়োল্মুকগ্রহম্ ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—) কৃচিৎ চ অশেষদোষনিষদনম্ (অশেষাণাং দোষাণাং হিংসা পরস্ত্রীগমনদ্যূতমদ্যপানাদীনাং নিষদনং স্থানং কারণং) পুরীষবিশেষম্ (অগ্নেঃ বিষ্ঠাং বিষ্ঠারূপং মলরূপং বা) সুবর্ণম্ (উপলক্ষণতয়া পরদ্রব্যমাত্রং) তদ্বর্ণগুণনির্ম্মিতমতিঃ (তস্য পুরীষস্যেব লোহিতঃ বর্ণঃ যস্য রজোগুণস্য, তেন নির্ম্মিতা পুরীষবিষয়া মতিঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) উপাদিৎসতি (ন্যায়তঃ অন্যায়তঃ বা উপাদাতুম্ ইচ্ছতি।) অগ্নিকামকাতরঃ (যথা অরণ্যে শীতনিবৃত্তয়ে অগ্নিকামেন কাতরঃ পরবশঃ অগ্নি বজ্জাজ্বল্যমানং ততঃ ধাবন্তম্) উল্মুকপিশাচমিব (উল্মুকসদৃশ পিশাচম্ অগ্নিবুদ্ধ্যা অনুধাবতি, ন চ প্রাপ্নোতি। কথঞ্চিৎ প্রাপ্তঃ চেৎ তর্হি তেন ভক্ষিতঃ সন্ ম্রিয়তে এবং সুবর্ণং জিঘৃক্ষুঃ তৎ ন প্রাপ্নোতি। কথঞ্চিৎ প্রাপ্নোতি চেৎ পাপরতঃ সন্ নরকম্ অনুভবতি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—আবার কখনও বা হিংসা, পরস্ত্রীগমন, দ্যূত, মদ্যপান প্রভৃতি বহুবিধ দোষের আকর সুবর্ণ একপ্রকার বিষ্ঠা, সেই বিষ্ঠার ন্যায় লোহিত বর্ণ রজোগুণে যাহার বুদ্ধি গঠিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই উহা পাইতে ইচ্ছা করে। শীতার্ত্ত ব্যক্তি যেমন অগ্নির তাপলাভেচ্ছু হইয়া অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান পিশাচকে দেখিয়া অগ্নিবুদ্ধিতে তাহার দিকে ধাবিত হয়, সেও তদ্রূপ সুবর্ণ পাইতে ইচ্ছা করিয়া সেই বিষ্ঠার প্রতিই ধাবমান হইয়া থাকে ॥ ৭

বিশ্বনাথ—কৃচিৎ কৃচিচ্ছাগুরয়োল্মুকগ্রহমিত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—কৃচিচ্ছেতি। পুরীষবিশেষমগ্নের্বিষ্ঠাং তস্য পুরীষস্যেব লোহিতো বর্ণো যস্য রজোগুণস্য তেন নির্ম্মিতা তদ্বিষয়া মতির্যস্য সঃ। সুবর্ণমিতি পরকীয়দ্রব্যমাত্রস্যোপলক্ষণং আদাতুমিচ্ছতি নরকে পতিতুমিচ্ছতি ইতি ভাবঃ। শীতাদিত্রাণার্থমরণ্যে ভ্রমন্নগ্নিকামেন কাতরো যথা উল্মুকতুল্যং পিশাচমগ্নিবুদ্ধ্যা ধাবতি মর্ত্তুমিতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোথাও কোথাও অতিশয় বেগশালী উল্মূক-গ্রহ দেখিতে পায় (৫।১৩।৩), ইহার ব্যাখ্যা—'কৃচিচ্ছ' ইত্যাদি। 'পুরীষ-বিশেষং'—স্বর্ণকে অগ্নির বিষ্ঠা বলা হয়, 'তদ্বর্ণ-গুণনির্ম্মিত-মতিঃ'—সেই বিষ্ঠার ন্যায় লোহিত বর্ণ যাহার, তাদৃশ রক্তবর্ণ রজোগুণের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, অর্থাৎ তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রলোভিত হইয়াছে মতি যাহার, সেই পুরুষ। সুবর্ণ—ইহা পরকীয় দ্রব্যমাত্রেরই উপলক্ষণ, অর্থাৎ পরের দ্রব্য লাভে অভিলাষ করতঃ নরকে পতিত হইতে ইচ্ছা করে—এই ভাব। শীতাদির হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে বণিক্ অগ্নিলাভের আশায় কাতর হইয়া যেরূপ উল্মূকতুল্য (জাজ্জ্বল্যমান অঙ্গারের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান) পিশাচের প্রতি অগ্নিবুদ্ধিতে মরণের জন্য ধাবিত হয়, (তদ্রূপ পুরুষও সকল দোষের আকর ও অগ্নির বিষ্ঠাস্বরূপ সুবর্ণ লাভে ইচ্ছুক হইয়া নরকে পতিত হয়)—এই ভাব ॥ ৭ ॥

———

অথ কদাচিন্নিবাসপানীয়দ্রবিণাদ্যনেকাত্মোপজীবনাভিনিবেশ এতস্যাং সংসারাটব্যামিতস্ততঃ পরিধাবতি ॥ ৮॥

অন্বয়ঃ—(নিবাসতোয়দ্রবিণা ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—) অথ কদাচিৎ (কৃচিৎ) নিবাসপানীয়দ্রবিণাদ্যনেকাত্মোপজীবনাভিনিবেশঃ (নিবাসঃ বাসস্থানং পানীয়ং দ্রবিণঞ্চ ইত্যাদিষু অনেকেষু আত্মনঃ উপজীব্যেষু অভিনিবেশঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্ জনঃ) এতস্যাং সংসারাটব্যাম্ ইতস্ততঃ পরিধাবতি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—কখনও বা নিবাস, জল, ধন প্রভৃতি বহুবিধ আপনার জীবনধারণোপযোগী বস্তুসমূহে অভিনিবিষ্ট হইয়া পুরুষ এই সংসারাটবীতে ইতস্ততঃ দৌড়িয়া বেড়ায় ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ— নিবাসতোয়দ্রবিণাত্মবুদ্ধিরিত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—অথেতি ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিবাস-তোয়' (৫।১৩।৪), ইত্যাদির ব্যাখ্যা—'অথ' ইত্যাদি, (অর্থাৎ কখনও বা মানুষ বাসস্থান, জল ও ধন প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রতি আসক্ত হইয়া সংসার অরণ্যে ইতস্ততঃ ছুটিতে থাকে।) ॥ ৮ ॥

কৃচিচ্চ বাত্যৌপম্যয়া প্রমদয়ারোহমারোপিতস্তৎকালরজসা রজনীভূত ইবাসাধুমর্য্যাদো রজস্বলাক্ষো দিগ্‌দেবতা অতিরজস্বলমতির্ন বিজানাতি ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(কৃচিচ্চ বাত্যোত্থিত ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—) কৃচিচ্চ (কদাচিচ্চ) বাত্যৌপম্যয়া (বাত্যয়া চক্রবাতেন সহ ঔপম্যম্ উপমা যস্যাঃ চাঞ্চল্যেন মোহোৎপাদকত্বেন চক্রবাততুল্যয়া) প্রমদয়া (স্ত্রিয়া) আরোহম্ (অঙ্কম্) আরোপিতঃ তৎকালরজসা (তস্মিন্ কালে যদ্রজঃ রাগঃ কামবেগঃ তেন) রজস্বলাক্ষঃ (বিনষ্টবিবেকঃ) অতিরজস্বলমতিঃ (অতিশয়েন রজস্বলা মতিঃ যস্য সঃ কামান্ধঃ অতএব) অসাধুমর্য্যাদঃ রজনীভূত ইব (তমোময় ইব সর্ব্বতঃ সঞ্চারিণীঃ অপি তৎকর্ম্মসাক্ষিভূতাঃ) দিগ্‌দেবতা ন বিজানাতি (ন জানাতি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—কোথাও চক্রবাত-সদৃশ প্রমদা-কর্ত্তৃক ক্রোড়ে আরোপিত হইয়া তৎকালে জাত রজঃতুল্য কামবেগে তাহার বিবেক নষ্ট হইয়া যায়, এবং সে কামে অন্ধ হইয়া বিধিমার্গের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, তখন সে তাহার ঐ মর্য্যাদাতিক্রমের সাক্ষি-স্বরূপ যে চন্দ্রসূর্য্যাদি দিগ্‌দেবতাগণ সাক্ষাৎ বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও স্বীয় মোহান্ধ চক্ষে অন্ধকারের ন্যায় দর্শন করিয়া, তদ্বিষয় জানিতে পারে না ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ — কৃচিচ্চ বাত্যোত্থিতেত্যেদ্ব্যাচষ্টে—বাত্যয়া সহৌপম্যমুপমা যস্যাস্তয়া আরোহমঙ্কম্। তস্মিন্ কালে যদ্রজঃ রজস্তুল্যঃ কামবেগস্তেন স্বদৃষ্ট্যাচ্ছাদকেন স্পষ্টা অপি দিগ্‌দেবতা বহ্নিসূর্য্যাদ্যা রজনীভূতা অদৃশ্যা ইব রজস্বলাক্ষোঽন্ধ ইব রজস্বলমতিঃ কামান্ধী-কৃতমতিঃ পশ্যন্তীরপি তা ন জানাতি। রজনীভূত ইতি পাঠে তমোময়ঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃচিচ্চ বাত্যোত্থিত'—(৫।১৩।৪), ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ 'কৃচিচ্চ বাত্যৌপম্যয়া'—বাত্যার সহিত 'ঔপম্য' বলিতে উপমা যাহার, তাহার দ্বারা 'আরোহম্'—ক্রোড়দেশে স্থাপিত হইলে (অর্থাৎ চক্রাকারে প্রবাহিত ঘূর্ণীবাত্যা যেরূপ মানুষকে বেষ্টন করিয়া রজঃ অর্থাৎ ধূলিরাশি দ্বারা তাহার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ কদাচিৎ এই সংসারেও রমণী পুরুষকে নিজ ক্রোড়দেশে আরোহণ করাইলে), 'তৎকাল-রজসা'—তৎকালে যে রজঃ, অর্থাৎ রজঃ-তুল্য কামবেগ, তাহার দ্বারা নিজ দৃষ্টি আচ্ছাদিত হওয়ায় উজ্জ্বল অগ্নি, সূর্য্যাদি দিগ্‌দেবতাকে রজনী-স্বরূপ অদৃশ্যের ন্যায় দেখে। 'রজস্বলাক্ষঃ'—ধূলিধূসরিত-চক্ষুঃ অন্ধের ন্যায় 'রজস্বল-মতিঃ'—কামবেগে অন্ধ হইয়াছে মতি যাহার, তদ্রূপ হইয়া তাহাদিগকে (সেই দিগ্-দেবতাগণকে) দেখিতে পাইলেও বুঝিতে পারে না। 'রজনীভূতঃ'—এই পাঠে তমোময়, (তৎকালে রজঃ বলিতে অনুরাগ, তাহাতে যেন তমোময় অর্থাৎ অন্ধ হইয়া, দেখিয়াও দেখে না এই অর্থ।) ॥ ৯ ॥

কৃচিৎ সকৃদবগতবিষয়বৈতথ্যঃ স্বয়ং পরাভিধ্যানেন বিভ্রংশিতস্মৃতিস্তয়ৈব মরীচিতোয়প্রায়াংস্তানেবাভিধাবতি ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—কৃচিৎ স্বয়ম্ (এব) সকৃৎ অবগতবিষয়বৈতথ্যঃ (অবগতং বিষয়াণাং বৈতথ্যং বিফলত্বং দুঃখহেতুত্বঞ্চ যেন সঃ তথাভূতঃ অপি) পরাভিধ্যানেন (দেহাত্মাভিমানেন) বিভ্রংশিতস্মৃতিঃ (বিভ্রংশিতা স্মৃতিঃ যস্য সঃ তথাভূতঃ সন্ জনঃ) তয়া এব (বিভ্রংশিতয়া স্মৃত্যা এব স্মৃতিভ্রংশাৎ এব ইত্যর্থঃ) মরীচিতোয়প্রায়ান্ (দুর্ল্লভত্বেন দুঃখহেতুত্বেন মনোরথাপূরকত্বেন চ মরীচিকায়াং জলসদৃশান্) তান্ (বিষয়ান্) এব অভিধাবতি (তৎপ্রাপ্তিব্যাপারক্লিষ্টঃ ভবতি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—পুরুষ কখনও আপনিই এক একবার ধারণা করে যে, বিষয়সমূহ বিফল ও দুঃখজনক; কিন্তু দেহে আত্মাভিমান থাকাতে, তাহার ঐরূপ স্মৃতি নষ্ট হইয়া যায়, তখন সে মরীচিকায় বারিবৎ

সেই সকল বিষয়ের জন্য পুনরায় তৎপ্রতি ধাবমান হয় ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অত্র কৃচিৎ ক্রমেণ কৃচিৎ ক্রমোল্লঙ্ঘনেন কৃচিৎ পৌনরুক্ত্যেনাপি ব্যাখ্যানং নাবগণনীয়ম্। নহি মহাটব্যাঃ সর্ব্ব এব পন্থা ঋজুকর্ত্তুং শক্য ইতি অত্র স্বপ্রৌঢ়িমপহায় যথাস্থিতমেব ব্যাখ্যায়তে। মরীচিতোয়ান্যভিধাবতি কৃচিদিত্যেতদ্ব্যাচষ্টে কৃচিদিতি। সকৃদেকবারম্ অবগতং বিষয়াণাং বৈতথ্যং নৈষ্ফল্যং যেন সঃ। তদপি তানেব বিষয়ান্ মরীচিতোয়প্রায়ান্ পুনঃ পুনরভিধাবতি পরাভিধ্যানেন দেহাভিনিবেশেন বিভ্রংশিতা স্মৃতির্যস্য সঃ। তয়ৈব বিভ্রংশিতয়া স্মৃত্যা স্মৃতিভ্রংশাদেবেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখানে কখন ক্রমপূর্ব্বক, কখন ক্রম উল্লঙ্ঘন করতঃ, কখনও বা পুনরুক্তির দ্বারা যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা দোষাবহ নহে। মহাটবীর সকল পথই সরল (সোজা) করা সম্ভব নহে (অর্থাৎ আঁকা-বাঁকা গলিও আছে)—এইহেতু এখানে নিজ প্রৌঢ়ি (ঔৎসুক্য বা সামর্থ্য) পরিহারপূর্ব্বক যথাস্থিত ব্যাখ্যা করা হইতেছে। 'মরীচিতোয়ান্যভিধাবতি কৃচিৎ' (৫।১৩।৫)—এই শ্লোকের বিশ্লেষণ 'কৃচিৎ' ইত্যাদি। 'সকৃদ্ অবগত-বিষয়-বৈতথ্যঃ'—একবারও অবগত হইয়াছে বিষয়সমূহের 'বৈতথ্য' অর্থাৎ নিস্ফলতা যাহা কর্ত্তৃক, তিনি। তাহা হইলেও মরীচিকার জলতুল্য সেই সকল বিষয়ের প্রতিই পুনঃ পুনঃ মানুষ প্রধাবিত হয়, কারণ 'পরাভিধ্যানেন'—দেহের প্রতি অভিনিবেশবশতঃ তাহার স্মৃতি ভ্রষ্ট হইয়াছে। 'তয়ৈব'—সেই বিভ্রংশিত স্মৃতির জন্যই, অর্থাৎ স্মৃতি-ভ্রংশ হওয়ায় (বারবার বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে)—এই অর্থ ॥১০॥

কৃচিদুলূক-ঝিল্লী-স্বনবদতিপরুষরভসাটোপং প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা রিপুরাজকুলনির্ভর্ৎসিতেনাতিব্যথিত-কর্ণমূলহৃদয়ঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(অদৃশ্যঝিল্লীস্বন ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—) কৃচিৎ (কদাচিৎ) উলূক-ঝিল্লী-স্বনবৎ (উলূকঝিল্ল্যোঃ মূককীটবিশেষয়োঃ ধ্বনিবৎ) অতিপরুষরভসাটোপম্ (অতিপরুষঃ দুঃসহঃ রভসঃ উৎসাহঃ তেন আটোপঃ সম্ভ্রমঃ যথা ভবতি তথা) প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা রিপুরাজকুলনির্ভর্ৎসিতেন (রিপূণাং রাজকুলস্য চ নির্ভর্ৎসিতেন দুর্ব্বচনেন) অতিব্যথিতকর্ণমূলহৃদয়ঃ (অতিব্যথিতং কর্ণমূলং হৃদয়ঞ্চ যস্য সঃ তথাভূতঃ ভবতি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—কখনও উলূক ও ঝিল্লীগণের শব্দের ন্যায় কঠোর বাক্যপ্রয়োগ করিতে উৎসাহবিশিষ্ট হইয়া গর্ব্বভরে শত্রুকুল ও রাজগণ সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে যে ভর্ৎসনা করেন, তাহাতে তাহার কর্ণশূল ও হৃদয়বেদনা উপস্থিত হয় ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ —অদৃশ্যঝিল্লীস্বনেনেত্যেতদ্ব্যাচষ্টে —কৃচিদুলূকেতি। অতি পরুষো রভস উৎসাহস্তেনাটোপঃ সংভ্রমো যত্র তদ্‌যথাস্যাত্তথা নিভর্ৎসনেন ॥১১

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অদৃশ্য-ঝিল্লী-স্বনেন' (৫। ১৩।৫) অদৃশ্য ঝিল্লীর কঠোর শব্দের দ্বারা ইত্যাদির ব্যাখ্যান—'কৃচিদ্ উলূক' ইত্যাদি। 'অতিপরুষ-রভসা টোপং' - অতি কর্কশ যে 'রভস'—উৎসাহ, সেই হেতু 'আটোপ' বলিতে সম্ভ্রম (গর্ব্ব) যেরূপে হয়, সেইরূপ (শত্রুকুলের) ভর্ৎসনার দ্বারা (মানুষের কর্ণমূল ও চিত্তে অতিশয় পীড়া বোধ হয়।) ॥ ১১ ॥

স যদা দুগ্ধপূর্ব্বসুকৃতস্তদা কারস্করাদ্যপুণ্য-দ্রুমলতা-বিষোদপানবদুভয়ার্থশূন্যদ্রবিণান্ জীবন্মৃতান্ স্বয়ং জীবন্ ম্রিয়মাণ উপধাবতি ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(অপুণ্যবৃক্ষান্ ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—) সঃ দুগ্ধ পূর্ব্বসুকৃতঃ (দুগ্ধম্ উপভুক্তং পূর্ব্বং সুকৃতং পুণ্যং যেন সঃ তথাভূতঃ) যদা (ভবতি) তদা কারস্করাদ্যপুণ্যদ্রুমলতাবিষোদপানবদুভয়ার্থশূন্যদ্রবিণান্ (কারস্করঃ বিষতিন্দুকঃ নিষিদ্ধিরক্ষবিশেষঃ তৎপ্রমুখাঃ যে অপুণ্যদ্রুমাঃ তথাবিধাঃ লতাশ্চ বিষোদপানাশ্চ বিষযুক্তাঃ কূপাশ্চ তত্তুল্যান্ উভয়ার্থ-শূন্যদ্রবিণান্ দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনশূন্যধনান্) জীবন্মৃতান্ (মৃতান্ জনান্) স্বয়ং জীবন্ ম্রিয়মাণঃ (ইব) উপধাবতি (বিষয়ভোগার্থং ধনাশয়া সেবতে) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—জীব পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যফল ভোগ করিয়া বিষতিন্দুক প্রভৃতি অপবিত্র বৃক্ষ, লতা ও বিষকূপতুল্য, ঐহিক ও পারত্রিক উভয়ার্থশূন্য ধনকে

আশ্রয় করে এবং তাহার নিমিত্ত স্বয়ং ম্রিয়মাণ হইয়া জীবন্মৃত ধনীর নিকট ধাবিত হয় ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অপুণ্যবৃক্ষানেতদ্ব্যাচষ্টে—স যদেতি। দুগ্ধমুপভুক্তং পূর্ব্বসুকৃতং যেন সঃ। কারস্করো বিষতিন্দুকঃ। তৎপ্রমুখা যেঽপুণ্যদ্রুমাস্তথাবিধা লতাশ্চ বিষকূপাস্তত্তুল্যান্ দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনশূন্যধনান্ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপুণ্য-বৃক্ষান্' (৫।১৩।৫)—অপুণ্য বৃক্ষের ন্যায় অধার্ম্মিকদের সেবা করে, ইত্যাদির ব্যাখ্যা—'স যদা' ইত্যাদি। 'দুগ্ধ-পূর্ব্ব-সুকৃতঃ'—দুগ্ধ অর্থাৎ উপভুক্ত হইয়াছে পূর্ব্ব সুকৃত যাহা কর্তৃক, তিনি (অর্থাৎ পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্য কর্ম্মের ফলভোগ যাহার সমাপ্ত হইয়াছে, সেই মানুষ)। 'কারস্কর'—বলিতে বিষতিন্দুক প্রভৃতি যে সকল অপুণ্য বৃক্ষ, সেইরূপ পাপলতা এবং বিষময় কূপতুল্য দৃষ্ট ও অদৃষ্ট (ইহলৌকিক ও পারলৌকিক) প্রয়োজন-শূন্য ধন-রাশি যাহাদের (তাদৃশ জীবন্মৃত ব্যক্তিগণের নিকট ধাবিত হয়) ॥ ১২ ॥

একদা অসৎপ্রসঙ্গান্নিকৃতমতির্ব্যুদকস্রোতঃ-স্খলনবদুভয়তোঽপি দুঃখদং পাষণ্ডমভিযাতি ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(কৃচিৎ বিতোয়াঃ সরিতঃ ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে) একদা (কদাচিৎ) অসৎপ্রসঙ্গাৎ (অসতাং বেদব্রাহ্মণবিরুদ্ধবাদিনাং যঃ প্রসঙ্গঃ প্রকৃষ্টঃ সঙ্গঃ তস্মাৎ) নিকৃতমতিঃ (নিকৃতা বঞ্চিতা মতিঃ যস্য সঃ তথাভূতঃ সন্ জনঃ) উভয়তঃ (ইহ নিন্দাহেতুত্বেন পরত্র নরকপাতাদিহেতুত্বেন উভয়তঃ অপি) দুঃখদং পাষণ্ডং (বেদবিরুদ্ধমার্গম্) ব্যুদকস্রোতঃস্খলনবৎ (নিরুদকনদীপতনবৎ) অভিযাতি। (আশ্রয়তি তথা চ যথা নির্জ্জলনদীগর্ভে পতিতস্য জনস্য সদ্যঃ শিরঃ স্ফুটতি পশ্চাদপি চ তদ্বেদনা অনুবর্ত্ততে, ন চ উদকলাভঃ ভবতি, এবম্ ইহ পরত্র চ দুঃখদং পাষণ্ডাচারম্ অভিযাতি স্বীকরোতি ইতি ভাবঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—এই সংসারাটবীতে কখন কখন অসৎসঙ্গে জীবের বুদ্ধি বঞ্চিত হয়; জনশূন্য নদীর গর্ভে পতিত হইলে যেমন তৎক্ষণাৎ মস্তক ফুটিয়া যায়, পরে আরও ক্লেশ হইয়া থাকে, সেইরূপ ঐ বঞ্চিত পুরুষ বেদবিরুদ্ধ পাষণ্ড মতকে আশ্রয় করিয়া ইহকালে ও পরকালে দুঃখ পাইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—কৃচিদ্বিতোয়াঃ সরিত ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—একদা অসতাং প্রসঙ্গান্নিকৃতা বঞ্চিতা মতির্যস্য সঃ, নিরুদকনদীগর্ত্তপাতে যথা সদ্যঃ শিরঃ স্ফুটতি পশ্চাদপি বেদনানুবর্ত্ততে এবমিহ চ পরত্র চ দুঃখদম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃচিদ্ বিতোয়াঃ সরিতঃ' (৫।১৩।৬)—সংসারাটবীতে বণিক্‌সমূহ 'কখন কখন জলশূন্য জলাশয়ে গমন করে'—এই কথার তাৎপর্য্য বলিতেছেন—'একদা' ইত্যাদি। 'অসৎ-প্রসঙ্গাৎ'—অসদ্‌গণের সঙ্গহেতু, 'নিকৃত-মতিঃ'—নিকৃত বলিতে সন্মার্গ হইতে বঞ্চিত (বিচ্ছিন্ন) মতি যাহার, তাদৃশ ব্যক্তি, জলহীন নদীগর্ভে পতিত হইলে যেরূপ তৎক্ষণাৎ মস্তক ফাটিয়া যায় এবং পরেও বেদনাবোধ হয়, তদ্রূপ 'উভয়তোঽপি দুঃখদং'—ইহলোক ও পরলোকে দুঃখপ্রদ (পাষণ্ড মার্গ অর্থাৎ বেদ-বিরুদ্ধ পথ আশ্রয় করে) ॥ ১৩ ॥

যদা তু ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতঃ পরবাধয়ান্ধ আত্মনে নোপনমতি তদা হি পিতৃপুত্রবর্হিষ্মতঃ পিতৃপুত্রান্ বা স খলু ভক্ষয়তি ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(পরস্পরং বা লষতে নিরন্নঃ ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—) যদা তু (ভাগ্যহীনত্বাৎ) পরবাধয়া (পরপীড়নপ্রদয়াপি) আত্মনে অন্ধঃ (অন্নং) নোপনমতি (নোপতিষ্ঠতি) তদা হি ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতঃ পিতৃপুত্রবর্হিষ্মতঃ (পিতৃপুত্রাণাং বর্হিঃ কুশঃ তদ্বতঃ) পিতৃপুত্রান্ বা (পিতুঃ পুত্রাণাং বা কুশাদিতৃণবৎ অতিতুচ্ছম্ অপি বস্তু যেষু বিদ্যতে তান্) সঃ খলু ভক্ষয়তি (বলেন বিবাদাদিনা বা বাধতে অথবা রাজদ্বারাৎ পদাতিকান্ আনীয় পীড়য়তি ইত্যর্থঃ) ॥১৪॥

অনুবাদ—এই সংসারে পুরুষ যখন অপরকে পীড়া প্রদান করিয়াও আপনার প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করিতে পারে না, তখন সে তাহার পিতা কিংবা পুত্রাদি (প্রতিপাল্য) জনের মধ্যেও যদি তৃণতুল্য সামান্য কোনও বস্তুও দেখিতে পায়, তবে তাহার জন্যও তাহাদিগকে পীড়া প্রদান করে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—পরস্পরঞ্চালষতে নিরন্ন ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—পরবাধয়া পরপীড়নপ্রদয়াপি জীবিকয়া অন্ধঃ নোপনমতি নোপতিষ্ঠতি পিতুঃ পুত্রাণাং বা কুশাদি-তৃণমাত্রমপি যেষু পশ্যতি তান্ ভক্ষয়তি রাজদ্বারাৎ পদাতিকানানীয় পীড়য়তি ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরস্পরং চ আলষতে নিরন্নঃ' (৫।১৩।৬)—'কখন কখন নিরন্ন হইয়া পরস্পরের নিকট অন্ন যাচঞা করে, ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত কথার তাৎপর্য্য বলিতেছেন—'যদা তু' ইত্যাদি। 'পরবাধয়া' —পরপীড়নপ্রদ জীবিকার দ্বারাও (অর্থাৎ ক্ষুধা-কাতর মানুষ যখন অপরকে পীড়া দিয়াও) নিজের অন্ন সংগ্রহ করিতে পারে না, তখন পিতা বা পুত্রগণের কুশাদি তৃণমাত্র বস্তুও যাহাদের নিকট দেখিতে পায়, 'তান্ ভক্ষয়তি'—তাহা হইলে রাজদ্বার হইতে সৈন্য আনিয়া তাহাদিগকে পীড়া প্রদান করে ॥ ১৪ ॥

কৃচিদাসাদ্য গৃহং দাববৎ প্রিয়ার্থবিধুরমসুখোদর্কং শোকাগ্নিনা দহ্যমানো ভৃশং নির্ব্বেদমুপগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(আসাদ্য দাবম্ ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—) দাববৎ (জ্বলদ্বনাগ্নিবৎ) প্রিয়ার্থবিধুরং (প্রত্যুত অনুকূলার্থরহিতম্) অসুখোদর্কম্ (অসুখঃ দুঃখপ্রদঃ উদর্কঃ উত্তরোত্তরফলং যস্মিন্ তথাভূতং দুঃখ-পরম্পরাযুক্তং) গৃহম্ আসাদ্য (প্রাপ্য) শোকাগ্নিনা (ইষ্টালাভাদনিষ্টজদুঃখেন) দহ্যমানঃ (সন্) কৃচিৎ (কদাচিৎ) ভৃশম্ (অত্যন্তং) নির্ব্বেদং (ময়া সুকৃতং ন কৃতম্ অতঃ দুর্ভগঃ মন্দভাগ্যঃ অহমিতি বিষাদম্) উপগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—এই গৃহ দাবানল-সদৃশ, ইহাতে সুখের লেশমাত্র নাই, দুঃখই ইহার চরম ফল; অনুকূল বস্তু তথায় বর্ত্তমান নাই। জীব ঈদৃশ গৃহকে লাভ করিয়া শোকানলে দগ্ধ হয়; কখনও বা "আমি অতিশয় মন্দভাগ্য", "আমার কোন সুকৃতি নাই" এইরূপ বিষাদ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—আসাদ্য দাবমিত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—কৃচিদা-সাদ্যেতি ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আসাদ্য দাবম্' (৫।১৩।৬)—কখন কখন দাবানলের নিকট গিয়া অগ্নিতে সন্তপ্ত হওয়ায় বিষাদ-প্রাপ্ত হয়—ইত্যাদি কথার তাৎপর্য্য বলিতেছেন—'কৃচিদ্ আসাদ্য গৃহম্' ইত্যাদি (অর্থাৎ দাবানলতুল্য গৃহ আশ্রয় করিয়া শোকানলে দগ্ধ হইতে হইতে অতিশয় খেদগ্রস্ত হয়।) ॥ ১৫ ॥

কৃচিৎ কালবিষমিতরাজকুলরক্ষসাপহৃতপ্রিয়-তমধনাসুর্মৃতক ইব বিগতজীবলক্ষণ আস্তে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(ক্ব চ যক্ষৈর্হৃতাসুঃ ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—) কৃচিৎ (কদাচিৎ) কালবিষমিতরাজকুলরক্ষসাপ-হৃতপ্রিয়তমধনাসুঃ (কালেন বিষমিতং প্রতিকূলতাং প্রাপ্তং যৎ রাজকুলং তদেব রক্ষঃ তেন অপহৃতাঃ প্রিয়তমধনরূপা অসবঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ) মৃতকঃ ইব বিগতজীবলক্ষণঃ (বিগতানি জীবলক্ষণানি হর্ষ-চেষ্টাদীনি যস্য সঃ তথাভূতঃ শোকমূর্চ্ছিতঃ বা সন্) আস্তে ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—রাজগণ রাক্ষস-সদৃশ; কখন কখন তাহারা প্রতিকূল হইয়া ঐ প্রজার প্রাণতুল্য প্রিয়তম ধন অপহরণ করে, তখন সে সুখদুঃখানুভবাদি জীবনচিহ্নরহিত হইয়া মৃতের ন্যায় অবস্থান করে ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ব চ যক্ষৈর্হৃতাসুরিত্যেতদ্ব্যাচষ্টে কৃচিৎ কালেতি। বিগতানি জীবনলক্ষণানি হর্ষাদীনি যস্য সঃ। শোকমূর্চ্ছিতো বা ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ব চ যক্ষৈ-র্হৃতাসুঃ' (৫।১৩।৬)—কখন কখন যক্ষগণ প্রাণতুল্য ধন হরণ করায় নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হয়—ইহার তাৎপর্য্য বলিতেছেন—'কৃচিৎ কাল' ইত্যাদি। 'বিগত-জীবনলক্ষণঃ'—বিগত হইয়াছে জীবনের লক্ষণ হর্ষ প্রভৃতি যাহার, তিনি, মৃতের ন্যায় অথবা—শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া অবস্থান করে ॥ ১৬ ॥

কদাচিন্মনোরথোপগত-পিতৃ-পিতামহাদ্যসৎসদিতি স্বপ্ননির্ব্বৃতিং ক্ষণমনুভবতি ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(কৃচিচ্চ গন্ধর্ব্বপুরং প্রবিষ্টঃ ইত্যেত-দ্ব্যাচষ্টে—) কদাচিৎ মনোরথোপগতপিতৃপিতামহাদ্য-সৎসদিতি (মনোরথেন উপগতং প্রাপ্তম্ পিতৃপিতা-

মহাদি অসদপি মৃতমপি সৎ পুনঃ পরলোকাদাগতমিতি) স্বপ্ননির্ব্বৃতিং (স্বপ্নসুখসদৃশং সুখং) ক্ষণম্ অনুভবতি। (পূর্ব্বং গন্ধর্ব্বপুরবৎ অঘটমানদর্শনমুক্তম্, ইদানীং তন্নিমিত্তসুখাসক্তিঃ উচ্যতে ইতি ভেদঃ)॥ ১৭॥

অনুবাদ—সে কোন সময় পিতৃপিতামহাদি মৃত ব্যক্তি পরলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন—এইরূপ মনে করিয়া ক্ষণকাল স্বপ্নসুখতুল্য সুখ অনুভব করে॥ ১৭॥

বিশ্বনাথ—ক্বচিচ্চ গন্ধর্ব্বপুরং প্রবিষ্ট ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—কদাচিদিতি। মনোরথপ্রাপ্তং পিত্রাদিকম্ অসৎ মৃতমপি সৎ পুনঃ পরলোকাদাগতমিতি মত্বা স্বপ্নে ইব নির্বৃতিম্॥ ১৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্বচিচ্চ গন্ধর্ব্ব পুরং প্রবিষ্টঃ' (৫।১৩।৭)—কোথাও গন্ধর্ব্বপুরে প্রবেশ করিয়া নির্বৃত-তুল্য হওয়ায় আহলাদ আমোদ উপভোগ করে—ইত্যাদি কথার অর্থ বলিতেছেন—'কদাচিৎ' ইত্যাদি। মনোবাঞ্ছানুসারে পিতা, পিতামহ প্রভৃতিকে 'অসৎ'—মৃত হইলেও, 'সৎ'—পুনরায় পরলোক হইতে আগত মনে করিয়া, 'স্বপ্ন-নির্বৃতিং'—স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুর ন্যায় ক্ষণকাল স্বপ্ন-সুখ অনুভব করে॥ ১৭॥

———

ক্বচিদ্‌গৃহাশ্রমকর্ম্মচোদনাতিভরগিরিমারুরুক্ষমাণো লৌকিকব্যসনকর্ষিতমনাঃ কণ্টকশর্করাক্ষেত্রং প্রবিশন্নিব সীদতি॥ ১৮॥

অন্বয়ঃ—(চলন্ ক্বচিৎ ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—) ক্বচিৎ (কদাচিৎ) গৃহাশ্রমকর্ম্মচোদনাতিভরগিরিং (গৃহাশ্রমে যাঃ কর্ম্মণাং চোদনাঃ বিধয়ঃ তাসাম্ অতিভরঃ অতিবিস্তারঃ সঃ এব গিরিঃ তম্) আরুরুক্ষমাণঃ (অনুষ্ঠানেন তদন্তং গন্তুমিচ্ছন্ বহুদিবসানি শরীরায়াস-যজ্ঞাদিকর্ম্মাণি আরভ্য যাবৎ সমাপ্তিং কর্ত্তৃকামঃ তাবৎ) লৌকিকব্যাসনকর্ষিতমনাঃ (লোক) ব্যসনৈঃ ক্ষুদ্রৈঃ লৌকিকৈঃ কার্য্যৈঃ কর্ষিতং মনো যস্য সঃ কণ্টকশর্করাক্ষেত্রং প্রবিশন্ ইব (যথা পর্ব্বতমারুরুক্ষন্ মধ্যে কণ্টকৈঃ শর্করাদিভিঃ সূক্ষ্মপাষাণৈঃ আকীর্ণং ক্ষেত্রং প্রবিষ্টঃ জনঃ দুঃখং প্রাপ্নোতি তথা) সীদতি (খিদ্যতি)॥ ১৮॥

অনুবাদ—গৃহাশ্রমে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ, বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতি যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধি আছে, সেগুলি অতি বিস্তৃত; সুতরাং শৈল সদৃশ। সেই সকল কর্ম্মের পার-গমনে অভিলাষী হইয়া জীবের চিত্ত অকিঞ্চিৎকর লৌকিক কর্ম্ম কাণ্ডে আকৃষ্ট হয়। তখন সে, পর্ব্বতারোহণ-প্রয়াসী ব্যক্তি, পর্ব্বতে সূক্ষ্মাগ্র উপলখণ্ড ও কণ্টক দ্বারা আবৃত প্রদেশে উপস্থিত হইয়া যেরূপ ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দুঃখ ভোগ করে॥ ১৮॥

বিশ্বনাথ—চলন্ ক্বচিদিত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—ক্বচিদ্‌গৃহাশ্রমে যাঃ কর্ম্মচোদনাস্তাভিঃ প্রাপ্তো যোঽতিভরোঽশ্বমেধাদির্বিবাহাদির্বা স এব গিরিস্তমারুরুক্ষন্ তদন্তং গন্তুমিচ্ছন্ লোকানাং প্রতিবেশিজনানাং ব্যসনং তাদৃশবৃহৎকর্ম্মাসক্তিস্তেন কর্ষিতমনাঃ। এতে স্বপ্রতিষ্ঠার্থং বৃহৎকর্ম্ম কুর্ব্বন্তি অহং কথং ন করোমীতি বিক্ষুব্ধচিত্তঃ॥ ১৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চলন্ ক্বচিৎ' (৫।১৩।৮), কোথাও চলিতে চলিতে পদে কণ্টকাদি বিদ্ধ হওয়ায় পর্ব্বতারোহণের বাসনায় বিমনস্কের ন্যায় হইয়া থাকে—ইত্যাদি কথার তাৎপর্য্য বলিতেছেন—'ক্বচিদ্ গৃহাশ্রম'—ইত্যাদি। কখনও গৃহাশ্রমে যে কর্ম্মমার্গের বিধিসকল, তাহাদের দ্বারা প্রাপ্ত যে 'অতিভরঃ'—অতিবিস্তৃত অশ্বমেধাদি যজ্ঞ অথবা পুত্র-কন্যাদির বিবাহ, তাহাই পর্ব্বত-সদৃশ, তাহাতে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া, অর্থাৎ আড়ম্বরপূর্ণ ঐ সকল কর্ম্ম নিঃশেষভাবে অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিয়া, 'লৌকিক-ব্যসন-কর্ষিতমনাঃ'—প্রতিবেশী জনসকলের 'ব্যসন', অর্থাৎ তাদৃশ বৃহৎ কর্ম্মের আসক্তি, তাহার দ্বারা কর্ষিত (ক্ষুণ্ণ) হইয়াছে মন যাহার, অর্থাৎ তিনি ক্ষুব্ধচিত্ত হন। এই সকল লোক নিজ প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বৃহৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে, আমিই বা কিজন্য করিব না—এইরূপে তিনি বিক্ষুব্ধ-চিত্ত হন॥ ১৮॥

———

ক্বচিচ্চ দুঃসহেন কায়াভ্যন্তরবহ্নিনা গৃহীতসারঃ স্বকুটুম্বায় ক্রুধ্যতি॥ ১৯॥

অন্বয়ঃ—(পদে পদে অভ্যন্তরবহ্নিনা ইতি ব্যাচষ্টে—) ক্বচিচ্চ (কদাচিৎ) দুঃসহেন (সোঢ়ুম্

অশক্যেন) কায়াভ্যন্তরবহ্নিনা (শরীরমধ্যবর্ত্তিনা জাঠরাগ্নিনা) গৃহীতসারঃ (গৃহীতঃ ভস্মীকৃতঃ সারঃ ধৈর্য্যং যস্য সঃ দগ্ধধৈর্য্যঃ) স্বকুটুম্বায় (দারপুত্রাদি-লক্ষণায় স্বজনায়) ক্রুধ্যতি ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—কখনও বা সে দেহমধ্যস্থ দুঃসহ জঠরানলে পীড়িত হইয়া ধৈর্য্যচ্যুত হয়, এবং পুত্র-দারাদি আত্মীয়গণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে ॥১৯॥

বিশ্বনাথ—পদে পদেঽভ্যন্তরবহ্নিনেত্যেতদ্ব্যাচষ্টে কৃচিদ্দুঃসহেনেতি । গৃহীতসারঃ দগ্ধধৈর্য্যঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পদে পদে অভ্যন্তর-বহ্নিনা' (৫।১৩।৮), কখন কখন কুটুম্বী পুরুষ অভ্যন্তরবর্ত্তি অনলের দ্বারা পীড়িত হওয়ায় ক্ষণে ক্ষণে অপরের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়—ইত্যাদি কথার তাৎপর্য্য বলিতেছেন —'কৃচিচ্চ দুঃসহেন' ইত্যাদি। 'গৃহীত-সারঃ'— 'গৃহীত' অর্থাৎ ভস্মীকৃত হইয়াছে 'সার' বলিতে ধৈর্য্য যাহার, তিনি 'দগ্ধধৈর্য্য' (ধৈর্য্যচ্যুত) হইয়াছেন ॥ ১৯ ॥

স এব পুনর্নিদ্রাজগরগৃহীতোঽন্ধে তমসি মগ্নঃ শূন্যারণ্য ইব শেতে নান্যৎ কিঞ্চন বেদ শব ইবাপবিদ্ধঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(কৃচিন্নিগীর্ণঃ ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—যঃ এব দিবসে জাগ্রদবস্থায়াং নানাব্যাপারবান্) সঃ এব (সংসারাধ্বনি ভ্রাম্যমাণঃ জনঃ রাত্রৌ) পুনঃ নিদ্রা-জগরগৃহীতঃ (নিদ্রারূপেণ অজগরেণ গৃহীতঃ দষ্টঃ) অন্ধে তমসি (অন্ধয়তীতি অন্ধং স্ব-পরাপ্রকাশং যত্তমঃ তস্মিন্ অজ্ঞানরূপে অন্ধকারে) মগ্নঃ (সন্) শূন্যারণ্যে (শূন্যে অরণ্যে) ইব অপবিদ্ধঃ (ত্যক্তঃ দূরতঃ পরিহৃতঃ) শবঃ ইব শেতে নান্যৎ কিঞ্চন বেদ (জানাতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—(হে রাজন্) নিদ্রাই অজগর সর্প-সদৃশ। সেই সর্প সংসারমার্গে ভ্রমণশীল ব্যক্তিকে দংশন করে, তখন সে অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন হইয়া নির্জ্জন অরণ্যে পরিত্যক্ত শবের ন্যায় পড়িয়া থাকে, কিছুই জানিতে পারে না ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ— কৃচিন্নিগীর্ণ ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে — স এবেতি । অপবিদ্ধঃ স্বজনৈস্ত্যক্তঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃচিন্নিগীর্ণঃ' (৫।১৩।৯)— 'সংসার অরণ্যে কোথাও অজগর সর্প-কর্ত্তৃক গিলিত হইয়া কিছুই জানিতে পারে না', এই কথার অর্থ বলিতেছেন—'স এব' ইত্যাদি। 'অপবিদ্ধঃ'—বলিতে স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ॥ ২০ ॥

কদাচিদ্ভগ্নমানদংষ্ট্রো দুর্জ্জনদন্দশূকৈরলব্ধনিদ্রা-ক্ষণো ব্যথিতহৃদয়েনানুক্ষীয়মাণ-বিজ্ঞানোঽন্ধকূপে-ঽন্ধবৎ পততি ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(দষ্টঃ স্ম শেতে ইতি ব্যাচষ্টে—) কদাচিৎ দুর্জ্জনদন্দশূকৈঃ (দুর্জ্জনাঃ এব পীড়াকরত্বাৎ দন্দশূকাঃ সর্পাদয়ো দশৎস্বভাবাঃ তৈঃ) ভগ্নমানদংষ্ট্রঃ (ভগ্নঃ মানঃ গর্ব্বঃ সঃ এব দংষ্ট্রা যস্য সঃ) (অত-এব) অলব্ধনিদ্রাক্ষণঃ (ন লব্ধঃ নিদ্রায়াঃ ক্ষণঃ অবসরঃ অপি যেন সঃ) ব্যথিত-হৃদয়েন (ব্যথিতং দুঃখিতং যদ্ধৃদয়ং তেন হেতুনা) অনুক্ষীয়মাণবিজ্ঞানঃ (অনুক্ষণং ক্ষীয়মাণং সঙ্কোচ্যমানং বিজ্ঞানং যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) অন্ধবৎ অন্ধকূপে (অন্ধকূপসদৃশে মহামোহে সংসারে) পততি। (যথা অন্ধকূপে পতি-তস্য অন্ধস্য ততঃ নিঃসরণং দুর্ঘটং তথা মোহে নিমগ্নস্য অজ্ঞস্য ততঃ নিঃসরণং দুর্ঘটমিতি) ॥২১॥

অনুবাদ—কখনও দন্দশূক অর্থাৎ সর্প-রাক্ষসা-দির ন্যায় হিংস্রস্বভাববিশিষ্ট দুর্জ্জনগণের দ্বারা তাহার গর্ব্বরূপ দন্ত ভগ্ন হয়। তাহাতে সে বিশ্রাম লাভ করিবার অবসরও পায় না; সুতরাং তাহার হৃদয় ব্যথিত হয় এবং দিন দিন বিবেক ক্ষীণ হইতে থাকে, তখন সে অন্ধের ন্যায় মহা-মোহান্ধকূপে পতিত হয় ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—দষ্টঃ স্ম শেতে ইতি ব্যাচষ্টে—কদা-চিদ্ভগ্নেতি ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দষ্টঃ স্ম শেতে' (৫।১৩।৯) 'কোন কোন স্থানে অন্ধ লোকেরা অন্ধকূপে পড়িয়া নিমগ্ন রহিয়াছে, ইত্যাদি কথার অর্থ বলিতেছেন— 'কদাচিদ্ ভগ্ন-মান-দংষ্টঃ'—অর্থাৎ কখনও বা দংশনশীল সর্পাদির ন্যায় দুর্জ্জনের আক্রমণে গর্ব্বরূপ দন্ত ভগ্ন হইলে সংসারী মানুষ নিদ্রারও অবসর পায় না, ইত্যাদি ॥ ২১ ॥

কহিস্মচিৎ কামমধুলবান্ বিচিন্বন্ যদা পরদারপরদ্রব্যাণ্যবরুন্ধানো রাজ্ঞা স্বামিভির্বা নিহতঃ পতত্যপারে নিরয়ে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(কহিস্মচিৎ ক্ষুদ্ররসান্ ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে —) কহিস্মচিৎ (কদাচিচ্ছ) কামমধুলবান্ (কামঃ বিষয়োপভোগঃ তেন যে মধুলবাঃ সুখলেশাঃ তান্ আপাতমধুরাণি ভোগসুখানি) বিচিন্বন্ (অভিকাঙ্ক্ষন্) যদা পরদারপরদ্রব্যাণি (পরস্ত্রী-ধন-বস্ত্রাদীনি) অবরুন্ধানঃ (আহরন্ স্বীকুর্ব্বাণঃ ভবতি তদা) রাজ্ঞা (তৎ-) স্বামিভিঃ বা নিহতঃ (ভবতি তদনন্তরম্) অপারে (অনন্তে) নিরয়ে (নরকে নরকপ্রায়ে কারাগৃহে) পততি (নিবদ্ধঃ ভবতি ইতি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—জীব কোন সময় সামান্য বিষয়সুখ অন্বেষণ করিতে করিতে পরধন ও পরস্ত্রী অপহরণ করিতে আরম্ভ করে এবং রাজা ও গৃহস্বামি-কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া অপার নরক-সদৃশ কারাগৃহে আবদ্ধ হয় ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—কহিস্মচিৎ ক্ষুদ্ররসানিত্যেতদ্ব্যাচষ্টে —কহিস্মচিৎ কামেতি ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কহি-স্ম-চিৎ ক্ষুদ্ররসান্' (৫।১৩।১০)—বনমধ্যে কখন কখন পুরুষ ক্ষুদ্র রসের অন্বেষণ করিতে গিয়া তাহার মক্ষিকাগণের দ্বারা পীড়িত হইয়া অবজ্ঞাত হওয়ায় সাতিশয় ব্যথিত হয়, ইত্যাদি কথার অভিপ্রায় বলিতেছেন—'কহিস্মচিৎ কাম-মধুলবান্' ইত্যাদি ॥ ২২ ॥

অথ চ তস্মাদুভয়থাপি হি কর্ম্মাস্মিন্নাত্মনঃ সংসারাবপনমুদাহরন্তি ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—অথ চ (যস্মাৎ এবং) তস্মাৎ উভয়থাপি (ইহ পরত্র চ) অস্মিন্ (প্রবৃত্তিমার্গে) আত্মনঃ (জীবস্য) সংসারাবপনং (সংসারস্য আবপনং জন্মক্ষেত্রং) কর্ম্ম (কারণম্) উদাহরন্তি (ঋষয়ঃ বেদাঃ কথয়ন্তি ইতি শেষঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—এই কারণে পণ্ডিতগণ প্রবৃত্তিমার্গে জীবের কর্ম্মকেই ইহ ও পরলোকে সংসারের জন্মভূমি বলিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—অথ চেতি যস্মাদেবং তস্মাদুভয়থাপি পাপপ্রকারেণ পুণ্যপ্রকারেণ চ কর্ম্ম অস্মিন্ জগতি ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অথ চ'—যেহেতু এই প্রকার, 'তস্মাৎ উভয়থা অপি'—অতএব উভয় পাপ ও পুণ্য প্রকারের দ্বারা কৃত কর্ম্মই জীবের এই জন্ম-মরণাদিরূপ সংসারের কারণ বলা হয় ॥ ২৩ ॥

মুক্তস্ততো যদি বন্ধাদ্দেবদত্ত উপাচ্ছিনত্তি তস্মাদপি বিষ্ণুমিত্র ইত্যনবস্থিতিঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(তত্র অতিকৃচ্ছ্রং প্রতিলব্ধমানঃ ইত্যেতৎ শ্লোকং ব্যাচষ্টে)—যদি (কথঞ্চিৎ) ততঃ বন্ধাৎ (তৎ স্বামিদত্ত-বন্ধ-প্রহারাৎ) মুক্তঃ (ভবতি তদা ততঃ সকাশাৎ) দেবদত্তঃ (নাম কশ্চিৎ জনঃ) উপাচ্ছিনত্তি (হরতি) তস্মাৎ অপি (অন্যঃ) বিষ্ণুমিত্রঃ (হরতি) ইতি (ইত্যেবং রূপেণ) অনবস্থিতিঃ (স্যাৎ। ন তু অসৌ তৎ ধনাদিকং ভোক্তুং লভতে) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—পুরুষ অপরের দ্রব্য অপহরণ করিয়া যদি কোনও প্রকারে বন্ধন প্রহারাদি হইতে মুক্ত হয়, তখন আবার দেবদত্ত নামক কোনও অপর ব্যক্তি তাহার নিকট হইতে ঐ সকল বস্তু কাড়িয়া লয়; আবার বিষ্ণুমিত্র অর্থাৎ অপর আর এক ব্যক্তি দেবদত্তের নিকট হইতেও পুনরায় সেই অপহৃত দ্রব্য হরণ করে। এইরূপে হস্ত হইতে হস্তান্তরিত হইতে থাকে; সুতরাং তাহাদের কেহই উহা ভোগ করিতে পায় না ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—তত্রাতিকৃচ্ছ্রং প্রতিলব্ধমান ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—মুক্ত ইতি। বন্ধাৎ তৎস্বামিদত্তবন্ধপ্রহারাদে যদি দ্রব্যাদিব্যয়েন মুক্তঃ সন্ তদ্দারান্ সংভোক্তুং প্রাপ্নোতি, তদা দেবদত্তঃ অন্যঃ কশ্চিল্লম্পটঃ ততঃ আচ্ছিদ্য ভুঙ্ক্তে তস্মাদপ্যন্য ইতি ন কোঽপি প্রকামং ভোক্তুং লভতে ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্রাতিকৃচ্ছ্রং প্রতিলব্ধমানঃ' (৫।১৩।১০)—'যদি ক্ষুদ্র রস লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে অন্য লোক আসিয়া বলপূর্ব্বক উহা কাড়িয়া লয়', ইত্যাদি কথার তাৎপর্য্য বলিতেছেন—'মুক্তঃ' ইত্যাদি। 'বন্ধাৎ'—তাহার স্বামি-দত্ত বন্ধন

ও প্রহারাদি হইতে যদি কোন প্রকারে দ্রব্যাদি ব্যয়ের দ্বারা মুক্ত হইয়া পরস্ত্রী-সম্ভোগ লাভও করে, তথাপি 'দেবদত্তঃ'—তন্নামক অন্য কোন লম্পট তাহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লইয়া ভোগ করে, আবার তাহার নিকট হইতে অন্য কোন ব্যক্তি উহা লইয়া যায়—এইপ্রকারে কেহই যথেচ্ছরূপে উহা উপভোগ করিতে পারে না ॥ ২৪ ॥

কৃচিচ্চ শীতবাতাদ্যনেকাধিদৈবিকাধিভৌতিকাধ্যাত্মিকীয়ানাং দশানাং প্রতিনিবারণেঽকল্পো দুরন্তচিন্তয়া বিষণ্ন আস্তে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(কৃচিচ্চ শীতাতপ ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—) কৃচিচ্চ (কদাচিৎ) শীতবাতাদ্যনৈকাধিদৈবিকাধিভৌতিকাধ্যাত্মিকীয়ানাং (শীতাদয়ঃ অনেকাঃ আধিদৈবিক্যাদ্যাঃ যাঃ দশাঃ দুঃখাবস্থাঃ তাসাং) দশানাং (দুঃখানাং) প্রতিনিবারণে (প্রতিনিবারণায়) অকল্পঃ (অসমর্থঃ সন্) দুরন্তচিন্তয়া (দুরন্তয়া চিন্তয়া) বিষণ্নঃ (দুঃখিতঃ অপারচিন্তাযুক্তঃ এব) আস্তে (তিষ্ঠতি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—পুরুষ কোন সময় শীত, বাত প্রভৃতি বহুবিধ আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুর্দ্দশার প্রতীকার করিতে অসমর্থ হইয়া দুরন্ত চিন্তায় বিষণ্ণ হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—কৃচিচ্চ শীতাতপেত্যেতদ্ব্যাচষ্টে —কৃচিচ্চ শীতেতি। দশানাং দুঃখাবস্থানাম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃচিচ্চ শীতাতপ—(৫।১৩।১১)—'কোন কোন স্থানে কোন কোন লোক শীত, গ্রীষ্ম, বায়ু, বর্ষা ইত্যাদির প্রতীকার করিতে না পারিয়া বসিয়া থাকে', ইত্যাদি উক্তির তাৎপর্য্য বলিতেছেন—'কৃচিচ্চ শীত'—ইত্যাদি। 'দশানাং'—দুঃখ অবস্থাসকলের ॥ ২৫ ॥

কৃচিন্মিথো ব্যবহরন্ যৎকিঞ্চিদ্ধনমন্যেভ্যো বা কাকিনিকামাত্রমপ্যহরন্ যৎকিঞ্চিদ্বা বিদ্বেষমেতি বিত্তশাঠ্যাৎ ॥ ২৬॥

অন্বয়ঃ—(কৃচিন্মিথ ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—) কৃচিৎ (কদাচিৎ) মিথঃ (পরস্পরং) যৎকিঞ্চিৎ ধনং ব্যবহরন্ কাকিনিকামাত্রং (বংশতিবরাটকমাত্রং) বা (ততঃ) অপি (ন্যূনং) বা কিঞ্চিৎ অন্যেভ্যঃ অপহরন্ (ভবতি) তদা (ততঃ) বিত্তশাঠ্যাৎ (ধনবঞ্চনাৎ) বিদ্বেষম্ এতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—পরস্পর ধন বিনিময় করিয়া একজন অন্য একজনের নিকট হইতে এক কাকিণী (কুড়ি-কড়া) মাত্র বা তদপেক্ষাও অল্প যৎকিঞ্চিৎ অপহরণ পূর্ব্বক ধনবঞ্চনাহেতু বিদ্বেষ প্রাপ্ত হয় ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—কৃচিন্মিথ ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—কৃচিন্মিথ ইতি। যৎকিঞ্চিদপি ধনং মিথো বাণিজ্যাদৌ ব্যবহরন্ বা কাকিনিকা বিংশতি-কপর্দ্দিকাস্তন্মাত্রং যৎকিঞ্চিত্ততোঽপি ন্যূনং চ অন্যেভ্যোঽপহরন্ বা বিদ্বেষমেতি ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃচিন্মিথ বিপণন্' (৫।১৩।১১)—ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত কথার বিশ্লেষণ করিতেছেন—'কৃচিন্মিথঃ' ইত্যাদি। যৎকিঞ্চিৎ (অতি সামান্য) ধন পরস্পর বাণিজ্যাদিতে ব্যবহার (বিনিময়) করিতে গিয়া, 'কাকিনিকা-মাত্রং'—বিংশতি কপর্দিকা মাত্র (কুড়িটি কড়ি মাত্র) অথবা তাহা অপেক্ষাও কম সামান্য কিছু অপরের নিকট হইতে অপহরণ করিয়া একে অপরের নিকট বিদ্বেষ-ভাজন হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

অধ্বন্যমুষ্মিন্নিম উপসর্গাস্তথা সুখদুঃখরাগদ্বেষ-ভয়াভিমান-প্রমাদোন্মাদ-শোক-মোহ-লোভ-মাৎসর্য্যের্ষ্যাবমান-ক্ষুৎপিপাসাধি-ব্যাধি-জন্ম-জরামরণাদয়ঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—অমুষ্মিন্ অধ্বনি (প্রবৃত্তিমার্গে) ইমে (পূর্ব্বোক্তাঃ উরুকৃচ্ছ্র চিত্তবাধাদয়ঃ) তথা সুখদুঃখ-রাগদ্বেষ-ভয়াভিমান-প্রমাদোন্মাদ-শোক-মোহ-লোভ-মাৎসর্য্যের্ষ্যাবমান-ক্ষুৎপিপাসাধি-ব্যাধি-জন্ম-জরা-মরণাদয়ঃ (চ) উপসর্গাঃ (ভবন্তি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—এই সংসারে পূর্ব্বোক্ত ঐ সকল মহৎ কষ্ট ত' আছেই, তাহা ছাড়া সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, ভয়, অভিমান, প্রমাদ, উন্মাদ, শোক, মোহ, লোভ, মাৎসর্য্য, ঈর্ষা, অপমান, ক্ষুধা, পিপাসা, আধি, ব্যাধি, জন্ম, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি বহুবিধ উপসর্গ আছে ॥ ২৭॥

বিশ্বনাথ—অধ্বন্যমুষ্মিন্ উরুকৃচ্ছ্রেতি ব্যাচষ্টে—অধ্বন্যমুষ্মিন্নিম ইতি ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অধ্বন্যমুষ্মিন্ উরুকৃচ্ছ্র-বিত্ত'—(৫।১৩।১৩)—এই সংসার অরণ্যে কঠোর পরিশ্রম, ধনক্ষয় ও রোগাদি নানা উপসর্গের দ্বারা লোক বিপন্ন হইয়া থাকে, এই কথা বিশদভাবে বলিতেছেন—'অধ্বন্যমুষ্মিন্ ইমে উপসর্গাঃ' ইত্যাদি ॥২৭॥

———

ক্বাপি দেবমায়য়া স্ত্রিয়া ভুজলতোপগূঢ়ঃ প্রস্কন্ন-বিবেক-বিজ্ঞানস্তদ্বিহার-গৃহারম্ভাকুলহৃদয়স্তদাশ্রয়াব-সক্ত-সুত-দুহিতৃ-কলত্র-ভাষিতাবলোক-বিচেষ্টিতাপহৃত হৃদয় আত্মানমজিতাত্মাপারেঽন্ধে তমসি প্রহিণোতি ॥

অন্বয়ঃ—(তত্র প্রসজ্জতি ক্বাপি ইত্যাদি ব্যাচষ্টে—) ক্বাপি (কুত্রাপি) স্ত্রিয়া (স্ত্রীরূপয়া) দেবমায়য়া ভুজলতোপগূঢ় (ভুজলতাভ্যাং লতাবৎ স্ত্রিয়াঃ বাহুভ্যাম্ উপগূঢ়ঃ অতিবদ্ধঃ) প্রস্কন্ন-বিবেকবিজ্ঞানঃ (প্রস্কন্নম্ অপগতং কার্য্যাকার্য্যবিবেকসহিতং ভগবদ্বিজ্ঞানং যস্য সঃ অতএব) তদ্বিহারগৃহারম্ভাকুলহৃদয়ঃ (তস্যাঃ স্ত্রিয়াঃ বিহারগৃহং ক্রীড়াগৃহং তদারম্ভে আকুলং হৃদয়ং যস্য সঃ) তদাশ্রয়াবসক্ত-সুতদুহিতৃকলত্রভাষিতাবলোকবিচেষ্টিতাপহৃতহৃদয়ঃ (তস্যাঃ স্ত্রিয়াঃ আশ্রয়ে ক্রীড়াগৃহে অবসক্তাঃ সংলগ্নাঃ সুতাঃ দুহিতরশ্চ কলত্রাণি তেষাং ভাষিতাবলোকবিচেষ্টিতৈঃ অপহৃতং হৃদয়ং যস্য সঃ তাদৃশঃ) অজিতাত্মা (জনঃ) আত্মানম্ অপারে (দুস্তরে) অন্ধে অত্যন্তদুঃখহেতৌ তমসি (নরকে) প্রহিণোতি (প্রক্ষিপতি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—কোন সময় দেবমায়ারূপিণী স্ত্রীর বাহুবল্লীতে আলিঙ্গিত হইয়া জীবের আত্মজ্ঞানরূপ বিবেক ও ভগবদুপাসনাত্মক বিজ্ঞান তিরোহিত হয় ; তখন তাহার হৃদয় সেই স্ত্রীর বিলাসভবন নির্ম্মাণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে ; এবং সেই বিলাস ভবনে আসক্ত পুত্র, পুত্রবধূ ও কন্যা প্রভৃতির আলাপন, অবলোকন ও চেষ্টায় তাহার চিত্ত অপহৃত হয়। এইরূপে অজিতাত্মা জীব আপনাকে অপার অন্ধকার-নরকে নিপাতিত করে ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—প্রসজ্জতি ক্বাপীতি ব্যাচষ্টে—ক্বাপীতি। দেবমায়ারূপয়া স্ত্রিয়া কর্র্যা ভুজলতাভ্যামুপগূঢ়ঃ সন্ লুপ্তবিবেকবিজ্ঞানো ভবতি। যস্যা স্ত্রিয়াঃ কেলি-গৃহারম্ভে আকুলহৃদয়ো ভবেত্তস্যা এব আশ্রয়েঽব-সক্তাঃ সংলগ্নাঃ সুতা দুহিতরশ্চ কলত্রং তৎ সুতবধূঃ সা চ তেষাং ভাষিতাদিভিরপহৃতং হৃদয়ং যস্য সঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রসজ্জতি ক্বাপি' (৫।১৩।১৬)—'কোথাও কোন কোন ব্যক্তি লতা শাখা আশ্রয় করে' ইত্যাদি উক্তির তাৎপর্য্য বলিতেছেন—'ক্বাপি দেবমায়য়া' ইত্যাদি। কোথাও বা পুরুষ দেবমায়া-রূপিণী নারী কর্ত্তৃক ভুজলতাযুগলের দ্বারা আলিঙ্গিত (আবদ্ধ) হইয়া বিবেক-বিজ্ঞান-ভ্রষ্ট হয়। অজি-তেন্দ্রিয় ব্যক্তি যে নারীর কেলি-গৃহারম্ভে অর্থাৎ বিলাস-গৃহ রচনার জন্য ব্যস্ত-চিত্ত হয়, তাহারই আশ্রয়ে সম্বন্ধ-যুক্ত পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ এবং সেই নারীর বাক্যাদিতে অর্থাৎ বাক্য, দৃষ্টিপাত ও বিবিধ আচরণে অপহৃত-হৃদয় (আকৃষ্ট-চিত্ত) হইয়া নিজেকে ঘোরতর নরকে নিক্ষেপ করে ॥ ২৮ ॥

———

কদাচিদীশ্বরস্য ভগবতো বিষ্ণোশ্চক্রাৎ পর-মাণ্বাদিদ্বিপরার্দ্ধাপবর্গকালোপলক্ষণাৎ পরিবর্ত্তিতেন বয়সা রংহসা হরত আব্রহ্মতৃণস্তম্বাদীনাং ভূতানা-মনিমিষতো মিষতাং বিত্রস্তহৃদয়স্তমেবেশ্বরং কালচক্র-নিজায়ুধং সাক্ষাদ্ভগবন্তং যজ্ঞপুরুষমনাদৃত্য পাষণ্ড-দেবতাঃ কঙ্ক-গৃধ্র-বক-বটপ্রায়া আর্য্যসময়পরিহৃতাঃ সাঙ্কেত্যেনাভিধত্তে ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(কৃচিৎ কদাচিৎ হরিচক্রতস্ত্রসন্ ইত্যেতৎ ব্যাচষ্টে—) কদাচিৎ পরমাণ্বাদিদ্বিপরার্দ্ধাপ-বর্গকালোপলক্ষণাৎ (পরমাণুঃ আদিঃ দ্বিপরার্দ্ধঃ অপ-বর্গঃ অন্তঃ তদেব উপলক্ষণং যস্য তস্মাৎ কালোপ-লক্ষণাৎ কালস্বরূপাৎ চক্রাৎ) রংহসা (শীঘ্রেণ) পরিবর্ত্তিতেন (পরিভ্রমণেন) বয়সা (বাল্যযুবাদি-ক্রমেণ) আব্রহ্মতৃণস্তম্বাদীনাং ভূতানাং (আব্রহ্ম ইত্যাদয়ঃ কর্ম্মণি ষষ্ঠী। ব্রহ্মাণম্ অভিব্যাপ্য তৃণস্তম্বা-দীনি ভূতানি) মিষতাং (প্রতিকর্ত্তুমশক্যানি ভূতানি) হরতঃ (সংহরতঃ) অনিমিষতঃ (নিমেষম্ অকুর্ব্বতঃ অপ্রমত্তাৎ) ঈশ্বরস্য ভগবতঃ বিষ্ণোঃ চক্রাৎ বিত্রস্ত-হৃদয়ঃ (সন্) তম্ এব ঈশ্বরং কালচক্রনিজায়ুধং

(কালচক্রম্ এব নিজম্ আয়ুধং যস্য তৎ) সাক্ষাৎ ভগবন্তং যজ্ঞপুরুষম্ অনাদৃত্য কঙ্ক-গৃধ্র বক-করট-প্রায়াঃ (কঙ্কাদয়ঃ যথা সিংহসমূহাৎ রক্ষিতুম্ অশক্তাঃ তথা পাষণ্ডদেবতাঃ অপি কালচক্রতঃ রক্ষিতুং সামর্থ্যহীনাঃ এব) আর্য্যসময়পরিহৃতাঃ (আর্য্যসময়ে শিষ্টাচারে পরিহৃতাঃ সেব্যতয়া অনঙ্গীকৃতাঃ শিষ্টাচাররহিতাঃ) পাষণ্ডদেবতাঃ সাঙ্কেত্যেন (মূলপ্রমাণশূন্যেন পাষণ্ডনির্ম্মিতশাস্ত্রেণ) অভিধত্তে (সেব্যতয়া আদরেণ স্বীকরোতি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—পরমেশ ভগবান্ বিষ্ণুর চক্রের নাম হরিচক্র ; ঐ চক্র পরমাণু হইতে দ্বিপরার্দ্ধব্যাপী কালস্বরূপ। উহা নিরন্তর ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মা হইতে তৃণ-গুল্মাদি পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতকে বাল্য-যৌবনাদিক্রমে অতি শীঘ্রই হরণ করে। কেহই তাহার প্রতিকার করিতে সমর্থ নহে। ঐ কালচক্র অতিশয় সতর্ক, উহা ভগবানের স্বকীয় অস্ত্র। কালচক্রভীত জীব, চক্রায়ুধ সাক্ষাৎ ভগবান্ যজ্ঞপুরুষকে অবজ্ঞা করিয়া, গৃধ্র, বক, কঙ্ক, বায়স-সদৃশ শিষ্টাচার-রহিত পাষণ্ড-দেবতা (অর্থাৎ পাষণ্ড-শাস্ত্রবিহিত উপাস্য দেবতা)-দিগকে মূল প্রমাণশূন্য অর্থাৎ কল্পিত পাষণ্ড শাস্ত্রানুসারে আশ্রয় করে। গৃধ্র বকাদি যেমন সিংহভয়ে ভীত ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পারে না, পাষণ্ড দেবতাগণও সেইরূপ কালচক্র হইতে জীবকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ— ক্বচিৎ কদাচিদ্ধরিচক্রতস্ত্রসন্নিত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—কদাচিদীশ্বরস্যেতি। চক্রাৎ পরিত্রস্তহৃদয়ঃ পাষণ্ড-দেবতাঃ সাঙ্কেত্যেন কল্পিতেন পাষণ্ডাগমেন অভিধত্তে উপাস্যতয়া ব্যাচষ্ট ইত্যন্বয়ঃ। পরমাণুরাদির্দ্বিপরার্দ্ধোপবর্গোঽন্তো যস্য তেন কালেনৈব উপ আধিক্যেন লক্ষণং যস্য তস্মাৎ, 'দ্বিপরার্দ্ধাপবর্গাৎ কালোপলক্ষণাদিতি' পাঠে কালস্বরূপাদিত্যর্থঃ। কীদৃশাৎ পরিবর্ত্তিতেন বয়সা বাল্যাদিনা রংহসা অতিশৈঘ্র্যেণ ব্রহ্মাদীনামপ্যনিমিষতাম্ অপশ্যতাং ব্যবহারে প্রমত্তানাং ভূতানামিতি কর্ম্মণি ষষ্ঠ্যঃ ভূতানি হরত ইত্যর্থঃ। যদ্বা, আয়ুরিত্যধ্যাহার্য্যং তেষাম্ আয়ুর্হরতঃ অনিমিষতঃ নিমেষমপ্যকুর্ব্বতঃ অপ্রমত্তাদিত্যর্থঃ। আর্য্যসময়পরিহৃতাঃ শিষ্টাচাররহিতাঃ ॥২৯

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্বচিৎ কদাচিদ্ হরিচক্রতস্ত্রসন্' (৫।১৩।১৬) —'কোথাও কখন কখন হরিচক্র হইতে ভীত হইয়া কঙ্ক, গৃধ্রাদির সহিত সখ্য বিধান করে' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত কথার ভাবার্থ বিশ্লেষণ করিতেছেন—'কদাচিদ্ ঈশ্বরস্য' ইত্যাদি। 'চক্রাৎ'—বিষ্ণুচক্র হইতে পরিত্রস্তহৃদয় (ভীতচিত্ত) হইয়া পাষণ্ড দেবতাগণের আশ্রয় করে, যে সকল দেবতা বেদবিরুদ্ধ পাষণ্ড শাস্ত্রানুসারে উপাস্যরূপে কল্পিত হইয়াছে—এই অন্বয়। 'পরমাণ্বাদি'—পরমাণু (অতি সূক্ষ্ম ক্ষণ) হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিপরার্দ্ধ (পরিমিত কাল) 'অপবর্গ' বলিতে অন্ত যাহার, সেই কালের দ্বারাই, 'উপলক্ষণাৎ'—উপ আধিক্যরূপে লক্ষণ যাহার, সেই চক্র হইতে। এখানে 'দ্বিপরার্দ্ধাপবর্গাৎ কালোপলক্ষণাৎ'—ইত্যাদি পাঠান্তরে, সেই কালস্বরূপ (চক্র) হইতে এই অর্থ। কি প্রকার কালচক্র হইতে ? তাহাতে বলিতেছেন—'পরিবর্ত্তিতেন বয়সা'—বাল্যাদি বয়সের পরিবর্ত্তনের দ্বারা 'রংহসা'—অতিশীঘ্রতা-হেতু ব্রহ্মাদিরও দুর্লক্ষ্যণীয় ব্যবহারে প্রমত্ত প্রাণিগণের হরণ করেন, এখানে 'ভূতানাম্'—ইহা কর্ম্মে ষষ্ঠী, প্রাণিগণকে হরণ করেন—এই অর্থ। অথবা—'আয়ুঃ', এই পদ অধ্যাহার করিয়া, তাহাদের আয়ুঃ হরণকারী কালচক্র হইতে, যাহা 'অনিমিষতঃ'—নিমেষ কালও অপেক্ষা করে না, স্বয়ং অপ্রমত্ত বলিয়া—এই অর্থ। (অর্থাৎ সেই কালচক্র (ভগবান্ বিষ্ণুর চক্র) সবেগে পরিভ্রমণ করিয়া ব্রহ্মা হইতে তৃণ-গুচ্ছ পর্য্যন্ত প্রাণিসমুদয়কে বাল্যাদি যে কোন বয়সেই সংহার করে। কেহই তাহার কোনরূপ প্রতীকার করিতে সমর্থ হয় না।) 'আর্য্যসময়-পরিহৃতাঃ'—আর্য্যগণের শিষ্টাচার-রহিত (অর্থাৎ ঐ সকল গৃধ্র, বক, কঙ্ক প্রভৃতি পাষণ্ডগণের দেবতাসকল, আর্য্যশাস্ত্র সিদ্ধান্তে বর্জ্জনীয়) ॥ ২৯ ॥

যদা তু পাষণ্ডিভিরাত্মবঞ্চিতৈস্তৈরুরুবঞ্চিতো ব্রহ্মকুলং সমাবসংস্তেষাং শীলমুপনয়নাদিশ্রৌত-স্মার্ত্ত-কর্ম্মানুষ্ঠানেন ভগবতো যজ্ঞপুরুষস্যারাধনমেব তদরোচয়ন্ শূদ্রকুলং ভজতে নিগমাচারেঽশুদ্ধিতো যস্য মিথুনীভাবঃ কুটুম্বভরণং যথা বানরজাতেঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(তৈঃ বঞ্চিত ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—) যদা তু তৈঃ আত্মবঞ্চিতৈঃ (আত্মনা এব স্বেচ্ছাচারেণ নরকার্হৈঃ কৃতঃ তৈঃ) পাষণ্ডিভিঃ (জনৈঃ) উরুঃ (অধিকং) বঞ্চিতঃ (স্বগণাৎ নিঃসারিতঃ ভবতি তদা) ব্রহ্মকুলং (সুস্বভাবানাং ব্রাহ্মণানাং কুলং) সমাবসন্ (সমাশ্রয়ন্) তেষাং (ব্রাহ্মণানাং) উপনয়নাদিশ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মানুষ্ঠানেন ভগবতঃ (কালচক্রায়ুধস্য) যজ্ঞপুরুষস্য (সর্ব্বকর্ম্মফলদাতুঃ) আরাধনমেব শীলং (যৎ কর্ম্ম) তদরোচয়ন্ (তস্য কর্ম্মণঃ দুষ্করত্বাৎ তদরোচয়ন্) শূদ্রকুলং ভজতে (শূদ্রবৎ আদরেণ তৎ কর্ম্মাদিকম্ অনুসরতি)। যস্য (শূদ্রকুলস্য) নিগমাচারে (বেদাচারে নিগমোক্তাচারমধ্যে যা অশুদ্ধিরুচ্যতে তয়ৈব যস্য মিথুনীভাবঃ বিধবায়াস্ত্যক্তধবায়া বা মূল্যাদিদ্বারা বিবাহঃ) অশুদ্ধিতঃ মিথুনীভাবঃ যথা বানরজাতেঃ কুটুম্বভরণং (কুটুম্বাদীনাং পোষণম্ এব কর্ত্তব্যম্ অগ্নিহোত্রাদি ইতি ভাবঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—পাষণ্ডগণ নিজেই বঞ্চিত, উহাদের আশ্রিত পুরুষ তাহাদের নিকট হইতে আরও অধিক বঞ্চিত হইয়া ব্রাহ্মণকুলের আশ্রয় গ্রহণ করে; কিন্তু ব্রাহ্মণগণের উপনয়নাদি শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ভগবান্ যজ্ঞপুরুষের আরাধনারূপ আচরণ তাহার প্রীতিকর হয় না, তখন সে শূদ্রাচারের অনুসরণ করে। শূদ্রগণ বিধবা-বিবাহ, মূল্য প্রদানাদি দ্বারা বিবাহ প্রভৃতি নিগমোক্ত নিষিদ্ধাচারানুসারে যোষিৎসঙ্গ করিয়া থাকে। উহাদের বানরজাতির ন্যায় কুটুম্বভরণ ভিন্ন অগ্নিহোত্রাদি অন্য কোন ক্রিয়া নাই ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—তৈর্বঞ্চিত ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—যদা ত্বিতি। আত্মনৈব বঞ্চিতৈঃ স্বকল্পিতকুপথগামিত্বাৎ তৈরুরুবঞ্চিতঃ। কল্পিতকিঞ্চিন্মাত্রাপরাধমিষেণ ধনাদ্যপহৃত্য স্বগণান্নিঃসারিতঃ। নিগমোক্তাচারমধ্যে যা অশুদ্ধিরুচ্যতে তয়ৈব যস্য মিথুনীভাবঃ বিধবায়াস্ত্যক্তধবায়া বা মূল্যাদি-প্রদানেন পরিণয়ঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৈর্বঞ্চিতঃ' (৫।১৩।১৭)—'তাহাদের দ্বারা বঞ্চিত হইয়া'—ইত্যাদি কথার তাৎপর্য্যার্থ বলিতেছেন—'যদা তু' ইত্যাদি। 'আত্মবঞ্চিতৈঃ তৈঃ'—পাষণ্ডিগণ নিজেরাই স্বকল্পিত অসৎ কুপথে প্রবৃত্তিহেতু নিজকে বঞ্চনা করিয়াছে, তাহাদের দ্বারা 'উরুবঞ্চিতঃ'—অধিকরূপে প্রবঞ্চিত হইয়া, অর্থাৎ কল্পিত কিছুমাত্র অপরাধের ছলে ধনাদি অপহরণ-পূর্ব্বক স্বগণ (পাষণ্ডিগণের দল) হইতে ঐ ব্যক্তি নিঃসারিত হইয়াছে (অর্থাৎ তাহাকে দল হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে)। 'নিগমাচারে অশুদ্ধিতঃ'—বেদোক্ত আচারসমূহের মধ্যে যাহা অশুদ্ধি বলিয়া কথিত হইয়াছে, সেই নিষিদ্ধ আচার অনুসারেই যাহার (যে শুদ্ধজাতির বানরের ন্যায়) মিথুনীভাব অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ-সঙ্গম, যেমন বিধবা অথবা স্বামি-পরিত্যক্তা নারীর মূল্যাদি প্রদানের দ্বারা পরিণয় ॥ ৩০ ॥

তত্রাপি নিরবরোধঃ স্বৈরেণ বিহরন্নতিকৃপণবুদ্ধিরন্যোন্যমুখনিরীক্ষণাদিনা গ্রাম্যকর্ম্মণৈব বিস্মৃতকালাবধিঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(তজ্জাতিরাসেন ইত্যাদি ব্যাচষ্টে—) তত্রাপি (শূদ্রসমাজে অপি প্রবিষ্টঃ জনঃ) নিরববোধঃ (নিরস্তপ্রতিবন্ধঃ ধর্ম্মমর্য্যাদাদিপ্রতিবন্ধরহিতঃ ইত্যর্থঃ অতএব) স্বৈরেণ (স্বেচ্ছয়া) বিহরন্ (ক্রীড়ন্) অতিকৃপণবুদ্ধিঃ (অতীবমন্দবুদ্ধি সন্) অন্যোন্যমুখনিরীক্ষণাদিনা (স্ত্রীপুরুষয়োরন্যোন্যমুখনিরীক্ষণাদিনা) গ্রাম্যকর্ম্মণা এব (তত্তদ্বিষয় ভোগোপযোগিব্যাপারেণ চ) বিস্মৃতকালাবধিঃ (বিস্মৃতঃ কালাবধিঃ মৃত্যুকালঃ যেন সঃ তথাভূতঃ ভবতি) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—সেই ব্যক্তি শূদ্রসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া অবাধে স্ব-ইচ্ছায় বিচরণ করে, সে অতিশয় মন্দবুদ্ধি বিশিষ্ট হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন ও গ্রাম্য কর্ম্ম করিয়াই নিজের মৃত্যুকাল বিস্মৃত হয় ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—তজ্জাতিরাসেনেত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—তত্রাপি নিরবরোধঃ ধর্ম্মমর্য্যাদাভিরনবরুধ্যমানঃ বিস্মৃতমৃত্যুকালঃ সন্ বিহরন্ ভবতি ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তজ্জাতি-রাসেন' (৫।১৩।১৭)—'বানরজাতির ক্রিয়ার দ্বারা নিজ ইন্দ্রিয়সকলের চরিতার্থ করে' ইত্যাদি কথার তাৎপর্য্য বলিতেছেন—'তত্রাপি নিরবরোধঃ' ইত্যাদি, সেই শূদ্রকুলেও ধর্ম্মমর্য্যাদার কোন বাধা না থাকায় মৃত্যুকাল বিস্মৃত হইয়া যথেচ্ছায় বিহাররত হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

ক্বচিদ্দ্রুমবদৈহিকার্থেষু গৃহেষু রংস্যন্ যথা বানরঃ সুতদারবৎসলো ব্যবায়ক্ষণঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—(দ্রুমেষু রংস্যন্ ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—) ক্বচিৎ (কদাচিৎ) দ্রুমবৎ ঐহিকার্থেষু (ঐহিকসুখসাধনেষু) গৃহেষু রংস্যন্ (রমমাণঃ সন্) সুতদারবৎসলঃ (সুতদারাদিষু প্রীতিযুক্তঃ) ব্যবায়ক্ষণঃ (ব্যবায়ে মৈথুনে ক্ষণঃ উৎসবঃ যস্য সঃ স্ত্রীসম্ভোগলব্ধোৎসবঃ প্রমত্তঃ) বানরঃ যথা (দ্রুমেষু রমমাণঃ লুব্ধকেন গৃহীতঃ আত্মানং বিমোক্তুং ন শক্নোতি তথা সঃ স্ত্রীপুত্রাদিষু আসক্তঃ জনঃ সংসারবন্ধাৎ আত্মানং বিমোক্তুং ন শক্নোতি ইতি ভাবঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—বানরগণ যেমন বৃক্ষে ক্রীড়া করিতে করিতে ব্যাধের বন্ধনে পতিত হয় এবং আত্মবিমোচনে অসমর্থ হইয়া পড়ে, সেইরূপ ঐ পুরুষও ঐহিক সুখের হেতুভূত গৃহে আসক্ত হইয়া স্ত্রীপুত্রাদিতে প্রীতিযুক্ত এবং মৈথুনোৎসবে রত হইয়া সংসার বন্ধন হইতে আত্মরক্ষণে অশক্ত হইয়া পড়ে ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—দ্রুমেষু রংস্যন্নিতি ব্যাচষ্টে—ক্বচিৎ দ্রুমেতি। রংস্যন্ রমমাণঃ ব্যবায়ক্ষণঃ স্ত্রীসঙ্গলব্ধোৎসবঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্রুমেষু রংস্যন্' (৫।১৩।১৮) 'বানরগণ যেমন স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি বাৎসল্য-বশতঃ মৈথুনরত হইয়া বৃক্ষে অবস্থান করে' ইত্যাদি কথার ব্যাখ্যা করিতেছেন—'ক্বচিদ্ দ্রুমবৎ' ইত্যাদি। 'রংস্যন্'—রমমাণ হইয়া। 'ব্যবায়-ক্ষণঃ'—স্ত্রীসঙ্গলব্ধ মৈথুন উৎসবে মত্ত হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

এবমধ্বন্যবরুন্ধানো মৃত্যুগজভয়াৎ তমসি গিরিকন্দরপ্রায়ে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—(ক্বচিৎপ্রমাদাৎ ইত্যেতৎ ব্যাচষ্টে—) এবম্ অধ্বনি (প্রবৃত্তিমার্গে) অবরুন্ধানঃ (প্রমাদেন কর্ত্তব্যং ভগবদারাধনং পরিত্যজ্য বিষয়াসক্তঃ সন্ পাপম্ আচরন্ তৎফলানি ত্রিবিধদুঃখানি চ অনুভবন্) মৃত্যুগজভয়াৎ (মৃত্যুরূপগজভয়াৎ) গিরিকন্দরপ্রায়ে তমসি (রোগাদিমহত্যাম্ আপদি পততি ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—এই সংসারমার্গে পুরুষ যখন ভগবদ্-আরাধনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পাপাসক্ত হইয়া আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় ভোগ করিতে থাকে, তখন সে মৃত্যুরূপ হস্তীর ভয়ে ভীত হইয়া, গিরি-গহ্বর-তুল্য ঘোর অন্ধকারে পতিত হয় ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—ক্বচিৎ প্রমাদাদিত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—এবমধ্বনীতি। মৃত্যুভয়াত্তমসি মহারোগাদ্যুপশমার্থং কুকর্ম্মণি অবরুন্ধানঃ আত্মানমবরুণদ্ধি ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্বচিৎ প্রমাদাৎ' (৫।১৩।১৮) 'কোথাও কোন ব্যক্তি গিরিগহ্বরে পতিত হইয়া তত্রস্থ হস্তিভয়ে লতা অবলম্বন-পূর্ব্বক অবস্থান করে'—ইত্যাদি বাক্যের অভিপ্রায় বলিতেছেন—'এবম্ অধ্বনি', এই প্রবৃত্তি মার্গে, ইত্যাদি। 'মৃত্যুভয়াৎ তমসি'—মৃত্যুর ভয়ে অন্ধকারে বলিতে মহারোগাদির উপশমের নিমিত্ত কুকর্ম্মে, 'অবরুন্ধানঃ'—নিজেকে অবরুদ্ধ করে ॥ ৩৩ ॥

ক্বচিচ্ছীত-বাতাদ্যনেক-দৈবিক-ভৌতিকাত্মীয়ানাং দুঃখানাং প্রতিবারণেঽকল্পো দুরন্তবিষয়ধিষণয়া বিষণ্ণ আস্তে ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—ক্বচিৎ (কদা বা সঃ) শীতবাতাদ্যনেকদৈবিকভৌতিকাত্মীয়ানাং (শীতবাতাদিজন্যানি যানি অনেকবিধানি দৈবিকানি ভৌতিকানি আধ্যাত্মিকানি চ দুঃখানি তেষাং) দুঃখানাং প্রতিবারণে (বিনাশে) অকল্পঃ (অসমর্থঃ সন্) দুরন্তবিষয়ধিষণয়া (অতীববিষয়বাসনয়া) বিষণ্ণঃ (ক্লিশ্যন্ এব) আস্তে ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—কখন বা শীত-বাত প্রভৃতি বহুবিধ আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখের প্রতীকার করিতে না পারিয়া বিষম বিষয় চিন্তায় বিষণ্ণ হইয়া পড়ে ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ— ক্বচিচ্চ শীতাতপেত্যেতদ্ব্যাচষ্টে — ক্বচিচ্ছীতবাতেতি ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্বচিচ্চ শীতাতপ—(৫।১৩।১১)—ইত্যাদির ব্যাখ্যা —'ক্বচিৎ শীত-বাত' ইত্যাদি (অর্থাৎ কখন বা শীত, বাত প্রভৃতি আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক বিবিধ দুঃখ নিবারণে

অসমর্থ হইয়া ক্লেশ পায় এবং দুরন্ত বিষয় বাসনায় বিষণ্ণ হইয়া থাকে)॥ ৩৪ ॥

কৃচিন্মিথো ব্যবহরন্ যৎ কিঞ্চিদ্ধনমুপযাতি বিত্তশাঠ্যেন দ্বেষং গচ্ছতি ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—কৃচিৎ (কুত্রচিৎ বা সঃ জনঃ) মিথঃ ব্যবহরন্ বিত্তশাঠ্যেন (বঞ্চনাদ্যসদুপায়েন) যৎকিঞ্চিৎ ধনম্ উপযাতি (পরেভ্যঃ প্রাপ্নোতি, তেন ধনেন) দ্বেষং গচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—কখনও বা পরস্পর বিনিময়াদি ব্যবহার করিতে করিতে বঞ্চনাদি উপায়দ্বারা যাহা কিছু লাভ করে, তাহাতে পরস্পর পরস্পরের শত্রু হইয়া পড়ে ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—কৃচিন্মিথ ইতি ব্যাচষ্টে—কৃচিন্মিথ ইতি ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃচিন্ মিথঃ' (৫।১৩।১১)—'কখন কখন পরস্পর বিনিময়াদি ব্যবহার করিতে করিতে বিত্তশাঠ্য-বশতঃ যৎকিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করে, কিন্তু তাহাতে সুখী না হইয়া বিদ্বেষ প্রাপ্ত হয়'—ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা — 'কৃচিন্মিথঃ' ইত্যাদি ॥ ৩৫ ॥

কৃচিৎ কৃচিৎ ক্ষীণধনঃ শয্যাসনাদ্যুপভোগবিহীনো যাবদপ্রতিলব্ধমনোরথোপগতাদানেঽবসিতমতিস্তত-স্ততোঽবমানাদীনি জনাদভিলভতে ॥ ৩৬॥

অন্বয়ঃ—(কৃচিৎ কৃচিৎ ক্ষীণধনস্ত ইতি ব্যাচষ্টে —) কৃচিৎ কৃচিৎ ক্ষীণধনঃ (ক্ষীণং ধনং যস্য সঃ, অতএব) শয্যাসনাদ্যুপভোগবিহীনঃ (শয্যাসনাদিভিঃ উপভোগৈঃ ভোগোপকরণৈঃ বিহীনঃ রহিতঃ সন্) যাবৎ (যদা যদা) অপ্রতিলব্ধমনোরথোপগতাদানে (যাচঞা অপি অপ্রতিলব্ধং যন্মনোরথেনোপগতং বাঞ্ছিতং তস্য আদানে অন্যায়েনাপি পরকীয় ধন-গ্রহণে) অবসিতমতিঃ (অবসিতা কেনাপি বঞ্চনেন উপায়েন তদীয়ং ধনং গ্রহীতব্যমিতি নিশ্চিতা মতিঃ যস্য তথাভূতঃ সন্ যস্য যস্য ধনাদিকং স্বীকর্ত্তুং প্রবর্ত্ততে তদা তদা সঃ জনঃ) ততঃ ততঃ জনাৎ অবমানাদীনি অভিলভতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—কখনও কখনও তাহার অর্থ না থাকায় শয্যা, আসন প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুর অভাব হয়। যখন সে, সদুপায়ের দ্বারা নিজ-মনোমত বস্তু লাভ করিতে পারে না, তখন সে অসদুপায়ে পরের দ্রব্য গ্রহণ করিতে বাসনা করে এবং তন্নিমিত্ত লোকের নিকট অবমাননাদি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—কৃচিৎ কৃচিৎ ক্ষীণধন ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে —কৃচিৎ কৃচিৎ ক্ষীণধন ইতি। যন্মনোরথেনোপগতং বাঞ্ছিতং ধনাদি তস্যাদানে স্বীকারে নিশ্চিত-মতিঃ সন্ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃচিৎ কৃচিৎ ক্ষীণধনঃ' (৫।১৩।১২)—'কখন কখন, ক্ষীণধন হওয়ায় শয্যা, আসন, ইত্যাদি উপভোগেও বঞ্চিত হয়', ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত কথা বিবৃত করিতেছেন—'কৃচিৎ কৃচিৎ ক্ষীণধনঃ' ইত্যাদি। 'মনোরথোপগতাদানে'—মনোরথের দ্বারা 'উপগত'—অর্থাৎ বাঞ্ছিত ধনাদি, তাহার 'আদানে' বলিতে স্বীকারে (গ্রহণ করিতে) নিশ্চিত-মতি হইয়া (অপর ব্যক্তির নিকট হইতে অপমানাদি লাভ করে)॥ ৩৬ ॥

এবং বিত্ত-ব্যতিষঙ্গবিবৃদ্ধ-বৈরানুবন্ধোঽপি পূর্ব্ব-বাসনয়া মিথ উদ্বহত্যথাপবহতি ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—(অন্যোন্যবিত্তব্যতিষঙ্গঃ ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে —) এবং বিত্তব্যতিষঙ্গবিবৃদ্ধ-বৈরানুবন্ধঃ (অন্যোন্যং বিত্তস্য ব্যতিসঙ্গেণ ব্যত্যাসেন অপহারেণ তচ্ছঙ্কয়া বা বিবৃদ্ধঃ বৈরানুবন্ধঃ যস্য তথাভূতঃ অর্থাসক্তিতয়া পরস্পরবিদ্বেষভাবাপন্নঃ অপি জনঃ) পূর্ব্ববাসনয়া (প্রারব্ধবশাৎ) মিথঃ (পরস্পরম্) উদ্বহতি (বিবাহাদি-সম্বন্ধং করোতি) অথ (কদাচিৎ পুনঃ) অপবহতি (বৈরানুসন্ধানেন তান্ সংবদ্ধানপি ত্যজতি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—এইরূপ অর্থাসক্তিদ্বারা পরস্পর শত্রু-ভাবাপন্ন হইয়াও পূর্ব্ববাসনা-বশতঃ পরস্পর বিবাহাদি সম্বন্ধে বদ্ধ হয় ; আবার কখনও বা শত্রুতা-নিবন্ধন পরস্পরের ঐ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে ॥৩৭॥

বিশ্বনাথ—অন্যোন্যবিত্তব্যতিষঙ্গেত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—এবমিতি। অথাপবহতি পুনরুদ্বাহং ত্যজতি চ ॥৩৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'অন্যোন্য-বিত্ত-ব্যতিষঙ্গ'

(৫।১৩।১৩)—'পরস্পর ধনবিনিময়াদি দ্বারা শত্রুতা বৃদ্ধি হইলেও কেহ বা পরস্পরের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া এই সংসারে ভ্রমণ করে'—ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত কথার অনুবাদ করিতেছেন—'এবম্' ইত্যাদি। 'অথ অপবহতি'—আবার (শত্রুতাবশতঃ) সেই বিবাহ-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে ॥ ৩৭ ॥

———

এতস্মিন্ সংসারাধ্বনি নানাক্লেশোপসর্গবাধিত আপন্নবিপন্নো যত্র যস্তমুহ বাবেতরস্তত্র বিসৃজ্যজাতং জাতমুপাদায় শোচন্ মুহ্যন্ বিভ্যদ্বিনদন্ বিবহন্ সংহৃষ্যন্ গায়ন্ নহ্যমানঃ সাধুবর্জ্জিতো নৈবাবর্ত্ততেঽদ্যাপি যত আরব্ধ এষ নরলোকসার্থস্তমধ্বনঃ পারমুপদিশন্তি ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(অধ্বনি অমুস্মিন্ ইত্যাদি ব্যাচষ্টে—) এতস্মিন্ সংসারাধ্বনি (জন্মমরণাদিসংসারকারণভূতে প্রবৃত্তিমার্গে) নানাক্লেশোপসর্গবাধিতঃ (নানাবিধৈঃ ক্লেশোপসর্গৈঃ পূর্ব্বোক্তৈঃ সুখদুঃখাদিভিঃ বধিতঃ পীড়িতঃ সন্) যঃ আপন্ন-বিপন্ন উহ বাব (আপন্নঃ আপদং প্রাপ্তঃ বিপন্নঃ বিনষ্টঃ মৃতো বা ভবতি) ইতরঃ (অন্যঃ) তং বিপন্নং পিত্রাদিরূপং) বিসৃজ্য (বিহায়) তত্র জাতং জাতং (প্রাপ্তং প্রাপ্তং পুত্রাদিকম্) উপাদায় (স্বীকৃত্য) শোচন্ মুহ্যন্ (খিদ্যন্) বিভ্যৎ বিনদন্ (হাহাদিভিঃ উচ্চৈঃ ধ্বনিং কুর্ব্বন্) বিবহন্ (লালনাদিকং কুর্ব্বন্) সংহৃষ্যন্ গায়ন্ নহ্যমানঃ (তৈঃ বধ্যমানঃ) সাধুবর্জ্জিতঃ (সাধুসঙ্গরহিতঃ বৈষ্ণবসঙ্গে তরতি ইতি ভাবঃ) অদ্যাপি ন আবর্ত্ততে (উত্তীর্ণঃ ন ভবতি, সংসারপারং নাপ্নোতি ইত্যর্থঃ)। যতঃ (পরমেশ্বরাৎ) এষঃ নরলোকসার্থঃ (নিত্যবদ্ধজীবসমূহঃ) আরব্ধঃ (দেবতির্য্যঙ্‌মনুষ্যাদি সর্গে প্রবৃত্তঃ) তং (সর্ব্বকারণকারণং ভগবৎপদম্) অধ্বনঃ (তত্ত্বজ্ঞাঃ) পারম্ (সংসারমার্গস্য পারম্) উপদিশন্তি (কথয়ন্তি) (তত্র সাধুসঙ্গ এব হেতুরিত্যর্থঃ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—এই সংসারমার্গে বহুবিধ ক্লেশ ও উপসর্গাদি দ্বারা পীড়িত হইয়া যে ব্যক্তি আপদ্ বা বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, অন্য ব্যক্তি তাঁহাকে (সেই বিপন্ন পিত্রাদিরূপ মনুষ্যকে) পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নবজাত ব্যক্তিকে (পুত্রাদিকে) গ্রহণ করিয়া কখনও শোক করে, কখনও মোহপ্রাপ্ত হয়, কখনও ভীত হয়, কখনও চীৎকার করে, কখনও লালন-পালনাদি করিয়া থাকে, কখনও বা হৃষ্ট হইয়া গান করিতে থাকে; এইরূপে জীব সংসারে আবদ্ধ হয়। যে পরমেশ্বর হইতে অর্থাৎ যাঁহার প্রতি অনাদি-বহির্ম্মুখতা নিবন্ধন এই নিত্যবদ্ধ জীবসমূহ সংসারমার্গে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই সর্ব্বকারণ-কারণ ভগবৎ-পদকেই তত্ত্বজ্ঞগণ সংসার-মার্গের পার-স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, সাধুসঙ্গ-বর্জ্জিত হইয়া কেহই অদ্যাপি সংসারের পরপারে পৌঁছিতে পারে নাই অর্থাৎ নিত্যবদ্ধ জীবসমূহ বৈষ্ণবসঙ্গ ব্যতীত কখনও প্রবৃত্তিমার্গ হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎ-সেবা লাভ করিতে পারে না ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—অধ্বন্যমুষ্মিন্নিত্যাদি ব্যাচষ্টে—এতস্মিন্নিতি। আপন্ন আপদং প্রাপ্তঃ বিপন্নো মৃতঃ। সাধুবর্জ্জিত ইতি বৈষ্ণবসঙ্গে সতি তরতীতি ভাবঃ। যতঃ পরমেশ্বরাৎ তমেব পরমেশ্বরং পারং পারপ্রাপকং তত্র সাধুসঙ্গ এব হেতুরিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অধ্বন্যমুস্মিন্' (৫।১৩।১৭)—'এই প্রবৃত্তি-মার্গে প্রবিষ্ট হইয়া অদ্যাবধি কেহ ভবাটবী অতিক্রম করিতে পারে নাই'—ইত্যাদি কথার বিশ্লেষণ করিতেছেন—'এতস্মিন্' ইত্যাদি। 'আপন্নঃ'—বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, 'বিপন্নঃ'—মৃত হয়। 'সাধু-বর্জ্জিতঃ'—সাধুসঙ্গ বর্জ্জিত হওয়ায় ইহা বলায়, বৈষ্ণবগণের সঙ্গ হইলে সেই ব্যক্তি সংসার অরণ্য অতিক্রম করিতে পারে—এই ভাব। 'যতঃ' ইত্যাদি—যে পরমেশ্বরের সম্বন্ধচ্যুত হইয়া জীবগণ তাঁহার নিকট হইতে এই সংসারে আসিয়াছে, সেই পরমেশ্বরকেই পার-প্রাপ্তির উপায় বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করেন, তদ্বিষয়ে সাধুসঙ্গই হেতু (অর্থাৎ সাধু-পুরুষের সঙ্গ হইতেই এই উপায় লাভ করা যায়)—এই অর্থ ॥ ৩৮ ॥

———

যদিদং যোগানুশাসনং ন বা এতদবরুন্ধতে যন্ন্যস্তদণ্ডা মুনয় উপশমশীলা উপরতাত্মানঃ সমবগচ্ছন্তি ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(এবং) যদিদং যোগানুশাসনং (ভক্তি-

যোগং যচ্চ ভক্তিযোগৈকগম্যং পরং পদং তৎ) ন্যস্তদণ্ডাঃ (ত্যক্তপ্রাণিদ্রোহাঃ সর্ব্বভূতসুহৃদঃ) উপশমশীলাঃ (শান্তচিত্তাঃ) উপরতাত্মানঃ (নিগৃহীত আত্মা মনো যৈ স্তে) মুনয়ঃ (মননশীলাঃ) সমবগচ্ছন্তি (অনায়াসেন প্রাপ্নুবন্তি)। এতৎ (সংসারাসক্তাঃ জনাঃ) ন অবরুন্ধতে (ন প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ)॥ ৩৯॥

অনুবাদ—সর্ব্বভূত-সুহৃদ্, শান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় ভক্তিযোগ অনায়াসে প্রাপ্ত হন; কিন্তু এই সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ তাহা লাভ করিতে পারে না॥ ৩৯॥

বিশ্বনাথ—অনাবৃতৌ হেতুমাহ যদিদমিতি। সমবগচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি॥ ৩৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সংসার-বর্ত্ম হইতে আবৃত্ত না হইবার কারণ বলিতেছেন—'যদিদং' ইত্যাদি (অর্থাৎ যোগানুষ্ঠান দ্বারাও এই সংসার-পথ রুদ্ধ করা যায় না)। 'সমবগচ্ছন্তি'—প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ বিষয়নিবৃত্ত, শান্তস্বভাব, দণ্ডত্যাগী মুনিগণই এই সংসার-মার্গের পার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন)॥৩৯॥

———

যদপি দিগিভজয়িনো যজ্বিনো যে বৈ রাজর্ষয় কিন্তু পরং মৃধে শয়ীরন্নস্যামেব মমেয়মিতি কৃতবৈরানুবন্ধায়াং বিসৃজ্য স্বয়মুপসংহৃতাঃ॥ ৪০॥

অন্বয়ঃ—যদপি (যদ্যপি) যে বৈ যজ্বিনঃ (যাগাদৌ রতাঃ যে চ) রাজর্ষয়ঃ দিগিভজয়িনঃ (দিগ্বিজয়িনঃ; তে অপি অস্য সংসারস্য পারং ভগবৎপদং নাধিগচ্ছতি); কিন্তু পরং (কেবলং ইমাং পৃথিবীং) বিসৃজ্য স্বয়ম্ (এব) উপসংহৃতাঃ (মৃতাঃ সন্তঃ) মম ইয়ম্ ইতি কৃতবৈরানুবন্ধায়াং (প্রকৃতঃ বৈরানুবন্ধাঃ যস্যাং তস্যাং) অস্যাং (পৃথিব্যাং) এব মৃধে (যুদ্ধে) শয়ীরন্॥ ৪০॥

অনুবাদ—যে সকল রাজর্ষি সর্ব্বদা যাগযজ্ঞে রত, দিগ্বিজয়ী, তাঁহারাও সংসারের পার প্রাপ্ত হইয়া ভগবানকে লাভ করিতে পারিতেছেন না। যেহেতু, তাঁহারা (সেই সকল রাজগণ) "এই ভূমি আমার"—এইরূপ অভিমান করিয়া পরস্পরের সহিত শত্রুতা করেন এবং সেই ভূমিকে ত্যাগ-পূর্ব্বক স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া সমরক্ষেত্রে শয়ন করেন॥ ৪০॥

বিশ্বনাথ—মনস্বিন ইতি এতদ্ব্যাচষ্টে—যদপি যদ্যপি তদপি অস্যাং পৃথিব্যাং শয়ীরন্, কীদৃশ্যাং মমেয়মিতি। কৃতো বৈরানুবন্ধো যস্যাং তস্যাম্, ইমাং বিসৃজ্য স্বয়মেব সংহৃতাঃ মৃতাঃ॥ ৪০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মনস্বিনঃ' (৫।১৩।১৫)—ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ বলিতেছেন—'যদপি' ইত্যাদি, যদিও দিগ্বিজয়ী, সর্ব্বদা যজ্ঞানুষ্ঠানরত, তথাপি এই পৃথিবীতেই শায়িত হন। কিরূপ পৃথিবীতে? তাহাতে বলিতেছেন—'মমেয়ং' ইত্যাদি, অর্থাৎ 'এই ভূমি আমার' এইরূপ অভিমান-বশতঃ যাহার আধিপত্যের নিমিত্ত অপরের সহিত শত্রুতা করেন, সেই পৃথিবীতে। 'ইমাং বিসৃজ্য'—এই ভূমির স্বত্ব ত্যাগ করিয়া নিজেরাই 'সংহৃতাঃ'—মৃত হন॥৪০

———

কর্ম্মবল্লীমবলম্ব্য তত আপদঃ কথঞ্চিন্নরকাদ্বিমুক্তঃ পুনরপ্যেবং সংসারাধ্বনি বর্ত্তমানো নরলোকসার্থমুপযাতি, এবমুপরি গতোঽপি॥ ৪১॥

অন্বয়ঃ—এবম্ (এবম্প্রকারম্) উপরিগতঃ (দেবলোকং স্বর্গং গতঃ) অপি (জনঃ) কর্ম্মবল্লীম্ (প্রাচীনকর্ম্মরূপাং বল্লীম্) অবলম্ব্য (আশ্রিতঃ সন্) ততঃ আপদঃ নরকাৎ কথঞ্চিৎ (কেনচিৎ প্রকারেণ যদ্যপি) বিমুক্তঃ (তদা) পুনরপি এবং ("ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" ইত্যস্মাৎ হেতোঃ) সংসারাধ্বনি (প্রবৃত্তিমার্গে) বর্ত্তমানঃ (সন্) নরলোকসার্থং (মর্ত্ত্যলোকম্) উপযাতি (বিশতি)॥ ৪১॥

অনুবাদ—এইরূপে প্রাণিগণ কর্ম্মবল্লীকে আশ্রয় করিয়া স্বর্গলোক লাভ করে এবং নরকরূপ আপদ হইতে কথঞ্চিৎ মুক্ত হয় বটে, কিন্তু ("ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" অর্থাৎ পুণ্যক্ষয় হইলে স্বর্গস্থিত পুরুষ পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে এই বাক্যানুসারে) তাহাদিগকেও পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করিতে হয়॥ ৪১॥

বিশ্বনাথ—বল্লীং গৃহীত্বেত্যাদি অবশিষ্টং গ্রন্থং ব্যাচষ্টে—কর্ম্মবল্লীমবলম্ব্যেতি। এবমুপরিগতোঽপি স্বর্গী জনোঽপি সংসারাধ্বনি বর্ত্তমানঃ॥ ৪১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বল্লীং গৃহীত্বা' (৫।১৩।১৮)—'গিরিকন্দরের ন্যায় অতি ভয়ানক রোগাদি দুঃখে

পতিত হইয়া তত্রস্থিত গজতুল্য মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইয়া বল্লীতুল্য প্রাচীন কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে'—ইত্যাদি অবশিষ্ট ভবাটবী বর্ণনার তাৎপর্য্যার্থ বলিতেছেন—'কর্ম্মবল্লীম্ অবলম্ব্য' ইত্যাদি। 'এবম্ উপরি গতোঽপি'—অর্থাৎ স্বর্গগত ব্যক্তিও (পুণ্যক্ষয়ে) এইরূপ পুনরায় সংসার মার্গে প্রবেশ করে ॥ ৪১ ॥

তস্যেদমুপগায়ন্তি—

আর্ষভস্যেহ রাজর্ষের্মনসাপি মহাত্মনঃ।
নানুবর্ত্মার্হতি নৃপো মক্ষিকেব গরুত্মতঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (ভরতস্য) ইদং (মাহাত্ম্যং শিষ্টাঃ শ্লোকৈঃ) উপগায়ন্তি—রাজর্ষেঃ মহাত্মনঃ (মহানুভবস্য) আর্ষভস্য (ঋষভতনয়স্য ভরতস্য) অনুবর্ত্ম (বর্ত্ম অনুকর্ত্তুম্) ইহ (ভূলোকে) নৃপঃ (কশ্চন রাজা) মনসাপি মক্ষিকা গরুত্মতঃ ইব (যথা মক্ষিকা গরুত্মতঃ গরুড়স্য বর্ত্মগতিম্ অনুগন্তুং ন শক্নোতি তদ্বৎ) নার্হতি (ভরতানুষ্ঠিতং কর্ম্ম কর্ত্তুং নৈব শক্নোতি। কিমুত কর্ম্মণা) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—মুনিবর শুকদেব পূর্ব্বোক্তরূপে ভরতের বর্ণিত বিষয়ের ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার অনুষ্ঠিত ব্যাপারসকলের সংক্ষেপে পরিচয় দিবার জন্য মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন,—হে মহারাজ, পণ্ডিতগণ সেই রাজর্ষি ভরতের সম্বন্ধে এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন—মক্ষিকাকুল যেরূপ পক্ষিরাজ গরুড়ের মার্গানুসরণে কোন মতেই সমর্থ হয় না, সেইরূপ এই পৃথিবীতে কোন রাজাই এ পর্য্যন্ত মনের দ্বারাও ঋষভনন্দন রাজর্ষি ভরতের মার্গানুসরণে সমর্থ হয় না ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—ভরতোপাখ্যানমুপসংহৃত্য তন্মহিমনি প্রাচাং সম্মতিমাহ—তস্য ইদং কর্ম্ম, আর্ষভস্য ঋষভপুত্রস্য অনুবর্ত্ম বর্ত্মানুগন্তুং নার্হতি যোগ্যতাভাবাদিতি ভাবঃ। মনসা মনোরথেনাপি কিমুত কর্ম্মণা ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভরতের উপাখ্যান উপসংহার করিয়া তাঁহার মহিমা-বর্ণনায় প্রাচীনগণের অভিমত বলিতেছেন—'তস্য ইদং' ইত্যাদি, তাঁহার এইরূপ কর্ম্ম। 'আর্ষভস্য'—ঋষভদেবের পুত্র ভরতের, 'অনুবর্ত্ম ন অর্হতি'—পথ অনুসরণ করিতে কোন রাজাই সমর্থ হন না, কারণ যোগ্যতার অভাব—এই ভাব। 'মনসা'—মনের দ্বারা (চিন্তা করিতেও সক্ষম হন না), আর কর্ম্মের দ্বারা কি প্রকারে তাঁহার অনুগামী হইতে সমর্থ হইবেন ? ॥ ৪২ ॥

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ উত্তমঃশ্লোকলালসঃ (ভগবদ্ভাবাপ্লুতহৃদয়ঃ) যুবা এব (ভরতঃ) দুস্ত্যজান্ (পরিহারাযোগ্যান্) হৃদিস্পৃশঃ (হৃদয়গ্রাহিণঃ) দারসুতান্ (স্ত্রীপুত্রাদীন্) সুহৃদ্রাজ্যং মলবৎ (বিষ্ঠামিব যথা মলস্য ত্যাগে এব সুখম্ অত্যাগে কষ্টং ত্যাগানন্তরং স্মরণে অপি জুগুপ্সা তথা) জহৌ (অনায়াসেন ত্যক্তবান্ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—সেই রাজর্ষি ভরত যৌবনেই ভগবদ্ভাবে আসক্ত হইয়া মনোজ্ঞ স্ত্রী, পুত্র, সুহৃৎ, রাজ্য প্রভৃতি দুস্ত্যজ্য বিষয়সকলকে বিষ্ঠাতুল্য হেয়জ্ঞানে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য প্রেমানুভাবমাহ—য ইত্যস্যোত্তরবাক্যগতত্বান্ন 'তৎ'পদাপেক্ষা মীলিতং যদভিরামতাধিক ইতিবদ্দুস্ত্যজত্বে হেতুঃ। হৃদিস্পৃশঃ মনোহরান্ সুহৃদ্রাজ্যয়োর্দ্বন্দ্বৈক্যং যুবৈবেতি বার্দ্ধক্যে ত্যাগিভ্যঃ প্রিয়ব্রতাদিভ্যোঽপ্যুৎকর্ষঃ। মলবদিতি যথা মলস্য ত্যাগ এব নির্বৃতিঃ ত্যাগাভাবে কষ্টং ত্যক্তস্য তস্য স্মরণেঽপি নিষ্ঠীবনোদ্‌গম-স্তথৈবেতি ত্যাগেঽপ্যন্যেভ্যো বৈলক্ষণ্যাদুৎকর্ষঃ। তত্র হেতুঃ উত্তমঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ রূপগুণলীলামাধুর্য্যৈশ্বর্য্যসম্বন্ধী শ্লোকো যশো যস্য তস্মিন্ লালসঃ দর্শনাদ্যৌৎসুক্যং যস্য সঃ। তেন ভগবৎসৌন্দর্য্যাদ্যনাবিষ্টসর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং বিরক্তানাং দারাদয়ো ন মলতুল্যা ভবন্তীতি ভরতস্যোত্তমভক্তত্বং ধ্বনিতম্ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার প্রেমানুভাব বলিতেছেন—'যঃ' ইত্যাদি। 'যদ্' ও 'তদ্' পদের নিত্য সম্বন্ধ হইলেও, এখানে 'যঃ'—যিনি, এই পদ পরবর্ত্তী 'উত্তমঃশ্লোক-লালসঃ' ইত্যাদি বাক্যগত বলিয়া তদ্ পদের অপেক্ষা নাই, যেমন উক্ত হইয়াছে—'মীলিতং

যদভিরামতাধিকঃ', অর্থাৎ 'মীলিত' (অলঙ্কার) হইতেছে যাহা সৌন্দর্য্যের আতিশয্য। দুস্ত্যজত্বের কারণ বলিতেছেন—'হৃদিস্পৃশঃ'—মনোহর স্ত্রী, পুত্র, সুহৃৎ, রাজ্য প্রভৃতি। 'সুহৃদ্রাজ্যং'—সুহৃৎ এবং রাজ্য—ইহা দ্বন্দ্ব সমাসে একবচন। 'যুবৈব'—যুবাকালেই, ইহাতে বার্দ্ধক্যে ত্যাগী প্রিয়ব্রত প্রভৃতি হইতেও উৎকর্ষ বলা হইল। 'মলবৎ'—বিষ্ঠার ন্যায়, যেমন মলের ত্যাগেই সুখ, ত্যাগের অভাবে কষ্ট,—আবার ত্যক্ত মলের চিন্তা করিলেও নিষ্ঠীবনের (থুৎকারের) ভাব—এইরূপে ভরতের ত্যাগ-বিষয়েও অন্য হইতে বৈলক্ষণ্য-হেতু উৎকর্ষই। এই সকলের কারণ—'উত্তমঃ-শ্লোক-লালসঃ', 'উত্তম' অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপ, গুণ, লীলামাধুরী ও ঐশ্বর্য্য-সম্বন্ধীয় 'শ্লোক' বলিতে যশঃ যাঁহার, সেই ভগবানে 'লালসঃ'—দর্শনাদিতে ঔৎসুক্য যাঁহার, সেই ভরত। অতএব শ্রীভগবানের সৌন্দর্য্যাদিতে যাঁহাদের সকল ইন্দ্রিয় আবিষ্ট হয় নাই, তাদৃশ ত্যাগীগণের নিকট স্ত্রী-পুত্রাদি মলতুল্য হয় না, ইহার দ্বারা ভরতের উত্তম ভক্তত্বই ধ্বনিত হইল ॥ ৪৩ ॥

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্।
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ নৃপঃ (ভরতঃ) দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুত-স্বজনার্থদারান্ (ক্ষিত্যাদীন্) সুরবরৈঃ (দেবেন্দ্রৈঃ) প্রার্থ্যাং (প্রার্থনীয়াং) সদয়াবলোকাং (সদয়য়া অবলোকিতাং, মাং প্রতি ভরতস্য দয়া এব ভবতু ইতি প্রতীক্ষমাণাং) শ্রিয়ং (সম্পদং চ) ন ঐচ্ছৎ (ন স্বীকৃতবান্।) তদুচিতম্ (এব যতঃ) মধুদ্বিট্-সেবানুরক্তমনসাং (মধুদ্বিষঃ ভগবতঃ নারায়নস্য সেবায়াম্ অনুরক্তং মনঃ যেষাং তেষাং ভগবৎসেবাসক্তচিত্তানাং) মহতাম্ (জনানাং ভক্তানাম্) অভবঃ (মোক্ষঃ) অপি ফল্গুঃ (তুচ্ছ এব ভবতি) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—তিনি যে দুস্ত্যজ্য রাজ্য, পুত্র, কলত্র ধন এমন কি যিনি সর্ব্বদা তাঁহার অনুগ্রহলাভের জন্য মুখাপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই সুরজন-প্রার্থনীয় লক্ষ্মীকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার উপযুক্ত কার্য্যই বটে ; কারণ যে সকল মহাপুরুষের চিত্ত সর্ব্বদা শ্রীমধুসূদনের চরণসেবায় ব্যাকুল, তাঁহাদের নিকট মোক্ষও নিতান্ত নগণ্য বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—উক্তমেবার্থমুল্লাসেন পুনরপি স্পষ্টীকৃত্যাহ—য ইতি। সদয়াবলোকাং ভরতস্য দয়া যথা ভবত্যেবমবলোকো যস্যা ইতি পরিজনাবলোকঃ শ্রিয়ামুপচর্য্যত ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। যদ্বা, ভরতো বৈরাগ্যোত্থং শারীরকষ্টং মাস্বীকরোতু ময়া লাল্যমানো গৃহ এব তিষ্ঠত্বিতি সদয়োঽবলোকো যস্যাস্তাম্। অভবো মোক্ষোঽপি ফল্গুস্তুচ্ছস্তত্রাপি বিরজ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত কথাই উল্লাসভরে পুনরায়ও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—'যঃ' ইত্যাদি। 'সদয়াবলোকাম্ শ্রিয়ম্'—যে রাজলক্ষ্মী তাঁহার দয়া লাভের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাহাকেও তিনি ইচ্ছা করেন নাই। শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—ভরতের দয়া যে প্রকারে হয়, এইরূপ অবলোকন যাহার, ইহার দ্বারা পরিজনগণের অবলোকনই লক্ষ্মীতে উপচারিত হইয়াছে। অথবা—ভরত বৈরাগ্যজনিত শারীরিক কষ্ট অঙ্গীকার না করুন, আমা কর্ত্তৃক লাল্যমান হইয়া গৃহেই অবস্থান করুন—এইভাবে দয়ার সহিত অবলোকন যাহার, সেই রাজলক্ষ্মীকেও (ইচ্ছা করেন নাই)। 'অভবঃ অপি'—যাঁহাদের চিত্ত ভগবান্ মধুসূদনের সেবায় আসক্ত, তাঁহাদের নিকট মুক্তিও 'ফল্গু'—অর্থাৎ তুচ্ছ ; তাদৃশ মহাপুরুষগণ সেই মোক্ষেও বিরক্ত হইয়া থাকেন—এই অর্থ ॥ ৪৪ ॥

মধ্ব—

ঋতে হৈহয়বৈণ্যাদীনার্ষভস্যেহ কঃ সমঃ।
যস্যোপদেশাৎ সিদ্ধীশো দদর্শ কপিলং বিভুম্ ॥৪৪॥

যজ্ঞায় ধর্ম্মপতয়ে বিধিনৈপুণায়
যোগায় সাংখ্যশিরসে প্রকৃতীশ্বরায়।
নারায়ণায় হরয়ে নম ইত্যুদারং
হাস্যন্ মৃগত্বমপি যঃ সমুদাজহার ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ মৃগত্বম্ অপি হাস্যন্ (ত্যক্ষন্ সন্ যজ্ঞায় (যজ্ঞরূপায়) ধর্ম্মপতয়ে (যজ্ঞাদিফলদাত্রে) বিধিনৈপুণায় (বিধৌ যজ্ঞবিধৌ নৈপুণ্যং যস্য তস্মৈ ধর্ম্মানুষ্ঠাত্রে) যোগায় (যোগঃ যম নিয়মাসন-প্রাণায়াম-ধারণা ধ্যান-সমাধয়ঃ ইতি অষ্টাঙ্গঃ তস্মৈ) সাংখ্যশিরসে (সাংখ্যং জ্ঞানং তচ্ছিরঃ প্রধানং ফলং যস্য তস্মৈ তাদৃশায়) প্রকৃতীশ্বরায় (মায়ানিয়ন্ত্রে অতএব) নারায়ণায় (নারঃ জীবসমূহঃ অয়নম্ আশ্রয়ঃ যস্য তস্মৈ সর্ব্বজীবনিয়ন্ত্রে) হরয়ে (মনোহরায়) নমঃ ইতি উদারম্ (উচ্চৈঃ) সমুদাজহার (কীর্ত্তয়ামাস) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—সেই রাজর্ষি ভরত মৃগশরীরত্যাগকালে—"যিনি যজ্ঞস্বরূপ যজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহের ফলদাতা, ধর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান কর্ত্তা, সাক্ষাৎ অষ্টাঙ্গযোগমূর্ত্তি, জ্ঞানই যাঁহার উত্তম ফল, মায়ানিয়ন্তা, সর্ব্বজীবান্তর্য্যামী, মনোহর সেই ভগবানে দাস্যভাবের সহিত আত্মসমর্পণ করিতেছি—এইরূপ উচ্চারণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—যজ্ঞায়েতি ত্রিভিঃ পদৈঃ ক্রমেণ কর্ম্মজ্ঞানভক্তিমার্গাণাং যথোত্তরমুৎকর্ষো ব্যঞ্জিতঃ। বিধের্যজ্ঞবিধের্নৈপুণ্যং যস্মাত্তস্মৈ। হাস্যন্ ত্যক্ষন্ তেন মরণকালে ন উদাজহার তথা সতি জহদিত্যুচ্যতে। ভগবতৈব স্বভক্ত্যুদ্রেকার্থং পুনর্জ্জনয়িষ্যমাণত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যজ্ঞায়'—ইত্যাদি তিনটি পদের দ্বারা যথাক্রমে কর্ম্ম, জ্ঞান ভক্তিমার্গের পর পর উৎকর্ষ ব্যঞ্জিত হইল। 'বিধি-নৈপুণায়'—এখানে বিধি বলিতে যজ্ঞবিধি (যজ্ঞের বিধান), তাহার নৈপুণ্য যাহা হইতে, সেই যজ্ঞ-স্বরূপ হরিকে নমস্কার। 'হাস্যন্'—মৃগদেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া, 'সমুদাজহার'—উচ্চস্বরে সুস্পষ্ট উচ্চারণ করিয়াছিলেন। 'হাস্যন্'—ইহা ভবিষ্যৎকালে স্যতৃ প্রত্যয়, ইহার দ্বারা ঠিক মরণকালেই অর্থাৎ মরিতে মরিতে—এরূপ অর্থ নহে, তাহা হইলে 'জহৎ'—ত্যাগ করিতে করিতে, এইরূপ বর্ত্তমানে শতৃ-প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইত। যেহেতু শ্রীভগবানই নিজ ভক্তির উদ্রেকের নিমিত্ত পুনরায় জন্মগ্রহণ করাইবেন—এই ভাব ॥ ৪৫ ॥

মধ্ব—যুজ্যতে অনেনেতি যোগো হরিঃ। সাংখ্যশিরসে উত্তমজ্ঞানস্বরূপায় ॥ ৪৫ ॥

—— —

য ইদং ভাগবতসভাজিতাবদাতগুণকর্ম্মণো রাজর্ষের্ভরতস্যানুচরিতং স্বস্ত্যয়নমায়ুষ্যং ধন্যং যশস্যং স্বর্গ্যমাপবর্গ্যঞ্চানুশৃণোত্যাখ্যাত্যভিনন্দতি চ সর্ব্বা হ্যেবাশিষ আত্মন আশাস্তে ন কাঞ্চন পরত ইতি ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ভরতোপাখ্যানং চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—যঃ ইদং ভাগবতসভাজিতাবদাতগুণকর্ম্মণঃ (ভাগবতৈঃ সভাজিতাঃ সংস্তুতাঃ অবদাতাঃ শুদ্ধাঃ গুণাঃ কর্ম্মাণি চ যস্য তস্য) রাজর্ষেঃ (ভরতস্য) স্বস্ত্যয়নং (মঙ্গলদায়কম্) আয়ুষ্যম্ (আয়ুর্বৃদ্ধিকরং) ধন্যং (ধনবৃদ্ধিকরং শ্রেষ্ঠং বা) যশস্যং (যশঃপ্রদং) স্বর্গ্যং (স্বর্গজনকম্) আপবর্গ্যঞ্চ (মোক্ষদং চ এতৎ) অনুচরিতম্ অনুশৃণোতি, আখ্যাতি অভিনন্দতি চ (সঃ) আত্মনঃ সর্ব্বাঃ আশিষঃ হি এব আশাস্তে (স্বয়মেব লভতে) ন কাঞ্চন পারতঃ ইতি (ন তু কাঞ্চিদপি পরস্মাৎ অপেক্ষতে) ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—ভাগবতগণ রাজর্ষি ভরতের শুদ্ধগুণ এবং কর্ম্মের সমাদর করিয়া থাকেন। যিনি ভরতের মঙ্গলজনক পরমায়ুর্বর্দ্ধক, ধনবৃদ্ধিকর, যশস্কর, স্বর্গ ও মোক্ষের সাধক চরিত্র শ্রবণ, কীর্ত্তন অথবা অনুমোদন করেন, তিনি নিজেই সমস্ত অভীষ্ট ফল লাভে সমর্থ হন। অন্যের নিকট তাঁহার কল্যাণ লাভের কিছুমাত্রও অপেক্ষা থাকে না ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

বিশ্বনাথ—ভাগবতৈঃ শ্রীভাগবতেঽস্মিন্ শাস্ত্রে বা সভাজিতাঃ স্তুতা অবদাতাঃ শুদ্ধাঃ গুণাঃ কর্ম্মাণি যস্য। আত্মন এবেতি সর্ব্ববাঞ্ছিতানি তস্যানায়াসেনৈব স্বতঃ প্রাপ্তানি ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
চতুর্দ্দশঃ পঞ্চমস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভাগবত-সভাজিত'—ইত্যাদি, ভাগবতগণ (ভক্তগণ) কর্ত্তৃক, অথবা—এই ভাগবত শাস্ত্রে 'সভাজিত' অর্থাৎ স্তুত হইয়াছে শুদ্ধ গুণ এবং কর্ম্মসকল যাঁহার, সেই রাজর্ষি ভরতের (চরিত যাঁহারা শ্রবণাদির দ্বারা অনুশীলন করেন), 'আত্মনঃ এব' —নিজ হইতেই, অর্থাৎ তাঁহাদের সমস্ত বাঞ্ছিত বিষয় অনায়াসেই স্বতঃই প্রাপ্ত হয়, (অন্যের নিকট কোন প্রার্থনা করিতে হয় না)—এই অর্থ ॥ ৪৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার পঞ্চম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের 'সারার্থ দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫।১৪ ॥

তথ্য—চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে "ভবাটবী" বর্ণনের রূপ-কটী এই—

ভবাটবী—সংসারমার্গ। বণিক্‌সমূহ—অর্থপর জীব। ছয়টী দস্যু—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন এই ছয়টী ইন্দ্রিয়। কুনায়ক—কুবুদ্ধি। অপহরণ—ভগবানের সেবনোপযোগী দ্রব্য লইয়া নিজে ইন্দ্রিয় তর্পণ করে। বৃক শৃগাল—স্ত্রী-পুত্রাদি। তৃণগুলম—কাম্য-কর্ম্মাদি। গহ্বর—গৃহাশ্রম। দংশ-মশক—দুর্জ্জন। শলভ, শকুন্ত, মূষিক—চোর। গন্ধর্ব্বপুর—দেহগেহাদি। উল্মুকাকার পিশাচ—সুবর্ণ (পরের দ্রব্য)। নিবাস, জল, ধন—আপনার ভোগ্য দ্রব্যসমূহ। চক্রবাত—স্ত্রী। ধূলি—কন্দর্প-বেগ। দিক—দিগ্‌দেবতা। ঝিল্লী—যে অসাক্ষাতে অপ্রিয় বাক্য অথবা কটূক্তি করে। উলূক—যে সাক্ষাতে কটূক্তি করে। অপুণ্য বৃক্ষ—অধার্ম্মিক লোক। জলশূন্য নদী—ইহকাল ও পরকালে দুঃখ-প্রদ পাষণ্ডগণ। রাক্ষস—রাজগণ। মহাপর্ব্বত—কন্যাপুত্রাদির বিবাহরূপ কর্ম্ম। কণ্টকাদিদ্বারা বিদ্ধ—সহায়াদির অভাবে বহুবিঘ্নযুক্ত। অজগর সর্প—নিদ্রা। অন্ধকূপ, তমিস্র—দুঃখময়। ক্ষুদ্র-রস—পরদার সম্ভোগ প্রভৃতি। মক্ষিকা—স্বামী, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী প্রভৃতি। লতা—স্ত্রী। সিংহ—কালচক্র। বক, কাক, গৃধ্র—ক্ষুদ্র ও নিষ্ঠুর পাষণ্ড-গণের কল্পিত দেবতা। হংস—ব্রাহ্মণগণ। বানর—ভ্রষ্টাচারী শূদ্র। বানরজাতীয় ক্রীড়া—ভোজন, পান, স্ত্রীসঙ্গাদি। বৃক্ষসকলে—দৃষ্টার্থে অর্থাৎ গৃহে। হস্তী—মৃত্যু।

ইতি বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চম-স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ
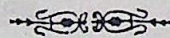
শ্রীশুক উবাচ—

ভরতস্যাত্মজঃ সুমতির্নামাভিহিতো যমুহ বাব কেচিৎ পাষণ্ডিন ঋষভপদবীমনুবর্ত্তমানঞ্চানার্য্যা অবেদসমাম্নাতাং দেবতাং স্বমনীষয়া পাপীয়স্যা কলৌ কল্পয়িষ্যন্তি ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভরতবংশজ নৃপতিগণের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ভরতপুত্র—সুমতিকে ঋষভদেবের জীবন্মুক্তিমার্গ অনুবর্ত্তন করিতে দেখিয়া কতকগুলি বেদবিমুখ পাষণ্ড কলিকালে 'ইনিই সাক্ষাৎ বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন'—এইরূপ কল্পনা করিবে। এই সুমতির পুত্র দেবতাজিৎ, তৎপুত্র দেবদ্যুম্ন, দেবদ্যুম্নের পুত্র পর-মেষ্ঠী, পরমেষ্ঠীর পুত্রের নাম প্রতীহ। প্রতীহ বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। প্রতীহের প্রতিহর্ত্তা, প্রস্তোতা ও উদ্‌গাতা নামে তিনটী পুত্র। প্রতিহর্ত্তার পুত্র উদ্‌গীথ, উদ্‌গীথের পুত্র প্রস্তাব, প্রস্তাবের পুত্র বিভু, বিভুর পুত্র পৃথুসেন, তৎপুত্র নক্ত। নক্তের পত্নী দ্রুতির গর্ভে

পুণ্যকীর্ত্তি রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ গয় আবির্ভূত হন। গয়নৃপতি বিষ্ণুর অংশে উদ্ভূত এবং বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিনিবন্ধন মহাপুরুষ-পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ রাজা ছিলেন। গয়রাজের চিত্ররথ, সুমতি ও অবিরোধন নামে তিনপুত্র। চিত্ররথের পুত্র সম্রাট্, সম্রাটের পুত্র মরীচি, তৎপুত্র বিন্দুমান্। বিন্দুমানের পুত্র মধু, মধুর পুত্র বীরব্রত, বীরব্রতের মন্থু ও প্রমন্থু নামে দুইটী সন্তান। মন্থুর পুত্র ভৌবন, ভৌবনের পুত্র ত্বষ্টা। ত্বষ্টার পুত্র বিরজ স্বীয় বংশকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বিরজের একশত পুত্র ও এক কন্যার মধ্যে শতজিৎ নামক পুত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ভরতস্য আত্মজঃ (পুত্রঃ) সুমতিঃ নামাভিহিতঃ (কথিতঃ আসীৎ)। যম্ উহ বাব কেচিৎ পাষণ্ডিনঃ অনার্য্যাঃ (বেদাচার-বিমুখাঃ দুর্জ্জনাঃ) ঋষভপদবীং (ঋষভস্য পদবীং জীবন্মুক্তমার্গম্) অনুবর্ত্তমানং (লব্ধবন্তম্ এব সুমতিং দৃষ্ট্বা) পাপীয়স্যা (পাপাচরণতৎপরয়া) স্বমনীষয়া (অবিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা) অবেদসমাম্নাতাং (পাষণ্ডিকপোল-কল্পিতাং) দেবতাম্ (বৌদ্ধদেবতাং) কলৌ কল্পয়িষ্যন্তি। (বুদ্ধঃ অয়ম্ সাক্ষাৎ অবতীর্ণঃ ইতি স্বমনীষয়া পশ্যন্তি।) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ভরতের পুত্র সুমতি নামে অভিহিত। ইঁহাকে ঋষভদেবের পদবী (জীবন্মুক্তিমার্গ) অনুবর্ত্তন করিতে দেখিয়া কতকগুলি বেদাচারবিমুখ দুর্জ্জন আপনাদিগের পাপাচরণ-তৎপরা অবিশুদ্ধা বুদ্ধি দ্বারা ইহাকে কলিযুগে অবেদ-প্রতিপাদ্য বৌদ্ধ-দেবতারূপে কল্পনা করিবে অর্থাৎ ইনিই বুদ্ধ সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হইয়াছেন, এইরূপ নিজ-মনোধর্ম্মের দ্বারা বিচার করিবেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অথ পঞ্চদশে রাজ্ঞো গয়স্য মহিমোচ্যতে।
যঃ প্রিয়ব্রতবংশ্যানামন্ত্যোঽস্য বিরজস্য চ ॥০॥
কলৌ তস্য চরিতং শ্রুত্বা তাদৃশাচারবন্তোঽস্মাকং সুমতিরেব দেবতা যথা বুদ্ধ ইতি বৌদ্ধসংপ্রদায়া-দ্বিচ্ছিদ্য কল্পয়িষ্যন্তি ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে রাজা গয়ের এবং যিনি প্রিয়ব্রত বংশের শেষ রাজা, সেই বিরজেরও মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

কলিকালে ঋষভদেবের মার্গানুবর্ত্তী ভরত-পুত্র সুমতির চরিত্র শ্রবণ করিয়া, পাপাচরণ-তৎপর কতি-পয় পাষণ্ডী লোক, 'রাজা সুমতিই আমাদের দেবতা, যেমন বুদ্ধ'—এই বলিয়া বৌদ্ধ-সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহাকে অবৈদিক দেবতারূপে কল্পনা করিবেন ॥ ১ ॥

———

তস্মাদ্বৃদ্ধসেনায়াং দেবতাজিন্নামা পুত্রোঽভবৎ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (সুমতেঃ) বৃদ্ধসেনায়াং (ভার্য্যায়াং) দেবতাজিন্নামা পুত্রঃ অভবৎ (জাতঃ) ॥২

অনুবাদ—সেই সুমতির ঔরসে তদ্ভার্য্যা বৃদ্ধ-সেনার গর্ভে দেবতাজিৎ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয় ॥ ২ ॥

———

অথাসুর্য্যাং তত্তনয়ো দেবদ্যুম্নস্ততো ধেনুমত্যাং সুতঃ পরমেষ্ঠী তস্য সুবর্চ্চলায়াং প্রতীহ উপজাতঃ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরম্) আসুর্য্যাম (আসুরী-নাম্ন্যাং ভার্য্যায়াং) তত্তনয়ঃ (দেবতাজিতঃ পুত্রঃ) দেবদ্যুম্নঃ (জাতঃ)। ততঃ (দেবদ্যুম্নাৎ) ধেনুমত্যাং (ধেনুমতীসংজ্ঞায়াং ভার্য্যায়াং) পরমেষ্ঠী (নাম) সুতঃ (অভূৎ)। তস্য (পরমেষ্ঠিনঃ) সুবর্চ্চলায়াং (ভার্য্যায়াং) প্রতীহঃ (নাম পুত্রঃ) উপজাতঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর আসুরী নাম্নী পত্নীর গর্ভে দেবতাজিতের দেবদ্যুম্ন নামে এক সন্তান জন্মগ্রহণ করে। দেবদ্যুম্নের ঔরসে তৎপত্নী ধেনুমতীর গর্ভে পরমেষ্ঠী নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। পরমেষ্ঠীর সুবর্চ্চলা নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে প্রতীহ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে ॥ ৩ ॥

———

য আত্মবিদ্যামাখ্যায় স্বয়ং সংশুদ্ধো মহাপুরুষ-মনুসস্মার ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (প্রতীহঃ নাম পুত্রঃ) আত্মবিদ্যাম্ আখ্যায় (বহুভ্যঃ আখ্যায় উপদিশ্য) স্বয়ং সংশুদ্ধঃ (আত্মবিদ্যাব্যাখ্যানেন চ স্বয়ং পবিত্রঃ সন্) মহা-

পুরুষং (শ্রীবিষ্ণুম্) অনুসস্মার (অপরোক্ষতয়া অনুভূতবান্) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—প্রতীহ আত্মবিদ্যা ব্যাখ্যা করিয়া স্বয়ং বিশুদ্ধ হন এবং মহাপুরুষ শ্রীবিষ্ণুকে সাক্ষাদ্ভাবে উপলব্ধি করেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—অনুসস্মার অনুবভূব প্রাপ বা ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনুসস্মার'—অনুভব করিয়াছিলেন, (অর্থাৎ রাজা প্রতীহ ভগবান্ বিষ্ণুকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন) অথবা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

———

প্রতীহাৎ সুবর্চ্চলায়াং প্রতিহর্ত্রাদয়স্ত্রয় আসন্নিজ্যাকোবিদাঃ সূনবঃ প্রতিহর্ত্তুঃ স্তুত্যামজভূমানাব জনিষাতাম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—প্রতীহাৎ সুবর্চ্চলায়াং (তন্নাম্ন্যাং পত্ন্যাং) প্রতিহর্ত্রাদয়ঃ (প্রতিহর্ত্তা প্রস্তোতা উদ্গাতা ইতি) ইজ্যাকোবিদাঃ (যজ্ঞনিপুণাঃ) ত্রয়ঃ সূনবঃ (পুত্রাঃ) আসন্ (বভূবুঃ । তত্র) প্রতিহর্ত্তুঃ স্তুত্যাম্ অজভূমানৌ অজঃ ভূমেতি চ দ্বৌ পুত্রৌ অজনিষাতাং (জাতৌ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—প্রতীহের ঔরসে সুবর্চ্চলা নাম্নী তৎপত্নীর গর্ভে প্রতিহর্ত্তা, প্রস্তোতা ও উদ্গাতা (যজ্ঞনিপুণ) এই পুত্রত্রয় আবির্ভূত হন। স্তুতি নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে প্রতিহর্ত্তার অজ ও ভূমা নামে দুই সন্তান জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—প্রতিহর্ত্তা প্রস্তোতা উদ্গাতাতেতি ত্রয়ঃ যজ্ঞনিপুণাঃ সূনব আসন্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রতিহর্ত্তাদয়ঃ'—রাজা প্রতীহের প্রতিহর্ত্তা, প্রস্তোতা এবং উদ্গাতা নামক তিনটি যজ্ঞনিপুণ পুত্র ছিল ॥ ৫ ।

———

ভূম্ন ঋষিকুল্যায়ামুদ্গীথস্ততঃ প্রস্তাবো দেবকুল্যায়াং প্রস্তাবান্নিরুৎসায়াং হৃদয়জ আসীদ্বিভুঃ। বিভো রত্যাঞ্চ পৃথুষেণস্তস্মান্নক্ত আকূত্যাং জজ্ঞে। নক্তাদ্দৃতিপুত্রো গয়ো রাজর্ষিপ্রবর উদারশ্রবা অজায়ত। যঃ সাক্ষাদ্ভগবতো বিষ্ণোর্জগদ্রিরক্ষিষয়া গৃহীতসত্ত্বস্য কলাত্মবত্ত্বাদিলক্ষণেন মহাপুরুষতাং প্রাপ্তঃ ॥ ৬॥

অন্বয়ঃ—ভূম্নঃ ঋষিকুল্যায়াং (ভার্য্যায়াম্) উদ্গীথঃ (নাম পুত্রঃ বভূব) ; ততঃ (উদ্গীথাৎ) দেবকুল্যায়াং (ভার্য্যায়াং) প্রস্তাবঃ (নাম পুত্রঃ অভূৎ।) প্রস্তাবাৎ বিরুৎসায়াং (ভার্য্যায়াং) হৃদয়জঃ (পুত্রঃ) বিভুঃ (নাম) আসীৎ (বভূব) ; বিভোঃ রত্যাং চ (ভার্য্যায়াং) পৃথুসেনঃ (নাম পুত্রঃ অজায়ত) ; তস্মাৎ (পৃথুসেনাৎ) আকুত্যাং (ভার্য্যায়াং) নক্তঃ (নাম পুত্রঃ) জজ্ঞে (জাতঃ)। নক্তাৎ ঋতিপুত্রঃ (সংজ্ঞায়াং ভার্য্যায়াং যঃ পুত্রঃ সঃ) গয়ঃ (নাম অভবৎ যঃ চ) রাজর্ষিপ্রবরঃ (রাজর্ষিণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ) উদারশ্রবাঃ (পুণ্যকীর্ত্তিঃ) জগদ্রিরক্ষিষয়া (জগতঃ রিরক্ষিষয়া রক্ষিতুম্ ইচ্ছয়া) গৃহীতসত্ত্বস্য (গৃহীতং সত্ত্বং যেন তস্য গৃহীতশুদ্ধসত্ত্বস্য) বিষ্ণোঃ (ভগবতঃ) সাক্ষাৎ কলা (অংশঃ সন্ গয়ঃ) আত্মবত্ত্বাদি লক্ষণেন (ভগবজ্জ্ঞানাদিলক্ষণেন) মহাপুরুষতাং (সর্ব্বজনশ্রেষ্ঠতাং) প্রাপ্তঃ (সন্) অজায়ত (জাতঃ অভূৎ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—ভূমার ঔরসে তদ্ভার্য্যা ঋষিকুল্যার গর্ভে উদ্গীথ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। উদ্গীথ হইতে দেবকুল্যার গর্ভে প্রস্তাব নামে এক পত্র জন্মগ্রহণ করে। প্রস্তাবের ঔরসে বিরুৎসার গর্ভে বিভু নামক এক পুত্র উৎপন্ন হয়। বিভু হইতে রতির গর্ভে পৃথুসেন নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পৃথুসেনের ঔরসে আকুতির গর্ভে নক্ত নামক পুত্রের জন্ম হয়। নক্তের পত্নী ঋতি। নক্ত হইতে ঋতির গর্ভে পুণ্যকীর্ত্তি রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ গয় উৎপন্ন হন। যে ভগবান্ বিষ্ণু জগৎপালনের জন্য নিত্য সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, গয় সাক্ষাৎ সেই বিষ্ণুরই অংশ। এই কারণেই তিনি ভগবজ্জ্ঞানাদি লক্ষণ-দ্বারা মহাপুরুষতা (সর্ব্বজন-শ্রেষ্ঠতা) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—হৃদয়জঃ পুত্রঃ কলা অংশাংশঃ ॥ ৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হৃদয়জঃ'—বলিতে পুত্র। কলা—অংশের অংশ, (অর্থাৎ নক্ত-পুত্র 'গয়', ভগবান্ বিষ্ণুর অংশাংশ-স্বরূপ হইয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি লক্ষণ-দ্বারা মহাপুরুষত্ব লাভ করিয়াছিলেন।) ॥ ৬ ॥

———

স বৈ স্বধর্ম্মেণ প্রজাপালনপোষণপ্রীণনোপলালনানুশাসনলক্ষণেনেজ্যাদিনা চ ভগবতি মহাপুরুষে পরাবরে ব্রহ্মণি সর্ব্বাত্মনার্পিত-পরমার্থ-লক্ষণেন ব্রহ্মবিচ্চরণানুসেবয়াপাদিত-ভগবদ্ভক্তিযোগেন চাভীক্ষ্ণশঃ পরিভাবিতবিশুদ্ধমতিরুপরতানাত্ম্য আত্মনি-স্বয়মুপলভ্যমানব্রহ্মাত্মানুভবোঽপি নিরভিমান এবাবনিমজুগুপৎ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(রাজ্ঞশ্চঃ ধর্ম্মঃ দ্বিবিধঃ। অভিষিক্তত্বাৎ প্রজাপালনাদিরূপঃ একঃ, গৃহস্থত্বাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানাদিরূপশ্চ অপরঃ) সঃ বৈ (গয়ঃ) প্রজাপালন-পোষণ-প্রীণনোপলালনানুশাসনলক্ষণেন (প্রজানাং পালনং, দুষ্টেভ্যঃ রক্ষণং, পোষণম্ অন্নাদিভোগসম্পাদনেন পুষ্টীকরণং, প্রীণনং প্রিয়বস্তুদানেন সন্তোষজননম্, উপলালনং মধুরবাক্যাদিনা হর্ষোৎপাদনম্, অনুশাসনং শিক্ষয়া সন্মার্গে প্রবর্ত্তনং তল্লক্ষণেন) স্বধর্ম্মেণ (স্ববর্ণ-ধর্ম্মেণ রাজধর্ম্মেণ) ইজ্যাদিনা (যাগযজ্ঞাদিনা চ) মহাপুরুষে (সর্ব্বাত্মনি পরমপুরুষে) পরাবরে (পরে উৎকৃষ্টাঃ ব্রহ্মাদয়ঃ অবরে অপকৃষ্টাঃ যস্মাৎ তস্মিন্) ব্রহ্মণি ভগবতি (বাসুদেবে) সর্ব্বাত্মনার্পিত পরমার্থলক্ষণেন (তস্মিন্ ভগবতি সর্ব্বাত্মনা অর্পিতঃ যঃ পরমার্থলক্ষণঃ তেন) ব্রহ্মবিচ্চরণানুসেবয়াপাদিত-ভগবদ্ভক্তিযোগেন (ব্রহ্মবিদাং ভাগবতানাং চরণানুসেবয়া নিরন্তরং চরণসেবয়া আপাদিতঃ সম্পাদিতঃ যঃ ভগবদ্ভজনরূপ ভক্তিযোগঃ তেন) অভীক্ষ্ণশঃ (নিরন্তরং) পরিভাবিত-বিশুদ্ধমতিঃ (পরিভাবিতা সংস্কৃতা অতঃ অতিশুদ্ধা মতিঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) উপরতানাত্ম্যে, (উপরতম্ অনাত্ম্যং দেহেন্দ্রিয়াদ্যহং-ভাবরূপং যস্মিন্ তস্মিন্) আত্মনি (চিত্তে) স্বয়ম্ (এব) উপলভ্যমানব্রহ্মাত্মানুভবঃ (উপলভ্যমানং যদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ আত্মানুভবঃ যস্য তাদৃশঃ) অপি নিরভিমানঃ এব অবনিং (সমগ্রাং পৃথিবীম্) অজুগুপৎ (ধর্ম্মতঃ পালয়ামাস) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—(রাজার ধর্ম্ম দ্বিবিধ—রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ায় প্রজাপালনাদিরূপ একপ্রকার ধর্ম্ম এবং গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিত হওয়ায় যজ্ঞানুষ্ঠানাদিরূপ আর এক প্রকার ধর্ম্ম।)সেই গয়রাজও প্রজাবৃন্দের পালন (দুর্জ্জন হইতে রক্ষণাবেক্ষণ), পোষণ (অন্নাদি ভোগ-সম্পাদন দ্বারা পুষ্টিকরণ), প্রীণন (প্রিয়বস্তুপ্রদান দ্বারা সন্তোষোৎপাদন), উপলালন (মধুর বাক্যাদি দ্বারা হর্ষোৎপাদন), অনুশাসন (শিক্ষাদ্বারা সন্মার্গে প্রবর্ত্তন) এই সকল লক্ষণযুক্ত রাজধর্ম্ম এবং যাগ-যজ্ঞাদি গৃহস্থাশ্রমোচিত ধর্ম্ম—এই উভয়বিধধর্ম্মই সর্ব্বাত্মা পরমপুরুষ, পরাবর (ব্রহ্মাদিশ্রেষ্ঠ পুরুষগণ হইতেও পরমশ্রেষ্ঠ), পরব্রহ্ম ভগবান্ বাসুদেবে কায়মনোবাক্যে সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া উহা তাঁহার পরমার্থস্বরূপ হইয়াছিল। সুতরাং ভগবানে সর্ব্বতোভাবে শরণাগতিরূপ পরমার্থলক্ষণযুক্ত ধর্ম্ম এবং ব্রহ্মবিদ্ ভাগবতগণের অনুক্ষণ চরণ-সেবা-সম্পাদিত ভক্তিযোগ—এই উভয়ের দ্বারা নিরন্তর তাঁহার বুদ্ধি মার্জ্জিতা, সুতরাং বিশুদ্ধা হওয়ায় তাঁহার দেহাত্মবোধ বিদূরিত হইয়াছিল। তিনি চিত্তে স্বয়ং প্রকাশমান ব্রহ্মে আত্মানন্দ উপলব্ধি করিতেন। কিন্তু এই প্রকার হইয়াও তিনি অনাসক্তভাবেই সমগ্র পৃথিবী পালন করিতেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—পালনং বিপক্ষবিমর্দ্দনাদিনা পোষণং বৃত্তিদানাদিনা অর্পিতঃ সন্ পরমার্থলক্ষণো ভবতি যঃ স্বধর্ম্মস্তেন পরি সর্ব্বতোভাবেন ভাবিতা ভাবযুক্তীকৃতা বিশুদ্ধা মতির্য্যস্য সঃ। উপরতমনাত্ম্যং দেহাদ্যহং-ভাবো যস্য সঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রজা-পালন-পোষণ'—ইত্যাদি—প্রজাগণের বিপক্ষ-বিমর্দ্দনের দ্বারা রক্ষণ এবং জীবিকা-সম্পাদনের দ্বারা পোষণ, উহা পরব্রহ্ম ভগবান্ বাসুদেবে অর্পিত হইলে পরমার্থ-লক্ষণ হয়, তাদৃশ যে স্বধর্ম্ম (রাজধর্ম্ম), তাহার দ্বারা 'পরিভাবিত-বিশুদ্ধ-মতিঃ'—'পরি' সর্ব্বতোভাবে 'ভাবিত' বলিতে ভাবযুক্ত করা হইয়াছে বিশুদ্ধ মতি যাঁহার, তিনি। 'উপরতানাত্ম্যঃ'—অপগত হইয়াছে দেহাদিতে অহং-বুদ্ধি যাঁহার, সেই মহারাজ গয় (নিরভিমান হইয়া পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন।) ॥ ৭ ॥

তস্যেমা গাথাঃ পাণ্ডবেয় পুরাবিদ উপগায়ন্তি ॥৮॥

অন্বয়ঃ—(হে) পাণ্ডবেয়, তস্য (গয়স্য) ইমাঃ গাথাঃ (মাহাত্ম্যকথাঃ) পুরাবিদঃ উপগায়ন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে পাণ্ডবেয়, পুরাণবৃত্তজ্ঞ পণ্ডিতগণ

তাঁহার সম্বন্ধে এই সকল মাহাত্ম্যগান কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

———

গয়ং নৃপঃ কঃ প্রতিযাতি কর্ম্মভি-
র্যজ্বাভিমানী বহুবিদ্ধর্ম্মগোপ্তা।
সমাগতশ্রীঃ, সদসস্পতিঃ সতাং
সৎসেবকোঽন্যো ভগবৎকলামৃতে ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(যঃ গয়ঃ) যজ্বা (যাবৎ শ্রুতিবিহিত-যজ্ঞানুষ্ঠাতা) অভিমানী (অভিসর্ব্বতঃ মানী সম্মানাস্পদীভূতঃ মনস্বী বা) বহুবিৎ (অনেকশাস্ত্রজ্ঞাতা) ধর্ম্মগোপ্তা (প্রজাপালনানুশাসনাদিনা সর্ব্বধর্ম্মরক্ষকঃ) সমাগতশ্রীঃ (সমাগতা সম্প্রাপ্তা শ্রীঃ যেন) সতাং সদসস্পতিঃ (সভায়াঃ পতিঃ) সৎসেবকঃ (সতাং সেবকঃ এবম্ সর্ব্বগুণসম্পন্নঃ); ভগবৎকলাং (ভগবদবতারং) গয়ম্ ঋতে (বিনা) অন্যঃ কঃ নৃপঃ (রাজাঃ) কর্ম্মভিঃ প্রতিযাতি (তৎসদৃশঃ ভবিতুম্ অর্হতি। ন কোঽপি ইত্যর্থঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—যে গয় শ্রুতিবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠাতা, মনস্বী, বহুশাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মরক্ষক, শ্রীমান্, সজ্জন-সমাজের সভাপতি ও সাধুগণের সেবক; সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন ভগবদংশ গয় ব্যতীত অন্য কোন্ নৃপতিই বা কর্ম্ম-দ্বারা তাঁহার সমকক্ষ হইবার যোগ্য? ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রতিযাতি অনুকরোতি। অভিমানী সর্ব্বতো মানাস্পদং মনস্বীতি বা, সতাং যৎ সদস্তস্য পতিঃ ভগবদংশং বিনা কোঽন্যো যজ্বাদিরূপোঽপি গয়ং প্রতিযাতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রতিযাতি'—অনুকরণ করা। 'অভিমানী'—সর্ব্বতোভাবে সম্মাননার পাত্র, অথবা—মনস্বী। 'সদসস্পতিঃ'—সজ্জনগণের যে সভা, তাহার পতি। 'ভগবৎকলামৃতে'—ভগবানের অংশ-স্বরূপ না হইলে, অন্য কোন্ রাজা যজ্বাদিরূপ হইলেও মহারাজ গয়ের অনুকরণ করিতে পারেন?—এই অন্বয় ॥ ৯ ॥

মধ্ব—প্রিয়ব্রতোগয়শ্চৈব কর্ম্মদেব সমোগুণৈঃ। ইতি ষাড়্গুণ্যৈঃ ॥ ৭-৯ ॥

———

যমভ্যষিঞ্চন্ পরয়া মুদা সতীঃ
সত্যাশিষো দক্ষকন্যাঃ সরিদ্ভিঃ।
যস্য প্রজানাং দুদুহে ধরাশিষো
নিরাশিষো গুণবৎসস্নুতোধাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—সত্যাশিষঃ (সত্যাঃ যথার্থাঃ আশিষঃ যাসাং তাঃ তাদৃশ্যঃ) সতীঃ (সত্যঃ পতিব্রতাঃ) দক্ষকন্যাঃ (শ্রদ্ধামৈত্রীদয়াদ্যাঃ) যং (গয়ং নৃপং) পরয়া (শ্রেষ্ঠয়া) মুদা (হর্ষেণ) সরিদ্ভিঃ (সৎসরিজ্জলৈঃ) অভ্যষিঞ্চন্। যস্য (চ গয়নৃপস্য) নিরাশিষঃ (নিষ্কামস্য অপি) প্রজানাং গুণবৎসস্নুতোধাঃ (প্রজাপালনানুশাসনাদিগুণঃ এব বৎসঃ তেন স্নুতম্ উধঃ যস্যাঃ গোরূপায়াঃ সা তাদৃশী) ধরা (পৃথিবী) আশিষঃ (সর্ব্বান্ কামান্) দুদুহে (প্রপূরয়ামাস। তং গয়ং নৃপং কঃ অনুকর্ত্তুং শক্নোতি ইতি ভাবঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—দক্ষের (শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া প্রভৃতি) সাধ্বী কন্যাগণের আশীর্ব্বাদ অব্যর্থ। তাঁহারা পরমহর্ষে সরিদ্গণের সহিত একত্র গয়-নৃপতিকে অভিষেক করিয়াছিলেন। তাঁহার গুণরূপ বৎসকে দেখিয়া গোরূপ পৃথিবীর স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইত। পৃথিবী (তাঁহার প্রজাপালনাদি গুণদর্শনে স্বতঃই) সর্ব্বকামনা পূর্ণ করিতেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—সতীঃ সত্যঃ দক্ষকন্যাঃ শ্রদ্ধামৈত্রীদয়াদ্যাঃ সত্যাশিষঃ শ্রদ্ধামৈত্রীদয়াদ্যাস্তে সন্ত্বিতি সত্যা আশিষো যাসাং তাঃ, নিরাশিষো নিষ্কামস্যাপি যস্য প্রজানামাশিষো ধরা দুদুহে। গুণ এব বৎসঃ তেন স্নুতমুধো যস্যাঃ সা ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সতীঃ'—সত্যঃ (কর্ত্তায় প্রথমার বহুবচন হইবে)—অর্থাৎ শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া প্রভৃতি সাধ্বী দক্ষ-কন্যাগণ, 'সত্যাশিষঃ'—'শ্রদ্ধা, মৈত্রী ও দয়াদি তোমার হউক'—এইরূপ সত্য আশীর্ব্বাদ সকল যাঁহাদের, তাঁহারা (অর্থাৎ সেই সতী দক্ষকন্যাগণ নদীসমূহের সহিত একত্র হইয়া পরম হর্ষ-সহকারে যে মহারাজ গয়ের অভিষেক করিয়াছিলেন)। 'নিরাশিষঃ'—নিষ্কাম হইলেও যে মহারাজের প্রজাগণের 'আশিষঃ'—কাম্য বস্তুসকল, 'ধরা দুদুহে'—পৃথিবী বিতরণ করিয়াছিলেন। পৃথিবী কিরূপ? তাহাতে বলিতেছেন—'গুণ-বৎস-স্নুতো-

ধাঃ'—মহারাজ গয়ের গুণরূপ বৎসের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় যাহার উধঃ (গোরূপিণী পৃথিবীর স্তন অর্থাৎ বাঁট) হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছিল, সেই পৃথিবী।।১০

তথ্য—সরিদ্ভিঃ—স্বতেজোভিঃ (বীররাঘব) অভ্যসিঞ্চন্-শ্রেষ্ঠমকুর্ব্বন্ (বীররাঘব) ॥ ১০ ॥

ছন্দাংস্যকামস্য চ যস্য কামান্
দুদুহুরাজহ্রুরথো বলিং নৃপাঃ।
প্রত্যঞ্চিতা যুধি ধর্ম্মেণ বিপ্রা
যদাশিষাং ষষ্ঠমংশং পরেত্য ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য চ অকামস্য (কামনারহিতস্যাপি গয়স্য) ছন্দাংসি (বেদাঃ) কামান্ (তদ্বিহিতানি কর্ম্মাণি চ) দুদুহুঃ। অথো (তথা) যুধি প্রত্যঞ্চিতাঃ (ধর্ম্মযুদ্ধেন প্রতিপূজিতাঃ) নৃপাঃ যস্য (যস্মৈ গয়ায়) বলিম্ (উপহারম্) আজহ্রুঃ (অর্পয়ামাসুঃ) (তথা) যদা ধর্ম্মেণ (প্রজাপালনদানাদিলক্ষণেন দক্ষিণাদিভিশ্চ) বিপ্রাঃ (বিপ্রাদয়ঃ প্রতিপূজিতঃ ভবন্তি তদা) পরেত্য (পরলোকে) আশিষাং (ধর্ম্মফলানাং) ষষ্ঠমংশম্ আজহ্রুঃ ("পুণ্যষড়্ভাগমাদত্তে ন্যায়েন পরিপালয়ন্" ইতি স্মৃতেঃ স্বয়ং বিপ্রেভ্যঃ সকাশাৎ আজহার। তং গয়ং নৃপং কঃ কর্ম্মণা অনুকর্ত্তুং শক্লোতি। ন কোঽপি ইত্যর্থঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—গয়-নৃপতির কোন কামনা না থাকিলেও সর্ব্ববেদ এবং বেদ-বিহিত কর্ম্মসকল তাঁহার জন্য বিবিধ কাম দোহন করিয়া দিতেন। রাজগণ তাঁহার (গয়নৃপতির) ধর্ম্ম যুদ্ধে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার জন্য পূজোপহার আহরণ করিতেন এবং ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণাদি দ্বারা পূজিত হইয়া পরলোকে উপভোগের নিমিত্ত তাঁহাকে নিজ নিজ ধর্ম্মের ষষ্ঠভাগ দান করিতেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—যুধি প্রত্যঞ্চিতাঃ বাণৈঃ প্রতিপূজিতা নৃপা বলিমাজহ্রুঃ, ধর্ম্মেণ দক্ষিণাদিভিঃ প্রত্যঞ্চিতা বিপ্রা যদ্‌যস্মৈ পরেত্য লোকান্তরে আশিষাং স্বাচরিত-ধর্ম্মফলানাং ষষ্ঠমংশমাজহ্রুঃ। "পুণ্যং ষড়্ভাগমাদত্তে ন্যায়েন পরিপালয়ন্" ইতি স্মৃতেঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যুধি প্রত্যঞ্চিতাঃ'—যুদ্ধে বাণের দ্বারা প্রতিপূজিত হইয়া নৃপতিগণ যাঁহাকে কর প্রদান করিতেন। 'ধর্ম্মেণ'—দক্ষিণাদির দ্বারা পূজিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ যাঁহার উদ্দেশ্যে পরলোকে স্ব স্ব আচরিত ধর্ম্মফলের ষষ্ঠ অংশ আহরণ করিতেন। স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে— "পুণ্যং ষড়্ভাগ", ইত্যাদি—রাজা ন্যায়ানুসারে প্রজা পালন করিয়া, তাহাদের পুণ্যের ষষ্ঠ ভাগ গ্রহণ করেন ॥ ১১ ॥

যস্যাধ্বরে ভগবানধ্বরাত্মা
মঘোনি মাদ্যত্যুরুসোমপীথে।
শ্রদ্ধাবিশুদ্ধাচলভক্তিযোগ-
সমর্পিতেজ্যাফলমাজহার ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (গয়স্য) অধ্বরে (যজ্ঞে) মঘোনি (ইন্দ্রে) উরুসোমপীথে (উরুঃ সোমপীথঃ যস্য তস্মিন্ বহু সোমপানে) মাদ্যতি (মদং প্রাপ্নুবতি সতি) অধ্বরাত্মা (যজ্ঞরূপী হরিঃ সঃ) ভগবান্ শ্রদ্ধাবিশুদ্ধাচলভক্তিযোগ-সমর্পিতেজ্যাফলম্ (শ্রদ্ধয়া বিশুদ্ধঃ নিষ্কপটঃ যঃ অচলঃ ভক্তিযোগঃ তেন সমর্পিতং ভক্তিযোগোপপাদিতং প্রীতিরূপম্ ইজ্যাফলম্) আজহার (সাক্ষাদাবির্ভূয় মহতাদরেণ গৃহীতবান্) তস্য গয়স্য সদৃশঃ কঃ ভবিতুম্ অর্হতি ? ১২ ॥

অনুবাদ—গয়-নৃপতির যজ্ঞে প্রভূত সোমপান হইত। ইন্দ্র সেই যজ্ঞে সোমপান করিয়া অতিশয় মত্ত হইতেন। যজ্ঞ-মূর্ত্তি ভগবান্ বিষ্ণু সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হইয়া শ্রদ্ধাযুক্ত নির্ম্মল ও দৃঢ় ভক্তিযোগ-সহকারে সমর্পিত যজ্ঞ ফল পরম আদরে গ্রহণ করিতেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—উরুসোমপীথে বহু সোমপানেঽধ্বরে মঘোনি ইন্দ্রে মাদ্যতি সতি আজহার অর্হণমিব প্রত্যক্ষতঃ স্বীচকার ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উরুসোমপীথে'—বহু সোমপান-যুক্ত যজ্ঞে ইন্দ্র মত্ততা প্রাপ্ত হইলে, 'আজহার' —(ভগবান্ বিষ্ণু যাঁহার শ্রদ্ধাপূত নিশ্চল ভক্তিযোগ দ্বারা সমর্পিত যজ্ঞফল) প্রত্যক্ষভাবে পূজার ন্যায় গ্রহণ করিতেন ॥ ১২ ॥

যৎপ্রীণনাদ্বর্হিষি দেবতির্য্যঙ্
মনুষ্যবীরুত্তৃণমাবিরিঞ্চাৎ।

প্রীয়েত সদ্যঃ স হ বিশ্বজীবঃ
প্রীতিঃ স্বয়ং প্রীতিমগাদ্গয়স্য ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ প্রীণনাৎ (যৎ যস্য ভগবতঃ সর্ব্বাত্মনঃ প্রীণনাৎ) আবিরিঞ্চাৎ (আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং) দেবতির্য্যঙ্-মনুষ্যবীরুত্তৃণং (দেবতির্য্যগাদি তৃণান্তং সর্ব্বং) সদ্যঃ প্রীয়েত (প্রীতিং গচ্ছেৎ । কুতঃ ? যতঃ) সঃ হ বিশ্বজীবঃ (বিশ্বং জীবয়তীতি বিশ্ব-জীবঃ বিশ্বস্য প্রাণভূতঃ এব অতঃ এবম্ভূতঃ নারায়ণঃ) স্বয়ং প্রীতিঃ (স্বভাবতঃ প্রীতিরূপঃ প্রসন্নচিত্তঃ সন্ এব) বর্হিষি (যজ্ঞে) গয়স্য প্রীতিং (হে রাজন্ তব পূজয়া অহং "তৃপ্তঃ অস্মি" ইতি) অগাৎ (প্রত্যক্ষতঃ এব উক্তবান্ । অতঃ কঃ তং নৃপম্ অনুকর্ত্তুমর্হতি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—যে সর্ব্বাত্মা ভগবান্ সন্তুষ্ট হইলে দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, লতা, তৃণ প্রভৃতি আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিল জগতের সদ্যঃসন্তোষ উৎপাদিত হয়, সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী, স্বভাবতঃ আনন্দস্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণু গয়-রাজার যজ্ঞে,—'প্রীত হইলাম' বলিয়া নিজমুখে প্রীতি ব্যক্ত করিতেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—যস্য ভগবতঃ প্রীণনাৎ দেবাদিকং প্রীয়েত। স বিশ্বজীবৈঃ সহিত এব স্বয়ং প্রীতিরূপঃ সন্ তৃপ্তোঽস্মীতি প্রীতিমাবিশ্চকার ॥ ১৩ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
পঞ্চমেঽয়ং পঞ্চদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রীয়েত'—যে ভগবানের প্রীতিতে দেবতাদি সকলেই তুষ্ট হইয়া থাকেন। 'স হ বিশ্বজীবঃ'—সর্ব্বজীবনহেতু সেই ভগবান্ বিষ্ণু সমস্ত জীবের সহিত (গয় রাজার যজ্ঞে) স্বয়ং সুখ-রূপ হইয়াও, 'আমি তৃপ্ত হইলাম'—এই বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার পঞ্চমস্কন্ধের সজ্জন-সম্মত পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫।১৫ ॥

গয়াদ্গায়ন্ত্যাং চিত্ররথঃ সুগতিরবিরোধন ইতি ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ। চিত্ররথাদূর্ণায়াং সম্রাড়জনিষ্ট ॥ তত উৎকলায়াং মরীচির্মরীচের্বিন্দুমত্যাং বিন্দু-মানুদপদ্যত। তস্মাৎ সরঘায়াং মধুনামাভবৎ। মধোঃ সুমনসি বীরব্রতস্ততো ভোজায়াং মন্থু-প্রমন্থূ জজ্ঞাতে। মন্থোঃ সত্যায়াং ভৌবনস্ততো ভূষণায়াং ত্বষ্টাজনিষ্ট। ত্বষ্টুর্বিরোচনায়াং বিরজঃ বিরজস্য শতজিৎপ্রবরং পুত্রশতং কন্যা চ বিষূচ্যাং কিলা-জায়ত ॥ ১৪-১৫ ॥

অন্বয়ঃ—গয়াৎ গায়ন্ত্যাং (ভার্য্যায়াং) চিত্ররথঃ সুগতিঃ অবিরোধনঃ ইতি ত্রয়ঃ পুত্রাঃ বভূবুঃ। চিত্র-রথাৎ ঊর্ণায়াং (ভার্য্যায়াং) সম্রাট্ (তন্নামা) অজনিষ্ট (জাতঃ); ততঃ (সম্রাজঃ) উৎকলায়াং (ভার্য্যায়াং) মরীচিঃ (নাম পুত্রঃ জাতঃ); মরীচেঃ (সকাশাৎ) বিন্দুমত্যাং (ভার্য্যায়াং) বিন্দুমান্ (নাম পুত্রঃ) উদপদ্যত (জাতঃ); তস্মাৎ (বিন্দুমতঃ) সরঘায়াং (ভার্য্যায়াং) মধুনামা (মধুনামকঃ পুত্রঃ) অভবৎ ; মধোঃ (সকাশাৎ) সুমনসি (ভার্য্যায়াং) বীরব্রতঃ (নাম পুত্রঃ জাতঃ); ততঃ (তস্মাৎ বীরব্রতাৎ) ভোজায়াং (ভার্য্যায়াং) মন্থু-প্রমন্থূ (নামানৌ দ্বৌ পুত্রৌ) জজ্ঞাতে (জাতৌ); মন্থোঃ সত্যায়াং (ভার্য্যায়াং) ভৌবনঃ (নাম পুত্রঃ জাতঃ); ততঃ (ভৌবনাৎ) ভূষণায়াং (ভার্য্যায়াং) ত্বষ্টা (নাম পুত্রঃ) অজনিষ্ট (জাতঃ); ত্বষ্টুঃ (সকা-শাৎ) বিরোচনায়াং (ভার্য্যায়াং) বিরজঃ (নাম পুত্রঃ জাতঃ)। বিরজস্য বিষূচ্যাং (ভার্য্যায়াং) শতজিৎ-প্রবরং (শতজিৎশ্রেষ্ঠং) পুত্রশতম্ (একা) কন্যা চ কিল অজায়ত ॥ ১৪-১৫ ॥

অনুবাদ—গায়ন্তীর গর্ভে গয়ের চিত্ররথ, সুগতি, ও অবিরোধন নামে তিন পুত্র জন্মে। চিত্ররথের ঔরসে ঊর্ণার গর্ভে সম্রাট্ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সম্রাটের ভার্য্যা উৎকলা, তাঁহার গর্ভে মরীচির জন্ম হয়। মরীচি হইতে বিন্দুমতীর গর্ভে বিন্দুমান্ নামে এক পুত্র হয়। বিন্দুমানের পত্নী সরঘা ; সরঘার গর্ভে মধুর উৎপত্তি হয় ; মধুর সুমন নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে বীরব্রত জন্মগ্রহণ করেন। বীরব্রতের 'ভোজা' নাম্নী পত্নীর গর্ভে মন্থু ও প্রমন্থু নামে দুই সন্তান জন্মে। মন্থু সত্যার গর্ভে ভৌবন নামক পুত্র

উৎপাদন করেন। ভৌবন হইতে ভূষণার গর্ভে ত্বষ্টার উৎপত্তি হয়। বিরোচনার গর্ভে বিরজ নামে ত্বষ্টার এক পুত্র জন্মে। বিরজের পত্নী বিষূচী, তাঁহার গর্ভে বিরজের একশত পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে শতজিৎ শ্রেষ্ঠ ॥ ১৪-১৫ ॥

তত্রায়ং শ্লোকঃ—

প্রৈয়ব্রতং বংশমিমং বিরজশ্চরমোদ্ভবঃ।
অকরোদত্যলং কীর্ত্ত্যা বিষ্ণুঃ সুরগণং যথা ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চম-স্কন্ধে প্রিয়ব্রতবংশানুকীর্ত্তনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়—তত্র (প্রিয়ব্রত-সন্তানবিষয়ে) অয়ং শ্লোকঃ (পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ কীর্ত্তিতঃ আসীৎ)। চরমোদ্ভবঃ (চরমস্য পুত্রশতস্য শতজিদাদেঃ, উদ্ভবতি অস্মাদিত্যুদ্ভবঃ জনকঃ) বিরজঃ কীর্ত্ত্যা (স্বকীর্ত্ত্যা পুণ্যযশসা) ইমং প্রৈয়ব্রতং বংশম্ বিষ্ণুঃ যথা (স্বতেজসা বিজয়সম্পাদনাৎ) সুরগণম্ (অলঙ্করোতি তদ্বৎ) অত্যলম্ (অতিশয়েন) অকরোৎ (ভূষিতবান্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—তাঁহার (বিরজের) গুণ-কীর্ত্তন বিষয়ে এই শ্লোকটি গ্রথিত আছে,—বিষ্ণু যেরূপ স্ব-প্রভাবে দেবগণকে অলঙ্কৃত করেন, বিরজও সেইরূপ প্রিয়ব্রতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় কীর্ত্তির দ্বারা ঐ বংশকে ভূষিত করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চম-স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ
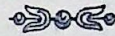
শ্রীরাজোবাচ—

উক্তস্ত্বয়া ভূমণ্ডলায়ামবিশেষো যাবদাদিত্যস্তপতি যত্র।
যত্র চাসৌ জ্যোতিষাং গণৈশ্চন্দ্রমা বা সহ দৃশ্যতে ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ষোড়শ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে প্রিয়ব্রত রাজার চরিত্র প্রসঙ্গে শৈল ও বর্ষসকলের মধ্যবর্ত্তী সুমেরু পর্ব্বত এবং জম্বুদ্বীপের পরিমাণ বর্ণিত হইয়াছে।

এই ভূমণ্ডল একটী পদ্মস্বরূপ। সপ্তদ্বীপ উহার কোশ। জম্বুদ্বীপ ঐ কোশের মধ্যস্থিত। আবার তাহার মধ্যস্থলে সুবর্ণময় সুমেরু পর্ব্বত। ইহার উচ্চতা চতুরশীতি সহস্র যোজন। অধোদিকে ষোড়শ সহস্র যোজন প্রবিষ্ট, উপরিভাগে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন এবং পাদদেশে ষোড়শ সহস্র যোজন বিস্তৃত। এই শৈলরাজ পৃথিবীরূপ পদ্মের কর্ণিকা-স্বরূপে অবস্থিত। ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণে হিমবান্, হেমকূট ও নিষধ এবং উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গ এই সকল ভারতাদি বর্ষের সীমানিরূপক পর্ব্বত, এইরূপ পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে মাল্যবান্ ও গন্ধমাদন নামক দুইটী পর্ব্বত আছে। সুমেরুর চতুর্দ্দিকে মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার্শ্ব ও কুমুদ নামে চারিটী পর্ব্বত আছে; ইহাদের প্রত্যেকের বিস্তার ও উচ্চতা দশ সহস্র যোজন। এই পর্ব্বতচতুষ্টয়ে একাদশ শত যোজন উচ্চ আম্র, জম্বু, কদম্ব এবং বট—এই চারিটী বৃক্ষ, দুগ্ধপূরিত, মধুপূরিত, ইক্ষুরস ও বিশুদ্ধ জলপূরিত সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ চারিটী হ্রদ এবং নন্দন, চিত্ররথ, বৈভ্রাজক ও সর্ব্বতোভদ্র—এই চারিটী দেবোদ্যান আছে। সুপার্শ্ব পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে যে মহাকদম্ব নামে প্রসিদ্ধ বৃক্ষ আছে, তাহারই কোটর হইতে পাঁচ ব্যাম-(দুই হাত বিস্তার করিলে মধ্যে পরিমাণকে ব্যাম বলে) পরিমিত পাঁচটী মধুধারা নির্গত হইয়াছে। সেইরূপ কুমুদ পর্ব্বতে শতস্কন্ধ নামে বট বৃক্ষ আছে। তাহার স্কন্ধদেশ হইতে কতকগুলি নদ প্রবাহিত হইয়াছে। এই নদগুলি দধি-দুগ্ধাদি যাবতীয় অভিলষিত দ্রব্য উৎপাদন করে। সুমেরুর চতুর্দ্দিকে কুরঙ্গ, কুরর,

কুসুম্ভ, বৈকঙ্ক, ত্রিকূট প্রভৃতি বিংশ পর্ব্বতশ্রেণী কর্ণিকা-সদৃশ সুমেরুর কেশর-স্বরূপে শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। সুমেরুর পূর্ব্বে জঠর ও দেবকূট; পশ্চিমে পবন ও পারিযাত্র। দক্ষিণে কৈলাস ও করবীর এবং উত্তরে ত্রিশৃঙ্গ ও মকর পর্ব্বত। ইহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ অষ্টাদশ সহস্র যোজন দীর্ঘও দুই সহস্র যোজন বিস্তৃত ও উন্নত। এই সুমেরুপর্ব্বতের উপরিভাগে অযুত যোজন-পরিমিত ব্রহ্মপুরী; ব্রহ্মপুরীর চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের পুরীসকল আছে। উহাদের পরিমাণ ব্রহ্মপুরীর পরিমাণের চতুর্থাংশ।

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—যাবৎ আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) তপতি (প্রকাশয়তি) যত্র যত্র চ জ্যোতিষাং গণৈঃ (শুক্ল-কৃষ্ণপক্ষয়োঃ নক্ষত্রগণৈঃ) সহ অসৌ চন্দ্রমা বা দৃশ্যতে (তৎপর্য্যন্তঃ) ভূমণ্ডলায়ামবিশেষঃ (ভূমণ্ডলস্য আয়ামবিশেষঃ বিস্তার-বিশেষঃ) ত্বয়া (ভবতা) উক্তঃ (কথিতঃ এব)॥ ১॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ কহিলেন,—(হে ব্রহ্মন্,) সূর্যদেব যতদূর পর্য্যন্ত তাপ প্রদান করেন, আর যে যে স্থানে চন্দ্রমা শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের নক্ষত্রগণ-সহ পরি-দৃশ্যমান হয়েন, আপনি তাবৎ পর্য্যন্ত পৃথিবীর বিস্তার কহিয়াছেন॥ ১॥

বিশ্বনাথ—

জম্বুদ্বীপস্য বর্ষাণাং শৈলানাং মধ্যবর্ত্তিনঃ।
সুমেরোশ্চ প্রমাণং যৎ ষোড়শে তন্নিগদ্যতে॥০॥

প্রিয়ব্রতচরিতে শ্রুতস্য দ্বীপ-সমুদ্রাদেঃ প্রমাণাদিকং তৎকথা-প্রকরণান্তে পৃচ্ছতি—উক্ত ইতি। তপতি প্রকাশয়তি তৎপর্য্যন্ত ইত্যর্থঃ। যত্র যত্র চন্দ্রমা দৃশ্যতে তাবৎ পর্য্যন্তশ্চ, তত্রাপি তন্মধ্য ইত্যর্থঃ॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ষ ও শৈলসমূহের মধ্যবর্ত্তী জম্বুদ্বীপের এবং সুমেরু পর্ব্বতের যেরূপ পরিমাণ, তাহা বলা হইতেছে॥ ০॥

প্রিয়ব্রতের চরিত্রে শ্রুত দ্বীপ ও সমুদ্র প্রভৃতির পরিমাণাদি, তাঁহার কথা বর্ণনার শেষে মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'উক্তঃ' ইত্যাদি। 'তপতি'—সূর্য্যদেব যে পর্য্যন্ত আলোক দান করেন, সেই পর্য্যন্ত, এই অর্থ। যেখানে যেখানে চন্দ্রমা দৃশ্য হয়, সেই পর্য্যন্ত। 'তত্রাপি'—তন্মধ্যে, অর্থাৎ এই ভূমণ্ডলের মধ্যে, এই অর্থ। (ইহা পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদের অংশ।)॥ ১॥

তত্রাপি প্রিয়ব্রতরথচরণপরিখাতৈঃ সপ্তভিঃ সপ্ত সিন্ধব উপক্লৃপ্তাঃ। যত এতস্যাঃ সপ্তদ্বীপ-বিশেষবিকল্পস্ত্বয়া ভগবন্ খলু সূচিতঃ। এতদেবাখিলমহং মানতো লক্ষণতশ্চ সর্ব্বং বিজিজ্ঞাসামি॥ ২॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, তত্রাপি (ভূমণ্ডলে) প্রিয়ব্রতরথচরণপরিখাতৈঃ (প্রিয়ব্রতস্য সূর্যস্য পৃষ্ঠতঃ মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বতঃ রথচরণেন রথচক্রেণ পরিতঃ সর্ব্বতঃ খাতৈঃ গর্ত্তৈঃ) সপ্তভিঃ সপ্তসিন্ধবঃ উপক্লৃপ্তাঃ (রচিতাঃ আসন্।) যতঃ (যেভ্যঃ সপ্তভ্যঃ সিন্ধুভ্যঃ) এতস্যাঃ (ভুবঃ) সপ্তদ্বীপ-বিশেষবিকল্পঃ (সপ্তদ্বীপ-রচনাবিশেষঃ) ত্বয়া খলু (নিশ্চয়েন) সূচিতঃ (সামান্যতঃ প্রদর্শিতঃ) অহং এতৎ অখিলং (সামান্যতঃ তবোক্তম্) এব মানতঃ লক্ষণতঃ চ (চকারন্নামতঃ) সর্ব্বং বিজিজ্ঞাসামি (বিশেষেণ জ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি)॥ ২॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, পৃথিবীতে প্রিয়ব্রত রাজার রথচক্রে সাতটী পরিখা দ্বারা সপ্তসাগর রচিত হইয়াছে, ঐ সপ্তসমুদ্র হইতেই পৃথিবী মধ্যে সপ্তদ্বীপ ও উহাদের নাম, পরিমাণ এবং লক্ষণাদির ভেদ আপনি সামান্যভাবে বলিয়াছেন; এখন আমি ঐ সকল দ্বীপের পরিমাণ ও লক্ষণের সহিত সবিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করি॥ ২॥

বিশ্বনাথ—যতঃ সিন্ধুভ্যঃ। এতস্যা ভুবঃ সপ্তদ্বীপানাং যে বিশেষাস্তেষাং বিকল্পো ভেদঃ প্রভেদঃ এতৎ সিন্ধুদ্বীপাদিকম্॥ ২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যতঃ'—ঐ সাতটি সমুদ্র হইতে। 'সপ্তদ্বীপ-বিশেষ-বিকল্পঃ'—এই পৃথিবীর সাতটি দ্বীপের যে বিশেষ এবং তাহাদের যে সকল পার্থক্য (তাহা আপনি পূর্ব্বে সূচনা করিয়াছেন)। 'এতৎ'—এই জম্বুদ্বীপাদির (পরিমাণ ও লক্ষণানুসারে তত্ত্বসকল জানিতে ইচ্ছা করি।)॥ ২॥

ভগবতো গুণময়ে স্থূলরূপ আবেশিতং মনো হ্যগুণেঽপি সূক্ষ্মতম আত্মজ্যোতিষি পরে ব্রহ্মণি

ভগবতি বাসুদেবাখ্যে ক্ষমমাবেশিতুং তদুহৈতদ্-গুরোঽর্হস্যনুবর্ণয়িতুমিতি ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) গুরো, হি (যস্মাৎ) ভগবতঃ গুণময়ে (সত্ত্বাদিগুণপরিমাণরূপে) স্থূলরূপে (বিরাড়্ বিগ্রহে) আবেশিতং (স্থিরীকৃতং) মনঃ সূক্ষ্মতমে অঙ্গুষ্ঠপরিমিতে শুদ্ধসত্ত্বময়ে রূপে) আত্মজ্যোতিষি (স্বয়ংপ্রকাশে) পরে ব্রহ্মণি ভগবতি অগুণে অপি বাসুদেবাখ্যে আবেশিতুং (স্থিরীকর্ত্তুং) ক্ষমং (যোগ্যং ভবেৎ)। তৎ (তস্মাৎ জিজ্ঞাসামি। ততঃ) উহ এব এতৎ (ব্রহ্মাণ্ডাত্মকং স্থূলং রূপং মানলক্ষণাদিভিঃ কৃপয়া) বর্ণয়িতুম্ অর্হসি ইতি ॥৩॥

অনুবাদ—ভগবানের যে গুণময় স্থূল স্বরূপে অর্থাৎ বিরাট্-বিগ্রহে নিবেশিত মন শুদ্ধসত্ত্বময়, অপ্রাকৃত ও স্বপ্রকাশ পরমব্রহ্ম ভগবান্ বাসুদেবে নিবিষ্ট হইতে সমর্থ হয়, হে গুরো আপনি সেই ব্রহ্মাণ্ডাত্মক স্থূল-স্বরূপের বিষয় বর্ণন করুন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—জিজ্ঞাসায়াঃ ফলমাহ—ভগবত ইতি। অত্র ময়েতি কর্ত্তৃপদানুক্ত্যা তত্রত্যানাং ভক্তিমিশ্র-যোগবতাং মনোনিধিৎসানুরোধেনৈব ময়ৈতৎ পৃচ্ছ্যতে, মম তু ত্বন্মুখকমলস্যন্দমান-ভগবৎকথারূপমকরন্দস্য কর্ণাভ্যাং পানমেব ভগবৎপ্রাপ্তিসাধনমিতি দ্যোতিতম্। কিঞ্চ ইহ ভগবতো গুণময়ে স্থূলরূপ ইতি ভেদবোধিকয়া ষষ্ঠ্যা অগুণে ভগবতীত্যভেদবোধকেন সামানাধিকরণ্যেন চ ভগবত্ত্বস্য গুণাতীতত্বং বোধিতম্। গুরো ইতি তব সর্ব্বমুনিজনগুরুত্বাদবশ্যবক্তব্যমেবৈতদিতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জিজ্ঞাসার ফল বলিতেছেন—'ভগবতঃ' ইত্যাদি (অর্থাৎ এই ভূমণ্ডল ভগবানের গুণময় স্থূল রূপ বলিয়া ইহাতে মন নিবিষ্ট করিলে, পশ্চাৎ উহাকে নির্গুণ, সূক্ষ্মতম, আত্মজ্যোতিস্বরূপ, বাসুদেব-নামক পরব্রহ্মেও নিবিষ্ট করা সম্ভবপর হয়)। এখানে 'আমি'—এই কর্ত্তৃপদ অনুক্ত থাকায়, তত্রত্য ভক্তিমিশ্র যোগনিষ্ঠগণের মনের অভিলাষ অনুসারেই আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার কিন্তু আপনার শ্রীমুখকমল হইতে বিগলিত ভগবৎ-কথারূপ মকরন্দের কর্ণদ্বয়ের দ্বারা পানই ভগবৎ-প্রাপ্তি সাধন—ইহা দ্যোতিত হইয়াছে। আরও, এখানে ভগবানের গুণময় স্থূলরূপে (বিরাড়্ রূপে)—এইরূপ ভেদবোধিকা ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রয়োগের দ্বারা নির্গুণ ভগবানে —এই অভেদবোধক সামানাধিকরণ্যের দ্বারা ভগবৎ-স্বরূপের গুণাতীতত্ব জানান হইল। 'গুরো'!- হে শ্রীগুরুদেব!, এই সম্বোধনের দ্বারা, আপনি সমস্ত মুনিগণের গুরু বলিয়া ইহা আপনার অবশ্যই বলা উচিত—এই ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে ॥ ৩ ॥

শ্রীঋষিরুবাচ—

ন বৈ মহারাজ ভগবতো মায়াগুণবিভূতেঃ স্থানবিশেষাণাং নামরূপতঃ কাষ্ঠাং বচসা মনসা বাধিগন্তুমলং বিবুধায়ুষাপি পুরুষস্তস্মাৎ প্রাধান্যেনৈব ভূগোলকবিশেষং নামরূপমানলক্ষণতো ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঋষিঃ উবাচঃ,— (হে) মহারাজ, ভগবতঃ মায়াগুণবিভূতেঃ (মায়ায়াঃ যে গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ তেষাং বিভূতিঃ সত্ত্বাদিগুণপরিণামানন্তব্রহ্মাণ্ডাত্মকলীলাবিভূতিঃ তস্যাঃ) স্থানবিশেষাণাং (বিভূত্যন্তর্গতলোকনাং) নামরূপতঃ (নামরূপাভ্যাং) কাষ্ঠাম্ (অন্তং) বিবুধায়ুষাপি (বিবুধাঃ দেবাঃ তেষাম্ অপি আয়ুষা) পুরুষঃ (জনঃ) মনসা অধিগন্তুং (জ্ঞাতুং) বচসা অপি বক্তুং বা যস্মাৎ) ন বৈ অলং (নৈব সমর্থঃ ভবতি) তস্মাৎ (কার্ৎস্নেন বাঙমনসাবিষয়ত্বাৎ) প্রাধান্যেন এব ভূগোলকবিশেষং (ভূলোকস্য বিশেষম্ অবান্তর-ভেদং) নামরূপমানলক্ষণতঃ (নামতঃ রূপতঃ সন্নিবেশতঃ মানতঃ বিস্তারতঃ লক্ষণতঃ অসাধারণচিহ্নতশ্চ) ব্যাখ্যাস্যামঃ (বিস্তারতঃ কথয়িষ্যামঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ঋষিবর শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, ভগবানের সত্ত্বাদিগুণ-পরিণাম-রূপা ব্রহ্মাণ্ডাত্মিকা মায়া-বিভূতির অন্ত নাই। মনুষ্য যদি দেবতারও আয়ু প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও বাক্য এবং মনের দ্বারা ঐ বিভূতির অন্তর্গত লোকসমূহের নাম ও রূপের অন্ত অবগত হইতে সমর্থ হয় না। অতএব আমি কেবল প্রধান প্রধান দ্বীপসকলের নাম, সন্নিবেশ, পরিমাণ ও চিহ্নসকল উল্লেখ করিয়া ভূগোলক বর্ণন করিব ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—কাষ্ঠাম্ অন্তং, রূপং সন্নিবেশঃ। লক্ষণং চিহ্নম্ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কাষ্ঠাম্'—অন্ত (অর্থাৎ কোন মনুষ্যই ভগবানের মায়িক গুণবৈভবময়ী স্থান-বিশেষসমূহের নাম ও রূপ অনুসারে অন্ত লাভ করিতে পারে না)। রূপ বলিতে সন্নিবেশ। লক্ষণ অর্থাৎ চিহ্ন ॥ ৪ ॥

যো বায়ং দ্বীপঃ কুবলয়কমলকোশাভ্যন্তর-কোশো নিযুতযোজনবিশালঃ সমবর্ত্তুলো যথা পুষ্কর-পত্রম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—কুবলয়কমলকোশাভ্যন্তরকোশঃ (কুবলয়ং ভূমণ্ডলং তদেব কমলং তস্য কোশাঃ ইব সপ্ত-দ্বীপাঃ তেষু অভ্যন্তরবর্ত্তী কোশঃ) যঃ বা অয়ং (প্রসিদ্ধঃ) দ্বীপঃ) সঃ নিযুতযোজনবিশালঃ (দশ-লক্ষযোজনবিস্তীর্ণঃ) যথা পুষ্করপত্রং (পদ্মপত্রং সমং বর্ত্তুলঞ্চ তথা অয়ং জম্বুদ্বীপঃ অপি) সমবর্ত্তুলঃ (সর্ব্বতঃ সমপরিমাণঃ বর্ত্তুলশ্চ ইতি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—ভূমণ্ডল একটী পদ্মস্বরূপ। সপ্তদ্বীপ উহার কোশ। জম্বুদ্বীপ ঐ কোশের মধ্যস্থলবর্ত্তী। ঐ জম্বুদ্বীপের বিস্তার দশলক্ষ যোজন পরিমিত। উহা পদ্মপত্রের ন্যায় সমবর্ত্তুলাকার ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—বৈ নিশ্চয়ে কুবলয়ং ভূমণ্ডলং তদেব কমলং তস্য কোশা মণ্ডলতয়া স্থিতাঃ সপ্তদ্বীপাস্তেষ্ব-ভ্যন্তরঃ কোশো যোঽয়ং দৃশ্যমানো জম্বুদ্বীপঃ স নিযুত-যোজনবিশালঃ লক্ষযোজনবিস্তীর্ণঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'বৈ'—শব্দ নিশ্চয়ার্থে। 'কুবলয়-কমল' ইত্যাদি—কুবলয় বলিতে ভূমণ্ডল, তাহাই কমল-সদৃশ, তাহার যে কোশসমূহ, অর্থাৎ মণ্ডলাকারে স্থিত সাতটি দ্বীপ, তাহার অভ্যন্তরস্থিত যে কোশ, উহাই আমাদের দৃশ্যমান এই জম্বুদ্বীপ, তাহা লক্ষযোজন-বিস্তীর্ণ, অর্থাৎ ঐ জম্বুদ্বীপের দৈর্ঘ্য নিযুতযোজন এবং বিস্তার লক্ষ যোজন ॥ ৫ ॥

যস্মিন নব বর্ষাণি নবযোজনসহস্রায়ামান্য-ষ্টভির্মর্য্যাদাগিরিভিঃ সুবিভক্তানি ভবন্তি ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যস্মিন্ (জম্বুদ্বীপে) অষ্টভিঃ মর্য্যাদা-গিরিভিঃ সুবিভক্তানি (পৃথক্ পৃথক্ কৃতানি) নব-বর্ষাণি নবযোজন-সহস্রায়ামানি (নবযোজনসহস্রং প্রত্যেকম্ আয়ামঃ পরিমাণং যেষাং তানি তথাভূতানি) ভবন্তি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—এই জম্বুদ্বীপে নয়টী বর্ষ আছে। (ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল বর্ষ ব্যতীত) প্রত্যেক বর্ষের পরিমাণ নয়সহস্র যোজন। আটটী সীমানির্দ্দেশক পর্ব্বত দ্বারা ঐ নয়টী বর্ষ সুন্দরভাবে বিভক্ত হই-য়াছে ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—নবযোজনসহস্রমায়ামো যেষাম্ আয়ামো-ঽত্র বিস্তারঃ অষ্টভির্হিমালয়াদিভিঃ। সন্নিবেশস্তু বায়ুনোক্তঃ—"ধনুর্বৎ সংস্থিতে জ্ঞেয়ে দ্বে বর্ষে দক্ষি-ণোত্তরে। দীর্ঘাণি তত্র চত্বারি চতুরস্রমিলাবৃতম্" ইতি দক্ষিণোত্তরে ভারতোত্তর-কুরুবর্ষে চত্বারি কিংপুরুষ-হরিবর্ষ-রম্যক-হিরণ্ময়ানি বর্ষাণি নীলনিষধয়োস্তি-রশ্চিনীভূয় সমুদ্রপ্রবিষ্টয়োঃ সংলগ্নত্বমঙ্গীকৃত্য ভদ্রাশ্বকেতুমালয়োরপি ধনুরাকৃতিত্বম্। অতস্তয়ো-র্দৈর্ঘ্যত এব মধ্যে সঙ্কুচিতত্বেন নবসহস্রায়ামত্বম্। ইলাবৃতস্য তু মেরোঃ সকাশাৎ চতুর্দ্দিক্ষু নবসহস্রায়া-মত্বং সংভবেৎ বস্তুতস্ত্বিলাবৃতভদ্রাশ্বকেতুমালানাং চতুস্ত্রিংশৎসহস্রায়ামত্বং জ্ঞেয়ম্ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নবযোজনসহস্রায়ামানি'—নবযোজন সহস্র 'আয়াম' যাহাদের, এখানে আয়াম বলিতে বিস্তার, (অর্থাৎ ঐ জম্বুদ্বীপে যে নয়টি 'বর্ষ' বলিতে দেশ আছে, তাহাদের প্রত্যেকের বিস্তার নয় হাজার যোজন। দেশগুলি হইতেছে—রম্যক, হির-ণ্ময়, কুরুবর্ষ, হরিবর্ষ, কিংপুরুষ, ভারত, ইলাবৃত, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল)। 'অষ্টভিঃ'—হিমালয় প্রভৃতি আটটি সীমা-নির্দ্দেশক পর্ব্বতের দ্বারা ঐ নয়টি বর্ষ পৃথক্‌ভাবে সুবিভক্ত রহিয়াছে। বায়ুপুরাণে ইহাদের সন্নিবেশ উক্ত হইয়াছে—"ধনুর্বৎ সংস্থিতে জ্ঞেয়ে" ইত্যাদি, অর্থাৎ ধনুর আকৃতির ন্যায় ইহাদের সংস্থান বুঝিতে হইবে। দক্ষিণ ও উত্তর দিকে দুইটি বর্ষ দীর্ঘ, সেখানে চারটি চতুরস্র ইলাবৃত, অর্থাৎ দক্ষিণ উত্তরে ভারত এবং উহার উত্তরে কুরুবর্ষ। কিং-পুরুষ, হরিবর্ষ, রম্যক ও হিরণ্ময়—এই চারিটি বর্ষ সমুদ্রে বক্রভাবে প্রবিষ্ট নীল ও নিষধ পর্ব্বতের

সংলগ্নভাবে রহিয়াছে। ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল বর্ষেরও ধনুর ন্যায় আকৃতি। অতএব উহাদের দৈর্ঘ্য অনুসারে মধ্যে সঙ্কুচিত হওয়ায় বিস্তার নয় হাজার যোজন। কিন্তু ইলাবৃতের মেরুর সন্নিকট হইতে চারিদিকে বিস্তার নয় হাজার সম্ভব হইতে পারে। বস্তুতঃ ইলাবৃত, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমালের বিস্তার চতুস্ত্রিংশৎ (৩৪) হাজার বুঝিতে হইবে ॥ ৬ ॥

এষাং মধ্যে ইলাবৃতং নামাভ্যন্তরবর্ষং যস্য নাভ্যামবস্থিতঃ সর্ব্বতঃ সৌবর্ণঃ কুলগিরিরাজো মেরুর্দ্বীপায়ামসমুন্নাহঃ কর্ণিকাভূতঃ কুবলয়কমলস্য মূর্দ্ধনি দ্বাত্রিংশৎসহস্রযোজনবিততো মূলে ষোড়শসহস্রং তাবতান্তর্ভূম্যাং প্রবিষ্টঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—এষাং (বর্ষাণাং) মধ্যে ইলাবৃতং নাম অভ্যন্তরবর্ষম্ (অন্তর্বর্ত্তমানো বর্ষঃ ইত্যর্থঃ) যস্য (ইলাবৃতস্য) নাভ্যাং (মধ্যে) সর্ব্বতঃ সৌবর্ণঃ (সুবর্ণময়ঃ) কুলগিরিরাজঃ (কুলগিরীণাং শ্রেষ্ঠত্বেন গণিতানাং পর্ব্বতানাং রাজা যঃ সঃ তথাভূতঃ) মেরুঃ দ্বীপায়ামসমুন্নাহঃ (জম্বুদ্বীপস্য আয়ামঃ বিস্তারঃ যাবান্ তাবান্ লক্ষযোজনং সমুন্নাহঃ উচ্ছ্রায়ঃ যস্য সঃ তথাভূতঃ সন্) কুবলয়কমলস্য (কমলসদৃশস্য ভূমণ্ডলস্য) কর্ণিকাভূতঃ ইব অবস্থিতঃ (অস্তি)। (যস্য মেরোঃ) মূর্দ্ধনি (উপরিভাগে) দ্বাত্রিংশৎসহস্রযোজনবিততঃ মূলে ষোড়শ-সহস্রং (ষোড়শসহস্রযোজনপরিমাণং) তাবতা (ষোড়শসহস্র যোজনমানেন) ভূম্যাম্ অন্তঃপ্রবিষ্টঃ (অতশ্চতুরশীতিসহস্রযোজনোচ্ছ্রিতো ভূমিতো দৃশ্যতে)॥ ৭ ॥

অনুবাদ—এই নব বর্ষের অন্তর্গত ইলাবৃত নামক বর্ষ মধ্যভাগবর্ত্তী। ঐ বর্ষের মধ্যভাগে কুলাচলশ্রেষ্ঠ সুবর্ণময় সুমেরু পর্ব্বত অবস্থান করিতেছে। ঐ মেরুর বিস্তার জম্বুদ্বীপের বিস্তারের সমান অর্থাৎ লক্ষ যোজন। ঐ পর্ব্বত ভূমণ্ডলরূপ পদ্মের কর্ণিকাস্বরূপে অবস্থিত। উহার শিরোভাগ দ্বাত্রিংশৎ সহস্র ও পাদদেশ ষোড়শ সহস্র যোজন বিস্তৃত। পৃথিবীতে উহা ষোড়শ সহস্র যোজন পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। (অতএব পৃথিবীর বহির্ভাগে উহার উচ্চতা চতুরশীতি সহস্র যোজন দৃষ্ট হইয়া থাকে)॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—নাভ্যাং মধ্যে দ্বীপস্যায়ামো লক্ষযোজনপ্রমাণঃ। তাবান্ সমুন্নাহ উচ্ছ্রায়ো যস্য সঃ। ষোড়শসহস্রং বিতত ইতি শেষঃ। তাবতা ষোড়শসহস্রমাণেন। অতশ্চতুরশীতিসহস্রযোজনোচ্ছ্রিতো ভূমিতো দৃশ্যতে ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নাভ্যাং'—মধ্যে (অর্থাৎ এই ইলাবৃত বর্ষের মধ্যস্থলে কুলপর্ব্বতসমূহের রাজা মেরুপর্ব্বত বিদ্যমান)। 'দ্বীপায়াম-সমুন্নাহঃ'—জম্বুদ্বীপের বিস্তার যেরূপ লক্ষযোজন, তদ্রূপ বিস্তার যাহার, অর্থাৎ মেরুপর্ব্বতের উচ্চতা জম্বুদ্বীপের বিস্তৃতির সমতুল্য (লক্ষযোজন)। পাদদেশ ষোড়শ সহস্র যোজন বিস্তৃত। 'তাবতা'—সেই পরিমাণেই, অর্থাৎ ষোড়শ সহস্র পরিমাণেই ভূতলে প্রবিষ্ট রহিয়াছে। অতএব ভূমি হইতে উহার উচ্চতা চতুরশীতি (৮৪) সহস্র যোজন দৃষ্ট হয় ॥ ৭ ॥

উত্তরোত্তরেণেলাবৃতং নীলঃ শ্বেতঃ শৃঙ্গবানিতি ত্রয়ো রম্যকহিরণ্ময়কুরূণাং বর্ষাণাং মর্য্যাদাগিরয়ঃ প্রাগায়তা উভয়তঃ ক্ষারোদাবধয়ো দ্বিসহস্রযোজনপৃথব একৈকশঃ পূর্ব্বস্মাৎ পূর্ব্বস্মাদুত্তর উত্তরো দশাংশাধিকাংশেন দৈর্ঘ্য এব হ্রসন্তি ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—ইলাবৃতম্ উত্তরোত্তরেণ (ইলাবৃতস্য উত্তরোত্তরতঃ ক্রমেণ) নীলঃ শ্বেতঃ শৃঙ্গবান্ ইতি ত্রয়ঃ (স্থিতাঃ তথা চ ক্রমেণ স্থিতানাং) রম্যকহিরণ্ময়কুরূণাং (ত্রয়াণাং) বর্ষাণাং মর্য্যাদাগিরয়ঃ (বিভাজকাঃ সীমাপর্ব্বতাঃ) প্রাগায়তাঃ (পূর্ব্বতঃ দীর্ঘাঃ)। উভয়তঃ (পূর্ব্বপশ্চিময়োঃ) ক্ষারোদাবধয়ঃ (ক্ষারোদঃ লবণসমুদ্রঃ এব অবধির্যেষাং তে উভয়তঃ লবণসমুদ্রপর্য্যন্তলগ্নাঃ ইত্যর্থঃ।) দ্বিসহস্রযোজনপৃথবঃ (দ্বিসহস্রযোজনবিস্তীর্ণাঃ) পূর্ব্বস্মাৎ পূর্ব্বস্মাৎ (দক্ষিণতঃ দক্ষিণতঃ স্থিতাৎ) উত্তরঃ উত্তরঃ (স্থিতঃ) একৈকশঃ দশাংশাধিকাংশেন (দশাংশাৎ ঈষৎ অধিকঃ যঃ অংশঃ তেন) দৈর্ঘ্য এব হ্রসন্তি (ন তু উচ্চত্বে পৃথুত্বে বা)॥ ৮ ॥

অনুবাদ—ইলাবৃত বর্ষের ক্রমশঃ উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্ এই পর্ব্বতত্রয় ক্রমান্বয়ে রম্যক, হিরণ্ময় ও কুরুবর্ষত্রয়কে বিভক্ত করিয়াছে। এই

তিনটী পর্ব্বতই পূর্ব্বদিকে আয়ত ও উভয় দিকেই (অর্থাৎ পূর্ব্ব পশ্চিমে) লবণসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহাদের বিস্তার দ্বিসহস্র যোজনপরিমিত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পর্ব্বতগুলি অপেক্ষা পর পর পর্ব্বতগুলি কেবল দৈর্ঘ্যেই একাদশাংশে নূন্য (উচ্চতায় বা বিস্তারে কম নহে) ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—উত্তরোত্তরেণ ইলাবৃতং ইলাবৃতস্যোত্তরত্র উভয়তঃ পূর্ব্বপশ্চিমদিশোঃ। পৃথুর্বিস্তারঃ এ কৈকস্মাদিতি নীলঃ কিঞ্চিন্ন্যন লক্ষযোজনো দৈর্ঘ্যেণ তস্মাৎ শ্বেতঃ শৃঙ্গবাংশ্চ দশাংশাদীষদধিকো যোঽংশস্তেন ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উত্তরোত্তরণে ইলাবৃতং'—ইলাবৃতবর্ষের উত্তর দিকে, অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পশ্চিম-উভয় দিকে (নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্—এই তিনটি পর্ব্বত যথাক্রমে রম্যক, হিরণ্ময় ও কুরুবর্ষের সীমারূপে বিদ্যমান রহিয়াছে)। 'পৃথু' বলিতে বিস্তার। 'এ কৈকস্মাৎ'—এক একটি হইতে, নীল পর্ব্বত দৈর্ঘ্যে লক্ষযোজন হইতে কিছু ন্যূন, তাহা হইতে শ্বেত ও শৃঙ্গবান্ পর্ব্বত দশাংশের ঈষদ্ অধিক যে অংশ, অর্থাৎ একাদশ অংশ ন্যূন, (অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যেকের বিস্তার দুই হাজার যোজন, কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পরটি দৈর্ঘ্যেই এগার ভাগের এক ভাগ কম, কিন্তু উচ্চতা বা বিস্তারে নহে, যেহেতু দ্বীপ মণ্ডলাকার।) ॥ ৮ ॥

মধ্ব—যথা ভাগবতেতূক্তং ভৌবনং কোশলক্ষণম্।
তস্যাবিরোধতো যোজ্যমন্যগ্রন্থান্তরে স্থিতম্॥
মণ্ডোদে পুরণঞ্চৈব ব্যত্যাসং ক্ষীরসাগরে।
রাহুসোমরবীণাঞ্চ মণ্ডলাদ্দ্বিগুণোক্তিতাম্॥
বিনৈব সর্ব্বমুনেয়ং যোজনাভেদতোঽন্যত্রতু॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ॥ ৮ ॥

এবং দক্ষিণেনেলাবৃতং নিষধো হেমকূটো হিমালয় ইতি প্রাগায়তা যথা নীলাদয়োঽযুত-যোজনোৎসেধা হরিবর্ষ-কিম্পুরুষ-ভারতানাং যথা-সংখ্যম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—এবং দক্ষিণেন ইলাবৃতম্ (ইলাবৃতস্য দক্ষিণতঃ ক্রমেণ) প্রাগায়তাঃ (পূর্ব্বতঃ দীর্ঘাঃ) নিষধঃ হেমকূটঃ হিমালয়ঃ ইতি (ত্রয়ঃ)। যথা নীলাদয়ঃ অযুতযোজনোৎসেধাঃ (অযুতযোজনম্ উৎসেধঃ উচ্ছ্রায়ঃ যেষাং তে তথাভূতাঃ) যথাসংখ্যং হরিবর্ষ-কিম্পুরুষ ভারতানাং (তত্তদ্বর্ষাণাং মর্য্যাদা সীমাগিরয়ঃ ইতি শেষঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—এই প্রকার ইলাবৃত-বর্ষের দক্ষিণে নিষধ, হেমকূট ও হিমালয় এই পর্ব্বতত্রয় ক্রমানবয়ে বিরাজিত। ঐ তিন পর্ব্বতই নীলাদির ন্যায় পূর্ব্ব-দিকে আয়ত এবং দশ সহস্র যোজন উন্নত। উক্ত পর্ব্বতত্রয় যথাক্রমে হরিবর্ষ, কিংপুরুষ এবং ভারত-বর্ষের সীমানিরূপক পর্ব্বত ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—অযুতযোজন উৎসেধ উচ্ছ্রায়ো যেষাম্। অয়ঞ্চোৎসেধো নীলাদীনামপি দ্রষ্টব্যঃ। নীলাদিবৎ পৃথুত্বং চৈষাং দ্রষ্টব্যম্। যথাসংখ্যং মর্য্যাদাগিরয় ইতি শেষঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অযুতযোজনোৎসেধাঃ'—অযুত যোজন উৎসেধ বলিতে উচ্চতা যাহাদের, (অর্থাৎ ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণদিকে নিষধ, হেমকূট ও হিমালয়—এই তিনটি পর্ব্বত পূর্ব্বদিকেই দীর্ঘ এবং প্রত্যেকে অযুতযোজন উন্নত)। এইরূপ অযুত-যোজন উচ্চতা নীল প্রভৃতি পর্ব্বতেরও বুঝিতে হইবে, এবং নীলাদির ন্যায় ইহাদের বিস্তারও। 'যথা-সংখ্যং'—যথাক্রমে, (অর্থাৎ নিষধ, হেমকূট ও হিমা-লয়—ইহারা যথাক্রমে হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ ও ভারতবর্ষের) সীমারক্ষক পর্ব্বত ॥ ৯ ॥

তথৈবেলাবৃতমপরেণ পূর্ব্বেণ চ মাল্যবদ্গন্ধ-মাদনাবানীলনিষধায়তৌ দ্বিসহস্রং পপ্রথতুঃ কেতু-মালভদ্রাশ্বয়োঃ সীমানং বিদধাতে ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—তথৈব ইলাবৃতম্ অপরেণ (ইলাবৃতস্য পশ্চিমতঃ) পূর্ব্বেণ চ (পূর্ব্বতশ্চ যথাক্রমেণ স্থিতৌ) আনীল-নিষধায়তৌ (উত্তরতঃ নীলপর্ব্বতপর্য্যন্তং দক্ষিণতঃ নিষধ পর্ব্বতপর্য্যন্তঞ্চ দীর্ঘৌ) মাল্যবদ-গন্ধমাদনৌ (মর্য্যাদাপর্ব্বতৌ) দ্বিসহস্রং (দ্বিযোজন-সহস্রং) পপ্রথতুঃ (বিস্তীর্ণৌ ভবতঃ) কেতুমাল-ভদ্রাশ্বয়োঃ (বর্ষয়োঃ) সীমানং বিদধাতে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—এইরূপ ইলাবৃত বর্ষের পশ্চিম ও

পূর্ব্বদিকে যথাক্রমে মাল্যবান্ ও গন্ধমাদন নামে দুইটী সীমা পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বত দুইটী উত্তরে নীল ও দক্ষিণে নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত দীর্ঘ ও দুই সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ, এবং ইহারা কেতুমাল ও ভদ্রাশ্ব বর্ষের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অপরেণ পশ্চিমস্যাং দিশি পূর্ব্বেণ পূর্ব্বস্যাং দিশি আনীলনিষধায়তৌ উত্তরতো নীলপর্য্যন্তং দক্ষিণতো নিষধপর্য্যন্তম্ আয়তৌ দীর্ঘৌ। চতুস্ত্রিংশৎ সহস্রায়ামাবিত্যর্থঃ। এবঞ্চ দক্ষিণোত্তররেখায়াং ভারত-কিংপুরুষ-হরিবর্ষাণাং ত্রয়াণাং সপ্তবিংশতিঃ সহস্রাণি হিমালয়-হেমকূট-নিষধানাং ষট্ সহস্রাণি সুমেরোরিলাবৃতস্য চ চতুস্ত্রিংশৎ রম্যক-হিরণ্ময়-কুরূণাং সপ্তবিংশতিঃ নীলশ্বেতশৃঙ্গবতাং গিরীণাং ষড়িত্যেবং লক্ষযোজনপ্রমাণঃ। পূর্ব্বপশ্চিমরেখায়াং ভদ্রাশ্বস্য একত্রিংশৎ সুমেরোরিলাবৃতস্য চতুস্ত্রিংশৎ কেতুমালস্যৈকত্রিংশৎ গন্ধমাদনমাল্যবতোশ্চত্বারী-ত্যেবং লক্ষযোজন-প্রমাণো জম্বুদ্বীপোঽবগমিতঃ ॥১০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপরেণ'—বলিতে পশ্চিম দিকে, 'পূর্ব্বেণ'—বলিতে পূর্ব্বদিকে, (অর্থাৎ ইলাবৃত বর্ষের পশ্চিম ও পূর্ব্বদিকে মাল্যবান্ ও গন্ধমাদন এই দুইটি পর্ব্বত) 'আনীল-নিষধায়তৌ'—উত্তর দিকে নীল এবং দক্ষিণ দিকে নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত দীর্ঘ। উহারা উভয়েই চতুস্ত্রিংশৎ (৩৪) হাজার বিস্তৃত এই অর্থ। এই প্রকার দক্ষিণ ও উত্তর দিকে ভারত, কিম্পুরুষ ও হরিবর্ষ—এই তিনটি বর্ষের পরিমাণ সপ্তবিংশতি (২৭) হাজার, হিমালয়, হেমকূট ও নিষধ পর্ব্বতের ছয় (৬) হাজার, সুমেরু ও ইলাবৃতের চতুস্ত্রিংশৎ (৩৪) হাজার, রম্যক, হিরণ্ময় ও কুরু-বর্ষের সপ্তবিংশতি (২৭) হাজার, নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গ-বান্ পর্ব্বতের ছয় (৬) হাজার—এইরূপে লক্ষযোজন পরিমাণ। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে ভদ্রাশ্ব বর্ষের একত্রিংশ (৩১) হাজার, সুমেরু হইতে ইলাবৃত বর্ষের চতুত্রিংশৎ (৩৪) হাজার, কেতুমাল বর্ষের একত্রিংশৎ (৩১) হাজার, গন্ধমাদন ও মাল্যবান্—এই উভয় পর্ব্বতের চারি হাজার—এইরূপে লক্ষযোজন পরিমাণ জম্বুদ্বীপ বুঝিতে হইবে ॥ ১০ ॥

মন্দরো মেরুমন্দরঃ সুপার্শ্বঃ কুমুদ ইত্যযুত-যোজনবিস্তারোন্নাহা মেরোশ্চতুর্দ্দিশমবষ্টম্ভগিরয় উপক্লৃপ্তাঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—মন্দরঃ মেরুমন্দরঃ সুপার্শ্ব কুমুদঃ ইতি (চত্বারঃ) অযুতযোজনবিস্তারোন্নাহাঃ (অযুতযোজন-প্রমাণৌ বিস্তারোন্নাহৌ যেষাং তে তথাভূতাঃ বিস্তারঃ অত্র দৈর্ঘ্যং মের্বাদয়ঃ চত্বারঃ গিরয়ঃ) মেরোঃ চতু-র্দ্দিশং (তস্য) অবষ্টম্ভ-গিরয়ঃ (অবষ্টম্ভভূতাঃ মেখলা ইব গিরয়ঃ পর্ব্বতাঃ) উপক্লৃপ্তাঃ (বিন্যস্তাঃ সন্তি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—সুমেরুর চারিদিকে মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার্শ্ব ও কুমুদ নামে চারিটী পর্ব্বত মেখলার ন্যায় সজ্জিত রহিয়াছে। ঐ চারিটী পর্ব্বতের প্রত্যেকটীর বিস্তার ও উচ্চতা দশসহস্র যোজন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অযুতযোজনপ্রমাণৌ বিস্তারোন্নাহৌ যেষাং তে, বিস্তীর্ণ-মূর্দ্ধ্না মেরোরবষ্টম্ভত্বাৎ পূর্ব্ব-পশ্চিমৌ গিরী দক্ষিণোত্তরবিস্তারৌ দক্ষিণোত্তরৌ চ পূর্ব্বাপরবিস্তারৌ জ্ঞেয়ৌ। বিস্তারোঽত্র দৈর্ঘ্যং সর্ব্বতো দশযোজনসহস্রাঙ্গীকারে ত্বিলাবৃতলোপাৎ পূর্ব্বেণেলাবৃতমুপপ্লাবয়তীত্যাদি বিরোধঃ স্যাৎ, চতুর্দ্দিশং চতস্রোদিশোঽভিব্যাপ্য চতুর্দিক্ষ্বিত্যর্থঃ ॥১১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অযুতযোজন-বিস্তারোন্নাহাঃ' --অযুত যোজন পরিমাণ বিস্তার ও উচ্চতা যাহাদের (অর্থাৎ সুমেরু পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে অযুতযোজন বিস্তৃত ও উন্নত মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার্শ্ব ও কুমুদ —এই চারিটি পর্ব্বত রহিয়াছে)। 'মেরোঃ অবষ্ট-ম্ভত্বাৎ'—এই চারিটি পর্ব্বত মেরুপর্ব্বতের 'অবষ্টম্ভ', অর্থাৎ চারিদিকের অবলম্বন-স্বরূপ পর্ব্বত। পূর্ব্ব পশ্চিমের পর্ব্বতদ্বয় দক্ষিণ ও উত্তর দিকে বিস্তৃত এবং দক্ষিণ ও উত্তর দিকের গিরিদ্বয় পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে বিস্তৃত বুঝিতে হইবে। 'বিস্তার' বলিতে এখানে দৈর্ঘ্য। সর্ব্বদিকে দশ যোজন সহস্র স্বীকার করিলে ইলাবৃত বর্ষের লোপ হওয়ায়, 'পূর্ব্বে ইলাবৃত বর্ষকে প্লাবিত করিতেছে'—এই বাক্যের সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে। 'মেরোঃ চতুর্দ্দিশম্'—মেরু-পর্ব্বতের চারিদিক ব্যাপ্ত করিয়া, অর্থাৎ চারি দিকে —এই অর্থ ॥ ১১ ॥

চতুর্ষ্বেতেষু চূতজম্বুকদম্বন্যগ্রোধাশ্চত্বারঃ পাদপপ্রবরাঃ পর্ব্বতকেতব ইবাধিসহস্রযোজনোন্নাহাস্তাবদ্বিটপবিততয়ঃ শতযোজনপরিণাহাঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—এতেষু (মন্দরাদিষু) চতুর্ষু চূতজম্বুকদম্বন্যগ্রোধাঃ (চূতাদয়ঃ) চত্বারঃ অধিসহস্রযোজনোন্নাহাঃ (অধি সহস্রম্ একাদশশতানি যোজনানি উন্নাহঃ উচ্ছ্রায়ঃ যেষাং তে তথাভূতাঃ) তাবদ্‌বিটপবিততয়ঃ (তাবৎ প্রমাণা বিটপবিততিঃ যেষাং তে) শতযোজনপরিণাহাঃ (শতযোজনং পরিণাহঃ বিস্তারঃ যেষাং তে তথাভূতাঃ) পাদপপ্রবরাঃ (বৃক্ষশ্রেষ্ঠাঃ) পর্ব্বতকেতবঃ ইব (পর্ব্বতানাং তেষাং কেতবঃ ধ্বজাঃ ইব স্থিতাঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—এই পর্ব্বতচতুষ্টয়ে আম্র, জম্বু, কদম্ব এবং বট এই চারিটী শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ পর্ব্বতের চারিটী ধ্বজার ন্যায় অবস্থান করিতেছে। ঐ সকল বৃক্ষের বিস্তার শত এবং উচ্চতা একাদশ শত যোজন। উহাদের শাখাসকলও একাদশশত যোজন বিস্তৃত ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অধিসহস্রম্ একাদশ-শতান্যুন্নাহো যেষাং তাবৎ প্রমাণা বিটপবিততি র্যেষাং, শতযোজনং পরিণাহো বিস্তারো যেষাম্ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অধিসহস্রম্'—একাদশ (এগার) শত যোজন উচ্চতা যাহাদের (অর্থাৎ ঐ চারিটি পর্ব্বতের উপরিভাগস্থ আম, জম্বু, কদম্ব ও বট—এই চারিটি বৃক্ষের উচ্চতা এগার শত যোজন)। 'তাবদ্ বিটপ-বিততয়ঃ'—সেই পরিমাণ ঐ বৃক্ষ-শাখাসমূহের চতুর্দ্দিকের বিস্তার শতযোজন ॥ ১২ ॥

হ্রদাশ্চত্বারঃ পয়োমধ্বিক্ষুরসমৃষ্টজলাঃ যদুপস্পর্শিন উপদেবগণা যোগৈশ্বর্য্যাণি স্বাভাবিকানি ভরতর্ষভ ধারয়ন্তি। দেবোদ্যানানি চ ভবন্তি চত্বারি নন্দনং চৈত্ররথং বৈভ্রাজকং সর্ব্বতোভদ্রমিতি ॥ ১৩-১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভরতর্ষভ, পয়োমধ্বিক্ষুরসমৃষ্টজলাঃ চত্বারঃ হ্রদাঃ চ (চতুর্ষু পর্ব্বতেষু সন্তি) যদুপস্পর্শিনঃ (যৎ জলসেবিনঃ) উপদেবগণাঃ (সিদ্ধাদয়ঃ) স্বাভাবিকানি (যোগপ্রযত্নং বিনৈব সিদ্ধানি) যোগৈশ্বর্য্যাণি (অণিমাদীনি ঐশ্বর্য্যাণি) ধারয়ন্তি ; নন্দনং চৈত্ররথং বৈভ্রাজকং সর্ব্বতোভদ্রম্ ইতি চত্বারি দেবোদ্যানানি চ (তত্র) ভবন্তি ॥১৩-১৪॥

অনুবাদ—হে ভরতশ্রেষ্ঠ, ঐ পর্ব্বতচারিটীর মধ্যে চারিটী হ্রদ আছে ; তন্মধ্যে প্রথমটী দুগ্ধপূরিত, দ্বিতীয়টী মধুপূরিত, তৃতীয়টী ইক্ষুরসপূরিত এবং চতুর্থটী বিশুদ্ধ জলপূরিত। সিদ্ধচারণাদি উপদেবতাগণ তাহা সেবন করিয়া অনায়াসে অণিমাদি যোগৈশ্বর্য্য ধারন করিতেছেন। তথায় নন্দন, চিত্ররথ, বৈভ্রাজক এবং সর্ব্বতোভদ্র নামক চারিটী দেবোদ্যানও আছে ॥ ১৩-১৪ ॥

যেম্বমরপরিবৃঢ়াঃ সহ সুরললনাললামযূথপতয় উপদেবগণৈরুপগীয়মানমহিমানঃ কিল বিহরন্তি ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—সুরললনাললামযূথপতয়ঃ (সুরললনাঃ দেবস্ত্রিয়ঃ তাসাম্ অপি ললামানি ভূষণভূতাঃ যাঃ শ্রেষ্ঠাঃ স্ত্রিয়ঃ তাসাং যূথস্য পতয়ো যাঃ স্ত্রিয়ঃ তাভিঃ) সহ উপদেবগণৈঃ (গন্ধর্ব্বাদিভিঃ) উপগীয়মানমহিমানঃ (উপগীয়মানঃ মহিমা যেষাং তে তথাভূতাঃ) অমরপরিবৃঢ়াঃ (বিবুধশ্রেষ্ঠাঃ) যেষু (উদ্যানেষু) বিহরন্তি (ক্রীড়ন্তি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অমরোত্তমগণ প্রধান প্রধান সুরবনিতাগণেরও ভূষণ-স্বরূপা শ্রেষ্ঠ রমণীগণের (স্ব-স্ব-প্রেয়সীগণের) সহিত মিলিত হইয়া এই উদ্যানমধ্যে বিহার করেন। তৎকালে গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাদের মহিমা গান করিতে থাকেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—পরিবৃঢ়াঃ শ্রেষ্ঠা, ললামো ভূষণম্ ॥১৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরিবৃঢ়াঃ'—শ্রেষ্ঠ (দেবগণ)। 'ললাম'—ভূষণসদৃশ ॥ ১৫ ॥

মন্দরোৎসঙ্গ একাদশশতযোজনোত্তুঙ্গদেবচূতশিরসো গিরিশিখরস্থূলানি ফলান্যমৃতকল্পানি নিপতন্তি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—মন্দরোৎসঙ্গ (মন্দরশিখরস্য অধস্তাৎ প্রদেশে) একাদশশতযোজনোত্তুঙ্গদেবচূতশিরসঃ (একাদশশতযোজনম্ উত্তুঙ্গঃ অত্যুন্নতং যঃ দেবচূতনামকঃ আম্রবৃক্ষঃ তস্য শিরসঃ সকাশাৎ) গিরিশিখরস্থূলানি (গিরিশৃঙ্গবৎস্থূলানি) অমৃতকল্পানি

(অমৃততুল্যানি সুমিষ্টানি) ফলানি নিপতন্তি ॥ ১৬॥

অনুবাদ—মন্দর পর্ব্বতের নিম্নপ্রদেশে একাদশ শত যোজন উন্নত দেবচূত নামক একটী আম্রবৃক্ষ আছে, উহার অগ্রভাগ হইতে গিরিশৃঙ্গের ন্যায় স্থূল অমৃততুল্য সুমিষ্ট ফলসকল পতিত হয় ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ফলানীতি ফল-প্রমাণমুক্তং বায়ুপুরাণে—"অরত্নীনাং শতান্যষ্টাবেকষষ্ট্যধিকানি চ। ফলপ্রমাণমাখ্যাতমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিরিতি" ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ফলানি'—ঐ সকল স্বর্গীয় আম্রবৃক্ষের ফলের পরিমাণ বায়ুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"অরত্নীনাং" ইত্যাদি, অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ বলেন, উহাদের এক একটি ফলের পরিমাণ আট শত এক ষষ্টি (৮৬১) অরত্নি-পরিমাণ। (অরত্নি হইতেছে কনিষ্ঠাঙ্গুলি ভিন্ন মুষ্টি) ॥ ১৬ ॥

———

তেষাং বিশীর্য্যমাণানামতিমধুরসুরভিসুগন্ধিবহুলারুণরসোদেনারুণোদা নাম নদী মন্দরগিরিশিখরান্নিপতন্তী পূর্ব্বেণেলাবৃতমুপপ্লাবয়তি ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—তেষাং (ফলানাম্ উচ্চনিপাতেন) বিশীর্য্যমাণানাম্ অতিমধুরসুরভিসুগন্ধিবহুলারুণরসোদেন (বিশীর্য্যমানানাং ফলানাং যঃ অতি মধুরশ্চাসৌ স্বতঃ সুরভিশ্চ সুগন্ধিশ্চ অন্যেষাং গন্ধৈঃ অধিবাসিতশ্চ বহুলশ্চাসৌ অরুণশ্চ রসঃ স এব উদম্ উদকং তেন জাতা) অরুণোদা নাম নদী মন্দরগিরিশিখরাৎ নিপতন্তী (সতী) পূর্ব্বেণ (পূর্ব্বস্যাং দিশি) ইলাবৃতম্ উপপ্লাবয়তি (ইলাবৃতং ব্যাপ্য বহতি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ঐ সকল ফল উচ্চ হইতে পতিত হইয়া ফাটিয়া যায়, তখন উহাদের অভ্যন্তর হইতে অতি মধুর সুবাসযুক্ত অরুণবর্ণ বহু রস নির্গত হইয়া অন্য বস্তুর সৌরভে অধিকতর সুরভিত হইয়া উঠে। সেই রস জলের মত প্রবাহিত হইয়া অরুণোদা নামে এক নদী হইয়াছে। ঐ নদী মন্দর পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্বদিকে ইলাবৃত-বর্ষ পর্য্যন্ত প্লাবিত করিতেছে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—স্বতঃ সুরভিশ্চান্যেষাং গন্ধৈরধিবাসিতশ্চ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বতঃ সুরভিঃ'—স্বাভাবিক সৌরভপূর্ণ এবং অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যের সহযোগে সুবাসিত (ঐ সকল ফলের রস) ॥ ১৭ ॥

———

যদুপজোষণাদ্ভবান্যা অনুচরীণাং পুণ্যজনবধূনামবয়বস্পর্শসুগন্ধবাতো দশযোজনং সমন্তাদনুবাসয়তি ॥ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ উপজোষণাৎ (যস্যা অরুণোদায়াঃ জলস্য সেবনাৎ) ভবান্যাঃ (দুর্গায়াঃ) অনুচরীণাং পুণ্যজনবধূনাং (যক্ষ স্ত্রীণাম্) অবয়বস্পর্শসুগন্ধবাতঃ দশযোজনং সমন্তাৎ অনুবাসয়তি (সুরভী করোতি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—সেই অরুণোদা নদীর রস সেবন করিয়া ভবানীর অনুচরী যক্ষবধূগণের গাত্রে সুগন্ধ জন্মে। বায়ু তাহাদের সুগন্ধি অবয়ব-সংস্পর্শে সুবাসিত হইয়া চতুর্দিকে দশযোজন পর্য্যন্ত আমোদিত করে ॥ ১৮ ॥

———

এবং জম্বুফলানামত্যুচ্চনিপাতবিশীর্ণানামনস্থিপ্রায়াণামিভকায়নিভানাং রসেন জম্বুনদী নাম নদী মেরুমন্দরশিখরাদযুতযোজনাদবনিতলে নিপতন্তী দক্ষিণেনাত্মানং যাবদিলাবৃতমুপস্যন্দতি ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—এবম্ অত্যুচ্চনিপাতবিশীর্ণানাম্ (অত্যুচ্চদেশাৎ মেরুমন্দরাৎ নিপাতেন বিশীর্ণানাং ভিন্নানাম্) অনস্থিপ্রায়াণাম্ (অতিসূক্ষ্মবীজানাম্) ইভকায়নিভানাং (হস্তিদেহতুল্যানাং) জম্বুফলানাং রসেন জম্বুনদী (জাতা) (যত্র) (সা জম্বু নাম নদী) অযুতযোজনাৎ মেরুমন্দরশিখরাৎ অবনিতলে (ভূতলে) নিপতন্তী (সতী) দক্ষিণেনাত্মানং (ইলাবৃতস্য দক্ষিণভাগং) যাবৎ সর্ব্বম্ ইলাবৃতম্ (অভিব্যাপ্য) উপস্যন্দতি (প্রবহতি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে জম্বুবৃক্ষের ফলসকল গজশরীর সদৃশ এবং উহাদের অষ্টি অতি ক্ষুদ্র। ঐ সকল ফল উচ্চ হইতে নিপতিত হইয়া বিদীর্ণ হওয়ায় উহাদের রসে জম্বুনদী নামে এক নদী হইয়াছে। জম্বুনদী মেরুপর্ব্বতের দশ যোজন উচ্চ শিখরদেশ

হইতে অবনীতলে পতিত হইয়া আপন উৎপত্তি-স্থান ইলাবৃতের দক্ষিণাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র ইলাবৃত বর্ষ ব্যাপিয়া প্রবাহিত হইতেছে ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—অনস্থিপ্রায়াণাং অতিসূক্ষ্মবীজানাং, দক্ষিণেন দক্ষিণস্যাং দিশি যাবদিলাবৃতং তাবদাত্মানং বর্দ্ধয়ন্তীতি শেষঃ। নবযোজনসহস্রপর্য্যন্তং নিঃসৃত্যে-ত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনস্থি-প্রায়াণাং'—অতি সূক্ষ্ম বীজ-বিশিষ্ট (হস্তীর শরীরের ন্যায় বৃহৎ ঐ জম্বুবৃক্ষের এক একটি ফল)। 'দক্ষিণেনাত্মানং যাবদ্ ইলাবৃতং'—(ঐ ফলের রস হইতে উৎপন্ন জম্বুনদী) দক্ষিণ দিকে ইলাবৃতবর্ষ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। নব যোজন সহস্র পর্য্যন্ত বহির্গত হইয়া —এই অর্থ ॥ ১৯ ॥

তাবদুভয়োরপি রোধসো র্যা মৃত্তিকা তদ্রসেনানু-বিধ্যমানা বায়ৃর্কসংযোগবিপাকেনসদামরলোকাভরণং জাম্বুনদং নাম সুবর্ণং ভবতি। যদুহ বাববিবুধাদয়ঃ সহ যুবতিভির্মুকুটকটককটীসূত্রাদ্যাভরণরূপেণ খলু ধারয়ন্তি ॥ ২০-২১ ॥

অন্বয়ঃ—(তস্যাঃ) উভয়োঃ অপি রোধসোঃ (তটয়োঃ) যা মৃত্তিকা তদ্রসেন (তস্যাঃ নদ্যাঃ রসেন) অনুবিধ্যমানা (সংযুজ্যমানা) তাবৎ (সর্ব্বতঃ) বায়ৃর্কসংযোগবিপাকেন (বায়ুসূর্য্যয়োঃ সংযোগাৎ যঃ বিপাকঃ পরিণামঃ তেনঃ) সদা (সর্ব্বদা) অমর-লোকাভরণম্ (অমরলোকানাম আভরণে.পযোগি) জাম্বুনদং নাম সুবর্ণং ভবতি ; যদুহ বাব (যৎ সুবর্ণং বিবুধাদয়ঃ (দেবাঃ) যুবতিভিঃ (স্ত্রীভিঃ) সহ মুকুট-কটককটিসূত্রাদ্যাভরণরূপেণ খলু ধারয়ন্তি ॥ ২০-২১ ॥

অনুবাদ—এই নদীর উভয় তটের মৃত্তিকা ইহারই রসে আর্দ্র হইয়া বায়ু ও সূর্য্যসংযোগে পরিপক্ব হইলে জাম্বুনদ নামে সুবর্ণ হয়। ঐ সুবর্ণে দেবলোকের অলঙ্কার নির্ম্মিত হইয়া থাকে। দেবতা-গণ স্ত্রীদিগের সহিত ঐ সুবর্ণ-নির্ম্মিত মুকুট, বলয়, কটিসূত্র প্রভৃতি অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ করেন ॥ ২০-২১ ॥

বিশ্বনাথ—তাবৎপর্য্যন্তমেব উভয়োরেব রোধসো-স্তটয়োরনুবিধ্যমানা যুজ্যমানাঃ যা মৃত্তিকাস্তাঃ সুবর্ণং ভবতি। আয়ামোঽত্র ব্যামঃ। স চ ব্যামো বাহ্বোঃ সকরয়োস্ততয়োস্তির্য্যগন্তরমিত্যুক্তলক্ষণঃ। পঞ্চভি-র্ব্যামৈঃ পরিমিতঃ পরিণাহঃ স্থৌল্যং যাসাং তাঃ। কেচিত্তু পঞ্চব্যামপরিণাহা ইতি পঠন্তি। অনুমোদয়ন্তি তত্র লোকপ্রশংসাভিরাত্মানং হর্ষয়ন্তি ॥ ২০-২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তাবৎ'—সেই পর্য্যন্তই, অর্থাৎ জম্বুনদীর উভয় তীরের নদীর জলের দ্বারা সিক্ত যে সকল মৃত্তিকা, তাহারই (বায়ু ও সূর্য্য-কির-ণের সংযোগে বিশেষরূপ পাক প্রাপ্ত হইয়া) সুবর্ণ-রূপে পরিণত হয়। 'আয়ামঃ অত্র ব্যামঃ'—আয়াম বলিতে এখানে 'ব্যাম' (ইহা পরবর্ত্তী ২২ অনুচ্ছেদের 'পঞ্চায়াম-পরিণাহাঃ'—ইহার ব্যাখ্যা)। ব্যামের লক্ষণ হইতেছে—হস্তের অগ্রভাগ-সহ দুই বাহু প্রসা-রণপূর্ব্বক বক্র করিয়া উভয়ের অগ্রভাগ যুক্ত করিলে, উহার মধ্যবর্ত্তী স্থানের পরিমাণ এক ব্যাম। এইরূপ পাঁচটি ব্যামের পরিমিত স্থূলতা যাহাদের, সেইরূপ পাঁচটি মধুধারা (সুপার্শ্ব-পর্ব্বতের পার্শ্ব ভাগে অবস্থিত মহাকদম্ব-বৃক্ষের কোটরসমূহ হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিমে ইলাবৃত-বর্ষকে স্বীয় সৌগন্ধ্যের দ্বারা আমো-দিত করিতেছে)। 'পঞ্চায়াম' স্থলে, কেহ কেহ 'পঞ্চ-ব্যাম-পরিণাহাঃ'—এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন। 'অনুমোদয়ন্তি'—ইলাবৃত-বর্ষকে আমোদিত করিতেছে বলিতে তত্রস্থ লোকসকলের প্রশংসার দ্বারা নিজের পশ্চিমভাগ পর্য্যন্ত সুরভিত করিতেছে ॥ ২০-২১ ॥

যস্তু মহাকদম্বঃ সুপার্শ্বপার্শ্বনিরূঢ়স্তস্য কোট-রেভ্যো বিনিসৃতাঃ পঞ্চায়ামপরিণাহাঃ পঞ্চ মধুধারাঃ সুপার্শ্বশিখরাৎ পতন্ত্যোঽপরেণাত্মানমিলাবৃতমনু-মোদয়ন্তি ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—যস্তু সুপার্শ্বপার্শ্বনিরূঢ়ঃ (সুপার্শ্বস্য পর্ব্বতস্য যঃ পশ্চিমঃ ভাগঃ তত্র নিরূঢ়ঃ যঃ) মহা-কদম্বঃ তস্য কোটরেভ্যঃ বিনিঃসৃতাঃ (যঃ) পঞ্চায়াম-পরিণাহাঃ (পঞ্চ আয়ামোঽত্রব্যামঃ পরিণাহঃ স্থৌল্যং যাসাং তাঃ তথাভূতাঃ) পঞ্চমধুধারাঃ সুপার্শ্বশিখরাৎ-পতন্ত্যঃ অপরেণ আত্মানম্ (ইলাবৃতস্য পশ্চিমভাগ-পর্য্যন্তম্) ইলাবৃতম্ অনুমোদয়ন্তি (সুরভীকুর্ব্বন্তি)।

অনুবাদ—সুপার্শ্ব পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে যে মহা-কদম্ব নামে প্রসিদ্ধ বৃক্ষ আছে, তাহার কোটরদেশ হইতে পাঁচটী মধুধারা নির্গত হইতেছে। উহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ পাঁচ ব্যাম (দুই হাত বিস্তার করিলে ইহার মধ্যের পরিমাণকে ব্যাম বলে) ঐ পাঁচটী ধারা সুপার্শ্ব পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে পতিত হইয়া স্ব-স্ব-উৎপত্তিস্থানের পশ্চিমাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র ইলাবৃত বর্ষকে আমোদিত করিতেছে ॥ ২২ ॥

———

যা হ্যুপযুঞ্জানানাং মুখনির্ব্বাসিতো বায়ুঃ সমন্তাচ্ছতযোজনমনুবাসয়তি ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—যাঃ হি (ধারাঃ) উপযুঞ্জানানাং (সেব-মানানাং প্রাণিনাম্) মুখনির্ব্বাসিতঃ বায়ুঃ সমন্তাৎ (চতুর্দ্দিক্ষু) শতযোজনং (শতযোজনপর্য্যন্তম্) অনুবাসয়তি (সুরভী-করোতি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—ঐ পঞ্চ মধুধারা যাঁহারা সেবন করেন, বায়ু তাঁহাদের মুখনিঃসৃত গন্ধে সুবাসিত হইয়া চারিদিকে শত যোজন পর্য্যন্ত আমোদিত করে ॥ ২৩ ॥

———

এবং কুমুদনিরূঢ়ো যঃ শতবল্শো নাম বটস্তস্য স্কন্ধেভ্যো নীচীনাঃ পয়ো-দধি-মধু-ঘৃত-গুড়ান্নাদ্যম্বরশয্যাসনাভরণাদয়ঃ সর্ব্ব এব কামদুঘা নদাঃ কুমুদাগ্রাৎ পতন্তস্তমুত্তরেণেলাবৃতমুপযোজয়ন্তি ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—এবং কুমুননিরূঢ়ঃ (কুমুদে কুমুদ-পর্ব্বতে নিরূঢ়ঃ জাতঃ) যঃ শতবল্শঃ (শতস্কন্ধঃ ইতি প্রসিদ্ধঃ) নাম বটঃ তস্য স্কন্ধেভ্যঃ নীচীনাঃ (অধোমুখাঃ) পয়ো দধি-মধু-ঘৃত-গুড়ান্নাদ্যম্বরশয্যা-সনাভরণাদয়ঃ (পয়-আদি প্রবাহিণঃ) সর্ব্বে এব কামদুঘাঃ নদাঃ (সর্ব্বমনোরথপূরকাঃ নদাঃ) কুমুদাগ্রাৎ পতন্তঃ (সন্তঃ) তং উত্তরেণ ইলাবৃতম্ উপযোজয়ন্তি (উত্তরদিশি প্রীণয়ন্তি), (ইলাবৃতস্য উত্তর-ভাগস্থান্ জনান্ সুখয়ন্তি ইত্যর্থঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—এই প্রকার কুমুদ পর্ব্বতে শতবল্শ (শতস্কন্ধ) নামে যে প্রসিদ্ধ বট-বৃক্ষ আছে, তাহার স্কন্ধদেশ হইতে কতকগুলি নদ প্রবাহিত হইয়াছে। উহারা অধোমুখে কুমুদ-পর্ব্বতের শীর্ষদেশ হইতে পতিত হইতেছে এবং উত্তর দিকে প্রবাহিত হইয়া ইলাবৃত-বর্ষবাসী জনগণের মহা-উপকার করিতেছে। ঐ সমস্ত নদ দধি, দুগ্ধ মধু, ঘৃত, গুড়, অন্ন, বস্ত্র, শয্যা, আসন, আভরণ প্রভৃতি সমস্ত অভিলষিত দ্রব্যই উৎপাদন করে ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—শতবল্শঃ শতস্কন্ধঃ, নীচীনাঃ অধোমুখাঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শতবল্শঃ'—শতস্কন্ধ, 'নীচীনাঃ'—অধোমুখ, (অর্থাৎ কুমুদ পর্ব্বতে 'শতবল্শ' নামক শতস্কন্ধ-বিশিষ্ট যে প্রসিদ্ধ বটবৃক্ষ রহিয়াছে, তাহার কাণ্ড হইতে নিম্নাভিমুখে দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি বিতরণকারী নদসমূহ ঐ পর্ব্বতের অগ্রদেশ হইতে পতিত হইয়া নিজের উত্তর দিকে ইলাবৃত-বর্ষের উপকার করিতেছে।) ॥ ২৪ ॥

———

যানুপজুষাণাং ন কদাচিদপি প্রজানাং বলী-পলিতক্লমস্বেদদৌর্গন্ধ্য জরাময়াপমৃত্যুশীতোষ্ণবৈবর্ণ্যোপসর্গাদয়স্তাপবিশেষা ভবন্তি যাবজ্জীবং সুখং নিরতিশয়মেব ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—যান্ (নদসম্বন্ধিপদার্থান্ পয় আদীন্) উপজুষাণানাম্ (উপভুঞ্জানানাং) প্রজানাং কদাচিৎ অপি বলী-পলিত-ক্লম-স্বেদ দৌর্গন্ধ্য-জরাময়াপমৃত্যু-শীতোষ্ণ-বৈবর্ণ্যোপসর্গাদয়ঃ (বলী শরীরসঙ্কোচঃ পলিতং কেশশৌক্ল্যং ক্লমঃ শরীরে শ্রান্তিঃ স্বেদাদয়ঃ মৃত্যুঃ অপমৃত্যুঃ উপসর্গাদয়ঃ) তাপ-বিশেষাঃ (চ) ন ভবন্তি (অপি তু তে) যাবজ্জীবং নিরশিতয়ং (সর্ব্বোৎকৃষ্টং নিরতিশয়েন) সুখম্ এব (সুখেন তিষ্ঠন্তি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ঐ নদ হইতে উৎপন্ন দুগ্ধাদি দ্রব্য যে সকল প্রজা সেবন করেন, তাঁহাদের কখনও বলী, পলিত, ক্লান্তি, ঘর্ম, গাত্রে ঘর্মজনিত দুর্গন্ধ, জরা, রোগ, অপমৃত্যু, শীত ও গ্রীষ্মজনিত বিবর্ণতা এবং উপসর্গাদি হইতে সন্তাপ হয় না। পরন্তু তাঁহারা আজন্ম অতিশয় সুখে কালযাপন করেন ॥ ২৫ ॥

———

কুরঙ্গ-কুরর-কুসুম্ভ-বৈকঙ্ক-ত্রিকূট-শিশিরপতঙ্গ-রুচক-নিষধ-শিতিবাস-কপিল-শঙ্খ-বৈদূর্য্য-জারুধি-হংসর্ষভ-নাগকালঞ্জরনীরদাদয়ো বিংশতিগিরয়ো মেরোঃ কর্ণিকায়া ইব কেশরভূতা মূলদেশে পরিত উপক্লৃপ্তাঃ ॥ ২৬॥

অন্বয়ঃ—কুরঙ্গ-কুরর-কুসুম্ভ-বৈকঙ্ক-ত্রিকূট-শিশির-পতঙ্গ-রুচক-নিষধ-শিতিবাস-কপিলশঙ্খ-বৈদূর্য্যজারুধি-হংসর্ষভ-নাগ-কালঞ্জর-নীরদাদয়ঃ বিংশতি-গিরয়ঃ (পর্ব্বতাঃ) মেরোঃ কর্ণিকায়াঃ (মের্ব্বাখ্যপদ্মকর্ণিকায়াঃ) কেশরভূতাঃ ইব মূলদেশে পরিতঃ উপক্লিপ্তাঃ (রচিতাঃ পরমেশ্বরেণ ইত্যর্থঃ)। ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—কুরঙ্গ, কুরর, কুসুম্ভ, বৈকঙ্ক, ত্রিকূট, শিশির, পতঙ্গ, রুচক, নিষধ, শিতিবাস, কপিল, শঙ্খ, বৈদূর্য্য, জারুধি, হংস, ঋষভ, নাগ, কালঞ্জর, নীরদ—এই কুড়িটী পর্ব্বত সুমেরুর মূলদেশে চতুর্দ্দিকে বিরচিত হইয়াছে; তাহাতে ঐ সকল পর্ব্বত কর্ণিকা স্বরূপ সুমেরুপর্ব্বতের কেশর-সদৃশ হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

জঠরদেবকূটৌ মেরুং পূর্ব্বেণাষ্টাদশযোজনসহস্রমুদগায়তৌ দ্বিসহস্রং পৃথুতুঙ্গৌ ভবতঃ। এবমপরেণ পবনপারিযাত্রৌ দক্ষিণেন কৈলাস-করবীরৌ প্রাগায়তৌ। এবমুত্তরতস্ত্রিশৃঙ্গমকরৌ। অষ্টাভিরেতৈঃ পরিসৃতোঽগ্নিরিব পরিতশ্চকাস্তি কাঞ্চনগিরিঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—মেরুং পূর্ব্বেণ (মেরোঃ পূর্ব্বতঃ) অষ্টাদশ-যোজনসহস্রপ্রমাণম্) উদগায়তৌ (দক্ষিণোত্তরতঃ দীর্ঘৌ দ্বিসহস্রং (দ্বিযোজনসহস্রপর্য্যন্তং) পৃথুতুঙ্গৌ (বিস্তৃতোন্নতৌ জঠরদেবকূটৌ (জঠরদেবকূটসংজ্ঞৌ দ্বৌ) (পর্ব্বতৌ) ভবতঃ (তিষ্ঠতঃ)। এবম্ অপরেণ (মেরোঃ পশ্চিমতঃ) পবনপারিযাত্রৌ (তন্নামানৌ দ্বৌ পর্ব্বতে তিষ্ঠতঃ) (তৌ অপি দক্ষিণোত্তরতঃ অষ্টাদশযোজনসহস্রং দীর্ঘৌ দ্বিযোজনসহস্রং পৃথুতুঙ্গৌ চ)। দক্ষিণেন (মেরোর্দক্ষিণতঃ) কৈলাসকরবীরৌ (পর্ব্বতৌ) প্রাগায়তৌ (পূর্ব্বপশ্চিমতঃ) অষ্টাদশযোজনসহস্রং দীর্ঘৌ দ্বিযোজনসহস্রং চ পৃথুতুঙ্গৌ স্তঃ) এবম্ উত্তরতঃ (মেরোঃ উত্তরতঃ) ত্রিশৃঙ্গমকরৌ (তন্নামানৌ দ্বৌ পর্ব্বতৌ) (পূর্ব্বপশ্চিমতঃ অষ্টাদশযোজনসহস্রং দীর্ঘৌ দ্বিযোজনসহস্রং পৃথুতুঙ্গৌ চ ভবত) এতৈঃ অষ্টাভিঃ (গিরিভিঃ) পরিসৃতঃ (আবৃতঃ) পরিতঃ (সর্ব্বতঃ) কাঞ্চনগিরিঃ (নাম পর্ব্বতঃ) অগ্নিঃ ইব চকাস্তি (দীপ্যতে) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—সুমেরু পর্ব্বতের পূর্ব্বে জঠর ও দেবকূট নামক দুইটী পর্ব্বত আছে; এই পর্ব্বতদ্বয় উত্তর দক্ষিণে অষ্টাদশ সহস্র যোজন দীর্ঘ এবং দুই সহস্র যোজন বিস্তৃত ও উন্নত। এই প্রকার সুমেরুর পশ্চিমদিকে পবন ও পারিযাত্র পর্ব্বত। এই পর্ব্বত দুইটীও উত্তর দক্ষিণে অষ্টাদশ সহস্র যোজন দীর্ঘ এবং বিস্তার ও উচ্চতায় দুই সহস্রযোজন। আবার সুমেরুর দক্ষিণে কৈলাস ও করবীর পর্ব্বত; এই পর্ব্বতদ্বয় পূর্ব্ব পশ্চিমে অষ্টাদশ সহস্র যোজন দীর্ঘ এবং দুই সহস্র যোজন বিস্তৃত ও উন্নত। এইরূপ উত্তরদিকে ত্রিশৃঙ্গ ও মকর পর্ব্বত। এই পর্ব্বত দুইটীও পূর্ব্ব পশ্চিমে অষ্টাদশ সহস্র যোজন দীর্ঘ ও দুই সহস্র যোজন বিস্তৃত ও উন্নত। এই আটটী পর্ব্বতে বেষ্টিত হইয়া কাঞ্চনগিরি অর্থাৎ সুমেরু পর্ব্বত সর্ব্বতোভাবে অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে ॥ ২৭ ॥

মেরোর্মূর্দ্ধনি ভগবত আত্মযোনের্মধ্যত উপক্লৃপ্তাং পুরীমযুতযোজনসাহস্রীং সমচতুরস্রাং শাতকৌম্ভীং বদন্তি ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—মেরোঃ মূর্দ্ধনি (উপরিভাগে) মধ্যতঃ (মধ্যপ্রদেশে) উপক্লৃপ্তাং ভগবতঃ আত্মযোনেঃ (ব্রহ্মণঃ) অযুতযোজনসাহস্রীম্ (সহস্রাণি পরিমাণং যস্যাঃ সাহস্রীং অযুতযোজনা চাসৌ সাহস্রী চ তাম্ অযুতযোজনসাহস্রীং) সমচতুরস্রাং শাতকৌম্ভীং (সুবর্ণময়ীম্) পুরীং বদন্তি (কবয়ঃ ইতি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—এই পর্ব্বতের উপরিভাগে মধ্যস্থলে ভগবান্ ব্রহ্মার পুরী বিরচিতা আছে। তাহার পরিমাণ সহস্র অযুত যোজন। ঐ পুরী সুবর্ণনির্ম্মিত এবং চতুর্দ্দিকে সমান। পণ্ডিতগণ ঐ পুরীকে "শাতকৌম্ভী পুরী" বলিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

তামনুপরিতো লোকপালানামষ্টানাং যথাদিশং যথারূপং তুরীয়মানেন পুরোঽষ্টাবুপক্লৃপ্তাঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চম-স্কন্ধে ভুবনকোশ-বর্ণনে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—তাং (ব্রহ্মপুরীম্) অনু পরিতঃ (অন্যেষাম্) অষ্টানাং লোকপালানাং যথাদিশং (প্রাচ্যাদিদিক্ষু) যথারূপং (যথানুরূপং) তুরীয়মানেন (ব্রহ্মপুরীবিস্তারস্য চতুর্থভাগপ্রমাণেন) অষ্টৌ পুরঃ উপক্লৃপ্তাঃ (রচিতাঃ ভগবতা ইতি শেষঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—সেই ব্রহ্মপুরীর চতুর্দ্দিকে পূর্ব্বাদি দিক্‌সকলে যথাক্রমে ইন্দ্রাদি অষ্টলোকপালের আটটী পুরী রচিত হইয়াছে। ঐ সকল পুরীর প্রত্যেকের পরিমাণ ব্রহ্মপুরীর পরিমাণের চতুর্থাংশ ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—যথাদিশং প্রাচ্যাদি দিক্ষু। যথারূপমিন্দ্রাদি-বর্ণানতিক্রমেণ, তুরীয়মাণেন সার্দ্ধদ্বিসহস্রমানেন নামানি পুরাণান্তরাজ্ জ্ঞাতব্যানি। যথোক্তং—"মেরৌ নবপুরাণি স্যুর্ম্মনোবত্যমরাবতী। তেজোবতী সংযমনী তথা কৃষ্ণাঙ্গনা পরা॥ শ্রদ্ধাবতী গন্ধবতী তথা চান্যা মহোদয়া। যশোবতী চ ব্রহ্মেন্দ্র-বহ্ন্যাদীনাং যথাক্রমম্" ॥ ইতি ॥ ২৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
পঞ্চমে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যথাদিশং'—পূর্ব্বাদি দিকে। 'যথাবর্ণং'—ইন্দ্রাদির বর্ণ অতিক্রম না করিয়া (অর্থাৎ ব্রহ্মার সেই পুরীর চতুর্দ্দিকে ও চতুষ্কোণে ইন্দ্রাদি অষ্ট লোকপালের আটটি পুরী কল্পিত রহিয়াছে)। 'তুরীয়মাণেন'—ঐ সকল পুরীর পরিমাণ ব্রহ্মা'র পুরীর চতুর্থাংশ, অর্থাৎ আড়াই হাজার যোজন। পুরীগুলির নাম পুরাণান্তর হইতে জানিতে হইবে। যেমন উক্ত হইয়াছে—"মেরৌ নবপুরাণি" ইত্যাদি, অর্থাৎ মেরুতে নয়টি পুরী আছে, উহারা মনোবতী, অমরাবতী, তেজোবতী, সংযমনী, কৃষ্ণাঙ্গনা, শ্রদ্ধাবতী, গন্ধবতী, মহোদয়া এবং যশোবতী নামে যথাক্রমে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতির পুরী (অর্থাৎ মেরুশৃঙ্গের মধ্যভাগে সুবর্ণময়ী মনোবতী নামক ব্রহ্মার পুরী এবং সেই ব্রহ্ম-পুরীর চারিদিকে ও চারিকোণে অষ্টলোকপালগণের যাঁহাদের যে দিক্ এবং যেরূপ বর্ণ, তাঁহার পুরীটিও সেইরূপ বর্ণবিশিষ্ট ও সেই দিকেই অবস্থিত। পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রের পুরীর নাম অমরাবতী, অগ্নিকোণে অগ্নির তেজোবতী নামক পুরী, দক্ষিণদিকে যমের সংযমনী, নৈর্ঋত কোণে নৈর্ঋতগণের কৃষ্ণাঙ্গনা, পশ্চিম দিকে বরুণের শ্রদ্ধাবতী, বায়ুকোণে বায়ুর গন্ধবতী, উত্তর দিকে কুবেরের মহোদয়া, এবং ঈশানকোণে ঈশানের যশোবতী নামক পুরী বিদ্যমান রহিয়াছে।) ॥ ২৯ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার পঞ্চমস্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥৫।১৬॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চমস্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।
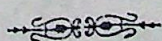
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

তত্র হ ভগবতঃ সাক্ষাদ্‌যজ্ঞলিঙ্গস্য বিষ্ণোর্বিক্রমতো বামপাদাঙ্গুষ্ঠনখনির্ভিন্নোর্দ্ধ্বাণ্ডকটাহবিবরেণান্তঃপ্রবিষ্টা যা বাহ্যজলধারা তচ্চরণপঙ্কজাবনেজনারুণ-কিঞ্জল্কো-পরঞ্জিতাখিলজগদঘমলাপহোপস্পর্শনামলা সাক্ষা-ভ্‌গবৎপদীত্যনুপলক্ষিতবচোঽভিধীয়মানাতিমহতা কালেন যুগসহস্রোপলক্ষণেন দিবো মূর্দ্ধন্যবততার যৎ তদ্বিষ্ণুপদমাহুঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ইলাবৃত বর্ষের চতুর্দ্দিকে গঙ্গার গমন এবং (বৈষ্ণব-প্রবর রুদ্র-কর্ত্তৃক সঙ্কর্ষণের স্তব বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীবিষ্ণু বলিরাজের যজ্ঞে ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দুই পদে ত্রিভুবন অধিকার করেন। তৎকালে তাঁহার বাম পদাঙ্গুষ্ঠের আঘাতে ব্রহ্মাণ্ড কটাহের উর্দ্ধ্বভাগ বিদীর্ণ হইয়া একটি ছিদ্র হয় ; ঐ ছিদ্রপথে একটি জলধারা উদ্গত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম বাহিয়া সহস্রযুগ-পরিমিত কাল স্বর্গ শিরোভাগে প্রবা-হিত ছিল। বিষ্ণুপদই স্বর্গের শিরোদেশ এবং ঐ জলধারাই বিষ্ণুপাদোদ্ভবা ভুবন-পাবনী গঙ্গা। তাঁহার 'ভাগীরথী', 'জাহ্নবী' প্রভৃতি অনেক নাম। বিষ্ণুপদে অবস্থিত ধ্রুব এবং সপ্তর্ষিগণ এই পবিত্র ধারা সতত মস্তকে ধারণ করিতেছেন। কারণ, তাঁহারা সর্ব্বাত্মা শ্রীহরির পাদপদ্মেই সদা ভক্তিযোগযুক্ত থাকিয়া অপর সমস্ত সুখৈশ্বর্য্যই তুচ্ছ করিয়াছেন। হরিপাদ-প্রসূতা-গঙ্গাধারা আকাশপথে চন্দ্রমণ্ডল প্লাবিত করিয়া প্রথমে সুমেরুশিরে ব্রহ্মালয়ে পতিত হন। তথায় চারিধারায় বিভক্ত হইয়া সীতা, অলকানন্দা, বঙ্ক্ষু ও ভদ্রা—এই চারি নামে সাগর-প্রবেশ করেন। সীতা, শেখরপর্ব্বত ও গন্ধমাদন পর্ব্বত হইয়া, ভদ্রা-শ্ববর্ষের মধ্য দিয়া লবণসমুদ্রে; বঙ্ক্ষু মাল্যবান্ গিরি হইয়া কেতুমালবর্ষ দিয়া পশ্চিমসমুদ্রে ; ভদ্রা সুমেরু, কুমুদ, তথা নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্ পর্ব্বত হইয়া, উত্তর-কুরুদেশ দিয়া উত্তর লবণসাগরে ; এবং অলকা-নন্দা ব্রহ্মালয়ের দক্ষিণে অনেক পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, হেমকূট ও হিমকূট দিয়া, ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া দক্ষিণ লবণসমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। আরও বহু নদনদী প্রত্যেক বর্ষে বহুধারায় প্রবাহিত আছে। ভারতবর্ষই কর্ম্মক্ষেত্র। অন্য আট বর্ষ স্বর্গসুখভোগী দের ভোগস্থান। তাহা নানারূপ শোভাসৌন্দর্য্য ও সুখৈশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ। এই সকল স্থলে দেবদেবীরা বিবিধ আনন্দে বিহার করেন। নয়টি বর্ষেই শ্রীহরি নানারূপে প্রকট হইয়া কৃপা বিতরণ করেন। ইলা-বৃতবর্ষে ভগবান্ ভবই একমাত্র পুরুষ ; তিনি তথায় সসখী ভবানী সহ বিরাজ করেন। ভবানীর শাপে তথায় অন্য পুরুষ যাইলে স্ত্রীত্ব হয়। এই স্থলে ভব, শ্রীহরির সঙ্কর্ষণমূর্ত্তির ভজনা করেন ; নানারূপে তাঁহার স্তবস্তুতি পাঠ করিয়া সদানন্দে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তিনি বলেন,—"হরি হে, তুমি তোমার ভক্তদেরই সংসার-পাশ মোচন এবং অভক্তদের সদা সংসারসংঘটন কর। তোমার কৃপাব্যতীত কেহ কোনও উপায়ে মায়ামুক্ত হইতে পারে না।"

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—তত্র হ (যদা বামন-বতারঃ জাতঃ তদা) যজ্ঞলিঙ্গস্য (বলেঃ যজ্ঞে লিঙ্গং বামনমূর্ত্তির্যস্য তস্য) সাক্ষাদ্ ভগবতঃ বিষ্ণোঃ (বামনরূপস্য) বিক্রমতঃ (দক্ষিণেন পদা ভুবং ক্রান্ত্বা বামং পাদম্ উৎক্ষিপতঃ ত্রিলোকীং পাদত্রয়েণ ক্রম-মাণস্য তস্য) বামপাদাঙ্গুষ্ঠনখনির্ভিন্নোর্দ্ধ্বাণ্ডকটাহ-বিবরেণ অন্তঃপ্রবিষ্টা (বামপাদাঙ্গুষ্ঠ-নখেন নির্ভিন্নম্ উর্দ্ধ্বম্ উপরিভাগঃ যস্য তস্যাণ্ডকটাহস্য বিবরেণ রন্ধ্রেণ অন্তঃপ্রবিষ্টা) যা বাহ্য জলধারা (বাহ্যা পৃথিব্যাদ্যাষ্টবরণবহির্ভূতা কারণার্ণবসম্বন্ধিনী যা জলধারা সা) তচ্চরণপঙ্কজাবনেজনারুণকিঞ্জল্কোপ-রঞ্জিতা (তস্য ভগবতঃ ত্রিবিক্রমস্য যৎ চরণপঙ্কজং তস্য অবনেজনেন ক্ষালনেন অরুণং তদ্‌গতং কুঙ্কুমং তদেব কিঞ্জল্কাঃ তৈঃ উপরঞ্জিতা অতএব) অখিল-জগদঘমলাপহোপস্পর্শনা (অখিলস্য জগতঃ অঘং পাপ-মেব মলঃ তদপহং নিবর্ত্তকম্ উপস্পর্শনং যস্যাঃ সা

তথাপি) অমলা (তন্মলসঙ্গশূন্যা) সাক্ষাদ্ ভগবৎ-পদীত্যনুপলক্ষিত বচোঽভিধীয়মানা (ভগবৎ পদীতি যৎ অনুপলক্ষিতং জাহ্নবী ভাগীরথীত্যাদ্যুপলক্ষণান্তর-রহিতং বচঃ নাম তেন অভীধীয়মানা ভগবৎপদী বিষ্ণুপদীতি নাম্না ব্যবহ্রিয়মাণা) যুগসহস্রোপলক্ষণেন অতিমহতা কালেন দিবঃ মূর্দ্ধনি (ধ্রুবলোকে) অবততার যত তৎ (প্রসিদ্ধং দিবমূর্দ্ধরূপং) বিষ্ণুপদম্ আহুঃ (পণ্ডিতাঃ কথয়ন্তি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—(হে রাজন্), যজ্ঞমূর্ত্তি সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু বলির যজ্ঞে গমন করিয়া ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক যখন পাদক্ষেপ করেন, সেই সময় দক্ষিণ চরণদ্বারা ভূমি আক্রমণ করিয়া যেমন উর্দ্ধ দিকে বাম পদ উৎক্ষেপণ করিতে যাইবেন, অমনি তাঁহার বামপদে অঙ্গুষ্ঠ নখে অণ্ড কটাহের উপরিভাগ নির্ভিন্ন হইয়া গেল। তাহাতে এক গর্ত্ত হইল ; ঐ গর্ত্ত দিয়া পৃথিব্যাদি অষ্ট আবরণের বহির্ভূতা কারণার্ণব সম্বন্ধিনী এক চিন্ময়ী জলধারা অন্তঃপ্রবিষ্টা হয়। প্রক্ষালন হেতু ভগবানের পাদপদ্ম হইতে যে অরুণবর্ণ কুঙ্কুম বিগলিত হইয়া থাকে, তাহাই কিঞ্জল্ক স্বরূপে ঐ জলধারার শোভা সম্পাদন করে। ঐ ধারা স্পর্শমাত্রে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পাপরাশি ক্ষালন করিতে পারে ; কিন্তু উহা স্বয়ং অতিশয় নির্ম্মল। ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ঐ ধারা সাক্ষাদ্ ভগবানের পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূতা বলিয়া "বিষ্ণুপদী" এই নামেই কীর্ত্তিতা হইতেন ; জাহ্নবী, ভাগীরথী প্রভৃতি ভিন্ন সংজ্ঞা ছিল না। সহস্র যুগ-পরিমিত সুদীর্ঘকাল পরে ঐ ধারা ধ্রুব-লোকে অবতীর্ণ হন। পণ্ডিতগণ সেই ধ্রুবলোককেই "বিষ্ণুপদ" বলিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

গঙ্গানামাগমং ভুমৌ ভৌমস্বর্গসুখং তথা।
সঙ্কর্ষণস্য রুদ্রেণ সেবাং সপ্তদশেঽব্রবীৎ ॥০॥

সুমেরোঃ পরিধি-কেশরাদি-শোভাং বর্ণয়িত্বা সর্ব্বশোভাচূড়ামণিমতিদীর্ঘতর-শাখা-শিখর-হীরক-মুকুট-বিশেষায়মানাং তন্মূর্দ্ধ্নি বিরাজমানাং শ্রীগঙ্গাং বর্ণয়ংস্তৎপ্রাদুর্ভাবপ্রকারমাহ—তত্র বামনাবতারসময়ে বিক্রমতঃ দক্ষিণেন পদা ভুবং ক্রান্ত্বা বামপাদমুৎ-ক্ষিপতঃ 'ত্রিসাম্যসদনাদুরুকম্পয়ানমিতি' ব্রহ্মোক্তেী তস্য প্রকৃত্যাবরণপর্য্যন্তব্যাপ্তিশ্রবণাৎ বাহ্যা পৃথিব্যা-দ্যষ্টাবরণেভ্যো বহির্ভূতা কারণার্ণবসম্বন্ধিনী চিন্ময়ী যা জলধারা সা দিবো মূর্দ্ধনি ধ্রুবলোকেঽবততা-রেত্যন্বয়ঃ। তচ্চরণপঙ্কজয়োরবনেজনে ক্ষালন-সময়ে অরুণঃ চরণতলস্যারুণিম্নৈব কিঞ্জল্কস্তেনোপ-রঞ্জিতা অঘমলাপহমুপস্পর্শনং যস্যাস্তথাপ্যমলা তন্মলসঙ্গশূন্যা সাক্ষাৎ ভগবৎপদীতি যদনুপলক্ষিতং তস্মিন্ কালে ভাগীরথী জাহ্নবীত্যাদ্যুপলক্ষণান্ত-রহিতং বচো নাম তেনাভিধীয়মানা যৎ যো দিবো মূর্দ্ধা তৎপ্রসিদ্ধম্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সপ্তদশ অধ্যায়ে গঙ্গার ভূতলে আগমন, ভৌমস্বর্গের সুখ এবং রুদ্রদেব কর্ত্তৃক ভগবান্ সঙ্কর্ষণের স্তব বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

সুমেরু পর্ব্বতের পরিধি ও কেশরাচলাদির শোভা বর্ণনা করিয়া সর্ব্বশোভাচূড়ামণি অতিশয় দীর্ঘতর শাখা-শিখরে হীরক মুকুটের ন্যায় শোভমান, তাহার (সুমেরুর) মস্তকে বিরাজমান শ্রীগঙ্গার বর্ণনা করিতে তাহার প্রাদুর্ভাব-প্রকার বলিতেছেন—'তত্র হ' ইত্যাদি। বামনাবতার-সময়ে ত্রিবিক্রমের দক্ষিণ চরণের দ্বারা পৃথিবী আক্রান্ত হইয়া বাম চরণ উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইলে, 'ত্রিসাম্যসদনাৎ',—অর্থাৎ কালস্বরূপ তাঁহার সুদর্শন চক্র হইতে সত্যলোক-স্থিত দ্বি-পরার্দ্ধ-পর-মায়ুঃ-বিশিষ্ট ব্রহ্মার হৃদয়ও কম্পিত হয়, ইত্যাদি, ব্রহ্মার উক্তি অনুসারে সেই চরণের প্রকৃতির আবরণ পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি শ্রুত হয়। 'যা বাহ্য-জলধারা'—পৃথিবীর অষ্ট আবরণ হইতে বহির্ভূতা কারণার্ণব-সম্বন্ধিনী চিন্ময়ী যে জলধারা, তাহা স্বর্গের মস্তকে ধ্রুবলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিল—এই অন্বয়। 'তচ্চরণ-পঙ্কজ' ইত্যাদি—তৎকালে (ব্রহ্মা) ভগবানের পাদপদ্ম প্রক্ষালন করায়, ঐ জলধারা চরণতলের অরুণিমার দ্বারাই রক্তবর্ণ কুঙ্কুমরূপ কেশরসমূহের সংস্পর্শে রঞ্জিত হইয়া, 'অঘমলাপহ'—স্নানাদিতে রত প্রাণিমাত্রেরই সর্ব্বপ্রকার পাপ বিনষ্ট করে, তথাপি 'অমলা', অর্থাৎ স্বয়ং ঐ পাপীর সংস্পর্শে দূষিতা না হইয়া পরম পবিত্রই ছিলেন। তৎকালে ঐ গঙ্গাদেবী জাহ্নবী, ভাগীরথী ইত্যাদি নামান্তর ব্যতীত একমাত্র 'বিষ্ণুপদী' নামেই প্রসিদ্ধা ছিলেন ॥ ১ ॥

মধ্ব—বারাহো বামপাদং তু তদন্যেষু তু দক্ষিণম্ ।
পাদং কল্পেষু ভগবানুজ্জহার ত্রিবিক্রমঃ ॥
ইতি চ ॥ ১ ॥

যত্র হ বাব বীরব্রত ঔত্তানপাদিঃ পরমভাগবতোঽস্মৎকুলদেবতাচরণারবিন্দোদকমিতি যামনুসবনমুৎকৃষ্যমাণভগবদ্ভক্তিযোগেন দৃঢ়ং ক্লিদ্যমানান্তর্হৃদয় ঔৎকণ্ঠ্যাবিবশামীলিত-লোচনযুগলকুটম্নল-বিগলিতামল-বাষ্পকলয়াভিব্যজ্যমান-রোম-পুলককুলকোঽধুনাপি পরমাদরেণ শিরসা বিভর্ত্তি ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র হ বাব (যত্র লোকে) অনুসবনং (প্রতিক্ষণম্) পরমভাগবতঃ (ভাগবতশ্রেষ্ঠঃ) উৎকৃষ্যমাণভগবৎ-ভক্তিযোগেন (উৎকৃষ্যমাণঃ সংবর্দ্ধমানঃ যঃ ভগবদ্ ভক্তিযোগঃ তেন) দৃঢ়ম্ (অত্যন্তং) ক্লিদ্যমানান্তর্হৃদয়ঃ (ক্লিদ্যমানম্ অন্তর্হৃদয়ং যস্য সঃ তাদৃশঃ) (অতএব) ঔৎকণ্ঠ্যাবিবশামীলিত-লোচনযুগলকুটম্নলবিগলিতামলবাষ্পকলয়াভিব্যজ্যমান-রোমপুলক-কুলকঃ (ঔৎকণ্ঠ্যেন বিবশমামীলিতং যৎ লোচনযুগলং তদেব কুটম্নলে তাভ্যাং বিগলিতম্ অমলং বাষ্পং তস্য কলয়া সহ অভিব্যজ্যমানং রোমপুলকানাং কুলকং যস্য সঃ তথাভূতঃ সন্) বীরব্রতঃ (দৃঢ়সঙ্কল্পঃ) ঔত্তানপাদিঃ (ধ্রুবঃ) অধুনাপি যাং (গঙ্গাং) অস্মৎকুলদেবতাচরণার বিন্দোদকং ইতি (মত্বা) পরমাদরেণ শিরসা বিভর্ত্তি (ধারয়তি) ॥ ২॥

অনুবাদ—দৃঢ়সংকল্প উত্তানপাদ-তনয় পরমভাগবত ধ্রুব ঐ বিষ্ণুলোকে অবস্থান-পূর্ব্বক "ইহা আমাদের কুলদেবতা ভগবান্ শ্রীহরির চরণোদক" —এই মনে করিয়া এখনও পরমাদরে মস্তক দ্বারা ঐ বারিধারা (গঙ্গা) ধারণ করিতেছেন। ঐ মহাত্মার (ধ্রুবের) হৃদয় প্রতিক্ষণ বৃদ্ধিশীল ভক্তিযোগের দ্বারা সাতিশয় আর্দ্র হইতে থাকে ; তজ্জন্য উৎকণ্ঠাবশতঃ বিবশ এবং ঈষৎ নিমীলিত লোচনরূপ কুটম্নল (মুকুল) হইতে নির্ম্মল অর্থাৎ কপটতারহিত বাষ্পকলা বিগলিত হয় এবং সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চপুলকাবলী প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—যত্র বিষ্ণুপদে বীরব্রতো দৃঢ়সঙ্কল্পঃ। উৎকৃষ্যমাণেন প্রতিক্ষণমুৎকর্ষং প্রাপ্নুবতা ভক্তিযোগেন অতএবৌৎকণ্ঠ্যেন বিবশমামীলিতং যল্লোচনযুগলং তদেব কুটম্নলে তাভ্যাং বিগলিতমমলং বাষ্পং তস্য কলয়া সহ অভিব্যজ্যমানং রোমপুলকানাং কুলঃ যস্য সঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যত্র'—সেই বিষ্ণুপদে (ধ্রুবলোকে) দৃঢ়সঙ্কল্প পরম ভাগবত ধ্রুব অবস্থান করিয়া ('ইহা আমাদের কুলদেবতা ভগবান্ বিষ্ণুর পাদোদক'—ইহা স্মরণপূর্ব্বক অদ্যাবধি প্রতিদিন ঐ জলধারা পরমাদরে মস্তকে ধারণ করেন)। 'উৎকৃষ্যমাণ'—প্রতিক্ষণ অতিশয় উৎকর্ষ প্রাপ্ত ভক্তিযোগের দ্বারা, অতএব 'ঔৎকণ্ঠ-বিবশ-', ইত্যাদি—উৎকণ্ঠাবশতঃ অবশ হইয়া নিমীলিত হইয়াছে যে নয়নযুগল, তাহাই পদ্ম-কলিকা, তাহা হইতে বিগলিত হইতেছে যে নির্ম্মল বাষ্প, তাহার কলার সহিত সর্ব্বশরীরে প্রকাশিত হইয়াছে রোমাঞ্চ-পুলকাবলী যাঁহার (অর্থাৎ তৎকালে ধ্রুবের ভগবদ্‌ভক্তিযোগ অতিশয় উৎকর্ষ লাভ করিলে হৃদয়ের অভ্যন্তরভাগ বিগলিত হয় এবং উৎকণ্ঠায় অবশ নয়নযুগল পদ্মকলিকার ন্যায় নিমীলিত হইলে, উহার সহিত সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ লক্ষিত হইয়া থাকে।) ॥ ২ ॥

ততঃ সপ্তর্ষয়স্তৎপ্রভাবাভিজ্ঞা ইয়ং ননু তপস আত্যন্তিকী সিদ্ধিরেতাবতীতি ভগবতি সর্ব্বাত্মনি বাসুদেবেঽনুপরত-ভক্তিযোগলাভেনৈবোপেক্ষিতান্যার্থাত্মগতয়ো মুক্তিমিবাগতাং মুমুক্ষব ইব সবহুমানমদ্যাপি জটাজুটৈরুদ্বহন্তি ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তদনন্তরং) প্রভাবাভিজ্ঞাঃ তৎ (তস্যাঃ গঙ্গায়াঃ প্রভাবস্য অভিজ্ঞাঃ সন্তঃ) ইয়ং ননু (নিশ্চয়মেব) তপসঃ আত্যন্তিকী (পরমোৎকর্ষাপন্না) সিদ্ধিঃ (ফলম্) এতাবতী ইতি অতঃ হেতোঃ যতঃ ভগবতি সর্ব্বাত্মনি বাসুদেবে অনুপরতভক্তিযোগ লাভেনৈব (অনুপরতঃ নিরন্তরঃ যঃ ভক্তিযোগঃ তস্য লাভেন এব) উপেক্ষিতান্যার্থাত্মগতয়ঃ (উপেক্ষিতাঃ অগণিতাঃ অন্যে ধর্ম্মাদয়ঃ পুরুষার্থাঃ আত্মগতিঃ আত্মজ্ঞানং চ যৈঃ তে তাদৃশাঃ) সপ্তর্ষয়ঃ অদ্য অপি (যাং গঙ্গাং) মুমুক্ষবঃ (জনাঃ) আগতাং (প্রাপ্তাং)

মুক্তিং ইব সবহুমানং (যথা স্যাৎ তথা) জটাজুটৈঃ (জটা এব মুকুটানি তৈঃ) উদ্বহন্তি (ধারয়ন্তি) ॥ ৩॥

অনুবাদ—সপ্তর্ষিগণ গঙ্গার প্রভাব উত্তমরূপে অবগত আছেন। তাঁহারা "ইনিই তপস্যার আত্যন্তিকী সিদ্ধি, ইহা অপেক্ষা অধিক আর নাই"—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অদ্যাবধি ঐ বারিধারাকে স্ব-স্ব জটাসমূহ দ্বারা ধারণ করিতেছেন। তাঁহারা সর্ব্বাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে অবিচ্ছেদ ভক্তিযোগ লাভ করিয়া অন্যান্য পুরুষার্থ ও আত্মজ্ঞান প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়াছেন। মুমুক্ষুগণ যেমন মুক্তিকে বহুমাননা করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাঁহারা (সপ্তর্ষিগণ) বিষ্ণুপাদপদ্মোদ্ভবা গঙ্গাকেই পরমাদরে অঙ্গীকার করেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ – এতাবতীতি। ইতোঽধিকপরিমাণাসিদ্ধিঃ কাপি নাস্তীত্যর্থঃ। ভক্তিযোগলাভেনৈব উপেক্ষিতা অন্যে পুরুষার্থা আত্মজ্ঞানঞ্চ যৈরিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এতাবতী' ইত্যাদি—এই ভগবানের চরণোদক প্রাপ্তিই তপস্যার পরম সিদ্ধি, ইহা অপেক্ষা অধিক সিদ্ধি আর নাই—(এইরূপ গঙ্গাদেবীর প্রভাব নিশ্চয় করিয়া, সপ্তর্ষিগণ অদ্যাবধি অতিসমাদরে এই গঙ্গাকে নিজ জটাজূটসমূহ দ্বারা ধারণ করিতেছেন)। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—সেই মহর্ষিগণ সর্ব্বাত্মা ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি সতত ভক্তিযোগ লাভের দ্বারাই, অন্য সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ, এমন কি আত্মজ্ঞানকেও উপেক্ষা করেন ॥ ৩ ॥

———

ততোঽনেকসহস্রকোটিবিমানানীকসঙ্কুলদেবযানেনাবতরন্তীন্দুমণ্ডলমাবার্য্যব্রহ্মসদনে নিপতিত ॥৪॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (সপ্তর্ষিস্থানাৎ) অনেকসহস্রকোটি-বিমানানীকসঙ্কুলদেবযানেন (অনেকসহস্রকোটীনাং বিমানানাম্ অনীকৈঃ সংঘৈঃ সঙ্কুলেন দেবযানেন আকাশমার্গেন) অবতরন্তী (অধঃ প্রস্রবন্তী) ইন্দুমণ্ডলং (চন্দ্রমণ্ডলম্) আবার্য্য (আপ্লাব্য মেরুমূর্দ্ধস্থে) ব্রহ্মসদনে নিপতিত ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ঐ ধারা সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে অনন্ত বিমান-সহযোগে আকাশমার্গ দ্বারা নিম্নে অবতরণ করেন। পরে চন্দ্রলোক প্লাবিত করিয়া সুমেরুপর্ব্বতের শিরোদেশে অবস্থিত ব্রহ্মসদনে পতিতা হন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—দেবযানেন আকাশমার্গেণ সপ্তর্ষিভ্যোঽর্বাগেব প্রায়শঃ কর্ম্মিণাং গতিরত এব ততোঽর্বাগেব সঙ্কুলত্বমুক্তম্। আবার্য্য আপ্লাব্য মেরুমূর্দ্ধস্থে ব্রহ্মসদনে ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবযানেন'—আকাশমার্গে (অর্থাৎ তারপর সেই সপ্তর্ষি-স্থান হইতে গঙ্গাদেবী অনেক সহস্র কোটি বিমানসমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত আকাশপথে নিম্নে অবতরণ করেন)। সপ্তর্ষিলোকের নিম্নেই প্রায় কর্ম্মিগণের গতি হইয়া থাকে, এইজন্য তাহার নিম্নেই আকাশমার্গে বিমানসমূহের সঙ্কুলত্ব (ব্যাপ্তি) বলা হইল। 'আবার্য্য'—সেখান হইতে চন্দ্রমণ্ডল প্লাবিত করিয়া মেরুপর্ব্বতের উপরিস্থিত 'ব্রহ্মসদনে'—ব্রহ্মার আবাসস্থলে পতিত হইলেন ॥ ৪

———

তত্র চতুর্দ্ধা ভিদ্যমানা চতুর্ভির্নামভিশ্চতুর্দ্দিশমভিস্যন্দন্তী নদনদীপতিমেবাভিনিবিশতি। সীতালকনন্দা বঙ্‌ক্ষুর্ভদ্রেতি ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র চতুর্দ্ধা ভিদ্যমানা সীতা অলকানন্দা-বঙ্‌ক্ষুঃ ভদ্রা ইতি চতুর্ভিঃ নামভিঃ চতুর্দ্দিশম্ অভিস্যন্দন্তী (অভিতঃ গচ্ছন্তী) নদনদীপতিম্ (সমুদ্রং) এব অভিনিবিশতি (সমুদ্রে প্রবিশতি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—তথায় চারিটি ধারায় বিভিন্ন হইয়া পৃথক্ পৃথক্ চারিটী নামে চতুর্দ্দিকে সর্ব্বতোভাবে গমন পূর্ব্বক সরিৎপতি সমুদ্রেই প্রবেশ করিতেছে। এই চারিটী ধারার নাম—সীতা, অলকানন্দা, বঙ্ক্ষু ও ভদ্রা ॥ ৫ ॥

———

সীতা তু ব্রহ্মসদনাৎ কেশরাচলাদিশিখরেভ্যোঽধোঽধঃ প্রস্রবন্তী গন্ধমাদনমূর্দ্ধসু পতিত্বান্তরেণ ভদ্রাশ্বং বর্ষং প্রাচ্যাং দিশি ক্ষারসমুদ্রমভিপ্রবিশতি ॥ ৬

অন্বয়ঃ—(তত্র চতসৃণাং ধারাণাং মধ্যে) সীতা (প্রাচীয়া ধারা) তু ব্রহ্মসদনাৎ কেশরাচলাদিশিখরেভ্যঃ (মেরুসমানোচ্ছ্রায়ত্বাৎ প্রথমং তেষাং আদিশিখরেষু

মুখ্যশৃঙ্গেষু পতিত্বা তেভ্যঃ) অধঃ অধঃ প্রস্রবন্তী (সতী) গন্ধমাদনমূর্দ্ধসু (গন্ধমাদনস্য উপরিভাগে) পতিত্বা (ততঃ) ভদ্রাশ্বং বর্ষম্ অন্তরেণ (ভদ্রাশ্বখণ্ডস্য মধ্যে স্যন্দমনা) প্রাচ্যাং দিশি ক্ষারসমুদ্রম্ অভিপ্রবিশতি ।।৬।।

অনুবাদ—তন্মধ্যে সীতা ব্রহ্মসদন হইতে বহির্গত হইয়া অত্যুচ্চতা-নিবন্ধন কেশরাচলের প্রধান প্রধান শৃঙ্গে পতিতা হন, তৎপরে ঐ সকল শৃঙ্গ হইতে ক্রমে অধোভাগে প্রবাহিতা হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতের উপরিভাগে পড়িয়াছেন। পরে ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্য দিয়া লবণসমুদ্রে প্রবিষ্ট হইতেছেন ।। ৬ ।।

বিশ্বনাথ—কেশরাচলানাং মেরুসমানোচ্ছ্রায়ত্বাৎ প্রথমং তেষামাদিশিখরেষু মুখ্যশৃঙ্গেষু পততি ততস্তেভ্যোঽধোঽধঃ স্রবন্তী সতী ভদ্রাশ্ববর্ষস্য মধ্যে পতিত্বেতি ইলাবৃতমুল্লঙ্ঘ্যেত্যর্থঃ ।। ৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কেশরাচলাদি-শিখরেভ্যঃ'—মেরুপর্ব্বতের সমান উচ্চতাহেতু প্রথমতঃ কেশর-মুখ্য শৃঙ্গসমূহে (সীতা নাম্নী গঙ্গার পূর্ব্ব ধারা) পতিত হন, তারপর তাহার নিম্নভাগে অবতীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্যভাগ দিয়া, ইলাবৃত-বর্ষ উল্লঙ্ঘন করতঃ (পূর্ব্বদিকে লবণ সমুদ্রে প্রবেশ করেন) ।। ৬ ।।

এবং মাল্যবচ্ছিখরান্নিষ্পতন্তী তত অনুপরতবেগা কেতুমালমভি বঙ্ক্ষুঃ প্রতীচ্যাং দিশি সরিৎপতিং প্রবিশতি ।। ৭ ।।

অন্বয়ঃ—এবং বঙ্ক্ষুঃ (নদী) মাল্যবৎশিখরাৎ নিষ্পতন্তী (নিপতিত্বা অধঃ প্রস্রবন্তী) ততঃ অনুপরতবেগা (অপ্রতিহতো বেগো যস্যাঃ স) কেতুমালম্ অভি (কেতুমালম্ বর্ষমভিতো ব্যাপ্য) প্রতীচ্যাং দিশি সরিৎপতিং (সমুদ্রং) প্রবিশতি ।। ৭ ।।

অনুবাদ—এই প্রকারে বঙ্ক্ষু নদী মাল্যবান্ গিরির শিখরদেশ হইতে নিপতিত হইয়া উহার অধঃ-প্রদেশে প্রবাহিত হয় এবং অপ্রহিতবেগে কেতুমাল বর্ষকে প্লাবিত করিয়া পশ্চিমদিকে সমুদ্রে প্রবেশ করে ।। ৭ ।।

বিশ্বনাথ—কেতুমালমভিলক্ষ্য কেশরাচলাৎ তত্র পতিত্বেত্যর্থঃ ।। ৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কেতুমালম্ অভি'—কেতুমাল বর্ষের দিকে, অর্থাৎ বঙ্ক্ষু নদী কেশরপর্ব্বত হইতে মাল্যবান্ পর্ব্বতের অগ্রভাগে পতিত হইয়া, তথা হইতে কেতুমাল-বর্ষের দিকে প্রবাহিত হয়, তারপর শান্তবেগে পশ্চিম দিকে সমুদ্রে প্রবেশ করেন ।। ৭ ।।

ভদ্রা চোত্তরতো মেরুশিরসো নিপতিতা গিরি-শিখরাদ্গিরিশিখরমতিহায় শৃঙ্গবতঃ শৃঙ্গাদধঃ স্যন্দমানা উত্তরাংস্তু কুরূনভিত উদীচ্যাং দিশি লবণার্ণব-মভিপ্রবিশতি ।। ৮ ।।

অন্বয়ঃ—ভদ্রা (ভদ্রসংজ্ঞা ধারা) চ উত্তরতঃ মেরু শিরসঃ নিপতিতা (নিপতন্তী) গিরিশিখরাৎ (কুমুদশিখরাৎ) (উচ্চলিতা) গিরিশিখরং (নীল-শিখরং (তত উচ্চলিতা শ্বেতশিখরং) (তদপি) অতিহায় (অস্পৃষ্টৈব) শৃঙ্গবতঃ শৃঙ্গাৎ (পতিত্বা ততোঽধঃ) স্যন্দমানা (প্রস্রবন্তী) উত্তরান্ কুরূন্ তু অভিতঃ (ব্যাপ্য) উদীচ্যাং দিশি লবণার্ণবম্ (লবণ-সমুদ্রং) অভিপ্রবিশতি (সর্ব্বতোভাবেন প্রবিশতি ।।৮।।

অনুবাদ—'ভদ্রা' নাম্নী ধারাও উত্তরদিকে সুমেরুশিখর হইতে নিপতিতা হইয়া কুমুদ-পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে উর্দ্ধে উচ্চলিতা হইয়া নীলগিরি-শিখরে, তথা হইতে উচ্চলিতা হইয়া শ্বেতপর্ব্বতের শৃঙ্গে, পরে তাহাও অতিক্রমণ পূর্ব্বক শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে নিম্নে প্রবাহিতা হইয়া উত্তর কুরুদেশ ব্যাপিয়া উত্তরদিকে লবণ-সমুদ্রে প্রবেশ করিতেছে ।।৮।।

বিশ্বনাথ—গিরিশিখরাদিতি কেশরাচলশিখরা-দুচ্চলিতা নীলশিখরং ততঃ শ্বেতশিখরং তদপ্যতিক্রম্য শৃঙ্গবতঃ শৃঙ্গাদধঃ স্রবন্তীতি ইলাবৃতাদি বর্ষত্রয়-মুল্লঙ্ঘ্যেত্যর্থঃ ।। ৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গিরিশিখরাদ্' ইত্যাদি—ভদ্রা নদী কেশরাচল শিখর হইতে প্রবাহিত হইয়া নীলপর্ব্বতের শিখরে, তারপর শ্বেতপর্ব্বতের শিখরে পতিত হন। তারপর তাহাও অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে নিম্নভাগে অবতরণ-পূর্ব্বক, ইলাবৃতাদি বর্ষত্রয় উল্লঙ্ঘন করতঃ (উত্তর কুরুবর্ষের নিকট দিয়া উত্তর দিকে লবণসমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে।) ।। ৮ ।।

তথৈবালকনন্দা দক্ষিণেন ব্রহ্মসদনাদ্‌বহূনি গিরিকূটান্যতিক্রম্য হেমকূটহিমকূটান্যতিরভসতররংহসা লুঠন্তী ভারতমভিবর্ষং দক্ষিণস্যাং দিশি লবণজলধিমভিপ্রবিশতি (যস্যাং স্নানার্থঞ্চাগচ্ছতঃ পুংসঃ পদে পদেঽশ্বমেধরাজসূয়াদীনাং ফলং ন দুর্ল্লভমিতি) ॥৯॥

অন্বয়ঃ—তথৈব অলকানন্দা (অপি) দক্ষিণেন ব্রহ্মসদনাৎ (পতিতা সতী) বহূনি গিরিকূটানি অতিক্রম্য (উল্লঙ্ঘ্য) অতিরভসতররংহসা (অস্খলিত-তীব্রতরবেগেন) হেমকূটহিমকূটানি লুঠন্তী ভারতং বর্ষম্ অভি (ভারতবর্ষং অভিব্যাপ্য) দক্ষিণস্যাং দিশি লবণজলধিং (লবণসমুদ্রম্) অভিপ্রবিশতি। যস্যাং (গঙ্গায়াং) স্নানার্থঞ্চ আগচ্ছতঃ পুংসঃ পদে পদে অশ্বমেধরাজসূয়াদীনাং ফলং ন দুর্ল্লভম্ ইতি ॥ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—এইপ্রকারে অলকানন্দাও দক্ষিণদিক্ দিয়া ব্রহ্মসদন হইতে পতিতা হইয়া বহু বহু পর্ব্বত-শৃঙ্গ অতিক্রমপূর্ব্বক অস্খলিত তীব্রবেগে হেমকূট ও হিমকূট লুণ্ঠন করিয়া ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া দক্ষিণদিকে লবণ-সমুদ্রে প্রবেশ করিতেছে। ইহাতে স্নানার্থ আগমনশীল পুরুষের পদে পদে অশ্বমেধ ও রাজসূয়াদি যজ্ঞের ফললাভ দুর্ল্লভ হয় না ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—তথৈবেতি। বর্ষত্রয়মুল্লঙ্ঘ্য গিরিশিখরাদ্‌গিরিশিখরে পতন্তীত্যর্থঃ। ভারতমভিলক্ষ্য পতিত্বেতি বিশেষঃ। অত্র দ্বীপমধ্যবর্ত্তীনি বহূনি বর্ষাণি উল্লঙ্ঘ্যোল্লঙ্ঘ্যাপি চলন্তী প্রাচ্যাদিষু চতুর্ষু সমুদ্রসমীপবর্ত্তিষ্বেব বর্ষেষু কুলাচলাদবরুহ্য ভূমৌ যন্নিপততি তৎ খলু স্বপতিং সমুদ্রমভিলক্ষ্য লজ্জানম্রমুখী স্বমৌদ্ধত্যং পরিহরন্তী বেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তথৈব' ইত্যাদি—সেইরূপ বর্ষত্রয় উল্লঙ্ঘন করতঃ গিরিশিখর হইতে অপর গিরিশিখরে পতিত হইতেছে, এই অর্থ। 'ভারতম্ অভি'—ভারতবর্ষের দিকে পতিত হইয়া (অর্থাৎ এইরূপ অলকনন্দা সুমেরু পর্ব্বত হইতে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া বহু গিরিশৃঙ্গ অতিক্রমপূর্ব্বক অতিতীব্রবেগে হেমকূট ও হিমকূটের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করতঃ দক্ষিণদিকে লবণসমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে)। এখানে বিশেষ এই—দ্বীপমধ্যবর্ত্তী বহু বর্ষ (দেশ) উল্লঙ্ঘন করতঃ প্রবাহিত হইয়া পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে সমুদ্র-সমীপবর্ত্তী বর্ষসমূহে কুলাচল হইতে অবতরণপূর্ব্বক যে ভূমিতে নিপাতিত হইতেছেন, তাহা যেন নিজপতি সমুদ্রকে লক্ষ্য করতঃ লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া, অথবা নিজ ঔদ্ধত্য পরিহার করিয়া, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৯ ॥

অন্যে চ নদা নদ্যশ্চ বর্ষে বর্ষে সন্তি বহুশো মের্বাদিগিরিদুহিতরঃ শতশঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—বহুশঃ (বহুপ্রকারাঃ) অন্যে চ শতশঃ নদাঃ নদ্যশ্চ মের্বাদি গিরিদুহিতরঃ (প্রসূতাঃ ভূত্বা) বর্ষে বর্ষে সন্তি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—অন্যান্য বহুবিধ নদনদীও সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বতরাজি হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রতিবর্ষে শত শত ধারায় প্রবাহিত রহিয়াছে ॥ ১০ ॥

তত্রাপি ভারতমেব বর্ষং কর্ম্মক্ষেত্রমন্যান্যষ্ট বর্ষাণি স্বর্গিণাং পুণ্যশেষোপভোগস্থানানি ভৌমস্বর্গপদানি ব্যপদিশন্তি ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—তত্রাপি ভারতম্ এব বর্ষং কর্ম্মক্ষেত্রং অন্যানি অষ্টবর্ষাণি স্বর্গিণাং পুণ্যশেষোপভোগস্থানানি ভৌমস্বর্গপদানি (দিব্য-ভৌম-বিলভেদাৎ ত্রিবিধঃ স্বর্গঃ ভৌমস্বর্গস্য পদানি স্থানানি) ব্যপদিশন্তি (পণ্ডিতাঃ কথয়ন্তি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—বর্ষগণের মধ্যে এই ভারতবর্ষকেই কর্ম্মক্ষেত্র বলা হয়। পণ্ডিতগণ বলেন,—অন্য অষ্টবর্ষ স্বর্গীয় পুণ্যাত্মগণের পুণ্যশেষে উপভোগ-স্থান। দিব্য-স্বর্গ, ভৌম-স্বর্গ ও বিল-স্বর্গ—এই স্বর্গ ত্রিবিধ ; তন্মধ্যে ভৌমস্বর্গের স্থান ঐ অষ্টবর্ষ ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—দিব্যভৌমবিলভেদাৎ ত্রিবিধঃ স্বর্গঃ। তত্র ভৌমস্বর্গস্য পদানি স্থানানি ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভৌম-স্বর্গপদানি'— দিব্য, ভৌম ও বিল ভেদে স্বর্গ তিন প্রকার। 'তত্র'—এই সকল বর্ষের মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষই কর্ম্মক্ষেত্র, আর অপর আটটি বর্ষ স্বর্গগত ব্যক্তিগণের স্বর্গভোগের পর অবশিষ্ট পুণ্য উপভোগের স্থান। ঐ

সকল স্থানকে 'ভৌম-স্বর্গ', অর্থাৎ পার্থিব স্বর্গ বলা হয় ॥ ১১ ॥

এষু পুরুষানামযুতপুরুষায়ুর্বর্ষাণাং দেবকল্পানাং-নাগাযুতপ্রাণানাং বজ্রসংহনন-বল-বয়োমোদপ্রমুদিত-মহাসৌরতমিথুনব্যবায়াপবর্গবর্ষধৃতৈকগর্ভকলত্রাণাং ত্রেতাযুগসমঃ কালো বর্ত্ততে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—এষু (বর্ষেষু) অযুতপুরুষায়ুর্বর্ষাণাম্ (অযুতং পুরুষস্য মানুষস্য মানেন আয়ুর্বর্ষাণি যেষাং তেষাম্ অযুতবর্ষজীবিণাং) দেবকল্পানাং পুরুষাণাং নাগাযুতপ্রাণানাং (নাগাযুতস্য হস্তিদশসহস্রস্য প্রাণঃ বলং যেষাং তেষাং) বজ্রসংহননবলবয়োমোদ-প্রমুদিত - মহাসৌরত - মিথুন-ব্যবায়াপবর্গবর্ষধৃতৈক-গর্ভকলত্রাণাং (বজ্রবৎ দৃঢ়-সংহননং শরীরং তস্মিন্ যে বলবয়োমোদাঃ তৈঃ প্রমুদিতানি যানি মহাসৌর-তানি মিথুনানি তেষাং ব্যবায়াপবর্গে সম্ভোগাবসানে একবর্ষেশেষে আয়ুষি ধৃতঃ একগর্ভঃ যৈঃ তাদৃশানি কলত্রাণি যেষাং তেষাং তাদৃশানাং পুরুষাণাং) (তত্র তু ত্রেতাযুগসমঃ কালঃ বর্ত্ততে (কৃতযুগে হি সর্ব্বে ধ্যাননিষ্ঠাঃ দ্বাপরাদৌ তু দুঃখবহুলাঃ ইতি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—এই অষ্টবর্ষে যে সকল পুরুষ বাস করেন, তাঁহাদিগের পরমায়ু মনুষ্য-প্রমাণের অযুত বৎসর। তাঁহারা দেবতুল্য। তাঁহারা অযুত হস্তীর বল ধারণ করেন; তাঁহাদের শরীর বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ় এবং যৌবন, বল ও হর্ষসম্পন্ন। স্ত্রীপুরুষ তাদৃশ শরীরে পরমানন্দে সঙ্গসুখ-সম্ভোগ করেন। সম্ভোগ শেষ হইলে পর, পরমায়ু এক বর্ষ মাত্র অব-শিষ্ট থাকিতে তাঁহাদের স্ত্রীগণ, একবার মাত্র গর্ভ-ধারণ করে। অতএব, তাঁহাদের পক্ষে যেন অদ্যাপি ত্রেতাযুগ প্রবর্ত্তিত হইতেছে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অযুতং পুরুষস্য মনুষ্যস্য মানেন আয়ু-র্বর্ষাণি যেষাং দৃঢ়ং সংহননং শরীরং তস্মিন্ বল-বয়োমোদাঃ তৈঃ প্রমুদিতানি যানি মহাসৌরতানি মিথুনানি স্ত্রীপুরুষযুগলানি তেষাং ব্যবায়াপবর্গে সম্ভোগাবসানে একবর্ষশেষে আয়ুষি ধৃতৈকগর্ভাণি কলত্রাণি যেষাং তেষাং ত্রেতাযুগসম ইতি বিষয়-সুখোৎকর্ষাৎ যতঃ কৃতযুগে হি সর্ব্বে ধ্যাননিষ্ঠাঃ দ্বাপরাদৌ দুঃখবহুলাঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অযুতপুরুষায়ুঃ'—(ঐ আটটি বর্ষের অধিবাসিবৃন্দের) মানবগণের কালের পরি-মাণে আয়ুষ্কাল অযুত বৎসর। 'বজ্র-সংহনন-বল' ইত্যাদি, তাঁহাদের শরীরও বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়, তাহাতে তাঁহাদের বল, বয়স ও হর্ষহেতু স্ত্রী-পুরুষ-যুগলের মিলনোৎসব অতিশয় সুখময় হইয়া থাকে। এইরূপ সম্ভোগের অবসানকালে এক বৎসর মাত্র পরমায়ু অবশিষ্ট থাকিতে রমণীগণ একবারমাত্র গর্ভধারণ করেন। বিষয়সুখের উৎকর্ষহেতু ঐ আটটি বর্ষে সর্ব্বদাই কাল ত্রেতাযুগের তুল্যরূপে প্রকট রহিয়াছে, যেহেতু সত্যযুগে সকলেই ধ্যাননিষ্ঠ এবং দ্বাপরাদিতে দুঃখবহুল কাল পরিলক্ষিত হয় ॥১২

যত্র হ দেবপতয়ঃ স্বৈঃ স্বৈর্গণনায়কৈর্বিহিত-মহার্হণাঃ সর্ব্বর্ত্তুকুসুম-স্তবক-ফল-কিসলয়শ্রিয়া নান-ম্যমান-বিটপ-লতাবিটপিভিরুপশুম্ভমানরুচিরকাননা-শ্রমায়তনবর্ষগিরিদ্রোণীষু তথা চামলজলাশয়েষু বিকচ-বিবিধনববনরুহামোদপ্রমুদিতরাজহংসকলহংস-জল-কুক্কুট- কারণ্ডব-সারস - চক্রবাকাদিভির্মধুকরনিকরা-কৃতিভিরুপকূজিতেষু জলক্রীড়াদিভির্বিচিত্রবিনোদৈঃ সুললিতসুরসুন্দরীণাং কামকলিলবিলাস-হাস-লীলাব-লোকাকৃষ্ট-মনো-দৃষ্টয়ঃ স্বৈরং বিহরন্তি ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র হ (যেষু বর্ষেষু) সর্ব্বর্ত্তুকুসুম স্তবকফলকিসলয়শ্রিয়া নানম্যমানবিটপলতাবিটপিভিঃ সর্ব্বেষু ঋতুষু কুসুমস্তবকাদীনাং শ্রিয়া সমৃদ্ধ্যা নান-ম্যমানাঃ অত্যন্তং নম্যমানাঃ তদাশ্রিতাঃ লতাশ্চ যেষু তৈঃ বিটপিভিঃ বৃক্ষৈঃ) উপশুম্ভমানরুচিরকাননাশ্রমায়-তনবর্ষগিরিদ্রোণীষু (উপশুম্ভ মানানি শোভমানানি রুচিরানি কাননানি যেষু তেষু আশ্রমায়তনেষু বর্ষ-গিরিদ্রোণীষু পর্ব্বতদ্বয়ান্তরালেষু) তথা বিকচবিবিধ-নববনরুহামোদপ্রমুদিত - রাজহংস-কলহংস - জল-কুক্কুটকারণ্ডব-সারস-চক্রাবাকাদিভিঃ (বিকচানি প্রফুল্লানি যানি বিবিধানি নবানি বনরুহানি নীরজানি তেষাম্ আমোদেন প্রমুদিতৈঃ রাজহংসাদিভিঃ পক্ষিভিঃ) মধুকরনিকরাকৃতিভিঃ (মধুকরনিকরাণাং চ আকৃতি-

ভিঃ, জাতিবিশেষৈঃ) উপকূজিতেষু অমলজলাশয়েষু জলক্রীড়াদিভিবিচিত্রবিনোদৈঃ সুললিতসুর-সুন্দরীণাং (সুললিতাঃ মনোহরাঃ যাঃ সুরসুন্দর্য্যঃ দেবাঙ্গনাঃ তাসাং) কামকলিলবিলাসহাসলীলাবলোকাকৃষ্ট-মনোদৃষ্টয়ঃ (উদ্বুদ্ধঃ যঃ কামঃ তেন কলিলঃ সঞ্জাতঃ বিলাসঃ ক্রীড়া হাসশ্চ লীলয়া কটাক্ষেণ অবলোকশ্চ তৈঃ আকৃষ্টং মনঃ দৃষ্টিশ্চ যেষাং তৈঃ তথাভূতাঃ) দেবপতয়ঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ অপি) স্বৈঃ স্বৈঃ গণনায়কৈঃ (সেবকগণেষু মুখ্যৈঃ) বিহিতমহার্হণাঃ (সমর্পিত-স্রক্-চন্দনাদি মহোপচারাঃ সন্ত) স্বৈরং (যথেষ্টং) বিহরন্তি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—ঐ সকল বর্ষে সর্ব্বঋতুর পুষ্পগুচ্ছ, ফল ও কিসলয়ভরে অবনত বৃক্ষ ও তদাশ্রিতা লতা-সমূহ দ্বারা সুশোভিত কানন এবং তন্মধ্যে আশ্রম-সকল শোভা পাইতেছে। তথায় বর্ষের সীমা-নির্দ্দেশক পর্ব্বত দুইটীর মধ্যদেশে যে জলাশয় রহিয়াছে, তাহাতে প্রস্ফুটিত নানাবিধ নবীন-পদ্মের সৌরভে আমোদিত হইয়া রাজহংস, কলহংস, জলকুক্কুট, কারণ্ডব, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি পক্ষিগণ ও মধুকর-নিকর নানাবিধ শব্দ করিতেছে। এতাদৃশ উপবনে ও নির্ম্মল জলাশয়ে বর্ষবাসী দেবপতিগণ পরমানন্দে জলক্রীড়া করিয়া থাকেন। তৎকালে সুন্দরী সুরাঙ্গ-নাদিগের কামক্ষুব্ধ বিলাস, হাস এবং কটাক্ষাবলো-কনে তাঁহাদিগের (দেবতাদিগের) মন ও নয়ন আকৃষ্ট হইতে থাকে। ঐ সকল দেবপতির যে সকল ভৃত্য আছে, তাহারা তাঁহাদিগকে স্রক্, চন্দন প্রভৃতি বহুবিধ উপচারের সহিত সেবা করে ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—যত্র হ দেবপতয়ঃ স্বৈরং বিহরন্তী-ত্যন্বয়ঃ। সর্ব্বেষ্বেব ঋতুষু কুসুমাদীনাং শ্রিয়া সমৃদ্ধ্যা অত্যন্তং নম্যমানা বিটপা যেষাং তৈর্লতা-বিটপিভিরুপশুম্ভমানেষু শোভমানেষু রুচিরকাননা-দিষু, তত্র বর্ষগিরয়ো বর্ষখ্যাতিকরপর্ব্বতা রাজ-হংসাদিভির্মধুকরনিকরাণাঞ্চ আকৃতিভির্জাতি-বিশেষৈরুপকূজিতেষু ;—অধিকরণে নিষ্ঠা, ষষ্ঠ্যভাব-আর্ষঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যত্র হ দেবপতয়ঃ'—ঐ সকল স্থানে দেবতাগণের প্রধানগণ স্বচ্ছন্দে বিহার করেন—এই অন্বয়। সকল ঋতুতে কুসুমাদির সমৃদ্ধিতে অতিশয় অবনত বৃক্ষসকল এবং লতা, শাখা প্রভৃতির দ্বারা বনরাজি পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। 'তত্র বর্ষগিরয়ঃ', ইত্যাদি—সেখানে বর্ষের সীমানির্দ্দেশক পর্ব্বতসমূহের মধ্যবর্ত্তী নির্ম্মল জলাশয় রাজহংস প্রভৃতি এবং ভ্রমরবিশেষের শব্দে পরিপূরিত রহিয়াছে। 'জলাশয়েষু উপকূজিতেষু'—এই সপ্তমীস্থলে ব্যাকরণগত সমাধান বলিতেছেন—'অধিকরণে নিষ্ঠা' ইত্যাদি, অর্থাৎ ক্ত এবং ক্তবতু প্রত্যয়কে নিষ্ঠা বলে, তাহার যোগে অধিকরণ কারকে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগের অভাব এখানে আর্ষ-প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

নবস্বপি বর্ষেষু ভগবান্ নারায়ণো মহাপুরুষঃ পুরুষাণাং তদনুগ্রহায়াত্মতত্ত্বব্যূহেনাত্মনাদ্যাপি সন্নি-ধীয়তে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—নবসু অপি বর্ষেষু মহাপুরুষঃ ভগবান্ নারায়ণঃ পুরুষাণাং (স্বভক্তানাং) তদনুগ্রহায় (স চাসৌ প্রসিদ্ধঃ বক্ষ্যমাণানুগ্রহশ্চ তত্তৎপুরুষার্থদান-লক্ষণঃ তদর্থম্) আত্মতত্ত্বব্যূহেন (স্বমূর্ত্তিসমূহেন) আত্মনা অদ্যাপি সন্নিধীয়তে (সন্নিহিতঃ ভবতি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—নয়টী বর্ষেই পরমপুরুষ ভগবান্ নারায়ণ স্বভক্তদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত সঙ্ক-র্ষণাদি নিজ-ব্যূহতত্ত্বের সহিত অদ্যাপি সন্নিহিত হইয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—পুরুষাণাং তদনুগ্রহায় স চাসৌ বক্ষ্য-মাণোঽনুগ্রহশ্চেতি তস্মৈ তদর্থং আত্মতত্ত্বব্যূহেন স্বমূর্ত্তিসমূহেন সন্নিধীয়তো সন্নিহিতো ভবতি। অত্র উপাস্যদেবতাবর্ষেষু ভগবন্মূর্ত্তয়ঃ প্রায়ঃ প্রতিমারূপা এব জ্ঞেয়াঃ। আবিরাবির্ভবেৎ প্রহলাদস্যোপরিষ্টা-দুক্তেঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরুষাণাং'—নয়টি বর্ষের অধিবাসিবৃন্দের প্রতি, 'তদনুগ্রহায়'—নিজের প্রাকট্য এবং বক্ষ্যমাণ সেই সেই পুরুষার্থ প্রদানের নিমিত্ত, মহাপুরুষ ভগবান্ নারায়ণ নিজ মূর্ত্তিসমূহ দ্বারা অদ্যাপি সন্নিহিত রহিয়াছেন। এখানে সেই সকল বর্ষের উপাস্য ভগবন্মূর্ত্তিসকল প্রায়ই প্রতিমারূপ বুঝিতে হইবে, যেহেতু পরে প্রহলাদ বলিবেন—

"আবিরাবির্ভব" (৫।১৮।৮), অর্থাৎ আপনি প্রকট হউন ॥ ১৪ ॥

তথ্য—

পাদ্মে তু পরম-ব্যোম্নঃ পূর্ব্বাদ্যে দিক্‌চতুষ্টয়ে।
বাসুদেবাদয়ো ব্যূহাশ্চত্বারঃ কথিতাঃ ক্রমাৎ ॥
তথা পাদবিভূতৌ চ নিবসন্তি ক্রমাদিমে।
জলাবৃতিস্থ-বৈকুণ্ঠস্থিত বেদবতীপুরে ॥
সত্যোর্দ্ধে বৈষ্ণবে লোকে নিত্যাখ্যে দ্বারকাপুরে।
শুদ্ধোদাদুত্তরে শ্বেতদ্বীপে চৈরাবতীপুরে।
ক্ষীরাম্বুধিস্থিতানন্ত ক্রোড়-পর্য্যঙ্কধামনি ॥
সাত্বতীয়ে ক্বচিৎ তন্ত্রে নব ব্যূহাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণ-নৃসিংহকৌ ॥
হয়গ্রীবো মহাক্রোড়ো ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ।
তত্র ব্রহ্মা তু বিজ্ঞেয়ঃ পূর্ব্বোক্তবিধয়া হরিঃ ॥
(লঘু-ভাঃ—পূঃ খঃ ৮৩-৮৫)

অর্থাৎ পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে—পরব্যোমের পূর্ব্বাদি দিক্‌চতুষ্টয়ে বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি চতুর্ব্ব্যূহ যথাক্রমে অবস্থান করেন, আবার ভগবানের একপাদ বিভূতি অর্থাৎ এই জড়জগতের মধ্যে চারিটি স্থানে ক্রমানুয়ে বাসুদেবাদি চারি মূর্ত্তি বাস করিতেছেন। জলাবরণস্থ বৈকুণ্ঠে বেদবতীপুরে বাসুদেব, সত্য-লোকের উপরিভাগে বিষ্ণুলোকে সঙ্কর্ষণ, নিত্যাখ্যা দ্বারকাপুরে প্রদ্যুম্ন, এবং শুদ্ধজলনিধির উত্তরতীর-স্থিত ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী শ্বেতদ্বীপস্থ ঐরাবতীপুরে অনন্ত-শয্যায় অনিরুদ্ধ বাস করিতেছেন। কোন কোন সাত্বততন্ত্রে নবব্যূহের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহাদের নাম—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, মহাবরাহ ও ব্রহ্মা ॥ ১৪ ॥

———

ইলাবৃতে তু ভগবান্ ভব এক এব পুমান্, ন হ্যন্যস্তত্রাপরো নির্ব্বিশতি ভবান্যাঃ শাপনিমিত্তজ্ঞঃ। যৎ-প্রবেক্ষ্টুঃ স্ত্রীভাবস্তৎপশ্চাদ্‌বক্ষ্যামঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—ইলাবৃতে তু ভগবান্ ভবঃ (রুদ্রঃ) একঃ এব পুমান্ (অস্তি) ভবান্যাঃ (দুর্গায়াঃ) শাপনিমিত্তজ্ঞঃ ন হি অন্যঃ অপরঃ (অর্ব্বাচীনঃ জনঃ) (কোঽপি পুমান্) তত্র নির্ব্বিশতি (প্রবিশতি) যৎ প্রবেক্ষ্টুঃ (প্রবেশং করিষ্যতঃ পুংসঃ) স্ত্রীভাবঃ (ভবতি) তৎ (তস্য শাপস্য কারণং) পশ্চাৎ (নবমস্কন্ধে) বক্ষ্যামঃ (বক্ষ্যামি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—ইলাবৃত-বর্ষে ঐশ্বর্য্যশালী শিবই এক-মাত্র পুরুষ, সেখানে অন্য কোন পুরুষ নাই ; যেহেতু ভবানীর শাপবৃত্তান্ত যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা কখনও সেই স্থানে প্রবেশ করেন না। যাঁহারা না জানিয়া প্রবেশ করেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। এই শাপের বিবরণ পশ্চাৎ (নবম স্কন্ধে) বর্ণন করিব ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—পশ্চান্নবমস্কন্ধে ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পশ্চাৎ'—পরে, অর্থাৎ নবম-স্কন্ধে (বলা হইবে যেখানে প্রবেশ করিলে পুরুষ স্ত্রী-ভাব প্রাপ্ত হয়।) ॥ ১৫ ॥

———

ভবানীনাথৈঃ স্ত্রীগণার্ব্বুদসহস্রৈরবরুধ্যমানো ভগবতশ্চতুর্ম্মূর্ত্তের্ম্মহাপুরুষস্য তুরীয়াং তামসীং মূর্ত্তিং প্রকৃতিমাত্মনঃ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞামাত্মসমাধিরূপেণ সন্নি-ধাপ্যৈতদভিগৃণন্ ভব উপধাবতি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—ভবানীনাথৈঃ (ভবানী নাথা স্বামিনী যেষাং তৈঃ) স্ত্রীগণার্ব্বুদসহস্রৈঃ) (স্ত্রীগণানাম্ অর্ব্বুদ-সহস্রৈঃ) অবরুধ্যমানো (সর্ব্বতঃ সেব্যমানঃ) ভবঃ ভগবতশ্চতুর্মূর্ত্তেঃ (বাসুদেব-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ- সঙ্কর্ষণ-সংজ্ঞাঃ চতস্রঃ মূর্ত্তয়ঃ যস্য তস্য ভগবতঃ) মহা-পুরুষস্য তুরীয়াং (চতুর্থীং) সঙ্কর্ষণসংজ্ঞাম্ আত্মনঃ প্রকৃতিং (স্বকারণভূতাং) তামসীং মূর্ত্তিম্ আত্ম-সমাধিরূপেণ (মনঃসমাধানলক্ষণেন ধ্যানেন) সন্নিধাপ্য (সন্নিধানম্ আনীয়) এতৎ (বক্ষ্যমাণং মন্ত্রাদিকম্) অভিগৃণন্ (জপন্) উপধাবতি (উপাস্তে) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—এই বর্ষে ভগবান্ ভব ভবানীর অর্ব্বুদসহস্র অনুচরী কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে সেবিত হন। ভগবান্ নারায়ণের বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সঙ্কর্ষণ—এই চারিটী মূর্ত্তির মধ্যে চতুর্থী মূর্ত্তির নাম সঙ্কর্ষণ। এই মূর্ত্তি শুদ্ধচিন্ময়ী হইলেও জগৎসংহার প্রভৃতি তামসিক কার্য্যের কারণ বলিয়া ঐ মূর্ত্তিকে ব্যবহারতঃ 'তামসী' বলা যায়। ভব সেই মূর্ত্তিকে আপনার অংশী বা মূল কারণ জানিয়া তাঁহাতে চিত্ত-

সন্নিবেশপূর্ব্বক এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে উপাসনা করেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভবানীনাথা যেষাং তৈঃ অবরুধ্যমানঃ সর্ব্বতঃ সেব্যমানঃ তামসীং তমঃকার্য্যভূতস্য সংহারস্য প্রবর্ত্তয়িত্রীং বস্তুতস্তু তুরীয়াং তমোরজঃসত্ত্বেভ্যোঽপি পরাং শুদ্ধচিন্ময়ীমিত্যর্থঃ। "ন যস্য মায়া" ইত্যাদিনা "ত্রিভির্বিহীনাম্" ইত্যাদিনা চ তথা প্রতিপাদয়িষ্যমাণত্বাৎ। আত্মনঃ প্রকৃতিমংশিত্বাৎ কারণম্। আত্মনঃ সমাধির্ধ্যানং যত্র যেন রূপেণ আকারেণ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভবানী-নাথৈঃ'— ভবানী নাথ (স্বামিনী) যাঁহাদের, তাদৃশ অর্ব্বুদসহস্র সংখ্যক রমণীগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে সেবিত হইয়া ভগবান্ শঙ্কর (সঙ্কর্ষণ-দেবের ধ্যান করতঃ বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে উপাসনা করেন)। 'তামসীং'—ঐ সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তিকে সংহার কার্য্যের প্রবর্ত্তয়িত্রী বলিয়া তামসী বলা হয়, বস্তুতঃ 'তুরীয়াং'—তুরীয়া, অর্থাৎ তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব গুণ হইতেও শ্রেষ্ঠা শুদ্ধা চিন্ময়ী মূর্ত্তি—এই অর্থ। 'ন যস্য মায়া' (৫।১৭।১৯) এবং 'ত্রিভির্বিহীনং' (৫।১৭।২১)—অর্থাৎ যাঁহার দৃষ্টি মায়িক বিষয়ে অনুমাত্রও লিপ্ত হয় না, এবং যিনি সৃষ্টি, ও লয়ের কারণ হইয়াও সত্ত্বাদি গুণরহিত, ইত্যাদির দ্বারা পরে প্রতিপাদন করিবেন। 'আত্মনঃ প্রকৃতিং' —যাহা শঙ্করের নিজেরও প্রকৃতি-স্বরূপ, অর্থাৎ সঙ্কর্ষণদেব অংশী বলিয়া, তিনি ভগবান্ শঙ্করের নিজেরও প্রকৃতি-স্বরূপ, অর্থাৎ কারণ-স্বরূপ। 'আত্ম-সমাধিরূপেণ' — নিজের সমাধি বলিতে ধ্যান যে আকারের দ্বারা, অর্থাৎ ভগবান্ শঙ্কর যে সঙ্কর্ষণ-মূর্ত্তি সমাধি-দ্বারা চিত্তমধ্যে স্থাপন করতঃ উপাসনা করেন ॥ ১৬ ॥

তথ্য—

যস্তু সঙ্কর্ষণো ব্যূহো দ্বিতীয় ইতি সম্মতঃ।
... ...
স্মরারাতেরধর্ম্ম সর্পান্তক্-সুরদ্বিষাম্।
অন্তর্য্যামিত্বমাস্থায় জগৎসংহারকারকঃ ॥
(লঘু-ভাঃ—পূঃ খঃ ৮০)

অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ, দ্বিতীয়-ব্যূহ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তিনি স্মরারাতি, রুদ্র, অধর্ম্ম, অহিকুল, অন্তক ও অসুরদিগের অন্তর্য্যামী থাকিয়া জগৎসংহার-কার্য্যাদি করিয়া থাকেন।

পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা।
সঙ্কর্ষণে পূজে শিব উপাসক হঞা ॥
পঞ্চম-স্কন্ধের এই ভাগবত-কথা।
সর্ব্ববৈষ্ণবের বন্দ্য বলরাম-গাথা ॥
(চৈঃ ভাঃ আদি ১।২০-২১) ॥ ১৬ ॥

———

শ্রীভগবানুবাচ—

ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় সর্ব্বগুণসংখ্যানায়ানন্তায়াব্যক্তায় নম ইতি ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ (রুদ্রঃ) উবাচ—ওঁ ভগবতে মহাপুরুষায় সর্ব্বগুণসংখ্যানায় (সর্ব্বেষাং গুণানাং গুণকার্য্যাণাং সংখ্যানং প্রকাশঃ যস্মাৎ তস্মৈ) অনন্তায় অব্যক্তায় (অপ্রমেয়ায়) নমঃ নমঃ ইতি ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ঐশ্বর্য্যশালী ভব এই মন্ত্রে শ্রীসঙ্কর্ষণকে স্তব করিতে থাকেন ;—প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক আমি সেই মহাপুরুষ ভগবান্‌কে নমস্কার করি। তিনি—সর্ব্বগুণের প্রকাশক কিন্তু স্বয়ং অপ্রমেয় ও অনন্ত ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বেষাং গুণানাং সংখ্যানং প্রকাশো যস্মাত্তস্মৈ স্বয়ন্তু অব্যক্তায় অপ্রমেয়ায় ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সর্ব্বগুণ-সংখ্যানায়'—যাঁহা হইতে সকল গুণের সংখ্যান, অর্থাৎ প্রকাশ হইয়াছে, অথচ যিনি স্বয়ং অপ্রমেয়, (সেই মহাপুরুষ আপনাকে প্রণাম করি।) ॥ ১৭ ॥

মধ্ব—অনন্তান্তস্থিতো বিষ্ণুরনন্তশ্চ সহামুনা।
ইতি চ। পূজ্যতে গিরিশেনেশ ইলাবৃতগতেন তু।
জীবব্যপেক্ষয়া চৈব তথান্তর্য্যাম্যপেক্ষয়া।
মিশ্রাস্তু স্তুতয়ো জ্ঞেয়া বিষ্ণোরন্যত্র কেবলম্ ॥
ইতি চ ॥ ১৭ ॥

———

ভজে ভজেন্যারণপাদপঙ্কজং
ভগস্য কৃৎস্নস্য পরং পরায়ণম্।
ভক্তেষ্বলং ভাবিতভূতভাবনং
ভবাপহং ত্বা ভবভাবমীশ্বরম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভজেন্য, (ভজনম্, অর্হতীতি ভজেন্য ভজনীয়,) অরণপাদপঙ্কজম্ (অরণং ভক্তানাং ভয়াৎ রক্ষকং পাদপঙ্কজং যস্য তং) কৃৎস্নস্য (ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্ গুণস্য) পরায়ণম্ (আশ্রয়ং) পরং (শ্রেষ্ঠং) ভক্তেষু অলম্ (অত্যর্থং) ভাবিতভূতভাবনং (ভাবিতং প্রকটিতং ভূতভাবনং ভক্তপালকং নিজং রূপং যেন তং তাদৃশং) ভয়াপহং (সংসারহরং) (ভক্তেষ্বিত্যনুষঙ্গঃ) ভবভাবং (ভবং ভাবয়তীতি ভবভাবঃ তম্) ঈশ্বরং ত্বা (ত্বাম্ অহং) ভজে ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে ভজনীয়, আপনি—পরম ঈশ্বর। আপনার অভয় পাদপদ্ম ভক্তগণের ভয় বিদূরিত করে। আপনি—ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্ গুণের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়-স্থল। আপনি ভক্তগণ সমক্ষেই আপনার নিজ-ভক্তপালকস্বরূপ নিজরূপ প্রকটিত করিয়া থাকেন। হে প্রভো ! আপনি ভক্তগণের সংসার মোচন করেন এবং অভক্তদিগকে সংসারে আসক্ত করান। হে পরমেশ ! আমি আপনাকে ভজনা করি ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—নিতরাং আ সম্যগেব অরণং শরণং পাদপঙ্কজং, যস্য তং ভজে ভজে ইতি হর্ষাৎ দ্বিত্বম্। ভগস্য ষড়ৈশ্বর্য্যস্য। ভক্তেষু অলং অলঙ্কারবদ্বর্ত্তমানম্। ভাবিতঃ সৃষ্টঃ ধ্যানং কারিতো বা ভূতভাবনো ব্রহ্মা যেন তম্। ত্বা ত্বাং ভবস্য মল্লক্ষণ-দাসস্য ভাবঃ প্রেমা যত্র তম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন্যারণ-পাদপঙ্কজং'—'ন্যারণ' বলিতে নি আ অরণ—অর্থাৎ জীবের নিতরাং (সর্ব্বথা) সম্যক্‌রূপে শরণ যাঁহার পাদকমল, তাঁহাকে, 'ভজে ভজে'—বারম্বার ভজনা করি, এখানে হর্ষে দ্বিত্ব হইয়াছে। 'ভগস্য' -ষড়্ বিধ ঐশ্বর্য্যের, যিনি শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। 'ভক্তেষু অলং'—ভক্তগণের নিকট যিনি অলঙ্কারের ন্যায় বর্ত্তমান। 'ভাবিত-ভূতভাবনং'—ভাবিত, অর্থাৎ সৃষ্ট হইয়াছে ভূত-ভাবন বলিতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা যাঁহা কর্ত্তৃক, অথবা —ব্রহ্মা যাঁহাকে নিরন্তর ধ্যান করিয়া থাকেন, তাঁহাকে। 'ভব-ভাবনং'—আমার ন্যায় দাস ভবের (শঙ্করের) প্রেম যাঁহাতে, 'ত্বা'—সেই আপনাকে আমি ভজনা করি ॥ ১৮ ॥

ন যস্য মায়াগুণচিত্তবৃত্তিভি-
নিরীক্ষতো হ্যণ্বপি দৃষ্টিরজ্যতে।
ঈশে যথা নোঽজিতমন্যুরংহসাং
কস্তং ন মন্যেত জিগীষুরাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য হি ঈশে (ঈশনায় নিয়মনায়) নিরীক্ষতঃ (নিরীক্ষমাণস্যাপি) দৃষ্টিঃ অজিতমন্যু-রংহসাং (ন জিতং মন্যুরংহঃ ক্রোধবেগঃ যৈঃ তেষাং) নঃ (অস্মাকং) যথা (বিষয়ৈঃ দৃষ্টিঃ রজ্যতে তথা) মায়াগুণ-চিত্তবৃত্তিভিঃ (মায়াগুণেষু বিষয়েষু যাশ্চিত্ত-বৃত্তয়স্তাভিঃ বৃত্তিভিঃ) অণু অপি (ঈষদপি) ন অজ্যতে (ন লিপ্যতে) তম্ (ঈশ্বরম্) আত্মনঃ (ইন্দ্রিয়াণি) জিগীষুঃ (জেতুমিচ্ছুঃ মুমুক্ষুঃ) কঃ নঃ মন্যেত (কঃ বা ন সেবেত) ? ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—আমরা ক্রোধবেগ জয় করিতে পারি নাই, সুতরাং আমাদের দৃষ্টি যেরূপ রাগদ্বেষাদির দ্বারা মায়িক বিষয়ে লিপ্ত হয়, সেইরূপ পরমেশ্বর শাসন করিবার নিমিত্ত বিশ্বকে নিরীক্ষণ করিলেও তাঁহার দৃষ্টি আমাদিগের ন্যায় ঐ মায়িক বিষয়ে অণুমাত্রও লিপ্ত হয় না। অতএব ইন্দ্রিয়জয়া-ভিলাষী কোন্ মুমুক্ষু ব্যক্তি সেই ভগবানের সেবা না করিবেন ? ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—অচিন্ত্যমৈশ্বর্য্যং বিবৃণোতি—ন যস্যেতি। নিরীক্ষ্যমাণস্যাপি যস্যা দৃষ্টির্মায়া-গুণবৃত্তিভির্মায়া-গুণরূপাভিরিন্দ্রিয়বৃত্তিভির্বিষয়ৈর্ন অজ্যতে ন লিপ্যতে। কিমর্থং ?—নিরীক্ষ্যমাণস্য ঈশে ঐশ্বর্য্যায় ঈশনমীট্ সম্পদাদিত্বাৎ ভাবে ক্বিপ্ তস্মৈ। বৈধর্ম্ম্যে দৃষ্টান্তঃ —যথা অজিতক্রোধবেগানাং নোঽস্মাকং দৃষ্টি-রজ্যতে, ন তথেতি। আত্মনো জিগীষুরন্তঃ-করণানি বশীকর্ত্তুমিচ্ছুঃ কস্তং ন মন্যেত নাদ্রিয়েত ? ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সঙ্কর্ষণদেবের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য বিবৃত করিতেছেন—'ন যস্য' ইত্যাদি। 'নিরীক্ষতঃ' —নিরীক্ষ্যমাণস্য (ঈক্ষ্ ধাতু আত্মনেপদী বলিয়া শানচ্ প্রত্যয় হইবে)—সর্ব্বত্র দৃষ্টিপাত করিলেও, যাঁহার দৃষ্টি 'মায়াগুণ-চিত্তবৃত্তিভিঃ'—মায়াময় বিষয় ও চিত্তবৃত্তিসমূহ দ্বারা অণুমাত্রও লিপ্ত হয় না। কিজন্য তিনি দৃষ্টিপাত করেন ? তাহাতে বলিতে-ছেন—'ঈশে', সকলের নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত, এখানে ঈশ্ ধাতু আধিপত্য করা অর্থ, তাহার ভাববাচ্যে

'সম্পদাদিত্বাৎ'---এই সূত্রে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া নিমিত্তার্থে চতুর্থীর একবচন হইয়াছে। অর্থাৎ যিনি সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। 'বৈধর্ম্ম্যে' দৃষ্টান্ত দিতেছেন—'অজিত-মন্যু-রংহসাং নঃ' — যাহারা ক্রোধের বেগ জয় করিতে পারে না, তাদৃশ আমাদের দৃষ্টি যেরূপ মায়াময় বিষয়াদিতে লিপ্ত হয়, (আপনার সেরূপ হয় না)। 'আত্মনঃ জিগীষুঃ'---নিজের দেহেন্দ্রিয়াদি বশীভূত করিতে অভিলাষী কোন্ মুমুক্ষু ব্যক্তি, সেই আপনাকে আদর না করিবেন ? ॥ ১৯ ॥

অসদ্দৃশো যঃ প্রতিভাতি মায়য়া
ক্ষীবেব মধ্বাসবতাম্রলোচনঃ।
ন নাগবধ্বোঽর্হণ ঈশিরে হ্রিয়া
যৎপাদয়োঃ স্পর্শনধর্ষিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (ভগবান্) মায়য়া অসদ্দৃশঃ (অসতী দৃক্ দৃষ্টির্যস্য তস্য তাদৃশস্য সমীপে) মধ্বাসবতাম্রলোচনঃ (মধ্বাসবাভ্যাং তাম্রলোচনঃ বিবেকহীনঃ যথা ভবতি, তথা) ক্ষীবঃ (মত্তঃ) ইব (সন্নিরার্ষঃ) প্রতিভাতি, যৎপাদয়োঃ (যস্য পাদয়োঃ) স্পর্শনধর্ষিতেন্দ্রিয়াঃ (স্পর্শনেন ধর্ষিতং মোহিতম্ ইন্দ্রিয়ং মনঃ যাসাং তাঃ) নাগবধ্বঃ হ্রিয়া (লজ্জয়া) যস্য অর্হণে (পূজায়াং) ন ঈশিরে (সমর্থা ন জাতাঃ, 'কঃ তং ন মন্যেত' ইতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তির দৃষ্টি—অসতী, তাহার সমক্ষে যিনি মধু ও আসব-পান হেতু রক্তনেত্র বিবেকহীন উন্মত্ত পুরুষের ন্যায় ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হন, (বস্তুতঃ তিনি—স্বয়ং নিত্যানন্দস্বরূপ বদ্ধজীবের ন্যায় তাঁহার বিবেকাদির অভাব হয় না), অর্চ্চন-সময়ে যাঁহার পাদস্পর্শ হইতেই নাগবধূগণ মুগ্ধমনা হইয়া পড়েন, লজ্জাবশতঃ আর অন্যান্য অঙ্গের অর্চ্চন করিতে সমর্থা হন না, সেই ভগবান্‌কে আর কে-ই বা সমাদর না করিবে ? ২০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু মদিরামত্তস্য কুতো দৃষ্টির্নজ্যতে? তত্রাহ—অসদ্দৃশঃ কুবুদ্ধীন্ প্রতি যো মায়য়া ক্ষীবেব মত্ত ইব ভাতি। যথান্যঃ ক্ষীবো মধ্বাসবাভ্যাং তাম্রলোচনঃ বিবেকহীনো ভবতি তথৈবেত্যর্থঃ। বস্তুতস্তু ভবান্ন তথাভূতঃ কিন্তু নিত্যানন্দ-সদ্বিবেক ইতি ভাবঃ। সৌন্দর্য্যেণ নারীগণমোহনতামাহ—অর্হণে চরণপূজায়াং ন ঈশিরে ন শেকুঃ স্পর্শক্ষুভিতেন্দ্রিয়াঃ হ্রিয়েতি অস্মাকমন্তঃক্ষোভং সর্ব্বজ্ঞত্বাদয়ং জানাতীত্যতঃ সম্প্রতি কথং সেবেমহীতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, যিনি মদিরা-পানে মত্ত, তাঁহার দৃষ্টি কিজন্য বিষয়াদিতে লিপ্ত হইবে না ? তাহাতে বলিতেছেন—'অসদ্দৃশঃ', কুদৃষ্টিশালী ব্যক্তিগণের নিকট মায়াহেতুই আপনি মত্তের ন্যায় প্রতীয়মান হন, যেমন অন্য মত্ত ব্যক্তি মধু ও মদ্যপানে রক্তচক্ষু ও বিবেকহীন হয়, সেইরূপ—এই অর্থ। বস্তুতঃ আপনি তদ্রূপ নহেন, কিন্তু আপনি নিত্যানন্দ-স্বরূপ এবং সদ্বিবেক-সম্পন্ন-এই ভাব। সৌন্দর্য্যে নারীগণের মোহনতা বলিতেছেন—'অর্হণে', পূজাকালে নাগবধূগণ যাঁহার পাদযুগল স্পর্শে ক্ষুভিতেন্দ্রিয় হওয়ায় অর্চ্চনে সমর্থ হন না। 'হ্রিয়া'—লজ্জাবশতঃ, অর্থাৎ আমাদের অন্তরের ক্ষোভ, ইনি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া অবগত আছেন, অতএব সম্প্রতি আমরা কিপ্রকারে সেবা করি—এই ভাব ॥ ২০ ॥

যমাহুরস্য স্থিতিজন্মসংযমং
ত্রিভির্বিহীনং যমনন্তমৃষয়ঃ।
ন বেদ সিদ্ধার্থমিব ক্বচিৎ স্থিতং
ভূমণ্ডলং মূর্দ্ধসহস্রধামসু ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—ঋষয়ঃ (মন্ত্রাঃ—দীর্ঘতমার্ষং) যম্ অস্য (বিশ্বস্য) স্থিতিজন্মসংযমহেতুম্) আহুঃ (কথয়ন্তি), (তথা) ত্রিভিঃ (স্থিত্যাদিভিঃ) বিহীনং চ যম্ অনন্তম্ (আহুঃ যঃ অনন্তঃ) মূর্দ্ধসহস্রধামসু (মূর্দ্ধসহস্রম্ এব ধামানি ফলরূপাণি স্থানানি তেষু মধ্যে) ক্বচিৎ (একদেশে (স্থিতং ভূমণ্ডলং সিদ্ধার্থম্ ইব (সর্ষপম্ ইব) ন বেদ (ন জানাতি, তস্য ভারং মহত্ত্বঞ্চ ন গণয়তি, 'কঃ তং মন্যেত ?') ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—ঋষিগণ যাঁহাকে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও ভঙ্গের কারণ, অথচ স্থিত্যাদি (অর্থাৎ সত্ত্বাদি) গুণরহিত বলিয়া যাঁহাকে 'অনন্ত' নামে অভিহিত করেন, সেই অনন্তদেবের সহস্রফণারূপ ধামের এক-

দেশে একটী সর্ষপের ন্যায় যে ভূমণ্ডল অবস্থিত, তাহা যাঁহার গণনার মধ্যেই আসে না, সেই শ্রীভগবান্ অনন্তদেবকে কে-ই বা আদর না করিবে ? ২১ ॥

বিশ্বনাথ—জগৎকারণত্বমাহ—যমিতি। স্থিত্যাদি-হেতুম্ অথচ ত্রিভির্গুণৈর্হীনম্ অতএব তত্ত্বজ্ঞানাদনন্তং ন বেদেতি য ইতি শেষঃ। ঋষয়ঃ ঋকারো দেব-মাতা স্যাদিত্যভিধানাৎ দেবমাতরশ্চ ঋষয়শ্চ তে। সিদ্ধার্থং সর্ষপমিব কৃচিৎ কস্যচিন্মূর্দ্ধ্নি একদেশে স্থিতমিতি যদ্যপি চতুস্ত্রিংশল্লক্ষোনপঞ্চাশৎকোটিযোজন-প্রমাণস্য ভূমণ্ডলস্য অধস্তাদেব স্থিতত্বাৎ তস্মাৎ সকাশাৎ তন্মূর্দ্ধ্নাং তাবদ্বিস্তারাধিক্যং ন যুজ্যতে। তদপি অত্র গতৈর্জনৈস্তদীয়াচিন্ত্যশক্ত্যৈব তন্মূর্দ্ধ্নাং প্রমাণাপরিচ্ছেদ্যত্বং ভূমণ্ডলস্য চ সর্ষপায়মাণত্বং দৃশ্যতে, তচ্চ বাস্তবমেব ন তু মায়িকমিত্যেতদপ্যেক-মদ্ভুতমনন্তত্বমিতি তথোক্তম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জগৎকারণত্ব বলিতেছেন—'যম্', যাঁহাকে (বেদমন্ত্রসমূহ) জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কারণস্বরূপ, অথচ 'ত্রিভি-বিহীনং'—স্বরূপতঃ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারহীন তত্ত্বজ্ঞানহেতু অনন্ত বলিয়া থাকেন। 'ঋষয়ঃ'—ইত্যাদি, অভি-ধানে উক্ত হইয়াছে—ঋকার শব্দার্থ দেবমাতা (লক্ষ্মী), অর্থাৎ ঋষিগণ (বেদমন্ত্রসকল) এবং দেবমাতৃগণ যাঁহাকে 'অনন্ত' বলেন। 'ন বেদ'—যিনি (অনন্ত-দেব) স্বীয় সহস্র মস্তকস্বরূপ আশ্রয়স্থানের মধ্যে যে কোন এক স্থানে সর্ষপের ন্যায় অবস্থিত এই অতি-ক্ষুদ্র ভূমণ্ডলের কথা অনুভবই করেন না, 'যদ্যপি'—ইত্যাদি, যদিও চতুস্ত্রিংশ লক্ষ উনপঞ্চাশ কোটি যোজন-প্রমাণ ভূমণ্ডলের নিম্নেই অবস্থিত তাঁহার মস্তকসমূহের তাদৃশ বিস্তারের আধিক্য যুক্তিযুক্ত নহে, তথাপি তত্রস্থিত জনগণ তদীয় অচিন্ত্য শক্তি-বশতঃই তাঁহার মস্তকের পরিমাণের অপরিচ্ছেদ্যত্ব এবং ভূমণ্ডলের সর্ষপতুল্যত্ব অবলোকন করিয়া থাকেন, এবং তাহা বাস্তবিকই, মায়িক নহে—ইহাও একপ্রকার অদ্ভুত অনন্তত্ব—এইজন্য সেইরূপ উক্ত হইয়াছে ॥ ২১ ॥

তথ্য—

সেই বিষ্ণু শেষরূপে ধরেন ধরণী।
কাঁহা আছে মহীশিরে হেন নাহি জানি ॥
সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল।
সূর্য্য জিনি মণিগণ করে ঝলমল ॥
পঞ্চাশৎকোটী-যোজন পৃথিবী-বিস্তার।
যাঁর এক ফণে রহে সর্ষপ আকার ॥
সেই 'অনন্ত' শেষ ভক্ত-অবতার।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥
সহস্রবদনে করে কৃষ্ণগুণ গান।
নিরবধি গুণ গা'ন, অন্ত নাহি পা'ন ॥
সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে।
ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেমসুখে ॥
ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন।
আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন ॥
এত মূর্ত্তি ভেদ করি' কৃষ্ণসেবা করে।
কৃষ্ণের শেষতা পাইয়া 'শেষ' নাম ধরে ॥
সেই ত অনন্তে যাঁর কহি এক কলা।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ, কে জানে তাঁর খেলা ॥
(চৈ চঃ আদি —৫।১১৭-১২৫) ॥ ২১ ॥

যস্যাদ্য আসীদ্‌গুণবিগ্রহো মহান্
বিজ্ঞানধিষ্ণ্যো ভগবানজঃ কিল।
যৎসম্ভবোঽহং ত্রিবৃতা স্বতেজসা
বৈকারিকং তামসমৈন্দ্রিয়ং সৃজে ॥ ২২ ॥
এতে বয়ং যস্য বশে মহাত্মনঃ
স্থিতাঃ শকুন্তা ইব সূত্রযন্ত্রিতাঃ।
মহানহং বৈকৃত-তামসেন্দ্রিয়াঃ
সৃজাম সর্ব্বে যদনুগ্রহাদিদম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (যস্মাৎ) সঙ্কর্ষণাৎ মহান্ (নাম) আদ্যঃ গুণবিগ্রহঃ (গুণনিমিত্তঃ বিগ্রহঃ) আসীৎ, (স চ) বিজ্ঞান-ধিষ্ণ্যঃ (বুদ্ধিরূপঃ, স এব) কিল (অধিদেবঃ বাসুদেব-ভেদ বিবক্ষয়া) ভগবান্ অজঃ (ব্রহ্মাখ্যঃ এব ভবতি), যৎসম্ভবঃ (যস্মাৎ ব্রহ্মণঃ সম্ভবঃ জন্মঃ যস্য সঃ) অহং (রুদ্রঃ) ত্রিবৃতা (ত্রিগুণেন) স্বতেজসা (স্বশক্তিরূপেণ অহঙ্কারেণ) বৈকারিকং (দেবতাবর্গং) তামসং (পঞ্চভূতবর্গম্) ঐন্দ্রিয়ং (ইন্দ্রিয়বর্গং চ) সৃজে (সৃজামি)। মহান্ (মহত্তত্ত্বম্) অহম্ (অহঙ্কারঃ) বৈকৃততামসৈন্দ্রিয়াঃ (বৈকৃতঃ তামসশ্চ ঐন্দ্রিয়শ্চেতি) এতে বয়ং (সর্ব্বে)

সূত্রযন্ত্রিতাঃ (সূত্রেণ ক্রিয়াশক্তিপ্রাণেন যন্ত্রিতাঃ নিবদ্ধাঃ) শকুন্তাঃ (পক্ষিণ) ইব যস্য মহাত্মনঃ বশে স্থিতাঃ (সন্তঃ) যদনুগ্রহাৎ (এব) ইদং (বিশ্বং) সৃজামঃ (ন তু স্বয়ং সমর্থঃ) ॥ ২২-২৩ ॥

অনুবাদ—যাঁহা হইতে বুদ্ধির আশ্রয়স্বরূপ রজোগুণ-প্রধান মহত্তত্ত্ব শরীর ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়, আবার সেই ব্রহ্মা হইতে অহঙ্কারতত্ত্বরূপ আমি (রুদ্র) জন্ম লাভ করিয়া ত্রিগুণাত্মক স্বীয় তেজোবলে দেবতাবর্গ, পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়বর্গের সৃষ্টি করিয়া থাকি; যে মহাত্মার বশবর্ত্তী হইয়া, যাঁহার অনুগ্রহে, দেবতা, ভূত, ইন্দ্রয়বর্গ, ব্রহ্মা ও আমি রুদ্র—আমরা সকলেই সূত্রবদ্ধ পক্ষিগণের ন্যায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া এই বিশ্ব সৃষ্টি করিতে সমর্থ হই, সেই ভগবান্ অনন্তদেবকে আমি নমস্কার করি ॥ ২২-২৩ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র স্বজন্মহেতুত্বং মহদাদিদ্বারেণ প্রপঞ্চয়তি—যস্যাদ্যঃ প্রথমো গুণময়বিগ্রহো মহান্ মহত্তত্ত্বনামা তেন সঙ্কর্ষণঃ স্বয়ন্তু গুণাতীতবিগ্রহ ইত্যায়াতম্। বিজ্ঞানং সত্ত্বং ধিষ্ণ্যমাশ্রয়ো যস্য স এব এবাজো ব্রহ্মা যৎসম্ভবো যদুৎপন্নোঽহঙ্কারাত্মকো দ্বিতীয়ো রুদ্রঃ ত্রিবৃতা সত্ত্বাদিবৃত্তিত্রয়েণ স্বতেজসা স্বশক্ত্যৈবাহং বৈকারিকং দেবতাবর্গং তামসং ভূত-বর্গম্ ঐন্দ্রিয়ম্ ইন্দ্রিয়বর্গঞ্চ সৃজামি। সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব-মাহ—এতে ইতি। সূত্রযন্ত্রিতাঃ সূত্রপ্রোতাঃ শকুন্তাঃ পক্ষিণঃ শাকুনিকাধীনা ইবেত্যর্থঃ। বয়মেব কে? তানাহ—মহানিতি। বৈকৃতাদয়ঃ পূর্ব্বোক্তা বর্গাঃ ॥ ২২-২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজের জন্মের কারণত্ব মহদাদি-ক্রমে প্রকাশ করিতেছেন—'যস্য আদ্যঃ' ইত্যাদি, যাঁহার প্রথম সৃষ্টি মহত্তত্ত্ব নামক গুণময় বিগ্রহ, ইহা বলায়, স্বয়ং সঙ্কর্ষণ কিন্তু গুণাতীত বিগ্রহ, ইহা প্রতিপাদিত হইল। 'বিজ্ঞান-ধিষ্ণ্যঃ'—বিজ্ঞান বলিতে সত্ত্বই যাঁহার ধিষ্ণ্য অর্থাৎ আশ্রয়, (তাঁহার চিত্তরূপত্ব-হেতু সত্ত্ব-প্রধান বলিয়া তিনিই চিত্তাধিদেব বাসুদেব; ব্রহ্মা পৃথক্‌ভাবে রজোগুণাশ্রিত হইলেও বিষ্ণুর সহিত তাঁহার অভেদ-জ্ঞাপনের জন্য এখানে সত্ত্বগুণাশ্রিত বলিতেছেন) তিনিই 'ভগবান্ অজঃ', অর্থাৎ ব্রহ্মা। 'যৎসম্ভবঃ'—সেই ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন অহঙ্কারাত্মক দ্বিতীয় রুদ্র আমি, 'ত্রিবৃতা'—সত্ত্বাদি বৃত্তিত্রয়রূপ 'স্বতেজসা'—নিজশক্তি অহঙ্কার দ্বারা বৈকারিক দেবতাবর্গ, তামস ভূতবর্গ ও ইন্দ্রিয়-বর্গকে সৃষ্টি করি (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের বিষয় শব্দ-স্পর্শাদির আধার আকাশ, বায়ু প্রভৃতি ভূতসমূহ, ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি দেবতাসমূহ এবং ইন্দ্রিয়সমূহ প্রকট করিয়া থাকি)। সঙ্কর্ষণদেবের সর্ব্ব-নিয়ন্তৃত্ব বলিতেছেন—'এতে বয়ম্' ইত্যাদি, 'সূত্রযন্ত্রিতাঃ'—সূত্রে আবদ্ধ পক্ষিগণ যেমন শাকুন্তিকের অধীন, তদ্রূপ আমরা। আমরা কে? তাহাতে বলিতেছেন—'মহান্' ইত্যাদি, আমরা, অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, দেবতাগণ, ভূতগণ ও ইন্দ্রিয়গণ, (যাঁহারা ক্রিয়াশক্তি-দ্বারা আবদ্ধ থাকিয়া, যাঁহার বশীভূত হইয়া, যাঁহার অনুগ্রহে এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করি, সেই আপনাকে প্রণাম করিতেছি)। বৈকৃতাদি পূর্ব্বোক্ত দেবতা-বর্গ ॥ ২২-২৩ ॥

যন্নির্ম্মিতাং কর্হ্যপি কর্ম্মপর্ব্বণীং
মায়াং জনোঽয়ং গুণসঙ্গমোহিতঃ।
ন বেদ নিস্তারণযোগমঞ্জসা
তস্মৈ নমস্তেবিলয়োদয়াত্মনে ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ভুবনকোশে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—যন্নির্ম্মিতাং (যেন নির্ম্মিতাঃ কর্ম্মপর্ব্ব-ণীং) কর্ম্মাণি এব পর্ব্বাণি গ্রন্থয়ঃ তানি নয়তি প্রাপয়তীতি তথা তাং) মায়াম্ (এব তবেৎ) গুণ-সঙ্গমোহিতঃ (গুণানাং সত্ত্বাদীনাং সঙ্গঃ দেহাদি পুত্রাদিরূপঃ রসাদিরূপশ্চ তত্র বিমোহিতঃ আসক্তঃ) অয়ং জনঃ অঞ্জসা (তৎকৃপাং বিনা) কর্হি অপি (কদাপি) ন বেদ ন জানাতি (ততঃ মায়াতঃ) নিস্তারণযোগম্ (মুক্ত্যুপায়ং তু সুতরাং ন জানাতি) তস্মৈ বিলয়োদয়াত্মনে (বিলীয়তে অস্মিন্ ইতি বিলয়ঃ উদেতি অস্মাৎ ইতি উদয়ঃ বিলয়শ্চাসৌ উদয়শ্চেতি আত্মা স্বরূপং যস্য তস্মৈ) তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—যাঁহার নির্ম্মিতা মায়া আমাদিগকে কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ করে, মায়াবিমোহিত মাদৃশ ব্যক্তি যাঁহার কৃপা ব্যতিরেকে উহা হইতে নিস্তার-লাভের

উপায় জানিতে পারেন না, যাঁহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি ও লয় হইয়া থাকে, সেই সর্ব্বকারণকারণ ভগবানকে আমি নমস্কার করি ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—দুর্জ্ঞেয়ত্বং কৈমুত্যেনাহ—যেন নির্ম্মিতাং প্রাপিতাং মায়ামেবায়ং জনো ন বেদ কিমুত ত্বাং কর্ম্মপর্ব্বণীং কর্ম্মগ্রন্থিপ্রণেত্রীং তস্যা অঞ্জসা শৈঘ্র্যেণ নিস্তারণোপায়ং ভক্তিযোগং চ ন বেদ তস্যা মায়ায়া বিলয়ো ভক্তেষু উদয়স্ত্বভক্তেষু যতঃ তস্মৈ আত্মনে পরমাত্মনে ॥ ২৪ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
পঞ্চমেহয়ং সপ্তদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কৈমুত্যন্যায়ে সঙ্কর্ষণদেবের দুর্জ্ঞেয়ত্ব বলিতেছেন—যাঁহার নির্ম্মিত মায়াকেই মাদৃশ ব্যক্তি জানিতে পারে না, আর তাঁহাকে কি প্রকারে জানিবে? 'কর্ম্ম-পর্ব্বণীং'—যে মায়া জীবের কর্ম্ম-গ্রন্থি রচনা করে, অতিশীঘ্র সেই মায়ার নিস্তারণের উপায় যে ভক্তিযোগ, তাহাও এই জন গুণসঙ্গ-মোহিত হইয়া জানিতে পারে না। 'তদ্বিলয়োদয়াত্মনে'—যাঁহা হইতে সেই মায়ার ভক্তগণে বিলয় এবং অভক্তগণে উদয় হইয়া থাকে (অর্থাৎ ভগবানকে আশ্রয় করায় ভক্তগণই মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন এবং অভক্তগণ মায়াবৃত হইয়া জন্ম-মরণ সংসার-প্রবাহ ভোগ করে), সেই পরমাত্ম-স্বরূপ সঙ্কর্ষণকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥ ২৪ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার পঞ্চমস্কন্ধের সজ্জন-সম্মত সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫।১৭ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত
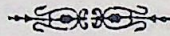
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

তথা চ ভদ্রশ্রবা নাম ধর্ম্মসুতস্তৎকুলপতয়ঃ পুরুষা ভদ্রাশ্ববর্ষে সাক্ষাদ্ভগবতো বাসুদেবস্য প্রিয়াং তনুং ধর্ম্মময়ীং হয়শীর্ষাভিধানাং পরমেণ সমাধিনা সন্নিধাপ্যেদমভিগৃণন্ত উপধাবন্তি ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভদ্রাশ্বাদি ছয়টী বর্ষে ভদ্রশ্রবা প্রভৃতির উপাস্য হয়শীর্ষাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

এই ভদ্রাশ্ব-বর্ষের অধিপতি—ভদ্রশ্রবা। তিনি এই বর্ষে প্রধান প্রধান সেবকগণের সহিত হয়গ্রীব-মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। কল্পান্তে দৈত্যরূপী অজ্ঞান বেদসমূহ অপহরণ করিলে ভগবান্ শ্রীহরি "হয়গ্রীব" মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া বেদসকল উদ্ধার করেন এবং উহা ব্রহ্মাকে প্রদান করেন।

হরি-বর্ষে প্রহলাদাদি মহাভাগবতগণের উপাস্য-রূপে ভগবান্ নৃসিংহদেব অবস্থান করিতেছেন। ভগবানের নৃসিংহমূর্ত্তির প্রকটকারণ সপ্তম-স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ষবাসি পুরুষগণ নৃসিংহদেবের নিকট বিষয়ে আসক্তিরাহিত্য ও ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি প্রার্থনা করিতে করিতে নিরন্তর তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন।

একমাত্র ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ হইতেই ভগবানের প্রভাব জানিতে পারা যায়, এই জন্য গঙ্গাদি তীর্থ-সেবাপেক্ষা ভগবদ্ভক্তসেবার শ্রেষ্ঠতা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তদিগের হৃদয়ে জ্ঞানবৈরাগ্যাদি সর্ব্বগুণের সহিত সর্ব্বদেবগণের অবস্থান। অভক্ত-

গণের হৃদয়ে মহদ্‌গুণ থাকিতে পারে না, কেননা তাহাদের চিত্ত সর্ব্বদা বহির্বিষয়ে আসক্ত। একমাত্র ভগবান্‌ই সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ও সকলের ইষ্টদেব। তাঁহাতে আসক্তিই সর্ব্বশাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য। কিন্তু শাস্ত্রাদি পড়িয়াও যদি কেহ তাঁহাতে (ভগবানে) আসক্তিরহিত হন, তবে তাঁহার শাস্ত্রাভ্যাসজনিত পরিশ্রম বৃথা হইয়াছে, জানিতে হইবে। অতএব রাগতৃষ্ণা প্রভৃতি ক্লেশের মূল-কারণ গৃহাদিতে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ভগবদুপাসনা করাই জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

কেতুমাল-বর্ষে ভগবান্ মনোহর কামদেব-মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া বিরাজমান। এই বর্ষে শ্রীলক্ষ্মীদেবী দিবাভাগে ও রাত্রিতে তত্তদধিষ্ঠাতৃ-দেবতাবৃন্দের সহিত মিলিতা হইয়া সাহস, তেজঃ ও বলের একমাত্র কারণ ষোড়শকল ভগবান্ হৃষীকেশের সেবা করিয়া থাকেন। ভগবান্‌ই জীবকে যাবতীয় ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ, সুতরাং তিনিই একমাত্র 'পতি' শব্দবাচ্য।

রম্যক-বর্ষে মনু অদ্যাবধি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা, ইন্দ্রাদি লোকপালগণেরও পালক ভগবান্ মৎস্যদেবের উপাসনা করিয়া থাকেন।

হিরণ্ময়-বর্ষে ভগবান্ বিষ্ণু কূর্ম্ম-মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া বিরাজমান। এই বর্ষে আর্য্যমা বর্ষবাসিপুরুষগণের সহিত এই মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকেন।

উত্তর কুরুবর্ষে ভগবান্ শ্রীহরি বরাহ-মূর্ত্তিতে কুরুখণ্ডবাসিজনগণের উপাস্যরূপে বিরাজ করিতেছেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—তথা চ (যথা সঙ্কর্ষণং রুদ্রঃ উপাস্তে, তথৈব) ভদ্রাশ্ব-বর্ষে ধর্ম্মসুতঃ (ধর্ম্মপুত্রঃ) ভদ্রশ্রবা নাম (বর্ষপতিঃ) তৎকুলপতয়ঃ (তস্য কুলপতয়ঃ সেবকমুখ্যাশ্চ) পুরুষাঃ সাক্ষাদ্‌ভগবতঃ বাসুদেবস্য হয়শীর্ষাভিধানাং ধর্ম্মময়ীং প্রিয়াং তনুং (মূর্ত্তিং) পরমেণ সমাধিনা সন্নিধাপ্য (সন্নিধিম্ আনীয়) ইদং (মন্ত্রাদিকম্) অভিগৃণন্তঃ (উচ্চারয়ন্তঃ) উপধাবন্তি (স্তুবন্তি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—এইরূপ ভদ্রাশ্ব-বর্ষে ধর্ম্মপুত্র 'ভদ্রশ্রবা' নামে বর্ষপতি এবং তাঁহার প্রধান প্রধান সেবকগণ বাস করেন। তাঁহারা সাক্ষাৎ ভগবান্ বাসুদেবের অতিপ্রিয়া ধর্ম্মময়ী 'হয়গ্রীব'-মূর্ত্তিকে পরমসমাধিযোগে হৃদয় মধ্যে স্থাপন করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রাদি উচ্চারণপূর্ব্বক স্তব করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অষ্টাদশে তু ভদ্রাশ্বাদিষু ষট্‌সু নিরূপ্যতে।
ভদ্রশ্রবঃ প্রভৃতিভি র্হয়শীর্ষাদিসেবনম্ ॥

ভদ্রশ্রবা নাম বর্ষপতিস্তস্য কুলপতয়ঃ সন্তানমুখ্যাঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভদ্রাশ্বাদি ছয়টি বর্ষে ভদ্রশ্রবা প্রভৃতি কর্ত্তৃক হয়শীর্ষাদির সেবন নিরূপিত হইতেছে ॥ ০ ॥

'ভদ্রশ্রবা'—ধর্ম্মের পুত্র ভদ্রশ্রবা ঐ বর্ষের অধিপতি। 'কুলপতয়ঃ'—তাঁহার প্রধান প্রধান সেবকগণ ॥ ১ ॥

শ্রীভদ্রশ্রবস উচুঃ—

ওঁ নমো ভগবতে ধর্ম্মায়াত্মবিশোধনায় নম ইতি। ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—ভদ্রাশ্রবসঃ উচুঃ (ওঁ ভগবতে ধর্ম্মায় নমঃ) (ওঁ) আত্মবিশোধনায় (জীবস্যাবিদ্যামালিন্যদূরীকরণায়) নমঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীভদ্রশ্রবা ও তদনুচরগণ বলিয়া থাকেন,—"আমরা ভগবান্ ধর্ম্মকে নমস্কার করি, যিনি জীবের অবিদ্যারূপ মলিনতা দূরীভূত করিয়া বিশেষরূপে আত্মশোধন করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্‌কে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—ভদ্রশ্রবঃ-শব্দেনাজহৎস্বার্থলক্ষণয়া তদ্‌গুণোঽপ্যুচ্যতে। অতঃ প্রাণভৃতঃ উপধাদতীতিবল্লিঙ্গসমবায়ন্যায়েন বহুবচনম্। আত্মনো জীবস্যাবিদ্যামালিন্যদূরীকরণাদ্বিশোধনায় ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্রীভদ্রশ্রবসঃ'—ভদ্রশ্রবাগণ, এখানে ভদ্রশ্রবস্-শব্দে অজহৎ-স্বার্থ (যে নিজের অর্থ ত্যাগ করে না) লক্ষণার দ্বারা তাহার গুণও বলা হইয়াছে, অর্থাৎ যাঁহার কথাশ্রবণই মঙ্গলজনক তিনি ভদ্রশ্রবা। অতএব 'প্রাণভৃতঃ উপধাদতি'—প্রাণধারিগণ জীবন ধারণ করিতেছে, ইত্যাদি প্রয়োগের মত এখানে লিঙ্গ-সমবায় ন্যায়ে বহুবচন হইয়াছে।

(এখানে গুণের সহিত গুণীর সমবায় নিত্যসম্বন্ধ)। 'আত্ম-বিশোধনায়'—যিনি জীবের অবিদ্যারূপ মালিন্য অপসারণপূর্ব্বক বিশেষরূপে শোধন করেন (সেই ভগবান্ ধর্ম্মকে প্রণাম করিতেছি।) ॥ ২ ॥

অহো বিচিত্রং ভগবদ্বিচেষ্টিতং
ঘ্নন্তং জনোঽয়ং হি মিষন্ ন পশ্যতি।
ধ্যায়ন্নসদ্যর্হি বিকর্ম্ম সেবিতুং
নির্হৃত্য পুত্রং পিতরং জিজীবিষতি ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—অহো ভগবদ্‌বিচেষ্টিতং (ভগবতঃ বিচেষ্টিতং লীলা) বিচিত্রম্; (যতঃ) অয়ং জনঃ ঘ্নন্তং (হিংসন্তং মৃত্যুং) মিষন্ (পশ্যন্ অপি) ন পশ্যতি (নানুসন্ধত্তে): যর্হি (যতঃ) অসৎ (তুচ্ছং বিষয়-সুখং) সেবিতুং বিকর্ম্ম (পাপম্ এব) ধ্যায়ন্ (মৃতং) (পুত্রং (স্বেন জনিতং বালং) পিতরং (স্বস্য জনকং বৃদ্ধঞ্চ) নির্হৃত্য (দগ্ধা স্বয়ং তদুভয়ধনৈঃ) জিজীবিষতি (জীবিতুম্ ইচ্ছতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—আহা কি আশ্চর্য্য! এই সকল মনুষ্য প্রাণাপহারক মৃত্যুকে দেখিয়াও দেখিতেছে না; যেহেতু মৃত পিতা বা পুত্রকে দাহ করিয়া তাহারা (জীবিত পিতা বা পুত্র) তাহাদের (মৃত পিতা বা পুত্রের) ধনদ্বারাই তুচ্ছ বিষয়সুখ ভোগ করিবার আশায় জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে! ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ঘ্নন্তং হিংসন্তং মৃত্যুং মিষন্ পশ্যন্নপি ন পশ্যতি; যতঃ পুত্রং স্বেন জনিতং পিতরং স্বস্য জনকঞ্চ নির্হৃত্য মৃতং দগ্ধা তন্মধ্যবর্ত্তী জনঃ স্বজনিতশ্চাপি সন্ তদুভয়ধনৈর্জীবিতুমিচ্ছতি,—মৃত্যুর্মাং কথং হাস্যতীত্যপি নানুসন্ধত্ত ইত্যতিমৌঢ্যমিতি ভাবঃ। ননু পঞ্চষানপি বাসরান্ জিজীবিষা ভগবদ্ভক্ত্যর্থং তাদৃশাপি ন বিগীতেত্যত আহ—বিকর্ম্ম সেবিতুং স্ত্রীসঙ্গাদি-সুখং কর্ত্তুম্ অসৎ স্ববিবাহাদিকং ধ্যায়ন্ যর্হীতি তত্রাপি যর্হি পুত্রাদিকং নির্হৃত্য বিশ্রাম্যতি, তর্হ্যেবেত্যাশ্চর্য্যাধিক্যম্। জিজীবিষন্নিতি পাঠঃ—ছন্দোভঙ্গাভাবাদতিসমঞ্জসঃ। ননু ভদ্রাশ্বাদি-বর্ষাণাং ভৌমসর্গরূপত্বাৎ তদ্বাসিনাং যুগপদেব পিতুঃ পুত্রস্য চ মৃত্যুদর্শনং ন ঘটতে, সত্যং; সর্ব্ব এব বাচো ভারত-ভূমিবর্ত্তিনো জনানালক্ষ্যৈবোচ্যন্তে। বয়মধন্যাঃ স্বকর্ম্মফলং ভুঞ্জানাঃ। অত্র ভদ্রাশ্বাদিবর্ষে পশুবদ্বর্ত্তামহে; যে ত্বতিধন্যা অপবর্গসাধনে ভারতভূমণ্ডলে লব্ধজন্মানঃ শ্বপচাদি-জাতয়োঽপি যত্রানায়াসেনৈব বৈকুণ্ঠপদমপি সাধয়ন্তি তত্রাপি কথমেবং মুহ্যন্তীতি রীত্যা ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঘ্নন্তং'—হিংসাকারী মৃত্যুকে, অর্থাৎ মৃত্যু সকলকে গ্রাস করিলেও, 'পশ্যন্নপি'—এই জীবলোক তাহা দেখিয়াও দেখে না, (ইহা ভগবানেরই বিচিত্র লীলা)। যেহেতু 'পুত্রং'—নিজের দ্বারা উৎপাদিত পুত্রকে এবং 'পিতরং'—নিজের জনককে, 'নির্হৃত্য'—মৃত হওয়ায় দগ্ধ করিয়া, তন্মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তি (এমন কি জীবিত পিতা বা পুত্র), তাহাদের অর্থাৎ মৃত পিতা বা পুত্রের উভয়ের ধন লইয়াই জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করে, মৃত্যু আমাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিবে (অর্থাৎ আমাকেও রেহাই দিবে না), ইহাও অনুসন্ধান করে না—ইহাই অতিশয় মূঢ়তা, এই ভাবার্থ। যদি বলেন—দেখুন, ভগবদ্‌ভজনের নিমিত্ত তাদৃশ জনেরও পাঁচ বা ছয় দিবস জীবিত থাকিবার ইচ্ছা নিন্দিত হইতে পারে না, তাহাতে বলিতেছেন—'বিকর্ম্ম সেবিতুং'—তুচ্ছ বিষয়সুখ ভোগের নিমিত্ত, অর্থাৎ স্ত্রী-সঙ্গাদি সুখ ভোগ করিবার জন্য, 'অসৎ'—স্ব-বিবাহাদি তুচ্ছ পাপ কর্ম্মের চিন্তা করিতে করিতে, 'যর্হি'—যখন, তাহাতেও আবার নিজ পুত্রাদিকে দাহ করিয়া (ভগবৎসেবা-বিমুখ হইয়া) বিশ্রাম লাভ করে, তাহাই আশ্চর্য্যের আধিক্য। 'জিজীবিষতি'—এই স্থলে 'জিজীবিষন্', এই পাঠান্তর ছন্দোভঙ্গ না হওয়ায় অতিশয় সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদি বলেন—দেখুন, ভদ্রাশ্বাদি বর্ষ পার্থিব স্বর্গস্বরূপ, সেখানের অধিবাসিগণের যুগপৎ (সমকালেই) পিতা ও পুত্রের মৃত্যুদর্শন সম্ভবপর নহে, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, কিন্তু এখানের সমস্ত কথা ভারতভূমির জনগণকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত হইয়াছে। আমরা অতিশয় ভাগ্যহীন, স্বকর্ম্মফল (পুণ্য ফল) ভোগ করিবার জন্য এই ভদ্রাশ্বাদি বর্ষে পশুর মত কালযাপন করিতেছি, কিন্তু যাহারা অতিধন্য, মুক্তিসাধনের স্থান ভারতভূমিতে জন্ম লাভকারী চণ্ডালাদি জাতিও যেখানে অনায়াসেই বৈকুণ্ঠপদও লাভ করিতে পারে, সেখানেও

কিজন্য এইরূপ বিমোহিত হয় ? এই রীতি অনুসারে উক্ত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

বদন্তি বিশ্বং কবয়ঃ স্ম নশ্বরং
পশ্যন্তি চাধ্যাত্মবিদো বিপশ্চিতঃ ॥
তথাপি মুহ্যন্তি তবাজ মায়য়া
সুবিস্মিতং কৃত্যমজং নতোঽস্মি তম্ ॥৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) অজ, (যদ্যপি) অধ্যাত্মবিদঃ (অধীত-বেদান্তবিদ্যাঃ) বিপশ্চিতঃ (জ্ঞানিনঃ) কবয়ঃ (বিবেকিনঃ) বিশ্বং নশ্বরং বদন্তি স্ম, পশ্যন্তি চ (সমাধৌ), তথাপি তব মায়য়া (যৎ) মুহ্যন্তি,—(এতচ্চ তব) কৃত্যং (চেষ্টিতং) সুবিস্মিতম্ (অতিচিত্রম্, অতঃ শাস্ত্রাদিশ্রমং বিহায়) তং (ত্বাম্) অজম্ (অহং) নতঃ অস্মি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে অজ, যদিও বেদান্তবিদ্যাধ্যয়নকারী জ্ঞানিগণ এবং বিবেকিগণ বিশ্বকে নশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং সমাধি-সময়ে ইহার নশ্বরত্ব প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করিয়া থাকেন, তথাপি যে তাঁহারা আপনার মায়া দ্বারা মুগ্ধ হন, ইহা আপনারই লীলা। হে প্রভো, আপনার মায়া—অতি চমৎকারিণী। আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—নন্ববিদ্বান্ন পশ্যতি কিমত্র চিত্রম্, তত্রাহ—বদন্তীতি। অতস্তব সুবিস্মিতমত্যাশ্চর্য্যমিত্যন্বয়ঃ। অতঃ শাস্ত্রাদিশ্রমং বিহায় ত্বামজং নতোঽস্মি ত্বাং ভজন্ত এব বিদ্বাংস ইতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—মূর্খগণ মৃত্যুকে দেখিয়াও দেখে না, ইহাতে আশ্চর্য্য কি ? তাহাতে বলিতেছেন—'বদন্তি' ইত্যাদি, অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণও এই বিশ্বকে নশ্বর বলেন, তথাপি তাঁহারাও আপনার মায়ায় মুগ্ধ হন। 'তব সুবিস্মিতম্'—আপনার এই লীলা বস্তুতঃই অতিবিচিত্র। অতএব আমি শাস্ত্রাদির অনুশীলনে পরিশ্রম না করিয়া, অজস্বরূপ সেই আপনাকেই প্রণাম করি। আপনাকে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারাই বিদ্বান্—এই ভাব ॥ ৪ ॥

বিশ্বোদ্ভবস্থাননিরোধকর্ম্ম তে
হ্যকর্ত্তুরঙ্গীকৃতমপ্যপাবৃতঃ।
যুক্তং ন চিত্রং ত্বয়ি কার্য্যকারণে
সর্ব্বাত্মনি ব্যতিরিক্তে চ বস্তুনি ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—অপাবৃতঃ (অপগতা আবৃৎ আবরণং যস্মাৎ তাদৃশস্য) অপি অকর্ত্তুঃ তে (তব) হি (যস্মাৎ) বিশ্বোদ্ভবস্থাননিরোধকর্ম্ম (বিশ্বোদ্ভবাদি কর্ম্ম বেদেন) অঙ্গীকৃতং (তৎ কর্ম্ম) কার্য্যকারণে (কার্য্যস্য কারণে স্রষ্টরি) সর্ব্বাত্মনি ব্যতিরিক্তে) (সর্ব্বতঃ অতিরিক্তে) বস্তুনি ত্বয়ি (ভগবতি) চিত্রম্ (অসম্ভাবিতং) ন (অস্তি, কিন্তু তৎ) যুক্তম্ (এব) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—আপনি নিরাবরণ ও অকর্ত্তা হইলেও বেদে যে বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসরূপ কার্য্য আপনার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই, তাহা উপযুক্তই হইয়াছে ; কারণ, আপনার অচিন্ত্যশক্তিবলে সকলই সম্ভব ; আপনি—কার্য্যের কারণ, সকলের আত্মা অথচ সকল হইতে পৃথক্—ইহা আপনার অচিন্ত্যশক্তিরই পরিচয় ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু বিদ্বাংসোঽপি মমৈব মায়য়া মুহ্যন্তি চেত্তর্হি ময্যেব দোষং প্রসঞ্জয়সীতি তত্র মায়ায়াস্তৎকার্য্যস্য চ ত্বদীয়ত্বেঽপি ত্বং ততঃ পৃথগেব বর্ত্তস ইত্যাহ—বিশ্বোদ্ভবেতি। অকর্ত্তুরিতি গুণানামেব কর্ত্তৃত্বাদিতি ভাবঃ। অঙ্গীকৃতম্ উক্তং বেদেনেতি ত্বয্যুপচারাদিতি ভাবঃ। ন চ জীববৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানাদিত্যাহ—অপাবৃতঃ ত্বং গুণৈরাবৃতো ন ভবসীত্যর্থঃ। অপগতা আবৃদাবরণং যস্য তস্যেতি বা এতচ্চ ত্বয়ি যুক্তমেব, ন তু চিত্রং মায়ায়াস্তুচ্ছক্তিত্বাৎ তৎকার্য্যাণাং কারণে ; অতঃ সর্ব্বাত্মনি সর্ব্বস্বরূপে মায়ায়াঃ স্বরূপশক্তিত্বাভাবাৎ সর্ব্বতো ব্যতিরিক্তে চেতি ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখ—বিদ্বান্ ব্যক্তিগণও আমারই মায়ার দ্বারা বিমোহিত হন, এইরূপ বলিলে, আমার উপরেই দোষ প্রসক্ত হয়, তাহার উত্তরে—মায়া এবং তাহার কার্য্য আপনার অধীন হইলেও, আপনি কিন্তু তাহা হইতে পৃথক্‌রূপেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন, ইহা বলিতেছেন—'বিশ্বোদ্ভব'—ইত্যাদি। 'অকর্ত্তুঃ'—আপনি অকর্ত্তা, যেহেতু সত্ত্বাদি গুণসক-

লেরই কর্তৃত্ব, এই ভাব। 'অঙ্গীকৃতং'—বেদ যে আপনার বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার-রূপ কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন, উহা আপনাতে উপচার-বশতঃই (যেহেতু আপনি সর্ব্বস্বরূপ ও সকল কার্য্যের কারণ-স্বরূপ)—এই ভাব। কিন্তু জীবের ন্যায় আপনার কর্তৃত্ব অভিমান নাই, ইহা বলিতেছেন—'অপাবৃতঃ' —আপনি মায়া-গুণের দ্বারা কখনই আবৃত হন না, এই অর্থ। অথবা—'অপাবৃত' বলিতে অপগত হইয়াছে আবৃৎ অর্থাৎ আবরণ যাঁহার, সেই আপনার পক্ষে ইহা যুক্তিযুক্তই, কোন বিচিত্র নহে। যেহেতু মায়া আপনার শক্তি বলিয়া তাহার কার্য্যসকল কারণস্বরূপ আপনাতে উপচরিত হইয়াছে। অতএব 'সর্ব্বাত্মনি ব্যতিরিক্তে চ'—মায়া আপনার স্বরূপ-শক্তি নহে বলিয়া, আপনি সর্ব্বস্বরূপ এবং সর্ব্বতোভাবেই সর্ব্বাতিরিক্ত (অর্থাৎ আপনি সর্ব্বোপাধিমুক্ত, সমস্ত কার্য্যের কারণ, সকলের আত্মা অথচ সকল হইতে পৃথক্।)॥ ৫॥

মধ্ব—

অপ্রয়াসেন কর্তৃত্বমকর্তৃত্বমিহোচ্যতে।
মহাশক্তিত্বতস্তচ্চ যুজ্যতে বরমস্য তু॥

ইতি তন্ত্রসারে॥ ৫॥

বেদান্ যুগান্তে তমসা তিরস্কৃতান্
রসাতলাদ্যো নৃতুরঙ্গবিগ্রহঃ।
প্রত্যাদদে বৈ কবয়েঽভিযাচতে
তস্মৈ নমস্তেঽবিতথেহিতায়॥ ইতি॥ ৬॥

অন্বয়ঃ—যুগান্তে (প্রলয়ে) তমসা (নিদ্রা-দোষেণ দৈত্যরূপেণ চ) তিরস্কৃতান্ (অপনীতান্) বেদান্ যঃ (ভগবান্) নৃতুরঙ্গবিগ্রহঃ) না চ তুরঙ্গশ্চ নৃতুরঙ্গৌ তদ্রূপঃ বিগ্রহঃ যস্য তথাভূতঃ সন্ হয়-শিরোমূর্ত্তিঃ সন্ ভবান্ তং দৈত্যং হত্বা) রসাতলাৎ (আনীয়) অভিযাচতে, কবয়ে (ব্রহ্মণে) প্রত্যাদদে (সমর্পিতবান্), তস্মৈ অবিতথেহিতায় (অবিতথং সত্যম্ ঈহিতং যস্য তস্মৈ সত্যসঙ্কল্পায় অমোঘ-চেষ্টায়) তে (তুভ্যং) নমঃ ইতি॥ ৬॥

অনুবাদ—কল্পান্তসময়ে দৈত্যরূপী অজ্ঞান বেদসমূহ অপহরণ করিলে, যিনি "হয়গ্রীব"-মূর্ত্তি প্রকট করিয়া রসাতল হইতে ঐসকলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মা প্রার্থনা করিলে, যিনি তাঁহাকে ঐ-সকল বেদ সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই সত্যসঙ্কল্প আপনাকে নমস্কার করি॥ ৬॥

বিশ্বনাথ—প্রস্তুতাবতারচরিত্রমাহ—বেদানিতি। তমসা দৈত্যরূপেণ তিরস্কৃতান্ অপনীতান্। না চ তুরঙ্গশ্চ তদ্রূপো বিগ্রহো যস্য সঃ কবয়ে ব্রহ্মণে তদর্থম্। অবিতথেহিতায় সত্যসঙ্কল্পায়॥ ৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রাসঙ্গিক অবতার-চরিত্র (হয়শীর্ষ মূর্ত্তির কথা) বলিতেছেন—'বেদান্' ইত্যাদি। 'তমসা তিরস্কৃতান্'—তামস দৈত্যগণ কর্তৃক অপহৃত বেদসমূহ। 'নৃতুরঙ্গ-বিগ্রহঃ'—মনুষ্য এবং তুরঙ্গ, তদ্রূপ বিগ্রহ যাঁহার, হয়শীর্ষ-মূর্ত্তি (অর্থাৎ মনুষ্যের শরীর ও অশ্বের মস্তকযুক্ত মূর্ত্তি)। 'কবয়ে'—ব্রহ্মা প্রার্থনা করিলে তাঁহাকেই বেদসকল প্রত্যার্পণ করিয়াছিলেন, 'অবিতথেহিতায়'—অবিতথ (অমোঘ) চেষ্টা যাঁহার, অর্থাৎ সত্যসঙ্কল্প-স্বরূপ (আপনাকে নমস্কার করি)॥ ৬॥

হরিবর্ষে চাপি ভগবান্ নরহরিরূপেণাস্তে তদ্রূপগ্রহণনিমিত্তমুত্তরত্রাভিধাস্যে। তদ্দয়িতং রূপং মহাপুরুষগুণভাজনো মহাভাগবতো দৈত্যদানবকুল-তীর্থীকরণশীলাচরিতঃ প্রহলাদোঽব্যবধানানন্যভক্তি-যোগেন সহ তদ্বর্ষপুরুষৈরুপাস্তে ইদঞ্চোদাহরতি॥৭॥

অন্বয়ঃ—হরি-বর্ষে চ অপি ভগবান্ নরহরি-রূপেণ (নৃসিংহরূপেণ) আস্তে (সন্নিহিতঃ ভবতি)। তদ্রূপ-গ্রহণনিমিত্তং (তস্য তথভূতস্বরূপ-গ্রহণস্য নৃসিংহরূপ-স্বীকারস্য নিমিত্তম্) উত্তরত্র (সপ্তম-স্কন্ধে) অভিধাস্যে (কথয়িষ্যামি)। তদ্দয়িতং (তদপি আত্মনঃ দয়িতং প্রিয়ং) রূপং মহাপুরুষ-গুণভাজনঃ (মহাপুরুষাণাং যে গুণাঃ তেষাং ভাজনঃ আশ্রয়ঃ) মহাভাগবতঃ (ভাগবতশ্রেষ্ঠঃ) দৈত্য-দানব-কুল-তীর্থীকরণশীলাচরিতঃ (দৈত্যদানবকুলানাম্ অন্যেষাম্ অপি তীর্থীকরণং শীলম্ আচরিতং চ যস্য তথাভূতঃ) প্রহলাদঃ অব্যবধানানন্যভক্তিযোগেন (অব্যবধানঃ নিরন্তরঃ অনন্যঃ অব্যভিচারী চ যঃ

ভক্তিযোগঃ তেন) তদ্‌বর্ষপুরুষৈঃ সহ উপাস্তে, ইদঞ্চ (মন্ত্রস্তোত্রাদিকম্) উদাহরতি (জপতি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—(শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্,) হরি-বর্ষেও ভগবান্ নৃসিংহরূপে অবস্থান করেন। ভগবান্ কি কারণে নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, উহা পরে (৭ম স্কন্ধে) বর্ণন করিব। মহাপুরুষগণের গুণগ্রামের আবাস স্বরূপ ভাগবতশ্রেষ্ঠ প্রহলাদ —যাঁহার চরিত্র দৈত্য-দানবকুল (এবং আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই) পবিত্রতা-সাধক, তিনি—ঐ বর্ষবাসী পুরুষগণের সহিত অবিচ্ছিন্ন অব্যভিচারিভক্তিযোগ দ্বারা সেই বিগ্রহের (প্রহলাদের অভীষ্ট নৃসিংহ-মূর্ত্তির) আরাধনা করেন এবং এই মন্ত্রস্তোত্রাদি জপ ও পাঠ করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—উত্তরত্র সপ্তমস্কন্ধে তীর্থী করণং পবিত্রীকরণং শীলমাচারশ্চ যস্য সঃ। জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রত্বাদব্যবধানঃ, অন্যদেবোপাসনাসাহিত্যাভাবাদনন্যশ্চ যো ভক্তিযোগস্তেন ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উত্তরত্র'—পশ্চাৎ সপ্তমস্কন্ধে (প্রহলাদ-চরিত্রে নৃসিংহরূপ ধারণের কারণ বর্ণিত হইবে)। 'তীর্থীকরণং'—যাঁহার শীল ও আচার দৈত্য-দানবকুলের (এবং অপর সকলেরই) পবিত্রতা-সাধক। 'অব্যবধানানন্য-ভক্তিযোগেন'—জ্ঞান ও কর্ম্মাদির দ্বারা অমিশ্রিত বলিয়া অব্যবধান এবং অন্য দেবোপাসনাদির সম্পর্ক-রহিত-হেতু অনন্য (একনিষ্ঠ) যে ভক্তিযোগ, তাহার দ্বারা (প্রহলাদ মহারাজ হরিবর্ষবাসী লোকগণের সহিত নিজের পরমপ্রিয় সেই নৃসিংহ-মূর্ত্তির উপাসনা এবং এরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন।) ॥ ৭ ॥

———

ওঁ নমো ভগবতে শ্রীনরসিংহায় নমস্তেজস্তেজসে আবিরাবির্ভব বজ্রনখ বজ্রদংষ্ট্র কর্ম্মাশয়ান্ রন্ধয় রন্ধয় তমো গ্রস গ্রস ওঁ স্বাহা অভয়মভয়মাত্মনি ভূয়িষ্ঠাঃ ওঁ ক্ষ্রৌম্ ইতি ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—ওঁ নমঃ ভগবতে নরসিংহায় তেজস্তেজসে (তেজসাম্ অপি তেজসে) নমঃ ; (হে) বজ্রনখ, বজ্রদংষ্ট্র, (ত্বম্) আবিঃ আবির্ভব (অতিপ্রকটো ভব)। কর্ম্মাশয়ান্ (কর্ম্মবাসনাঃ) রন্ধয় রন্ধয় (নির্দ্দহ নির্দ্দহ)। তমঃ (অজ্ঞানং) গ্রস গ্রস (দূরীকুরু। আত্মনি (জীবে) অভয়ম্ অভয়ং (যথা স্যাৎ তথা ত্বং) ভূয়িষ্ঠাঃ (ভূয়াঃ)। ওঁ ক্ষ্রৌম্ ইতি স্বাহা (শ্রীনৃসিংহবীজম্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীনৃসিংহ-দেবকে নমস্কার ; তিনি—তেজঃসকলেরও তেজঃ। হে বজ্রনখ, হে বজ্রদংষ্ট্র, আমাদিগের কর্ম্মবাসনাসমূহ দাহ করুন, অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করুন। আপনা হইতে আমাদের আত্মাতে অভয় আবির্ভূত হউক ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—তেজসামপি তেজসে ; কর্ম্মাশয়ান্ কর্ম্মবাসনাঃ ; কর্ম্মাশ্রয়ানিতি পাঠে—রাগাদীন্ রন্ধয় নির্দ্দহ। অভয়ং যথা স্যাত্তথা আত্মনি মন্মনসি ভূয়িষ্ঠাঃ ভূয়াঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তেজ-স্তেজসে'—তেজঃপদার্থসমূহেরও তেজঃস্বরূপ (ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবকে আমি প্রণাম করি)। 'কর্ম্মাশয়'—বলিতে কর্ম্মবাসনাসকল, এই স্থলে 'কর্ম্মাশ্রয়ান্'—এইরূপ পাঠে রাগাদি—এই অর্থ। 'রন্ধয়'—নিঃশেষে দগ্ধীভূত করুন। 'অভয়ং'—অভয় যেরূপে হয়, সেইভাবে আমার মনে আবির্ভূত হউন ॥ ৮ ॥

———

স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাং
ধ্যায়ন্তু ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া।
মনশ্চ ভদ্রং ভজতাদধোক্ষজে
আবেশ্যতাং নো মতিরপ্যহৈতুকী ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—বিশ্বস্য (সর্ব্বস্য জগতঃ) স্বস্তি (মঙ্গলম্) অস্তু, (জগদমঙ্গলহেতবে) খলঃ (দুর্ম্মতিঃ) প্রসীদতাং (ক্রোধাদিকং পরিত্যজ্য সুমতিঃ ভবতু ; সর্ব্বাণ্যেব) ভূতানি মিথঃ (পরস্পরং) ধিয়া (বুদ্ধ্যা) শিবং (মঙ্গলং) ধ্যায়ন্তু ; মনশ্চ ভদ্রম্ (উপশমাদিকং) ভজতাৎ (ভজতু ; তথা) নঃ (অস্মাকং) মতিঃ অপি অহৈতুকী (নিষ্কামা সতী) অধোক্ষজে (শ্রীবাসুদেবে) আবেশ্যতাম্ (আবেশিতা ভগবৎপ্রবণা ভবতু) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—নিখিল বিশ্বের মঙ্গল হউক ; খলব্যক্তিগণ অনুকূল হউক ; প্রাণিসকল (বুদ্ধিযোগে) পরস্পরের মঙ্গলচিন্তা করুক ; তাহাদিগের মন মঙ্গল

(উপশমাদি) ভজনা করুক এবং আমাদিগের বুদ্ধি নিষ্কামা হইয়া অধোক্ষজ শ্রীহরিতে প্রবিষ্ট হউক ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—মন্ত্রং জপিত্বা প্রার্থয়তে—স্বস্তীতি। বিশ্বস্য স্বস্তিপ্রার্থনে খলস্যাপি ভবেৎ। তচ্চ সাধুপীড়াং বিনা ন স্যাদিত্যত আহ—খলঃ প্রসীদতাং ক্রৌর্য্যং ত্যজতু, সাধুমপীড়য়তামপি পরস্পরবৈরাণাং ভূতানাং পরস্পরঘাতং বিনা স্বস্তি ন ভবেদিত্যত আহ—ধ্যায়ন্ত্বিতি। তদপি বিষয়াসক্তিমতাং বিষয়ভোগং বিনা স্বস্তি ন স্যাদিত্যত আহ—মনশ্চেতি। ভদ্রমনাসক্তিম্, তদপি ভক্তিং বিনা ভদ্রমপ্যভদ্রমেবেত্যত আহ—অধোক্ষজে শ্রীকৃষ্ণে নো মৎসহিতানাং বিশ্বেষামেব মতিরহৈতুকী নিষ্কামা সতী আবেশ্যতামধোক্ষজেনৈবেত্যর্থঃ। তত্র অদ্যৈবেতি যুগপদিতি পাদোপন্যাসাভাবাৎ ক্রমেণ কালতঃ প্রহলাদবাঞ্ছিতং ভগবান্ সম্পাদয়িষ্যত্যেব ; ন চ তর্হি সর্ব্বমুক্তৌ ব্রহ্মাণ্ডানাং শূন্যত্বপ্রসঙ্গ ইতি বাচ্যম্। জীবশক্তিমায়াশক্ত্যোর্নিত্যত্বাৎ, তদা তদৈব তাসামনন্তানামন্যেষাং জীবানাং প্রসবাদিতি ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মন্ত্র জপ করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—'স্বস্তি' ইত্যাদি, বিশ্বের মঙ্গল হউক। বিশ্বের মঙ্গল-প্রার্থনার দ্বারা খলজনেরও মঙ্গল হইবে, এবং সাধুগণের পীড়াপ্রদান ব্যতীত খল ব্যক্তির মঙ্গল সম্ভবপর নহে, এইজন্য বলিতেছেন—'খলঃ প্রসীদতাং'—খলব্যক্তি ক্রূরভাব ত্যাগ করুক। সাধুজনের পীড়াদান না করিলেও পরস্পর বৈরীভাবাপন্ন প্রাণিসমূহের মধ্যে পরস্পর আঘাত (বধ) ব্যতীত মঙ্গল হইবে না, এইজন্য বলিতেছেন—ধ্যায়ন্ত', অর্থাৎ প্রাণিগণ বুদ্ধিদ্বারা পরস্পরের কল্যাণ চিন্তা করুক। সেই কল্যাণ-কামনাও বিষয়ে আসক্তিযুক্ত ব্যক্তিদের বিষয়-ভোগ বিনা কখনই মঙ্গল হয় না, এইজন্য বলিতেছেন—'মনশ্চ', তাঁহাদের মনও শান্ত হউক। 'ভদ্রম্'—ভদ্র বলিতে এখানে বিষয়ে অনাসক্তি, তাহাও ভক্তি ব্যতীত মঙ্গল হইলেও অমঙ্গল-জনকই, এইজন্য বলিতেছেন—'অধোক্ষজে', ইন্দ্রিয়মার্গের অতীত (অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব) শ্রীকৃষ্ণে আমাদের সহিত সমগ্র বিশ্বের প্রাণিবর্গের 'মতিঃ অহৈতুকী'—চিত্ত নিষ্কাম হইয়া, 'আবেশ্যতাম্'—নিবিষ্ট হউক, অর্থাৎ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণই আমাদের মতি তাঁহাতে অভিনিবিষ্ট করুন—এই অর্থ। (শ্রীভগবানের কৃপাব্যতিরেকে তাঁহাতে মন অভিনিবেশ করা অসম্ভব বলিয়া, এইরূপ প্রার্থনা করিলেন)। এই স্থলে অদ্যই অথবা যুগপৎ—এইরূপ কোন পদ প্রয়োগ না করায়, কালক্রমে প্রহলাদের বাঞ্ছা শ্রীভগবান্ অবশ্যই সম্পাদন করিবেন। ইহার দ্বারা সকলের মুক্তি হইলেও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের শূন্যত্ব-প্রসঙ্গ হইবে, ইহা বলা যায় না, কারণ জীব-শক্তি ও মায়াশক্তি নিত্য, এইহেতু তৎক্ষণেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত অন্যান্য জীবসকলের উৎপত্তি হইতে থাকিবে ॥ ৯ ॥

মাগারদারাত্মজবিত্তবন্ধুষু
সঙ্গো যদি স্যাদ্ভগবৎপ্রিয়েষু নঃ।
যঃ প্রাণবৃত্ত্যা পরিতুষ্ট আত্মবান্
সিধ্যত্যদূরান্ন তথেন্দ্রিয়প্রিয়ঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—নঃ (অস্মাকং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং কুত্রাপি) সঙ্গঃ মা স্যাৎ। যদি (কথঞ্চিৎ স্যাৎ, তদা) ভগবৎপ্রিয়েষু (সঙ্গঃ) স্যাৎ, আগারদারাত্মজবন্ধুষু (তদাগারাদিষু সঙ্গঃ মাস্তু)। যঃ (ভগবদ্ভক্তঃ) আত্মবান্ (বশীকৃতমনাঃ) প্রাণবৃত্ত্যা (কেবলং প্রাণধারণমাত্রোপযুক্তাহারমাত্রেণ)) পরিতুষ্টঃ (যথা) অদূরাৎ (শীঘ্রম্ এব) সিধ্যতি (কৃতকৃত্যঃ ভবতি) তথা ইন্দ্রিয়প্রিয়ঃ (গৃহাদিবিষয়াসক্তঃ ন (সিধ্যতি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, কোনরূপ বিষয়েই যেন আমাদিগের আসক্তি না জন্মে। যদি আসক্তি জন্মে, তাহা হইলে যেন গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত ও বন্ধুগণে না জন্মিয়া ভগবৎপ্রিয় পুরুষগণেই আসক্তি উদিত হয়। যে আত্মতত্ত্ববিৎ পুরুষ কেবলমাত্র প্রাণধারণোপযোগী আহারমাত্রে পরিতুষ্ট থাকেন, শীঘ্রই তিনি কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। গৃহাদিবিষয়াসক্ত ব্যক্তি সেরূপ হইতে পারে না ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অধোক্ষজাসক্তেশ্চ যদ্যপি সৎসঙ্গদুঃসঙ্গৌ সাধকবাধকৌ, তদপি সৎসঙ্গস্য প্রাবল্যাৎ তস্মিন্ সতি দুঃসঙ্গঃ স্বত এবাপযাতীত্যাহ—নেতি। নোঽস্মাকং যদি ভগবৎপ্রিয়েষু সঙ্গঃ স্যাত্তদা আগারা-

দিষু মৈব স্যাৎ,—স্বতএব তেষ্বাসক্তিঃ শনৈরপযাস্যতীত্যর্থঃ। নন্বগারাদিরাহিত্যে ভোগাসিদ্ধ্যা ক্লিষ্টদেহঃ কথং বর্ত্তেতেত্যত আহ—য ইতি। প্রাণবৃত্ত্যা ভিক্ষান্নাদিভিরুদরপূর্ত্ত্যৈব তুষ্টঃ, যত আত্মবান্ ধৃতিযুক্তঃ। অদূরাদিতি ইন্দ্রিয়প্রিয়স্ত বিলম্বেনৈবেত্যর্থঃ; যদ্বা, যদি ভগবৎপ্রিয়েষু সঙ্গঃ স্যাত্তদা আগারাদিষু সঙ্গো মাস্তু, যতো যুগপদুভয়সঙ্গে সতি শীঘ্রং ন ভগবন্তং প্রাপ্নোতীত্যাহ—য ইতি; যদ্বা, আগারাদিষু সঙ্গো মাস্তু; যদি ভগবৎপ্রিয়েষু সঙ্গঃ স্যাত্তদৈব ভগবৎপ্রিয়সঙ্গাভাবে সতি ভক্ত্যসিদ্ধ্যা অসঙ্গস্য জ্ঞানজনকস্যাপি বৈফল্যমেবেতি ভাবঃ। ননু তর্হ্যলমসঙ্গেন কেবলসাধুসঙ্গ এব প্রার্থ্যতাম্? সত্যং, তদপি অসঙ্গসহিতঃ সাধুসঙ্গঃ শীঘ্রফলপ্রদো ভবতীত্যাহ—য ইতি লব্ধভগবৎপ্রিয়সঙ্গঃ। কিঞ্চ, যদি সঙ্গঃ স্যাত্তদা আগারাদিষু মা স্যাৎ, কিন্তু ভগবৎপ্রিয়েষু স্যাদিতি ব্যাখ্যানে অসঙ্গাদপি ভগবৎপ্রিয়সঙ্গস্যাপকৃষ্টত্বে ব্যঞ্জনয়াঽবগমিতে ভক্তিসিদ্ধান্তাপগমে উত্তরশ্লোকার্থস্যাসঙ্গতিঃ "তুলয়াম লবেনাপি" ইত্যাদিবচনঞ্চ বিরুদ্ধ্যেত ইত্যাদ্যবধেয়ম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত ভক্তজনের পক্ষে যদিও সৎসঙ্গ সাধক এবং দুঃসঙ্গ বাধক, তথাপি সৎসঙ্গের প্রাবল্যহেতু সেইরূপ হইলে দুঃসঙ্গ আপনা হইতেই চলিয়া যায়, ইহা বলিতেছেন—নেতি। ('যদি সঙ্গঃ স্যাৎ'—অর্থাৎ আমাদের যেন কোথাও আসক্তি না জন্মে, আর যদি তাহা হয়, তবে ভগবৎপ্রিয় জনেই যেন সঙ্গ হয়)। 'নঃ'—আমাদের যদি শ্রীভগবানের প্রিয় ভক্তগণের প্রতি সঙ্গ হয়, তাহা হইলে গৃহ, স্ত্রী, পুত্রাদির প্রতি আসক্তি হইবেই না, স্বাভাবিকভাবেই তাহাদের প্রতি আসক্তি ধীরে ধীরে অপগত হইবে—এই অর্থ। যদি বলেন—দেখুন, গৃহ, স্ত্রী, পুত্রাদি না থাকিলে ভোগের অভাবে ক্লিষ্টদেহ হইয়া কিপ্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে? তাহাতে বলিতেছেন—'যঃ' ইত্যাদি, যিনি অর্থাৎ তাদৃশ অনাসক্ত বিবেকী পুরুষ, ভিক্ষালব্ধ অন্নাদির দ্বারা উদরপূর্ত্তিতেই সত্বর পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, যেহেতু তিনি 'আত্মবান্' অর্থাৎ ধৈর্য্যশালী। 'অদূরাৎ'—ইহা বলায় ইন্দ্রিয়প্রিয় ব্যক্তি কিন্তু বিলম্বেই তুষ্ট হন—এই অর্থ। অথবা—যদি ভগবৎ প্রিয়জনে সঙ্গ হয়, তবে গৃহাদিতে আসক্তি না হউক, যেহেতু যুগপৎ (সমকালে) উভয়ের সঙ্গ হইলে, শীঘ্র ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহা বলিছেন 'যঃ'—ইত্যাদি। কিম্বা—যদি ভগবানের প্রিয়জনে সঙ্গ হয়, তখনই গৃহাদিতে আসক্তি না হউক, ভগবৎপ্রিয়জনের সঙ্গ না হইলে ভক্তিই সিদ্ধ হইবে না, তাহাতে অসঙ্গ জ্ঞানোৎপত্তিরও বৈফল্যই হইবে—এই ভাব। যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলে অসঙ্গের (অনাসক্তির) প্রয়োজনই নাই, কেবল সাধুজনের সঙ্গই প্রার্থনা করুন। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য (হ্যাঁ), তাহা হইলেও অনাসক্তির সহিত সাধুসঙ্গ শীঘ্র ফলপ্রদ হয়, ইহা বলিতেছেন—'যঃ' ইতি, অর্থাৎ যিনি ভগবৎপ্রিয়জনের সঙ্গ লাভ করিয়াছেন। আরও, যদি সঙ্গ হয়, তাহা হইলে গৃহাদিতে যেন না হয়, কিন্তু ভগবৎপ্রিয়জনে হউক—এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে, অসঙ্গ (অনাসক্তি) হইতেও ভগবৎপ্রিয়জনের সহিত সঙ্গের অপকৃষ্টত্ব ব্যঞ্জনার দ্বারা বোধগম্য হইলে, ভক্তি-সিদ্ধান্তই অপগত হইয়া পরবর্ত্তী শ্লোকার্থের অসঙ্গতি, এবং 'তুলয়াম লবেনাপি' (১।১৮।১৩, ৪।৩০।৩৪), অর্থাৎ ভগবৎসঙ্গী বিষ্ণুভক্তগণের লবমাত্র (অত্যল্প কাল) সঙ্গও স্বর্গ অথবা মোক্ষের সহিত তুলনা করি না, ইত্যাদি বাক্যের বিরুদ্ধতা হয়—এই প্রকার বুঝিতে হইবে ॥ ১০ ॥

যৎসঙ্গলব্ধং নিজবীর্য্যবৈভবং
তীর্থং মুহুঃ সংস্পৃশতাং হি মানসম্।
হরত্যজোঽন্তঃ শ্রুতিভির্গতোঽঙ্গজং
কো বৈ ন সেবেত মুকুন্দবিক্রমম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যৎসঙ্গলব্ধং (যেষাং ভগবৎপ্রিয়াণাং সঙ্গাৎ এব লব্ধং) নিজবীর্য্য-বৈভবং (নিজম্ অসাধারণং বীর্য্য-বৈভবং গোবর্দ্ধনধারণাদিকং প্রভবাতিশয়ঃ যস্য তং) মুকুন্দ-বিক্রমং (মুকুন্দস্য বিক্রমং) শ্রুতিভিঃ (শ্রবণাদিভিঃ চ) মুহুঃ (নিরন্তরং) সংস্পৃশতাং (সেবমানানাং পুংসাম্) অন্তঃ (হৃদি) গতঃ (সন্) অজঃ (ভগবান্) মানসং (মলং) হরতি (বিনাশয়তি)। তীর্থং (গঙ্গাদি তু মুহুঃ সংস্পৃশতাম্) অঙ্গজং (মলং কেবলং হরতি, ন তু

বাসনাম্, অতঃ তান্ ভগবদ্ভক্তান্) কঃ (বিবেকী) ন সেবেত (অপি তু সর্ব্বঃ এব সেবেত ইত্যর্থঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ভগবৎপ্রিয়-পুরুষগণের সঙ্গ হইতেই মুকুন্দের বিক্রমের কথা জানিতে পারা যায়। মুকুন্দের সেই বীর্য্যবৈভবের অসাধারণ ক্ষমতা আছে। যে-সকল ব্যক্তি কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার নিরন্তর সেবা করেন, শ্রীহরি তাঁহাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া মনোমল বিনাশ করিয়া থাকেন। গঙ্গাদি তীর্থ বারংবার সেবন করিলে কেবল অঙ্গজ মল নষ্ট হয়, কিন্তু ইতর-বাসনারূপ অনর্থ বিনষ্ট হয় না। অতএব কোন্ বিবেকিব্যক্তি সেই ভগবদ্ভক্তদিগের সেবা না করিবেন ? ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবৎপ্রিয়সঙ্গস্য মাহাত্ম্যমাহ—যেষাং সঙ্গাদেব লব্ধং নিজবীর্য্যবৈভবং শ্রীগোবর্দ্ধনধারণাদি-প্রভাবোৎকর্ষং সত্ত্বশোধকত্বাত্তীর্থং শ্রুতিভিঃ সংস্পৃশতাং কর্ণৈরাচম্যতাং জনানাং মানসম্ অঙ্গজং মনঃ-সম্বন্ধিনং কামং বাসনাময়ম্ অজঃ শ্রীকৃষ্ণো হরতি দূরীকরোতি, শ্লেষেণ—মানসং মনশ্চাকর্ষতি ; কীদৃশঃ সন্ ? শ্রুতিভিঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ৈরেব অন্তর্গতঃ। অতঃ কো মুকুন্দস্য বিক্রমং গোবর্দ্ধনোদ্ধারণাদি বীর্য্যং ন সেবেতেতি তস্য চ মুকুন্দবিক্রমস্য ভগবৎ-প্রিয়সঙ্গং বিনা দুর্ল্লভত্বাত্তস্যৈবোৎকর্ষঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবানের প্রিয় ভক্তগণের সঙ্গের মাহাত্ম্য বলিতেছেন—'যৎসঙ্গ-লব্ধং', যাঁহাদের সঙ্গ হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায় 'নিজ-বীর্য্য-বৈভবং' —শ্রীভগবানের অসাধারণ বীর্য্যবৈভব, শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণাদিরূপ প্রভাবের উৎকর্ষ। তাহা সত্ত্ব-শোধকত্ব-হেতু তীর্থ-স্বরূপ। 'শ্রুতিভিঃ সংস্পৃশতাং'—যে সকল ব্যক্তি শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই মুকুন্দ-চরিতকথা পান করেন (অর্থাৎ শ্রবণ করেন), তাঁহাদের 'মানসং অঙ্গজং'—মানসিক মল অর্থাৎ বাসনারাশি 'অজঃ হরতি'—শ্রীকৃষ্ণ বিদূরিত করেন, শ্লেষের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মনও আকর্ষণ করেন। কিপ্রকার হইয়া ? তাহাতে বলিতেছেন—ভক্তজনের শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারাই তাঁহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া। অতএব কোন্ ব্যক্তি ভগবান্ মুকুন্দের গোবর্দ্ধন ধারণাদি লীলা-কথা সেবা না করিবেন ? সেই মুকুন্দ-বিক্রম ভগবৎ-প্রিয়জনের সঙ্গ ব্যতীত দুর্ল্লভ বলিয়া, সেই ভক্তেরই উৎকর্ষ এখানে কীর্ত্তিত হইল ॥ ১১ ॥

———

> যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
> সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
> হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
> মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (জনস্য) ভগবতি (শ্রীবিষ্ণৌ) অকিঞ্চনা (নিষ্কামা) ভক্তিঃ (আনুকূল্যেন সেবন-প্রবৃত্তিঃ) অস্তি (বিদ্যতে) তত্র (তস্মিন্ জনে এব) সুরাঃ সর্ব্বৈঃ গুণৈঃ (ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদিভিঃ সহ) সমাসতে (সম্যক আসতে নিত্যং বসন্তি)। মনো-রথেন (মনোধর্ম্মেণ) অসতি (অনিত্যে বিষয়সুখে) বহিঃ (সংসারে) ধাবতঃ (প্রবৃত্তস্য) হরৌ অভক্তস্য (অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-পন্থিনঃ, অতঃ গৃহা-দ্যাসক্তস্য জনস্য হরিভক্ত্যসম্ভবাৎ) কুতঃ মহদ্‌গুণাঃ (মহতাং গুণাঃ জ্ঞানবৈরাগ্যাদয়ঃ শ্রেষ্ঠসদ্‌গুণরাশয়ঃ বা ভবন্তি ইতি শেষং) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে যাঁহার নিষ্কামা সেবা-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতেই সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তিবিহীন ব্যক্তি—অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম জ্ঞান-যোগ-রত বা গৃহাদিতে আসক্ত ; সুতরাং হরিতে তাহার কেবলা-ভক্তি নাই। মনোধর্ম্মের দ্বারা সে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত ; তাহাতে মহদ্-গুণগ্রামের সম্ভাবনা কোথায় ? ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—মুকুন্দবিক্রমসেবনস্য ভক্তিত্বাত্তস্যাশ্চ সাধুসঙ্গলব্ধায়াঃ পরমোৎকর্ষত্বাত্তদ্বতো ভক্তস্যাপ্যুৎ-কর্ষমাহ—যস্যেতি। অকিঞ্চনা নিষ্কামা সর্ব্বৈর্ধর্ম্ম-জ্ঞানবৈরাগ্যাদিভিঃ সহ তত্রৈব সম্যক্তয়া আসতে বসন্তি ; সর্ব্বদেবময়ঃ স এব স্যাত্তৎসেবয়ৈব সর্ব্ব-দেবসেবেতি ভাবঃ ; যদ্বা, সুরা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারো রুদ্রাদয়ঃ সর্ব্বৈর্গুণৈরেব সহ, ন তু দোষৈঃ সহে-ত্যর্থঃ। তেন তস্যাহঙ্কারাদীনামিন্দ্রিয়াণাং দুরভি-মানাদয়ো দোষা নৈব ভবন্তীতি ভাবঃ। অভক্তস্য তু মহদ্‌গুণা মহতো ভক্তিমতস্তস্য যে নির্দ্দোষা গুণাস্তে

কুতঃ ? যদি চ শাস্ত্রজ্ঞতাদয়ো গুণাঃ স্যুস্তদা খল্বীর্ষা-মৎসরাদি-দোষসহিতা এব স্যুঃ। অসতি সদ্ভির্নিন্দ্যে অবিদ্যমানে বা বহির্লাভপ্রতিষ্ঠাদি-সুখে মনোরথেনাপি ধাবতঃ ; যদ্বা, সমাসতে ইতি সুরা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারোঽন্যত্র সাংসারিকলোকে সংসারপ্রবর্ত্তকত্বেন দোষৈরেব সহাসতে জ্ঞানিলোকে নিত্যমধ্যাত্মাদি-লয়ভাবনাবতি ন সম্যগাসতে, কিন্তু অস্মত্ত এব জ্ঞানমবাপ্য পুনরস্মানেব সংজিহীর্ষাবস্মিন্ কৃতঘ্নে পুংসি স্থিতা বয়মদ্য শ্বো বা মরিষ্যাম এবেতি সভয়োৎকম্পমেবাসতে, ভক্তজনে তু প্রতিদিনং ভগবন্মাধুর্য্যে এবাধ্যাত্মাদিকং সঞ্চারয়তি সতি সর্ব্বৈগুণৈরেব সমাসতে। বয়ং কৃষ্ণায়স-জাতয়ঃ (লোহজাতয়ঃ) প্রাকৃতা অপ্যপ্রাকৃতাঃ কৃষ্ণস্পর্শসংযোগাৎ কার্ষ্ণাঃ। প্রাপ্ত-দিব্যজ্ঞাতরূপগুণা নিত্যমেব ভগবন্মাধুর্য্যামৃতে বিহরন্তোঽত্র পুংসি ন্যূনমতিমৃত্যবো ভবামেতি সানন্দ-চমৎকারং নিশ্চলীভবন্তীত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানম্ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মুকুন্দ-বিক্রমের (অর্থাৎ তদীয় গোবর্দ্ধন ধারণাদি লীলাকথায় শ্রবণাদির দ্বারা) সেবনই ভক্তি বলিয়া, সাধুসঙ্গ-লব্ধ সেই ভক্তিরও পরম উৎকর্ষতাহেতু তাদৃশ ভক্তিযুক্ত ভক্তেরও উৎকর্ষ বলিতেছেন — 'যস্য' ইত্যাদি, শ্রীভগবানের প্রতি যাহার অকিঞ্চনা বলিতে নিষ্কাম ভক্তির উদয় হইয়াছে, ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি সর্ব্বপ্রকার সদ্গুণের সহিত দেবতাগণ তাঁহাতেই সম্যক্‌রূপে বাস করেন, অর্থাৎ সেই ভক্তই সর্ব্বদেবময় হইয়া যান, তাঁহার সেবার দ্বারাই সকল দেবতার সেবা হয়—এই ভাব। অথবা—'সুরাঃ'—ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠাতা রুদ্রাদি দেবগণ, সমস্ত গুণের সহিতই বাস করেন, কিন্তু দোষের সহিত নহে—এই অর্থ। এইজন্য সেই ভক্তের অহঙ্কারাদি ইন্দ্রিয়সমূহের দুরভিমানাদি দোষ কখনই হয় না—এই ভাব। অভক্তের কিন্তু 'মহদ্গুণাঃ'—মহান্ বলিতে ভক্তিমান্ ভক্ত, তাঁহার যে সকল নির্দ্দোষ গুণ, তাহা কোথায় ? যদিও শাস্ত্রজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণ থাকে, তৎকালে ঈর্ষা, মৎসরাদি দোষের সহিতই উহা থাকে। 'অসতি'—অসৎ বলিতে যে ব্যক্তি সাধুজনের দ্বারা নিন্দনীয়, অথবা—বহির্জগতের লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদিরূপ সুখ বিদ্যমান না থাকিলে, যে ব্যক্তি মনোরথের দ্বারাও ধাবিত হয়, (তাদৃশ হরি-ভক্তি-বিহীন ব্যক্তির মধ্যে মহাজনোচিত জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি গুণের সম্ভাবনা কোথায় ?) অথবা—'সমাসতে'—ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ অন্যত্র সাংসারিক লোকে সংসার প্রবর্ত্তকত্ব-হেতু সমস্ত দোষের সহিতই বাস করেন ; আর নিত্য অধ্যাত্মাদি লয়-ভাবনারত জ্ঞানিজনে সম্যক্‌রূপে অবস্থান করেন না, কিন্তু 'আমাদের নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া পুনরায় আমাদিগকেই সংহার করিতে ইচ্ছুক এই কৃতঘ্ন পুরুষে অবস্থিত হইয়া আমরা অদ্য বা আগামীকল্য মারাই যাইব—এইরূপ ভয়ে উৎকম্পনের সহিতই বাস করেন। কিন্তু প্রতিদিন ভগবন্মাধুর্য্যেই আধ্যাত্মাদি সঞ্চারণশীল ভক্তজনে সর্ব্ব গুণের সহিতই বাস করেন। আমরা (ভক্তগণ) লোহসদৃশ প্রাকৃত হইলেও অপ্রাকৃত ; শ্রীকৃষ্ণ-স্পর্শের সংযোগহেতু 'কার্ষ্ণাঃ' —কৃষ্ণদাস, দিব্য রূপগুণ প্রাপ্ত হইয়া নিত্যই শ্রীভগবানের মাধুর্য্যামৃতে বিহরণশীল, অতএব এই ভক্তজনের মধ্যেই নিশ্চিতই আমরা মৃত্যুকে অতিক্রম করতঃ অমর হইতে পারিব—এইরূপে সানন্দ-চমৎকারিতায় নিশ্চল হইয়া দেবগণ বাস করেন— এই অর্থ। অন্যান্য অর্থ সমান। [এখানে কৃষ্ণ-শব্দের শ্লেষার্থে ভক্তকে লোহ-জাতীয় বলায়, লৌহার ভিতরে যেমন অন্য কোন রস প্রবেশ করিতে পারে না, তদ্রূপ ভক্তের অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণ-রস ব্যতীত অন্য কিছুই প্রবেশ করে না, এইহেতু তাঁহারা প্রাকৃত হইয়াও শ্রীভগবানের গুণসংস্পর্শে অপ্রাকৃতত্ব ধর্ম্ম-বিশিষ্ট, শ্রীভগবৎসেবারত তদীয় নিত্য কৃষ্ণদাস।] ॥ ১২ ॥

তথ্য—

"সেবায় অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তাঁর যশোগুণ সর্ব্বজগতে প্রকাশ ॥
সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর।
মধুরবচন, মধুরচেষ্টা, মহাধীর ॥
সবার সম্মানকর্ত্তা, করেন সবার হিত।
কৌটিল্য-মাৎসর্য্য-হিংসা-শূন্য তাঁর চিত ॥
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ।
সে সব গুণের তাঁর শরীরে নিবাস ॥"

(চৈঃ চঃ আদি—১৭।৫৪-৫৭)

"সর্ব্বমহাগুণ গণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে ॥
সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ।
সব কহা না যায়, করি দিগ্‌দরশন ॥
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য—২২।৭২-৭৭)

অকিঞ্চনা—নিষ্কামা—(শ্রীধর ও চক্রবর্ত্তী) ; নাস্তি কিঞ্চন যস্যাঃ সা অকিঞ্চনা—কিঞ্চিদৈহিকামুষ্মিকঞ্চ ফলমনবলম্ব্যমানা—(বীররাঘব) ; ভগবদিতর-ফলবিষয়-রহিতা (শ্রীশুকদেব) ॥ ১২ ॥

হরির্হি সাক্ষাদ্ভগবাঞ্ছরীরিণা-
মাত্মা ঝষাণামিব তোয়মীপ্সিতম্।
হিত্বা মহাংস্তং যদি সজ্জতে গৃহে
তদা মহত্ত্বং বয়সা দম্পতীনাম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—ঝষাণাং (মীনানাম্) ঈপ্সিতং তোয়ম্ ইব সাক্ষাৎ ভগবান্ হরিঃ হি শরীরিণাং (দেহ-ধারণাম্) আত্মা। তং (হরিং) হিত্বা (ত্যক্ত্বা) মহান্ (অতিপ্রসিদ্ধঃ অপি জনঃ) যদি গৃহে সজ্জতে (আসক্তঃ ভবতি), তদা (তস্য) দম্পতীনাং (মিথুনানাং কেবলং শূদ্রাদিষু প্রসিদ্ধং) বয়সা (এব কেবলং যৎ) মহত্ত্বং (তদেব তস্য ভবতি, ন তু জ্ঞানাদিনা ; যতঃ মিথুনেষু তেষু পূজামানেষু স্ত্রীভ্যঃ পুংসাং মহত্ত্বং বালমিথুনেভ্যশ্চ বৃদ্ধমিথুনানাং মহত্ত্বং যথা তথা ইত্যর্থঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—জল যেরূপ মীনগণের অভীষ্ট বস্তু সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীহরিও তদ্রূপ প্রাণিগণের আত্মা। মহদ্‌ব্যক্তিও যদি সেই শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে আসক্ত হন, তাহা হইলে (শূদ্রাদি জাতিতেও) স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কেবলমাত্র বয়সদ্বারা যে মহত্ত্ব প্রসিদ্ধ আছে, তিনিও সেই তুচ্ছ পার্থিব মহত্ত্বই ধারণ করেন,—জ্ঞানাদির দ্বারা যথার্থ মহত্ত্ব তাঁহাতে কিছুই থাকে না ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ভক্তিরাহিত্যাদেব গৃহে সজ্জতাং শাস্ত্রজ্ঞত্বাদি-গুণবতাং লোকে মহত্ত্বং দৃশ্যতে ? সত্যং ; তত্তু বস্তুত উপহাসাস্পদমেবেতি সহেতুকমাহ—হরির্হীতি। তোয়মীপ্সিতমিতি কশ্চিৎ ঝষজাতির্যথা তোয়মপি হিত্বা বহিস্তটাদিষু সুখার্থং প্রচরন্ জীবন্মৃতো ভবতি, তথৈব হরিবিমুখো জীবন্মৃত এব স, ন তু মহানিতি ভাবঃ। তদপি যদি লোকে মহান্ স্যাত্তদা বয়সা যৌবনেনৈব দম্পতীনাং যথা মহত্ত্বং তথা যূনোর্দম্পত্যোর্যথা পরস্পরমাদরস্তথা ন বৃদ্ধয়োর্নাপি বালয়োঃ দম্পতিপূজায়াঞ্চ যৌবনবিশিষ্টাদেব দম্পতী বস্ত্রালঙ্কারাদিভিরধিকং পূজ্যেতে, ন তথা বৃদ্ধাবিতি ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, হরিভক্তিহীন, অথচ গৃহে আসক্ত—এরূপ শাস্ত্রজ্ঞত্বাদি গুণযুক্ত কোন কোন ব্যক্তিও ত লোকসমাজে মহৎ বলিয়া পরিচিত হন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—হ্যাঁ, কিন্তু বস্তুতঃ উহা উপহাসযোগ্যই, ইহা যুক্তিসহ বলিতেছেন—'হরিঃ হি' ইত্যাদি (অর্থাৎ মৎস্যগণের পক্ষে চিরবাঞ্ছিত জলই যেরূপ তাহাদের আত্মা, তদ্রূপ সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীহরিই নিখিল জীবগণের আত্মা)। 'তোয়ম্ ঈপ্সিতম্'—কোনও মৎস্য যেমন তাঁহার অভীষ্ট জলও পরিত্যাগ করিয়া, বাহিরে তটাদিতে সুখান্বেষণের নিমিত্ত বিচরণ করিলে জীবন্মৃত হয়, তদ্রূপ হরি-বিমুখ জন জীবন্মৃতই, কিন্তু তিনি মহান্ নহেন—এই ভাব। তথাপি লোকসমাজে যদি তিনি মহান্ বলিয়াই পরিচিত হন, তাহা বয়সের জন্যই, যেমন যৌবনের দ্বারাই দম্পতীগণের (স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে) মহত্ত্ব, তদ্রূপ। যৌবন-প্রাপ্ত দম্পতীর মধ্যে যেমন পরস্পর আদর, সেরূপ বৃদ্ধদ্বয় ও বালকদ্বয়ের মধ্যে নহে। এবং দম্পতী-পূজার স্থলে যৌবন-বিশিষ্টহেতুই বস্ত্র, অলঙ্কারাদির দ্বারা দম্পতী অধিক পূজিত হইয়া থাকে, সেরূপ বৃদ্ধদ্বয় সমাদৃত হয় না ॥ ১৩ ॥

তস্মাদ্‌রজোরাগবিষাদমন্যু-
মানস্পৃহাভয়দৈন্যাধিমূলম্।

হিত্বা গৃহং সংসৃতিচক্রবালং
নৃসিংহপাদং ভজতাকুতোভয়ম্ ॥ ইতি॥১৪॥

অন্বয়ঃ—(যস্মাদেবং,) তস্মাৎ রজোরাগবিষাদমন্যুমানস্পৃহাভয়দৈন্যাধিমূলং (রজঃ তৃষ্ণা রাগঃ অভিনিবেশঃ-ইত্যাদীনাং মূলং কারণম্, অতএব) সংসৃতিচক্রবালং (সংসৃতীনাং জন্মমরণাদীনাং চক্রবালং মণ্ডলম্ অবিচ্ছেদঃ যস্মাৎ তথাভূতং) গৃহং হিত্বা (পরিত্যজ্য) অকুতোভয়ং (ন কুতঃ অপি ভয়ম্ উপাসকানাং যস্মাৎ তথাভূতং) নৃসিংহ পাদং ভজত ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অতএব, হে অসুরগণ, তোমরা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অকুতোভয় শ্রীনৃসিংহের চরণারবিন্দ ভজনা কর। এই গৃহই (গৃহাসক্তিই) রাগ, তৃষ্ণা, বিষাদ, ক্রোধ, মান, স্পৃহা, ভয়, দৈন্যপ্রভৃতির নিদান (মূলকারণ); অতএব উহা জন্মমরণাদি সংসারমালার আলবালস্বরূপ ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—রজস্তৃষ্ণা রাগোঽভিনিবেশঃ। সংসৃতেশ্চক্রবালং মণ্ডলরূপং গৃহমধ্য এব সংসৃতিস্তিষ্ঠতীতি। ভাবঃ। ভজতেত্যসুরান্ প্রত্যুপদেশঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রজঃ'—বিষয়ের প্রতি তৃষ্ণা, 'রাগঃ'—তাহাতে অভিনিবেশ। 'সংসৃতি-চক্রবালং'—সংসৃতি বলিতে জন্ম-মরণাদির নিরবচ্ছিন্ন মণ্ডলরূপ প্রবাহ, উহা গৃহমধ্যেই থাকে—এই ভাব। 'ভজত'—(অতএব ঐ সংসারপ্রবাহের আশ্রয়স্বরূপ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নির্ভয়ে, অকুতোভয় অর্থাৎ যাঁহার সেবকগণেরও কোথা হইতে ভয় নাই, তাদৃশ শ্রীনৃসিংহ-পাদপদ্ম) ভজন কর, ইহা অসুরগণের প্রতি (শ্লেষে অসুরভাবাপন্ন জীবগনের প্রতি) শ্রীপ্রহলাদের উপদেশ ॥ ১৪ ॥

—

কেতুমালেঽপি ভগবান্ কামদেবস্বরূপেণ লক্ষ্ম্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া প্রজাপতের্দুহিতৄণাং পুত্রাণাঞ্চ তদ্বর্ষপতীনাং পুরুষায়ুষাহোরাত্রপরিসংখ্যানানাং যাসাং গর্ভা মহাপুরুষমহাস্ত্রতেজসোদ্বেজিতমনসাং বিধ্বস্তা ব্যসবঃ সংবৎসরান্তে নিপতন্তি ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—কেতুমালে অপি ভগবান্ কামদেবস্বরূপেণ (প্রদ্যুম্নরূপেণ) লক্ষ্ম্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া (প্রিয়ং কর্ত্তুমিচ্ছয়া) পুরুষায়ুষা অহোরাত্র-পরিসংখ্যানানাং (পুরুষায়ুষা বর্ষশতেন যানি অহোরাত্রানি তৈঃ পরিসংখ্যানং গণনা যেষাং তেষাং ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্রসংখ্যানাং) প্রজাপতেঃ দুহিতৄণাং পুত্রাণাং চ তদ্বর্ষপতীনাং চ (প্রিয়চিকীর্ষয়া চ আস্তে) মহপুরুষ-মহাস্ত্রতেজসোদ্বেজিতমনসাং (মহাপুরুষস্য বিষ্ণোঃ যৎ মহাস্ত্রং কালচক্রং তস্য তেজসা উদ্বেজিতমনসাং) যাসাং (দুহিতৄণাং) বিধ্বস্তাঃ (বিত্রস্তাঃ অতঃ) ব্যসবঃ (মৃতাঃ সন্তঃ) গর্ভাঃ সংবৎসরান্তে (সংবৎসরস্য অন্তে) নিপতন্তি ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, কেতুমাল-বর্ষেও ভগবান্ বিষ্ণু লক্ষ্মীর এবং সংবৎসরের ষট্‌ত্রিংশৎ-সহস্র-পুত্র-কন্যার প্রিয়কামনায় প্রদ্যুম্নরূপে (কামদেবস্বরূপে) বিরাজিত আছেন। মহাপুরুষের মহাস্ত্র-দর্শনে মন উদ্বিগ্ন হওয়ায় বৎসরের কন্যাগণের গর্ভ নষ্ট হইয়া সংবৎরান্তে পতিত হয় ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—কামেন কন্দর্পবিলাসেন দীব্যতীতি কামদেবস্তৎস্বরূপেণ ভগবানাস্ত ইতি শেষঃ;—"সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ" ইতি শ্রুতেঃ। প্রজাপতিঃ সম্বৎসরাত্মকঃ কালস্তদভিমানী দেব এব তস্য দুহিতৄণাং পুত্রানাঞ্চ রাত্রিদিবসাভিমানিনাং দেবানাং প্রিয়চিকীর্ষয়া পুরুষায়ুষেতি কথনসমকাল-কলিযুগাপেক্ষয়োক্তের্বর্ষশতেন যান্যহোরাত্রাণি তৈঃ পরিসংখ্যা গণনা যেষাং ষট্‌ত্রিংশৎসহস্রাণামিত্যর্থঃ। যাসাং পতিমতীনাং দুহিতৄণাং দিবসসহিতানাং রাত্রীণামিত্যর্থঃ। মহাস্ত্রতঃ কালচক্ররূপাৎ। গর্ভাঃ ক্ষণলবাদ্যাত্মকাঃ কালাঃ, যদ্বা, বর্ষভোজ্যানি লোকানাং প্রারব্ধকর্ম্মফলান্যেব তা রাত্রীর্নিমিত্তীকৃত্যোজ্জৃম্ভতত্বাত্তাসামেব গর্ভা ইত্যুৎপ্রেক্ষন্তে। তথা তেষাং সংবৎসরাত্মকস্থূলকালান্তে ভোগেন ক্ষয় এব গর্ভপাতত্বেনোৎপ্রেক্ষিতঃ। অহোরাত্রাধিষ্ঠাত্র্যো দেবতাস্তাঃ প্রাকৃতলোকবর্ত্তিনো ভগবন্তমুপাস্য বৈকুণ্ঠ এব তদ্ভক্তানামনশ্বরপ্রেমসেবাসুখনিমিত্তরূপা ভবিষ্যন্তীত্যুপাসনাফলঞ্চ দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কামদেব-স্বরূপেণ'—কাম অর্থাৎ কন্দর্গবিলাসের দ্বারা যিনি ক্রীড়া করেন, তিনি কামদেব, তৎস্বরূপে ভগবান্ (কেতুমাল-বর্ষেও) বিরাজমান রহিয়াছেন—এই অর্থ। শ্রুতিতে উক্ত

আছে—"সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ' (প্রশ্ন উপনিষৎ ১।৯), প্রজাপতি হইতেছে সম্বৎসরাত্ম কাল, অর্থাৎ তদভিমানী দেবতা। তাঁহারই কন্যা ও পুত্রগণের, অর্থাৎ রাত্রি ও দিবসের অভিমানী দেবগণের 'প্রিয়-চিকীর্ষয়া'—প্রিয় কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত। 'পুরুষা-য়ুষা'—ইত্যাদি, ইহা কথনসমকালে কলিযুগের অপেক্ষায় উক্ত হওয়ায়, পুরুষের শতবর্ষে যে অহো-রাত্রি, তাহাদের গণনা যাঁহাদের, অর্থাৎ প্রজাপতির ঐ পুত্র-কন্যাগণের সংখ্যা ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র (৩৬ হাজার) —এই অর্থ। 'যাসাং'—প্রজাপতির পতিমতী কন্যা-দের, অর্থাৎ দিবসের সহিত রাত্রিসমূহের। 'মহা-ন্তঃ'—মহাপুরুষের কালচক্র হইতে। 'গর্ভাঃ'—গর্ভ বলিতে এখানে ক্ষণ, লবাত্মক কাল-সমূহ। অথবা—লোকসকলের বর্ষভোজ্য প্রারব্ধ কর্ম্মফল-সকলই রাত্রি-সকলকে নিমিত্ত করিয়া উদ্ভূত হওয়ায়, সেই কন্যারূপ রাত্রিসমূহের গর্ভ—ইহা উৎপ্রেক্ষা করা হইয়াছে। সেইরূপ দিবসেরও সংবৎসরাত্মক স্থূলকালের অবসানে ভোগের দ্বারা ক্ষয়ই—এখানে গর্ভ-পাতত্বরূপে উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে। সেই সকল অহোরাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ প্রাকৃতলোকবর্ত্তিনী, তাঁহারা ভগবান্‌কে উপাসনা করিয়া বৈকুণ্ঠেই তদ্ভক্ত-গণের অনশ্বর প্রেমসেবাসুখের নিমিত্তরূপ হইবেন এবং ইহাই তাঁহাদের উপাসনার ফল বুঝিতে হইবে ॥ ১৫ ॥

মধ্ব—

কামদেবস্থিতং বিষ্ণুমুপাস্তে শ্রীরতিস্থিত।
কামদেবং রতিশ্চাপি বিষ্ণোস্তু প্রাকৃতাং তনুম্ ॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ॥ ১৫ ॥

অতীবসুললিতগতিবিলাসবিলসিতরুচিরহাস-লেশাবলোকলীলয়া কিঞ্চিদুত্তম্ভিত-সুন্দরভ্রূমণ্ডল-সু-ভগবদনারবিন্দশ্রিয়া রমাং রময়ন্নিন্দ্রিয়াণি রময়তে ॥ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অতীব সুললিতগতিবিলাসবিলসিত-রুচিরহাসলেশাবলোকলীলয়া (অতীব সুললিতয়া গত্যা যঃ বিলাসঃ তেন বিলসিতঃ রুচিরঃ যঃ হাসলেশঃ মন্দস্মিতং তৎসহিতঃ অবলোকঃ এব লীলা তয়া) কিঞ্চিদুত্তম্ভিত-সুন্দরভ্রূমণ্ডলসুভগবদনারবিন্দশ্রিয়া (কিঞ্চিৎ উত্তম্ভিতম্ উত্তুঙ্গিতং সুন্দরং যৎ ভ্রূমণ্ডলং তেন সুভগং যৎ বদনারবিন্দং তস্য শ্রিয়া) রমাং (লক্ষ্মীং) রময়ন্ (স্বীয়ানি) ইন্দ্রিয়াণি রময়তে ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—উক্তবর্ষে ভগবান্ প্রদ্যুম্ন অতিশয় সুললিত গতিবিলাস ও সুন্দর মৃদুমধুর হাস্যের সহিত অবলোকনলীলা প্রকাশপূর্ব্বক ভ্রূমণ্ডল ঈষৎ উন্নত করিতে করিতে বদনকমলের শোভাদ্বারা রমাদেবীকে রমণ করাইয়া স্বীয় ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করি-তেছেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—অতীব সুললিতো যো গতিবিলাসঃ বিশেষেণ ললিতোঽতিকমনীয়ো রুচিরহাসলেশযুক্তো-ঽবলোকশ্চ তাভ্যাং যা লীলা তয়া। কীদৃশ্যা ?—কিঞ্চিদুতুঙ্গিতেন সুন্দরভ্রূমণ্ডলেন সুভগং যদ্বদনার-বিন্দং তস্যাপি শ্রীর্যতঃ তয়া স্বীয়য়া, রমাং রময়ন্ রমাসম্বন্ধিন্যা চ তয়া ইন্দ্রিয়াণি স্বীয়ানি রময়তে ॥১৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অতীবসুললিত-' ইত্যাদি অতিশয় সুললিত যে গতি-বিলাস (বিহার), তাহার দ্বারা 'বিলসিত'—বিশেষরূপে লসিত, অর্থাৎ অতি কমনীয় যে সুমধুর হাস্যলেশযুক্ত অবলোকন, তাহার দ্বারা যে লীলা, তাহার সহিত ; কিপ্রকার অবলোকন লীলা, তাহাতে বলিতেছেন—'কিঞ্চিৎ উত্তম্ভিত'—ইত্যাদি, অর্থাৎ, কিঞ্চিৎ উত্তোলিত সুন্দর ভ্রূমণ্ডলের দ্বারা মনোহর যে মুখপদ্ম, তাহারও শোভা যাহা হইতে, তাদৃশ নিজ শোভার দ্বারা, 'রমাং রময়ন্'—রমাকে আনন্দদান করিয়া এবং রমাসম্বন্ধিনী শোভার দ্বারা নিজ ইন্দ্রিয়গণকে রমিত করিতেছেন (অর্থাৎ ঐ বর্ষে ভগবান্ কামদেব স্বীয় মুখপদ্মের শোভার দ্বারা রমাদেবীকে আনন্দ দান করিয়া নিজ ইন্দ্রিয়-গণকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন।) ॥ ১৬ ॥

তদ্ভগবতো মায়াময়ং রূপং পরমসমাধিযোগেন রমা দেবী সংবৎসরস্য রাত্রিষু প্রজাপতেদুর্হিতৃভি-রুপেতাহঃসু চ তদ্ভর্তৃভিরুপাস্তে ইদঞ্চোদাহরতি ॥ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—রমাদেবী ভগবতঃ তৎ মায়াময়ং (কৃপাময়ং) রূপং রাত্রিষু প্রজাপতেঃ সংবৎসরস্য

দুহিতৃভিঃ (তথা) অহঃসু চ (দিবসেষু চ) তদ্-ভর্ত্তৃভিঃ (দিবসাধিষ্ঠাতৃদেবতাভিঃ) উপেতা (মিলিতা সতী) পরমসমাধিযোগেন (চিত্তৈকাগ্রতা-লক্ষণোপায়েন) উপাস্তে ; ইদঞ্চ (মন্ত্রাদিকম্) উদাহরতি (উচ্চারয়তি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীলক্ষ্মীদেবী সংবৎসর-মধ্যে রাত্রিতে রাত্রির অধিষ্ঠাতৃ-দেবগণ এবং দিবাভাগে দিবসাধিষ্ঠাতৃ-দেবগণের সহিত মিলিতা হইয়া পরম-সমাধিযোগে ভগবানের সেই কৃপাময় রূপের উপাসনা করেন ও এই মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—মায়াময়ং কৃপাময়ং মায়ায়া জীবাবিদ্যায়া আময়ো রোগো যতস্তমিতি বা রাত্রিষু প্রজাপতের্দুহিতৃভিঃ রাত্র্যভিমানিনীভির্দেবতাভিঃ সহ অহঃসু তাসাং রাত্র্যভিমানিদেবতানাং পতিভির্দিবসাভিমানিভির্দেবৈঃ সহিতেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মায়াময়ং'—মায়াময় বলিতে কৃপাময়, অথবা—মায়া বলিতে জীবের অবিদ্যা, তাহার আময়, অর্থাৎ রোগ যাহা হইতে, তাদৃশ রূপ। 'রাত্রিষু'—রাত্রিকালে রাত্রির অভিমানী দেবতা রূপ প্রজাপতির কন্যাগণের সহিত এবং দিবাভাগে সেই রাত্র্যভিমানী দেবতাদের পতিগণের সহিত (অর্থাৎ দিবসাভিমানী দেবরূপ প্রজাপতির পুত্রগণের সহিত) মিলিত হইয়া (রমাদেবী পরম সমাধিযোগে ভগবানের সেই মায়াময় রূপের উপাসনা করেন এবং এরূপ মন্ত্রবাক্য উচ্চাচরণ করেন।) ॥ ১৭ ॥

তথ্য—মায়াময়ম্—কৃপাপ্রচুরম্ (শ্রীজীব) ; মায়া-প্রচুরমাত্মীয়সঙ্কল্পেন পরিগৃহীতমিত্যর্থঃ জ্ঞান-পর্য্যায়োহত্র মায়াশব্দঃ (বীররাঘব) ; মায়াবয়ুনং সঙ্কল্পঃ তন্ময়ং স্বসঙ্কল্পেনা-বিষ্কৃতমিত্যর্থঃ, মায়া চ বয়ুনং জ্ঞানমিতি কোষাৎ (শুকদেব) কৃপাময়ম্ (চক্রবর্ত্তী) ॥ ১৭ ॥

ওঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ ওঁ নমো ভগবতে হৃষীকেশায় সর্ব্বগুণবিশেষবিলক্ষিতাত্মনে আকূতীনাং চিত্তীনাং চেতসাং বিশেষাণাঞ্চাধিপতয়ে ষোড়শকলায় ছন্দোময়ায়ান্নময়ায়ামৃতময়ায় সর্ব্বময়ায় সহসে ওজসে বলায় কান্তায় কামায় নমস্তে উভয়ত্র ভূয়াৎ ইতি ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—ওঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ ওঁ নমঃ ভগবতে হৃষীকেশায় সর্ব্বগুণবিশেষবিলক্ষিতাত্মনে (সর্ব্বৈঃ গুণাবিশেষৈঃ শ্রেষ্ঠবস্তুভিঃ বিলক্ষিতঃ লক্ষ্যীকৃতঃ আত্মা যস্য তস্মৈ) আকূতীনাং (ক্রিয়ানাং) চিত্তীনাং (জ্ঞানানাং) চেতসাং (সঙ্কল্পাধ্যবসায়াদীনাং) বিশেষাণাং চ (পৃথিব্যাদীনাং চ) অধিপতয়ে ষোড়শকলায় (ষোড়শকলা অংশা একাদশ-ইন্দ্রিয়পঞ্চবিষয়-লক্ষণা যস্য তস্মৈ) ছন্দোময়ায় (বেদোক্ত-কর্ম্ম-প্রাপ্যায়) অন্নময়ায় (অন্নোপষ্টভ্যত্বাৎ) অমৃতময়ায় (পরমানন্দাবিষ্কারিত্বাৎ) সর্ব্বময়ায় (সর্ব্ববিষয়ত্বাৎ) সহসে ওজসে বলায় কান্তায় কামায় তে (তুভ্যম্) উভয়ত্র (ইহলোকে পরলোকে চ) নমঃ ভূয়াৎ ইতি ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ হৃষীকেশকে নমস্কার করি। নিখিল শ্রেষ্ঠবস্তুর দ্বারা তাঁহার আত্মা লক্ষিত হইয়া থাকে। তিনি—ক্রিয়া, জ্ঞান, চিত্ত ও তত্তদ্‌বিষয়ের অধিপতি। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ বিষয়, এই ষোড়শপদার্থ—তাঁহার অংশ। তিনি—বেদময়, অন্নময়, (পরমানন্দ প্রকাশতত্ত্বহেতু) অমৃতময় ও সর্ব্বময়। তিনি—সাহস, তেজঃ ও বলের কারণ ; এই-জন্য এইসকল—তৎস্বরূপ। তিনিই কান্ত এবং তিনিই কাম। আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি। তিনি আমাদের প্রতি ইহ ও পর, উভয় লোকে অনুকূল হউন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—কৃপাময়ত্বমেব বিবৃণ্বতী মন্ত্রং জপন্তী এতন্মন্ত্রোপাসকোহন্যোহপ্যেবং স্বসম্বন্ধেন মন্ত্রার্থং ভাবয়েদিতি ব্যঞ্জয়ন্তী প্রণমতি—কান্তায় মৎপতয়ে কামায় নম ইত্যন্বয়ঃ। দেবপদানুক্তিঃ পত্যুঃ সম্পূর্ণনামোচ্চারণানৌচিত্যাৎ। অন্যস্তু লক্ষ্ম্যা দাসীভাবেনৈবাত্মানং ধ্যাত্বা মন্ত্রমিমমুচ্চারয়েদিতি সম্প্রদায়ঃ। হৃষীকেশায় স্বসৌন্দর্য্যাদিনা মন্নেত্রাদীন্দ্রিয়াকর্ষকায়। মন্নেত্রাদীন্দ্রিয়মাধুর্য্যসংভোক্ত্রে ইতি বা স্বস্য তথা যোগ্যতায়াং হেতুঃ। সর্ব্বৈর্গুণবিশেষৈর-প্রাকৃতৈর্গুণৈর্বিলক্ষিতা বিলক্ষণীকৃতা আত্মানো দেহ-মনো-বুদ্ধ্যাদয়ো ভবন্তি যতস্তস্মৈ হৃষীকেশত্বং বিবৃণোতি। আকূতীনাং মম কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং চিত্তীনাং জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং চেতসাং চিত্তাহঙ্কারবুদ্ধিমনসাং বিশেষাণাং তত্তদ্বৃত্তীনাং তত্তদ্বিষয়াণাং বা অধিপতয়ে

স্বামিনে তত্তন্মাধুর্য্যাস্বাদিনে। অন্যোপাসকপক্ষে অধিষ্ঠাত্রে তেষামপ্রাকৃতীকরণাৎ স্বয়মেবাধিষ্ঠাতা, ন তু দিগাদিদেবসমূহ ইতি ভাবঃ। ষোড়শকলায় রাকাচন্দ্রতুল্যত্বাৎ পূর্ণায় ছন্দোময়ায় বেদরূপিণে স্বভক্তুপদেষ্ট্রে অন্নময়ায় অন্নরূপেণ সাধকভক্তপ্রতিপালকায় অমৃতময়ায় অমৃতবদাস্বাদ্যরূপগুণলীলাদিকায় মোক্ষরূপায় চ সর্ব্বময়ায় মম সর্ব্বস্বরূপায় সহসে ওজসে বলায় ত্বৎসেবায়াং মচ্চিত্তেন্দ্রিয়দেহসামর্থ্যপ্রদায় উভয়ত্র ইহলোকে পরলোকে চ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কৃপাময়ত্ব প্রকাশ করিবার জন্য মন্ত্র জপ করতঃ এই মন্ত্রের উপাসক অন্য জনও নিজ সম্বন্ধানুরূপ মন্ত্রার্থ ভাবনা করিবেন—ইহা ব্যঞ্জনাপূর্ব্বক প্রণাম করিতেছেন—'কান্তায় কামায়' ইত্যাদি, অর্থাৎ আমার পতি কামকে নমস্কার—এই অন্বয়। এখানে পতির সম্পূর্ণ নামের উচ্চারণ করা উচিত নহে বলিয়া—('কামদেব'—এই স্থলে) দেব-পদের অনুক্তি বুঝিতে হইবে। অপরে কিন্তু শ্রীলক্ষ্মীদেবীর দাসীভাবে নিজেকে ধ্যান করতঃ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন—ইহা সম্প্রদায়-সম্মত আচরণ। 'হৃষীকেশায়'—আপনি হৃষীকেশ, অর্থাৎ নিজ সৌন্দর্য্যাদির দ্বারা আমার নেত্রাদি ইন্দ্রিয়-সকলের আকর্ষক, অথবা—আপনি আমার নেত্রাদি ইন্দ্রিয়মাধুর্য্যের সংভোক্তা। নিজের তাদৃশ যোগ্যতার হেতু—'সর্ব্বগুণ-বিশেষ-লক্ষিতাত্মনে'—সমস্ত অপ্রাকৃত গুণের দ্বারা যাঁহার দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি বিলক্ষণ (সেই আপনাকে নমস্কার করি)। হৃষীকেশত্ব বিবৃত করিতেছেন—'আকূতীনাং', আমার বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহের, 'চিত্তীনাং'—চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়সকলের, 'চেতসাং'—চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মনের, এবং 'বিশেষাণাং'—সেই সেই বৃত্তিসকলের, অথবা সেই সেই বিষয়সমূহের, আপনি অধিপতি, অর্থাৎ তত্তন্মাধুর্য্যাস্বাদক আমার স্বামী। অন্য উপাসকগণের পক্ষে—অধিষ্ঠাতা, অর্থাৎ সেই ইন্দ্রিয়সকলের অপ্রাকৃতত্ব-করণহেতু ভগবান্ নিজেই অধিষ্ঠাতা, কিন্তু দিক্প্রভৃতি দেবতাসকল নহে—এই ভাবার্থ। 'ষোড়শকলায়'—আপনি ষোড়শকলা, অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পাঁচটি বিষয় আপনার কলা বা অংশ। রাকাচন্দ্র-তুল্য বলিয়া আপনি পূর্ণ। 'ছন্দোময়ায়'—ছন্দোময় বলিতে আপনি বেদরূপী, নিজভক্তগণের উপদেষ্টা, 'অন্নময়ায়'—অন্নরূপে সাধকভক্তের প্রতিপালক, 'অমৃতময়ায়'—অমৃতের ন্যায় আস্বাদ্য আপনার রূপ, গুণ, লীলাদি, এবং আপনি মোক্ষরূপ। 'সর্ব্বময়ায়'—আপনি আমার সর্ব্বস্বরূপ। 'ওজসে' ইত্যাদি—আপনি মনোবল, ইন্দ্রিয়বল ও শরীরবল, অর্থাৎ আপনার সেবাতে আমার চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও দেহসামর্থ্য প্রদানকারী আপনি। 'উভয়ত্র'—বলিতে ইহলোক ও পরলোকে (সর্ব্বত্র সর্ব্বদা আপনার প্রতি আমাদের নমস্কার থাকুক।) ॥ ১৮ ॥

স্ত্রিয়ো ব্রতৈস্ত্বা হৃষীকেশ্বরং স্বতো
হ্যারাধ্য লোকে পতিমাশাসতেঽন্যম্।
তাসাং ন তে বৈ পরিপান্ত্যপত্যং
প্রিয়ং ধনায়ূংষি যতোঽস্বতন্ত্রাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—লোকে হি (যাঃ) স্ত্রিয়ঃ ব্রতৈঃ স্বতঃ (স্বতন্ত্রয়া) হৃষীকেশ্বরং (হৃষীকাণাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ ঈশ্বরং) ত্বা (ত্বাম্) আরাধ্য (ত্বত্তঃ) অন্যং পতিম্ আশাসতে (প্রার্থয়ন্তে), তে চ (পতয়ঃ) তাসাং প্রিয়ম্ অপত্যং ধনায়ূংষি (ধনানি আয়ূংষি চ অন্যচ্চ) ন বৈ পরিপান্তি (নৈব রক্ষিতুং শক্নুবন্তি); যতঃ (যস্মাৎ) তে (পতয়ঃ) অস্বতন্ত্রাঃ (কালকর্ম্মগুণাদ্যধীনাঃ, তথা চ তাসাম্ অপত্যাদীনি তে পতয়ঃ ন পাতুং শক্তাঃ ভবন্তি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আপনি স্বতঃই ইন্দ্রিয়-সমূহের পতি; সংসারে যে সকল স্ত্রী ব্রত-আদির দ্বারা আপনাকে আরাধনা করিয়া অন্যপতি প্রার্থনা করে, তাহাদের সেই পতিগণ, তাহাদের প্রিয় পুত্র, ধন ও পরমায়ু নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে পারে না; কেননা তাহারা পরতন্ত্র অর্থাৎ কাল, কর্ম্ম ও গুণাদির অধীন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—স্বয়ং নিষ্কামা সকামভক্তিমতীরন্যাঃ স্ত্রীঃ শোচতি—স্ত্রিয় ইতি। অতএব হৃষীকাণাম্ ঈশ্বরং পতিমপি ত্বা ত্বাম্ আরাধ্য অন্যম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীলক্ষ্মীদেবী নিজে নিষ্কামা বলিয়া অন্যান্য সকাম ভক্তিমতী নারীদের জন্য শোচনা (আক্ষেপ) করিতেছেন—'স্ত্রিয়ঃ' ইত্যাদি।

অতএব 'হৃষীকেশ্বরং'—জীবের ইন্দ্রিয়বর্গের নিয়ামক পতি আপনাকে আরাধনা করিয়াও 'অন্যং পতিং' —অন্য পতির কামনা করে ॥ ১৯ ॥

———

স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ স্বয়ং
সমন্ততঃ পাতি ভয়াতুরং জনম্।
স এক এবেতরথা মিথো ভয়ং
নৈবাত্মলাভাদধি মন্যতে পরম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(যঃ) স্বয়ম্ অকুতোভয়ঃ (তথা সর্ব্বতঃ নির্ভয়ঃ সন্) (ভয়াতুরং (ভয়েন ব্যাকুলং) জনং সমন্ততঃ পাতি (রক্ষতি), সঃ বৈ পতিঃ স্যাৎ (সঃ এব যথার্থপতিশব্দবাচ্যঃ ভবিতুম্ অর্হতি ; স এবম্ভূতঃ পতিঃ ভবান্) একঃ এব (নান্যঃ) ; ইতরথা (অন্যাধীনসুখস্য ন স্বতন্ত্রতা, অপি তু অস্বতন্ত্রনানাত্বে চ মণ্ডলেশ্বরাণাম্ ইব) মিথঃ ভয়ং (স্যাৎ) আত্মলাভাৎ (পরমাত্মনঃ তব লাভাৎ) অধি (অধিকং) পরং (বস্তু) ন মন্যতে (শাস্ত্রজ্ঞৈরিতি শেষঃ)॥২০॥

অনুবাদ—যিনি নিজে কিছুতেই ভীত হন না এবং ভয়াতুর ব্যক্তিকেও সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন, তিনিই পতি। অতএব একমাত্র আপনিই সকলের পতি ; আপনি ব্যতীত আর কেহই পতি হইতে পারে না। আপনি যদি পতি না-ই হইবেন, তাহা হইলে অন্য হইতে আপনার ভয় হইত। আপনার পরমাত্মস্বরূপের সেবালাভ ব্যতীত শাস্ত্রজ্ঞগণ আর অন্য অধিক শ্রেষ্ঠবস্তু আছে বলিয়া মনে করেন না ॥ ২০॥

বিশ্বনাথ—পতি-শব্দার্থমেব তা ন জানন্তীত্যাহ—স বা ইতি। পাতীতি পতির্যশ্চাত্মানমপি পাতুং ন শক্নোতি স কথমন্যান্ পাতীত্যতঃ প্রথমমকুতোভয়ঃ স্যাৎ ; স চ একো ভবানেব। ইতরথা প্রকারান্তরেণ পতি-শব্দস্য ব্যাখ্যায়ামিত্যর্থঃ ; যদ্বা, সপ্তম্যর্থ এব থাল্-প্রত্যয়ঃ। ইতরত্র মণ্ডলেশ্বরাণামিব স্বপ্রজাপালকানামপি মিথো ভয়ং, ততশ্চ প্রজানামপি ভয়মিতি তদপালনমেব বস্তুত ইত্যর্থঃ। অতএবাত্মনঃ পরমাত্মনস্তব লাভাৎ অধি অধিকং পরং বস্তু ন মন্যতে শাস্ত্রজ্ঞৈরিতি শেষঃ। ত্বৎপ্রাপ্তেঃ সকাশাৎ অন্যপ্রাপ্তির্নৈবাধিকেতি ত্বমেব বস্তুতঃ পতি-শব্দবাচ্য ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পতি'—শব্দের অর্থই তাহারা জানে না, ইহা বলিতেছেন—'স বৈ' ইত্যাদি। যিনি (কালাদি ভয়ে ব্যাকুল জনকে) রক্ষা করেন, তিনি পতি ; আর যিনি নিজেকেই রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন, তিনি কি প্রকারে অপরকে রক্ষা করিবেন, এইজন্য তিনি প্রথমতঃ নিজে অকুতোভয় (সর্ব্বতঃ নির্ভয়) হইবেন এবং সেই পতি একমাত্র আপনিই। 'ইতরথা'—অন্য প্রকারে পতি-শব্দের ব্যাখ্যা করিলে —এই অর্থ। অথবা—এখানে সপ্তমীর অর্থেই 'থাল্'-প্রত্যয় হইয়াছে, তাহাতে 'ইতরত্র'—এখানে যেমন মণ্ডলেশ্বরগণের নিজপ্রজাপালকগণেরও পরস্পর ভয় হইয়া থাকে, এবং তাহাতে প্রজাগণেরও ভয় উৎপন্ন হয়—ইহা বস্তুতঃ অপালনই (রক্ষা না করাই)—এই অর্থ। (অর্থাৎ যাহাদের সুখ পরের অধীন, তাহারা অস্বতন্ত্র ও অনেক বলিয়া—এক সম্রাটের অধীন সামন্ত রাজগণের ন্যায় তাহাদের পরস্পরের নিকট হইতে ভয়ই হইয়া থাকে।) অতএব 'আত্ম-লাভাদ্ অধি'—আত্মা বলিতে পরমাত্মা, সেই পরমাত্মা আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠবস্তু আছে বলিয়া শাস্ত্রজ্ঞগণ মনে করেন না। আপনার প্রাপ্তি হইতে (অর্থাৎ আপনাকে লাভ করা ব্যতীত) অন্য প্রাপ্তি কখনই অধিক নহে—এই নিমিত্ত আপনিই বাস্তবিক পক্ষে পতি-শব্দের বাচ্য—এই অর্থ ॥ ২০ ॥

———

**যা তস্য তে পাদসরোরুহার্হণং
নিকাময়েৎ সাখিলকামলম্পটা।
তদেব রাসীপ্সিতোহর্চ্চিতো
যদ্ভগ্নযাচ্ঞা ভগবন্ প্রতপ্যতে ॥ ২১ ॥**

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্ যা (স্ত্রী) তস্য (উক্তলক্ষণস্য) তে (তব) পাদসরোরুহার্হণং (পাদসরোরুহস্য অর্হণং পূজাম্ এব নিতরাং) নিকাময়েৎ (কাময়েত, ন ফলান্তরং) সা (স্ত্রী) অখিলকামলম্পটা (অখিলেষু কামেষু পত্যপত্যধনায়ুরাদিষু লম্পটা আসক্তা সর্ব্বান্ কামান্ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ) ; ঈপ্সিতম্ ঈপ্সিতঃ (ফলান্তরং প্রাপ্তুম্ অপেক্ষিতঃ সন্) অর্চ্চিতঃ (চেৎ তর্হি) তৎ এব (একম্ ঈপ্সিতং

ফলং ত্বং) রাসি (দদাসি) ; যৎ (যতঃ ফলভোগানন্তরং) ভগ্নযাচঞা (ভগ্না যাচঞা যাচিতঃ অর্থঃ যস্যাঃ সা) প্রতপ্যতে (দুঃখং প্রাপ্নোতি তদেব রাসি, ন তু নিত্যম্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, যে স্ত্রী ঐকান্তিকভাবে একমাত্র পতিস্বরূপ আপনার পাদপদ্মের পরিচর্য্যা-মাত্র কামনা করিয়া আপনার সেবা করেন, সেই নারীই সত্য সত্য অখিলকামবিষয়ে আসক্তা অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিরহিতা ভবদীয় পরিচর্য্যালিপ্সু স্ত্রীই সর্ব্ব-কাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; পরন্ত যে নারী আপনার ঐকান্তিকী পরিচর্য্যা ব্যতীত ফলবিশেষ কামনা করিয়া আপনার অর্চ্চনা করে, আপনি তাহাকে কেবল তাহার বাঞ্ছিত ফলটুকুমাত্র প্রদান করিয়া থাকেন। ভোগাবসানে ঐ ফল বিনষ্ট হইয়া যায়, তজ্জন্য তাহাকে আবার অনুতাপ করিতে হয়। অতএব, ঐরূপ ফল-প্রার্থনার কোন সার্থকতাই থাকে না ॥২১॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, নিষ্কামভজনে অপ্রার্থিতা এব সর্ব্বে কামা ভবন্তি, সকামভজনে তু কামিতমাত্রমনি-ত্যঞ্চেত্যাহ—যা স্ত্রী তস্য উক্তলক্ষণস্য তব পাদপদ্ম-পূজামেব নিতরাং কাময়েৎ ন তু ফলান্তরম্। সাখি-লেষু কামেষু লম্পটা সর্ব্বানেব কামান্ প্রাপ্নোতীতি অথচ নিষ্কামপদবাচ্যা ভবেৎ। যয়া তু ঈপ্সিতং প্রতি ঈপ্সিতঃ ফলান্তরং প্রাপ্তুমপেক্ষিতঃ সন্ অর্চ্চিতো ভবসি ; তস্যৈ তদেবৈকং রাসি দদাসি ; যদ্‌যতঃ ফলভোগানন্তরং ভগ্না যাঞ্চা যাচিতোঽর্থো যস্যাঃ সা প্রতপ্যতে দুঃখং প্রাপ্নোতীত্যতঃ সৈব নিষ্কামাপি সকামপদবাচ্যা ভবেদিত্যতো ভগবন্তং কাময়মানা ভক্তা নৈব সকামশব্দেন বাচনীয়া ইতি সিদ্ধান্তো ব্যঞ্জিতঃ। অত্র ঈপ্সিতান্তরকামায়াঃ পরিতাপঃ স্ব-স্বভাবপ্রাতিকূল্য-দৃষ্ট্যৈব লক্ষ্ম্যা তামধিক্ষিপন্ত্যেবোক্তঃ ; বস্তুতস্ত সকামভজনাদপি কৃতার্থত্বমুপরিষ্টাদ্বক্ষ্যতে ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, নিষ্কাম ভজনে অপ্রার্থিত হইলেও সকল কামই (সুখই) প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সকাম ভজনে অভিলষিত বস্তুমাত্রই প্রাপ্তি এবং তাহা অনিত্য—ইহা বলিতেছেন, 'যা' ইত্যাদি, যে স্ত্রী উক্তলক্ষণ (স্বতন্ত্র পুরুষরূপী) আপনার পাদপদ্মের সেবাই নিরন্তর কামনা করেন, কিন্তু ফলান্তর নহে, তিনি 'অখিলকাম-লম্পটা'—অখিল কামে লম্পট, অর্থাৎ সকল কামই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অথচ তিনি নিষ্কাম-পদ-বাচ্যা। কিন্তু যিনি ফলান্তর লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া আপনার অর্চ্চনা করেন, তাহাকে আপনি সেই অভীষ্ট বস্তুই দান করেন ; যদ্-ভগ্নযাচঞা'—যাহা অনিত্য বলিয়া ভোগের দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে পরিতাপ ভোগ করিতে হয়। এইজন্য তিনি নিষ্কামা হইলেও সকাম-পদবাচ্যা হইয়া থাকেন, ইহার দ্বারা শ্রীভগবানের কামনাকারী (একান্ত সেবা-রত) ভক্তগণ কখনই সকাম-শব্দের দ্বারা উক্ত হইতে পারেন না—এই সিদ্ধান্তও ব্যক্ত হইল। এখানে ফলান্তরের অভিলাষিণী স্ত্রীরই পরিতাপ, ইহা নিজ স্বভাবের প্রাতিকূল্য-দৃষ্টিতেই শ্রীলক্ষ্মীদেবী তাহাদের প্রতি আক্ষেপ করিয়াই বলিয়াছেন, বস্তুতঃ কিন্তু সকাম ভজনের দ্বারাও কৃতার্থতা (অর্থাৎ সকাম জনও যদি শ্রীকৃষ্ণের-ভজন করেন, তিনি কৃতকৃত্য হন)—ইহা পরে বলিবেন ॥ ২১ ॥

মৎপ্রাপ্তয়েঽজেশসুরাসুরাদয়-
স্তপ্যন্ত উগ্রং তপ ঐন্দ্রিয়েধিয়ঃ।
ঋতে ভবৎপাদপরায়ণান্ন মাং
বিন্দন্ত্যহং ত্বদ্ধৃদয়া যতোঽজিত ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অজিত, ঐন্দ্রিয়েধিয়ঃ (ঐন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়বিষয়ে এব ধীর্যেষাং তে তথাভূতাঃ) অজেশ-সুরাসুরাদয়ঃ (অজঃ ব্রহ্মা ঈশঃ শিবঃ সুরাঃ অসুরাঃ, তে আদয়ঃ যেষাং তে সর্ব্বে যদ্যপি) মৎপ্রাপ্তয়ে (মাং প্রাপ্তুম্) উগ্রং তপঃ তপ্যন্তে (কুর্ব্বন্তি, তথাপি) ভবৎপাদপরায়ণাৎ ঋতে মাং ন বিন্দন্তি (মৎকটাক্ষ-বিলসিতা বিভূতীঃ ন লভ্যন্তে) ; যতঃ অহং ত্বদ্ধৃদয়া (ত্বয্যেব হৃদয়ং যস্যাঃ তাদৃশী অস্মি) (অতএব ত্বদ্‌ভক্তান্ এব অনুগৃহ্ণামি, নান্যম্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে অজিত, ইন্দ্রিয়সুখভোগবিষয়ে আবিষ্টচিত্ত ব্রহ্মা, রুদ্র এবং অন্যান্য সুর ও অসুর-গণ আমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য উগ্র তপস্যা করিয়া থাকেন ; কিন্তু ভবদীয় পাদানুরক্তি ব্যতীত তাঁহারা আমার কটাক্ষবিলসিত ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন না ; যেহেতু আপনাতেই আমার হৃদয় নিহিত

রহিয়াছে। অতএব আমি আপনার ভক্তকেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি, অপরে আমার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে না ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—কেচিৎ সকামাস্তু ত্বামপ্যপহায় মামেব ভজন্তে ; তেঽপি ধূলিমেব লভন্ত ইতি তান্ নিন্দন্ত্যাহ—মৎপ্রাপ্তয়ে ব্রহ্মাদয়স্তপস্তপ্যন্তে কুর্ব্বন্তি। ঐন্দ্রিয়ে বিষয়সুখে এব ধীর্যেষাম্—অলুক্-সমাসঃ, তদপি ভগবৎপরায়ণান্ ঋতে বিনা মাং মৎকটাক্ষবিলসিতাং সম্পত্তিরূপাং লক্ষ্মীং ন লভন্তে। ভগবৎপরায়ণাঃ প্রহ্লাদধ্রুবাদয় এব বিন্দন্তি। যা তু ত্বদভক্তেষ্বপি দেবাসুরাদিষু সম্পদ্ দৃশ্যতে, স তু গুণময়ী প্রতিস্বকর্ম্মফলরূপা মায়াশক্তের্দুর্গায়া এব প্রসাদাদ্বা কামাদি-তরঙ্গজনিকা কাদাচিৎকী, ন তু ত্বৎস্বরূপভূতায়া মমেতি মম মায়াত্বাভাবাৎ মৎপ্রসাদোত্থায়াঃ সম্পত্তেরপি ত্বদ্বৈমুখ্যাপাদকত্বাভাবাত্তত্র হেতুঃ—ত্বদ্ধৃদয়া ত্বন্মনস্কানেবাবলোকয়ামি নান্যমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোন কোন সকাম ভক্তগণ কিন্তু আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আমারই ভজন, করেন, তাহারাও ধূলিই প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ নিষ্ফল হন)—এইরূপে তাহাদের নিন্দাপূর্ব্বক শ্রীলক্ষ্মীদেবী বলিতেছেন—'মৎপ্রাপ্তয়ে'—আমাকে (লক্ষ্মীকে) লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ কঠোর তপস্যা করেন। 'ঐন্দ্রিয়েধিয়ঃ'—ঐন্দ্রয়িক বিষয়সুখেই যাহাদের বুদ্ধি, এখানে অলুক্ সমাস হইয়াছে, এইজন্য 'ঐন্দ্রিয়ে'—এই স্থলে সমাসে বিভক্তির লোপ হয় নাই। তথাপি ভগবৎপরায়ণ (অর্থাৎ আপনার সেবারত ভক্ত) ব্যতীত অপর কেহই আমার (লক্ষ্মীর) কটাক্ষ-বিলসিত সম্পত্তিরূপ লক্ষ্মী লাভ করিতে পারে না। কিন্তু তাহা ভগবৎপরায়ণ প্রহলাদ, ধ্রুব প্রভৃতিই লাভ করিয়া থাকেন। আর আপনার অভক্ত দেবতা ও অসুরগণে যে সম্পৎ দৃষ্ট হয়, তাহা গুণময়ী জীবের স্বকর্ম্মফলরূপা, অথবা মায়াশক্তি শ্রীদুর্গাদেবীর প্রসাদলভ্যা কামাদি-তরঙ্গোৎপাদিকা কাদাচিৎকী, কিন্তু উহা আপনার স্বরূপভূতা আমার (দান) নহে, কারণ আমাতে মায়াগুণ নাই এবং আমার কৃপালভ্য সম্পদেরও আপনার বৈমুখ্য উৎপাদকত্বের অভাবই (অর্থাৎ শ্রীভগবানের বক্ষোবিলাসিনী শ্রীলক্ষ্মদেবীর দান কখনই ভগবদ্-বিমুখতা আনয়ন করে না)। তদ্বিষয়ে হেতু—'ত্বদ্ধৃদয়া'—যেহেতু আমি আপনার হৃদয়ে নিহিতা (অর্থাৎ আপনার অধীনা), অতএব আপনাতেই যাহাদের মন রহিয়াছে, সেই ভক্তগণকেই আমি অবলোকন করি, অন্যকে নহে—এই অর্থ ॥ ২২ ॥

স ত্বং মমাপ্যচ্যুত শীর্ষ্ণি বন্দিতং
করাম্বুজং যৎ ত্বদাধায়ি সাত্বতাম্।
বিভর্ষি মা লক্ষ্ম বরেণ্য মায়য়া
ক ঈশ্বরস্যেহিতমূহিতুং বিভুঃ ॥ ইতি ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অচ্যুত, ত্বৎ (ত্বয়া) বন্দিতং (সর্ব্বকামবর্ষিত্বেন সদ্ভিঃ) যৎ করাম্বুজং (স্বহস্তকমলং) সাত্বতাং (ভক্তানাং) শীর্ষ্ণি (শিরসি) অধায়ি (কৃপয়া ন্যস্তং তৎ) স ত্বং সমাপি (শীর্ষ্ণি নিধেহি) ; (হে) বরেণ্য, মা (মাং তু কেবলং) মায়য়া (কপটেনৈব) লক্ষ্ম (বক্ষসি সর্ব্বরেখাচিহ্নরূপং) বিভর্ষি। (ময়ি তব কেবলমাদরমাত্রং ভক্তেষু তু তব কৃপা পরমা,) অতঃ ঈশ্বরস্য (তব) ঈহিতম্ (আশয়ং) কঃ উহিতুং (বিতর্কয়িতুং) বিভুঃ (সমর্থঃ স্যাৎ) ? ২৩ ॥

অনুবাদ—হে অচ্যুত, ভবদীয় করকমল হইতেই নিখিলকাম বর্ষিত হয়, এই জন্যই সাধুগণ উহাকে বন্দনা করেন। আপনি ভক্তগণের শিরে সেই করকমল বিন্যস্ত করিয়া থাকেন। কৃপাপূর্ব্বক আমার মস্তকেও সেই হস্তপদ্ম সংস্থাপন করুন। হে বরেণ্য, আপনি কেবল আমাকে কপটতা দ্বারাই কনকরেখাচিহ্নরূপে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ আপনি কেবল আমাকে বাহ্যে আদরমাত্র প্রদর্শন করিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে পরম কৃপা করেন। আপনি—ঈশ্বর, আপনার আশয় কে-ই বা বুঝিয়া উঠিতে পারে ? ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং ব্রহ্মাদীনামরাধ্যাপি তব ভার্য্যাপ্যহং নিষ্কিঞ্চনো ভক্তো যথা ত্বত্তঃ সৌভাগ্যং লভতে, তথা নাহং লভে এবং মে ললাটমিত্যাহ—স মদ্ধৃদয়নিত্যবিহারোঽপি ত্বং মমাপি শীর্ষ্ণি করাম্বুজং ধেহীতি শেষঃ। ত্বৎ ত্বয়া যৎ সাত্বতাং শীর্ষ্ণি অধায়ি, বন্দিতং কৃপাসৌভাগ্যবর্ষিত্বেন সদ্ভিঃ স্তুতম্। ননু

ত্বৎসৌভাগ্যং সর্ব্বতোঽপ্যধিকং যতস্ত্বামহং হৃদয় এব নিত্যং দধামীতি তত্র স-ত্রপং সাঞ্চলমুখাচ্ছাদনং স-হুঙ্কারং নীচৈরাহ—বিভর্ষীতি। হে বরেণ্য, মা মাং লক্ষ্ম কনকরেখাং চিহ্নতয়া যদ্বক্ষসি দধাসি তন্মায়য়ৈব মদ্ভক্তসৌভাগ্যং দৃষ্ট্বা নির্ব্বুদ্ধিরেষা ময্যসূয়াং কামার্ষীদিতি কপটেনৈব। ননু কোঽপ্যেবং ন ব্রূতে তত্রাহ—কঃ খল্বীশ্বরস্য তব ঈহিতমূহিতং বিতর্কিতং ক্ষমঃ; যতঃ "ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্" ইতি তব ভক্তং প্রতি নিভৃতোক্তিমহমশ্রৌষমেবেতি ধ্বনিঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার ব্রহ্মাদির আরাধ্যা হইলেও, আপনার ভার্য্যা হইয়াও আমি, আপনার নিষ্কিঞ্চন ভক্ত যেরূপ আপনার নিকট হইতে সৌভাগ্য লাভ করেন, সেইরূপ (সৌভাগ্য আমি) লাভ করিতে পারি না, এইরূপই আমার কপাল (দুর্ভাগ্য), ইহা বলিতেছেন—'স ত্বং' ইত্যাদি, সেই আপনি, অর্থাৎ আমার হৃদয়ে নিত্য বিহার করিলেও, আপনি আমার মস্তকে সেই করকমল প্রদান করুন, যাহা আপনি নিজ ভক্তগণের মস্তকে স্থাপন করেন, এবং 'বন্দিতঃ' —যে করকমল কৃপাসৌভাগ্যবর্ষি-রূপে সাধুগণের দ্বারা সংস্তুত হইয়া থাকে। যদি বলেন—দেখ, তোমার সৌভাগ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, যেহেতু তোমাকে আমি হৃদয়েই নিত্য ধারণ করিয়া থাকি; তাহার উত্তরে লজ্জিতা হইয়া অঞ্চলের দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করতঃ হুঙ্কারের সহিত নীচকণ্ঠে বলিতেছেন—'বিভর্ষি' ইত্যাদি। হে বরেণ্য! আমাকে স্বর্ণরেখা-রূপে (শ্রীবৎস-চিহ্নরূপে) যে বক্ষে ধারণ করেন, উহা মায়ার দ্বারাই, অর্থাৎ আমার ভক্তের সৌভাগ্য দেখিয়া এই নির্ব্বুদ্ধি (লক্ষ্মী) আমাতে যাহাতে অসূয়া না করে, এইরূপ কপটের দ্বারাই। যদি বলেন—দেখ, কেহই এইরূপ বলে না, তাহাতে বলিতেছেন—'কঃ ঈশ্বরস্য' ইত্যাদি, অহো! ঈশ্বররূপী আপনার মায়ার বিলাস বিচার করিতে কে সমর্থ হইবে? যেহেতু "ন চ সঙ্কর্ষণঃ" (১১।১৪।১৫), অর্থাৎ আমার আত্ম-সম্ভূত ব্রহ্মাও সেইরূপ প্রিয়তম নহে, অভিন্ন-হৃদয় শঙ্করও নহে, অভিন্ন বিলাস-বিগ্রহ সঙ্কর্ষণও নহে, শ্রীও (মহালক্ষ্মীও) নহে, এমন কি আমার আত্মাও তদ্রূপ প্রিয়তম নহে, যেরূপ 'ভবান্', তুমি (অর্থাৎ ভক্ত) আমার প্রিয়তম—আপনার ভক্তের (উদ্ধবের) প্রতি এই নিভৃত উক্তি আমি শ্রবণ করিয়াছি—ইহা ধ্বনিত হইতেছে ॥ ২৩ ॥

তথ্য—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥
(ভাঃ ১১।১৪।১৫)

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥
(ভাঃ ১০।৯।২০)

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ড-গৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজবল্লবীনাম্॥
(ভাঃ ১০।৪৭।৬০)

গোপীর আনুগত্য বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত,—লক্ষ্মী করিলা ভজন।
তথাপি না পাইলা ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
(চৈঃ চঃ মধ্য—৮।২৩০-২৩১)

প্রভু কহে,—ভট্ট, তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
কান্ত-বক্ষঃস্থিতা, পতিব্রতা-শিরোমণি॥
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ—গোপ, গো-চারক।
সাধ্বী হঞা কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম॥
এই লাগি' সুখ-ভোগ ছাড়ি' চিরকাল।
ব্রতনিয়ম করি' তপ করিলা অপার॥
ভট্ট কহে, কৃষ্ণ-নারায়ণ—একই স্বরূপ।
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদগ্ধ্যাদিরূপ॥
তাঁর স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা-ধর্ম্ম।
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম॥
কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম্ম নহে নাশ।
অধিক লাভ পাইয়ে, আর রাস-বিলাস॥
বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাষ।
ইহাতে কি দোষ, কেনে কর পরিহাস॥
প্রভু কহে,—দোষ নাহি, ইহা আমি জানি।
রাস না পাইলা লক্ষ্মী, শাস্ত্রে ইহা শুনি॥
লক্ষ্মী কেনে না পাইল, ইহার কি কারণ।
তপ করি' কৈছে কৃষ্ণ পাইলা শ্রুতিগণ॥

শ্রুতি পায়, লক্ষ্মী না পায়, ইথে কি কারণ।
ভট্ট কহে,—ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন॥
আমি জীব,—ক্ষুদ্রবুদ্ধি, সহজে অস্থির।
ঈশ্বরের লীলা—কোটিসমুদ্র-গম্ভীর॥
প্রভু কহে,—কৃষ্ণের এক সজীব লক্ষণ।
স্বমাধুর্য্যে সর্ব্বচিত্ত করে আকর্ষণ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ।
তাঁরে ঈশ্বর করি' নাহি জানে ব্রজজন॥
কেহ তাঁরে পুত্রজ্ঞানে উদুখলে বান্ধে।
কেহ সখাজ্ঞানে জিনি' চড়ে' তাঁর কান্ধে॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন বলি' তাঁরে জানে ব্রজজন।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে নাহি কোন সম্বন্ধ-মানন॥
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেই ব্রজে পায় শুদ্ধ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
(চৈঃ চঃ মধ্য—৯।১১১-১৩১)॥ ২৩॥

রম্যকে চ ভগবতঃ প্রিয়তমং মাৎস্যমবতাররূপং তদ্বর্ষপুরুষস্য মনোঃ প্রাক্ প্রদর্শিতম্। স ইদানীমপি মহাভক্তিযোগেনারাধয়তীদঞ্চোদাহরতি॥ ২৪॥

অন্বয়ঃ—রম্যকে চ (বর্ষে) তদ্বর্ষপুরুষস্য (তস্য বর্ষস্য স্বামিনঃ) মনোঃ (ইদানীং মনুত্বেন বর্ত্তমানস্য) প্রাক্ (চাক্ষুষ-মন্বন্তরান্তে প্রলয়ে রাজাবস্থায়াং ভগবতা যৎ) মাৎস্যম্ অবতার রূপম্ প্রদর্শিতম্। (তৎ) ভগবতঃ অবতাররূপম্ (আত্মনঃ প্রলয়ে রক্ষাকত্বাৎ) প্রিয়তমং সঃ (মনুঃ) ইদানীম্ অপি (মন্ববস্থায়াং) মহা-ভক্তিযোগেন (মহতা ভক্তিযোগেন) আরাধয়তি। ইদং চ (মন্ত্রাদিকম্) উদাহরতি (জপতি)॥ ২৪॥

অনুবাদ—রম্যক্-বর্ষে তদধিপতি মনুকে পূর্ব্বে (চাক্ষুষ মন্বন্তরান্তে প্রলয়ে) ভগবান্ স্বীয় মৎস্যাবতাররূপ অতিপ্রিয় মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই মনু-অদ্যাবধি ঐকান্তিক-ভক্তিসহকারে সেই মৎস্যাবতার-স্বরূপের আরাধনা করিয়া থাকেন এবং এই মন্ত্রাদি জপ করেন॥ ২৪॥

বিশ্বনাথ—প্রাগিতি চাক্ষুষমন্বন্তরান্তে প্রলয়ে, স বৈবস্বতো মনুঃ॥ ২৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রাক্'—পূর্ব্বে চাক্ষুষ মন্বন্তরের শেষে প্রলয়কালে। 'সঃ'—সেই বৈবস্বত মনু (এখনও পরম ভক্তিসহকারে সেই মৎস্যাবতার স্বরূপের আরাধনায় রত থাকিয়া এইরূপ মন্ত্রবাক্য উচ্চারণ করেন)॥ ২৪॥

ওঁ নমো ভগবতে মুখ্যতমায় নমঃ; সত্ত্বায় প্রাণায়ৌজসে সহসে বলায় মহামৎস্যায় নম ইতি॥২৫॥

অন্বয়ঃ—ওঁ নমঃ ভগবতে মুখ্যতমায় সত্ত্বায় (সত্ত্ব-প্রধানায় শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপায় ইত্যর্থঃ) নমঃ। প্রাণায় ওজসে সহসে বলায় মহামৎস্যায় নমঃ ইতি॥ ২৫॥

অনুবাদ—শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবান্‌কে নমস্কার করি। যিনি প্রাণ, বল, সাহস ও সামর্থ্যাদির নিয়ন্তা বলিয়া তত্তৎস্বরূপে অভিহিত হন, সেই মহামৎস্যাবতার ভগবান্‌কে নমস্কার করি॥ ২৫॥

বিশ্বনাথ—মুখ্যতমায় সত্ত্বায় শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপায়েত্যর্থঃ। প্রাণাদিনিয়ন্তৃত্বাৎ প্রাণাদিকায়॥ ২৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মুখ্যতমায় সত্ত্বায়'—মুখ্যতম সত্ত্ব বলিতে শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ (ভগবান্‌কে নমস্কার করি)। তিনি প্রাণাদির নিয়ন্তা বলিয়া এখানে প্রাণাদিরূপে তাঁহাকে বলা হইতেছে॥ ২৫॥

অন্তর্ব্বহিশ্চাখিললোকপালকৈ-
রদৃষ্টরূপো বিচরস্যুরুস্বনঃ।
স ঈশ্বরস্ত্বং য ইদং বশেহনয়-
ন্নাম্না যথা দারুময়ীং নরঃ স্ত্রিয়ম্॥ ২৬॥

অন্বয়ঃ—যথা দারুময়ীং স্ত্রিয়ং নরঃ (সূত্রেণ বশয়তি) (তথা) উরুস্বনঃ (বেদাত্মকঃ নাদঃ যস্য সঃ) যঃ ত্বং (বিধি-নিষেধালম্বভূতেন ব্রাহ্মণাদি) নাম্না ইদং (বিশ্বং) বশে অনয়ৎ (নিয়মিতবান্) সঃ (এব) ঈশ্বরঃ ত্বম্ অখিললোকপালকৈঃ (ব্রহ্মেন্দ্রাদিভিঃ অপি) অদৃষ্টরূপঃ (সন্) (প্রাণরূপেণ সর্ব্বস্য) অন্তঃ বহিশ্চ বিচরসি॥ ২৬॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, যেরূপ লোকে কাষ্ঠময়ী স্ত্রীকে বশে আনয়ন করে, তদ্রূপ যিনি ব্রাহ্মণাদি নাম দ্বারা এই বিশ্বকে স্ববশে আনয়ন করিয়াছেন, আপনি

সেই ঈশ্বর। আপনি নিখিলজীবের বাহ্যাভ্যন্তরে বিচরণ করেন, অথচ লোকপালগণও আপনার স্বরূপ সন্দর্শন করিতে পান না; কিন্তু আপনার বেদাত্মক নাদ—অতীব উচ্চ ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বত্রৈবান্তর্বহিরপি চরসি; অথচ লোকপালৈরপি অদৃষ্টরূপঃ কিমুতান্যৈঃ। ননু তর্হি মমাস্তিত্বমেব মাস্তু? তত্রাহ—উরুর্বেদাত্মকঃ স্বনো যস্য সঃ, বেদ এব তবাস্তিত্বং প্রতিপদমুচ্চৈর্ব্রূত ইত্যর্থঃ। অতএব য ইদং বিশ্বং ব্রাহ্মণাদি নাম্না বিধিনিষেধাশ্রয়ভূতেন বশে অনয়ন্নিয়মিতবান্ স ত্বমীশ্বরঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—"তস্য বাক্ তন্ত্রির্নামানি দামানি" ইতি। স্ত্রিয়ং পাঞ্চালিকাং অতো বিশ্বস্য পারতন্ত্র্যাদপি স্বতন্ত্র ঈশ্বরস্ত্বমনুমানেনাপি জ্ঞাপ্যস ইতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্তর্বহিশ্চ'—সর্ব্বত্র অন্তরে এবং বাহিরেও আপনি বিচরণ করিতেছেন, অথচ লোকপালগণও আপনার রূপ দেখিতে পান না, আর অন্যে কিপ্রকারে দেখিবে? যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলে কি আমার অস্তিত্বই নাই? তাহাতে বলিতেছেন—'উরুস্বনঃ', উরু বলিতে মহান্ বেদাত্মক নাদ যাঁহার (অর্থাৎ আপনার সুমহান্ ধ্বনি বেদরূপে প্রকাশিত হইয়াছে) বেদই আপনার অস্তিত্ব প্রতিপদে উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করিতেছেন—এই অর্থ। অতএব যিনি এই বিশ্বকে বিধি-নিষেধের অবলম্বন-স্বরূপ ব্রাহ্মণাদি নাম দ্বারা, 'বশে অনয়ৎ'—নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, আপনি সেই পরমেশ্বর। সেরূপ শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—"তস্য বাক্ তন্ত্রির্নামানি দামানি" অর্থাৎ সেই ঈশ্বরের বেদবাক্যরূপ রজ্জুতে ব্রাহ্মণাদি নাম দ্বারা সমগ্র বিশ্বই বদ্ধ রহিয়াছে, ইত্যাদি। 'স্ত্রিয়ম্'—স্ত্রীমূর্ত্তি পুতুলকে (মানুষ যেমন রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিয়া ইচ্ছামত নাচাইয়া থাকে)। অতএব এই বিশ্বের পারতন্ত্র্য হইতেও আপনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর—এইরূপ অনুমানের দ্বারাও আপনাকে জানা যাইতে পারে—এই ভাব ॥ ২৬ ॥

যং লোকপালাঃ কিল মৎসরজ্বরা
হিত্বা যতন্তোঽপি পৃথক্ সমেত্য চ।
পাতুং ন শেকুর্দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ
সরীসৃপং স্থাণু যদত্র দৃশ্যতে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—যং (ত্বাং) হিত্বা (বিহায়) মৎসরজ্বরাঃ (মৎসরঃ ঈর্ষা এব জ্বরঃ যেষাং তে তথাভূতাঃ) লোকপালাঃ (ব্রহ্মেন্দ্রাদয়ঃ পৃথক্স্থিতাঃ বা সন্তঃ) পৃথক্ সমেত্য চ (পরস্পরং মিলিতাঃ বা সন্তঃ) যতন্তোঽপি দ্বিপদঃ (মনুষ্যাদয়ঃ) চতুষ্পদঃ (গবাদয়ঃ) সরীসৃপং (জঙ্গমং) স্থানু (স্থাবরং চ) যদত্র দৃশ্যতে, কিল (তৎ কিঞ্চিদপি) পাতুং (রক্ষিতুং) ন শেকুঃ (ন শক্তাঃ অতএব স ত্বম্ এব প্রাণরূপেণ পালকঃ ঈশ্বরশ্চ ইত্যর্থঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ—মাৎসর্য্যজ্বরে অভিভূত। যাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা পৃথগ্‌রূপে অথবা সকলে মিলিত হইয়া যত্ন করিলেও দ্বিপদ, চতুষ্পদ অথবা স্থাবর, জঙ্গম প্রভৃতি পরিদৃশ্যমান কোন বস্তুরই পালন করিতে পারেন না, আপনি—সেই প্রাণরূপী অখিলপালক পরমেশ্বর ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বিন্দ্রাদয়ো বশং নয়ন্তি লোকপালকত্বাদীশ্বরাঃ স্বতন্ত্রাশ্চ কুতোঽহং? তত্র তেষাং লোকপালকত্বাদিকত্বং সর্ব্বমৌপচারিকমিত্যাহ—যং হিত্বা পৃথগ্‌ভূতা বা সমেত্য মিলিত্বা বা দ্বিপদঃ চতুষ্পদঃ সরীসৃপং জঙ্গমং স্থাণু স্থাবরঞ্চ যদ্‌যত্র দৃশ্যতে, তৎ পাতুং ন শক্তাঃ; যতো মৎসরজ্বরাঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—"তা অহিংসন্তাহমুকমস্ম্যহমুকমস্মি" ইতি। অস্যার্থঃ—"তা দেবতা মৎসরা বভুবুঃ; অহং উ ভোঃ কামাশ্রিত্য অস্মি বর্ত্তে, অপি তু ন কমপীত্যর্থঃ"। ইত্যেবমিতি স ত্বমেব প্রাণরূপেণ পালক ঈশ্বরশ্চেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, ইন্দ্রাদি দেবগণ সমগ্র বিশ্বকে বশীভূত করিয়াছেন, যেহেতু তাঁহারা লোকপালক, ঈশ্বর এবং স্বতন্ত্র, তাঁহাদের নিকট আমি কোথায়? তাহার উত্তরে—তাঁহাদের লোকপালকত্ব প্রভৃতি সমস্তই ঔপচারিক, ইহা বলিতেছেন—'যং' ইত্যাদি, যে আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা নিজেরা পৃথক্ পৃথক্‌রূপে, অথবা সকলে মিলিতভাবে চেষ্টা করিয়াও দ্বিপদ, চতুষ্পদ, সরীসৃপ, জঙ্গম, স্থাবর—যাহা যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা-

দের মধ্যে কোনটিকেই রক্ষা করিতে সমর্থ হন না, যেহেতু 'মৎসরজ্বরাঃ'—ঐ ইন্দ্রাদি লোকপালগণ মাৎসর্য্য দোষে পীড়িত। শ্রুতিতেও উক্ত আছে—'তা অহিংসন্তা'—ইত্যাদি, ইহার অর্থ—সেই দেবগণ মৎসর (পরের উৎকর্ষে অসহিষ্ণু) হইয়াছিল, ওহে আমি কাহাকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান আছি, অর্থাৎ কাহাকেও নহে—এই অর্থ। এই প্রকারে সেই আপনিই প্রাণরূপে পালক ও ঈশ্বর—এই অর্থ ॥ ২৭ ॥

মধ্ব—

স্পর্দ্ধন্ত ইব দেবাস্ত হরিণা যত্র কুত্রচিৎ।
হরেরেবাজ্ঞয়া ক্বাপি দৈত্যাবেশাৎ অথাপি বা ॥
ইতি চ ॥ ২৭ ॥

ভবান্ যুগান্তার্ণব ঊর্ম্মিমালিনি
ক্ষৌণীমিমামোষধিবীরুধাং নিধিম্।
ময়া সহোরু ক্রমতেঽজ ওজসা
তস্মৈ জগৎপ্রাণগণাত্মনে নমঃ ॥ ইতি ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—উর্ম্মিমালিনী (উর্ম্মীণাং মালা অস্যাস্তীতি তথাভূতে উচ্চতরঙ্গপঙ্‌ক্তিযুক্তে) যুগান্তার্ণবে (প্রলয়সমুদ্রে) ওষধিবীরুধাং (ওষধীনাং বীরুধাং গুল্মানাং চ) নিধিম্ (আশ্রয়ভূতাম্) ইমাং (দৃশ্যমানাং) ক্ষৌণীং (পৃথিবীং) ময়া (মনুনা) সহ (ধৃত্বা) উরু (অধিকম্) ওজসা (বেগেন) (যঃ) ভবান্ অজঃ ক্রমতে (বিচরতি স্ম,) তস্মৈ জগৎপ্রাণগণাত্মনে (জগতঃ নিয়ন্ত্রে সূত্রাত্মনে) নমঃ ইতি ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, এই বসুন্ধরা—ওষধি ও লতাসমূহের আশ্রয়; এইজন্য যখন প্রলয়কালে এই পৃথিবী উত্তালতরঙ্গমালা-সঙ্কুল সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল তখন আমার (মনুর) সহিত এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া প্রবল বেগে যে অজস্বরূপ আপনি বিচরণ করিতেছিলেন, সেই জগৎস্থ প্রাণিগণের নিয়ন্তৃস্বরূপ আপনাকে নমস্কার ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্ত্যা তু ত্বং দৃষ্টরূপঃ প্রত্যক্ষতয়াপ্যুপলভ্যসে তত্র ভক্ত্যাভাসোঽহমেব প্রমাণমিত্যাহ—ভবান্ ইতি। ইমাং মহীং ময়া সহ ধৃত্বেতি শেষঃ। হে অজ, যুগান্তার্ণবে ভবান্ ক্রমতে বিহরতি জগতাং যঃ প্রাণগণস্তস্যাত্মনে নিয়ন্ত্রে ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু একমাত্র ভক্তির দ্বারা আপনি দৃষ্টরূপ হইয়া প্রত্যক্ষরূপেও উপলব্ধ হইয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে ভক্ত্যাভাস আমিই প্রমাণ, ইহা বলিতেছেন—'ভবান্' ইত্যাদি। এই পৃথিবীকে আমার সহিত ধারণ করিয়া, হে অজ! প্রলয়-সাগরে আপনি মহাপরাক্রমে বিচরণ করেন। 'জগৎপ্রাণগণাত্মনে'—জগতের যে প্রাণসমূহ, আপনি তাহার নিয়ন্তা (অর্থাৎ জগতের প্রাণিগণের নিয়ন্তৃস্বরূপ আপনাকে নমস্কার।) ॥ ২৮ ॥

হিরণ্ময়েঽপি ভগবান্ নিবসতি কূর্ম্মতনুং বিভ্রাণস্তস্য তৎপ্রিয়তমাং তনুমর্য্যমা সহ বর্ষপুরুষৈঃ পিতৃগণাধিপতিরুপধাবতি ; মন্ত্রমিমঞ্চানুজপতি ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—হিরণ্ময়ে অপি (হিরণ্ময় বর্ষে অপি) ভগবান্ কূর্ম্মতনুং (কূর্ম্মদেহং) বিভ্রাণঃ (ধারয়ন্) নিবসতি। তস্য (ভগবতঃ) তৎ (তাম্ আত্মনঃ) প্রিয়তমাং তনুং পিতৃগণাধিপতিঃ অর্য্যমা বর্ষপুরুষৈঃ সহ উপধাবতি (সেবতে) ইমং (বক্ষ্যমাণং) মন্ত্রং চ অনুজপতি (অনু নিরন্তরং জপতি ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হিরণ্ময়-বর্ষেও ভগবান্ বিষ্ণু কূর্ম্মশরীর প্রকাশ করিয়া বাস করিতেছেন। পিতৃগণের অধিপতি অর্য্যমা তদ্‌বর্ষবাসী পুরুষগণের সহিত ভগবানের ঐ প্রিয়তমা শ্রীমূর্ত্তির উপাসনা করেন এবং এই মন্ত্র নিরন্তর জপ করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—সা চাসৌ প্রিয়তমা চেতি তাম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎপ্রিয়তমাং'—ভগবানের সেই প্রিয়তমা মূর্ত্তিকে (আরাধনা করেন) ॥ ২৯ ॥

ওঁ নমো ভগবতেঽকূপারায় সর্ব্বসত্ত্বগুণবিশেষণায় নমোঽনুপলক্ষিতস্থানায় নমো বর্ষ্মণে নমো ভূম্নে নমোঽবস্থানায় নমস্তে ইতি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—ওঁ নমঃ ভগবতে অকূপারায় (কূর্ম্মরূপায়) সর্ব্বসত্ত্বগুণবিশেষণায় (সর্ব্বঃ সত্ত্বগুণঃ বিশেষণম্ আকারঃ যস্য তস্মৈ তাদৃশায় শুদ্ধসত্ত্ব-

মূর্ত্তয়ে ইত্যর্থঃ) নমঃ ; অনুপলক্ষিতস্থানায় (ন উপলক্ষিতং প্রত্যক্ষং স্থানং যস্য বারি-চরত্বাৎ তস্মৈ) নমঃ ; বর্ম্মণে (বর্ষীয়সে কালানবচ্ছিন্নায়) নমঃ ; ভূম্নে (সর্ব্বগতায়) নমঃ ; অবস্থানায় (আধারায়) তে (তুভ্যং) নমঃ ইতি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ কূর্ম্মদেবকে নমস্কার ; নিখিল শুদ্ধসত্ত্বগুণই আপনার বিগ্রহ অর্থাৎ আপনি—শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি ; (জলচরত্ব হেতু) আপনার স্থান কেহই লক্ষ্য করিতে পারেন না, আপনাকে নমস্কার। কালের দ্বারা আপনার অবচ্ছেদ হয় না, আপনাকে নমস্কার। আপনি—সর্ব্বগত, ও সকলের আধার, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—অকূপারায় কূর্ম্মায় ; সর্ব্বঃ সম্পূর্ণঃ সত্ত্বগুণো যত্র তথাভূতং বিশেষণমাকারো যস্য তস্মৈ শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তয়ে ইত্যর্থঃ। ন উপলক্ষিতং সর্ব্বৈরদৃষ্টং বৈকুণ্ঠাখ্যং স্থানং যস্য তস্মৈ, বর্ম্মণে মহাপ্রমাণায়, ভূম্নে ব্যাপকায়, অবস্থানায় আধারায় ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অকূপারায়'—কূর্ম্মদেবকে। 'সর্ব্বসত্ত্বগুন-বিশেষণায়'—সম্পূর্ণ সত্ত্বগুণ যেখানে, তদ্রূপ বিশেষণ বলিতে আকার যাঁহার, তাঁহাকে, অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব-মূর্ত্তিকে, এই অর্থ। 'অনুপলক্ষিত-স্থানায়'—সকলের দ্বারা দৃষ্ট হয় না বৈকুণ্ঠ নামক স্থান যাঁহার, তাঁহাকে। 'বর্ম্মণে'—বিশাল আকৃতি-বিশিষ্ট সুন্দর শরীর যাঁহার, (সেই কূর্ম্মদেবকে)। 'ভূম্নে'—যিনি সর্ব্বব্যাপক। 'অবস্থানায়'—সকলের আধারস্বরূপ (কূর্ম্মরূপী ভগবান্‌কে প্রণাম করি।) ॥ ৩০ ॥

———

যদ্রূপমেতন্নিজমায়য়াপিত-
মর্থস্বরূপং বহুরূপরূপিতম্।
সংখ্যা ন যস্যাস্ত্যযথোপলম্ভনাৎ
তস্মৈ নমস্তেঽব্যপদেশরূপিণে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—নিজমায়য়াপিতং (নিজয়া মায়য়া প্রকৃত্যা অর্পিতং প্রকাশিতম্) অর্থস্বরূপং (দৃশ্যং পৃথিব্যাদি) বহুরূপরূপিতং (বহুভিঃ রূপৈঃ রূপিতং নিরূপিতম্) এতৎ (সর্ব্বম্ অপি পৃথিব্যাদি) যদ্রূপং (যস্য এব রূপম্) অস্তি (যতঃ পৃথক্ ন অস্তি ইত্যর্থঃ তথা) অযথোপলম্ভনাৎ (অযথা মিথ্যা এব উপলম্ভনাৎ হেতোঃ) যস্য (পরমেশ্বরস্য) সংখ্যা ন (ন হি মরীচিকা জলম্ এতাবৎ ইতি সংখ্যাতুং শক্যতে অতঃ) তস্মৈ অব্যপদেশরূপিণে (অব্যপদেশং বক্তুমশক্যং নিত্যং রূপং যস্য তস্মৈ) তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আপনার স্বীয় মায়া-শক্তিপ্রকটিত এই যে পরিদৃশ্যমান পৃথিব্যাদি নানাবিধ প্রাকৃত রূপ প্রকাশ পাইতেছে, এসমস্ত আপনার নিজরূপ নহে, সুতরাং আপনার এই বিরাট্ রূপ—অলীক অর্থাৎ কল্পিত। আপনার ঐসমস্ত রূপ বহুরূপে নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া উহার সংখ্যা নির্ণয় করা অসাধ্য। আপনার নিত্য রূপ কেহই সম্যগ্‌রূপে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হন না, অতএব আপনাকে নমস্কার ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—এতদ্বিশ্বং যস্য তবৈব রূপং, কিন্তু মায়াশক্ত্যা অর্পিতং, ন তু স্বরূপভূতমিত্যর্থঃ। অর্থস্বরূপং বস্তু-স্বরূপং, ন ত্ববস্তুভূতং বহুভির্নর-গো-পশু-পক্ষি-মৎস্যাদিরূপৈ রূপিতং নিরূপিতং, কিন্তু সংখ্যা যস্যা নাস্তি ; কুতঃ ? অযথোপলম্ভনাৎ যথাবদুপলব্ধুমশক্যত্বাৎ—যৈঃ প্রকারৈরিদং বিশ্বমভূত্তেষাম্ উপলম্ভনাশক্যত্বাদিত্যর্থঃ। তথা হ্যেকস্য স্থূলস্য নরজাতেরেব প্রতিশরীরং বর্ণ-স্বভাব-কণ্ঠস্বরাদি-ভেদাদনন্তপ্রকারা জ্ঞাতুমশক্যাঃ সূক্ষ্মাণাং স্বেদ-জোদ্ভিজ্জাদীনাং কা বার্ত্তেত্যনন্তস্য তব শক্তিকার্য্যস্যাপ্যানন্ত্যমিতি ভাবঃ। অতস্তব স্বরূপভূতস্য সর্ব্বাগম্যত্বে কৈমুত্যমেবেত্যাহ—অব্যপদেশং বক্তুমশক্যং নিত্যং রূপং যস্য তস্মৈ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদ্রূপম্ এতৎ'—এই বিশ্ব আপনারই রূপ, কিন্তু মায়াশক্তির দ্বারা প্রকাশিত, উহা কিন্তু আপনার স্বরূপভূত রূপ নহে—এই অর্থ। 'অর্থস্বরূপং'—উহা বস্তুস্বরূপ, কিন্তু অবস্তুভূত পদার্থ নহে। 'বহুরূপ-রূপিতম্'—নর, গো, পশু, পক্ষি, মৎস্যাদি বহু রূপে প্রকাশিত, কিন্তু যাহার সংখ্যা করা যায় না। কিজন্য ? তাহাতে বলিতেছেন—'অযথোপলম্ভনাৎ'—যথার্থরূপে ইহা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ বলিয়া, অর্থাৎ যে প্রকারে এই বিশ্ব রচিত হইয়াছে, তাহা কাহারও বোধগম্য হয় না। যেমন একই

স্থূল নরজাতির মধ্যে প্রত্যেক শরীর, বর্ণ, স্বভাব, কণ্ঠস্বরাদির ভেদে অনন্ত প্রকার, উহা জানা অসম্ভব, সেইরূপ সূক্ষ্মশরীরের, আবার স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতির কথা কি বক্তব্য? এই প্রকার অনন্তস্বরূপ আপনার মায়াশক্তির কার্য্যেরও অনন্ততা—এই ভাব। অতএব আপনার নিজ স্বরূপভূত রূপ যে সকলের অগম্য—এই বিষয়ে আর অধিক বক্তব্য কি? ইহা বলিতেছেন—'অব্যপদেশ-রূপিণে', যাঁহার নিত্য রূপ (লৌকিক তর্কের দ্বারা) সম্যক্‌রূপে নিরূপণ করিতে কেহই সমর্থ হয় না, সেই আপনাকে নমস্কার ॥৩১॥

মধ্ব—উপলম্ভনাদযথা যথা দৃষ্টং তথা ন তিষ্ঠত্যন্যথা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

জরায়ুজং স্বেদজমণ্ডজোদ্ভিদং
চরাচরং দেবর্ষিপিতৃভূতমৈন্দ্রিয়ম্।
দ্যৌঃ খং ক্ষিতিঃ শৈলসরিৎসমুদ্র-
দ্বীপগ্রহর্ক্ষেত্যভিধেয় একঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—জরায়ুজং (জরায়ুণা গর্ভে বেষ্টিতং মনুষ্যাদি) স্বেদজং (স্বেদাৎ জায়তে ইতি তথা মৎকুণাদি) অণ্ডজোদ্ভিদং (অণ্ডাৎ জায়তে ইতি পক্ষ্যাদি উর্দ্ধং ভিত্বা জায়তে ইতি বৃক্ষাদি) চরাচরং (চরং জঙ্গমং মনুষ্যাদি অচরং বৃক্ষপর্ব্বতাদি) দেবর্ষিপিতৃভূত (দেবাঃ ইন্দ্রাদয়ঃ ঋষয়ঃ বশিষ্ঠাদয়ঃ পিতরঃ অর্য্যমাদয়ঃ ভূতানি আকাশাদীনি) ঐন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়বর্গঃ) দ্যৌঃ (স্বর্গঃ) খম্ (অন্তরীক্ষং) ক্ষিতিঃ (ভূলোকঃ) শৈল সরিৎ-সমুদ্র-দ্বীপগ্রহর্ক্ষেতি (শৈলাঃ পর্ব্বতাঃ সরিতঃ নদ্যঃ সমুদ্রাঃ ক্ষারোদাদয়ঃ দ্বীপাঃ জম্বাদয় গ্রহাঃ আদিত্যাদয়ঃ ঋক্ষাণি অশ্বিন্যাদীনি নক্ষত্রাণি) ইতি (ইত্যেবম্) অভিধেয়ঃ (ত্বম্) একঃ (এব ন তু তদ্ব্যতিরিক্তঃ অস্তি 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতেরিত্যর্থঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—হে দেব, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি চরাচর, দেবতা, ঋষি, পিতৃ, ভূত ও ইন্দ্রিয় এবং স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, ভূলোক, শৈল, নদী, সমুদ্র, দ্বীপ, গ্রহ ও নক্ষত্র—এইসকল আপনারই প্রকৃত্যুত্থ নাম। আপনি—অদ্বয়বস্তু, আপনা হইতে দ্বিতীয়-বস্তু নাই অর্থাৎ এই বিশ্ব অনিত্য হইলেও মিথ্যা নহে। ইহা আপনারই প্রাকৃত রূপ। (এইজন্যই শ্রুতিতে 'পরিদৃশ্যমান সমস্তই বিদ্বৎপ্রতীতিতে ব্রহ্ম' এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকের দ্বারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বাপবাদ খণ্ডিত হইয়াছে) ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবমনন্তভেদস্যাপি বিশ্বস্য ত্বদেককারণত্বাদেকবিধত্বমপীত্যাহ—জরায়ুজেতি। গ্রহর্ক্ষেত্যার্ষম্, ইত্যেষামেকস্ত্বমেবাভিধেয়ঃ ; তথা চ শ্রুতিঃ —"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইতি ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ অনন্ত ভেদবিশিষ্ট বিশ্বের আপনিই একমাত্র কারণ বলিয়া, উহার একবিধত্বও, উহা বলিতেছেন—'জরায়ুজ' ইত্যাদি। এখানে 'গ্রহর্ক্ষ'—ইহা আর্ষপ্রয়োগ। (গ্রহ+ঋক্ষ—এই স্থলে শাকল্য ঋষির মতে পদান্তস্থিত অবর্ণ, ইবর্ণ, উবর্ণ বা ঋবর্ণের পর ঋ-কার থাকিলে সন্ধি হয় না, শুধু পূর্ব্বস্বরটি দীর্ঘ থাকিলে হ্রস্ব হয়। এই নিয়ম অনুসারে এখানে সন্ধি-নিষেধ স্থলে সন্ধি হওয়ায় আর্ষপ্রয়োগ হইয়াছে।) 'ইত্যভিধেয়ঃ একঃ'—এই সকলের আপনিই একমাত্র অভিধেয় (অর্থাৎ আপনি এক অদ্বিতীয় বস্তু—এই নিখিল জগৎ সমুদয়ই আপনি, সুতরাং আপনি এই সকল নাম ধারণ করিয়াছেন)। শ্রুতিতেও উক্ত আছে—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১), অর্থাৎ এই সমুদয়ই ব্রহ্ম, কারণ তাঁহা হইতেই সমুদয় উৎপন্ন হয়, তাঁহাতেই লীন হয় এবং তাঁহাতেই জীবিত থাকে। এইভাবে শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে, ইত্যাদি ॥ ৩২ ॥

মধ্ব—

সর্ব্বান্তর্য্যামিকত্বাৎ তু 'সর্ব্ব'নামা হরিং স্বয়ম্।
ন তু সর্ব্বস্বরূপত্বাদ্‌রূপত্বমুপচারতঃ ॥

ইতি চ ॥ ৩২ ॥

যস্মিন্নসংখ্যেয়বিশেষনাম-
রূপাকৃতৌ কবিভিঃ কল্পিতেয়ম্।
সংখ্যা যয়া তত্ত্বদৃশাপনীয়তে
তস্মৈ নমঃ সাংখ্যনিদর্শনায় তে ॥ ইতি ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—অসংখ্যেয়বিশেষনামরূপাকৃতৌ (অসংখ্যেয়াঃ অনন্তাঃ বিশেষাঃ যেষাং তানি নামানি রূপাণি

আকৃতয়শ্চ যস্য তাদৃশে) যস্মিন্ (ত্বয়ি ভগবতি) কবিভিঃ (কপিলাদিভিঃ) ইয়ং (চতুর্ব্বিংশত্যাদিঃ) সংখ্যা কল্পিতা (সতি) যয়া তত্ত্বদৃশা (যেন তত্ত্বজ্ঞানেন) অপনীয়তে তস্মৈ সাংখ্যনিদর্শনায় (সাংখ্যসিদ্ধান্তরূপায়) তে (তুভ্যং) নমঃ ইতি ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আপনার নাম, রূপ ও আকৃতির প্রভেদ যে কত প্রকার আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না ; তথাপি কপিলাদি পণ্ডিতগণ চতুর্বিংশত্যাদি তত্ত্বসংখ্যা কল্পনা করিয়াছেন। যে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সেই সংখ্যা দূরীভূত হয়, আপনি—সেই সাংখ্যসিদ্ধান্তস্বরূপ অর্থাৎ আপনিই সাংখ্যজ্ঞানের একমাত্র উদ্দিষ্ট বিষয় ; নিরীশ্বর কপিলাদি সাংখ্যকার—আপনার স্বরূপ বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিয়া কেবল সংখ্যাগণনা লইয়াই ব্যস্ত ; আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ বিশ্বস্যাস্য নশ্বরত্বাজ্জ্ঞানিভিরনুপাদেয়ত্বমাহ—যস্মিন্নিতি। অসংখ্যেয়া অনন্তা বিশেষা যেষাং তানি নামানি রূপাণ্যাকৃতয়শ্চ যস্য তত্র ইয়মুক্তলক্ষণা জরায়ুজাদিরূপা সংখ্যা কল্পিতা সতী যয়া তু তত্ত্বদৃশা যেন তত্ত্বজ্ঞানেনাপনীয়তে তস্মৈ তে সাংখ্যদর্শনায় জ্ঞানস্বরূপায় নমঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, এই বিশ্বের নশ্বরত্বহেতু জ্ঞানিগণের নিকট উহা গ্রহণীয় নহে, ইহা বলিতেছেন—'যস্মিন্' ইত্যাদি, যে প্রপঞ্চাত্মক আপনাতে, 'অসংখ্যেয়-বিশেষ-নাম-রূপাকৃতৌ'—অনন্ত বিশেষ যাহাদের, সেই সকল নাম, রূপ ও আকৃতিসকল যাঁহার, সেখানে পূর্ব্বোক্ত জরায়ুজাদি সংখ্যা কল্পনা করা হইয়াছে, কিন্তু 'যয়া তত্ত্বদৃশা'—যে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ঐ সকল কাল্পনিক সংখ্যার নিরাস হয়, 'তস্মৈ তে' ইত্যাদি, সেই পরমার্থ জ্ঞানস্বরূপ আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৩৩ ॥

মধ্ব—দশাবতার ইত্যাদি সংখ্যা বিনীয়তে বিশেষেণ নীয়তে তজ্জ্ঞানং তদ্রূপমেব হি ॥ ৩৩ ॥

———

উত্তরেষু চ কুরুষু ভগবান্ যজ্ঞপুরুষঃ কৃতবরাহরূপ আস্তে। তং তু দেবী হৈষা ভূঃ সহ কুরুভিরস্খলিতভক্তিযোগেনোপধাবতি। ইমাঞ্চ পরমামুপনিষদমাবর্ত্তয়তি ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—উত্তরেষু চ কুরুষু যজ্ঞপুরুষঃ ভগবান কৃতবরাহরূপঃ (কৃতং ধৃতং বরাহরূপং যেন তাদৃশঃ হি) আস্তে (তিষ্ঠতি)। এষা হ ভূঃ দেবী কুরুভিঃ (কুরুখণ্ডবাসি-পুরুষৈঃ) সহ তং (বরাহরূপং ভগবন্তং) অস্খলিতভক্তিযোগেন (অবিচ্ছিন্নভক্তিযোগেন) উপধাবতি (আরাধয়তি)। ইমাং চ পরমাম্ উপনিষদং (বক্ষ্যমাণাং মন্ত্রাদ্যাত্মিকাম্) আবর্ত্তয়তি (নিরন্তরম্ অভ্যাসেন জপতি চ) ॥৩৪॥

অনুবাদ—হে রাজন্, উত্তরকুরু-বর্ষে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষ বরাহরূপ প্রকটিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। এই পৃথ্বীদেবী কুরুখণ্ডবাসী জনগণের সহিত অবিচলিত-ভক্তিযোগে তাঁহাকে আরাধনা করেন এবং এই পরমা উপনিষৎ আবৃত্তি করিয়া থাকেন ॥৩৪॥

———

ওঁ নমো ভগবতে মন্ত্রতত্ত্বলিঙ্গায় যজ্ঞক্রতবে মহাধ্বরাবয়বায় মহাপুরুষায় নমঃ কর্ম্মশুক্লায় ত্রিযুগায় নমস্তে ইতি ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—ওঁ নমো ভগবতে মন্ত্রতত্ত্বলিঙ্গায় (মন্ত্রৈঃ তত্ত্বেন লিঙ্গ্যতে জ্ঞায়তে ইতি তথা তস্মৈ তাদৃশায়) যজ্ঞক্রতবে (যজ্ঞাঃ অযূপাঃ ক্রতবঃ সযূপাঃ তদ্রূপায়) মহাধ্বরাবয়বায় (মহান্তঃ অধ্বরাঃ অবয়বাঃ যস্য সঃ তথা তস্মৈ) মহাপুরুষায় নমঃ। কর্ম্মশুক্লায় (কর্ম্মণা শুক্লায় শুদ্ধায় যজ্ঞানুষ্ঠাত্রে) ত্রিযুগায় (কৃতযুগে যজ্ঞাভাবাৎ, যদ্বা, কলিযুগে ছন্নত্বাৎ ত্রীণি যুগানি যুগলানি যস্য ঐশ্বর্য্যাদি ভগষট্কযুতায় ইতি বা) তে (তুভ্যং) নমঃ ইতি ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—আমরা ভগবান্ মহাপুরুষকে নমস্কার করি। মন্ত্রদ্বারাই আপনার যাথাত্ম্য অবগত হওয়া যায় ; আপনি—ক্রতু, অতএব মহামহাযজ্ঞ-সকল আপনারই অবয়বস্বরূপ ; আপনি—যজ্ঞাধিষ্ঠাতা শুদ্ধ সত্ত্ব-স্বরূপ ; কলিযুগে আপনি ছন্নাবতারী বলিয়া 'ত্রিযুগ'-নামে অভিহিত ; অথবা আপনি ত্রি-যুগল ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী বলিয়া আপনার নাম—'ত্রিযুগ'। আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—মন্ত্রৈরেব তত্ত্বেন লিঙ্গ্যতে জ্ঞায়তে যস্তস্মৈ। যজ্ঞা অযূপাঃ ক্রতবঃ সযূপাস্তদ্রূপায় মহান্তোঽধ্বরা অবয়বভূতা যস্য। কর্ম্মভিঃ স্বীয়-

চরিত্রৈঃ সহ শুক্লায় শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপায়। ত্রিযুগায় সত্যাদিযুগত্রয় এব প্রাকট্যাৎ কলৌ ছন্নত্বাৎ ; যদ্বা, ত্রীণি যুগানি যুগলানি যস্য তস্মৈ ষড়ৈশ্বর্য্যায়েত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মন্ত্র-তত্ত্ব-লিঙ্গায়'—মন্ত্রের দ্বারাই যথার্থতঃ যাঁহার নিরূপণ হয়, তাঁহাকে। 'যজ্ঞ-ক্রতবে' ইত্যাদি, যজ্ঞ বলিতে যেখানে যজ্ঞীয় পশুবন্ধনার্থ সংস্কৃত কাষ্ঠস্তম্ভ (যূপ) থাকে না এবং যেখানে যূপ থাকে তাহাকে ক্রতু বলে, অর্থাৎ আপনি যজ্ঞ ও ক্রতু-স্বরূপ বলিয়া মহাযজ্ঞ-সমূহ আপনার অঙ্গ (অবয়বভূত)। 'কর্ম্ম-শুক্লায়'—কর্ম্মের দ্বারা বলিতে স্বীয় চরিত্রের সহিত শুদ্ধস্বরূপ যিনি, তাঁহাকে। 'ত্রিযুগায়'—সত্যাদি যুগত্রয়েই যাঁহার প্রাকট্য এবং কলিতে ছন্ন অবতার বলিয়া যিনি ত্রিযুগ-স্বরূপ, অথবা—তিনটি যুগ বলিতে যুগল যাঁহার, অর্থাৎ ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ যিনি, (সেই ভগবান্ মহাপুরুষ-রূপী আপনাকে প্রণাম করি।) ॥ ৩৫ ॥

তথ্য—

"কলিকালে লীলাবতার না করেন ভগবান্।
অতএব "ত্রিযুগ" করি' কহি তাঁ'র নাম ॥"
—(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১০০)

যস্য স্বরূপং কবয়ো বিপশ্চিতো
গুণেষু দারুষ্বিব জাতবেদসম্।
মথ্নন্তি মথ্না মনসা দিদৃক্ষবো
গূঢ়ং ক্রিয়ার্থৈর্নম ঈরিতাত্মনে ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়—(যথা) দারুষু (কাষ্ঠেষু নিগূঢ়ং) জাতবেদসম্ (অগ্নিং বিবেকিনঃ জনাঃ এব নির্ম্মন্থনেন নিষ্কর্ষন্তি, ন অন্যে, তদ্বৎ) গুণেষু (দেহেন্দ্রিয়াদিষু) ক্রিয়ার্থৈঃ (ক্রিয়াভিঃ কর্ম্মভিঃ অর্থৈঃ তৎফলৈশ্চ) গূঢ়ং (অপ্রকাশমানং) যস্য স্বরূপং মথ্না (বিবেকসাধনেন) মনসা বিপশ্চিতঃ নিপুণাঃ) দিদৃক্ষবঃ (জিজ্ঞাসমানাঃ) কবয়ঃ (বিদ্বাংসঃ) মথ্নন্তি (বিচিন্বন্তি), এবম্ (এবম্প্রকারং মন্থনেন) ঈরিতাত্মনে (ঈরিতঃ প্রকটিতঃ আত্মা স্বরূপং যস্য তস্মৈ) নমঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—যেরূপ কাষ্ঠাভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট অগ্নি অপ্রকাশিত থাকে, কিন্তু অভিজ্ঞগণের মন্থনপ্রভাবে সেই অপ্রকাশিত অগ্নি প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ তত্ত্ববিৎ ও নিপুণ ব্যক্তিগণ আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আপনাকে অন্বেষণ করেন, কিন্তু বিবেকসাধন, মন, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলদ্বারা আপনার স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকে। আপনি—স্বপ্রকাশ-বস্তু ; আপনার স্বরূপদর্শনাভিলাষী ব্যক্তিগণের সাধন-প্রযত্ন অর্থাৎ অন্বেষণপ্রবৃত্তি দর্শনে আপনি আপনার পরমাত্ম-স্বরূপকে স্বয়ং প্রকাশিত করিয়া থাকেন ; আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—কবয়ো বিদ্বাংসঃ বিপশ্চিতঃ ভক্তিচতুরাঃ যস্য গুণেষু শব্দরূপাদিষু কৃষ্ণরামেতি নীলোৎপলদূর্ব্বাদলশ্যামেত্যাদিষু মনসা মথ্না মথনসাধনেন যস্য স্বরূপং দিদৃক্ষবো মথ্নন্তি দারুষ্বিব জাতবেদসমিতি যথা মথনেনৈব জাতবেদা বহ্নিঃ প্রত্যক্ষীভবতি, তথৈবাত্র যস্য নামরূপাদিষু পুনঃ পুনর্মনোনিধানমেব মথনং, তেনৈব যৎস্বরূপং প্রত্যক্ষীকুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। কীদৃশং ? ক্রিয়ার্থৈঃ কর্ম্মভিস্তৎফলৈশ্চ গূঢ়ং ভক্ত্যৈব নৈষ্কর্ম্ম্যে সত্যেব দ্রষ্টুং শক্যমিত্যর্থঃ। এবমেব ঈরিতঃ কথিতঃ আত্মা স্বভাবো যস্য যত্নো বা যত্র তস্মৈ ; যদ্বা, গুণেষু শ্রোত্রবাগাদীন্দ্রিয়েষু যস্য স্বরূপং স্বরূপভূতং নামগুণলীলাদিশ্রূয়মাণকীর্ত্যমানাদি মনসা মথ্না মথ্নন্তি—মনঃসহিতশ্রবণ কীর্ত্তনাদি দৃঢ়াভ্যাসেনৈব যং প্রত্যক্ষীকুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানম্ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কবয়ঃ'—কবি বলিতে বিদ্বদ্গণ এবং 'বিপশ্চিতঃ'—বিপশ্চিৎ অর্থাৎ ভক্তিবিষয়ে চতুর (নিপুণ) ভক্তগণ, 'যস্য গুণেষু'—যাঁহার গুণসমূহে বলিতে রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি নাম এবং নীলোৎপল ও নবদূর্ব্বাদল-সদৃশ শ্যামবর্ণ আকৃতিবিষয়ে, 'মনসা মথ্না'—মন্থনসাধন মনের দ্বারা যাঁহার স্বরূপ দর্শনের অভিলাষে মন্থন করিয়া থাকেন। 'দারুষু জাতবেদাসম্ ইব'—যেমন মন্থনের দ্বারা অগ্নি প্রত্যক্ষ হয় সেইরূপ, এখানে যাঁহার নাম, রূপাদি পুনঃ পুনঃ ভক্তজনের মনে স্থাপনই মন্থন, তাহার দ্বারা যাঁহার স্বরূপ (ভক্তগণ) প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। কিরূপ স্বরূপ ? তাহাতে বলিতেছেন—'ক্রিয়ার্থৈঃ গূঢ়ং'—কর্ম্ম ও কর্ম্মফল দ্বারা যাহা

নূর অর্থাৎ অপ্রকাশমান, কিন্তু ভক্তির দ্বারাই উহা নিষ্কর্ম্ম হইলেই দেখিতে সমর্থ হন (অর্থাৎ ভক্তিবশ ভগবান্ ভক্তের ভক্তিতে নিজেই ভক্তহৃদয়ে প্রকটিত হন)—এই অর্থ। 'ঈরিতাত্মনে'—এই প্রকারই ঈরিত অর্থাৎ কথিত হইয়াছে আত্মা বলিতে স্বভাব যাঁহার, অথবা ভক্তের ঐরূপ প্রযত্নেই যাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তাঁহাকে (নমস্কার)। কিম্বা—'গুণেষু'—গুণসমূহে বলিতে ভক্তের শ্রোত্র, বাগাদি ইন্দ্রিয়-সকলে, যাঁহার স্বরূপভূত নাম, গুণ, লীলাদি শ্রূয়মাণ ও কীর্ত্তমান হইয়া, 'মনসা মথ্না মথ্নন্তি'—মনের সহিত শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি দৃঢ় অভ্যাসের ফলেই যাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন—এই অর্থ, অন্যান্য অর্থ পূর্ব্ববৎ সমান ॥ ৩৬ ॥

মধ্ব—ক্রিয়ার্থৈর্যজ্ঞাদ্যর্থৈরিন্দ্রাদিনামভিরীরিতাত্মনে।

তথ্য—বিপশ্চিতঃ—"সত্যং জ্ঞানমনন্তরং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।"

(তৈঃ উঃ ২১)

'জাতবেদাঃ',—কথিত আছে যে, বেদ অগ্নির মুখ হইতে জাত অর্থাৎ প্রকটিত হইয়াছে, এইজন্য ইহাকে 'জাতবেদাঃ' বলে; অথবা যিনি জাত প্রাণীকে জঠরানলরূপে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ প্রাণিমাত্রের জঠরে অগ্নি থাকায় অগ্নির একটি নাম—'জাত-বেদাঃ' হইয়াছে।

গূঢ়ম্—"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥"

—(শ্বেঃ ৬।১১) ॥ ৩৬ ॥

———

দ্রব্যক্রিয়াহেত্বয়নেশকর্ত্তৃভি-
র্মায়াগুণৈর্বস্তুনিরীক্ষিতাত্মনে।
অন্বীক্ষয়াঙ্গাতিশয়াত্মবুদ্ধিভি-
নিরস্তমায়াকৃতয়ে নমো নমঃ॥ ৩৭॥

অন্বয়ঃ—অন্বীক্ষয়া (বিচারেণ) অঙ্গাতিশয়াত্ম-বুদ্ধিভিঃ (অঙ্গৈঃ যমনিয়মাদিভিঃ অতিশয়াত্মা নিশ্চয়-বতী বুদ্ধিঃ যেষাং তৈঃ) দ্রব্যক্রিয়াহেত্বয়নেশকর্ত্তৃভিঃ (দ্রব্যং বিষয়ঃ, ক্রিয়া ইন্দ্রিয়ব্যাপারঃ, হেতুঃ বাগাদি-কর্ম্মেন্দ্রিয়দেবতা, অয়নং দেহঃ, ঈশঃ কালঃ, কর্ত্তা অহঙ্কারঃ, এতৈঃ) মায়াগুণৈঃ (প্রকৃতিগুণকার্য্যৈঃ উপলক্ষণৈঃ) বস্তু নিরীক্ষিতাত্মনে (বস্তুত্বেন নিরী-ক্ষিতঃ যঃ আত্মা তস্মৈ) নিরস্তমায়াকৃতয়ে (নিরস্তা মায়া-নিমিত্তা আকৃতির্যস্মাৎ তস্মৈ তাদৃশায়) নমঃ নমঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—শব্দাদি বিষয়, ইন্দ্রিয়-ব্যাপার, বাগাদি ইন্দ্রিয়-দেবতা, দেহ, কাল ও অহঙ্কার—এই সমস্ত মায়ার কার্য্য। এই মায়িক-কার্য্য দর্শনে কার্য্যের কারণরূপে যে বস্তু লক্ষিত হইতেছেন, আপনিই সেই পরমাত্মা। আপনার সেই স্বরূপ—মায়াসম্বন্ধশূন্য। তত্ত্ববিচার ও যম-নিয়মাদি দ্বারা যাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারাই আপনার সেই রূপ প্রত্যক্ষ করেন; আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—এবং স্থূলসূক্ষ্মমায়িকদেহদ্বয়সদ্ভাবে এব মন্থনং সম্ভবেৎ মন্থনে চ সতি তৎস্বরূপং দৃশ্যং স্যাদিত্যাহ—দ্রব্যং শব্দাদি, ক্রিয়া ইন্দ্রিয়ব্যাপারঃ, হেতুর্দেবতা, অয়নং দেহঃ, ঈশঃ কালঃ, কর্ত্তা অহঙ্কারঃ;—এতৈর্মায়াগুণৈঃ শ্রবণকীর্ত্তনপরিচরণাদি-ভির্ভজনসাধকৈরন্বীক্ষয়া মনঃকৃতপুনঃপুনঃ পরা-মর্শেন চ অঙ্গানাং শ্রবণকীর্ত্তনাদীনাম্ অতিশয়ে আত্মা যত্নো বুদ্ধিশ্চ যেষাং তৈর্বস্তুত্বেন নিরীক্ষিত আত্মা স্বরূপং যস্য তস্মৈ। তচ্চ তে স্বরূপং চিন্ময়-মেবেত্যাহ—নিরস্তা মায়া যত্র তথাভূতা আকৃতিরা-কারো যস্য তস্মৈ; শ্লেষেণ,—নিরস্তমায়া ভক্তস্যা-প্যাকৃতির্যতস্তস্মৈ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম মায়িক দেহদ্বয়ের সদ্ভাবেই মন্থন কার্য্য সম্ভবপর এবং মন্থন করা হইলে তাঁহার স্বরূপ দৃশ্য হইয়া থাকে—ইহা বলিতেছেন—'দ্রব্য-ক্রিয়া' ইত্যাদি। দ্রব্য বলিতে শব্দাদি বিষয়, ক্রিয়া ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার, হেতু বলিতে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অয়ন অর্থ দেহ, ঈশ বলিতে কাল এবং কর্ত্তা হইতেছে অহঙ্কার—এই সকল মায়ার গুণ, ইহাদের সাহায্যেই ভজনের সহা-য়ক শ্রবণ, কীর্ত্তন, পরিচর্য্যা প্রভৃতির দ্বারা, 'অন্বী-ক্ষয়া'—মনে পুনঃ পুনঃ বিচারের দ্বারা, 'অঙ্গাতি-শয়াত্মবুদ্ধিভিঃ'—শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি অঙ্গসকলের বিষয়ে,

আত্মা বলিতে চেষ্টা এবং বুদ্ধি যাঁহাদের, সেই সকল ভক্তের দ্বারা, 'বস্তুনিরীক্ষিতাত্মনে'—বস্তুত্বরূপে অর্থাৎ যথার্থরূপে নিরীক্ষিত হয় যাঁহার স্বরূপ, তাঁহাকে (নমস্কার)। এবং আপনার সেই স্বরূপ চিন্ময়ই—ইহা বলিতেছেন—'নিরস্ত-মায়াকৃতয়ে', নিরস্ত হইয়াছে মায়া যেখানে, তাদৃশ আকৃতি বলিতে আকার (শ্রীবিগ্রহ) যাঁহার (সেই পরমেশ্বর আপনাকে নমস্কার)। শ্লেষোক্তির দ্বারা—নিরস্তমায়া মায়াগুণরহিত অর্থাৎ অপ্রাকৃত ভক্তেরও দেহ যাঁহা হইতে, তাঁহাকে (নমস্কার)॥ ৩৭॥

মধ্ব—মায়াগুণৈস্তদিচ্ছানুসারিভিঃ।

দ্রব্যেশঃ শঙ্করঃ প্রোক্তঃ ক্রিয়েশো গরুড়ঃ স্মৃতঃ।
করণেশস্তথা ব্রহ্মা বায়ুরাধারবান্ স্মৃতঃ॥
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে॥ ৩৭॥

তথ্য—শব্দাদি বিষয়, ইন্দ্রিয়ব্যাপার, রাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়, দেহ, কাল ও অহঙ্কার—এই সকল মায়ার কার্য্য। ইহাদের সহিত যে বস্তু উপলক্ষিত হইতেছেন, তিনি—শুদ্ধজীবতত্ত্ব। সেই জীবতত্ত্বের মধ্যে যিনি আত্মরূপে লক্ষিত হন, তিনি পরমাত্মা। পরমাত্মা—মায়াসম্বন্ধ-শূন্য। তত্ত্ববিচার ও যমনিয়মাদি দ্বারা বুদ্ধি স্থির করিয়া যোগিগণ পরমাত্মার সেই স্বরূপ দর্শন করেন। আমরা পরমাত্মার সেই অপ্রাকৃত স্বরূপকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি (শ্রীজীব)।

শব্দাদি বিষয়, ইন্দ্রিয়ব্যাপার, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা, দেহ, কাল ও অহঙ্কার, এই সকল—শ্রবণ, কীর্ত্তন, পরিচর্য্যা প্রভৃতি ভজন-কার্য্যের সহায়ক; ইহাদের দ্বারা এবং মনে মনে পুনঃ পুনঃ তত্ত্ববিচার-দ্বারা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি বিষয়ে যাঁহাদের চিত্ত দৃঢ় হইয়াছে, তাঁহারাই ভগবানের স্বরূপ নিরীক্ষণ করেন। সেই স্বরূপ—মায়াগন্ধশূন্য, সুতরাং শুদ্ধসত্ত্ব বা অপ্রাকৃত, আমরা সেই ভগবানের অপ্রাকৃত স্বরূপকে বারম্বার নমস্কার করি—(শ্রীচক্রবর্ত্তী)॥ ৩৭॥

———

করোতি বিশ্বস্থিতিসংযমোদয়ং
যস্যেপ্সিতং নেপ্সিতমীক্ষিতুর্গুণৈঃ।
মায়া যথায়ো ভ্রমতে তদাশ্রয়ং
গ্রাব্ণো নমস্তে গুণকর্ম্মসাক্ষিণে॥ ৩৮॥

অন্বয়ঃ—যস্য (ভগবতঃ জীবার্থম্) ঈপ্সিতম্ (অত্যন্তানিচ্ছায়াম্ ঈক্ষণযোগাৎ, স্বার্থং তু) ন ঈপ্সিতম্; বিশ্বস্থিতিসংযমোদয়ং (বিশ্বস্য স্থিতিসংযমোদয়ঃ জড়া অপি স্বগুণৈঃ মায়া) করোতি যথা গ্রাব্ণঃ (অয়স্কান্তনিমিত্তাৎ) তদাশ্রয়ং (তৎসন্নিহিতং জড়ম্ অপি) অয়ঃ (লোহ) ভ্রমতি, তথা ঈক্ষিতুঃ (ভগবতঃ) গুণৈঃ মায়া (প্রবর্ত্ততে, অতঃ তস্মৈ) গুণকর্ম্মসাক্ষিণে (গুণানাং কর্ম্মণাং জীবাদৃষ্টানাঞ্চ সাক্ষিণে) তে (তুভ্যং) নমঃ॥ ৩৮॥

অনুবাদ—(হে ভগবন্) জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস আপনার বাঞ্ছিত নহে; কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও জীবের নিমিত্ত আপনি সে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। প্রকৃতি জড়রূপা হইলেও আপনারই ঈক্ষণ-চালিতা হইয়া স্বীয় সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টাদিকার্য্য করিয়া থাকে। জড়রূপা প্রকৃতি দ্বারা কিরূপে সৃষ্টি হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন;—লৌহ যেরূপ অয়স্কান্তদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া উহারই অভিমুখে অগ্রসর হয়, মায়াও সেইরূপ আপনার ঈক্ষণ-প্রভাবে সৃষ্টাদি-কার্য্য করিয়া থাকে; অতএব গুণকর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ আপনাকে নমস্কার॥ ৩৮॥

বিশ্বনাথ—ননু মৎকার্য্যত্বাদচিদপি জগন্মমৈবাকারো মৃদ্‌ঘটাদিবত্তত্র জগদিদং ন বস্তুতস্ত্বৎকার্য্যং, কিন্তু মায়াকার্য্যমিত্যাহ—করোতীতি। যস্যেক্ষিতুর্জীবার্থমীপ্সিতং অত্যন্তানিচ্ছায়ামীক্ষণযোগাৎ; স্বার্থন্তু নেপ্সিতং, বিশ্বস্থিত্যাদি স্বগুণৈর্মায়ৈব করোতি। তস্যা জড়ত্বেঽপি ঈশ্বরসন্নিধানাৎ প্রবৃত্তিং দৃষ্টান্তেনাহ—যথা লোহঃ গ্রাব্ণোঽয়স্কান্তাদ্ধেতোর্ভ্রমতি তদাশ্রয়ং তদভিমুখং সৎ; অতো গুণানাং কর্ম্মণাং জীবাদৃষ্টানাঞ্চ সাক্ষিণে তস্মৈ তুভ্যং নমঃ॥ ৩৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, আমার কার্য্য বলিয়া অচিৎ (জড়) হইলেও জগৎ আমারই আকার (অর্থাৎ আমিও জড়), যেমন জড় মৃত্তিকাদির কার্য্য ঘটাদি? তাহার উত্তরে, এই জগৎ বাস্তবিক-পক্ষে আপনার কার্য্য নহে, কিন্তু মায়ারই কার্য্য, ইহা বলিতেছেন 'করোতি', ইত্যাদি। 'যস্য ঈক্ষিতুঃ'—সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে পরামর্শকারী পরমেশ্বর আপনার, জীবের ভোগের জন্যই, 'ঈপ্সিতং'—অত্যন্ত অনিচ্ছা-

সত্ত্বেও তদ্বিষয়ে আপনি সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, কিন্তু নিজের কোন প্রয়োজনে ঐ সৃষ্টি প্রভৃতির ইচ্ছা নহে। 'বিশ্ব-স্থিতি-সংযমোদয়ং' — জড় মায়াই নিজের সত্ত্বাদি গুণের দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার ক্রিয়া সম্পাদন করে। সেই মায়া জড় হইলেও ঈশ্বরের সন্নিধি (সঙ্কল্প) বশতঃই তাহার প্রবৃত্তি-বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—'যথা অয়ঃ' ইত্যাদি, যেরূপ লৌহ অয়স্কান্তমণি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট ও পরিচালিত হইয়া তাহার অভিমুখে ভ্রমণ করে। অতএব 'গুণ-কর্ম্ম-সাক্ষিণে' — গুণ এবং কর্ম্ম বলিতে জীবের অদৃষ্টসমূহের সাক্ষি-স্বরূপ সেই আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৩৮ ॥

তথ্য—

যদ্যপি সাংখ্য মানে, 'প্রধান'—কারণ।
জড় হইতে কভু নহে জগৎ-সৃজন ॥
নিজ-সৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারি' প্রধানে।
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয় ত' নির্ম্মাণে ॥
—(চৈঃ চঃ আদি—৬।১৮-১৯)

জগৎ কারণ নহে 'প্রকৃতি' জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করেন কৃপা ॥
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥
অতএব কৃষ্ণ—মূল জগৎ-কারণ।
প্রকৃতি—কারণ, যৈছে অজা-গলস্তন ॥
—(চৈঃ চঃ আদি—৫।৬০-৬১) ॥ ৩৮ ॥

———

প্রমথ্য দৈত্যং প্রতিবারণং মৃধে
যো মাং রসায়া জগদাদিশূকরঃ।
কৃত্বাগ্রদংষ্ট্রে নিরাগাদুদন্বতঃ
ক্রীড়ন্নিবেভঃ প্রণতাস্মি তং বিভুম্" ॥ ইতি ॥৩৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ভুবনকোশে বর্ষদেবস্তুতির্নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—যথা ইভঃ (গজঃ) ক্রীড়ন্ ইব (যথা দংষ্ট্রাগ্রে পদ্মিনীং কৃত্বা ক্রীড়ন্ জলাৎ নিঃসরতি ন চৈবং শ্রান্তঃ ভবতি, তথা) যঃ জগদাদিশূকরঃ (জগতাম্ আদিঃ কারণভূতঃ শূকরঃ সন্) রসায়াঃ (রসাতলাৎ আরভ্য) মাং (পৃথিবীম্) অগ্রদংষ্ট্রে (দংষ্ট্রাগ্রে) কৃত্বা উদন্বতঃ (প্রলয়ার্ণবাৎ) নিরগাৎ, (এবং) প্রতিবারণং (প্রতিগজ-তুল্যং) দৈত্যং (হিরণ্যাক্ষং) মৃধে (যুদ্ধে) প্রমথ্য (হত্বা স্থিতং) তং বিভুং (পরমেশ্বরং) প্রণতা অস্মি (অহমিতি শেষঃ) ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-পঞ্চমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—হস্তি যেরূপ দংষ্ট্রাগ্রে পদ্মনাল লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে জলাশয় হইতে বহির্গত হয়, আপনিও সেইরূপ আদি-বরাহরূপে প্রতিদ্বন্দ্বি-গজতুল্য হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়া দংষ্ট্রাগ্রে রসাতলগত পৃথিবীকে ধারণপূর্ব্বক প্রলয়পয়োধি হইতে নির্গত হইয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-পঞ্চমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—অবতারচরিত্রং ব্রুবতী স্বস্মিন্ কৃপাতিশয়ং দ্যোতয়তি—প্রমথ্যেতি প্রতিবারণং প্রতিযোদ্ধারং হস্তিনমিব ইভো হস্তী রসায়া রসাতলোপলক্ষিতাং গর্ভোদাৎ জগদাদির্জগৎকারণভূতঃ শূকরঃ। উদন্বতি প্রলয়ার্ণবে ॥ ৩৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
পঞ্চমেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-পঞ্চমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—(বরাহ) অবতারের চরিত্র বলিতে (ধরিত্রীদেবী) নিজের প্রতি তাঁহার কৃপাতিশয্য প্রকাশ করিতেছেন—'প্রমথ্য' ইত্যাদি। 'প্রতিবারণং' —প্রতিযোদ্ধা (অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী হস্তী-সদৃশ দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে সংহার করিয়া), 'ইভঃ'—ক্রীড়ারত গজরাজের ন্যায়, 'রসায়াঃ'—রসাতল উপলক্ষিত গর্ভোদক হইতে, 'জগদাদিশূকরঃ'—জগতের আদি, অর্থাৎ কারণস্বরূপ শূকর (শ্রীবরাহদেব স্বীয় দন্তাগ্রে আমাকে ধারণপূর্ব্বক প্রলয়সমুদ্র হইতে নির্গত হইয়া-

ছিলেন)। 'উদন্বতি'—সমুদ্রে বলিতে এখানে প্রলয়সমুদ্রে ॥ ৩৭ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার পঞ্চমস্কন্ধের সজ্জন-সম্মত অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥
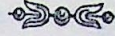
ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫।১৮ ॥

ইতি মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

কিম্পুরুষে বর্ষে ভগবন্তমাদিপুরুষং লক্ষ্মণাগ্রজং সীতাভিরামং রামং তচ্চরণসন্নিকর্ষাভিরতঃ পরমভাগবতো হনূমান্ সহ কিম্পুরুষৈরবিরতভক্তিরুপাস্তে ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

উনবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে কিংপুরুষবর্ষে ভগবান্ রামচন্দ্রের ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

কিংপুরুষবর্ষে তদ্‌বর্ষবাসি-পুরুষগণ পরম ভক্তিসহকারে হনূমানের সহিত বিশুদ্ধসত্ত্বময়মূর্ত্তি, প্রাকৃত নাম-রূপ-বিবর্জ্জিত, সাধুগণের পরিত্রাণ ও অসাধু রাক্ষসকুলের বিনাশের জন্য অবতীর্ণ নরবপু ভগবান্ রামচন্দ্রের উপাসনা করিয়া থাকেন। প্রাকৃত জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য বা সৌন্দর্য্য ভগবৎপ্রীতির কারণ নহে; যাঁহারা নিষ্কপটে তাঁহার শরণাপন্ন হন, ভগবান্ তাঁহাকেই কৃপা করিয়া থাকেন।

দেবর্ষি নারদ সাক্ষাদ্‌ভগবৎকথিত পঞ্চরাত্র-নামক সাত্বত-তন্ত্র সাবর্ণি-মনুকে উপদেশ করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষীয় প্রজাবর্গের সহিত পরমভক্তিসহকারে, অকিঞ্চনদিগের পরমধন, আত্মারাম-জনসমূহেরও উপাস্য সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদির কর্ত্তা, পরমপুরুষ ভগবানের উপাসনা করিতেছেন। এই ভারতবর্ষেও অন্যান্য-বর্ষের ন্যায় বহুবিধ নদী ও পর্ব্বত আছে, তথাপি এইবর্ষের শ্রেষ্ঠতা এই যে, এখানে বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালিত হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদের ক্রমে সাধুসঙ্গ ও অপবর্গ বা ভগবদ্‌ভক্তিলাভের পন্থা সুলভ হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গে জীবের অনর্থ নষ্ট হইলে সর্ব্বভূতাধিবাস ভগবান্ বাসুদেবে অহৈতুকী ভক্তিলাভ হয়; উহাই অপবর্গ। এইজন্য ভারতবর্ষ ও তদ্‌বর্ষবাসিগণের শ্রেষ্ঠতার বিষয় দেবতাগণও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। স্বর্গের কথা কি, এই বর্ষ ব্রহ্মলোক অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; কেন না, ব্রহ্মলোক হইতেও জীবের পুনরাবর্ত্তন হয় কিন্তু এই বর্ষবাসিপুরুষগণ নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্ম ভগবান্ বিষ্ণুতে সমর্পণ করিয়া যে গতি লাভ করেন, তাহা হইতে তাঁহাদের আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। যে-স্থানে ভক্তগণের মুখনিঃসৃত ভগবৎকথামৃত নাই, ব্রহ্মলোক হইলেও সুধীগণের সেইস্থান আশ্রয়ণীয় নহে। এইপ্রকার ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াও যাহারা ভগবৎসেবায় বিরত, তাহাদের অবস্থা—অতিশয় শোচনীয়। এইবর্ষে যদি কেহ সামান্য-কামের উদ্দেশেও কৃষ্ণভজনের অনুসন্ধান করেন, তাঁহারাও সাধুসঙ্গে ক্রমশঃ নিষ্কাম উপাসনা লাভ করিয়া ভগবানের পাদপল্লব পাইয়া থাকেন; অতঃপর শ্রীল শুকদেব-গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট জম্বু-অন্তর্গত আটটী উপদ্বীপের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—কিম্পুরুষে বর্ষে আদিপুরুষং (জগৎকারণভূতং) লক্ষ্মণাগ্রজং (লক্ষ্মণস্য সৌমিত্রেঃ অগ্রজং) সীতাভিরামং (সীতায়াঃ অভিরামং পতিং সীতারমণং) ভগবন্তং রামং (রামচন্দ্রং) তচ্চরণসন্নিকর্ষাভিরতঃ (তস্য শ্রীরামস্য চরণয়োঃ

সন্নিকর্ষে সান্নিধ্যে সেবায়াম্ এব অভিরতঃ নিবিষ্ট-চিত্তঃ সন্) পরমভাগবতঃ (মহাভাগবতঃ) অবিরত-ভক্তিঃ (অবিরতং বিঘ্নৈঃ অপ্রতিহতং যথা স্যাৎ তথা ভক্তিঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ) হনূমান্ কিম্পুরুষৈঃ সহ (তদ্বর্ষবাসিভিঃ সহ) উপাস্তে (সেবতে) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—(হে রাজন্,) কিম্পুরুষবর্ষে জগৎকারণভূত লক্ষ্মণাগ্রজ সীতাপতি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণসান্নিধ্যে নিবিষ্টচিত্তে উপবিষ্ট হইয়া পরমভাগবত শ্রীহনূমান্ অপ্রতিহতভক্তি-সহকারে কিম্পুরুষবর্ষবাসিগণের সহিত তাঁহার উপাসনা করিতেছেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

রামঃ কিংপুরুষে নারায়ণঃ সেব্যশ্চ ভারতে।
সর্ব্বতো ভারতশ্রৈষ্ঠ্যমূনবিংশে নিরূপ্যতে ॥ ০ ॥

ভর্ত্তুরেব ভগবতঃ কথামিত্যনেন নারদাদিরিব নাবতারান্তরকথায়ামনুরজ্যতীতি দ্যোতিতম্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিম্পুরুষবর্ষে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ও ভারতবর্ষে শ্রীনারায়ণ সেব্য-বিগ্রহ এবং সর্ব্বাপেক্ষা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব—ইহা উনবিংশ অধ্যায়ে নিরূপিত হইতেছে ॥ ০ ॥

'ভর্ত্তৃ-ভগবৎকথাং'—(ইহা দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের অংশ)। যিনি ভর্ত্তা (প্রভু), তিনিই ভগবান্, তাঁহার কথা (অর্থাৎ শ্রীহনূমান্জি নিজ প্রভু ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের কথাই শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতেছেন)। ইহা বলায় একনিষ্ঠ রামভক্ত শ্রীহনূমান্জি শ্রীনারদাদির ন্যায় অন্যান্য অবতারবৃন্দের কথাতে অনুরক্ত নহেন —ইহা দ্যোতিত হইল ॥ ১ ॥

আর্ষ্টিষেণেন সহ গন্ধর্ব্বৈরনুগীয়মানাং পরমকল্যাণীং ভর্ত্তৃভগবৎকথাং সমুপশৃণোতি স্বয়ঞ্চেদং গায়তি ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—গন্ধর্ব্বৈঃ অনুগীয়মানাং (সমীপে গীয়মানাং) পরমকল্যাণীং (পরমকল্যাণজননীং) ভর্ত্তৃভগবৎকথাং (ভর্ত্তা চাসৌ ভগবান্ চ তস্য কথাম্) আর্ষ্টিষেণেন (কিম্পুরুষবর্ষস্থপুরুষ-শ্রেষ্ঠেন) সহ সমুপশৃণোতি (সম্যক্ সাবধানতয়া উপশৃণোতি) স্বয়ং চ ইদং (বক্ষ্যমাণং মন্ত্রাদিকং) গায়তি ॥ ২ ॥

অনুবাদ—গন্ধর্ব্বগণ প্রভু-রামচন্দ্রের যে পরম-কল্যাণময়ী চরিত গান করিয়া থাকেন, কিম্পুরুষপতি আর্ষ্টিষেণের সহিত হনূমান্ তাহা অতিসাবধানে শ্রবণ এবং এই মন্ত্রাদি গান করিতেছেন ॥ ২ ॥

তথ্য—

বাসুদেবাদিরূপাণামবতারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে রামলক্ষ্মণাদ্যাঃ ক্রমাদমী ॥
পাদ্মে তু রামো ভগবান্ নারায়ণ ইতীরিতঃ।
শেষশ্চক্রঞ্চ শঙ্খশ্চ ক্রমাৎ স্যুর্লক্ষ্মণাদয়ঃ ॥
মধ্যদেশস্থিতাযোধ্যাপুরেঽস্য বসতিঃ স্মৃতা।
মহাবৈকুণ্ঠলোকে চ রাঘবেন্দ্রস্য কীর্ত্তিতা ॥

(লঘু-ভাঃ মন্বন্তরাবতার-নিরূপণে ২০-২১ শ্লোক)

অর্থাৎ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন-এই চারিজন যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। আবার পদ্মপুরাণে রামচন্দ্রকে ভগবান্ নারায়ণের অবতার ; লক্ষ্মণাদি তিনজন যথাক্রমে শেষ, চক্র ও শঙ্খের অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ এই গ্রন্থের উপরি-উক্ত শ্লোকের টীকায় "তদিদং কল্পভেদেনৈব সম্ভাব্যম্" (কোন কল্পে বাসুদেবাদি কোন কল্পে নারায়ণাদি রামলক্ষ্মণ প্রভৃতিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন) বলিয়া উভয় বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। রামচন্দ্রের বসতিস্থল—মধ্যদেশস্থিত অযোধ্যাপুরী ও মহা-বৈকুণ্ঠে ॥ ২-৩ ॥

ওঁ নমো ভগবতে উত্তমঃশ্লোকায় নম আর্য্য-লক্ষণশীলব্রতায় নম উপশিক্ষিতাত্মন উপাসিতলোকায় নমঃ সাধুবাদনিকষণায় নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় মহাপুরুষায় মহারাজায় নম ইতি ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—ওঁ ভগবতে উত্তমঃশ্লোকায় নমঃ ; আর্য্য-লক্ষণশীলব্রতায় (আর্য্যাণাং শ্রেষ্ঠানি লক্ষণানি শীলং সুস্বভাবঃ ব্রতম্ আচারশ্চ যস্য তস্মৈ তাদৃশায়) নমঃ। উপশিক্ষিতাত্মনে (উপশিক্ষিতঃ বশীকৃতঃ আত্মা মনঃ যেন তস্মৈ সংযতচিত্তায়) নমঃ। উপাসিতলোকায় (উপাসিতঃ অনুসৃতঃ লোকঃ যেন তস্মৈ) নমঃ। সাধুবাদনিকষণায় (সাধুবাদঃ সাধুত্বপ্রসিদ্ধিঃ

তস্য নিকষণায় স্বর্ণসাধুত্বনির্দ্ধারণার্থ-নিকষাশ্মবৎ নির্দ্ধারণস্থানায় পরমসীম্নে) নমঃ। ব্রহ্মণ্যদেবায় (ব্রাহ্মণস্য পূজ্যঃ ব্রহ্মণ্যঃ সঃ চাসৌ দেবঃ স্বতেজসা দীপ্যমানঃ ব্যুদস্তপ্রাকৃতদোষঃ তস্মৈ ; যদ্বা, ব্রহ্ম বেদঃ তত্র সাধুঃ সম্যক্‌প্রতিপাদ্যঃ সঃ চাসৌ দেবঃ তস্মৈ) মহাপুরুষায় (পুংসূক্তপ্রতিপাদ্য-জগৎকারণত্বোপযুক্ত-কল্যাণগুণবিশিষ্টায় পরমপুরুষায়) মহারাজায় নমঃ ইতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—আমি প্রণব উচ্চারণ-পূর্ব্বক সেই উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবান্‌কে নমস্কার করি ; যাঁহাতে আর্য্যগণের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ-লক্ষণ, স্বভাব এবং আচার বর্ত্তমান, যিনি—সর্ব্বদা সংযত-চিত্ত এবং লোকরঞ্জনের নিমিত্ত লৌকিক আচরণের অনুবর্ত্তন-কারী, যিনি—নিকষ-প্রস্তরবৎ কৃপালু প্রভৃতি সদ্‌-গুণের নির্দ্ধারণ-স্থান অর্থাৎ যাবতীয় সাধুদিগের শিরোভূষণ, যিনি—ব্রহ্মণ্যদেব, মহাপুরুষ এবং মহারাজ, তাঁহাকে আমরা নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—আর্য্যাণি সর্ব্বৈঃ শিরোধার্য্যাণি লক্ষ-ণানি চরণতলধ্বজবজ্রাদীনি আজানুবাহুত্বাদীনি চ শীলানি ধীরোদাত্তাদীনি ব্রতানি ধর্ম্মনিষ্ঠত্বাদীনি যস্য তস্মৈ। উপশিক্ষিতাত্মনে গুরুব্রাহ্মণাদি-শিক্ষাগ্রাহিণে উপাসিতলোকায়েতি স্বস্য ব্রহ্মাদ্যুপাস্যত্বেঽপি ময়া স্বাচরণেন রজকপর্য্যন্তা অপি লোকাঃ প্রসাদনীয়া ইতি বিচারবত্ত্বাল্লোকানাং তদুপাসিতত্বম্‌। সাধু-বাদানাং ব্রহ্মণ্যত্ব-সত্যসন্ধত্ব-কৃপালুত্বাদীনাং নিক-ষণায় পরমোৎকর্ষ-প্রাপকায় লোকা হি সাধুবাদৈরুৎ-কৃষ্যন্তে। রামং প্রাপ্য সাধুবাদা অপ্যুৎকৃষ্টা ভবন্তী-ত্যর্থঃ। যথা পরমোৎকৃষ্টস্যাপি কনকস্য নিকষং প্রাপ্তস্যৈবোৎকর্ষো লোকে প্রমাণীভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আর্য্যলক্ষণ-শীল-ব্রতায়'—'আর্য্য-লক্ষণ বলিতে সর্ব্বজনের শিরোধার্য্য শ্রীচরণ-তলের ধ্বজ, বজ্রাদি এবং আজানুলম্বিত বাহু প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ চিহ্নসমূহ, ধীরোদাত্তাদি স্বভাব এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ-ত্বাদি ব্রতসকল যাঁহার (সেই শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করিতেছি)। 'উপশিক্ষিতাত্মনে'—শ্রীগুরুদেব ও ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে যিনি শিক্ষাগ্রহণকারী। 'উপাসিত-লোকায়'—স্বয়ং ব্রহ্মাদির উপাস্য হইয়াও, 'আমার নিজ আচরণের দ্বারা রজক (নিম্ন জাতি) পর্য্যন্ত সকলকে প্রসন্ন করিতে হইবে'—এই বিবে-চনায় যিনি সকল লোকের উপাসনা অর্থাৎ তাহাদের মনোরঞ্জন করিতেন। 'সাধুবাদ-নিকষণায়'—ব্রহ্ম-ণ্যত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব, কৃপালুতা প্রভৃতি সাধুবাদের যিনি নিকষণ বলিতে পরম উৎকর্ষপ্রাপক (অর্থাৎ সাধু-ত্বের পরাকাষ্ঠা-স্বরূপ), জনগণ সাধুবাদের (সজ্জন-গণের প্রশংসার) দ্বারাই শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হন। শ্রীরাম-চন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া সাধুবাদও উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে—এই অর্থ। যেরূপ পরম উৎকৃষ্ট সুবর্ণও নিকষ-প্রস্তর প্রাপ্ত হইয়াই লোকে উৎকর্ষ বলিয়া প্রমাণিত হয়, তদ্রূপ, অর্থাৎ স্বর্ণের সাধুত্ব নির্দ্ধারণে নিকষ-প্রস্তরের ন্যায় যিনি সাধুবাদের নির্দ্ধারণ স্থান, এই অর্থ ॥ ৩ ॥

যৎ তদ্বিশুদ্ধানুভবমাত্রমেকং
স্বতেজসা ধ্বস্তগুণব্যবস্থম্‌।
প্রত্যক্‌ প্রশান্তং সুধিয়োপলম্ভনং
হ্যনামরূপং নিরহং প্রপদ্যে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ বিশুদ্ধানুভবমাত্রং (বিশুদ্ধশ্চ অসৌ অনুভবশ্চ স এব মাত্রা স্বরূপং যস্য তৎ তাদৃশম্‌) একং (চ বেদান্তেষু প্রসিদ্ধম্‌ একং) স্বতেজসা, (স্বরূপপ্রকাশেন এব) ধ্বস্তগুণব্যবস্থং (ধ্বস্তা দূরতঃ নিরস্তা গুণানাং বিবিধা জাগ্রদাদ্যবস্থা যস্মিন্‌ তৎ তাদৃশং) প্রত্যক্‌ (দৃশ্যাৎ অন্যৎ) প্রশান্তং (মায়া-বিক্রমাতীতং) সুধিয়োপলম্ভনং (সুধিয়া শুদ্ধচেতসা পুরুষেণ উপলভ্যতে ইতি উপলম্ভনং শুদ্ধচিত্তেন ব্রহ্মত্বেন এব উপলভ্যতে) অনামরূপং (প্রাকৃতনাম-রূপরহিতং) নিরহম্‌ (অহঙ্কারাভাবাৎ) তৎ (তত্ত্বং ভগবন্তং শ্রীরামং) প্রপদ্যে হি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা স্বরূপ—মায়াসম্বন্ধশূন্য বিশুদ্ধ অনুভবমাত্র, বেদান্তে যিনি 'এক' বলিয়া প্রসিদ্ধ, স্বরূপ-শক্তিপ্রভাবে যাঁহার নিকট মায়িক গুণসকলের জাগ্র-দাদি বিবিধ অবস্থা দূর হইতেই নিরস্ত হইয়াছে, যিনি—অক্ষজ-দর্শনের অবিষয়ীভূত 'প্রত্যক্‌' স্বরূপ, যিনি—মায়িকচেষ্টাশূন্য, যিনি—প্রাকৃত নাম-রূপ বিব-র্জ্জিত, কেবল শুদ্ধচিত্তদ্বারাই যাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ

উপলভ্য হইতে পারে, আমরা সুদৃঢ়ভাবে সেই সাক্ষাৎ পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের শরণাপন্ন হই ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু শঙ্খচক্রাদিমত্ত্ব-গরুড়বাহনত্বাদ্যৈশ্বর্য্যানাবিষ্কারাদবতারস্যাস্য ব্রহ্মত্বে কেচিৎ সংশেরতে ? তত্র যে সংশেরতে তে সংশেরতাং নাম, অহন্তু সাক্ষাদিমং পরব্রহ্মরূপমেবানুভবামীত্যাহ—যদিতি, বিশুদ্ধো মায়াসম্বন্ধশূন্যো যোঽনুভবস্তন্মাত্রমেকং কেবলং যত্তদেবেমং প্রপদ্যে। ননু শুদ্ধজীবোঽপ্যেবং ভবতি ? তত্রাহ—স্বতেজসা স্বরূপশক্ত্যা দূরীভূতা গুণব্যবস্থানরূপা মায়াশক্তির্যস্মাত্তৎ অতএব প্রত্যক্ দৃশ্যাদন্যৎ, 'ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য', 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্' ইতি শ্রুতেঃ ; যতঃ প্রশান্তং সর্ব্বোপদ্রবরহিতম্। ননু শ্রীরামস্য রূপং নৈবং প্রতীয়তে ? তত্রাহ—সুধিয়ৈব পুংসা উপলভ্যত ইত্যুপলম্ভনম্ ; যতোঽনামরূপম্—"এতাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি প্রসিদ্ধং প্রাকৃতনামরূপরহিতম্। শ্রুতৌ 'তিস্রঃ' ইতি তেজোবারিমৃদঃ, নির্নিশ্চয়েনাহং প্রপদ্যে ; যদ্বা, অহঙ্কাররহিতং যথা স্যাত্তথা প্রপত্তিরপি কৃপয়া তেনৈব কারিতেতি বুদ্ধ্যেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, শঙ্খচক্রাদি-যুক্তত্ব, গরুড়বাহনত্ব প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যসমূহের প্রকাশ না করায়, এই শ্রীরামচন্দ্র অবতারের ব্রহ্মত্ববিষয়ে কেহ কেহ সংশয় করিয়া থাকেন। তদুত্তরে যাহারা সংশয় করেন, তাহারা সংশয় করুন, আমি কিন্তু ইঁহাকে সাক্ষাৎ পরব্রহ্মরূপেই অনুভব করিয়া থাকি—ইহা বলিতেছেন—'যৎ' ইত্যাদি। 'বিশুদ্ধানুভবমাত্রম্ একম্'—বিশুদ্ধ বলিতে মায়ার সম্বন্ধশূন্য যে অনুভব, কেবল তন্মাত্রই যাহা (অর্থাৎ যাঁহার স্বরূপ কেবল বিশুদ্ধ অনুভবাত্মক), সেই রামচন্দ্রেই আমি প্রপন্ন হইতেছি। যদি বলেন—শুদ্ধ জীবও এইপ্রকার বিশুদ্ধসত্ত্ব হইয়া থাকেন। তাহাতে বলিতেছেন—'স্বতেজসা'—স্বীয় স্বরূপশক্তির দ্বারা, 'ধ্বস্ত-গুণ-ব্যবস্থম্'—ধ্বস্ত বলিতে দূরীভূত হইয়াছে গুণ-ব্যবস্থানরূপা মায়াশক্তি যাঁহা হইতে (অর্থাৎ যিনি স্বপ্রকাশের দ্বারা মায়ার গুণসমূহের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয় দূরে নিরস্ত করিয়াছেন)। অতএব 'প্রত্যক্'—নিখিল দৃশ্য পদার্থের অতিরিক্ত। শ্রুতিতে (শ্বেতাশ্বতর ৪।২০) উক্ত হইয়াছে—'ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য' ইত্যাদি, অর্থাৎ এই পরমেশ্বরের স্বরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, কেহই ইঁহাকে চক্ষুদ্বারা দর্শন করিতে পারে না, হৃদয়গুহায় অবস্থিত এই পরমেশ্বরকে যাঁহারা অনুভূতি ও মনন দ্বারা জানিতে পারেন, তাঁহারা অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করেন। আরও, 'যমেবৈষ বৃণুতে' ইত্যাদি, অর্থাৎ এই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন (যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করেন), তিনিই তাঁহাকে পাইয়া থাকেন। তাঁহারই নিকটে এই আত্মা স্বীয় তনু, অর্থাৎ আপনার স্বরূপ ও মহিমা প্রকাশ করেন। যেহেতু 'প্রশান্তং'—তিনি (কাম-রাগাদি) সর্ব্ব উপদ্রবশূন্য। দেখুন—শ্রীরামচন্দ্রের রূপ এইপ্রকার কখনই প্রতীত হয় না। তাহাতে বলিতেছেন—'সুধিয়োপলম্ভনং', শুদ্ধচিত্তের দ্বারাই সাধকপুরুষ ইঁহাকে ব্রহ্মরূপে উপলব্ধি (অনুভব) করেন। যেহেতু তিনি 'অনাম-রূপম্'—নাম-রূপাত্মক প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন। শ্রুতিতে (ছান্দোগ্য ৬।৩।২) প্রসিদ্ধি রহিয়াছে - 'এতাস্তিস্রঃ দেবতাঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ সেই সৎস্বরূপ দেবতা আলোচনা (সঙ্কল্প) করিলেন—বেশ, আমি এই জীবাত্মারূপে এই তিন দেবতাতে, অর্থাৎ তেজ, জল ও অন্ন নামক দেবতাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করি। অতএব তিনি প্রাকৃত নাম ও রূপ-বিবর্জ্জিত। 'নিরহং প্রপদ্যে'—'নিঃ', নিশ্চয়রূপে আমি (অহং) ইঁহার প্রপন্ন (শরণাগত) হইতেছি। অথবা—'নিরহং' বলিতে অহঙ্কারশূন্য যাহাতে হয়, সেইভাবে, অর্থাৎ সেই প্রপত্তিও কৃপাপূর্ব্বক তিনিই করাইতেছেন—এইরূপ বুদ্ধিতে (আমি শ্রীরামচন্দ্রের শরণগ্রহণ করিতেছি)—এই অর্থ ॥ ৪ ॥

তথ্য—ভগবানের স্বরূপশক্তি-প্রভাবে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া তাঁহার নিকট হইতে দূরে অবস্থান করেন বলিয়া তিনি সর্ব্বপ্রকার মায়িক উপদ্রবরহিত এবং কেবল অনুভব মাত্র। তাহার কারণ, তিনি—যাবতীয় দৃশ্য অর্থাৎ জড়বস্তু হইতে ভিন্ন। শ্রুতি (শ্বেতাশ্বতর ৪।২০) বলেন—"ইঁহার রূপ চক্ষুরাদির গ্রহণযোগ্যক্ষেত্রে অবস্থান করে না ; কেহ ইঁহাকে চক্ষুদ্বারা দর্শন করে না। যাঁহারা হৃদিস্থ এই পরমেশ্বরকে শুভবুদ্ধি

দ্বারা, মন দ্বারা এইরূপ জানেন, তিনি অমৃত অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন"। মুণ্ডক ৩।২।৩ ও কঠ ২।২৩ মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে—"আত্মা (ভগবান্) ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া যাঁহার প্রতি কৃপা করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন; আত্মা তাঁহার সম্বন্ধেই স্বকীয় তনু প্রকাশ করিয়া থাকেন।" এই শ্রুতিবাক্যে ভগবানের শরীর স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহাকে এই ভাগবতীয় পদ্যানুসারে "অনাম", "অরূপ" কিরূপে বলা যাইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—তাঁহার (ভগবানের) প্রাকৃত নাম বা রূপ নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে ৬।৩।২ মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে—"এতাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যকরবাণীতি" অর্থাৎ "অনেন" শব্দটীর পৃথক্ নির্দ্দেশ-হেতু আত্মা-শব্দে পরমাত্মার জীবশক্তিরূপ অংশ; এবং তিস্র দেবতা বলিতে তেজঃ, বারি ও মৃত্তিকা বুঝিতে হইবে। "প্রবেশ" অর্থে উপাধিতে অভিনিবেশ। এখন সমগ্র শ্রুতির অর্থ এইপ্রকার,—'জীবশক্তিরূপ অংশের দ্বারা তেজ প্রভৃতি ভূতত্রয়-মিলিত স্থূল-উপাধিতে অভিনিবিষ্ট হইয়া বিভিন্ন নাম ও বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হইব।' এই শ্রুতিবাক্যে জীবের স্থূল-উপাধিতে অহংতাদির অভিনিবেশ এবং পরমাত্মার তদন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান ও উপাধিকৃত নাম-রূপাদিতে অনভিনিবেশ কথিত হইয়াছে; সুতরাং এই ভাগবতীয় পদ্যে ভগবানের উপাধিকৃত নামরূপাদি নাই বলিয়া যে "অনাম" "রূপ" বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তই হইতেছে। 'নিরহং' বলিতে উপাধি অর্থাৎ 'স্থূল-দেহাদিতে অহঙ্কার-রহিত' এরূপ অর্থ না করিয়া 'সর্ব্বপ্রকারে অহঙ্কার-রহিত' এইরূপ অর্থ করিলে পূর্ব্বোক্ত ছান্দোগ্যোপনিষদের "ব্যকরবাণীতি"—এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ ব্যর্থ হয় (শ্রীজীব); নিরহং অর্থাৎ নির্নিশ্চয়েনাহং অর্থাৎ সুদৃঢ়সত্তাক আমি। (শ্রীচক্রবর্ত্তী॥ ৪॥

মর্ত্ত্যাবতারস্ত্বিহ মর্ত্ত্যশিক্ষণং
রক্ষোবধায়ৈব ন কেবলং বিভোঃ।
কুতোঽন্যথা স্যাদ্রমতঃ স্ব আত্মনঃ
সীতাকৃতানি ব্যসনানীশ্বরস্য॥ ৫॥

অন্বয়ঃ—ইহ (সংসারে) বিভোঃ (শ্রীরামচন্দ্রস্য) মর্ত্ত্যাবতারঃ তু (মানবাকারেণ অবতারস্তু) কেবলং রক্ষোবধায় এব ন (রক্ষসঃ রাবণস্য মনুষ্যাৎ অন্যতঃ অবধ্যত্বাৎ কেবলং তস্য রক্ষসঃ বধায় এব রামাবতার ইতি ন, কিন্তু) মর্ত্ত্যশিক্ষণং (স্ত্রীসঙ্গাদিকৃতং দুঃখং দুর্ব্বারমিতি মর্ত্ত্যানাং মানবানাং শিক্ষণং শিক্ষার্থম্ এব) অন্যথা (শিক্ষার্থত্বা-নঙ্গীকারে) স্বে (রূপে) রমতঃ (রমমাণস্য) আত্মনঃ (জগদাত্মনঃ) ঈশ্বরস্য (পরমেশ্বরস্য) সীতাকৃতানি (সীতা-বিরহকৃতানি) ব্যসনানি (দুঃখানি) কুতঃ স্যাৎ (স্যুঃ)? ৫॥

অনুবাদ—রাক্ষসাধিপতি রাবণ মনুষ্য ভিন্ন অন্যের অবধ্য হওয়ায় তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্তই ভগবান্ রামচন্দ্র মনুষ্যাকারে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। কিন্তু কেবল রাবণবধই যে তাঁহার এই অবতারে কারণ, তাহা নহে। স্ত্রীসঙ্গাদি-কৃত দুঃখ যে দুর্ব্বার—ইহা মর্ত্ত্যজীবকে শিক্ষা দেওয়াও তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য; নতুবা যিনি—বিশ্বাত্মা, পরমেশ্বর, এবং স্বস্বরূপেই আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন, তাঁহার আবার সীতাবিরহজন্য দুঃখাদি কি জন্য? ৫॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি প্রপঞ্চ-লোকে কথমেবং প্রকটীভবতীতি তত্রাহ—মর্ত্ত্যাবতারঃ মর্ত্ত্যাকারস্য প্রপঞ্চলোকপ্রাকট্যং ন কেবলং রক্ষসো রাবণস্যৈব বধায়, কিন্তু মর্ত্ত্যশিক্ষণং মর্ত্ত্যশিক্ষণার্থোঽপীত্যর্থঃ। মর্ত্ত্যা দ্বিবিধাঃ—ধর্ম্মবন্তো ভক্তিমন্তশ্চ। তেভ্যঃ ক্রমেণ স্বস্য ধার্ম্মিকত্বপ্রেমবশ্যত্বয়োঃ প্রদর্শনায় ধর্ম্মশিক্ষণার্থং প্রেমশিক্ষণার্থঞ্চেত্যর্থঃ। অন্যথা স্বে স্বরূপ এব রমমাণস্য পরমাত্মনঃ সীতাবিরহকৃতানি ব্যসনানি দুঃখানি কুতঃ স্যাৎ স্যুঃ? কিন্তু সাধ্বী স্বভার্য্যা ধার্ম্মিকৈঃ সর্ব্বথৈব নোপেক্ষিতব্যা তদর্থং প্রাপ্তানি দুঃখান্যপি সহতৈবেতি শিক্ষণার্থং স্বস্মিন্নসন্ত্যপি দুঃখানি দর্শিতানীতি প্রথমে পক্ষে; দ্বিতীয়ে তু সীতাবিরহকৃতানি বিষাদাদীনি কুতো দুঃখানি, কিন্তু প্রেম্নঃ স্থায়িভাবস্য বিপ্রলম্ভরসাস্বাদনজনিতানি দুঃখত্বেন ভাসমানানি পরমসুখান্যেব, ন তু দুঃখানীত্যর্থঃ। আত্মারামত্বদুঃখিত্বয়োর্যুগপদেকত্র বিরোধাৎ, ন চ সীতায়াং রমমাণস্য কুত আত্মারামত্বমিতি বাচ্যং, সীতায়াঃ স্বরূপশক্তিত্বেনাত্মভূতত্বাৎ। ননু সীতায়াঃ স্বরূপভূতত্বে কথং তদ্বিরহঃ সম্ভবেৎ? উচ্যতে—

একমেব পরমতত্ত্বং চিচ্ছক্তিবৃত্তিভেদেন মহাসারেণ প্রেমাখ্যেনানাদিত এব দ্বিধা বিভক্তং তিষ্ঠতি,—হ্লাদষড়ৈশ্বর্য্যময়ং, কেবলং হ্লাদময়ঞ্চ ; প্রথমং—পরমেশ্বরাখ্যং, দ্বিতীয়ং—ভক্তাখ্যম্। পুনশ্চ তেনৈব প্রেম্না স্বস্য চতসৃভির্বৃত্তিভির্দ্বিতীয়ং তত্ত্বং চতুর্দ্ধা বিভক্তং — দাস-সখি-পিত্রাদি-প্রেয়স্যাখ্যং, প্রথমস্য তদেব তত্ত্বস্য দাস্যাদিভাব-ভাবিতত্বং ব্যবস্থাপিতম্ ; প্রাকৃতেষ্বপি জীবেষু যদৃচ্ছয়ৈতাদৃশ-ভক্তি-সাধনবৎসু ভক্তিপরিপাকে স্বয়মাবির্ভূয় এতচ্চতুষ্কমাবেশ্য তেঽপি দাসাদিত্বেন যথাকালং নিত্যলোকং প্রাপয্য চতুষ্কেণ তেন সমনুগম্যতে, পুনরপি তেনৈব প্রেম্না স্থায়ি-ভাবতাং প্রাপ্তেন স্বশক্ত্যৈবাবির্ভাবিতাভির্বিভাবাদিভিঃ স্বং রসরূপীকৃত্য তদেব তত্ত্বযুগলং স্বস্য বিষয়াশ্রয়ী-ভাবভাবিতং কৃত্বা স্বাধীনীকৃত্য যোগবিয়োগাভ্যাং সুখ-দুঃখায়িতং স্বমাধুর্য্যম-সাধারণমপারমাস্বাদয়তা কোঽপ্যানন্দচমৎকার এব তদ্বিদাং নিষ্পাদ্যতে ; অতদ্বিদাস্তু কেষাঞ্চিৎ রামকৃষ্ণাদীনামপ্যেতাবদ্দুঃখ-মনির্বাচ্যমিতি কেষাঞ্চিজ্জীবপ্রদর্শনায়ৈ অনুকৃত-মিত্যেবং ব্যামোহ এব ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলে এই প্রাপঞ্চিক জগতে কিজন্য তিনি এইরূপ-ভাবে (মনুষ্যাকারে) প্রকটিত হইয়াছেন ? তাহাতে বলিতেছেন—'মর্ত্ত্যাবতারঃ', মনুষ্যরূপে ধরাতলে তাঁহার অবতার, কেবল রাবণের বধের নিমিত্তই নহে (অর্থাৎ ব্রহ্মার বরে রাবণ মনুষ্যভিন্ন অপরের অবধ্য ছিলেন, কেবল এইজন্য নহে), কিন্তু 'মর্ত্ত্য-শিক্ষণং' —মনুষ্যগণের শিক্ষাদানও তাঁহার মনুষ্যাবতারের অপর কারণ, এই অর্থ। মর্ত্ত্য জীবগণ দুই প্রকার —ধর্ম্মশীল এবং ভক্তিমান্। তাহাদিগকে যথাক্রমে নিজের ধার্ম্মিকত্ব ও প্রেমবশ্যত্ব প্রদর্শনের নিমিত্ত, অর্থাৎ মনুষ্যদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা এবং প্রেমশিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত, এই অর্থ। নতুবা 'স্বে রমতঃ'—নিজ স্বরূপে রমমাণ পরমাত্মার সীতা-বিরহজনিত দুঃখ-সকল কি প্রকারে সম্ভবপর হইয়াছিল ? কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তির সাধ্বী স্বভার্য্যাকে কোনপ্রকারেই উপেক্ষা করা উচিত নহে এবং তাহার জন্য প্রাপ্ত দুঃখাদিও সহনীয়—ইহা শিক্ষাদানের নিমিত্ত, নিজ-স্বরূপে দুঃখ না থাকিলেও দুঃখাদি ক্লেশ প্রদর্শন করাইয়াছিলেন—ইহা প্রথম পক্ষ। দ্বিতীয় পক্ষে —সীতা-বিরহজনিত বিষণ্ণতা প্রভৃতি কিপ্রকারে দুঃখ হইবে ? কিন্তু উহা স্থায়িভাবরূপ প্রেমের বিপ্রলম্ভ রস আস্বাদনজনিত দুঃখস্বরূপে প্রতিভাসমান পরম সুখরূপই, কিন্তু প্রকৃত দুঃখ নহে—এই অর্থ। কারণ আত্মারামত্ব ও দুঃখিত্ব, এই দুইটির যুগপৎ একত্র সমাবেশ বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। এই বলিয়া সীতাতে রমমাণ শ্রীরামচন্দ্রের কিপ্রকারে আত্মারামত্ব ? ইহা বলিতে পারেন না, কারণ শ্রীসীতাদেবী তাঁহার স্বরূপ-শক্তি বলিয়া আত্মভূতত্বই (আত্মস্বরূপই)। যদি বলেন—দেখুন, সীতা যদি তাঁহার স্বরূপভূতাই হয়েন, তাহা হইলে কিরূপে তাঁহার বিরহ সম্ভব ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—একই পরম তত্ত্ব চিচ্ছক্তির বৃত্তি-ভেদে মহাসার প্রেম-নামে অনাদিকাল হইতেই দ্বিবিধ-রূপে বিভক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন—ষড়ৈশ্বর্য্য-ময় হ্লাদ (আনন্দ) এবং কেবল হ্লাদময়। প্রথমটি পরমেশ্বর নামক এবং দ্বিতীয়টি ভক্তাখ্য। পুনরায় সেই প্রেমের দ্বারাই নিজের চারিটি বৃত্তির সহিত দ্বিতীয় (কেবল হ্লাদময়) তত্ত্ব চতুর্ব্বিধরূপে বিভক্ত হইয়া দাস, সখা, পিতা-মাতা প্রভৃতি এবং প্রেয়সী-রূপে অভিহিত হয়। প্রথম (পরমেশ্বর নামক) তত্ত্বের সেই দাস্যাদি ভাবের দ্বারা ভাবিতত্ব নির্ণীত হইয়াছে। প্রাকৃত জীবগণের মধ্যেও যদৃচ্ছাবশতঃ তাদৃশ ভক্তি-সাধনশীল ভক্তজনে ভক্তির পরিপাক হইলে, স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া এই চারিটি ভাবে প্রবেশ করাইয়া তাঁহাদিগকেও দাসাদিরূপে যথাকালে নিত্যধামে আনয়ন করতঃ সেই চারিটি ভাবের সহিত যুক্ত করাইয়া দেন (অর্থাৎ ভক্ত সাধনদশায় দাস্যাদি চারিটি ভাবের কোনটিতে ভক্তির পরিপক্বতা লাভ করিলে, ভগবানই তাঁহাকে নিত্যধামে আনয়ন করতঃ নিত্যসিদ্ধ দাসাদির আনুগত্যে সাধকের ভাবোচিত সেবা প্রদান করেন)। পুনরায় সেই স্থায়িভাব-প্রাপ্ত প্রেমের দ্বারাই নিজ শক্তিতে আবির্ভাবিত বিভাবাদির সহিত নিজেকে রসরূপী (রসময়) করিয়া সেই তত্ত্ব-যুগলই নিজের বিষয় ও আশ্রয়-ভাবে ভাবিত করতঃ স্বেচ্ছাক্রমে যোগ ও বিয়োগের (মিলন ও বিচ্ছেদের) দ্বারা সুখ ও দুঃখ-ভাব প্রাপ্ত করাইয়া অসাধারণ অপার স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের দ্বারা তদভিজ্ঞ ভক্ত-

জনের নিকট কোনও আনন্দের চমৎকারিতাই নিষ্পন্ন করেন। কিন্তু অনভিজ্ঞ কাহার কাহারও নিকট রাম ও কৃষ্ণাদিরও এইপ্রকার দুঃখ অনির্বাচ্য (অনিরূপণীয়), আবার কাহারও নিকট জীবগণের প্রদর্শনের নিমিত্তই ভগবানের এইরূপ অনুকরণ—এই প্রকার ব্যামোহ (চিত্তবিভ্রম) সৃষ্টি করেন ॥৫॥

তথ্য—ভগবান্ রামচন্দ্র কেবল যে রাক্ষসাধিপতি রাবণকে বধ করিবার নিমিত্ত প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়াছিলেন তাহা নহে; কিন্তু মর্ত্ত্য-জীবগণকে শিক্ষা-প্রদানও তাহার অন্যতম কারণ। ধর্ম্মশীল ও ভক্তিমান্-ভেদে মর্ত্ত্যজীবকুল দুই প্রকার। তাহাদিগকে ধর্ম্ম ও প্রেমশিক্ষা দিবার জন্য স্বীয় লীলার ধার্মিকত্ব ও প্রেমাধীনত্ব, এই দুইপ্রকার ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। নতুবা স্বস্বরূপে রমমাণ পরমাত্মার সীতাবিরহজনিত দুঃখাদি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কিন্তু ধার্ম্মিকব্যক্তির তদীয় সাধ্বী ভার্য্যাকে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে, বরং তাঁহার নিমিত্ত দুঃখাদি ক্লেশও সহনীয়। ভগবান্ রামচন্দ্র নিজলীলায় সেইরূপ ভাবও প্রদর্শন করিয়া ধার্ম্মিকগণকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। আবার, তদ্দ্বারা ভক্তগণকে দেখাইয়াছেন,—"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ তাহা পরানন্দ-সুখ॥" অর্থাৎ স্থায়িভাবরূপ প্রেমাবস্থা বাহ্যতঃ বিরহজনিত অত্যন্ত ক্লেশের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও তাহা বাস্তবিক জড়কর্ম্মফলজনিত দুঃখ-মাত্র নহে, কেননা বিপ্রলম্ভরসাস্বাদজনিত তাহাদের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে—ইহাই রামাবতারলীলার তাৎপর্য্য। (শ্রীচক্রবর্ত্তী)॥ ৫॥

ন বৈ স আত্মাত্মবতাং সুহৃত্তমঃ
সক্তস্ত্রিলোক্যাং ভগবান্ বাসুদেবঃ।
ন স্ত্রীকৃতং কশ্মলমশ্নুবীত
ন লক্ষ্মণঞ্চাপি বিহাতুমর্হতি॥ ৬॥

অন্বয়ঃ—আত্মা (পরমাত্মা) আত্মবতাং (ধীরাণাং) সুহৃত্তমঃ (স্বাশ্রিতেষু নিরতিশয়-সৌহার্দ্দনিষ্ঠঃ, যদ্বা, আত্মবতামাত্মা সুহৃত্তমশ্চ ইতি বা) বাসুদেবঃ ভগবান্ (শ্রীরামঃ) ত্রিলোক্যাং সঃ বৈ (ক্বাপি) ন সক্তঃ, (অতঃ) স্ত্রীকৃতং কশ্মলং (সীতাবিয়োগাদিজনিতং মোহং) ন অশ্নুবীত (নৈব প্রাপ্নুয়াৎ) লক্ষ্মণঞ্চ (চ-শব্দাৎ সীতাং চ) অপি বিহাতুং ন অর্হতি॥ ৬॥

অনুবাদ—(শ্রীরামলীলা কোন প্রাকৃত কামাদিসক্ত বদ্ধজীবের লীলা নহে)। তিনি ত্রিলোকের মধ্যে কোন বিষয়েই আসক্ত নহেন; তিনি—আত্মবিদ্ভক্তগণের আত্মা ও পরমবান্ধব এবং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বাসুদেব। তিনি স্ত্রীর জন্য দুঃখ পাইবেন এবং লক্ষ্মণ তথা জগন্মাতা লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করিবেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে॥ ৬॥

বিশ্বনাথ—তস্য প্রেমবশ্যত্ব-সত্যব্রতত্ব-ব্রহ্মণ্যত্বাদিভিরপ্রাকৃতৈর্গুণৈরেব এতদুপপদ্যতে, নান্যথেত্যাহ —নেতি। স বৈ খলু ত্রিলোক্যাং ন সক্তঃ, যতঃ আত্মা পরমাত্মা, তদপি আত্মবতাম্ আত্মা, সেব্যত্বেন বর্ত্ততে যেষাং তেষাং দাসাদীনাং সুহৃত্তমঃ, যতো ভগবান্ পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্যঃ, অতঃ প্রেমবশ্যত্বানঙ্গীকারে প্রাকৃতানামিব স্ত্রীকৃতং কশ্মলং মোহং নাশ্নুবীত ন প্রাপ্নুয়াৎ তথৈব সত্যব্রতত্ব-ব্রহ্মণ্যত্বাদ্যনঙ্গীকারে লক্ষ্মণমপি ত্যক্তুং নার্হেৎ। তথাহি দেবদূতেন শ্রীরামং মন্ত্রয়তা বিজ্ঞাপিতম্। অত্রাগতস্ত্বয়া বধ্য ইতি। তদৈব দ্বারি স্থিতং লক্ষ্মণং দুর্ব্বাসসং বিজ্ঞাপয়িতুং প্রবিষ্টং হন্তুমুদ্যতো বসিষ্ঠবাক্যাৎ তত্যাজেতি তস্মাদেতাদৃশ্যা লীলয়া প্রেমাণং ধর্ম্মঞ্চ শিক্ষয়ামাসেতি যুক্তমুক্তং মর্ত্ত্যশিক্ষণমিতি॥ ৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার প্রেমবশ্যত্ব, সত্যব্রতত্ব এবং ব্রহ্মণ্যত্ব প্রভৃতি অপ্রাকৃত গুণের দ্বারাই ইহা উপপন্ন হইয়া থাকে, অন্য কোন প্রকারে নহে, ইহা বলিতেছেন—'ন বৈ সঃ', ইত্যাদি। এই ত্রিভুবনে কোন বিষয়ের প্রতিই তিনি আসক্ত নহেন, যেহেতু তিনি আত্মা, অর্থাৎ পরমাত্মা; তাহাতেও আবার 'আত্মবতাম্'—আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণেরও তিনি আত্মা। 'সুহৃত্তমঃ'—যাঁহাদের নিকট তিনি সেব্যস্বরূপে বর্ত্তমান, সেই দাসাদি ভক্তজনের তিনি সুহৃত্তম। যেহেতু তিনি ষড়ৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ ভগবান্, অতএব তিনি প্রেমবশ্যত্ব অঙ্গীকার না করিলে, প্রাকৃত জীবের ন্যায় স্ত্রী-বিরহজনিত মোহ প্রাপ্ত হইতেন না, তদ্রূপ সত্যব্রতত্ব, ব্রহ্মণ্যত্বাদি স্বীকার না করিলে লক্ষ্মণকেও ত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেন না। তথাহি

—মন্ত্রণাকারী দেবদূত শ্রীরামচন্দ্রকে জানাইলেন, এই সময় (মন্ত্রণাকালে) এখানে যদি কেহ আগমন করে, তাহাকে আপনি বধ করিবেন। তৎকালেই দ্বারে (প্রহরীরূপে) অবস্থিত শ্রীলক্ষ্মণ মহামুনি দুর্ব্বাসার আগমন বার্ত্তা জানাইবার জন্য প্রবেশ করিলে, শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হন, কিন্তু গুরুদেব বশিষ্ট মুনির বাক্যানুসারে লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করেন। সুতরাং এই প্রকার লীলার দ্বারা প্রেম ও ধর্ম্মকে তিনি শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, অতএব সত্যই উক্ত হইয়াছে—'মর্ত্যশিক্ষণং' (পূর্ব্বশ্লোকে) ইত্যাদি, অর্থাৎ মনুষ্যগণের শিক্ষাদানের নিমিত্তই শ্রীরামচন্দ্রের এই ধরাতলে অবতরণ ॥ ৬ ॥

———

ন জন্ম নূনং মহতো ন সৌভগং
ন বাঙ্ ন বুদ্ধির্নাকৃতিস্তোষহেতুঃ।
তৈর্যদ্বিসৃষ্টানপি নো বনৌকস-
শ্চকার সখ্যে বত লক্ষ্মণাগ্রজঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(অতঃ শ্রীরামচন্দ্র এব সর্ব্বৈঃ সেব্য ইতি বক্তুং ন সৎকুলজন্মাদি তস্য তোষহেতুঃ, কিন্তু ভক্তিরেব ইত্যাহ—) মহতঃ (মহানুভাবস্য তস্য শ্রীরামচন্দ্রস্য) তোষহেতুঃ (সন্তোষহেতুঃ) জন্ম ন (সৎকুলে জন্ম ন) সৌভগং ন (সৌন্দর্য্যং ন) বাক্ ন (বাঙ্মাধুর্য্যং ন) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধিনৈপুণ্যং) আকৃতিঃ (জাতিঃ ইত্যাদিকং) ন (ভবিতুম্ অর্হতি) ; যৎ (যস্মাৎ) লক্ষ্মণাগ্রজঃ (শ্রীরামঃ) তৈঃ (জন্মসৌভগবাগ্‌বুদ্ধ্যাকৃতিরূপৈঃ গুণৈঃ) বিসৃষ্টান্ (ত্যক্তান্) অপি নঃ (অস্মান্) বনৌকসঃ (বানরান্) সখ্যে চকার (সখ্যত্বেন অঙ্গীকৃতবান্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—প্রাকৃত সৎকুলে জন্ম, সৌন্দর্য্য, ভাষা, বুদ্ধি বা জাতি,—এই সকল মহানুভব রামচন্দ্রের প্রীতির কারণ নহে। দেখ, আমরা—বনচর, আমাদের জন্ম, সৌন্দর্য্য ভাষা প্রভৃতি কিছুই নাই, তথাপি লক্ষ্মণাগ্রজ রামচন্দ্র আমাদের সহিত মিত্রতা করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তত্তৎসর্ব্বগুণাকরস্য তস্য কৃপায়া নিরুপাধিং বিশিষ্যাহ—ন জন্মেতি। মহতো বংশাজ্জন্ম মহতঃ শ্রীরামস্যেতি বা; তৈঃ সজ্জন্মাদিভির্লক্ষ্মণস্য সর্ব্ব-সল্লক্ষণপরিপূর্ণস্য সুমিত্রাসূনোরগ্রজত্বেন তমপি দাস্যে বিদধানোঽস্মান্ সর্ব্বসল্লক্ষণরহিতানপি সখ্যে চকারেতি সুগ্রীবমুপলক্ষ্যোক্তিঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই সেই সমস্ত গুণের নিলয় শ্রীরামচন্দ্রের কৃপার অহৈতুকত্ব বিশেষভাবে বলিতেছেন—'ন জন্ম' ইত্যাদি। 'মহতঃ জন্ম'—সদ্‌বংশ হইতে জন্ম, অথবা—('মহতঃ' ইহা শ্রীরামচন্দ্রের বিশেষণ) মহান্ রামচন্দ্রের সেই সকল সৎকুলে জন্মাদি পরিতোষের কারণ নহে। 'লক্ষ্মণাগ্রজঃ'—সর্ব্ব সল্লক্ষণপূর্ণ সুমিত্রানন্দন শ্রীলক্ষ্মণের অগ্রজ হইয়াও কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে দাস্যে স্থাপন করিয়া, সমস্ত সদ্‌গুণ-রহিত আমাদিগকে সখ্যে স্থাপন করিয়াছেন—ইহা বানররাজ সুগ্রীবকে উপলক্ষ্য করিয়া উক্তি ॥ ৭ ॥

তথ্য—

খোলাবেচা সেবকের দেখ ভাগ্যসীমা।
ব্রহ্মা শিব কাঁদে যার দেখিয়া মহিমা ॥
ধনে-জনে-পাণ্ডিত্যে কৃষ্ণ নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞি ॥ ৭ ॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩।৪৮৮-৪৮৯)

———

সুরোঽসুরো বাথ নরোঽথ বানরঃ
সর্ব্বাত্মনা যঃ সুকৃতজ্ঞমুত্তমম্।
ভজেত রামং মনুজাকৃতিং হরিং
য উত্তরাননয়ৎ কোশলান্ দিবম্ ॥ ইতি ॥৮॥

অন্বয়ঃ—(তস্মাৎ) সুরঃ (দেবঃ) অথ (অথবা) অসুরঃ নরঃ (মনুষ্যঃ) অথবা অনরঃ (পশুপক্ষ্যাদিঃ যঃ কঃ অপি) সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্বপ্রকারেণ) সুকৃতজ্ঞম্ (অল্পীয়সি অপি ভজনে বহুমানিনং) মনুজাকৃতিম্ উত্তমং হরিং রামং ভজেত (ভজনং কুর্য্যাৎ, যতঃ) যঃ উত্তরান্ কোশলান্ (অযোধ্যাবাসিনঃ সর্ব্বান্ পশুপক্ষ্যাদিতির্য্যগ্‌যোনিগতান্ অপি জীবান্) দিবং (বৈকুণ্ঠম্) অনয়ৎ ইতি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অতএব দেব, অসুর, মনুষ্য অথবা পশু, পক্ষী প্রভৃতি যে কেহই হউক, সকলেরই সর্ব্বান্তঃকরণে নরাকৃতি পরব্রহ্ম রামচন্দ্রের ভজন করা কর্ত্তব্য। তাঁহার ভজনের নিমিত্ত বহু ক্লেশের

প্রয়োজন নাই, কেন না, তিনি অত্যল্প-ভজনেই সন্তুষ্ট হন। তিনি অযোধ্যাবাসী সমস্ত প্রজাবর্গকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাদ্ভজনীয়েষু সর্ব্বেষ্ববতারেষু মধ্যে রামএব কৃপাসিন্ধুরতিশয়েন ভজনীয়ো যদ্ভজনে সর্ব্ব এবাবিশেষেণাধিকারীত্যাহ—সুর ইতি। যঃ কোঽপি সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বপ্রকারেণ, উত্তরান্ কোশলান্ অযোধ্যা-বাসিনঃ সশরীরানেব দিবং বৈকুণ্ঠম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব ভজনীয় সকল অবতারের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রই কৃপাসিন্ধু এবং অতিশয়-রূপে ভজনীয়, যাঁহার ভজনে সকলেই সমানভাবে অধিকারী, ইহা বলিতেছেন—'সুরঃ' ইত্যাদি। সুর অথবা অসুর যে কেহ সর্ব্বপ্রকারে শ্রীরামচন্দ্রেরই ভজন করুন। 'উত্তরান্ কোশলান্'—যিনি অযোধ্যা-বাসী সকলকে সশরীরেই 'দিবম্'—বৈকুণ্ঠলোকে আনয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

———

ভারতেঽপি বর্ষে ভগবান্ নরনারায়ণাখ্য আকল্পান্তমুপচিতধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যোপশমোপরমাত্মোপলম্ভনমনুগ্রহায়াত্মবতামনুকম্পয়া তপোঽব্যক্তগতিশ্চরতি ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(যত্র) ভারতে অপি বর্ষে অব্যক্তগতিঃ (অচিন্ত্যমাহাত্ম্যঃ) নরনারায়ণাখ্যঃ ভগবান্ অনুকম্পয়া (কৃপয়া) আত্মবতাং (ভক্তানাম্) অনুগ্রহায় (শিক্ষা-রূপায় ন তু স্বার্থম্ ঈশ্বরত্বাৎ) আকল্পান্তং (কল্পপর্য্যন্তম্) উপচিত-ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যোপশমোপরমাত্মোপলম্ভনম্ (ধর্ম্মঃ কর্ম্মযোগঃ, জ্ঞানম্ আত্মযাথার্থ্য-জ্ঞানযোগং, বৈরাগ্যং মনোনিগ্রহঃ, ঐশ্বর্য্যাণি অনিমাদীনি, উপশমঃ ইন্দ্রিয়াণাং সংযমঃ, উপরমঃ নিরহঙ্কারতা, এভিঃ ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ উপচিতৈঃ প্রবৃদ্ধৈঃ আত্মোপলম্ভনম্—আত্মা ত্বং-পদার্থ উপলভ্যতে সাক্ষাৎক্রিয়তে তদাত্মোপলম্ভনং) তপঃ চরিত ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ভগবানের মহিমা—অচিন্তনীয়; তিনি ভারতবর্ষে (বদরিকাশ্রমে) নরনারায়ণ-মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া আত্মতত্ত্ববিৎ ভক্তদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, ইন্দ্রিয়সংযম ও নিরহঙ্কার,—এই সকলের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া কল্পাবধি তপস্যাচরণ করিতেছেন। এইরূপ তপস্যা আত্ম-সাক্ষাৎকার অর্থাৎ ত্বং-পদার্থ জীবসম্বন্ধি জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—উপচিতৈর্ধর্ম্মাদিভিঃ সহিত আত্মা ত্বং-পদার্থ উপলভ্যতে যেন; তত্তপশ্চরতি। তত্র উপশমঃ ইন্দ্রিয়াণাং সংযমঃ উপরমো নিরহঙ্কারিতা আত্মবতাং জ্ঞানিনাং অনুগ্রহায় তপঃশিক্ষণরূপায়েতি তপসি প্রয়োজনম্ অনুকম্পয়েতি তত্র কারণমিত্য-পৌনরুক্ত্যম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপচিত', অর্থাৎ বর্দ্ধিত ধর্ম্ম, জ্ঞানাদির সহিত, 'আত্মোপলম্ভনং'—আত্মা বলিতে ত্বংপদার্থ (জীব-সম্বন্ধি জ্ঞান) উপলব্ধি হয় যাহার দ্বারা, তাদৃশ তপস্যার আচরণ করিতেছেন। 'উপশম'—বলিতে ইন্দ্রিয়বর্গের সংযম, 'উপরম'—অহঙ্কার-শূন্যতা। 'আত্মবতাম্'—আত্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু জ্ঞানিগণের প্রতি, 'অনুগ্রহায়'—তপস্যা শিক্ষণরূপ অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত। এখানে শিক্ষাদানের জন্যই তপস্যার প্রয়োজন, (স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া নিজের কোন প্রয়োজন নাই) ইহাই তাঁহার অনুকম্পা। অতএব অনুগ্রহ ও অনুকম্পা—এই দুইটি শব্দে পুনরুক্তি দোষ হয় নাই ॥ ৯ ॥

———

তং ভগবান্ নারদো বর্ণাশ্রমবতীভির্ভারতীভিঃ প্রজাভির্ভগবৎপ্রোক্তাভ্যাং সাংখ্য-যোগাভ্যাং ভগবদনুভাবোপবর্ণনং সাবর্ণেরুপদেক্ষ্যমাণঃ পরমভক্তিভাবেনোপসরতি, ইদঞ্চাভিগৃণাতি ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ নারদঃ বর্ণাশ্রমবতীভিঃ (বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুবর্ত্তিনীভিঃ) ভারতীভিঃ (ভারতবর্ষ-নিবাসিনীভিঃ) প্রজাভিঃ (সহ) ভগবৎপ্রোক্তাভ্যাং সাংখ্য-যোগাভ্যাং (জ্ঞানযোগকর্ম্মযোগাভ্যাং সহ) ভগবদনুভাবোপবর্ণনং (ভগবতঃ অনুভাবঃ উপবর্ণ্যতে যেন পঞ্চরাত্রেণ তৎ) সাবর্ণেঃ (সাবর্ণিম্) উপদেক্ষ্যমাণঃ (উপদিশন্) তং (ভগবন্তং নরনারায়ণং) পরমভক্তিভাবেন (পরমভক্তিরূপেণ ভাবেন) উপসরতি (সেবতে); ইদং (বক্ষ্যমাণং বাক্যং) চ অভিগৃণাতি (কীর্ত্তয়তি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—যে পঞ্চরাত্র-নামক সাত্বত-তন্ত্রে ভগব-

দুক্ত কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির সহিত ভগবানের মহিমা বর্ণিত আছে, সেই পঞ্চরাত্র মনুকে উপদেশ করিবেন বলিয়া দেবর্ষি নারদ ভারতবর্ষবাসী বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাবর্গের সহিত পরমভক্তিভরে ভগবান্ নরনারায়ণের সেবা করেন এবং এই বচন কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবদনুভাবো বর্ণ্যতে—যেন তত্ত্বগবদনুভাব-বর্ণনং পঞ্চরাত্রশাস্ত্রং সাঙ্খ্যযোগাভ্যাং সহ। সাবর্ণেঃ সাবর্ণিম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভগবদনুভাবোপবর্ণনং'—ভগবানের অনুভাব বলিতে মহিমা, বর্ণন করা হইয়াছে যাহার দ্বারা, সেই পঞ্চরাত্রশাস্ত্র, সাংখ্য ও যোগের সহিত। 'সাবর্ণেঃ'—সাবর্ণিং, অর্থাৎ সাবর্ণি মনুকে (এখানে দ্বিতীয়াস্থলে ষষ্ঠীর প্রয়োগ হইয়াছে।) ॥ ১০ ॥

ওঁ নমো ভগবতে উপশমশীলায়োপরতানাত্ম্যায় নমোঽকিঞ্চনবিত্তায় ঋষিঋষভায় নরনারায়ণায় পরমহংসপরমগুরবে আত্মারামাধিপতয়ে নমো নম ইতি ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—উপরতানাত্ম্যায় (নিরহঙ্কারায়) উপশমশীলায় ভগবতে নমঃ। অকিঞ্চনবিত্তায় (অকিঞ্চনানাং বিরক্তানাং বিত্তায় নিরভিমানবতাম্ আনন্দপ্রদায়) ঋষি-ঋষভায় (ঋষিষু ঋষভায় শ্রেষ্ঠায়) নমঃ। পরমহংসপরমগুরবে (পরমহংসানাং ভাগবতানাম্ উপদেষ্ট্রে) আত্মারামাধিপতয়ে (নরনারায়ণায়) নমঃ নমঃ ইতি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—সেই ঋষিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ নরনারায়ণকে নমস্কার; তিনি—জিতেন্দ্রিয়, নিরহঙ্কার, নিষ্কিঞ্চনের ধন, পরমহংস মহাভাগবতদিগের গুরু এবং আত্মারামগণের অধিপতি; তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—উপরতানাত্ম্যায় ন বিদ্যতে আত্মা জ্ঞাতব্যত্বেন যস্য সঃ অনাত্মা অনাত্মনো ভাবঃ অনাত্ম্যম্, উপরতম্ অনাত্ম্যং যস্মাত্তস্মৈ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপরতানাত্ম্যায়'—(নিজেই পরমাত্মা বলিয়া) যাঁহার আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে জানিবার প্রয়োজন নাই, তিনি অনাত্মা, অনাত্মার ভাব অনাত্ম্য, যাঁহা হইতে অনাত্ম্য উপরত হয়, তাঁহাকে (অথবা আত্মাতিরিক্ত গুণকার্য্য দেহেন্দ্রিয়াদিতে আমি, আমার এইরূপ অধ্যাস নিবৃত্ত হয় যাঁহা হইতে, সেই ভগবান্ নারায়ণকে প্রণাম করি।) ॥ ১১ ॥

গায়তি চেদম্—

কর্ত্তাস্য সর্গাদিষু যো ন বধ্যতে
ন হন্যতে দেহগতোঽপি দৈহিকৈঃ।
দ্রষ্টুর্ন দৃগ্‌যস্য গুণৈর্বিদূষ্যতে
তস্মৈ নমোঽসক্তবিবিক্তসাক্ষিণে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—ইদং চ গায়তি (বক্ষ্যমাণং বদতি চ)—অস্য (বিশ্বস্য) সর্গাদিষু কর্ত্তা (অপি) যঃ নঃ বধ্যতে (অহং কর্ত্তা ইতি ন মন্যতে); দেহগতঃ অপি দৈহিকৈঃ (ক্ষুৎপিপাসাদিভিঃ চ) (যঃ) ন হন্যতে (ন অভিভূয়তে), যস্য দ্রষ্টুঃ (অপি সতঃ) দৃক্ দৃষ্টিঃ) গুণৈঃ (বিষয়ৈঃ) ন বিদূষ্যতে (ন বিক্রিয়তে), (এবম্) অসক্তবিবিক্ত-সাক্ষিণে (অসক্তশ্চাসৌ বিবিক্তশ্চ সাক্ষী চ তাদৃশায়) তস্মৈ (পরমাত্মনে) নমঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—দেবর্ষি নারদ এইরূপ আরও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন—যিনি পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্ত্তা হইয়াও আপনাতে কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানশূন্য; দেহগত হইয়াও যিনি ক্ষুৎপিপাসাদি দৈহিক-ধর্ম্মে অভিভূত হন না, দ্রষ্টা হইলেও দৃশ্য-বিষয়ে যাঁহার দৃষ্টি দূষিত হয় না, সেই অনাসক্ত ও প্রপঞ্চ হইতে নিবৃত্ত, সাক্ষিস্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ— আত্মারামচূড়ামণিত্বমাহ — কর্ত্তেতি। ন নিবধ্যত ইত্যাতস্তেষ্বসক্তায়। দৈহিকৈঃ ক্ষুৎপিপাসাদিভির্ন হন্যতে নাভিভূয়তে ইত্যতো দেহাদ্বিবিক্তায়, দ্রষ্টুরপি সতো দৃগ্ দৃষ্টিঃ গুণৈর্দৃশ্যৈর্ন দূষ্যতে, অতএব অসক্তশ্চাসৌ বিবিক্তসাক্ষী অলিপ্তসাক্ষী চেতি তস্মৈ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আত্মারাম-চূড়ামণিত্ব বলিতেছেন—'কর্ত্তা' ইত্যাদি। 'ন বধ্যতে'—যিনি নিবদ্ধ হন না, ইহা বলায় সেই সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারে যিনি

অসক্ত (অভিমান-বদ্ধ) নহেন। দৈহিক ক্ষুধা-পিপাসাদির দ্বারা যিনি অভিভূত হন না—ইহা বলায় প্রাকৃত দেহ হইতে যিনি 'বিবিক্ত', পৃথক্। 'দ্রষ্টুঃ ন' ইত্যাদি—যিনি সকল বস্তুর দ্রষ্টা হইলেও দৃশ্য পদার্থ-দ্বারা যাঁহার দৃষ্টি বিকৃত হয় না, অতএব 'অসক্ত-বিবিক্তসাক্ষিণে'—যিনি অসক্ত (অনাসক্ত) এবং বিবিক্তসাক্ষী বলিতে অলিপ্তসাক্ষী (বিশুদ্ধসাক্ষী), সেই পুরুষকে প্রণাম করি ॥ ১২ ॥

ইদং হি যোগেশ্বর যোগনৈপুণং
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ জগাদ যৎ।
যদন্তকালে ত্বয়ি নির্গুণে মনো
ভক্ত্যা দধীতোজ্ঝিতদুষ্কলেবরঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) যোগেশ্বর, ভগবান্ হিরণ্যগর্ভঃ (ব্রহ্মা) যৎ যোগনৈপুণং (যোগস্য নৈপুণ্যং) জগাদ (উক্তবান্, তৎ) ইদং হি যৎ উজ্ঝিতদুষ্কলেবরঃ (উজ্ঝিতং ত্যক্তং দুষ্টং সংসারদুঃখকারণং কলেবরং তদভিমানো যেন তথাভূতঃ সন্) অন্তকালে নির্গুণে ত্বয়ি ভক্ত্যা (ভক্তিযোগেন) মনঃ দধীত (ধারয়েৎ—স্থিরং কুর্য্যাৎ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে যোগেশ্বর, আত্মবিৎ ব্রহ্মা যে যোগনৈপুণ্যের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা এই প্রকার; "যোগিগণ সংসার ক্লেশের কারণস্বরূপ দেহাত্মাভিমান পরিত্যাগ করিয়া অন্তিম-কালে ভক্তিযোগের দ্বারা নির্গুণ আপনাতে চিত্ত সন্নিবেশ করিবেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—যোগাভ্যাসিনাং রহস্যমাহ—ইদমিতি। যদিতি শত্রন্তম্ অন্তকালে যৎ গচ্ছৎ চপলমিতি যাবৎ মনস্ত্বয়ি দধীত স্থিরীকুর্য্যাদিত্যর্থঃ। উজ্ঝিতেতি বর্ত্তমানে নিষ্ঠা ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যোগ অনুশীলনকারিগণের রহস্য বলিতেছেন—'ইদং হি' ইত্যাদি। 'যৎ'—ইহা শতৃ-প্রত্যয়ের রূপ, যাহা যাইতে থাকে, অর্থাৎ চঞ্চল মন 'ত্বয়ি দধীত'—আপনাতে (ভগবানে) স্থির করা উচিত, এই অর্থ। 'উজ্ঝিত'—ইহা বর্ত্তমানে নিষ্ঠা (ক্ত) প্রত্যয় হইয়াছে (অর্থাৎ জন্মাবধি ভক্তির অনুষ্ঠানের দ্বারা চঞ্চল মন আপনাতে স্থির করার সমকালেই এই অসৎ দেহের অভিমান পরিত্যক্ত হইয়া যায়।) ॥ ১৩ ॥

মধ্ব—
যস্য সম্যগ্ ভগবতি জ্ঞানং ভক্তিস্তথৈব চ।
নিশ্চিন্তস্তস্য মোক্ষঃ স্যাৎ সর্ব্বপাপকৃতোঽপি তু ॥

যথৈহিকামুষ্মিককামলম্পটঃ
সুতেষু দারেষু ধনেষু চিন্তয়ন্।
শঙ্কেত বিদ্বান্ কুকলেবরাত্যয়াদ্-
যস্তস্য যত্নঃ শ্রম এব কেবলম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—ঐহিকামুষ্মিককামলম্পটঃ (ঐহিকামুষ্মিককামেষু লম্পটঃ আসক্তঃ অজ্ঞঃ) যথা সুতেষু দারেষু ধনেষু চিন্তয়ন্ (ময়ি মৃতে এতে কথং বর্ত্তেরন্ ইতি চিন্তাং কুর্ব্বন্, স্বস্য কুৎসিতস্য কলেবরস্য অত্যয়াৎ শঙ্কেত, তথা) বিদ্বান্ (শাস্ত্রজ্ঞঃ অপি) যঃ কুকলেবরাত্যয়াৎ (কুৎসিতস্য বিষ্ঠাদিমলপূর্ণস্য দুঃখমূলস্যাপি কলেবরস্য অত্যয়াৎ নাশাৎ) শঙ্কেত (বিভেতি), তস্য যত্নঃ (শাস্ত্রশ্রবণাদিঃ) কেবলং শ্রমঃ এব (ভবতি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—ঐহিক ও পারত্রিক-ফলভোগপর অজ্ঞ-ব্যক্তি যেরূপ স্ত্রী, পুত্র ও ধনাদির বিষয়ে চিন্তান্বিত হইয়া এই বিষ্ঠাদিপূর্ণ কুৎসিত কলেবর পরিত্যাগ করিতে ভীত হয়, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিও যদি সেইরূপ মৃত্যু-ভয়ে ভীত হন, তাহা হইলে তাঁহার শাস্ত্রাভ্যাস কেবল পরিশ্রমমাত্র হইয়াছে, জানিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যথা যোগাভ্যাসো ব্যর্থ এবেত্যাহ—যথেতি। চিন্তয়ন্ কুর্ব্বন্ চিন্তাং কুকলেবরাত্যয়াৎ শঙ্কেত। ময়ি মৃতে সতি মৎসুতাদয়ঃ কথং বর্ত্তের-ন্নিতি ভাবয়েৎ, তথৈব বিদ্বানপি যঃ শঙ্কেত, তস্য যত্নঃ শ্রম এব ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্যথা (অর্থাৎ ভগবচ্চরণে মন স্থির করিতে না পারিলে) যোগাভ্যাস ব্যর্থই—ইহা বলিতেছেন, 'যথা' ইত্যাদি। 'চিন্তয়ন্'—চিন্তা করিতে করিতে কুৎসিত দেহের নাশের কথা ভাবিয়া ভীত হয়। বিষয়াসক্ত ব্যক্তি যেরূপ আমি মারা গেলে আমার পুত্রাদি কিপ্রকারে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবে—ভাবনা করে, তদ্রূপ বিদ্বান্ ব্যক্তিও যদি

মরণভয়ে ভীত হন, তাহা হইলে তাঁহার শাস্ত্র-শ্রবণাদির পরিশ্রম ব্যর্থই ॥ ১৪ ॥

তন্নঃ প্রভো ত্বং কুকলেবরার্পিতাং
ত্বন্মায়য়াহংমমতামধোক্ষজ ।
ভিন্দ্যাম যেনাশু বয়ং সুদুর্ভিদাং
বিধেহি যোগং ত্বয়ি নঃ স্বভাবম্ ॥ ইতি ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—( ) প্রভো অধোক্ষজ, (যতঃ বিদুষামপি ইয়ং দশা) তৎ (তস্মাৎ) ত্বম্ (এব) ত্বয়ি (ত্বদ্‌বিষয়ে) নঃ (অস্মাকং) স্বভাবং (স্বকীয়-ভাবং মনোনৈশ্চল্যলক্ষণং) যোগং (জ্ঞানযোগং) বিধেহি (সম্পাদয়), যেন (যোগেন) ত্বন্মায়য়া (মোহিতানাং) নঃ (অস্মাকং) কুকলেবরার্পিতাং (কুকলেবরে মলপূর্ণত্বাদিহেতুনা নিন্দিতে শরীরে অর্পিতাম্ অনেকজন্মস্বনুবর্ত্তিতাং) সুদুর্ভিদাম্ (উপায়ান্তরৈঃ সর্ব্বথা ত্যক্তুম্ আশক্যাম্) অহং-মমতাম্ (অহঙ্কার-মমাকারং) বয়ম্ আশু (শীঘ্রম্ এব) ভিন্দ্যাম (ত্যজেম) ইতি ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অতএব হে প্রভো, হে অধোক্ষজ, আপনাতে যে চিত্তের স্থৈর্য্য-লক্ষণ জ্ঞানযোগ বর্ত্তমান, আপনি আমাদিগকে সেই যোগ প্রদান করুন। আপনার মায়াদ্বারা মোহিত আমরা সেই যোগপ্রভাবে এই বিষ্ঠাদিপূর্ণ-দেহে 'আমি' 'আমার'-বুদ্ধি শীঘ্রই ছেদন করিতে সমর্থ ; এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় দ্বারা উহার ছেদন সম্ভব নহে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাদন্যাবেশং ত্যজয়িত্বা ত্বয়ি মনসোঽভিনিবেশং ত্বমেব কৃপয়া দেহীত্যাহ—তন্ন ইতি। যোগং বিধেহি ; যোগ এব কস্তত্রাহ—ত্বয়ি নোঽস্মাকং স্বস্যাত্মনো ভাবং রতিম্ ; যদ্বা, যথা বিষয়েষু স্বভাবস্তথৈব ত্বয়ি স্বভাবো নিসর্গোঽস্ত্বিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব অন্য বস্তুর প্রতি আবেশ ত্যাগ করাইয়া আপনাতে আমাদের মনের অভিনিবেশ আপনিই কৃপাপূর্ব্বক প্রদান করুন—ইহা বলিতেছেন, 'তন্নঃ' ইত্যাদি। 'যোগং বিধেহি'—যোগ প্রদান করুন। যদি বলেন—সেই যোগই বা কি ? তাহাতে বলিতেছেন—'ত্বয়ি নঃ', আপনাতে আমাদিগের 'স্বভাবং'—আপনার নিজের যে ভাব বলিতে রতি (অর্থাৎ আপনার স্বভাবসিদ্ধ নিরুপাধিক প্রেমলক্ষণ যে ভাব, তাহা আমাদিগকে প্রদান করুন)। অথবা—বিষয়ের প্রতি আমাদের যেরূপ স্বাভাবিক আসক্তি, তদ্রূপ আপনাতে আমাদের স্বাভাবিক অনুরাগ হউক, এই অর্থ ॥ ১৫ ॥

মধ্ব—যো মমত্বাদিনা দোষঃ স ত্বন্যবিষয়ঃ স্মৃতঃ। ইতি চ ॥ ১৫ ॥

ভারতেঽপ্যস্মিন্ বর্ষে সরিচ্ছৈলাঃ সন্তিঃ বহবঃ। মলয়ো মঙ্গলপ্রস্থো মৈনাকস্ত্রিকূট ঋষভঃ কূটকঃ কোল্লকঃ সহ্যো দেবগিরির্ঋষ্যমূকঃ শ্রীশৈলো বেঙ্কটো মহেন্দ্রো বারিধারো বিন্ধ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষগিরিঃ পারিপাত্রো দ্রোণশ্চিত্রকূটো গোবর্দ্ধনো রৈবতকঃ ককুভো নীলো গোকামুখ ইন্দ্রকীলঃ কামগিরিরিতি চান্যে শতসহস্রশঃ শৈলাস্তেষাং নিতম্বপ্রভবা নদা নদ্যশ্চ সন্ত্যসংখ্যাতাঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অস্মিন্ ভারতে অপি বর্ষে বহবঃ সরিৎ শৈলাঃ সন্তি (ইলাদিবর্ষবৎ নদীপর্ব্বতাদয়ঃ বর্ত্তন্তে) ; মলয়ঃ, মঙ্গলপ্রস্থঃ, মৈনাকঃ, ত্রিকূটঃ, ঋষভঃ, কূটকঃ, কোল্লকঃ, সহ্যঃ, দেবগিরিঃ, ঋষ্যমূকঃ, শ্রীশৈলঃ, বেঙ্কটঃ, মহেন্দ্রঃ, বারিধারঃ, বিন্ধ্যঃ, শুক্তিমান্, ঋক্ষগিরিঃ, পারিপাত্রঃ, দ্রোণঃ, চিত্রকূটঃ, গোবর্দ্ধনঃ, রৈবতকঃ, ককুভঃ, নীলঃ, গোকামুখঃ, ইন্দ্রকীলঃ, কামগিরিঃ ইতি অন্যে চ শতসহস্রশঃ শৈলাঃ (বর্ত্তন্তে) ; তেষাং (পর্ব্বতানাং) নিতম্ব-প্রভবাঃ (তটেভ্যঃ সম্ভূতাঃ) অসংখ্যাতাঃ (অগণিতাঃ) নদাঃ নদ্যঃ চ সন্তিঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—ইলাবৃত-বর্ষের ন্যায় এই ভারতবর্ষে অনেক পর্ব্বত এবং নদী আছে ;—মলয়, মঙ্গলপ্রস্থ, মৈনাক, ত্রিকূট, ঋষভ, কূটক, কোল্লক, দেবগিরি, ঋষ্যমূক, শ্রীশৈল, বেঙ্কট, মহেন্দ্র, বারিধার, বিন্ধ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষগিরি, পারিপাত্র, দ্রোণ, চিত্রকূট, গোবর্দ্ধন, রৈবতক, ককুভ, নীল, গোকামুখ, ইন্দ্রকীল, কামগিরি এবং এতদ্ভিন্ন আরও শতসহস্র শৈল এবং তাহাদের সানুদেশ হইতে উৎপন্ন অসংখ্য নদনদী আছে ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—অপীতি যথা ইলাবৃতে তথা অস্মিন্নপি বর্ষে ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপি'—ইত্যাদি, যেরূপ ইলাবৃতবর্ষে, সেইরূপ এই ভারতবর্ষেও (অনেক নদী ও পর্ব্বত আছে)—এই অর্থ ॥ ১৬ ॥

এতাসামপো ভারত্যঃ প্রজা নামভিরেব পুনন্তীনামাত্মনা চোপস্পৃশন্তি,—চন্দ্রবশা তাম্রপর্ণী অবটোদা কৃতমালা বৈহায়সী কাবেরী বেণী পয়স্বিনী শর্করাবর্ত্তা তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণবেণ্বা ভীমরথী গোদাবরী নির্ব্বিন্ধ্যা পয়োষ্ণী তাপী রেবা সুরসা নর্ম্মদা চর্ম্মণ্বতী সিন্ধুরন্ধঃ শোণশ্চ নদৌ মহানদী বেদস্মৃতির্ঋষিকুল্যা ত্রিসামা কৌশিকী মন্দাকিনী যমুনা সরস্বতী দৃশদ্বতী গোমতী সরযূরোঘবতী ষষ্ঠবতী সপ্তবতী সুষোমা শতদ্রুশ্চন্দ্রভাগা মরুদ্বৃধা বিতস্তা অসিক্নী বিশ্বেতি মহানদ্যঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—চন্দ্রবশা, তাম্রপর্ণী, অবটোদা, কৃতমালা, বৈহায়সী, কাবেরী, বেণী, পয়স্বিনী, শর্করাবর্ত্তা, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণবেণ্বা, ভীমরথী, গোদাবরী, নির্ব্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণী, তাপী, রেবা, সুরসা, নর্ম্মদা, চর্ম্মণ্বতী, সিন্ধুঃ, অন্ধঃ (ব্রহ্মপুত্রঃ) শোণঃ চ (এতৌ) নদৌ, মহানদী, বেদস্মৃতিঃ, ঋষিকুল্যা, ত্রিসামা, কৌশিকী, মন্দাকিনী, যমুনা, সরস্বতী, দৃশদ্বতী, গোমতী, সরযূঃ, ওঘবতী, ষষ্ঠবতী, সপ্তবতী, সুষোমা, শতদ্রুঃ, চন্দ্রভাগা, মরুদ্বৃধা, বিতস্তা, অসিক্নী, বিশ্বা ইতি মহা-মহানদ্য (বর্ত্তন্তে) ; ভারত্যঃ (ভারতাবাসিন্যঃ) প্রজাঃ নামভিঃ এব পুনন্তীনাম্ এতাসাং (নদীনাম্) অপঃ (জলানি) আত্মনা (মনসা) চ (দেহেন অপি) উপস্পৃশন্তি ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—উহাদিগের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র ও শোণ,—এই দুইটী নদ এবং চন্দ্রবশা, তাম্রপর্ণী, অবটোদা, কৃতমালা, বৈহায়সী, কাবেরী, বেণ্বা, পয়স্বিনী, শর্করাবর্ত্তা, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণবেণ্বা, ভীমরথী, গোদাবরী, নির্ব্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণী, তাপী, বেরা, সুরসা, নর্ম্মদা চর্ম্মণ্বতী, সিন্ধু, মহানদী, বেদস্মৃতি, ঋষিকুল্যা, ত্রিসামা, কৌশিকী, মন্দাকিনী, যমুনা, সরস্বতী, দৃশদ্বতী, গোমতী, সরযু, ওঘবতী, ষষ্ঠবতী, সপ্তবতী, সুষোমা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, মরুদ্বৃধা, বিতস্তা, অসিক্নী ও বিশ্বা—এই সকল মহানদীই সর্ব্বপ্রধান। ভারতবর্ষবাসিপ্রজাগণ নামমাত্রেই পবিত্রকারিণী এইসকল নদ ও নদীর জল মানসে স্মরণ অথবা আপনাপন অঙ্গ দ্বারাও স্পর্শ করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মনা দেহেন চ। অন্ধো ব্রহ্মপুত্রঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মনা চ'—এই সকল নদ, নদীর নাম উচ্চারণ করিলেই লোক পবিত্র হয়, ভারতীয় প্রজাগণ নিজ দেহদ্বারাও সেই সকল নদীর জল স্পর্শ করে। 'অন্ধঃ'—বলিতে এখানে ব্রহ্মপুত্র নদ ॥ ১৭ ॥

অস্মিন্নেব বর্ষে পুরুষৈর্লব্ধজন্মভিঃ শুক্ললোহিতকৃষ্ণবর্ণেন স্বারব্ধেন কর্ম্মণা দিব্যমানুষনারকগতয়ো বহ্ব্য আত্মন আনুপূর্ব্ব্যেণ সর্ব্বা হ্যেব সর্ব্বেষাং বিধীয়ন্তে যথাবর্ণবিধানমপবর্গশ্চাপি ভবতি ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—অস্মিন্ এব বর্ষে (ভারতবর্ষে) লব্ধজন্মভিঃ পুরুষৈঃ (লব্ধং জন্ম যৈঃ তৈঃ তাদৃশৈঃ পুরুষৈঃ) শুক্ললোহিতকৃষ্ণবর্ণেন (সত্ত্বরজস্তমোবাহুল্যেন) স্বারব্ধেন কর্ম্মণা (স্বকৃতেন কর্ম্মণা) বহ্ব্যঃ দিব্যমানুষনারকগতয়ঃ (দিব্যাদিগতয়ঃ) আত্মনঃ বিধীয়ন্তে (সাধ্যন্তে) ; হি (যস্মাৎ অত্র) সর্ব্বেষাং সর্ব্বাঃ এব (গতয়ঃ) আনুপূর্ব্ব্যেণ (আত্মনঃ কর্ম্মানুসারেণ ভবন্তি) যথাবর্ণবিধানং (স্বস্বধর্ম্মার্পণাদিক্রমেণেত্যর্থঃ) ; (নৃণাম্) অপবর্গশ্চ (মোক্ষশ্চ) অপি ভবতি ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—এইবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া পুরুষগণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোবহুল স্ব-স্ব-কৃতকর্ম্মফলে যথাক্রমে আপনাদিগের দৈবী, মানুষী ও নারকী প্রভৃতি নানাপ্রকার গতিলাভ করিয়া থাকে ; যেহেতু এইবর্ষে সকলের সর্ব্বপ্রকার গতি স্ব-স্ব-কর্ম্মানুসারেই হইয়া থাকে এবং স্ব-স্ব-বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্ম বিষ্ণুতে সমর্পিত হইলে ক্রমে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভও ঘটে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—অস্মিন্নেব বর্ষে নান্যত্র, তত্রাপি সহস্রযোজনপ্রমাণে প্রদেশে এবেতি জ্ঞেয়ম্ ; যদুক্তং বিষ্ণু-

পুরাণে—"ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব-ভেদান্নিশাময়। ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুশ্চ তাম্রবর্ণোগ ভস্তিমান্। নাগদ্বীপ-স্তথা সৌম্যো গান্ধর্ব্বস্তুথ বারুণঃ। অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ॥ যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপো-হয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ।" 'সাগরসংবৃতঃ' ইতি সমুদ্র-প্রান্তবর্ত্তীতি শ্রীস্বামি-ব্যাখ্যা। নবমস্যাস্য পৃথঙ্নামা-কথনাৎ নাম্নোহপি নবদ্বীপোহয়মিতি গম্যতে। বিশে-ষশ্চ তত্রৈব "পূর্ব্বে কিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্মৃতাঃ। পূর্ব্বদেশাদিকাশ্চৈব কামরূপনিবাসিনঃ। ওড্রাঃ কলিঙ্গা মগধা দাক্ষিণাত্যাশ্চ কৃৎস্নশঃ। মারুকাঃ মালবাশ্চ" ইত্যাদি। "চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগান্যত্র মহামুনে। কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চান্যত্র ন কুচিৎ॥" ইতি। বায়বীয়ে চ—"ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব-ভেদান্নিবোধত। সাগরান্তরিতা জ্ঞেয়াস্তে ত্বগম্যাঃ পরস্পরম্॥" ইতি। শুক্ল-লোহিত-কৃষ্ণবর্ণেন সাত্ত্বিক-রাজস-তামসেন কর্ম্মণা ক্রমেণ দিব্যাদি-গতয়ো বহ্ব্যঃ আত্মনঃ স্বস্য বিধীয়ন্তে সাধ্যন্তে; হি যস্মাৎ সর্ব্ব এব গতয়ঃ সর্ব্বেষাং যথাবর্ণবিধানমিতি বর্ণানাং ধর্ম্মস্য অধর্ম্মস্য চ করণং সম্ভবেদিতি তদনতিক্রম্য আনুপূর্ব্ব্যেণ বিধীয়ন্তে বেদেনেতি শেষঃ। তথা অপ-বর্গশ্চেতি তস্য বিধাতুমশক্যত্বাৎ স স্বয়মেব ভবতীতি চ-কারেণাপবর্গস্য কৈবল্যং দ্যোতিতম্॥ ১৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অস্মিন্নেব বর্ষে'—এই ভারতবর্ষেই (যাহারা জন্মলাভ করিয়াছেন), অন্যত্র নহে, তন্মধ্যেও সহস্রযোজন পরিমিত প্রদেশেই, ইহা জানিতে হইবে। যেমন শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (দ্বিতীয়াংশে তৃতীয় অধ্যায়ে) উক্ত হইয়াছে—"ভারতস্যাস্য বর্ষস্য" ইত্যাদি, অর্থাৎ, এই ভারতবর্ষের নয়টি ভাগ আছে, তাহা শ্রবণ কর। ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান্, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব্ব, বারুণ, এবং এই সমুদ্রের দ্বারা পরিবৃত দ্বীপ, তাহাদের মধ্যে নবম। এই দ্বীপ উত্তর-দক্ষিণে সহস্রযোজন দীর্ঘ। 'সাগর-সংবৃতঃ'—ইহার ব্যাখ্যা শ্রীল শ্রীধর স্বামি-পাদ করিয়াছেন—সমুদ্রের প্রান্তবর্ত্তী। এই নবম ভাগের পৃথক্ নামোল্লেখ না থাকায় নাম-দ্বারেও উহা 'নবদ্বীপ'—ইহা বোধিত হয়। এবং ইহার বিশেষ সেই স্থলেই উক্ত হইয়াছে—'পূর্ব্বে কিরাতাঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ ইহার পূর্ব্বদিকে কিরাতগণ আছে, পশ্চিমে যবনেরা অবস্থিত। 'পূর্ব্বদেশাধিকাশ্চৈব' ইত্যাদি, অর্থাৎ পূর্ব্বদেশবাসিগণ, কামরূপনিবাসিগণ, ওড্র অর্থাৎ ওড়িষ্যাবাসিগণ, কলিঙ্গ, মগধ, সমস্ত দাক্ষি-ণাত্যবাসিগণ, মারুক (কারুষ), মালব ও পারিপাত্র-বাসিগণ (সেই নদীসমূহের তীরে বাস করেন এবং তাহাদের জল পান করেন)। 'চত্বারি ভারতে বর্ষে' (তত্রৈব ১৯ শ্লোকে), ইত্যাদি, অর্থাৎ হে মহামুনে! এই ভারতবর্ষেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি চারিযুগ (অর্থাৎ ধর্ম্মের হ্রাস-বৃদ্ধি) আছে, অন্য কোথায়ও নাই। বায়বীয় পুরাণেও উক্ত আছে—"ভারতস্যাস্য বর্ষস্য", অর্থাৎ এই ভারতবর্ষের নয়টি ভেদের কথা শ্রবণ কর। তাহারা সাগরপ্রান্তবর্ত্তী জানিবে এবং তাহারা পরস্পর অগম্য, ইত্যাদি। 'শুক্ল-লোহিত-কৃষ্ণবর্ণেন', ইত্যাদি —এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ নিজ অনুষ্ঠিত সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস কর্ম্মদ্বারা স্বর্গীয়, মানবীয় ও নারকীয় তিন প্রকার গতিই প্রাপ্ত হয়। 'সর্ব্বা হ্যেব সর্ব্বেষাং'—যেহেতু সকল প্রকার গতিই সকলের, 'যথাবর্ণ-বিধানং'—যথাযোগ্য ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহের ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের বিধান করা সম্ভব হয়, তাহা অতিক্রম না করিয়া আনুপূর্ব্বিকভাবে বেদে বিহিত হইয়াছে। 'অপ-বর্গশ্চ'—এবং মোক্ষও, ইহা বলায় মোক্ষের বিধান করা সম্ভব নয় বলিয়া তাহা স্বয়ংই হইয়া থাকে। চ-কারের দ্বারা অপবর্গের কৈবল্য দ্যোতিত হইল (অর্থাৎ অপবর্গ বলিতে ভগবানের চরণসেবারূপ পরমানন্দ লাভ, ইহা সকলেরই পরম প্রাপ্তি হইলেও, তাহা শ্রীভক্তিদেবীর অনুকম্পাবশতঃই লাভ হইয়া থাকে।) ॥ ১৮॥

তথ্য—গীঃ ১৪।১৮ ও ১৮।৪২-৪৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

"রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়"।

—(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।৫৭)

রামানুজঃ বেদার্থ-সংগ্রহে—এবংবিধ পরাভক্তি-স্বরূপজ্ঞানবিশেষস্যোৎপাদকঃ পূর্ব্বোক্তাহরহরুপচীয়-মানজ্ঞানপূর্ব্বককর্ম্মানুগৃহীত-ভক্তিযোগ এব; যথোক্তং ভগবতা পরাশরেণ—বর্ণাশ্রমেতি। নিখিলজগদুদ্ধার-ণায়াবনিতলেহবতীর্ণং পরব্রহ্মভূতঃ পুরুষোত্তমঃ স্বয়-মেতদুক্তবান্—'স্বকর্ম্ম-নিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু" (গীঃ ১৮।৪৫); "যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন

সর্ব্বমিদং ততম্। স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥" (গীঃ ১৮।৪৬) ইতি যথোদিত ক্রমপরিণত-ভক্ত্যেক-লভ্য এব ভগবদ্‌বোধায়ন-টঙ্ক-দ্রমিড়-গুহদেব-কপর্দ্দক-ভারুচিপ্রভৃত্যবিগীত - শিষ্ট - পরিগৃহীত পুরাতন-বেদবেদান্তব্যাখ্যান-সুব্যক্তার্থশ্রুতিনিকর-নিদর্শিতোহয়ং পন্থাঃ।

অর্থাৎ এই প্রকার পরমভক্তিরূপ জ্ঞানবিশেষের উৎপাদক পূর্ব্ব কথিত নিরন্তর সমৃদ্ধিমান্ জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মানুগৃহীত ভক্তিযোগ। ভগবান্ পরাশর "বর্ণাশ্রমাচারবতা"—এই বিষ্ণুপুরাণীয় শ্লোকে যেরূপ বলিয়াছেন। নিখিলজগতের উদ্ধারকল্পে পৃথিবীতে অবতীর্ণ পরব্রহ্মভূত পুরুষোত্তম স্বয়ংই গীতার ১৮।৪৫ ও ৪৬ শ্লোকে বলিয়াছেন—"মানব নিজ-নিজ-কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইয়া যে-প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিবে, তাহা শ্রবণ কর। যিনি ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপ এই জগতে ব্যাপ্ত আছেন এবং যাঁহার ফলদাতৃত্ব-প্রযুক্ত ভূতসকলের পূর্ব্ববাসনারূপ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাঁহাকে স্বকর্ম্মদ্বারা অর্চ্চন করিয়া মানব সিদ্ধিলাভ করে। এই কর্ম্মানুগৃহীত যথোদিত ক্রমপরিণত ভক্তিই একমাত্র প্রাপ্য। ভগবান্ বোধায়ন, টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব কপর্দ্দি, ভারুচি প্রভৃতি শিষ্টগণই এই পন্থারই অনুমোদন করেন। পুরাতন বেদ-বেদান্ত-ব্যাখ্যা সুন্দররূপে প্রকাশ করিবার জন্য শ্রুতিসমূহের ইহাই নির্দ্দিষ্ট পন্থা ॥ ১৮ ॥

যোহসৌ ভগবতি সর্ব্বভূতাত্মন্যনাত্ম্যেহনিরুক্তেহনিলয়নে পরমাত্মনি বাসুদেবেহনন্যনিমিত্ত-ভক্তিযোগলক্ষণো নানাগতিনিমিত্তাবিদ্যাগ্রন্থিরন্ধনদ্বারেণ যদা হি মহাপুরুষপুরুষপ্রসঙ্গঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—যদা হি (অনেকজন্মসুকৃতপরিপাক-দশায়াং) মহাপুরুষপুরুষপ্রসঙ্গঃ (মহাপুরুষস্য ভগবতঃ পুরুষাঃ ভক্তাঃ ভাগবতাঃ তৈঃ সহ প্রকৃষ্টঃ সঙ্গঃ স্যাৎ, তদা) নানাগতিনিমিত্তাবিদ্যাগ্রন্থিরন্ধনদ্বারেণ (নানাগতীনাং নানাবিধ-দেবতির্য্যঙ্‌মনুষ্যাদিগতীনাং নিমিত্তং যঃ অবিদ্যালক্ষণঃ গ্রন্থিঃ বন্ধনং তস্য রন্ধনং ছেদনং তদ্দ্বারেণ) যঃ অসৌ (জনঃ) সর্ব্বভূতাত্মনি (সর্ব্বভূতানাম্ আত্মনি) অনাত্ম্যে (আত্মনি ভবম্ আত্ম্যং রাগাদি তদ্রহিতে) অনিরুক্তে (বাচাম্ অগোচরে) অনিলয়নে (অনাধারে) পরমাত্মনি ভগবতি বাসুদেবে অনন্যনিমিত্তভক্তিযোগলক্ষণঃ (অনন্যনিমিত্তঃ অহৈতুকঃ ফলাভিসন্ধিশূন্যঃ ভক্তিযোগঃ এব লক্ষণং স্বরূপং সর্ব্বাধিকপ্রেমপ্রবাহরূপং যস্য সঃ তাদৃশঃ ভবতি তদা তস্য অপবর্গঃ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥১৯॥

অনুবাদ—(অপবর্গের স্বরূপ কি এবং তাহা কি প্রকারে লব্ধ হয়, তাহা বলিতেছেন—) জন্ম-জন্মান্তরের পরিপুষ্ট সুকৃতিফলে যৎকালে ভগবদ্ভক্তের প্রকৃষ্টসঙ্গ লাভ হয়, তৎকালে দেব, তির্য্যক্, মনুষ্যাদি-যোনিতে জন্মগ্রহণের হেতুস্বরূপ কাম্যকর্ম্মাদির মূল যে অবিদ্যাগ্রন্থি, তাহা ছিন্ন হইয়া যায় এবং তাহার ফলে সর্ব্বভূতাত্মা, রাগাদি-রহিত, বাক্যের অগোচর, অনাধার (নিজেই নিজের আশ্রয়স্বরূপ), পরমাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে অহৈতুক-ভক্তিযোগ লাভ হয় ; উহাই অপবর্গ-স্বরূপ ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কিং স্বরূপোঽপবর্গঃ কদা বা ভবেদিত্যপেক্ষায়ামাহ—যোহসাবিতি। ভগবতি পরম-কল্যাণসৌন্দর্য্যাদি-গুণবতি ; অতএব সর্ব্বভূতানামাত্মা মনো যত্র মাধুর্য্যেণ সর্ব্বভূতচিত্তাকর্ষক ইত্যর্থঃ। অতএবানাত্ম্যে আত্মনো ভাব আত্ম্যং ন যুজ্যতে প্রাপ্যত্বেন আত্ম্যম্ আত্মত্বং যত্র তস্মিন্, যত্র আত্ম-সেব্যত্বমেব যুজ্যতে ন তু আত্মত্বমাত্মৈক্যমিত্যর্থঃ। যন্মাহাত্ম্যং প্রাকৃত-রাগাদিভির্নির্বক্তুমশক্যমিত্যাহ—অনিরুক্তে, মহাপ্রলয়েহপি যদ্রূপগুণাদের্নাস্ত্যভাব ইত্যাহ - অনিলয়নে ন বিদ্যতে প্রাকৃতানাং তত্ত্বানামিব নিলয়নং লয়ো যস্য তস্মিন্, সর্ব্বেষামাত্মা হ্যতিপ্রেমাস্পদং ততোহপি পরমত্বাৎ পরমাত্মনি, বিশেষৈরেতৈর্ভজনীয়ত্বাতিশয়ো ব্যঞ্জিতঃ। বাসুদেবে বসুদেব-নন্দনেহনন্যনিমিত্তোহহৈতুকো ভক্তিযোগ এব লক্ষণং স্বরূপং যস্য সঃ। নন্বপবর্গশব্দেন রূঢ়্যা মোক্ষ এবোচ্যতে ? সত্যং ; অবিদ্যাধ্বংসরূপস্য মোক্ষস্য ভক্তাবন্তর্ভাবাৎ ভক্তিযোগোহপি মোক্ষাদিশব্দবাচ্য ইত্যাহ—নানাগতীনাং নিমিত্তং যোহবিদ্যাগ্রন্থিস্তস্য রন্ধনং ধ্বংসস্তদ্দ্বারেণ তদ্ধেতুনৈব অপবর্গসংজ্ঞ ইত্যর্থঃ। কদা? মহাপুরুষস্য বিষ্ণোঃ পুরুষা ভক্তাস্তৈঃ প্রকৃষ্টঃ সঙ্গো যদা তদৈব নান্যদা ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, অপ-

বর্গের স্বরূপ কি এবং কখনই বা তাহা হইয়া থাকে? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'যোহসৌ' ইত্যাদি। 'ভগবতি'—পরম কল্যাণ সৌন্দর্য্যাদি গুণযুক্ত শ্রীভগবানে, অতএব 'সর্ব্বভূতাত্মনি'—সকল প্রাণিগণের আত্মা বলিতে মন যেখানে, অর্থাৎ স্বমাধুর্য্যের দ্বারা সর্ব্বভূতের চিত্তাকর্ষক যিনি, তাহাতে—এই অর্থ। অতএব 'অনাত্ম্যে'—আত্মার ভাব আত্ম্য, প্রাপ্যত্বরূপে আত্মত্ব (একাত্মকতা) যেখানে যুক্তিযুক্ত নহে, তাহাতে; অর্থাৎ আত্মসেব্যত্বই যেখানে যোগ্য, কিন্তু সেই পরমাত্মার সহিত ঐক্য নহে, এই অর্থ। যাঁহার মাহাত্ম্য প্রাকৃত রাগাদির দ্বারা নির্দ্ধারণ সম্ভবপর নহে, এইজন্য বলিতেছেন—'অনিরুক্তে'। মহাপ্রলয়েও যাঁহার রূপ, গুণাদির অভাব হয় না, এইহেতু বলিতেছেন—'অনিলয়নে'—অর্থাৎ প্রাকৃত তত্ত্বসমূহের ন্যায় যাঁহার নিলয়ন বলিতে লয় নাই, তাহাতে। 'পরমাত্মনি'—সকলের নিকট আত্মাই অত্যন্ত প্রেমাস্পদ হয়, তাহা হইতেও পরমত্ব (উৎকৃষ্টত্ব) হেতু যিনি পরমাত্মা, তাহাতে। এই সকল বিশেষণের দ্বারা সেই ভগবানে ভজনীয়ত্বের আতিশয্যই ব্যক্ত হইল। যদি বলেন —দেখুন, 'অপবর্গ'—শব্দের দ্বারা রূঢ়ি বৃত্তিতে মোক্ষকেই বলা হইয়া থাকে, তাহার উত্তরে—সত্য (হ্যাঁ), অবিদ্যাধ্বংসরূপ মোক্ষের ভক্তিতে অন্তর্ভাব বলিয়া ভক্তিযোগও মোক্ষাদি শব্দের দ্বারা উক্ত হয়, ইহা বলিতেছেন—'নানাগতি'—ইত্যাদি, নানাবিধ দেবতা, তির্য্যক্, মনুষ্যাদি গতিসকলের কাম ও কর্ম্মের দ্বারা নিমিত্তভূত যে অবিদ্যারূপ গ্রন্থি, তাহার রন্ধন বলিতে ধ্বংস (নিরাস) হয় যাহার দ্বারা, সেই হেতুই ফলাভিসন্ধিশূন্য ভক্তিযোগকে অপবর্গ বলা হয়—এই অর্থ। কখন সেই অপবর্গ হয়? তাহাতে বলিতেছেন—'যদা হি মহাপুরুষ-পুরুষ-প্রসঙ্গঃ'—মহাপুরুষ শ্রীবিষ্ণু, তাঁহার যে সকল ভক্তগণ, তাঁহাদের সহিত যখন প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গলাভ হয়, তৎকালেই, অন্য সময়ে নহে ॥ ১৯ ॥

তথ্য—এষ হ্যেবানন্দয়তি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্ দৃশ্যেহনাত্ম্যে অনিরুক্তেহনিলয়নেহভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতেহথ সোহভয়ং গতো ভবতি (তৈঃ উঃ ২।৭)।

অর্থাৎ এই ব্রহ্মই সকলকে আনন্দ দান করিতেছেন। যখন জীব এই ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অনাত্ম্য অর্থাৎ নিজেই নিজের ঈশ্বর, অব্যক্ত, অনাধার ব্রহ্মে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তথনই তিনি ভয়রহিতা-হয়েন ॥ ১৯ ॥

এতদেব হি দেবা গায়ন্তি—

অহো বতৈষাং কিমকারি শোভনং
প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জ্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে
মুকুন্দসেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—দেবাঃ এতৎ এবহি (মানুষ্যম্ এব সর্ব্বপুরুষার্থসাধনম্ ইতি) গায়ন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি), অহো বত এষাম্ (এতৈঃ ভারতবর্ষজাতৈঃ) কিং শোভনং (মহাপুণ্যজনকং তপঃ) অকারি (কৃতম্)। স্বিৎ উত (কিম্বা) স্বয়ং (সাধনং বিনা এব) হরিঃ এষাং প্রসন্নঃ (অভূৎ); যৈঃ ভারতাজিরে (ভারতাঙ্গনে) মুকুন্দসেবৌপয়িকং (মুকুন্দসেবায়াম্ ঔপয়িকম্ উপায়রূপং ভগবৎসেবোপযোগি) নৃষু (মনুষ্যেষু) জন্ম লব্ধম্, (অতঃ) নঃ (অস্মাকম্ অপি তাদৃশে মানবজন্মনি কেবলং) স্পৃহা হি (ভবতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—মনুষ্যজন্মই সর্ব্বপুরুষার্থ-সাধক বলিয়া দেবতাগণও এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন;—অহো এই ভারতবর্ষে জাত মানবগণ কি মহাপুণ্যজনক তপস্যাই না করিয়াছেন, অথবা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি কোন সাধন ব্যতিরেকেই ইঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন! যেহেতু এই ভারতভূমিতে যে মনুষ্যজন্মলাভের নিমিত্ত আমরা বাসনা মাত্রই করিয়া থাকি, ইঁহারা সেই ভারতাঙ্গনে মুকুন্দ-সেবনোপযোগি-মানবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—অমীষাম্ অমীভিঃ শোভনং সুকৃতম্ উত স্বিদথবা স্বয়মেব সাধনং বিনৈব হরিরেষাং প্রসন্নোহভূৎ, এতাদৃশ-ভাগ্যাস্য পুণ্যজন্যত্বাসম্ভবাদিতি ভাবঃ। ভারতাজিরে ভারতাঙ্গনে। ননু দুরাত্মনামপি তত্র জন্ম দৃশ্যতে ইত্যতো বিশিংষন্তি—মুকুন্দসেবৌপয়িকং হি যস্মান্নোহস্মাকং কেবলং স্পৃহৈব, যত্র, ন তু প্রাপ্তিঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অমীষাং'—('বতৈষাং' স্থলে অমীষাং পাঠান্তর রহিয়াছে), এই ভারতবর্ষে জন্ম-

গ্রহণকারী মনুষ্যগণ কি সুকৃতই (পুণ্যজনক কার্য্যই) না করিয়াছেন। 'উত স্বিদ্'—অথবা কোন সাধন বিনাই স্বয়ং শ্রীহরি ইহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, যেহেতু এতাদৃশ ভাগ্য কোন পুণ্যফলের দ্বারা সম্ভব নহে—এই ভাব। 'ভারতাজিরে'—ভারতের অঙ্গনে (ভারতখণ্ডে)। যদি বলেন—দেখুন, দুরাত্মাগণেরও সেখানে জন্মলাভ দেখা যায়? তাহাতে বিশিষ্ট জন্মের কথা বলিতেছেন—'মুকুন্দ-সেবৌপয়িকং', যে মানবজন্ম মুকুন্দসেবার উপযোগী। 'স্পৃহা হি নঃ'—আমাদের কেবলমাত্র এই ভারতবর্ষে তাদৃশ মনুষ্য-জন্ম গ্রহণের আকাঙ্ক্ষাই হয়, কিন্তু জন্মলাভ ভাগ্যে ঘটে না ॥ ২০ ॥

তথ্য—ভারত-ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৯।৪১) ॥ ২০ ॥

কিং দুষ্করৈর্নঃ ক্রতুভিস্তপোব্রতৈ-
র্দানাদিভির্বা দ্যুজয়েন ফল্গুনা।
ন যত্র নারায়ণপাদপঙ্কজ-
স্মৃতিঃ প্রমুষ্টাতিশয়েন্দ্রিয়োৎসবাৎ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—দুষ্করৈঃ ক্রতুভিঃ (যজ্ঞৈঃ) তপোব্রতৈঃ (তপোভিঃ ব্রতৈশ্চ) দানাদিভিঃ বা নঃ (অস্মাকং) ফল্গুনা (তুচ্ছেন) দ্যুজয়েন (স্বর্গপ্রাপ্ত্যা) বা কিং (ফলং জাতং ন কিঞ্চিদপীত্যর্থঃ); যত্র (স্বর্গে) নারায়ণপাদ-পঙ্কজস্মৃতিঃ (নারায়ণস্য পাদপদ্ময়োঃ স্মৃতিঃ) ন (অস্তি, প্রত্যুত সা স্মৃতিঃ) অতিশয়েন্দ্রিয়োৎসবাৎ (অতিশয়িতাৎ প্রবৃদ্ধাৎ ইন্দ্রিয়োৎসবাৎ বিষয়ভোগাৎ) প্রমুষ্টা (বিলুপ্তা ভবতি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—আমরা দুষ্কর যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও দানাদির ফলে যে তুচ্ছ স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছি, উহাতে আর কি ফললাভ হইল? সে-স্থানে শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম-স্মৃতি আদৌ সম্ভব হয় না, বরং অতিশয় ইন্দ্রিয়োৎসব-হেতু ভগবৎস্মৃতি একেবারেই লুপ্ত হইয়া যায় ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ভবদ্ভিরপি ভারতে জন্ম প্রাপ্যৈব সৎকর্ম্মভির্দিবি সুখমুপভুজ্যতে ইতি চেদস্মাকং তজ্জন্ম ধিক্, তানি কর্ম্মাণ্যপি ধিক্, তৎ প্রাপ্যং দিব-মপি ধিক্ অত্রত্যং সুখমপি ধিগিত্যভিব্যঞ্জয়ন্ত আহুঃ—কিমিতি। দ্যুজয়েন স্বর্গপ্রাপ্ত্যা কিম্? ন কিঞ্চি-দপি ফলম্; কুতঃ? যত্র দিবি নারায়ণপাদপঙ্কজ-স্মৃতির্নাস্তি, প্রত্যুত অতিশয়িতাদিন্দ্রিয়াণামুৎসবাৎ ভোগাৎ স্মৃতিঃ প্রমুষ্টা ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তোমরাও এই ভারতভূমিতে জন্মলাভ করিয়াই সৎকর্ম্মের দ্বারা স্বর্গে সুখ উপভোগ করিতেছ, ইহার উত্তরে—আমাদের সেইরূপ জন্মে ধিক্, সেই সকল (স্বর্গপ্রাপক কাম্য) কর্ম্মাদিতে ধিক্, সেই কর্ম্মফল-প্রাপক স্বর্গকেও ধিক্ এবং সেই স্বর্গস্থ সুখকেও তিরস্কার—এইরূপ প্রকাশ করতঃ বলিতেছেন—'কিং দুষ্করৈঃ' ইত্যাদি। 'দ্যু-জয়েন'—স্বর্গপ্রাপ্তিতেই বা কি ফল? কোনও ফল নাই। কিজন্য? তাহাতে বলিতেছেন—'নারায়ণ-পাদপঙ্কজ' ইত্যাদি, যে স্বর্গলোকে শ্রীনারায়ণের পাদ-পদ্মযুগলের স্মরণও হয় না, বরং অতিশয় ইন্দ্রিয়োৎ-সব-হেতু (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ প্রবল বিষয়ভোগে প্রমত্ত থাকায়) ভগবৎস্মৃতি একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায় ॥ ২১ ॥

কল্পায়ুষাং স্থানজয়াৎ পুনর্ভবাৎ
ক্ষণায়ুষাং ভারতভূজয়ো বরঃ।
ক্ষণেন মর্ত্যেন কৃতং মনস্বিনঃ
সন্ন্যস্য সংযান্ত্যভয়ং পদং হরেঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—পুনর্ভবাৎ (পুনরাবৃত্তিযুক্তাৎ) কল্পায়ুষাং (ব্রহ্মাদীনাম্ অপি) স্থানজয়াৎ (ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তেঃ সকাশাৎ) ক্ষণায়ুষাং (ক্ষণম্ অল্পম্ আয়ুঃ যেষাং তেষাং) ভারত-ভূ-জয়ঃ (ভারতভূমৌ জন্মলাভঃ) বরঃ (শ্রেষ্ঠঃ; যত্র ধীরাঃ) মনস্বিনঃ মর্ত্যেন (ক্ষণভঙ্গুরেণাপি দেহেন) ক্ষণেন (কালেন এব) কৃতং (কর্ম্ম) সন্ন্যস্য (হরৌ সমর্প্য) অভয়ম্ (অদ্বয়ং) হরেঃ পদং (ধাম) সংযান্তি (সম্যক্ যান্তি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—দ্বিপরার্দ্ধকাল আয়ুষ্মান্ হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ অপেক্ষা অল্পায়ু হইয়া ভারতভূমিতে জন্মলাভ—শ্রেষ্ঠ; কেননা, সেই ব্রহ্মলোক হইতেও পুনরাবর্ত্তন সম্ভব হয়। মর্ত্যবাসিগণের দেহ ক্ষণভঙ্গুর এবং পরমায়ু অল্প হইলেও মনস্বি-মানবগণ অল্পকাল-

মধ্যেই তাঁহাদের কৃতকর্ম্মসমূহ ভগবান্ হরিতে সমর্পণ করিয়া হরির অভয়পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন, সেই স্থান হইতে তাঁহাদের আর পুনরাবর্ত্তন হন না ॥২২॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মলোকাদপি সকাশাৎ ভারতভূমেরুৎকর্ষঃ খল্বপূর্ব্ব এবেত্যাহ—কল্পায়ুষামিতি। ব্রহ্মলোকে দ্বিপরার্দ্ধপর্য্যন্তনিবাসাদপি সকাশাৎ ভারতভূমৌ ক্ষণমাত্র-বাসোঽপি শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—পুনর্ভবাৎ ব্রহ্মলোকে তাবান্ বা সোঽপি পুনর্ভবপ্রদ ইত্যর্থঃ। ভারতে তু মর্ত্ত্যেন মরণধর্ম্মণাপি দেহে ক্ষণেন ক্ষণমাত্র-কালেনাপি মনস্বিনো ভগবচ্চরণদত্তমনসঃ হরেঃ পদমভয়ং বৈকুণ্ঠং ব্রহ্মলোকমূর্দ্ধ্ন্যপি পাদৌ নিধায় যান্তি ; কৃতং শুভাশুভং সর্ব্বমেব কর্ম্ম সংন্যস্য পরিত্যজ্য ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মলোক হইতেও ভারতভূমির উৎকর্ষ অতিশয় অপূর্ব্ব—ইহা বলিতেছেন, 'কল্পায়ুষাং' ইত্যাদি, ব্রহ্মলোকে দ্বিপরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত বাস করা অপেক্ষাও ভারতভূমিতে ক্ষণমাত্র বাসও শ্রেষ্ঠ—এই অর্থ। তাহার কারণ—'পুনর্ভবাৎ', ব্রহ্মলোকে বাস অথবা সেই দ্বিপরার্দ্ধ কালও পুনরাবর্ত্তনপ্রদ, অর্থাৎ সেই ব্রহ্মলোক হইতেও দ্বিপরার্দ্ধাবসানে পুনরাবর্ত্তন সম্ভব হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে 'মর্ত্ত্যেন'—মরণধর্ম্মশীল দেহে ক্ষণমাত্র কালেও মনস্বিগণ শ্রীভগবানের চরণকমলে মন সমর্পণপূর্ব্বক, 'হরেঃ পদং'—ব্রহ্মলোকের মস্তকেও পদ স্থাপন করিয়া শ্রীহরির অভয় বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিয়া থাকেন। 'কৃতং সন্ন্যস্য'—শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ॥ ২২ ॥

> ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা
> ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
> ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
> সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—যত্র (স্বর্গে) বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগাঃ ন (বৈকুণ্ঠস্য ভগবতঃ কথা এব সুধাপগাঃ অমৃতনদ্যঃ তাঃ ন সন্তি), যত্র চ তদাশ্রয়াঃ (ভগবৎকথাসুধাপগাশ্রয়াঃ ভগবদাশ্রয়াঃ বা) ভাগবতাঃ সাধবঃ (চ) ন মহোৎসবাঃ (মহান্তঃ নৃত্যাদ্যুৎসবাঃ যেষু তাদৃশাঃ) যজ্ঞেশমখাঃ ন (যজ্ঞেশস্য ভগবতঃ মখাঃ পূজাঃ সঙ্কীর্ত্তনাদিরূপাঃ ন সন্তি), সঃ (এবম্ভূতঃ) সুরেশলোকঃ অপি (সুরেশস্য ব্রহ্মণঃ লোকঃ চেৎ, তদাপি) ন বৈ সেব্যতাং (নৈব আশ্রয়তাং বিবেকিভিঃ ইতি শেষঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—যে-স্থানে ভগবৎকথারূপ সুধাসরিৎ প্রবাহিত নাই, যে-স্থানে সেই বৈষ্ণবী-নদীতটাশ্রিত ভক্ত ভাগবতগণের অধিষ্ঠান নাই, যে স্থানে নৃত্যগীত-বাদ্যাদি মহোৎসব সহকারে যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে আরাধনা নাই, ব্রহ্মলোক হইলেও সুমেধোগণ সেই স্থান কখনও আশ্রয় করিবেন না ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাদ্বিবেকিনাময়মেব বিবেক ইত্যাহুঃ—ন যত্রেতি। বৈকুণ্ঠকথাসুধেব সর্ব্বত আধিক্যেন স্বাদ্বী তদাপগেব ভূয়সী, ন তু জ্ঞানযোগাদিকথেব শ্রব্যা অল্পীয়সী চ। ভাগবতা ভগবদালম্বিনঃ তদাশ্রয়াঃ তামেবাশ্রয়ন্তঃ, ন তু পরমাত্মালম্বিনঃ জ্ঞানাদিসিদ্ধ্যর্থং তাং কিঞ্চিন্মাত্রীমপেক্ষমাণাঃ, যজ্ঞানাং ব্রহ্মযজ্ঞাদীনামাঙ্গিরসবৃহস্পতিসবাদীনামপ্যন্যেষাঞ্চেশস্যাপি হরের্মখা "যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ" ইতি প্রমাণোক্তলক্ষণাঃ সঙ্কীর্ত্তনবহুলাঃ পরিচরণাদিরূপাঃ মহান্ত উৎসবা গীতনৃত্যবাদ্য-ভক্তারাধনাদ্যা যেষু তে যত্র ন সন্তি সঃ সুরেশস্য ব্রহ্মণোঽপি লোকঃ ন সেব্যতাং নাশ্রীয়তাম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব বিবেকিগণের ইহাই বিবেক, ইহা বলিতেছেন—'ন যত্র' ইত্যাদি। 'বৈকুণ্ঠ-কথা-সুধাপগাঃ'—শ্রীহরির কথা অমৃতের ন্যায় সর্ব্বাধিক্যে স্বাদ্বী (সুমিষ্টা) এবং তাহাই নদীর ন্যায় প্রচুরতরা, কিন্তু জ্ঞান, যোগাদি কথার মত কেবল শ্রোত্রগোচরা ও অল্পীয়সী নহে। 'ভাগবতাঃ'—ভগবদবলম্বী ভক্তগণ সেই ভগবৎকথারূপ অমৃতনদীরই আশ্রয় করিয়া থাকেন, কিন্তু পরমাত্মাবলম্বী (যোগিগণ) জ্ঞানাদি সিদ্ধির নিমিত্ত সেই হরিকথামৃতের কিছুমাত্রও অপেক্ষা করে না। 'যজ্ঞেশ-মখাঃ'—যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির যজ্ঞ, অর্থাৎ আঙ্গিরস, বৃহস্পতি-সব প্রভৃতি ব্রহ্মযজ্ঞ এবং অন্যান্য যজ্ঞসকলেরও যিনি ঈশ্বর শ্রীহরি, তাঁহার যজ্ঞ। সেই যজ্ঞ কিরূপ? তাহাতে বলিতেছেন—"যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ" (১১।৫।৩২), অর্থাৎ সুমেধাগণ সঙ্কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞের দ্বারা

যাঁহাকে অর্চ্চনা করেন, ইত্যাদি শ্রীভাগবতীয় প্রমাণোক্ত সঙ্কীর্ত্তনবহুল পরিচর্য্যারূপ যজ্ঞ, এবং 'মহোৎসবাঃ'—গীত, নৃত্য, বাদ্য, ভক্তের আরাধনাদিরূপ মহোৎসবযুক্ত যে ভগবৎপূজা, তাহা যেখানে নাই, সে স্থান 'সুরেশলোকোঽপি'—সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার লোক হইলেও আশ্রয় করিবে না ॥ ২৩ ॥

তথ্য—

যেখানে তোমার নাই যশের প্রচার।
যথা নাই বৈষ্ণবগণের অবতার ॥
যেখানে তোমার মহা মহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই।
গর্ভবাস-দুঃখ, প্রভু, এহো মোর ভাল।
যদি তোর স্মৃতি মোর রহে সর্ব্বকাল ॥
তোর পাদপদ্মের স্মরণ নাহি যথা।
হেন কৃপা কর, প্রভু, না ফেলিবা তথা ॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।২২১-২২২, ২২৪-২২৫)

সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য ॥
সেই ত' সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্বযজ্ঞ হইতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার ॥
কোটী অশ্বমেধ—এক কৃষ্ণনাম-সম।
যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৩।৭৬-৭৮) ॥ ২৩ ॥

প্রাপ্তা নৃজাতিস্ত্বিহ যে চ জন্তবো
জ্ঞানক্রিয়াদ্রব্যকলাপসম্ভৃতাম্।
ন চেদ্‌যতেরন্নপুনর্ভবায় তে
ভূয়ো বনৌকা ইব যান্তি বন্ধনম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—ইহ (ভারতবর্ষে) জ্ঞানক্রিয়াদ্রব্যকলাপসম্ভৃতাং (জ্ঞানং চ তদর্থাঃ ক্রিয়াশ্চ তদর্থানি দ্রব্যানি চ তেষাং কলাপেন সংভৃতাং সম্পূর্ণাং, যদ্বা, জ্ঞানানি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি ক্রিয়াঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি দ্রব্যাণি পঞ্চ মহাভূতানি তেষাং কলাপেন সংভৃতাম্ অবিকলদেহেন্দ্রিয়াদি-সম্পন্নাং) নৃজাতিম্ প্রাপ্তাঃ (অপি) যে তু জন্তবঃ (প্রাণিনঃ) অপুনর্ভবায় (অপুনরাবৃত্তিলক্ষণমোক্ষায়) চেৎ (যদি) ন যতেরন্ (প্রযত্নং ন কুর্ব্বন্তি), তে (বৈ) ভূয়ঃ (পুনরপি) বনৌকাঃ ইব (যথা বনৌকসঃ পক্ষিণঃ লুব্ধকেন মুক্তাঃ অপি পুনঃ যদি তস্মিন্ এব বৃক্ষে প্রমত্তা বিহরন্তি তর্হি যথা বধ্যন্তে, তদ্বৎ) বন্ধনম্ (এব) যান্তি ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—এই ভারতবর্ষে চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং ক্ষিত্যাদি দ্রব্যসম্পৎপরিপূর্ণ (ভগবদ্-ভজনোপযোগী) মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়াও যে-সকল প্রাণী (জ্ঞান-কর্ম্মাদির) বন্ধনমুক্ত হইয়া ভক্তিযোগাশ্রয়ে যত্নবান্ না হয়, তাহারা বনচর বিহঙ্গের ন্যায় পুনরায় বন্ধন-দশা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পাশবদ্ধ পক্ষিগণ যেমন কোনও প্রকারে ব্যাধকর্ত্তৃক একবার পাশমুক্ত হইয়াও, তাহাদেরই নিজকৃত অনবধানতা-দোষে সেই বৃক্ষে বিহার করিতে যাইয়া আবার বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ঐসকল ভারতভূমিতে ভগবদ্ভক্তিলক্ষণরূপ মোক্ষপ্রাপক মনুষ্যযোনি লাভ করিয়াও নিজ-নিজ-কর্ম্মদোষে পুনর্বার বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয় ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—তাদৃশং ভারতং প্রাপ্তা অপ্যকৃতার্থা অতিশয়েন শোচ্যা এব, যথা লব্ধচিন্তামণয়োঽপি পূর্ব্ববৎ কৃষীবলা এবেত্যাহঃ—প্রাপ্তা ইতি। জ্ঞানমধিদৈবং, ক্রিয়া অধ্যাত্মং, দ্রব্যমধিভূতং, তেষাং সমূহৈঃ সম্ভৃতাঃ পূর্ণাঃ, শ্রবণাদিসর্ব্বেন্দ্রিয়ৈঃ পূর্ণামিতি হরিনামশ্রবণকীর্ত্তনাদিসম্ভবেঽপীতি ভাবঃ। অপুনর্মৃতায় ভক্তিযোগায় বনৌকা ইব বনৌকসঃ পক্ষিণো যথা লুব্ধকানুক্তা অপি পুনর্যদি তস্মিন্নেব বৃক্ষে প্রমত্তা বিহরন্তি, তর্হি যথা বধ্যন্তে, তদ্বৎ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাদৃশ ভারতবর্ষে জন্মলাভ করিয়াও যাহারা অকৃতার্থ, তাহারা অতিশয়রূপে শোচনীয়ই (আক্ষেপের যোগ্যই), যেরূপ চিন্তামণি প্রাপ্ত হইয়াও কৃষকগণ পূর্ব্ববৎ কৃষিকার্য্যই করে, ইহা বলিতেছেন—'প্রাপ্তাঃ' ইত্যাদি। জ্ঞান বলিতে অধিদেব (জ্ঞানেন্দ্রিয়), ক্রিয়া অধ্যাত্ম (কর্ম্মেন্দ্রিয়), দ্রব্য অধিভূত (ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত), তাহাদের সমূহের দ্বারা পরিপূর্ণ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও, অর্থাৎ শ্রীহরিনাম শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি করিবার যোগ্য শ্রোত্রাদি সর্ব্বেন্দ্রিয় পূর্ণ মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও, যাহারা 'অপুনর্ভবায়'—মুক্তির বলিতে ভক্তিযোগের জন্য যত্ন করে না, তাহারা বনবাসী পক্ষিগণের ন্যায়। অর্থাৎ ব্যাধের জালে আবদ্ধ পক্ষিগণ একবার মুক্ত হইয়াও

যদি পুনরায় অসাবধানে সেই বৃক্ষেই বিচরণ করে, তাহা হইলে যেরূপ পুনরায় ব্যাধকর্ত্তৃক ধৃত ও নিহত হয়, তদ্রূপ (শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তিযোগের অননুষ্ঠান-কারী মনুষ্যগণ পুনরায় সংসার-বন্ধনেই আবদ্ধ হইয়া থাকে।) ॥ ২৪ ॥

———

যৈঃ শ্রদ্ধয়া বর্হিষি ভাগশো হবি-
র্নিরুপ্তমিষ্টং বিধিমন্ত্রবস্তুতঃ।
একঃ পৃথঙ্ নামভিরাহুতো মুদা
গৃহ্ণাতি পূর্ণঃ স্বয়মাশিষাং প্রভুঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(ভগবদ্বিভূতিবুদ্ধ্যা বিশ্বরূপোপাসনা-মপি কুর্ব্বাণা ধন্যা এবেত্যাহঃ) যৈঃ (ভারতবাসিভিঃ অধিকারিভিঃ) বর্হিষি (যাগে) শ্রদ্ধয়া পৃথক্ (ইন্দ্রাদি নামভিঃ) আহুতঃ (আহূতঃ সন্) আশি-ষাং প্রভুঃ (চতুর্ব্বিধপুরুষার্থানাং দাতা) স্বয়ং একঃ পূর্ণঃ (অপি হরিঃ ভগবান্ আগত্য) বিধিমন্ত্র-বস্তুতঃ (বিধিনা প্রকারেণ মন্ত্রেণ চ। বস্তুতঃ চরপুরোডা-শাদি-ভেদেন চ) ইষ্টং (তত্তদ্দেবতামুদ্দিশ্য ত্যক্তম্—"অগ্নয়ে জুষ্টং নির্ব্বপামি, ইন্দ্রায় ত্বা জুষ্টং নির্ব্ব-পামি" ইত্যেবং) ভাগশঃ নিরুপ্তং (দত্তং) হবিঃ মুদা (হর্ষেণ) গৃহ্ণাতি (স্বীকরোতি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—(ভগবদ্বিভূতিবুদ্ধিতে বিশ্বরূপোপাসক-গণও ধন্য, বিশ্বরূপোপাসকগণ ইন্দ্রাদি বিভিন্ন দেব-তাকে ভগবানের বিভিন্ন অঙ্গরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন)। তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বিধি ও মন্ত্রাদির দ্বারা চরুপুরো-ডাশাদি-ভেদে যে-সকল হবিঃ তত্তদ্দেবতার উদ্দেশ্যে পরিত্যাগ করেন, সর্ব্বাঙ্গী ভগবান্ শ্রীহরি পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গস্বরূপ ইন্দ্রাদি-নামে আহূত হইয়াও সেই সকল দ্রব্য হর্ষসহকারে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি চতুর্ব্বিধ-পুরুষার্থ-প্রদানে সমর্থ ও স্বয়ং পরি-পূর্ণস্বরূপ ভগবান্ হইয়াও তাহা উপেক্ষা করেন না ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—অত্র ভারতে একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতো মুখম্ ইত্যাদি শ্রীভগবদুক্তাং ভগবদ্বিভূতি-বুদ্ধ্যা বিশ্বরূপোপাসনামপি কুর্ব্বাণা ধন্যা এবেত্যাহঃ—যৈরিতি। বর্হিষি যজ্ঞে বিধিনা প্রকারেণ মন্ত্রেণ বস্তুতশ্চ হবির্যজ্ঞীয়দ্রব্যং ইষ্টং শুদ্ধং ভাগশঃ 'ইন্দ্রায় স্বাহা, অগ্নয়ে স্বাহা' ইত্যাদি পৃথক্কৃতং নিরুপ্তং দত্তং স্বয়ং পূর্ণোঽপি আশিষাং প্রভুঃ হরিস্তেষাং ভক্ত্যা গৃহ্ণাতি একোঽপি পৃথগিন্দ্রাদি-নামভিরাহুতঃ আহূতঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ভারতবর্ষে একরূপে, পৃথক্রূপে, বহু প্রকারে, 'বিশ্বতো মুখং' (শ্রীগীতা ৯।১৫)—সর্ব্বত্র মুখবিশিষ্ট ইত্যাদি শ্রীভগবদুক্ত ভগবানের বিভূতি-বুদ্ধিতে বিশ্বরূপের উপাসনা যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহারাও ধন্যই, ইহা বলিতেছেন—'যৈঃ' ইত্যাদি। 'বর্হিষি'—যজ্ঞে বিধ্যুক্ত প্রকার, মন্ত্র ও বস্তুদ্বারা, 'ইষ্টং হবিঃ'—শুদ্ধ যজ্ঞীয় দ্রব্য, 'ভাগশঃ'—'ইন্দ্রায় স্বাহা', 'অগ্নয়ে স্বাহা' ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ বিভাগপূর্ব্বক প্রদত্ত হইলে, স্বয়ং পূর্ণ হইয়াও সর্ব্বকামনা প্রদাতা শ্রীহরি তাঁহাদের ভক্তিতে উহা গ্রহণ করেন। 'আহূতঃ'—তিনি এক হইয়াও ইন্দ্রাদি বিভিন্ন নামে আহূত হইয়া (ঐসকল দ্রব্য গ্রহণ করেন) ॥ ২৫ ॥

———

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—নৃণাম্ অর্থিতঃ (নৃভিঃ প্রার্থিতঃ সন্ সঃ ভগবান্) অর্থিতং (ফলং) দিশতি (দদাতি) সত্যং; (কিন্তু) নৈব অর্থদঃ (তন্মাত্রং দত্ত্বানিবৃত্তো ন ভবতীত্যর্থঃ); যতঃ (যস্মাৎ) পুনঃ অর্থিতা (দত্তস্য ভোগেন ক্ষয়াৎ অনন্তরং পুনঃ অপি অর্থিতা ভবতি; যতঃ তেষাম্) অনিচ্ছতাম্ (অনভীপ্সিতা-মপি), ভজতাম্ ইচ্ছাপিধানম্ (ইচ্ছানাং পিধানম্ আচ্ছাদকং সর্ব্বকামপূরকং সর্ব্বকামনিবর্ত্তকং বা) নিজপাদপল্লবং স্বয়ং বিধত্তে ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—(সামান্য কামের উদ্দেশে যদি কেহ কৃষ্ণভজনের অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলেও তদ্-ভক্তসঙ্গফলে তাঁহার পূর্ব্বোদিষ্ট কাম দূর হইয়া যায়)। সেইসকল সকাম ভক্ত ভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে ভগবান্ তাঁহাদিগের প্রার্থিত বিষয় প্রদান করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু যে অর্থ হইতে পুনঃ

পুনঃ প্রার্থনার উদয় হয়, সেই অর্থ দেন না। যাঁহারা ইতর কামশান্তিকারী তাঁহার পাদপল্লব কেবল সেই পাদপল্লব পাইবার ইচ্ছা না করিয়াও ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে তিনি স্বয়ং সেই পাদপল্লবই দিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—শুদ্ধাং ভক্তিং কুর্ব্বাণাস্ত সকামা অপি কৃতার্থা—নিষ্কাম-ভক্ততুল্যা এব ভবন্তীত্যাহুঃ—সত্যমিতি। নৃণাং ভজতাম্ অর্থিতং কামিতং পদার্থং তৈরর্থিতঃ সন্ দিশতি দদাতীতি সত্যং; কিন্তু যৎ যথা পুনরর্থিতা ভোগান্তে যাচকত্বং স্যাৎ, তথা নৈবার্থদঃ। কথমেবমবগতমিত্যত আহ—যতঃ নিজপাদপল্লবম্ অনিচ্ছতামপি ভজতাং স্বয়মেব ধ্রুবাদীনামিব ইচ্ছাপিধানং সর্ব্বকামাচ্ছাদকং তদেব নিজপাদপল্লবং বিধত্তে কৃপয়া দদাতি, নিজপাদপল্লবং স্বয়মেব বলাদ্দত্বা ইচ্ছায়াঃ পিধানমাচ্ছাদং বিধত্তে করোতীতি বা। ততশ্চানভীপ্সিতামপি সিতশর্করাং পিতুঃ সকাশাৎ প্রাপ্য শিশবো যথা মৃদি স্পৃহাং ত্যজন্তি তথৈব কামানপীত্যর্থঃ। অতএব 'অকামঃ সর্ব্বকামো বা' ইত্যাদৌ তীব্রেণ জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রেণ ভক্তিযোগেন যজেতেত্যুক্তম্। অত্র নিষ্কামাণাং সকামানাঞ্চ ভক্তানামন্ততঃ পাদপল্লবপ্রাপ্তাবপি নৈব সর্ব্বথা ঐক্যরূপং ভাবনীয়ম্; ন হি জাত্যৈব শুদ্ধং বলাৎ শোধিতঞ্চ বস্তু তুল্যমূল্যং ভবত্যতো ধ্রুবাদিভ্যঃ সকাশাদ্ধনূমদাদীনামুৎকর্ষঃ পরম এব দৃশ্যত ইতি ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শুদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠানকারী সকাম ভক্তগণও কৃতার্থ হইয়া নিষ্কাম ভক্ততুল্যই হন, ইহা বলিতেছেন—'সত্যং' ইত্যাদি। ভগবান্ ভজনকারী মনুষ্যগণের বাঞ্ছিত বস্তু তাহাদের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া প্রদান করেন, ইহা সত্য, 'যৎ পুনরর্থিতা', কিন্তু যাহাতে ভোগাবসানে পুনরায় যাচকত্ব হইবে, সেইরূপ অর্থপ্রদ নহেন। যদি বলেন—কি প্রকারে এইরূপ অবগত হইলেন? তাহাতে বলিতেছেন—যেহেতু নিজপাদপল্লব অনিচ্ছুক ভজনকারিকেও ধ্রুবাদিরও ন্যায় নিজেই প্রদান করেন, 'ইচ্ছা-পিধানং'—সকল বাসনার আচ্ছাদক সেই নিজপাদপল্লব কৃপাপূর্ব্বকই প্রদান করেন, অথবা—নিজ পাদপল্লব স্বয়ংই বলাৎকারে প্রদান করতঃ সমস্ত ইচ্ছার আচ্ছাদন করেন। তারপর যেমন শিশু ইচ্ছা না করিলেও পিতার নিকট হইতে সিতশর্করা (মিছরী) প্রাপ্ত হইয়া মৃত্তিকার স্পৃহা পরিত্যাগ করে, সেই প্রকার সকামী ভক্তগণও (পাদপল্লব প্রাপ্তিতে) তাহাদের সর্ব্বকামনা পরিত্যাগ করেন—এই অর্থ। অতএব 'অকামঃ সর্ব্বকামো বা' (২।৩।১০), অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—একান্ত ভক্ত অথবা উক্তানুক্ত সকল কামনাকারীই তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা পরম পুরুষের যজন করিবেন, ইত্যাদি। এই স্থলে 'তীব্র' বলিতে জ্ঞান, কর্ম্মাদির সহিত অমিশ্রিত ভক্তিযোগের দ্বারা যজন করিবে—ইহা বলা হইয়াছে। এখানে নিষ্কাম এবং সকাম ভক্তগণের মধ্যে অন্ততঃ পাদপল্লব প্রাপ্তিবিষয়েও কখনই সর্ব্বপ্রকারে ঐক্যরূপ ভাবনীয় নহে, কারণ জাতিগত শুদ্ধ বস্তু এবং প্রকারান্তরে (রাসায়নিক প্রক্রিয়াদির দ্বারা) শোধিত বস্তুর কখনই তুল্য মূল্য হয় না, অতএব শ্রীধ্রুবাদি অপেক্ষা শ্রীহনূমান্ প্রভৃতি ভক্তগণের উৎকর্ষ পরমই দৃষ্ট হয় ॥ ২৬ ॥

তথ্য—

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলে কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ ॥
কৃষ্ণ কহে,—'আমা ভজে, মাগে বিষয়সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,—এই বড় মূর্খ ॥
আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব?
স্বচরণামৃত দিয়া তার বিষয় ভুলাইব ॥'
কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি' দাস হৈতে হয় অভিলাষে ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৩৭-৩৯, ৪১) ॥ ২৬ ॥

যদ্যত্র নঃ স্বর্গসুখাবশেষিতং
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য কৃতস্য শোভনম্।
তেনাজনাভে স্মৃতিমজ্জন্ম নঃ স্যাদ্-
বর্ষে হরির্যদ্ভজতাং শং তনোতি ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—যদি নঃ (অস্মাকং) স্বিষ্টস্য (সম্যক্-যজনস্য) সূক্তস্য (প্রবচনস্য) কৃতস্য (অন্যস্যাপি কর্ম্মণঃ) স্বর্গসুখাবশেষিতং (স্বর্গসুখাদ্যুপভোগাৎ অবশেষিতং) শোভনং (পুণ্যং স্যাৎ বিদ্যতে); তেন নঃ (অস্মাকম্) অত্র অজনাভে বর্ষে (ভারতবর্ষে) স্মৃতিমৎ

(হরিস্মরণৌপয়িকং) জন্ম স্যাৎ ; যৎ (যত্র) হরিঃ ভজতাং (জনানাং) শং (কল্যানং) তনোতি (প্রদদাতি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অতএব আমরা সম্যক্‌প্রকারে যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও অন্যান্য সৎকর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত পুণ্যফলে অধুনা যে স্বর্গসুখাদি উপভোগ করিতেছি, যদি সেই পুণ্যের (সুকৃতির) কিঞ্চিন্মাত্রও অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা ভারতবর্ষে আমাদের হরিস্মরণোপযোগি-মানবজন্ম হউক—ইহাই প্রার্থনা; কারণ, ভগবান্ শ্রীহরি এইবর্ষে তদ্ভক্তগণের কল্যান বিস্তার করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—অতএব প্রার্থয়ন্তে—যদ্যত্রেতি। স্বিষ্টস্যেতি স্বিষ্টাদি-জন্যাৎ স্বর্গসুখাদুপভুক্তাদবশেষিতং শোভনং সুকৃতমস্তি, তেন হেতুনা অজনাভে ভারতে জন্ম স্যাৎ স্মৃতিমৎ, এতাদৃশৌৎসুক্যস্মরণযুক্তম্। ততশ্চ তত্র সাধুসঙ্গং কৃত্বা হরিং ভজিষ্যামঃ ; যদ্-যস্মাৎ ভজতাং হরিঃ শং তনোত্যেব ॥ ২৭।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
উনবিংশঃ পঞ্চমস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব প্রার্থনা করিতেছেন —'যদ্যত্র' ইত্যাদি। 'স্বিষ্টস্য'—পূর্ব্বকৃত উত্তম যজনাদি সৎকর্ম্মের ফলে যে স্বর্গভোগ এখন করিতেছি, তাহার যদি কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহার ফলে ভারতবর্ষে যেন সেইরূপ মানবজন্ম হয়। 'স্মৃতিমৎ'—যে জন্ম এতাদৃশ হরিস্মরণোপযোগি। তারপর সেখানে সাধুসঙ্গ করিয়া শ্রীহরিকে ভজন করিব, যেহেতু শ্রীহরি তাঁহার ভক্তগণের সুখ দান করেন ॥ ২৭ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার পঞ্চম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধের উনবিংশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫।১৯ ॥

শ্রীশুক উবাচ—
জম্বূদ্বীপস্য চ রাজন্নুপদ্বীপানষ্টৌ হৈক উপদিশন্তি সগরাত্মজৈরশ্বান্বেষণ ইমাং মহীং পরিতো নিখনদ্ভিরুপকল্পিতান্ ॥ ২৮ ॥

তদ্‌যথা স্বর্ণপ্রস্থশ্চন্দ্রশুক্ল আবর্ত্তনো রমণকো মন্দহরিণঃ পাঞ্চজন্যঃ সিংহলো লঙ্কেতি ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—(হে) রাজন্, একে হ (কেচন পণ্ডিতাঃ) সগরাত্মজৈঃ অশ্বান্বেষণে ইমাং মহীং পরিতঃ নিখনদ্ভিঃ উপকল্পিতান্ জম্বূদ্বীপস্য চ অষ্টৌ উপদ্বীপান্ উপদিশন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি) ; তদ্‌যথা——স্বর্ণপ্রস্থঃ, চন্দ্রশুক্লঃ, আবর্ত্তনঃ, রমণকঃ, মন্দহরিণঃ, পাঞ্চজন্যঃ, সিংহলঃ, লঙ্কা ইতি ॥ ২৮-২৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, কোন কোন পণ্ডিতগণ কহেন যে, জম্বূদ্বীপের আটটী উপদ্বীপ আছে সগরসন্তানগণ অশ্বান্বেষণে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ খনন করায় ঐসকল দ্বীপের বিভাগ হয়। ঐ দ্বীপগুলির নাম যথা,—স্বর্ণপ্রস্থ, চন্দ্রশুক্ল, আবর্ত্তন, রমণক, মন্দহরিণ, পাঞ্চজন্য, সিংহল ও লঙ্কা ॥ ২৮-২৯ ॥

মধ্ব—

অনধিকারিণো দেবাঃ স্বর্গস্থা ভারতোদ্ভবম্।
বাঞ্ছন্ত্যাত্মবিমোক্ষার্থমুদ্রেকার্থেহধিকারিণঃ ॥
ইতি কৌর্ম্মে ॥ ২৮ ॥

এবং তব ভারতোত্তম জম্বূদ্বীপবর্ষবিভাগো যথোপদেশমুপবর্ণিতঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে জম্বূদ্বীপবর্ণনং নামৈকোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভারতোত্তম, এবং তব (ভবৎসমীপে) যথোপদেশং (যথাজ্ঞানং) জম্বূদ্বীপবর্ষবিভাগঃ (ময়া) উপবর্ণিতঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে ভারতোত্তম, জম্বূদ্বীপের বর্ষবিভাগসম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম ॥ ৩০ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, তথ্য, মধ্ব,
বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে উনবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

বিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীঋষিরুবাচ—

অতঃপরং প্লক্ষাদীনাং প্রমাণলক্ষণসংস্থানতো বর্ষবিভাগ উপবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে সমুদ্রসহ প্লক্ষাদি ছয়টী দ্বীপের পরিমাণ, লোকালোক-পর্ব্বতের অবস্থান এবং উহার অন্তর্বহির্ভাগের পরিমাণ বর্ণিত হইয়াছে।

প্লক্ষদ্বীপের পরিমাণ—জম্বুদ্বীপের দ্বিগুণ। এই দ্বীপ—লবণ-সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রিয়ব্রত-পুত্র ইধ্মজিহ্ব —ইহার অধিপতি। এই দ্বীপ—সপ্ত-বর্ষে বিভক্ত এবং প্রত্যেক বর্ষে এক একটী পর্ব্বত ও এক একটী নদী আছে। দ্বিতীয় দ্বীপের নাম—শাল্মলী দ্বীপ। এই দ্বীপ—সুরোদসমুদ্রে বেষ্টিত এবং ইহার বিস্তার—প্লক্ষদ্বীপের দ্বিগুণ অর্থাৎ চারি লক্ষ যেজন। প্রিয়ব্রত-পুত্র যজ্ঞবাহু—এই দ্বীপের অধিপতি। প্লক্ষদ্বীপের ন্যায় এই দ্বীপ—সাতটী বর্ষে বিভক্ত ও প্রত্যেক বর্ষে এক একটী পর্ব্বত এবং একটী মহানদী আছে। এই বর্ষবাসী পুরুষগণ—চন্দ্রাত্মা ভগবন্মূর্ত্তির উপাসক। তৃতীয়টী—ঘৃতোদ-সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব দ্বীপের ন্যায় সপ্তবর্ষে বিভক্ত। কুশদ্বীপের অধিপতি—প্রিয়ব্রত-পুত্র হিরণ্যরেতা। কুশদ্বীপের অন্তর্গত সপ্তবর্ষবাসী-পুরুষগণ—অগ্নিরূপী ভগবন্মূর্ত্তির উপাসক। এই দ্বীপের পরিমাণ—সুরোদসাগরের দ্বিগুণ অর্থাৎ অষ্টলক্ষ যোজন। চতুর্থ দ্বীপের নাম—ক্রৌঞ্চ-দ্বীপ। এই দ্বীপ—ক্ষীরোদসমুদ্রে বেষ্টিত এবং ইহার পরিমাণ—পূর্ব্বদ্বীপের দ্বিগুণ অর্থাৎ ষোড়শ লক্ষ যোজন। প্রিয়ব্রত-পুত্র ধৃতপৃষ্ঠ—এই দ্বীপের অধিপতি। এই দ্বীপও পূর্ব্ব দ্বীপের ন্যায় সাতটী বর্ষে বিভক্ত এবং প্রত্যেক বর্ষে এক একটী নদী ও একটী পর্ব্বত আছে। এই বর্ষবাসিপুরুষগণ—জলরূপী ভগবানের উপাসক। পঞ্চম দ্বীপের নাম—শাকদ্বীপ। ইহার পরিমাণ—দ্বাত্রিংশৎ লক্ষ যোজন। এই দ্বীপের অধিপতি—প্রিয়ব্রত-তনয় মেধাতিথি। এই দ্বীপ—দধিসমুদ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত এবং পূর্ব্বের ন্যায় সাতটী বর্ষে বিভক্ত ও প্রত্যেক বর্ষে এক একটী নদী ও এক একটী পর্ব্বত আছে। এই বর্ষবাসিপুরুষগণ—বায়ু-রূপী ভগবানের উপাসক। ষষ্ঠ দ্বীপের নাম—পুষ্কর-দ্বীপ। ইহা দধিসমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও পরিমাণে পূর্ব্ব দ্বীপের দ্বিগুণ। প্রিয়ব্রত-পুত্র বীতি-হোত্র—এই দ্বীপের অধিপতি। এই দ্বীপ—পূর্ব্ব ও ও পশ্চিম বর্ষদ্বয়ে বিভক্ত। এই বর্ষদ্বয়ের সীমা-পর্ব্বত-স্বরূপ মানসোত্তর-নামে একটী পর্ব্বত আছে। এই বর্ষবাসিপুরুষগণ—স্বয়ম্ভূ-মূর্ত্তি ভগবানের উপাসক। পরে সূর্য্যাদির আলোকবিশিষ্ট ও আলোক-বিহীন-দেশে দুইটীর মধ্যস্থলে লোকালোক-পর্ব্বত। উহার পরিমাণ—ভূগোলকের চতুর্থাংশ অর্থাৎ সার্দ্ধ দ্বাদশকোটী যোজন। ভগবান্ নারায়ণ নিজ ষড়ৈ-শ্বর্য্য বিস্তার করিয়া এই পর্ব্বতে অবস্থান করেন। এই পর্ব্বতের বহির্ভাগে আলোকবর্ষ এবং অলোক-বর্ষের পর মুমুক্ষুগণের গন্তব্য স্থান, সুতরাং বিশুদ্ধ। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে সূর্য্য অবস্থান করেন। ভূর্লোক ও ভুবর্লোক এই দুইয়ের মধ্যস্থানে অন্তরীক্ষ। সূর্য্য-গোলক ও অণ্ডগোলকের পরিমাণ—একত্রে পঞ্চ-বিংশতি যোজন। সূর্য্য অচেতন অণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া দিক্, আকাশ প্রভৃতির বিভাগ করিয়া থাকেন বলিয়া 'মার্ত্তণ্ড, এবং মহত্তত্ত্ব-শরীর হিরণ্যগর্ভ হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া 'হরিণ্যগর্ভ' নামে কথিত।

অন্বয়ঃ—শ্রীঋষিঃ উবাচ,—অতঃপরং প্লক্ষা-দীনাং বর্ষবিভাগঃ প্রমাণলক্ষণসংস্থানতঃ (প্রমাণেন পরিমাণেন লক্ষণেন স্বরূপজ্ঞাপকসাধারণচিহ্নেন সংস্থানেন আকৃত্যা চ) উপবর্ণ্যতে (কথ্যতে) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—ঋষিবর শ্রীশুকদেব কহিলেন,—অতঃ-পর প্লক্ষাদি ছয়টী দ্বীপের পরিমাণ, লক্ষণ ও আকার দ্বারা বর্ষসকলের বিভাগ বর্ণন করিতেছি ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

প্লক্ষদ্বীপাদি বর্ষাবিধি-নদী-শৈলেজ্যদেবতাঃ।
লোকালোকাচলশ্চাপি বিংশে প্রোক্তা যথাস্থিতম্ ॥১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিংশ অধ্যায়ে প্লক্ষ-দ্বীপাদি বর্ষ, সমুদ্র, নদী ও পর্ব্বতসকলে সেব্য দেব-

গণ এবং লোকালোক পর্ব্বতের যথাযথ অবস্থান বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

জম্বূদ্বীপোহয়ং যাবৎপ্রমাণবিস্তারস্তাবতা ক্ষারোদধিনা পরিবেষ্টিতো যথা মেরুর্জম্ব্বাখ্যেন। লবণোদধিরপি ততো দ্বিগুণবিশালেন প্লক্ষাখ্যেন পরিক্ষিপ্তো যথা পরিখা বাহ্যোপবনেন। প্লক্ষো জম্বুপ্রমাণো দ্বীপাখ্যাতিকরো হিরণ্ময় উত্থিতো যত্রাগ্নিরুপাস্তে সপ্তজিহ্বঃ। তস্যাধিপতি প্রিয়ব্রতাত্মজ ইধ্মজিহ্বস্তং দ্বীপং সপ্ত বর্ষাণি বিভজ্য সপ্তবর্ষনামভ্য আত্মজেভ্য আকলয্য স্বয়মাত্মযোগেনোপররাম ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ং জম্বূদ্বীপঃ যাবৎ প্রমাণবিস্তারঃ (যাবতা লক্ষযোজনেন প্রমাণেন বিততঃ বিশালঃ) তাবতা (লক্ষযোজনবিশালেন) ক্ষারোদধিনা (লবণসমুদ্রেণ স্বয়ং) পরিবেষ্টিতঃ (পরিতঃ বেষ্টিতঃ আবৃত ইত্যর্থঃ)। মেরুঃ যথা জম্ব্বাখ্যেন (দ্বীপেন বেষ্টিতঃ ইত্যত্র বেষ্টিতত্বমাত্রে দৃষ্টান্তঃ ন সমপ্রমাণত্বে; যতঃ ষোড়শসহস্রযোজনমেরুপ্রমাণোক্তিবিরোধাৎ), পরিখা বাহ্যোপবনেন যথা (বেষ্টিতা, তদ্বৎ) লবণোদধিঃ (ক্ষারসমুদ্রঃ) অপি ততঃ দ্বিগুণবিশালেন প্লক্ষাখ্যেন পরিক্ষিপ্তঃ (পরিবেষ্টিতঃ ইত্যর্থঃ)। জম্বুপ্রমাণঃ (একাদশশতযোজনোচ্ছ্রায়ঃ শাখাভিরেকাদশশতযোজনবিততঃ শতযোজনস্থূলশ্চ জম্বূদ্বীপতুল্যঃ) প্লক্ষঃ দ্বীপাখ্যাতিকরঃ (মহাপ্রমাণপ্লক্ষবৃক্ষত্বাৎ প্লক্ষ ইতি দ্বীপনাম নিরুক্তিহেতুঃ অস্তি, অতঃ প্লক্ষনামকঃ দ্বীপঃ) যত্র (যস্মিন্ প্লক্ষবৃক্ষমূলে) হিরণ্ময়ঃ (প্রকাশবহুলঃ) উত্থিতঃ (উর্দ্ধে স্থিতঃ) সপ্তজিহ্বঃ (সপ্তজিহ্বাঃ জ্বালাঃ যস্য তাদৃশঃ) অগ্নিঃ উপাস্তে (উপ সমীপে এব আধিক্যেন আস্তে তিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ)। তস্য (দ্বীপস্য) অধিপতিঃ প্রিয়ব্রতাত্মজঃ (প্রিয়ব্রত-তনয়ঃ) ইধ্মজিহ্বঃ তং দ্বীপং সপ্তবর্ষাণি বিভজ্য (সপ্তভাগং কৃত্বা) সপ্তবর্ষনামভ্যঃ আত্মজেভ্যঃ আকলয্য (সমর্প্য, বিভজ্য, দত্ত্বা) স্বয়ম্ আত্মযোগেন (ভগবদ্ভক্তিযোগেন) উপররাম (উপরতঃ অভূৎ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—সুমেরু যেমন জম্বুদ্বীপ দ্বারা বেষ্টিত আছে, সেইরূপ এই জম্বূদ্বীপ লবণ-সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। জম্বূদ্বীপের বিস্তার যেমন লক্ষযোজন-পরিমিত, লবণ-সমুদ্রের পরিমাণও সেইরূপ লক্ষযোজন-পরিমিত। আবার পরিখা যেরূপ বাহ্যোপবন দ্বারা পরিবেষ্টিতা থাকে, এই লবণ-সমুদ্রও তদ্রূপ প্লক্ষদ্বীপ দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে। এই প্লক্ষদ্বীপের বিস্তার লবণ-সমুদ্রের দ্বিগুণ অর্থাৎ দুইলক্ষযোজন। ঐ দ্বীপে প্লক্ষনামক একটী মহাবৃক্ষ উত্থিত হইয়াছে; ঐ বৃক্ষটী হিরণ্ময় এবং উহার পরিমাণ জম্বুবৃক্ষতুল্য। এই বৃক্ষের মূলে সপ্তশিখ অগ্নি অবস্থান করিতেছে। এই প্লক্ষ-বৃক্ষ হইতেই ঐ দ্বীপের নাম 'প্লক্ষ' হইয়াছে। সেই দ্বীপের অধিপতি প্রিয়ব্রতাত্মজ ইধ্মজিহ্ব। তিনি ঐ দ্বীপকে স্বীয় সপ্ত পুত্রের নামানুসারে সাতটী বর্ষে বিভাগ করেন এবং এক একটী বর্ষ এক একটী পুত্রকে দান করিয়া স্বয়ং ভগবদ্ভক্তি-যোগ লাভ করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হইলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—পরিক্ষিপ্তঃ পরিবেষ্টিতঃ, উপ আধিক্যেনাস্তে; আকলয্য দত্ত্বা ॥ ২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরিক্ষিপ্তঃ'—পরিবেষ্টিত (অর্থাৎ পরিখা যেরূপ বাহিরের উপবন দ্বারা বেষ্টিত থাকে, সেরূপ লবণসমুদ্রও দ্বিগুণ বিস্তৃত প্লক্ষদ্বীপ দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে)। 'উপাস্তে'—উপ বলিতে আধিক্যরূপে আছে, অর্থাৎ প্লক্ষদ্বীপে সুবর্ণময় প্লক্ষবৃক্ষের (পাকুড় গাছের) নিকটে সপ্তজিহ্বাবিশিষ্ট অগ্নি বিরাজ করিতেছেন। 'আকলয্য'—দান করিয়া (প্লক্ষদ্বীপের অধিপতি প্রিয়ব্রতের পুত্র ইধ্মজিহ্ব, ঐ দ্বীপটিকে সাত বর্ষে ভাগ করিয়া ঐ সকল বর্ষের অনুরূপ নামবিশিষ্ট নিজ সাত পুত্রকে উহা দান করিয়া, স্বয়ং সমাধিযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক সংসার হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন।) ॥ ২ ॥

শিবং বয়সং সুভদ্রং শান্তং ক্ষেমমমৃতমভয়মিতি বর্ষাণি। তেষু গিরয়ো নদ্যশ্চ সপ্তৈবাভিজ্ঞাতাঃ। মণিকূটো বজ্রকূট ইন্দ্রসেনো জ্যোতিষ্মান্ সুবর্ণো হিরণ্যষ্ঠীবো মেঘমাল ইতি সেতুশৈলাঃ। অরুণা নৃম্ণা আঙ্গিরসী সাবিত্রী সুপ্রভাতা ঋতম্ভরা সত্যম্ভরেতি মহানদ্যঃ। যাসাং জলোপস্পর্শনবিধূত-রজস্তমসো হংসপতঙ্গোর্দ্ধায়নসত্যাঙ্গসংজ্ঞাশ্চত্বারো বর্ণাঃ

সহস্রায়ুষো বিবুধোপমসন্দর্শন-প্রজননাঃ স্বর্গদ্বারং ত্রয্যা বিদ্যয়া ভগবন্তং ত্রয়ীময়ং সূর্য্যমাত্মানং যজন্তে॥ ৩-৪॥

অন্বয়ঃ—শিবং, বয়সং, সুভদ্রং, শান্তং, ক্ষেমম্, অমৃতম্, অভয়ম্ ইতি (সপ্ত) বর্ষাণি (পুত্রনামানি চ) তেষু (প্লক্ষদ্বীপবর্ষেষু) গিরয়ঃ (সপ্ত) নদ্যশ্চ (সপ্ত) এব অভিজ্ঞাতাঃ (প্রসিদ্ধাঃ)। মণিকূটঃ, বজ্রকূট, ইন্দ্রসেনঃ, জ্যোতিষ্মান্, সুবর্ণঃ, হিরণ্যষ্ঠীবঃ, মেঘমালঃ ইতি সেতুশৈলাঃ (এতে শৈলাবর্ষাণাং মর্য্যাদাগিরয় ইত্যাহ—) অরুণা, নৃম্ণা, আঙ্গিরসী, সাবিত্রী, সুপ্রভাতা, ঋতম্ভরা, সপ্তম্ভরা ইতি (সপ্ত) মহানদ্যঃ ;—যাসাং (নদীনাং) জলোপস্পর্শনবিধূতরজস্তমসঃ (জলোপস্পর্শনস্নানাদিনা বিধূতং নিরস্তং রজঃতমশ্চ যেষাং তে জলস্পর্শেন বিগতরজস্তমোগুণাঃ) হংসপতঙ্গোর্দ্ধায়নসত্যাঙ্গসংজ্ঞাঃ (হংসাদয়ঃ তদাখ্যাঃ ব্রাহ্মণাদিস্থানীয়াঃ) চত্বারঃ বর্ণাঃ সহস্রায়ুষঃ (সহস্রং বর্ষসহস্রম্ আয়ুঃ যেষাং তে তাদৃশাঃ) বিবুধোপমসন্দর্শনপ্রজননাঃ (বিবুধোপমং সন্দর্শনং ক্লমস্বেদাদিরহিতং রূপং প্রজননম্ অপত্যোৎপাদনঞ্চ যেষাং তে) ত্রয্যা বিদ্যয়া (বেদত্রয়োক্ত কর্ম্ম-মার্গেণ) স্বর্গদ্বারং ত্রয়ীময়ং (বেদপ্রতিপাদ্যম্) সূর্য্যাত্মানম্ (সূর্য্যশরীরকমাত্মানং পরমাত্মানং) ভগবন্তং যজন্তে (অর্চ্চয়ন্তি) ॥ ৩-৪ ॥

অনুবাদ—সাতটী পুত্রের নামানুসারে সাতটী দ্বীপের নাম, যথা—শিব, বয়স, সুভদ্র, শান্ত, ক্ষেম, অমৃত ও অভয়। এই সাতটী বর্ষে সাতটী পর্ব্বত এবং সাতটী নদী প্রসিদ্ধ। মণিকূট, বজ্রকূট, ইন্দ্র-সেন, জ্যোতিষ্মান্, সুবর্ণ, হিরণ্যষ্ঠীব ও মেঘমাল, এই সাতটী শৈল—সপ্তবর্ষের সীমা-পর্ব্বত এবং অরুণা, নৃম্ণা, আঙ্গিরসী, সাবিত্রী, সুপ্রভাতা, ঋতম্ভরা ও সত্যম্ভরা এই সাতটী নদী আছে। এই নদীগুলির জলের স্পর্শন ও স্নান প্রভৃতিদ্বারা ঐ সকল বর্ষবাসী হংস, পতঙ্গ, উর্দ্ধায়ন ও সত্য-সংজ্ঞক চারিটী বর্ণের রজ ও তমোমল বিদূরিত হয় ; এবং তাঁহারা সহস্রায়ুঃ হয়েন তাঁহাদের সৌন্দর্য্য ও অপত্যোৎপাদনের প্রকার দেবতাদিগের ন্যায়। এই সকল দেবোপম বর্ণতুষ্টয় বেদোক্ত কর্ম্মমার্গ অবলম্বন করিয়া ত্রয়ীময় সূর্য্যের অভ্যন্তরে অবস্থিত ; অতএব সূর্য্যের আত্ম-স্বরূপ ভগবানকে ভজন করেন ॥ ৩-৪ ॥

বিশ্বনাথ—গিরয়ো হি বর্ষসীমাভিব্যঞ্জকা উভয়তোঽব্ধিং স্পৃশন্তস্তির্য্যগ্রেখাকারাঃ। হংসাদয়ো ব্রাহ্মণাদিস্থানীয়াঃ, বিবুধোপমসন্দর্শনং রূপং প্রজননমপত্যোৎপাদনঞ্চ যেষাং তে ॥ ৩-৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গিরয়ঃ'—সেই শিব, বয়স প্রভৃতি বর্ষের মধ্যে সাতটি বর্ষসীমা-নির্দ্দেশক পর্ব্বত রহিয়াছে, উহারা উভয়দিকে সমুদ্রকে স্পর্শ করিয়া বক্ররেখারূপে বর্ত্তমান। 'হংসাদয়ঃ'—হংস, পতঙ্গ, উর্দ্ধায়ন ও সত্যাঙ্গ নামক ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের প্রজাগণ ভগবান্ সূর্য্যদেবের উপাসনা করেন। 'বিবুধোপমসন্দর্শন-প্রজননাঃ'—তাঁহাদের রূপ এবং অপত্যোৎপাদনের প্রকার দেবতাদিগের ন্যায় ॥৩-৪॥

তথ্য—অত্র কেচিদাহুঃ—'সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুস্তু দেবতাবিশেষঃ' ইতি নোপযুক্তম্—'ইষ্টাপূর্ত্তং বহুধা জায়মানং বিশ্বং বিভর্ত্তি ভুবনস্য নাভিঃ তদেবাগ্নি-স্তদ্বায়ুস্তৎসূর্য্যস্তদু চন্দ্রমাঃ। অগ্নিঃ সর্ব্বদেবতঃ' ইত্যাদি শ্রুতিষু. 'যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥' 'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ' ইত্যাদি স্মৃতিষু চ সর্ব্বকর্ম্মসমারাধ্যানাং সর্ব্বাসাং দেবতানাং একত্বাবগমাৎ। তাসাং সর্ব্বাসাং পারম্য-শ্রুতেশ্চ। তস্মাদেকৈব দেবতা কর্ম্মভেদৈরারাধ্যা নামভেদং ধত্তে ইত্যতো বিষ্ণোরেব পারম্যমিতিরিক্তং বচঃ ? মৈবম্ ;—'চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত। শ্রোত্রাদ্বয়শ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত। নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা, নারায়ণাদ্রুদ্রো জায়তে, নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ জায়তে, নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে, নারায়ণাদষ্টৌ বসবো জায়ন্তে, নারায়ণাদেকাদশ রুদ্রা জায়ন্তে' ইত্যাদি শ্রুতিষু ; 'ব্রহ্মাশম্ভুস্তথৈবার্কচন্দ্রমাশ্চ শতক্রতুঃ। এবমাদ্যাস্তথৈবান্যে যুক্তা বৈষ্ণবতেজসা ॥ জগৎকার্য্যাবসানে তু বিযুজ্যন্তে চ তেজসা। বিতেজসশ্চ তে সর্ব্বে পঞ্চত্বমুপযান্তি তে।।' ইত্যাদি স্মৃতিষু চ সর্ব্বাসাং দেবতানাং পরস্য চ মিথো ভেদদর্শনাত্তাভ্যস্তস্য পরত্বস্যাবগমাচ্চ। সর্ব্বদেবতা সামানাধিকরণ্যং তু তদায়ত্তবৃত্তিকত্বাদুপচর্য্যতে। ইতরথা 'তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্' ইত্যাদিশ্রুতীনাং, 'দেবান্ দেবযজো যান্তি পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ। ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥" ইতি ফলভেদস্মৃতেশ্চ ব্যাকোপাপত্তিঃ। এবং সতি

সর্ব্বাসাং পারম্যশ্রবণমাপেক্ষিকং স্তুতিপরং বা ভবিষ্যতীতি (সিদ্ধান্তরত্নম্ ৩য় পাদ ৫-৬) ॥ ৩-৪ ॥

এইস্থলে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, 'সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু যে একজন দেবতা বিশেষ,—একথা বলা যুক্তিযুক্ত হয় না ; যেহেতু "যিনি ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মসকলের সহিত বহুপ্রকারে উৎপন্ন বিশ্বকে পালন করিতেছেন, যিনি ভুবনের নাভিস্বরূপ, তিনিই বিষ্ণু ; তিনিই অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ও চন্দ্র ; ঐ বিষ্ণুই অগ্নি, উনিই সকল-দেবতা"—ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং "যাঁহারা অন্য দেবতার ভক্ত এবং শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক ঐ সকল দেবতাকে অর্চ্চনা করেন, হে কৌন্তেয়, তাঁহারাও অবিধি-পূর্ব্বক আমাকেই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ; আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু—" ইত্যাদি স্মৃতি বাক্যে সর্ব্বকর্ম্ম-সমারাধ্য সকল দেবতার একত্ব অবগত হওয়া যায় ; তাঁহাদের সকলের শ্রেষ্ঠত্বও শ্রবণ করা যায়। অতএব বিভিন্ন কর্ম্ম দ্বারা আরাধ্য একই দেবতা ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করেন ; অতএব এক বিষ্ণুই যে পরতম—এরূপ কথা অসঙ্গত।' এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষীয় মত সঙ্গত নহে ; যেহেতু, নারায়ণের মন হইতে চন্দ্রমা উৎপন্ন হয়েন, চক্ষু হইতে সূর্য্য উৎপন্ন হয়েন, তাঁহা হইতেই শ্রোত্র ও প্রাণ উৎপন্ন হয়, মুখ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়েন ; নারায়ণ হইতেই প্রজাপতি উৎপন্ন হয়েন, নারায়ণ হইতেই ইন্দ্র উৎপন্ন হয়েন, নারায়ণ হইতেই অষ্টবসু উৎপন্ন হয়েন, নারায়ণ হইতেই একাদশ রুদ্র উৎপন্ন হয়েন, নারায়ণ হইতেই দ্বাদশ আদিত্য উৎপন্ন হয়েন—" ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং "ব্রহ্মা, শম্ভু, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা এবং অন্যান্য সকলেই বিষ্ণুর তেজেই তেজস্বী এবং জগৎকার্য্যের অবসানে তাঁহারা ঐ তেজ হইতে বিযুক্ত হয়েন ও তেজোহীন তাঁহারা সকলেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন—" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যে সকল দেবতার ও পরেশ-বিষ্ণুর ভেদ দৃষ্ট হয় এবং ঐ সকল দেবতা হইতে শ্রীবিষ্ণুর পরত্বও জানা যায়। তবে যে কোন কোন স্থলে শ্রীবিষ্ণুর সহিত সকল দেবতার সমানাধিকরণ দেখা যায়, সেস্থলে ঐ সকল দেবতাকে তদায়ত্ত-বৃত্তি অর্থাৎ উহাদের সামর্থ্য বিষ্ণুর অধীন বলিয়াই বুঝিতে হইবে। অন্যথা "তিনি ঈশ্বরগণেরও পরমেশ্বর—" ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং "দেবযাজিসকল দেবতাদিগকে, পিতৃব্রতসকল পিতৃগণকে, ভূতযাজিসকল ভূতগণকে প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু মদ্‌যাজী আমাকেই প্রাপ্ত হয়েন—" ইত্যাদি স্মৃতিতে যে ক্রিয়াফলের ভেদ উক্ত হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত হইয়া উঠে। এইরূপে দেবতা-সকলের যে তারতম্য শ্রুত হয়, তাহা আপেক্ষিক বা স্তুতিপর বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে ॥ ৩-৪ ॥

———

প্রত্নস্য বিষ্ণো রূপং যৎ সত্যস্যর্তস্য ব্রহ্মণঃ।
অমৃতস্য চ মৃত্যোশ্চ সূর্য্যমাত্মানমীমহি ॥ইতি॥৫॥

অন্বয়ঃ—(মন্ত্রঃ যথা) সত্যস্য (সত্যাশ্রিতঃ ধর্ম্মঃ তস্য) ঋতস্য (ঋতং প্রতীয়মানঃ ধর্ম্মঃ তস্য) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মবোধকঃ বেদঃ তস্য) অমৃতস্য (অমৃতং শুভফলং তস্য) মৃত্যোঃ চ (মৃত্যুঃ অশুভফলঃ তস্য) আত্মানম্ (অধিষ্ঠাতারং) প্রত্নস্য (পুরাণপুরুষস্য) বিষ্ণোঃ (ভগবতঃ) যৎরূপং সূর্য্যং (তম্) ঈমহি (শরণং ব্রজেম) ইতি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—তাঁহাদের উপাসনার মন্ত্র যথা, 'আমরা সেই পুরাণপুরুষ সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ সূর্য্য-দেবের শরণাগত হই। তিনি অনুষ্ঠীয়মান ও প্রতীয়মান ধর্ম্ম, ব্রহ্মবোধক বেদ এবং শুভাশুভ ফলের অধিষ্ঠাতা ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—প্রত্নস্য পুরাণপুরুষস্য যদ্রূপং তং সূর্য্যং ঈমহি শরণং ব্রজেম। কীদৃশং ? সত্যাদীনামাত্মানমধিষ্ঠাতারং, সত্যমনুষ্ঠীয়মানো ধর্ম্মঃ ; ঋতং প্রতীয়মানো ধর্ম্মঃ ; ব্রহ্মণস্তদ্বোধকস্য বেদস্য ; অমৃতস্য শুভফলস্য মৃত্যোরশুভফলস্য ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রত্নস্য'—পুরাণপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর মূর্ত্তিস্বরূপ সূর্য্যদেবের আমরা শরণাপন্ন হইতেছি। কেমন সেই সূর্য্যদেব ? তাহাতে বলিতেছেন —তিনি সত্যাদির আত্মা, অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা। 'সত্য' বলিতে যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, 'ঋত', অর্থাৎ যে ধর্ম্ম প্রতীত হয়, 'ব্রহ্মণঃ'—ব্রহ্মবোধক বেদের এবং অমৃত ও মৃত্যুর, অর্থাৎ শুভফল ও অশুভ ফলের যিনি অধিষ্ঠাতা (সেই সূর্য্যদেবের শরণগ্রহণ করিতেছি।) ॥ ৫ ॥

মধ্ব—

সূর্য্যসোমাগ্নিবারীশবিধাতৃষু যথাক্রমম্।
প্লক্ষাদিদ্বীপসংস্থাসু স্থিতং হরিমুপাসতে ॥ ৫ ॥

তথ্য—শ্রীবীররাঘব-মতে এই শ্লোকের অনুবাদ —জগতের মূল-কারণ সুতরাং পুরাণপুরুষ, প্রাকৃত-বিকাররহিত, সুকৃত-ফলের ভোক্তা, বন্ধ ও মোক্ষের হেতু, সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর অঙ্গস্বরূপ সূর্য্যদেবের (জীব-বিশেষের) শরণাপন্ন হই। এস্থলে সূর্য্য-সংজ্ঞক জীব-শরীরক পরমাত্মার উপাসনার বিষয় কথিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥"

—(কঠ ১৩।১)

অর্থাৎ যম নচিকেতাকে ভগবদ্ধ্যানের অধিষ্ঠান বলিতেছেন,—হে নচিকেতঃ, বিষ্ণুর বিভূতিবিশেষ আত্মা ও অন্তরাত্মা পুণ্যরচিত-দেহের হৃদয়-গুহাতে অবস্থিত, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হৃদয়াকাশে বা মুখ্যপ্রাণে প্রবিষ্ট হইয়া সুকৃত-ফলের ভোক্তা হইয়া থাকেন।

স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ
জ্ঞঃ কালাকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।
প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতির্গুণেশঃ
সংসার-মোক্ষ-স্থিতি-বন্ধহেতুঃ ॥"

—(শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৬)

তিনি—বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্ববেত্তা ও আত্মযোনি; তিনি —জ্ঞানী, কালকর্ত্তা; গুণী ও সর্ব্ববেত্তা, তিনি—প্রধান, ক্ষেত্রজ্ঞপতি, গুণেশ্বর এবং এই সংসারের মোক্ষস্থিতি ও বন্ধনের মূল কারণ।

"ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে; ভীষোদেতি সূর্য্যঃ; ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ; মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ।"

—(তৈঃ ২।৮)

অর্থাৎ এই ব্রহ্মের ভয়ে বায়ু বহন করিতেছে। ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছেন; ইঁহার ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও মৃত্যু নিজ নিজ অধিকারানুযায়ী কর্ম্ম-সকল সম্পাদন করিতেছেন।

তাৎপর্য্য এই যে, এই অধ্যায়ে প্লক্ষ, শাল্মলী প্রভৃতি পাঁচটী দ্বীপের অধিবাসিগণ যথাক্রমে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও ব্রহ্মা—এই পঞ্চ দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন—এই বাক্যে উপাসকগণ তত্তদ্দেবতার অন্তর্য্যামী পুরুষ ভগবান বিষ্ণুরই উপাসনা করিয়া থাকেন, বুঝিতে হইবে; অন্য দেবতার সহিত বিষ্ণুর সাম্যজ্ঞান—অপরাধজনক, তবে যে কোথাও কোথাও অন্যদেবতার সহিত বিষ্ণুর সাম্যব্যবহার দেখা যায়, সে-স্থলে তাঁহাদের স্বতন্ত্র-ঈশ্বরতা নিষিদ্ধ হইয়াছে মাত্র, জানিতে হইবে ॥ ৫ ॥

———

প্লক্ষাদিষু পঞ্চসু পুরুষাণামায়ুরিন্দ্রিয়মোজঃ সহো বলং বুদ্ধিবিক্রম ইতি চ সর্ব্বেষামৌৎপত্তিকী সিদ্ধি-রবিশেষেণ বর্ত্ততে ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—প্লক্ষাদিষু পঞ্চসু সর্ব্বেষাং পুরুষাণাম্ আয়ুঃ ইন্দ্রিয়ম্, ওজঃ, সহঃ, বলং, বুদ্ধিঃ, বিক্রমঃ ইতি চ ঔৎপতিকী সিদ্ধিঃ (স্বাভাবিকী সিদ্ধিঃ) অবিশেষেণ (সমানত্বেন) বর্ত্ততে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—(হে রাজন্,) প্লক্ষাদি পঞ্চদ্বীপে পরমায়ু, ইন্দ্রিয়বল, দেহবল, সাহস, বুদ্ধি, বিক্রম এবং স্বভাবসিদ্ধবুদ্ধি,—সকলপুরুষেরই এক প্রকার ॥ ৬ ॥

———

প্লক্ষস্তু সমানেনেক্ষুরসোদেনাবৃতো যথা তথা দ্বীপোঽপি শাল্মলো দ্বিগুণবিশালঃ সমানেন সুরোদেনাবৃতঃ পরিবৃঙ্ক্তে ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—যথা প্লক্ষঃ তু (প্লক্ষদ্বীপঃ) সমানেন (স্ব-সমানেন দ্বিলক্ষযোজনবিস্তারেণ) ইক্ষুরসোদেন আবৃতঃ তথা (ততঃ) দ্বিগুণবিশালঃ (চতুর্লক্ষযোজন-বিস্তৃতঃ) শাল্মলঃ দ্বীপঃ অপি সমানেন (স্ব-সমান-বিস্তারেণ) সুরোদেন (সুরোদকেন) আবৃতঃ (সন্) পরিবৃঙ্ক্তে (সর্ব্বতঃ বিরাজতে) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—প্লক্ষদ্বীপ যেমন স্ব-সমান দুইলক্ষ-যোজন-বিস্তৃত ইক্ষুসমুদ্রে বেষ্টিত, সেইরূপ প্লক্ষ-দ্বীপের দ্বিগুণ-অর্থাৎ চারিলক্ষ-যোজন পরিমিত শাল্মলীদ্বীপও স্ব-সমান সুরসাগরে পরিবৃত হইয়া বিরাজ করিতেছে ॥ ৭ ॥

———

যত্র হ বৈ শাল্মলী প্লক্ষায়ামা। যস্যাং বাব কিল নিলয়মাহুর্ভগবতশ্ছন্দঃস্তুতঃ পতত্রিরাজস্য সা দ্বীপহূতয়ে উপলক্ষ্যতে ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র হ বৈ (দ্বীপে হি) প্লক্ষায়ামা (শত-যোজনস্থূলা একাদশশতযোজনোচ্ছ্রিতা) সা বৈ (প্রসিদ্ধা) শাল্মলী (শাল্মলীবৃক্ষঃ) দ্বীপহূতয়ে (দ্বীপস্য হূতয়ে ব্যপদেশায়, নামনিরুক্ত্যৈ বা) উপলক্ষ্যতে (লক্ষ্যতে) যস্যাং (শাল্মল্যাং) ছন্দঃস্তুতঃ ("সুপর্ণঃ অসি গরুত্মান্ ত্রিবৃৎ তে শিরঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ ছন্দোভিঃ স্বাবয়বৈঃ ভগবন্তং স্তৌতি ইতি ছন্দঃ তৎ তস্য) ভগবতঃ পতত্রিরাজস্য (গরুড়স্য) বাব কিল নিলয়ম্ (আবাসম্) আহুঃ (কথয়ন্তি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—ঐ শাল্মলীদ্বীপে এক শাল্মলীবৃক্ষ আছে, সেই বৃক্ষ—প্লক্ষবৃক্ষের ন্যায় বিস্তীর্ণ অর্থাৎ শতযোজন স্থূল ও একাদশ-শত যোজন উন্নত। এই বৃক্ষের নামানুসারে দ্বীপের নাম 'শাল্মলী' হইয়াছে। পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই শাল্মলীবৃক্ষে পক্ষিরাজ গরুড়ের বাস। তথায় তিনি ছন্দ অর্থাৎ বেদ-মন্ত্রাদি দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—"সুপর্ণোঽসি গরুত্বান্ ত্রিবৃত্তে শিরঃ" ইত্যাদি শ্রুতেশ্ছন্দোভিঃ স্বাবয়বভূতৈর্বিষ্ণুং স্তৌতীতি ছন্দস্তুৎ তস্য। সা শাল্মলী দ্বীপস্য হূতয়ে নাম্নে ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ছন্দঃস্তুতঃ'—সুপর্ণোঽসি, শোভন পক্ষবিশিষ্ট গরুড় ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অনুসারে নিজের অবয়বভূত ছন্দের দ্বারা বিষ্ণুকে যিনি স্তব করেন, তিনি ছন্দস্তুৎ গরুড়, তাঁহার আবাসস্থল ঐ শাল্মলী বৃক্ষ। গরুড়ের গমনকালে তাঁহার পক্ষের শব্দে বেদমন্ত্রসমূহ সমুচ্চারিত হয়। 'সা দ্বীপহূতয়ে'—ঐ শাল্মলী বৃক্ষের অবস্থানহেতুই দ্বীপটীও শাল্মলী-দ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৮ ॥

তদ্দ্বীপাধিপতিঃ প্রিয়ব্রতাত্মজো যজ্ঞবাহুঃ স্বসুতেভ্যঃ সপ্তভ্যস্তন্নামানি সপ্ত-বর্ষাণি ব্যভজৎ,—সুরোচনং সৌমনস্যং রমণকং দেববর্হং পারিভদ্র-মাপ্যায়নমভিজ্ঞাতমিতি ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—তদ্দ্বীপাধিপতিঃ প্রিয়ব্রতাত্মজঃ যজ্ঞবাহুঃ সুরোচনং, সৌমনস্যং, রমণকং, দেববর্হং, পারিভদ্রম্ আপ্যায়নম্, অভিজ্ঞাতম্ ইতি সপ্তভ্যঃ স্ব-সুতেভ্যঃ তন্নামানি (পুত্রানুরূপনামানি) সপ্তবর্ষাণি ব্যভজৎ (বিভজ্যাদাদিত্যর্থঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—প্রিয়ব্রতের পুত্র যজ্ঞবাহু এই শাল্মলী-দ্বীপের অধিপতি। তিনি এই দ্বীপকে স্বীয় সপ্ত পুত্রের নামানুসারে সাতটী বর্ষে বিভাগ করিয়া প্রত্যেক পুত্রকে এক একটী বর্ষ প্রদান করেন। তাঁহার সাতটী পুত্রের নাম—যথা, সুরোচন, সৌমনস্য, রমণক, দেব-বর্হ, পারিভদ্র, আপ্যায়ন এবং অভিজ্ঞাত ॥ ৯ ॥

তেষু বর্ষাদ্রয়ো নদ্যশ্চ সপ্তৈবাভিজ্ঞাতাঃ। সুরসঃ শতশৃঙ্গো বামদেবঃ কুন্দঃ কুমুদঃ পুষ্পবর্ষঃ সহস্র-শ্রুতিরিতি; অনুমতী সিনীবালী সরস্বতী কুহূ রজনী নন্দা রাকেতি ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—তেষু (সুরোচনাদিষু বর্ষেষু) সুরসঃ, শতশৃঙ্গঃ, বামদেবঃ, কুন্দঃ, কুমুদঃ, পুষ্পবর্ষঃ, সহস্র-শ্রুতিঃ ইতি সপ্তবর্ষাদ্রয়ঃ (বর্ষপর্ব্বতাঃ বর্ত্তন্তে); অনুমতী, সিনীবালী, সরস্বতী, কুহূঃ, রজনী, নন্দা, রাকা ইতি সপ্তনদ্যশ্চ এব অভিজ্ঞাতাঃ (প্রসিদ্ধাঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—এই সুরোচনাদি সাতটী বর্ষে,—সুরস, শতশৃঙ্গ, বামদেব, কুন্দ, কুমুদ, পুষ্পবর্ষ ও সহস্রশ্রুতি—এই সাতটী পর্ব্বত এবং অনুমতী, সিনীবালী, সরস্বতী, কুহূ রজনী, নন্দা ও রাকা—এই সাতটী নদী বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ১০ ॥

তদ্বর্ষপুরুষাঃ শ্রুতিধরবীর্য্যধরবসুন্ধরেষুন্ধরসংজ্ঞা ভগবন্তং বেদময়ং সোমমাত্মানং বেদেন যজন্তে ॥১১॥

অন্বয়ঃ—শ্রুতিধর-বীর্য্যধর-বসুন্ধরেষুন্দর-সংজ্ঞাঃ (শ্রুতি-ধরাদিশব্দাঃ সংজ্ঞাঃ নামানি যেষাং তে) তদ্বর্ষপুরুষাঃ বেদময়ং (বেদপ্রচুরং) ভগবন্তং (ভগ-বদাত্মকং) সোমমাত্মানং (সোমাখ্যম্ আত্মানং জীব-বিশেষং) বেদেন (বেদোক্তেন স্ব-স্ব-বর্ণোচিত-স্বধর্ম্মেণ) যজন্তে (আরাধয়ন্তি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—শ্রুতিধর, বীর্য্যধর, বসুন্ধর, ইষুন্ধর প্রভৃতি নামে বিখ্যাত এই বর্ষবাসি-পুরুষগণ বেদময়

ভগবদাত্মক চন্দ্রকে স্ব-স্ব-বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্মানুসারে উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

স্বগোভিঃ পিতৃদেবেভ্যো বিভজন্ কৃষ্ণশুক্লয়োঃ।
অন্ধঃ প্রজানাং সর্ব্বাসাং রাজা নঃ সোম আস্ত ॥ইতি॥

অন্বয়ঃ—(যঃ) স্বগোভিঃ (স্বস্য গোভিঃ কিরণৈঃ) কৃষ্ণশুক্লয়োঃ (পক্ষয়োঃ) পিতৃদেবেভ্যঃ (শুক্লপক্ষে দেবেভ্যঃ কৃষ্ণেঃ পিতৃভ্যঃ) অন্ধঃ (অন্নং) বিভজন্ (বর্ত্ততে যতঃ) সর্ব্বাসাং প্রজানাং রাজা, (অতঃ) (সঃ) সোমঃ (চন্দ্রঃ) নঃ (অস্মাকম্) আস্ত (অভিমুখ্যেন ভবতু) ইতি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা এই বলিয়া স্তব করেন যে, শুক্ল ও কৃষ্ণ, এই দুইটী পক্ষ—দেবগণ ও পিতৃগণকে অন্নাদি প্রদানের কাল। সোমদেব স্বীয় কিরণ দ্বারা ঐ দুইটী পক্ষের বিভাগ করেন। (ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রাদ্ধাদি-কার্য্যে কালের অপেক্ষা আছে, অকালে "স্বাহা", "স্বধা" প্রভৃতি মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক দেবলোক ও পিতৃলোকের উদ্দেশে হব্যকব্যাদি-প্রদান—নিষিদ্ধ ; চন্দ্রই সেই কালের বিভাগকর্ত্তা)। তিনিই সর্ব্বপ্রজাগণের রাজা। প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের অনুকূল হউন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—স্বগোভিঃ স্বরশ্মিভিঃ ; অন্ধঃ অন্নম্ ; সোমো নো রাজা আ আভিমুখ্যেনাস্ত ; হ্রস্ব-পাঠে ত্ববিবক্ষয়া সন্ধ্যভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বগোভিঃ'—নিজ রশ্মিসমূহ দ্বারা, ভগবান্ সোমদেব শুক্লপক্ষে দেবগণকে এবং কৃষ্ণপক্ষে পিতৃগণকে, অন্ন দান করিতেছেন। 'অন্ধঃ'—অর্থ অন্ন। 'সোমঃ নঃ রাজা আস্ত'—সেই রাজা সোম আমাদের (সকল প্রজাগণের) 'আ'—সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা, অস্তু'—অভিমুখী হউন, অর্থাৎ অনুকূল হউন। 'হ্রস্বপাঠে'—সোমঃ অস্ত, এইরূপ পাঠান্তরে অবিবক্ষাবশতঃ সন্ধির অভাব ॥ ১২ ॥

এবং সুরোদাদ্বহিস্তদ্দ্বিগুণঃ সমানেনাবৃতো ঘৃতোদেন যথাপূর্ব্বঃ কুশদ্বীপো যস্মিন্ কুশস্তম্বো দেবকৃতস্তদ্দ্বীপাখ্যাপনো জ্বলন ইবাপরঃ সুশষ্পরোচিষা দিশো বিরাজয়তি ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—যথাপূর্ব্বঃ (শাল্মলীদ্বীপঃ স্ব-সমানেন সুরোদেন আবৃতঃ) এবং সুরোদাদ্বহিঃ তদ্দ্বিগুণঃ (ততঃ দ্বিগুণঃ অষ্টলক্ষযোজনবিস্তৃতঃ) কুশদ্বীপঃ (অপি) সমানেন (স্ব-সমানেন অষ্টলক্ষযোজনবিততেন) ঘৃতোদেন আবৃতঃ (অস্তি) ; যস্মিন্ (দ্বীপে) তদ্দ্বীপাখ্যাপনঃ (তস্য দ্বীপস্য আখ্যাকরঃ নামনিরুক্তিকরঃ) অপরঃ (দ্বিতীয়ঃ) জ্বলনঃ অগ্নিঃ ইব (প্রকাশমানঃ) দেবকৃতঃ (পরমেশ্বরেণ রচিতঃ) কুশস্তম্বঃ সুশষ্পরোচিষা (সুশষ্পানি সুকোমল-শিখাঃ তেষাং রোচিষা) দিশঃ (সর্ব্বাঃ দিশঃ) বিরাজয়তি (প্রকাশয়তি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—সুরোদ-সমুদ্রের বহির্ভাগে উহার (সুরোদ-সাগরের) পরিমাণের দ্বিগুণ অর্থাৎ অষ্টলক্ষ-যোজন-বিস্তৃত কুশদ্বীপ নামে এক দ্বীপ আছে। পূর্ব্বে যে শাল্মলীদ্বীপের কথা বলিয়াছি, সেই দ্বীপ যেমন স্ব-সমান সুরোদসাগরের দ্বারা পরিবৃত, এই কুশদ্বীপও সেইরূপ স্ব-সমান ঘৃতোদ-সাগরের দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই কুশদ্বীপে একটী কুশস্তম্ব আছে ; ঐ কুশস্তম্ব—দেবতাগণের নির্ম্মিত, এবং দ্বিতীয় অগ্নিস্বরূপ, তাহার কোমল শিখার প্রভা দ্বারা সর্ব্বদিক্ উদ্ভাসিত হইতেছে। এই কুশস্তম্ব হইতেই 'কুশদ্বীপ' নাম হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—সুশষ্পাণি সুকোমলশিখাস্তেষাং রোচিষা ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুশষ্প-রোচিষা'—সুকোমল শিখার দীপ্তির দ্বারা, অর্থাৎ সুরাসমুদ্রের বহির্ভাগে কুশদ্বীপে দেবনির্ম্মিত এক বিশাল কুশগুচ্ছ আছে, উহা দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া কোমল অগ্রভাগের দ্বীপ্তির দ্বারা দশ দিক্ প্রকাশিত করিতেছে ॥ ১৩ ॥

তদ্দ্বীপপতিঃ প্রৈয়ব্রতো রাজন্ হিরণ্যরেতা নাম স্বং দ্বীপং সপ্তভ্যঃ স্বপুত্রেভ্যো যথাভাগং বিভজ্য স্বয়ং তপ আতিষ্ঠৎ,—বসুবসুদানদৃঢ়রুচিনাভিগুপ্তসত্যব্রতবিপ্রনামদেবনামভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, তদ্দ্বীপপতিঃ হিরণ্যরেতাঃ নাম প্রৈয়ব্রতঃ (প্রিয়ব্রত-তনয়ঃ) স্বং দ্বীপং

যথাভাগং বসু-বসুদানদৃঢ়রুচিনাভিগুপ্তসত্যব্রতবিপ্র-নামদেবনামভ্যঃ (তত্তন্নামকেভ্যঃ) সপ্তভ্যঃ স্ব-পুত্রেভ্য বিভজ্য (বিভাগশঃ দত্ত্বা) স্বয়ং তপঃ আতিষ্ঠৎ (তপশ্চকার)॥ ১৪॥

অনুবাদ—হে রাজন্, প্রিয়ব্রত-তনয় হিরণ্য-রেতা—এই দ্বীপের অধিপতি। তিনি এই দ্বীপকে সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়া স্বীয় সপ্ত পুত্রকে প্রাপ্যানুসারে প্রদান করেন এবং স্বয়ং তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। হিরণ্য-রেতার সাতটী পুত্রের নাম—বসু, বসুদান, দৃঢ়রুচি, নাভিগুপ্ত, সত্যব্রত, বিপ্রনাম ও দেবনাম॥ ১৪॥

তেষাং বর্ষেষু সীমাগিরয়ো নদ্যশ্চাভিজ্ঞাতাঃ সপ্ত সপ্তৈব,—বভ্রুশ্চতুঃশৃঙ্গঃ কপিলশ্চিত্রকূটো দেবানীক উর্দ্ধ্বরোমা দ্রবিণ ইতি; রসকুল্যা মধুকুল্যা মিত্রবিন্দা শ্রুতবিন্দা দেবগর্ভা ঘৃতচ্যুতা মন্ত্রমালেতি॥ ১৫॥

অন্বয়ঃ—তেষাং বর্ষেষু বভ্রুঃ, চতুঃশৃঙ্গঃ, কপিলঃ, চিত্রকূটঃ, দেবানীকঃ, উর্দ্ধ্বরোমা দ্রবিণ ইতি সপ্ত সীমা-গিরয়ঃ; রসকুল্যা, মধুকুল্যা, মিত্রবিন্দা, শ্রুত-বিন্দা, দেবগর্ভা, ঘৃতচ্যুতা, মন্ত্রমালা ইতি সপ্ত নদ্যঃ চ অভিজ্ঞাতাঃ (বিখ্যাতাঃ বর্ত্তন্তে)॥ ১৫॥

অনুবাদ—এই সপ্তবর্ষে বভ্রু, চতুঃশৃঙ্গ, কপিল, চিত্রকূট, দেবানীক, উর্দ্ধ্বরোমা ও দ্রবিণ—এই সাতটী সীমা-পর্ব্বত এবং রসকুল্যা, মধুকুল্যা, মিত্রবিন্দা, শ্রুতবিন্দা, দেবগর্ভা, ঘৃতচ্যুতা ও মন্ত্রমালা—এই সাতটী প্রসিদ্ধ নদী আছে॥ ১৫॥

যাসাং পয়োভিঃ কুশদ্বীপৌকসঃ কুশলকোবিদাভি-যুক্তকুলকসংজ্ঞা ভগবন্তং জাতবেদঃ স্বরূপিণং কর্ম্ম-কৌশলেন যজন্তে॥ ১৬॥

অন্বয়ঃ—যাসাং (নদীনাং) পয়োভিঃ (জলৈঃ বিশুদ্ধাঃ সন্তঃ) কুশদ্বীপৌকসঃ (কুশদ্বীপবাসিনঃ) কুশল-কোবিদাভিযুক্তকুলকসংজ্ঞাঃ (কুশলাদিনাম্না খ্যাতাঃ ব্রাহ্মণাদিস্থানীয়াঃ চত্বারঃ বর্ণাঃ) জাতবেদঃ-স্বরূপিণং (জাতবেদসঃ স অগ্নিরেব রূপং শরীরং তদস্যাস্তি তথা তং) ভগবন্তং কর্ম্মকৌশলেন (ভগ-বদ্ভজনানুকূলরূপ-কর্ম্মানুষ্ঠান-নৈপুণ্যেন) যজন্তে॥

অনুবাদ—কুশল, কোবিদ, অভিযুক্ত ও কুলক-সংজ্ঞক কুশদ্বীপবাসী বর্ণচতুষ্টয় ঐ সকল নদীর জলে স্নানাদি করিয়া পবিত্র হইয়া ভগবদ্ভজনানুকূল কর্ম্মনৈপুণ্যদ্বারা অগ্নিরূপী ভগবদ্রূপের উপাসনা করিয়া করিয়া থাকেন॥ ১৬॥

**পরস্য ব্রহ্মণঃ সাক্ষাজ্জাতবেদোঽসি হব্যবাট্।
দেবানাং পুরুষাঙ্গানাং যজ্ঞেন পুরুষং যজ॥ইতি॥১৭**

অন্বয়ঃ—(হে) জাতবেদঃ, (ত্বং) সাক্ষাৎ পরস্য ব্রহ্মণোঽসি (তদীয়োঽসি তচ্ছরীরভূতোঽসী-ত্যর্থঃ) হব্যবাট্ (যজ্ঞীয়-হব্যং বহতি প্রাপয়তি ইন্দ্রা-দ্যন্তর্য্যামিনং ভগবন্তং প্রতি ইতি তথাভূতোঽসি অতঃ) পুরুষাঙ্গানাং দেবানাং যজ্ঞেন পুরুষং (ভগবন্তং) যজ (অঙ্গানাং নাম্না দত্তম্ অঙ্গিনে সমর্পয় ইত্যর্থঃ) ইতি॥ ১৭॥

অনুবাদ—হে অগ্নে, তুমি—সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম শ্রীহরির অঙ্গস্বরূপ। তুমি সেই শ্রীহরির যজ্ঞীয়-হব্য বহন করিয়া থাক; অতএব প্রার্থনা করি, আমরা সেই পরমপুরুষ ভগবানের অংশস্বরূপ ইন্দ্রাদি দেবতা-দিগকে যে হব্য প্রদান করি, তুমি সেই দেবতাদিগের অন্তর্য্যামী অংশী ভগবানকেই তাহা সমর্পণ কর॥ ১৭॥

বিশ্বনাথ—হে জাতবেদস্ত্বং সাক্ষাৎ পরস্য ব্রহ্মণো হরের্হব্যবাড়সি। অতো দেবানাং যজ্ঞেন পুরুষং হরি-মেব যজ,—অঙ্গানাং নাম্না দত্তমঙ্গিনে সমর্পয়েত্যর্থঃ॥ ১৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হে জাতবেদঃ'—অগ্নে! আপনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম শ্রীহরির 'হব্যবাট্'—হব্য অর্থাৎ যজ্ঞীয় ভাগ বহনকারী। অতএব সেই পরম-পুরুষের অঙ্গস্বরূপ দেবগণের যজ্ঞ-দ্বারা (অর্থাৎ যজ্ঞীয় দ্রব্য দ্বারা) অঙ্গী পুরুষ শ্রীহরিরই আরাধনা করুন, অর্থাৎ অঙ্গ ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের নামের দ্বারা প্রদত্ত যজ্ঞীয় ভাগ, অঙ্গী শ্রীহরিকে সমর্পণ করুন—এই অর্থ॥ ১৭॥

তথা ঘৃতোদাদ্ বহিঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপো দ্বিগুণঃ সমানেন ক্ষীরোদেন পরিত উপক্লিপ্তঃ, বৃতো যথা

কুশদ্বীপো ঘৃতোদেন। যস্মিন্ ক্রৌঞ্চনামা পর্ব্বত-রাজো দ্বীপনাম-নির্ব্বর্ত্তক আস্তে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—যথা ঘৃতোদেন বৃতঃ কুশদ্বীপঃ (আস্তে) তথা (তদ্বৎ) ঘৃতোদাৎ বহিঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ দ্বিগুণঃ (ষোড়শলক্ষযোজনবিততঃ) সমানেন (স্ব-সমানেন) ক্ষীরোদেন পরিতঃ উপক্লিপ্তঃ,—যস্মিন্ দ্বীপনাম-নির্ব্বর্ত্তকঃ ক্রৌঞ্চনামা পর্ব্বতরাজঃ আস্তে ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—ঘৃতোদ-সাগরের বহির্ভাগে ক্রৌঞ্চ দ্বীপ। উহার পরিমাণ—ঘৃতোদ-সাগরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ষোড়শলক্ষযোজন। কুশদ্বীপ যেমন ঘৃতোদ-সাগর দ্বারা পরিবৃত, ক্রৌঞ্চদ্বীপও তদ্রূপ স্ব-সমান ক্ষীরোদ-সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত। ঐ দ্বীপে ক্রৌঞ্চ-নামে এক পর্ব্বতরাজ আছে; উহারই নামে এই দ্বীপের নাম 'ক্রৌঞ্চদ্বীপ' হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—উপক্লিপ্তঃ বেষ্টিতঃ, বৃত ইতি পরি-ভ্রান্বিতম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপক্লিপ্তঃ'—বলিতে বেষ্টিত এবং 'বৃতঃ' ইহা পরের সহিত অন্বিত, অর্থাৎ কুশ-দ্বীপ যেরূপ ঘৃতোদক সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত, সেইরূপ ক্রৌঞ্চদ্বীপও নিজ অপেক্ষা দ্বিগুণ-পরিমাণ ক্ষীরোদ-সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে ॥ ১৮ ॥

———

যোঽসৌ গুহপ্রহরণোন্মথিতনিতম্বকুঞ্জোঽপি ক্ষীরোদেনাভিষিচ্যমানো ভগবতা বরুণেনাভিগুপ্তো বিভয়ো বভূব ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ অসৌ (ক্রৌঞ্চ গিরিঃ) গুহপ্রহরণো-ন্মথিতনিতম্বকুঞ্জঃ অপি (গুহস্য কার্ত্তিকেয়স্য প্রহরণেন শস্ত্রেণ শক্তিরূপেণ উন্মথিতাঃ নিতম্বাঃ তটভাগাঃ কুঞ্জানি চ যস্য সঃ তথাভূতঃ কার্ত্তিকেয়স্য শরেণ ক্ষতনিতম্বকুঞ্জঃ অপি) ক্ষীরোদেন অভিষিচ্যমানঃ, ভগবতা বরুণেন অভিগুপ্তঃ (সুরক্ষিতঃ সন্) বিভয়ঃ (বিগতভয়ঃ) বভূব ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যদিও এই ক্রৌঞ্চ-পর্ব্বতের তটপ্রদেশ ও তত্রস্থ কুঞ্জসকল কার্ত্তিকেয়ের অস্ত্রদ্বারা ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল, তথাপি উক্ত পর্ব্বত স্বীয় চতুর্দ্দিকস্থ ক্ষীর-সমুদ্রের জলে অভিষিচ্যমান ও বরুণদেব কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া ভয়শূন্য হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—গুহঃ কার্ত্তিকেয়ঃ বিভয়ঃ বিগতভয়ঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গুহঃ'—বলিতে কার্ত্তিকেয়, 'বিভয়ঃ'—ভয়শূন্য ॥ ১৯ ॥

———

তস্মিন্নপি প্রৈয়ব্রতো ঘৃতপৃষ্ঠো নামাধিপতিঃ স্বে দ্বীপে বর্ষাণি সপ্ত বিভজ্য তেষু পুত্রনামসু সপ্ত ঋক্‌থাদীন্ বর্ষপান্ নিবেশ্য স্বয়ং ভগবান্ ভগবতঃ পরমকল্যাণযশস আত্মভূতস্য হরেশ্চরণার-বিন্দমুপজগাম ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—স্বয়ং ভগবান্ (জ্ঞানী, শক্তিমান্ বা) (তস্য) অধিপতিঃ ঘৃতপৃষ্ঠঃ নাম প্রৈয়ব্রতঃ (প্রিয়ব্রত-পুত্রঃ সঃ) অপি তস্মিন্ স্বে দ্বীপে সপ্তবর্ষাণি বিভজ্য পুত্রনামসু (পুত্রাণাং নামানি এব নামানি যেষাং) তেষু (বর্ষেষু) সপ্তঋক্‌থাদীন্ (সপ্তপুত্রান্) বর্ষপান্ (বর্ষ-পতীন্ প্রজাপালকান্) নিবেশ্য (সংস্থাপ্য) ভগবতঃ পরমকল্যাণযশসঃ (পরমকল্যাণং যশঃ যস্য তস্য) আত্মভূতস্য হরেঃ (বাসুদেবস্য) চরণারবিন্দম্ উপ-জগাম (শরণং গতবান্) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—এই দ্বীপের অধিপতি—প্রিয়ব্রত-তনয় ঘৃতপৃষ্ঠ; তিনি স্বয়ং জ্ঞানবান্ ছিলেন। এই ঘৃত-পৃষ্ঠও স্বীয় দ্বীপকে নিজ সপ্ত পুত্রের সপ্ত নামে সপ্ত-বর্ষে বিভাগ করিয়া প্রত্যেক পুত্রকে এক একটী বর্ষের আধিপত্যে নিযুক্ত করিলেন এবং স্বয়ং পরমকল্যাণ-গুণী, আত্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীহরির পাদপদ্মে শরণা-পন্ন হইলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবান্ উৎপত্ত্যাদিজ্ঞানবান্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভগবান্'—এখানে উৎপ-ত্ত্যাদি জ্ঞানবান্ ঘৃতপৃষ্ঠ ॥ ২০ ॥

———

আমো মধুরুহো মেঘপৃষ্ঠঃ সুধামা ভ্রাজিষ্ঠো লোহিতার্ণো বনস্পতিরিতি ঘৃতপৃষ্ঠসুতাঃ। তেষাং বর্ষগিরয়ঃ সপ্ত সপ্তৈব নদ্যশ্চাভিখ্যাতাঃ;—শুক্লো বর্দ্ধমানো ভোজন উপবর্হণো-নন্দো নন্দনঃ সর্ব্বতো-ভদ্র ইতি। অভয়া অমৃতৌঘা আর্য্যকা তীর্থবতী রূপবতী পবিত্রবতী শুক্লেতি ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মা, মধুরুহঃ, মেঘপৃষ্ঠঃ সুধামা, ভ্রাজিষ্ঠঃ লোহিতার্ণঃ, বনস্পতিঃ ইতি (সপ্ত) ঘৃতপৃষ্ঠ-সুতাঃ। তেষাং (ঘৃতপৃষ্ঠসুতানাং) শুক্রঃ, বর্ধমানঃ, ভোজনঃ, উপবর্হণঃ, নন্দঃ, নন্দনঃ, সর্ব্বতোভদ্রঃ ইতি সপ্ত সপ্তবর্ষগিরয়ঃ। অভয়া, অমৃতৌঘা, আর্য্যকা, তীর্থবতী, রূপবতী, পবিত্রবতী, শুক্লা ইতি সপ্ত এব নদ্যশ্চ অভিখ্যাতাঃ (প্রসিদ্ধাঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—আত্মা, মধুরুহ, মেঘপৃষ্ঠ, সুধামা, ভ্রাজিষ্ঠ, লোহিতার্ণ ও বনস্পতি,—ঘৃতপৃষ্ঠের এই সাতটী পুত্র। এই সাতপুত্রের নামানুযায়ী সাতটী বর্ষে শুক্র, বর্ধমান, ভোজন, উপবর্হণ, নন্দ, নন্দন ও সর্ব্বতোভদ্র—এই সাতটী সীমানির্দ্দেশক পর্ব্বত এবং অভয়া, অমৃতৌঘা, আর্য্যকা, তীর্থবতী, রূপবতী, পবিত্রবতী ও শুক্লা-নামে প্রসিদ্ধ সাতটী নদী আছে ॥ ২১ ॥

———

যাসামম্ভঃ পবিত্রমমলমুপযুঞ্জানাঃ পুরুষর্ষভ-দ্রবিণদেবকসংজ্ঞা বর্ষপুরুষা আপোময়ং দেবমপাং পূর্ণেনাঞ্জলিনা যজন্তে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—যাসাং (নদীনাং) পবিত্রম্ অমলম্ অম্ভঃ (জলম্) উপযুঞ্জানাঃ (সেবমানাঃ) বর্ষপুরুষাঃ (তত্তদ্বর্ষবাসিনঃ) পুরুষর্ষভদ্রবিণদেবকসংজ্ঞাঃ (তত্তন্নামধারিণঃ) অপাং পূর্ণেন (জলপূর্ণেন) অঞ্জলিনা (পুটাঞ্জলিনা) আপোময়ম্ (অম্ময়ং) দেবং যজন্তে (অর্চ্চয়ন্তি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—পুরুষ, ঋষভঃ, দ্রবিণ, ও দেবক-সংজ্ঞক এই বর্ষবাসী বর্ণচতুষ্টয় ঐসকল নদীর পবিত্র জল সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারা জলে অঞ্জলি পরিপূর্ণ করিয়া জলময় মূর্ত্তি ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—আপোময়ঃ অম্ময়ম্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপোময়ং'—জলময় ভগবানের অর্চ্চনা করেন ॥ ২২ ॥

———

আপঃ পুরুষবীর্য্যাঃ স্থ পুনন্তীর্ভূর্ভুবঃস্বরঃ।
তা নঃ পুনন্তমীবঘ্নীঃ স্পৃশতামাত্মনা ভুবঃ ইতি ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) আপঃ, (হে জলানি, যূয়ং) পুরুষ-বীর্য্যাঃ (ঈশ্বরাল্লব্ধসামর্থ্যাঃ স্থ ভবথ, অতএব) ভূর্ভুবঃস্বরঃ (ত্রৈলোক্যং) পুনন্তীঃ (পুনন্ত্যঃ) স্থ; (যতঃ) আত্মনা (স্বরূপেণৈব) অমীবঘ্নীঃ (পাপহন্ত্র্যঃ) তাঃ (তথাভূতাঃ যূয়ম্ অতঃ) স্পৃশতাং (স্পর্শনং কুর্ব্বতাং) নং (অস্মাকং) ভুবঃ (শরীরাণি) পুনন্ত ইতি ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে জল, তোমরা ভগবান্ হইতে সামর্থ্যলাভ করিয়াছ, সুতরাং তোমরা ভূর্লোক, ভুব-র্লোক ও স্বর্লোক—এই ত্রিভুবন পবিত্র করিয়া থাক; আর তোমরা নিজ-স্বরূপের দ্বারাই পাপ হরণ করিয়া থাক, অতএব আমরা তোমাদিগকে স্পর্শ করিতেছি, আমাদিগের শরীর পবিত্র কর ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—হে আপঃ পুরুষবীর্য্যা ঈশ্বরাল্লব্ধ-সামর্থ্যা ভবথ; অতএব ভূর্ভুবঃস্বরঃ ত্রৈলোক্যং পুনন্ত্যস্তা যূয়ং নোঽস্মাকং স্পৃশতাং স্পর্শনং কুর্ব্বতাং ভুবঃ শরীরাণি পুনীত; যত আত্মনা স্বরূপেণৈব অমীবঘ্নীঃ পাপহন্ত্র্যঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আপঃ'—হে জলসমুহ! 'পুরুষবীর্য্যাঃ'—পুরুষ অর্থাৎ পরমেশ্বরের নিকট হইতে তুমি শক্তি লাভ করিয়াছ। অতএব 'ভূঃ ভুবঃ স্বরঃ'—ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষ লোক পবিত্র করিয়া তোমার স্পর্শকারী আমাদের শরীর-সমূহ পবিত্র কর, যেহেতু তুমি স্বরূপতঃই 'অমীবঘ্নীঃ'—পাপনাশক ॥ ২৩ ॥

———

এবং পরস্তাৎ ক্ষীরোদাৎ পরিত উপবেশিতঃ শাকদ্বীপো দ্বাত্রিংশল্লক্ষযোজনায়ামঃ সমানেন দধি-মণ্ডোদেন পরিবৃতঃ;—যস্মিন্ হি শাকো নাম মহীরুহঃ স্বক্ষেত্রব্যপদেশকঃ; যস্য হ মহাসুরভি-গন্ধস্তদ্দ্বীপমনুবাসয়তি ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (যথা ক্রৌঞ্চস্তথেত্যর্থঃ) ক্ষীরোদাৎ পুরস্তাৎ পরিতঃ উপবেশিতঃ শাকদ্বীপঃ দ্বাত্রিংশল্লক্ষ-যোজনায়ামঃ (দ্বাত্রিংশল্লক্ষযোজনবিস্তীর্ণঃ) সমানেন (স্ব-সমানেন) দধিমণ্ডোদেন (দধ্নঃ মণ্ডং রসঃ সঃ এব উদকং যস্য তেন দধ্নঃ রসোদকেন) পরিবৃতঃ (পরিব্যাপ্তঃ আস্তে) ; যস্মিন্ হি শাকঃ নাম স্বক্ষেত্র-

ব্যপদেশকঃ (স্বকীয়দ্বীপস্য শাকদ্বীপস্য ব্যপদেশকঃ স্বনাম্না এব নাম কুর্ব্বন্) মহীরুহঃ (বৃক্ষঃ আস্তে) ; যস্য হ (বৃক্ষস্য) মহাসুরভিগন্ধঃ তদ্দ্বীপং (শাকদ্বীপম্) অনুবাসয়তি (সুগন্ধামোদিতং করোতি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—এই ক্ষীরোদ-সমুদ্রের বহির্ভাগে শাক-দ্বীপ ; ঐ দ্বীপের বিস্তার—দ্বাত্রিংশলক্ষ যোজন। পূর্ব্বে যে ক্রৌঞ্চ-দ্বীপের কথা বলিয়াছি, সেই দ্বীপ যেমন স্ব-সমান ক্ষীরোদ-সাগর দ্বারা পরিবৃত, এই শাকদ্বীপও তদ্রূপ স্ব-সমান দধি-সমুদ্রের দ্বারা পরি-বেষ্টিত। এই দ্বীপে শাক-নামে এক মহাবৃক্ষ আছে, উহারই নামানুসারে এই দ্বীপের নাম শাকদ্বীপ হইয়াছে। ঐ মহাবৃক্ষের সৌরভে এই শাকদ্বীপ আমোদিত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—দধ্নো মণ্ডং রস এব উদকং যস্য ॥২৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দধিমণ্ডোদেন'—দধির মণ্ড, অর্থাৎ রস, তাহাই উদক যাহার, অর্থাৎ দধিসমুদ্রের দ্বারা শাকদ্বীপ পরিবেষ্টিত রহিয়াছে ॥ ২৪ ॥

মধ্ব—অনাম্লং তু দধিক্ষীরং সান্দ্রং তথা দধি ইতি শব্দনির্ণয়ে ॥ ২৪ ॥

———

তস্যাপি প্রৈয়ব্রত এবাধিপতির্নাম্না মেধাতিথিঃ। সোঽপি বিভজ্য সপ্ত বর্ষাণি পুত্রনামানি তেষু স্বাত্মজান্ পুরোজব-মনোজব-বেপমান-ধূম্রানীক-চিত্ররেফ-বহুরূপ-বিশ্বাধারসংজ্ঞান্ নিধাপ্যাধিপতীন্ স্বয়ং ভগবত্যনন্ত আবেশিতমতিস্তপোবনং প্রবিবেশ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—তস্যাপি (শাকদ্বীপস্য) অধিপতিঃ নাম্না মেধাতিথিঃ প্রৈয়ব্রত (প্রিয়ব্রতঃ-তনয়ঃ) এব ; সঃ অপি পুত্রনামানি সপ্তবর্ষাণি বিভজ্য তেষু পুরো-জব-মনোজব-বেপমান-ধূম্রানীক- চিত্ররেফ - বহুরূপ - বিশ্বাধার-সংজ্ঞান্। স্বাত্মজান্ অধিপতীন্ নিধাপ্য (কৃত্বা) স্বয়ং ভগবতি অনন্তে আবেশিত মতিঃ (নিহিত-চিত্তঃ সন্) তপোবনং প্রবিবেশ (জগাম) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—এই দ্বীপের অধিপতি—প্রিয়ব্রত-তনয় মেধাতিথি। তিনিও ঐ দ্বীপকে স্বীয় সাত পুত্রের নামানুসারে সাতটী বর্ষে বিভক্ত করিলেন এবং পুরোজব, মনোজব, বেপমান, ধূম্রনীক, চিত্ররেফ, বহুরূপ ও বিশ্বাধার—এই সাতটী পুত্রকে এক একটী বর্ষের আধিপত্যে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং ভগবান্ অনন্তদেবে চিত্তসন্নিবেশ-পূর্ব্বক তপস্যার্থ তপোবনে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ২৫ ॥

———

এতেষাং বর্ষমর্য্যাদাগিরয়ো নদ্যশ্চ সপ্ত সপ্তৈব,—ঈশান উরুশৃঙ্গো বলভদ্রঃ শতকেশরঃ সহস্রস্রোতো দেবপালো মহানস ইতি। অনঘা আয়ুর্দ্দা উভয়-স্পৃষ্টিরপরাজিতা পঞ্চপদী সহস্রস্রুতিনিজধৃতিরিতি ॥ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—এতেষাম্ ঈশানঃ, উরুশৃঙ্গঃ, বলভদ্রঃ, শত-কেশরঃ, সহস্রস্রোতঃ, দেবপালঃ, মহানসঃ ইতি সপ্ত বর্ষমর্য্যাদা-গিরয়ঃ (পর্ব্বতাঃ) ; অনঘা, আয়ুর্দ্দা, উভয়স্পৃষ্টিঃ, অপরাজিতা, পঞ্চপদী, সহস্রস্রুতিঃ, নিজধৃতঃ ইতি সপ্ত নদ্যশ্চ (প্রসিদ্ধাঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—এই সপ্তবর্ষে ঈশান, উরুশৃঙ্গ, বলভদ্র, শতকেশর, সহস্রস্রোত, দেবপাল ও মহানস-নামক সাতটী সীমা-পর্ব্বত এবং অনঘা, আয়ুর্দ্দা, উভয়-স্পৃষ্টি, অপরাজিতা, পঞ্চপদী, সহস্রস্রুতি ও নিজধৃতি-নাম্নী সাতটী নদী আছে ॥ ২৬ ॥

———

তদ্বর্ষপুরুষা ঋতব্রত-সত্যব্রত দানব্রতানুব্রত-নামানো ভগবন্তং বায়্বাত্মকং প্রাণায়ামবিধূতরজস্তমসঃ পরমসমাধিনা যজন্তে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—ঋতব্রত-সত্যব্রত-দানব্রতানুব্রত-নামানং তদ্বর্ষপুরুষাঃ প্রাণায়ামবিধূতরজস্তমসঃ (প্রাণায়ামেন বিধূতং নিরস্তং রজঃ তমশ্চ যৈঃ তে তথাভূতাঃ সন্তঃ) পরম-সমাধিনা (চিত্তৈকাগ্র্যেণ) বায়্বাত্মকং (বায়ুরূপং) ভগবন্তং যজন্তে (অর্চ্চয়ন্তি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—উক্ত বর্ষবাসী ঋতব্রত, সত্যব্রত, দানব্রত ও অনুব্রত-নামক বর্ণচতুষ্টয় প্রাণায়ামাদি দ্বারা রজস্তমঃ বিনষ্ট করিয়া পরম-সমাধিযোগে বায়ুরূপী ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ।

———

**অন্তঃপ্রবিশ্য ভূতানি যো বিভর্ত্ত্যাত্মকেতুভিঃ।
অন্তর্য্যামীশ্বরঃ সাক্ষাৎ পাতু নো যদ্বশে স্ফুটম্ ॥ ২৮॥**

অন্বয়ঃ—যঃ আত্মকেতুভিঃ (প্রাণাদিবৃত্তিভিঃ) অন্তঃপ্রবিশ্য (প্রাণিনাম্ অন্তরে প্রবিষ্টঃ সন্) ভূতানি বিভর্ত্তি (ধারয়তি), সাক্ষাৎ অন্তর্য্যামী ঈশ্বরঃ (সঃ ভগবান্) নঃ পাতু (রক্ষতু) ; যদ্বশে স্ফুটম্ (ইদং বিশ্বং যস্যাধীনম্ ইতি) স্ফুটম্ ইতি (তি ভাবার্থঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—(তাঁহারা এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করেন—) যিনি প্রাণ, অপান প্রভৃতি বৃত্তিভেদে প্রাণিদিগের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ভূতসকলকে ধারণ করিতেছেন, যিনি—সকলের অন্তর্য্যামী সাক্ষাৎ ঈশ্বর, পরিদৃশ্যমান জগৎ—যাঁহার অধীন, তিনিই আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মকেতুভিঃ প্রাণাদিবৃত্তিভিঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মকেতুভিঃ' — প্রাণাদি বৃত্তিসমূহের দ্বারা, (অর্থাৎ যিনি ভূতগণের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণাদি নিজ বৃত্তিসমূহ দ্বারা তাহাদিগকে ধারণ করিতেছেন. সেই অন্তর্য্যামী সাক্ষাৎ ঈশ্বরস্বরূপ বায়ুদেবতা আমাদিগকে রক্ষা করুন) ॥ ২৮ ॥

———

এবমেব দধিমণ্ডোদাৎ পরতঃ পুষ্করদ্বীপস্ততো দ্বিগুণায়ামঃ সমন্তত উপক্লিপ্তঃ সমানেন স্বাদূদকেন সমুদ্রেণ বহিরাবৃতঃ। যস্মিন্ বৃহৎ পুষ্করং জ্বলন-শিখামলকনকপত্রাযুতাযুতং ভগবতঃ কমলাসনস্যাধ্যাসনং পরিকল্পিতম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—এবম্ এব দধিমণ্ডোদাৎ পরতঃ ততঃ দ্বিগুণায়ামঃ (শাকদ্বীপাৎ দ্বিগুণপরিমিতায়তঃ) পুষ্করদ্বীপঃ সমানেন (স্ব-সমানেন) স্বাদূদকেন সমুদ্রেণ বহিরাবৃতঃ সমন্ততঃ উপক্লিপ্তঃ (পরিব্যাপ্তঃ ইত্যর্থঃ) ; যস্মিন্ (পুষ্করদ্বীপে) বৃহৎ (বিপুলঃ) জ্বলনশিখামলকনকপত্রাযুতাযুতং (জ্বলনশিখাবৎ অমলানাং কনকপত্রাণাম্ অযুতানাম্ অযুতানি যস্য তৎ অগ্নিশিখাবদুজ্জ্বলসুবর্ণময়াযুতপত্রযুতং) পুষ্করং (কমলং) ভগবতঃ কমলাসনস্য (পদ্মযোনেঃ) অধ্যাসনং পরিকল্পিতম্ (আস্তে) ॥

অনুবাদ—এই প্রকার দধি-সমুদ্রের বহির্ভাগে পুষ্কর-দ্বীপ। এই দ্বীপের পরিমাণ—শাকদ্বীপের পরিমাণের দ্বিগুণ এবং ইহা চতুর্দ্দিকে স্ব-সমান স্বাদুজল সাগরদ্বারা পরিবেষ্টিত। এই দ্বীপে একটী বৃহৎ পুষ্কর অর্থাৎ পদ্ম আছে ; তাহাতে অগ্নিশিখার ন্যায় অযুতাযুত (অসংখ্য) নির্ম্মল কনকময় কমল-পত্র দীপ্তি পাইয়া থাকে। সেই কমলপত্রে জ্ঞানবান্ পদ্মযোনির উপবেশন-স্থান কল্পিত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—জ্বলনস্য তেজসঃ শিখাভিরমলানি যানি কনকবর্ণানি পত্রাণি তেষাং অযুতাযুতং যস্য ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জ্বলনশিখামল-কনকপত্রা-যুতাযুতং'—জ্বলন অর্থাৎ তেজের শিখার দ্বারা নির্ম্মল যে সকল সুবর্ণবর্ণ পত্রসমূহ, তাহাদের অযুত অযুত যাহার, (অর্থাৎ পুষ্করদ্বীপে যে একটি অতিবৃহৎ পদ্ম-পুষ্প আছে, উহার অযুত অযুত পত্র সুবর্ণময় এবং অগ্নিশিখার ন্যায় নির্ম্মল। ঐ পদ্মটি ভগবান্ ব্রহ্মার উপবেশন স্থানরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে।) ॥ ২৯ ॥

———

তদ্দ্বীপমধ্যে মানসোত্তরনামৈক এবার্ব্বাচীনপরাচীন-বর্ষয়োর্মর্য্যাদাচলোঽযুত-যোজনোচ্ছ্রায়ায়ামঃ। যত্র তু চতসৃষু দিক্ষু চত্বারি পুরাণি লোকপালানামিন্দ্রাদী-নাম্। যদুপরিষ্টাৎ সূর্য্যরথস্য মেরুং পরিক্রামতঃ সংবৎসরাত্মকং চক্রং দেবানামহোরাত্রাভ্যাং পরিভ্রমতি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—তদ্দ্বীপমধ্যে (তৎ তস্য পুষ্করদ্বীপমধ্যে) অযুতযোজনোচ্ছ্রায়ায়ামঃ (অযুতযোজনবিততঃ) মানসোত্তরনামা একঃ এব অর্ব্বাচীন-পরাচীনবর্ষয়োঃ মর্য্যাদাচলঃ (সীমাপর্ব্বতঃ আস্তে) ; যত্র তু (পর্ব্বতে) চতসৃষু দিক্ষু লোকপালানাম্ ইন্দ্রাদীনাং চত্বারি পুরাণি (বর্ত্তন্তে), যদুপরিষ্টাৎ (যস্য মানসোত্তর-গিরেঃ উপরি) মেরুং পরিক্রামতঃ (ভ্রমতঃ) সূর্য্যরথস্য সম্বৎসরাত্মকং (যৎ) চক্রং (তৎ) দেবানাম্ অহোরাত্রাভ্যাম্ (উত্তরদক্ষিণায়নাভ্যাং লৌকিক-চক্রবৎ) পরিভ্রমতি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—ঐ দ্বীপে পূর্ব্ব ও পশ্চিমবর্ষদ্বয়ের সীমাপর্ব্বত-স্বরূপ মানসোত্তর নামে এক পর্ব্বত আছে। তাহার বিস্তার ও উচ্চতা—অযুত-যোজন। এই পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রাদি লোকপালদিগের চারিটী পুরী আছে। মেরুর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণশীল সূর্য্যরথের সংবৎরাত্মক চক্র উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন-

রূপ কালের ভোগ করিয়া দেবতাগণের ঐ পুরী-চতুষ্টয়ের ঊর্ধ্বভাগে লৌকিক চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—তদ্দ্বীপমধ্য ইতি মানসোত্তরস্য মণ্ডলাকারত্বাৎ তৎপার্শ্বদ্বয়বর্ত্তিনী দ্বে বর্ষে অপি মণ্ডলাকারে এব জ্ঞেয়ে ইত্যাহ—অর্ব্বাচীনেতি। দেবানামহোরাত্রাভ্যাম্ উত্তর-দক্ষিণায়নাভ্যামিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদ্দ্বীপমধ্যে'—ঐ পুষ্কর দ্বীপের মধ্যভাগে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই বর্ষের সীমা-রক্ষক অযুত যোজন উন্নত ও বিস্তৃত মানসোত্তর নামক এক পর্ব্বত আছে। ঐ মানসোত্তর পর্ব্বত মণ্ডলাকার বলিয়া তৎপার্শ্বদ্বয়বর্ত্তী বর্ষদ্বয়ও মণ্ডলাকারই বুঝিতে হইবে, ইহা বলিতেছেন—'অর্ব্বাচীন' ইত্যাদি। 'দেবানাম্ অহোরাত্রাভ্যাম্'—দেবতাগণের অহোরাত্র বলিতে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের দ্বারা (সূর্য্যদেবের রথের সংবৎসররূপ চক্রটি, মেরুপর্ব্বত পরিক্রমার সময়, মানসোত্তর পর্ব্বত ও উহার চারিদিকে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের পুরী একবার পরিভ্রমণ করিতেছে।) ॥ ৩০ ॥

———

তদ্দ্বীপস্যাধিপতিঃ প্রৈয়ব্রতো বীতিহোত্রো নাম তস্যাত্মজৌ রমণকধাতকনামানৌ বর্ষপতী নিযুজ্য স্বয়ং পূর্ব্বজবদ্ভগবৎকর্ম্মশীল এবাস্তে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—তদ্দ্বীপস্য (তস্য পুষ্করদ্বীপস্য) অধিপতিঃ প্রৈয়ব্রতঃ (প্রিয়ব্রত-তনয়ঃ) বীতিহোত্রঃ নাম; তস্য (বীতিহোত্রস্য) রমণকধাতকনামানৌ আত্মজৌ বর্ষবতী (তদ্বর্ষাধিপতী) নিযুজ্য (কৃত্বা) স্বয়ং পূর্ব্বজবৎ (মেধাতিথিবৎ) ভগবৎকর্ম্মশীলঃ (ভগবদারাধনপরঃ সন্) এব আস্তে ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—প্রিয়ব্রত-পুত্র বীতিহোত্র—এই দ্বীপের অধিপতি। বীতিহোত্র রমণক ও ধাতক-নামে পুত্রদ্বয়কে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বর্ষদ্বয়ের আধিপত্যে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং জ্যেষ্ঠভ্রাতা মেধাতিথির ন্যায় ভগবদুপাসনায় রত হইয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥

———

তদ্বর্ষপুরুষা ভগবন্তং ব্রহ্মরূপিণং সকর্ম্মকেণ কর্ম্মণারাধয়ন্তি; ইদঞ্চোদাহরন্তি ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—তদ্বর্ষপুরুষাঃ (তত্তদ্বর্ষবাসিনঃ জনাঃ) ভগবন্তং ব্রহ্মরূপিণং (কমলাসনমূর্ত্তিং) সকর্ম্মকেণ (সকামেন ইত্যর্থঃ) কর্ম্মণা (বন্দনস্তবনাদিব্যাপারেণ) আরাধয়ন্তি (অর্চ্চয়ন্তি); ইদঞ্চ উদাহরন্তি ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—এই বর্ষবাসি-পুরুষগণ স্বয়ম্ভু-মূর্ত্তি ভগবানকে সকামভাবে বন্দনাদি দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—সকর্ম্মকেণ যতঃ কর্ম্মণঃ কর্ম্মাণ্যেবোদ্ভবন্তি, ন তু কর্ম্মক্ষয়ঃ, তেন সকামেনেত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সকর্ম্মকেণ'—যেহেতু কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মই উদ্ভূত হয়, কিন্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, অতএব সকাম কর্ম্মের দ্বারা (রমণক ও ধাতক নামক বর্ষদ্বয়ের অধিবাসিগণ ব্রহ্মার সহিত এক লোকে অবস্থানের উপযোগী কর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্মার রূপধারী ভগবান্‌কে আরাধনা করেন।) ॥ ৩২ ॥

———

যৎ তৎ কর্ম্মময়ং লিঙ্গং ব্রহ্মলিঙ্গং জনোঽর্চ্চয়েৎ ॥ ভেদেনৈকান্তমদ্বৈতং তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ইতি ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—জনঃ যৎ কর্ম্মময়ং ('স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চতামেতি' ইত্যুক্তেঃ কর্ম্মপ্রাপ্যং) লিঙ্গং (মূর্ত্তিং) ব্রহ্মলিঙ্গং (ব্রহ্ম লিঙ্গ্যতে জ্ঞায়তে যস্মাৎ) তৎ ভেদেন (সেব্যসেবক-ভাবভেদেন) অর্চ্চয়েৎ; ঐকান্তম্, (একস্মিন্ পরমেশ্বরে অন্তঃ নিষ্ঠা যস্য তৎ অতএব বস্তুতঃ) অদ্বৈতং, তস্মৈ ভগবতে নমঃ ইতি ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—"স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চতামেতি" অর্থাৎ "নিজ-নিজ-বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ পুরুষ শতজন্মে বিরিঞ্চতা প্রাপ্ত হন"—এই ভাগবতীয় বাক্যানুসারে যিনি (ব্রহ্ম)—কর্ম্মফলের মূর্ত্তিস্বরূপ, যাঁহা হইতে ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ প্রকাশিত হন, পরমেশ্বরে একান্ত নিষ্ঠাযুক্ত বলিয়া যিনি তাঁহা হইতে অভিন্ন, সুতরাং সেব্যসেবকভাবের সহিত তাঁহারই সেবা করা কর্ত্তব্য; অতএব আমরা সেই ব্রহ্মমূর্ত্তি ভগবানকে নমস্কার করি ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ম্মময়ং "স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ

পুমান্ বিরিঞ্চতামেতি" ইত্যুক্তেঃ কর্ম্মপ্রাপ্যং লিঙ্গং মূর্ত্তিং ব্রহ্ম লিঙ্গ্যতে জ্ঞায়তে যেন তৎ। 'ভেদেন' সেব্যসেবকভাবেন অর্চ্চয়েৎ। একস্মিন্নেব পরমেশ্বরে অন্তো ভক্তিনিষ্ঠা যস্য তৎ। অতএবাদ্বৈতং 'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ' ইতি ন্যায়েন পরমেশ্বরাদভিন্নম্ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কর্ম্মময়ং'—কর্ম্মময় বলিতে কর্ম্মফলরূপ, 'স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ' (৪।২৪।২৯), ইত্যাদি—অর্থাৎ স্ববর্ণাশ্রম ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষ শতজন্মে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়—এই ভাগবতীয় বাক্যানুসারে কর্ম্মফলের মূর্ত্তিস্বরূপ ব্রহ্মা, 'ব্রহ্মলিঙ্গং'—যাহা হইতে ব্রহ্ম (বেদ) জানা যায়, তিনি। 'ভেদেন'—জনগণ সেব্য-সেবক-ভাবে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। 'একান্তং'—একমাত্র পরমেশ্বরে 'অন্ত' বলিতে ভক্তিনিষ্ঠা যাঁহার, তিনি সেইরূপ। অতএব অদ্বৈত, অর্থাৎ 'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ'—যাঁহার যে স্বরূপে শ্রদ্ধা, তিনি তদ্রূপ, এই ন্যায়ানুসারে পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন। (অর্থাৎ লোকসকল ব্রহ্মার প্রকাশক ও কর্ম্মফলরূপ যে সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্বকে ভেদ-ভাবে অর্চ্চনা করে, পরন্তু যাহা পরমেশ্বরেরই পরিসমাপ্ত বলিয়া বস্তুতঃ অদ্বৈতস্বরূপ, আমরা সেই ভগবান্‌কে প্রণাম করি।) ॥ ৩৩ ॥

———

ততঃ পরস্তাল্লোকালোকনামাচলো লোকালোকয়োরন্তরালে পরিত উপক্লিপ্তঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ পরস্তাৎ (ততঃ শুদ্ধোদাৎ পরস্তাৎ) লোকালোকয়োঃ অন্তরালে (লোকঃ সূর্য্যাদ্যালোকবান্ দেশঃ, অলোকঃ তদ্রহিতঃ তয়োঃ অন্তরালে মধ্যে তয়োর্বিভাগার্থং) লোকালোকনামা অচলঃ পরিতঃ উপক্লিপ্তঃ (আস্তে) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—তাহার পর শুদ্ধজল-সাগরের বহির্ভাগে সূর্য্যাদির আলোকবিশিষ্ট ও আলোকবিহীন দেশ। এই দুই দেশের বিভাগার্থ ঐ দুইয়ের মধ্যদেশে লোকালোকপর্ব্বত রচিত হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—ততঃ শুদ্ধোদাৎ লোকঃ সূর্য্যাদ্যালোকবান্ দেশঃ অলোকস্তদ্রহিতঃ তয়োরন্তরালে মধ্যে তয়োর্বিভাগার্থমিত্যর্থঃ। পরিতোঽষ্টদিক্ষু মণ্ডলাকারতয়েত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ততঃ'—সেই শুদ্ধোদক সমুদ্রের পর সূর্য্য প্রভৃতির আলোকবিশিষ্ট ও আলোকহীন দুইটি দেশ যথাক্রমে লোক ও অলোক নামে প্রসিদ্ধ। 'অন্তরালে'—মধ্যে, অর্থাৎ ঐ দুই দেশের সীমারক্ষার জন্য মধ্যে, 'পরিতঃ'—সর্ব্বদিকে (অষ্ট দিকে) মণ্ডলাকারে যে পর্ব্বতটি স্থাপিত রহিয়াছে, উহার নাম লোকালোক ॥ ৩৪ ॥

———

যাবন্মানসোত্তরমের্ব্বোরন্তরং তাবতী ভূমিঃ কাঞ্চন্যাদর্শতলোপমা, যস্যাং প্রহিতঃ পদার্থোন কথঞ্চিৎ পুনঃ প্রত্যুপলভ্যতে; তস্মাৎ সর্ব্বসত্ত্বপরিহৃতাসীৎ ॥ ৩৫॥

অন্বয়ঃ—মানসোত্তরমের্ব্বোঃ অন্তরং যাবৎ (মেরোঃ মধ্যাৎ আরভ্য মানসোত্তরপর্য্যন্তং সার্দ্ধসপ্তলক্ষোত্তরসার্দ্ধকোটি-যোজনপরিমিতা যাবতী ভূমিঃ আস্তে), তাবতী ভূমিঃ (শুদ্ধোদাৎ পরতঃ অপি ইত্যর্থঃ; তত্র প্রাণিনঃ অপি সন্তি; ততঃ পরং) কাঞ্চনী (স্বর্ণময়ী) আদর্শতলোপমা (দর্পণোদরতুল্যা নির্জ্জনা ভূমিঃ লোকালোকশুদ্ধোদধ্যোঃ অন্তরালে বর্ত্ততে); যস্যাং (লোকালোকান্তরালবর্ত্তিন্যাং সার্দ্ধসপ্তলক্ষোত্তরসার্দ্ধকোটিযোজনাত্মিকায়াম্ আদর্শতলোপমায়াং) প্রহিতঃ (অবগলিতঃ) পদার্থঃ ন কথঞ্চিৎ পুনঃ প্রত্যুপলভ্যতে; (যস্মাদেবং) তস্মাৎ সর্ব্বসত্ত্বপরিহৃতা (সর্ব্বপ্রাণিবর্জ্জিতা) আসীৎ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—সুমেরু পর্ব্বতের মধ্যদেশ হইতে মানসোত্তর-পর্ব্বত পর্য্যন্ত যে পরিমিত ভূমি, শুদ্ধজল-সাগরের বহির্ভাগেও সেই পরিমিত ভূমি আছে। তথায় বহুপ্রাণীও অবস্থান করিতেছে। তাহার পর লোকালোক-পর্ব্বত ও শুদ্ধদধি-সমুদ্রের অন্তরালে এক কাঞ্চনময়ী ভূমি আছে। ঐ ভূমি—দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ; তাহাতে কোন দ্রব্য রাখিলে পুনশ্চ কোনরূপ প্রত্যুপলব্ধি হয় না, তজ্জন্য ঐ ভূমি—সর্ব্বপ্রাণিগণ-কর্ত্তৃক বর্জ্জিত ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—ততঃ পরস্তাদিত্যুক্তম; তদেব কিয়দন্তরমিত্যপেক্ষায়ামাহ—যাবন্মানসোত্তর-মের্ব্বোরন্তরং মানসোত্তরমধ্যান্মেরুমধ্যপর্য্যন্তং স্থলমিত্যর্থঃ। সার্দ্ধসপ্ত-পঞ্চাশল্লক্ষোত্তরকোটিযোজনপরিমিতং, তাবতী ভূমিঃ শুদ্ধোদাৎ কাঞ্চনী, ততঃ পরত্র লোকালোকো

বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। সর্ব্বৈঃ সত্ত্বৈঃ প্রাণিমাত্রৈরেব পরিহ্নাতা ত্যক্তা ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ততঃ পরস্তাৎ' (৩৪ অনুচ্ছেদে)—সেই শুদ্ধোদক সমুদ্রের পর, ইহা বলা হইয়াছে, তাহা কতদূর ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন —'যাবৎ মানসোত্তর-মের্ব্বোঃ অন্তরং'—অর্থাৎ মানসোত্তর ও সুমেরু এই দুইটি পর্ব্বতের মধ্যভাগে এক কোটি সাড়ে সাতান্ন লক্ষ যোজন পরিমাণ ভূমি (এ স্থলে বিভিন্ন প্রাণীর বাস রহিয়াছে)। শুদ্ধোদক সমুদ্রের পর কাঞ্চনীভূমি অবস্থিত, তাহার পর লোকালোক পর্ব্বত বর্ত্তমান—এই অর্থ। কাঞ্চনী ভূমি বলিতে দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ স্বর্ণময় ভূমিভাগ, তন্মধ্যে কোন দ্রব্য নিক্ষিপ্ত হইলে উহা আর দৃষ্টিগোচর হয় না, অতএব 'সর্ব্বসত্ত্ব-পরিহ্নাতা'—উহা সকল প্রাণিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা, অর্থাৎ ঐ স্থানে কোনরূপ প্রাণীরই বসতি নাই ॥ ৩৫ ॥

———

লোকালোক ইতি সমাখ্যা যদনেনাচলেন লোকোঽলোকস্যান্তর্ব্বর্ত্তিনাবস্থাপ্যতে ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যস্মাৎ) অনেন লোকালোকস্য লোকালোকপ্রদেশস্য) অন্তর্ব্বর্ত্তিনা (মধ্যবর্ত্তিনা) অচলেন (তৎ) অবস্থাপ্যতে ; (অয়ং লোকময়ঃ দেশঃ, অয়ম্ অলোকময়ঃ দেশঃ ইতি ব্যবহারঃ সম্পদ্যতে, তস্মাৎ অস্য) লোকালোকঃ ইতি সমাখ্যা (ব্যপদেশসংজ্ঞা ইত্যর্থঃ (॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—এই লোক ও অলোকময় দেশদ্বয়ের মধ্যস্থলে একটি পর্ব্বত আছে, তদ্দ্বারা ঐ দেশদ্বয় পৃথগ্‌রূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া তাহার নাম 'লোকালোক' হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—সমাখ্যা নিরুক্তিঃ ; অনেন অন্তর্বর্ত্তিনা মধ্যবর্ত্তিনা সতা লোকালোকময়ো দেশঃ অলোক আলোকাভাবময়ো দেশঃ ব্যবস্থাপ্যতে তুল্যপ্রমাণত্বেন জ্ঞাপ্যতে ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সমাখ্যা'—বলিতে নিরুক্তি, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত লোকালোক পর্ব্বতটি লোক (আলোকবিশিষ্ট) এবং অলোক (আলোক-রহিত)—এই উভয় দেশের মধ্যভাগের তুল্যপরিমাণে থাকিয়া উভয়দেশের সমতা-জ্ঞাপন করে বলিয়াই 'লোকালোক' নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৩৬ ॥

———

স লোকত্রয়ান্তে পরিত ঈশ্বরেণ বিহিতঃ ; যস্মাৎ সূর্য্যাদীনাং ধ্রুবাপবর্গাণাং জ্যোতির্গণানাং গভস্তয়োঽর্ব্বাচীনাস্ত্রীন্ লোকানাবিতন্বানা ন কদাচিৎ পরাচীনা ভবিতুমুৎসহন্তে তাবদুন্নহনায়ামঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (লোকালোকাচলঃ) লোকত্রয়ান্ত (লোকত্রয়স্য ভূর্ভুবঃ স্বঃ ইত্যস্য অন্তে) পরিতঃ (মর্য্যাদা-রূপঃ অষ্টসু দিক্ষু মণ্ডলাকারতয়া ত্রিলোকীব্যবহারমর্য্যাদারূপঃ) ঈশ্বরেণ বিহিতঃ (রচিতঃ) ; যস্মাৎ (প্রতিবন্ধকাৎ প্রতিবন্ধকভূতাৎ পর্ব্বতাৎ) সূর্য্যাদীনাং (সূর্য্যঃ আদিঃ যেষাং তেষাং ধ্রুবাপবর্গাণাং (ধ্রুবঃ অপবর্গঃ অন্তঃ যেষাং তেষাং তাদৃশানাং) জ্যোতির্গণানাং গভস্তয়ঃ (কিরণাঃ) অর্ব্বাচীনান্ (তন্মণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তমানান্) ত্রীন্ লোকান্ অবিতন্বানাঃ (সমন্তাৎ বিস্তারয়ন্তঃ) কদাচিৎ (অপি) ন পরাঃচীনাঃ ভবিতুম্ উৎসহন্তে (তৎপরতঃ গন্তুং ন শক্নুবন্তি।) তাবৎ উন্নহনায়ামঃ (উন্নহনম্ উৎসেধ্য তদনুরূপঃ আয়ামঃ বিস্তারঃ যস্য সঃ, ধ্রুবাদপ্যুচ্ছ্রিতত্বাৎ ত্রিলোকীমর্য্যাদাভূতঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—পরমেশ্বর এই লোকালোক-পর্ব্বতকে ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক,—এই ত্রিলোকের সীমা-পর্ব্বতরূপে সংস্থাপিত করিয়াছেন। সূর্য্যাদিলোক হইতে ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলের কিরণ চতুর্দ্দিকে মণ্ডলান্তর্বর্ত্তী ত্রিলোক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এই পর্ব্বত প্রতিবন্ধক হওয়ায় ঐ কিরণ কদাপি তাহার বহির্ভাগে গমন করিতে পারে না। এই পর্ব্বত—অতিশয় উচ্চ ও অধিকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উহা ধ্রুবলোক হইতে অধিক উচ্চ হওয়ায় ত্রিভুবনের সীমা-পর্ব্বত-স্বরূপ হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—লোকত্রয়ং ভূর্ভুবঃস্বস্তদন্তে পরিতোঽষ্টদিক্ষু ; তর্হি তস্য কিয়ানুচ্ছ্রায়ো বিস্তারশ্চেত্যপেক্ষায়ামাহ—যস্মাৎ প্রতিবন্ধকাদ্ধেতোঃ সূর্য্যাদীনাং ধ্রুবান্তানাং গভস্তয়ঃ কিরণাস্ত্রীন্ লোকান্ ব্যাপ্য আবিতন্বানাঃ সমন্তাৎ প্রকাশং বিস্তারয়ন্তঃ পরতো

গন্তুং ন শক্নুবন্তি। তাবন্তৌ উন্নহনায়ামৌ উচ্ছ্রায়-বিস্তারৌ যস্য সঃ। ধ্রুবাদপ্যুচ্ছ্রিতত্বাৎ ত্রিলোকী-মর্য্যাদাভূত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'লোকত্রয়ান্তে'—লোকত্রয় বলিতে 'ভূর্ভুবঃস্বঃ'—ভূলোক, ভুবলোক ও স্বর্গলোক, এই ত্রিলোকের প্রান্তভাগে সেই লোকালোক পর্ব্বত-টিকে পরমেশ্বর স্থাপিত করিয়াছেন। 'পরিতঃ'—চারিদিকে (অষ্ট দিকে), তাহা হইলে ঐ পর্ব্বতের উচ্চতা ও বিস্তার কতদূর ? ইহার অপেক্ষায় বলিতে-ছেন—'যস্মাৎ' ইত্যাদি, এই পর্ব্বতটির উচ্চতা ও বিস্তৃতি এরূপ অধিক যে—সূর্য্যাদি লোক হইতে ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত জ্যোতিষ্কগণের কিরণরাশি ত্রিলো-কের মধ্যভাগে সর্ব্বত্র আলোক বিস্তার করিলেও, এই পর্ব্বত দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় (ঐ কিরণ) ত্রিলোকের বাহিরে যাইতে সমর্থ হয় না ; তাদৃশ উচ্চতা ও বিস্তৃতি যাহার। উহা ধ্রুবলোক হইতে অধিক উচ্চ হওয়ায় ত্রিলোকের সীমা-পর্ব্বত স্বরূপ হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

———

এতাবান্ লোকবিন্যাসো মানলক্ষণসংস্থাভির্বি-চিন্তিতঃ কবিভিঃ। স তু পঞ্চাশৎকোটিগুণিতস্য ভূগোলকস্য তুরীয়ভাগোঽয়ং লোকালোকাচলঃ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—লোকবিন্যাসঃ (লোক বিস্তারঃ) মানলক্ষণ সংস্থাভিঃ (মানাদিভিঃ সহিতঃ) কবিভিঃ (বিবেকিভিঃ ব্যাসাদিভিঃ চ) বিচিন্তিতঃ (বিচারেণ নিশ্চিতঃ) এতাবান্ (তব) ; স তু অয়ং লোকালোকা-চলঃ (লোকালোক-পর্ব্বতঃ মেরুম্ আরভ্য একতঃ যাবৎ তাবৎ সাকল্যেন) পঞ্চাশৎকোটিগুণিতস্য (পঞ্চাশৎকোটিযোজনগুণিতস্য) ভূগোলকস্য তুরীয় ভাগঃ (চতুর্থঃ অংশঃ সার্দ্ধদ্বাদশকোটিযোজনঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—এইপ্রকারে পণ্ডিতগণ পরিমাণ, লক্ষণ ও আকার দ্বারা এইসকল লোকরচনা বিচার-পূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন। সেই লোকালোক-পর্ব্বত—পরি-মাণে পঞ্চাশৎকোটি-যোজন-পরিমিত ভূগোলকের চতুর্থাংশ অর্থাৎ সার্দ্ধ-দ্বাদশকোটিযোজন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—স তু লোকালোকস্তু ভূগোলকস্য ভূ-সম্বন্ধাণ্ডগোলকস্যেত্যর্থঃ। সূর্য্যস্যেব ভুবোঽপ্যণ্ড-গোলকয়োর্মধ্যবর্ত্তিত্বাৎ খগোলমিব ভূগোলমপি পঞ্চাশৎকোটিযোজনপ্রমাণং তস্য তুরীয়ভাগঃ সার্দ্ধ-দ্বাদশকোটিযোজনবিস্তারোচ্ছ্রায় ইত্যর্থঃ, ভূস্তু চতুস্ত্রিংশল্লক্ষোনপঞ্চাশৎকোটিপ্রমাণা জ্ঞেয়া। যথা মেরুমধ্যান্মানসোত্তরমধ্যপর্য্যন্তং সার্দ্ধ-সপ্তপঞ্চাশল্ল-ক্ষোত্তরকোটি-যোজনপ্রমাণম্। মানসোত্তরমধ্যাৎ স্বাদূদকসমুদ্রপর্য্যন্তং ষণ্নবতিলক্ষযোজনপ্রমাণং, ততঃ কাঞ্চনীভূমিঃ সার্দ্ধসপ্তপঞ্চাশল্লক্ষোত্তরকোটিযোজন-প্রমাণা এবমেকতো মেরুলোকালোকয়োরন্তরালমেকা-দশলক্ষাধিক-চতুষ্কোটিপরিমিতমন্যতোঽপি তথেত্যতো লোকালোকাল্লোকপর্য্যন্তং স্থানং দ্বাবিংশতিলক্ষোত্ত-রাষ্টকোটিপরিমিতং লোকালোকাদ্বহিরপ্যেকতঃ এতা-বদেব অন্যতোঽপ্যেতাবদেব, যদ্বক্ষ্যতে,—'যোঽন্ত-বিস্তার এতেন হ্যলোকপরিমাণঞ্চ ব্যাখ্যাতং যদ্বহির্লোকা-লোকচলাদিতি' একতো লোকালোকঃ সার্দ্ধদ্বাদশকোটি-যোজনপরিমাণঃ অন্যতোঽপি স তথেত্যেবং চতুস্ত্রিং-শল্লক্ষোনপঞ্চাশৎকোটিপ্রমাণা ভূঃ সাব্ধিদ্বীপপর্ব্বতা জ্ঞেয়া। অতএবাণ্ডগোলকাৎ সর্ব্বতো দিক্ষু সপ্তদশ-লক্ষযোজনাবকাশে বর্ত্তমানে সতি পৃথিব্যাঃ শেষনাগেন ধারণং দিগ্‌গজৈশ্চ নিশ্চলীকরণং সার্থকং ভবেদন্যথা তু ব্যাখ্যান্তরে পঞ্চাশৎকোটিপ্রমাণত্বাদণ্ডগোলকলগ্নত্বে তত্তৎসর্ব্বমকিঞ্চিৎকরং স্যাৎ চাক্ষুষে মন্বন্তরে চাক-স্মাৎ মজ্জনং শ্রীবরাহদেবেনোত্থাপনঞ্চ দুর্ঘটং স্যাদিত্যাদিকং বিবেচনীয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স তু'—সেই লোকালোক পর্ব্বতটি কিন্তু 'ভূগোলকস্য'—ভূগোলকের অর্থাৎ ভূ-সম্বন্ধীয় ব্রহ্মাণ্ডগোলকের, এই অর্থ। সূর্য্যের ন্যায় পৃথিবীরও ব্রহ্মাণ্ডগোলকের মধ্যবর্ত্তিত্বহেতু আকাশ-গোলকের ন্যায় ভূগোলকেরও পঞ্চাশ কোটি যোজন পরিমাণ, তাহার 'তুরীয়ভাগঃ'—এক চতু-র্থাংশ, অর্থাৎ এই লোকালোক পর্ব্বতটি পরিমাণে সার্দ্ধ দ্বাদশ কোটি যোজন উন্নত ও বিস্তৃত, এই অর্থ। পৃথিবী কিন্তু উনপঞ্চাশ কোটি চতুস্ত্রিংশ (৩৪) লক্ষ যোজন পরিমিতা জানিতে হইবে। যেরূপ মেরুমধ্য হইতে মানসোত্তরমধ্য পর্য্যন্ত পরিমাণ এক কোটি সার্দ্ধ সপ্তপঞ্চাশ (৫৭) লক্ষ যোজন। মানসোত্তরের মধ্য হইতে শুদ্ধোদক সমুদ্র পর্য্যন্ত ষণ্নবতি (৯৬)

লক্ষ যোজন পরিমাণ, তারপর কাঞ্চনীভূমি এককোটি সাড়ে সাতান্ন (৫৭) লক্ষ যোজন পরিমাণ। এই প্রকার একদিকে মেরু ও লোকালোকের মধ্যবর্ত্তী স্থানের পরিমাণ চারিকোটি এগার লক্ষ যোজন, অপর দিকেও তদ্রূপ। অতএব লোকালোক পর্ব্বত হইতে লোক নামক স্থান পর্য্যন্ত আট কোটি বাইশ লক্ষ যোজন পরিমাণ। লোকালোক পর্ব্বতের বহির্ভাগেও একদিকে এইরূপই, অপর দিকেও তদ্রূপই। যেমন বলিবেন—'যোঽন্ত-বিস্তারঃ' ইত্যাদি (৪২ অনুচ্ছেদে), অর্থাৎ লোকালোক পর্ব্বতের অন্তর্ভাগের যে পরিমাণ বিস্তৃতি বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা উক্ত পর্ব্বতের বাহিরে অবস্থিত অলোকেরও পরিমাণ বলা হইল, অর্থাৎ একদিকে লোকালোক পর্ব্বত সাড়ে বার কোটি যোজন পরিমাণ, অপর দিকেও তদ্রূপই। এই প্রকারে সমুদ্র, দ্বীপ ও পর্ব্বতের সহিত পৃথিবীর পরিমাণ ঊনপঞ্চাশ কোটি চতুস্ত্রিংশ (৩৪) লক্ষ যোজন বুঝিতে হইবে। অতএব ব্রহ্মাণ্ড গোলক হইতে চারিদিকে সতের (১৭) লক্ষ যোজন অবকাশ থাকিলে, শেষনাগ কর্ত্তৃক পৃথিবীর ধারণ এবং দিগ্‌গজগণের দ্বারা স্থিরীকরণ সার্থক হয়; অন্যথা অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করা হইলে, অর্থাৎ পঞ্চাশ কোটি পরিমাণ-হেতু ব্রহ্মাণ্ডগোলক যুক্ত হইলে, পূর্ব্বোক্ত সমস্তই অকিঞ্চিৎকরই হইয়া পড়ে, এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরে অকস্মাৎ পৃথিবীর রসাতলে মজ্জন ও শ্রীবরাহদেবের উত্থাপনও দুর্ঘট হইয়া উঠে—ইত্যাদি বিবেচনা করিতে হইবে ॥ ৩৮ ॥

———

তদুপরিষ্টাচ্চতসৃষ্বাশাস্বাত্মযোনিনাখিলজগদ্‌গুরুণা বিনিবেশিতা যে দ্বিরদপতয় ঋষভঃ পুষ্করচূড়ো বামনোঽপরাজিত ইতি সকললোকস্থিতিহেতবঃ ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ—তদুপরিষ্টাৎ (তস্য লোকালোক-পর্ব্বতস্য উপরিষ্টাৎ) চতসৃষু আশাসু (দিক্ষু) অখিলজগদ্‌গুরুণা (অখিলস্য জগতঃ গুরুণা) আত্মযোনিনা (ব্রহ্মণা) সকললোকস্থিতিহেতবঃ (সকললোকস্য স্থিতিহেতুভূতাঃ) ঋষভঃ পুষ্করচূড়ঃ বামনঃ (বামদেবঃ) অপরাজিতঃ ইতি (চত্বারঃ) দ্বিরদপতয়ঃ (হস্তিশ্রেষ্ঠাঃ) যে বিনিবেশিতাঃ (অধিনিবেশিতাঃ স্থাপিতাঃ আসতে) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—এই লোকালোক-পর্ব্বতের উপরিভাগে চতুর্দ্দিকে জগদ্‌গুরু ব্রহ্মাকর্ত্তৃক স্থাপিত চারিটী গজপতি রহিয়াছে। ঐ গজপতি-চতুষ্টয়ের নাম—ঋষভ, পুষ্করচূড়, বামন ও অপরাজিত; ইহারাই সকল-লোকস্থিতির মূল ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—যেঽধিনিবেশিতাস্তে আসতে ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যে অধিনিবেশিতাঃ'—যাহারা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে, তাহারা অবস্থান করিতেছে (অর্থাৎ লোকালোক পর্ব্বতের উপরিভাগে ব্রহ্মা—ঋষভ, পুষ্করচূড়, বামন ও অপরাজিত নামক যে চারিটি দিগ্‌গজকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহারা সকল লোকের স্থিতির কারণরূপে অবস্থান করিতেছে।) ॥ ৩৯ ॥

———

তেষাং স্ববিভূতীনাং মহেন্দ্রাদীনাং লোকপালানাঞ্চ বিবিধবীর্য্যোপবৃংহণায় ভগবান্ পরমমহাপুরুষো মহাবিভূতিপতিরন্তর্য্যাম্যাত্মনো বিশুদ্ধসত্ত্বং ধর্ম্মজ্ঞান-বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাদ্যষ্টমহাসিদ্ধ্যুপলক্ষণং বিষ্বক্সেনাদিভিঃ স্বপার্ষদপ্রবরৈঃ পরিবারিতো নিজবরায়ুধোপশোভিতৈর্দোর্দ্দণ্ডৈঃ সংধারয়মাণস্তস্মিন্ গিরিবরে সমন্তাৎ সকললোকস্বস্তয় আস্তে ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—পরম-মহাপুরুষঃ মহাবিভূতিপতিঃ (মহাবিভূতেঃ পরমৈশ্বর্য্যস্য পতিঃ) অন্তর্য্যামী ভগবান্ ধর্ম্মজ্ঞান-বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাদ্যষ্টমহাসিদ্ধ্যুপলক্ষণং (ধর্ম্মজ্ঞানাদীনি ভগশব্দবাচ্যানি অণিমাদয়ঃ অষ্টমহাসিদ্ধয়ঃ চ উপলক্ষণং যস্য তৎ) নিজবরায়ুধোপশোভিতৈঃ (নিজানি স্বকীয়ানি বরাণি শ্রেষ্ঠানি আয়ুধানি সুদর্শনাদীনি তৈঃ উপশোভিতৈঃ নিজৈঃ) দোর্দ্দণ্ডৈঃ (উপলক্ষিতঃ সন্) আত্মনঃ (স্বস্য) বিশুদ্ধসত্ত্বং (রজস্তমোভ্যাম্ অমিশ্রবিশুদ্ধসত্ত্বাত্মকং রূপং) সন্ধারয়মাণঃ (আবিষ্কুর্ব্বন্) স্বপার্ষদপ্রবরৈঃ বিষ্বক্সেনাদিভিঃ পরিবারিতঃ (পরিবেষ্টিতঃ সন্) তেষাং (দিগ্‌গজানাং) স্ববিভূতীনাং (নিজাংশভূতানাং) লোকপালানাং মহেন্দ্রাদীনাং চ বিবিধবীর্য্যোপবৃংহণায় (অনেকবিধপরাক্রমসিদ্ধয়ে) সকললোকস্বস্তয়ে (সকল-

লোকানাং স্বস্তয়ে মঙ্গলায়) তস্মিন্ (লোকালোকাখ্যে) গিরিবরে (একয়ৈব মূর্ত্ত্যা) সমন্তাৎ আস্তে ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—পরমৈশ্বর্য্যরূপ পরব্যোমপতি, মহাপুরুষ, অন্তর্য্যামী ভগবান্ স্বীয় বিশুদ্ধসত্ত্বময় অপ্রাকৃত রূপ প্রকটিত করিয়া স্বপার্ষদপ্রবর বিষ্বক্‌সেনাদির দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া স্বাংশভূত দিগ্‌গজগণ ও মহেন্দ্রাদি লোকপালগণের বীর্য্যবর্দ্ধন এবং সর্ব্বজীবের মঙ্গলের নিমিত্ত সেই গিরিবরে (লোকালোক-পর্ব্বতে) অবস্থান করিতেছেন। সেই স্থানে ভগবানের ভগ-শব্দবাচ্য ধর্ম্মজ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য তথা অণিমাদি অষ্টমহাসিদ্ধ্যাদির স্বরূপলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, এবং স্বকীয় অস্ত্রসমূহদ্বারা সুসজ্জিত হইয়া ভুজদণ্ড-চতুষ্টয় পরম শোভা ধারণ করিয়াছে ॥৪০॥

বিশ্বনাথ—স্ববিভূতীনাং স্বাংশভূতানাং হস্তিনাং উপবৃংহণং বর্দ্ধনং তদর্থং ধর্ম্মাদ্যুপলক্ষয়তীতি তাদৃশং শুদ্ধসত্ত্বং ধারয়মাণঃ সকললোক-স্বস্তয়ে চ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্ববিভূতীনাম্' — নিজের অংশভূত ইন্দ্রাদি লোকপালগণের ও দিগ্‌গজগণের বীর্য্যবর্দ্ধনের নিমিত্ত এবং সমগ্র লোকের মঙ্গল সাধনের জন্য ভগবান্ ধর্ম্ম, জ্ঞানাদির দ্বারা উপলক্ষিত বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া (পূর্ব্বোক্ত লোকালোক পর্ব্বতের সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন।) ॥ ৪০ ॥

আকল্পমেষ এবং গতো ভগবানাত্মযোগমায়া-বিরচিতবিবিধলোকযাত্রা-গোপীথায়েত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—এষঃ ভগবান্ আত্মযোগমায়াবিরচিত-বিধিলোকযাত্রা-গোপীথায় (আত্মনঃ যোগমায়য়া বিরচিতা যা বিবিধা লোকযাত্রা তস্যাঃ গোপীথায় রক্ষণায়) আকল্পম্ এবং গতঃ (এবম্ভূতবেশঃ লীলয়াপ্রাপ্তঃ নানাবিভূতিমূর্তিধারী সন্ এব আস্তে) ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—এইসকল বিবিধ লোকযাত্রা—ভগবানের চিচ্ছক্তি স্বরূপিণী যোগমায়া-বিরচিত। ভগবান্ স্বশক্তিদ্বারা বিরচিত লোকসমূহ পালন করিবার জন্য এইপ্রকারে বিবিধ ঐশ্বর্য্যময়ী মূর্ত্তি প্রকাশ করেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কিং তস্যৈতাবতা প্রয়াসেনেত্যতঃ সকললোক-স্বস্তয় ইত্যেতৎ স্বয়মেব ব্যাচষ্টে—আকল্পং কল্পপর্য্যন্তং এবমনেন প্রকারেণ গতঃ লোকালোকং প্রাপ্তঃ আকল্পং বেশং প্রাপ্ত ইতি বা। আত্মনো যোগমায়য়া বিরচিতা যা বিবিধ-লোকযাত্রা তস্যা গোপীথায় রক্ষণায়, তস্যৈব শক্ত্যা রচিতং বিশ্বং স চেন্ন পালয়েত্তর্হি কঃ পালয়েদিতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, ভগবানের এত প্রয়াসের কি প্রয়োজন? তাহাতে বলিতেছেন—সকল লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত, ইহাই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী স্বয়ংই বর্ণনা করিতেছেন—'আকল্পম্' ইত্যাদি, কল্পকাল পর্য্যন্ত এই প্রকারে লোকালোক পর্ব্বতের সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন, অথবা—বিবিধ লোকযাত্রা সংরক্ষণের জন্যই স্বয়ং অন্তর্য্যামী হইয়াও বাহিরে তাদৃশ বেশ ধারণ করিয়াছেন। 'আত্ম-যোগমায়া-বিরচিত'—ইত্যাদি, নিজের যোগমায়ার দ্বারা বিরচিত যে বিবিধ লোকযাত্রা, তাহার রক্ষণের নিমিত্ত। তাঁহারই শক্তিতে রচিত বিশ্ব, তিনি যদি পালন না করেন, তবে কে পালন করিবে?—এই ভাব ॥ ৪১ ॥

যোঽন্তর্বিস্তার এতেন হ্যলোকপরিমাণঞ্চ ব্যাখ্যাতং যদ্বহির্লোকালোকাচলাৎ, ততঃ পরস্তাদ্‌যোগেশ্বরগতিং বিশুদ্ধামুদাহরন্তি ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ লোকালোকাচলাৎ বহিঃ যঃ অন্তবিস্তারঃ (আলোকবর্ষঃ কীর্ত্তিতঃ উক্তঃ); এতেন হি আলোকপরিমাণং ব্যাখ্যাতং (আলোকস্য অপি পরিমাণং ব্যাখ্যাতং জ্ঞেয়ম্; আলোকপরিমাণমাহ—মেরোরেকতঃ সার্দ্ধদ্বাদশকোট্যঃ) ততঃ (আলোকাৎ) পরস্তাৎ বিশুদ্ধাং (ভাগবতীং) যোগেশ্বর গতিং (যোগেশ্বরাণামাবরণাষ্টকং ভিত্ত্বা ভগবৎপদং গন্তৄণাং গতিং দ্বিজপুত্রানয়নে অর্জ্জুনায় শ্রীকৃষ্ণেন প্রদর্শিতাং প্রাচীনাঃ) উদাহরন্তি (কথয়ন্তি) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—(হে রাজন্,) লোকালোক-পর্ব্বতের বহির্ভাগে যে অলোক-বর্ষের কথা বলিয়াছি, উহা মধ্যভাগে বিস্তৃত। এই বর্ষের পরিমাণ, সার্দ্ধ-দ্বাদশ-কোটী-যোজন বলিয়া কথিত হইয়াছে। কবিগণ

বর্ণন করেন যে, ঐ অলোক-বর্ষের পর মুমুক্ষুগণের গন্তব্য-স্থান ; ঐ স্থান রজস্তমোমলরহিত, সুতরাং বিশুদ্ধ। দ্বিজপুত্রানয়ন-কালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ স্থান অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—অলোক-পরিমাণং দ্বাবিংশতিলক্ষোত্তরং কোট্যষ্টকং বহিঃ সর্ব্বদিক্ষু যোগেশ্বরাণাম্ আবরণাষ্টকং বিভিদ্য মুমুক্ষূণাং ; যদ্বা নারদাদীনাম্ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অলোক বর্ষের পরিমাণ আট কোটি দ্বাবিংশ (২২) লক্ষ যোজন। ইহার বহির্ভাগে সর্ব্বদিকে, 'যোগেশ্বর-গতিং'—আবরণাষ্টক (অষ্ট আবরণ) ভেদ করিয়া মুমুক্ষুগণের, অথবা নারদাদির বিশুদ্ধ গন্তব্য স্থানের কথা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥

———

অণ্ডমধ্যগতঃ সূর্য্যো দ্যাবাভূম্যোর্যদন্তরম্।
সূর্য্যাণ্ডগোলয়োর্মধ্যে কোট্যঃ স্যুঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—সূর্য্য অণ্ডমধ্যগতঃ (ব্রহ্মাণ্ডস্য মধ্যবর্ত্তী) ; দ্যাবাভূম্যোঃ (পূর্ব্বোত্তরকপালয়োঃ) যদন্তরং (সন্ধানরূপং মধ্যস্থানং, তৎ অন্তরীক্ষম্ ইত্যর্থঃ) ; সূর্য্যাণ্ডগোলয়োঃ (সূর্য্যশ্চ অণ্ডগোলশ্চ তয়োঃ) মধ্যে পঞ্চবিংশতিকোট্যঃ স্যুঃ (সূর্য্যাৎ উর্দ্ধগোলপর্য্যন্তং যথা পঞ্চবিংশতিঃ কোট্যঃ, তথা অধোগোলকপর্য্যন্তং চ ইত্যাহুঃ বৃদ্ধাঃ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্ত্তি-স্থানে সূর্য্য অবস্থিত। ভূর্লোক ও ভুবর্লোক,—এই দুইয়ের যে অন্তর, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থল অর্থাৎ অন্তরীক্ষ। সূর্য্য ও অণ্ডগোলকের মধ্যস্থানের পরিমাণ—পঞ্চবিংশতি-কোটি যোজন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—বিস্তারেণোক্তং অণ্ডগোলকমানং উর্দ্ধাধোঽপি নিরূপয়তি—অণ্ডমধ্যগত ইতি। কিন্তন্মধ্যং, তদাহ—দ্যাবাভূম্যোঃ ভুবর্ল্লোক-ভূর্ল্লোকয়োর্যন্মধ্যম্ ; অতঃ সূর্য্যশ্চ অণ্ডগোলকঞ্চ তয়োর্ম্মধ্যে সূর্য্যাদূর্দ্ধগোলকপর্য্যন্তং যথা পঞ্চবিংশতিকোট্যঃ তথা অধোগোলকপর্য্যন্তঞ্চেত্যর্থঃ। উপপত্তিস্তূপরিষ্টাদ্ব্যাখ্যেয়া ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিস্তৃতভাবে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ উর্দ্ধ ও অধোভাগেও নিরূপণ করিতেছেন—'অণ্ডমধ্যগতঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ সূর্য্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যভাগে অবস্থিত। সেই মধ্যভাগ কি? তাহাতে বলিতেছেন—'দ্যাবাভূম্যোঃ', ভুবর্লোক ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী (অন্তরীক্ষ) স্থানই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যভাগ। অতএব সূর্য্য ও ব্রহ্মাণ্ডগোলকের মধ্যে স্বর্গের উর্দ্ধে গোলক পর্য্যন্ত স্থান যেমন পঁচিশ কোটি যোজন, তদ্রূপ অধোগোলক পর্য্যন্ত স্থানের পরিমাণ পঁচিশ কোটি যোজন - এই অর্থ। ইহার রক্ষক যে সূর্য্য, ইহা পরে ব্যাখ্যা করিবেন ॥ ৪৩ ॥

———

মৃতেঽণ্ড এষ এতস্মিন্ যদভূৎ ততো মার্ত্তণ্ড ইতি ব্যপদেশঃ, হিরণ্যগর্ভ ইতি যদ্ধিরণ্যাণ্ডসমুদ্ভবঃ ॥ ৪৪॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যস্মাৎ) মৃতে (অচেতনে) এতস্মিন্ অণ্ডে এষঃ (সূর্য্যঃ) অভূৎ, (সৃষ্টিসময়ে বৈরাজরূপেণ যস্মাৎ প্রবিষ্টঃ) ; ততঃ মার্ত্তণ্ডঃ ইতি ব্যপদেশঃ (আখ্যা ; স এব ক ইত্যত আহ—) যদ্ধিরণ্যাণ্ড-সমুদ্ভবঃ (যৎ হিরণ্যগর্ভঃ সমষ্টিজীবসূক্ষ্মোপাধিরূপঃ যদ্যত এষ হিরণ্যাণ্ডস্য তদীয় স্থূলদেহস্য সম্ভবঃ সম্যগ্‌বিদ্যমানতা) ইতি (হেতোঃ) হিরণ্যগর্ভঃ (অস্য নাম বভূব) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—এই অচেতন অণ্ডে সূর্য্যদেব বৈরাজ (স্থূল বা সমষ্টিশরীর)-রূপে প্রবিষ্ট হন বলিয়া তাঁহার নাম 'মার্ত্তণ্ড', আবার তিনি হিরণ্যগর্ভ-নামেও কথিত হন ; যেহেতু সূক্ষ্ম বা মহত্তত্ত্ব শরীর হিরণ্যগর্ভ হইতেই তাঁহার বৈরাজরূপ স্থূল শরীর প্রকটিত হইয়াছে ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—অণ্ডমধ্যাবস্থানে কারণং তন্নাম নির্বচনেনাহ—মৃতে অচেতনে এষ সূর্য্যোঽভূৎ প্রবিষ্টঃ ততো মার্ত্তণ্ডঃ, স এব ক ইত্যত আহ—হিরণ্যগর্ভঃ সমষ্টিজীব-সূক্ষ্মোপাধিরূপঃ, যদ্যতঃ এষ হিরণ্যাণ্ডস্য তদীয়-স্থূলদেহস্য সম্ভবঃ সম্যগ্বিদ্যমানতা ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যভাগে সূর্য্যের অবস্থিতির কারণ তাঁহার নামের নিরুক্তির দ্বারা বলিতেছেন—যেহেতু সূর্য্য (বৈরাজরূপে) এই মৃত অর্থাৎ অচেতন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, অতএব তাঁহার নাম 'মার্ত্তণ্ড'। সেই মার্ত্তণ্ডই বা কে? ইহার

অপেক্ষায় বলিতেছেন—'হিরণ্যগর্ভঃ', ইনিই হিরণ্য-গর্ভ, অর্থাৎ সমষ্টি জীবের সূক্ষ্ম উপাধিস্বরূপ। 'যদ্'—যেহেতু তাঁহা হইতেই হিরণ্ময় অণ্ডের অর্থাৎ তদীয় স্থূল দেহের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৪৪ ॥

তথ্য—

হিরণ্যগর্ভঃ সূক্ষ্মোঽত্র স্থূলো বৈরাজসংজ্ঞকঃ।
ভোগায় সৃষ্টয়ে চাভূৎ পদ্মভূরিতি স দ্বিধা।
বৈরাজ এব প্রায়ঃ স্যাৎ সর্গাদ্যর্থং চতুর্ম্মুখঃ।
কদাচিদ্‌ভগবান্ বিষ্ণুর্ব্রহ্মা সন্ সৃজতি স্বয়ম্ ॥

(লঘু-ভাঃ—পূঃ খঃ অবতারকথনে ১৭)

ব্রহ্মা দ্বিবিধ,—জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি; তন্মধ্যে জীব-কোটি ব্রহ্মার বিষয়ই এই শ্লোকে কথিত হই-তেছে। জীব-কোটি ব্রহ্মাও হিরণ্যগর্ভ ও বৈরাজ-ভেদে দুই প্রকার। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা—সূক্ষ্মসমষ্টি-শরীর অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব শরীর, দেবাদির অগোচর, এবং বৈরাজ ব্রহ্মা—স্থূলসমষ্টিশরীর ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ। এই শ্লোকে সূর্য্য বৈরাজ-রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন ॥৪৪

সূর্য্যেণ হি বিভজ্যন্তে দিশঃ খং দ্যৌর্ম্মহী ভিদা।
স্বর্গাপবর্গৌ নরকা রসৌকাংসি চ সর্ব্বশঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—সূর্য্যেণ হি দিশঃ, খং, দ্যৌঃ (স্বর্গঃ), মহীভিদা (অন্যঃ অপি বিভাগঃ) স্বর্গাপবর্গৌ (ভোগমোক্ষদেশৌ) নরকাঃ সর্ব্বশঃ রসৌকাংসি (অতলাদীনি) বিভজ্যন্তে (সর্ব্বঃ অপি ব্যবহারঃ সূর্য্যেণ এব সিধ্যতি ইত্যর্থঃ) ॥

অনুবাদ—(হে রাজন্) সূর্য্যদ্বারাই দিক্, আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী এবং অন্যান্য বিভাগ হইয়াছে। ভোগ ও মোক্ষ-স্থান, নরক এবং অতলাদি সর্ব্বলোক,—এ সকলের বিভাগও সূর্য্য দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—ভিদা অন্যোঽপি বিভাগঃ স্বর্গাপবর্গৌ ভোগমোক্ষদেশৌ রসৌকাংসি অতলাদীনি ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সূর্য্যকর্ত্তৃকই দিক্‌সমূহ, আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী, তদ্রূপ 'ভিদা'—অন্যান্য দিক্-সমূহ, 'স্বর্গাপবর্গৌ'—ভোগভূমি ও মোক্ষধামসমূহ, এবং 'রসৌকাংসি'—অতলাদি স্থানসমূহ (বিভক্ত রহিয়াছে, অর্থাৎ সমস্ত ব্যবহারই সূর্য্যের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে।) ॥ ৪৫ ॥

দেবতির্য্যঙ্‌মনুষ্যাণাং সরীসৃপ্‌ খগবীরুধাম্।
সর্ব্বজীবনিকায়ানাং সূর্য্য আত্মা দৃগীশ্বরঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে সমুদ্র দ্বীপবর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—সূর্য্যঃ (এব) দেবতির্য্যঙ্‌মনুষ্যাণাং সরীসৃপ্‌খগবীরুধাং সর্ব্বজীবনিকায়ানাং (নিখিল-প্রাণিনাম্) আত্ম (আত্মত্বেন উপাস্যঃ) দৃগীশ্বরঃ (নেত্রাধিষ্ঠাতা চ ইতি) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ্, লতা প্রভৃতি নিখিল জীবসমষ্টির আধার বলিয়া, তাহা (ঐসকল জীব) হইতে অভিন্নাত্মস্বরূপ এবং নেত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—সূর্য্য আত্মা আত্মত্বেনোপাস্যঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
বিংশোঽধ্যায়ঃ পঞ্চমস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সূর্য্যঃ আত্মা'—সূর্য্যই দেবতা প্রভৃতি সকল জীবগণের আত্মা, অর্থাৎ তাহাদের আত্মত্বরূপে উপাস্য ॥ ৪৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার পঞ্চমস্কন্ধের সজ্জন-সম্মত বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-বিরচিত শ্রীমদ্ ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধের বিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫।২০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে বিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

একোবিংশোঽধ্যায়ঃ
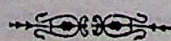
শ্রীশুক উবাচ—

এতাবানেব ভূবলয়স্য সন্নিবেশঃ প্রমাণলক্ষণতো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

একবিংশ অধ্যায়ের কথাসার।

এই অধ্যায়ে কালচক্রে ভ্রমণশীল সূর্য্যের গতি-অনুসারে দিবা-রাত্রির হ্রাস, বৃদ্ধি প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে।

উত্তরায়ণে সূর্য্যের দিবসে মন্দগতি ও রাত্রিতে ক্ষিপ্রগতি হয় বলিয়া সেই সেই সময় দিবসের বৃদ্ধি ও রাত্রির হ্রাস হইয়া থাকে; দক্ষিণায়নে তদ্বৈপরীত্য অর্থাৎ তৎকালে সূর্য্যের দিবাভাগে শীঘ্রগতি ও রাত্রিকালে মন্দগতি হয় বলিয়া সেই সময় রাত্রিকালের বৃদ্ধি ও দিবাভাগের হ্রাস হইয়া থাকে। উত্তরায়ণে প্রথমে সূর্য্য মকররাশিতে তদনন্তর কুম্ভ ও তৎপরে মীন-রাশিতে গমন করেন। সূর্য্য যখন মেষ ও তুলা-রাশিতে অবস্থান করেন, তখন দিবারাত্র সমান হইয়া থাকে। সূর্য্যের কর্কট হইতে ধনুঃ পর্য্যন্ত রাশিস্থিতিকাল—দক্ষিণায়ন এবং মকর হইতে মিথুনরাশি পর্যন্ত স্থিতিকাল—উত্তরায়ণ। মানসোত্তর-পর্ব্বতে সুমেরুর পূর্ব্বদিকে 'দেবধান' নামে ইন্দ্রের, দক্ষিণে 'সংযমনী'-নামে যমের, পশ্চিমে 'নিম্লোচ'-নামে বরুণের, এবং উত্তরদিকে 'বিভাবরী'-নামে চন্দ্রের পুরী বর্ত্তমান। সূর্য্যের সেই সকল পুরীর মধ্যে যথাকালে উদয়, মধ্যাহ্ন, অস্ত ও নিশীথ হইয়া থাকে। যেস্থানে সূর্য্য নিশাবসানে লোকচক্ষুর গোচর হন, সেই সময় তাহারই সমসূত্রপাত-স্থানে তিনি তথাকার লোকচক্ষে অস্তমিতরূপে দৃষ্ট হন; আবার যেস্থানে তিনি মধ্যগগনে থাকিয়া তাপ প্রদান করেন; ঠিক তাহার সমসূত্রপাত-স্থানে অর্দ্ধরাত্র করেন। চন্দ্রাদি অন্যান্য গ্রহ ও নক্ষত্রাদির সহিত জ্যোতিশ্চক্রে উদিত ও অস্তমিত হন। সৌররথের 'সংবৎসর' নামক চক্রে সমুদায় কালচক্র প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার অক্ষের একপ্রান্ত সুমেরুর শীর্ষদেশে এবং অপর-প্রান্ত মানসোত্তরে অবস্থিত।

গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণীক্, জগতী, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ্ ও পঙ্‌ক্তি—এই সাতটী ছন্দই সূর্য্যের অশ্ব। উহারা অরুণদেবকর্ত্তৃক নবলক্ষযোজন-পরিমিত যুগে (যোয়ালিতে) যোজিত হইয়া আদিত্য-দেবকে বহন করিতেছে। অঙ্গুষ্ঠপরিমিত ষষ্টিসহস্র বালিখিল্য মুনি সম্মুখদিকে থাকিয়া সূর্য্যদেবের স্তব করিতেছেন এবং গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা প্রভৃতি চতুর্দ্দশ-সংখ্যক ব্যক্তি সপ্তগণে বিভক্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মদ্বারা প্রতিমাসে বিভিন্ন-নামধারী সূর্য্য এবং সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন। আদিত্যদেব নয়-কোটি-একপঞ্চাশৎ-লক্ষযোজন-পরিমিত ভূমণ্ডল মধ্যে প্রতিক্ষণে ক্রোশদ্বয়াধিক-দ্বিসহস্রযোজন ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—এতাবান্ এব ভূবলয়স্য সন্নিবেশঃ (পরিধিঃ, পরিমাণমিতি যাবৎ) প্রমাণলক্ষণতঃ (প্রমাণতঃ পঞ্চাশৎকোটিযোজন-বিস্তারতঃ, পঞ্চবিংশতিকোটিযোজনোৎসেধতঃ; লক্ষণতঃ জম্বাদিতত্তদসাধারণচিহ্নতঃ) ব্যাখ্যাতঃ (কবিভিঃ প্রকথিতঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, ভূমণ্ডলের এতাবৎ পরিমাণ (বিস্তারে পঞ্চাশৎকোটি এবং উচ্চতায় পঞ্চবিংশতিকোটি যোজন) তোমার নিকট প্রমাণ ও লক্ষণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক বর্ণন করিলাম ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

একবিংশে বরেরুক্তং রাশিগত্যায়নাদিকম্।
উদয়াস্তমনাদীনাং ব্যবস্থা চ গতের্মিতিঃ ॥ ০ ॥

এতেন ভূগোলক-মানেন ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই একবিংশ অধ্যায়ে সূর্য্যের বিভিন্ন রাশিতে গমনাদি, উদয়াস্ত ব্যবস্থা ও গতির পরিমাণ নিরূপিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'এতেন'—(ইহা দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের অংশ)। এইরূপ ভূমণ্ডলের পরিমাণ দ্বারা স্বর্গমণ্ডলের পরিমাণও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

এতেন হি দিবো মণ্ডলমানং তদ্বিদ উপদিশন্তি যথা দ্বিদলয়োর্নিষ্পাবাদীনাম্। তে অন্তরেণান্তরীক্ষং তদুভয়সন্ধিতম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—যথা নিষ্পাবাদীনাং (নিষ্পাবঃ গোধূমাদিধান্যানি চূর্ণয়িতুং শিল্পিভিঃ নির্ম্মিতঃ দ্বিদলাত্মকঃ পাষাণবিশেষ, তৎপ্রভৃতীনাং) দ্বিদলয়োঃ (দ্বয়োর্দলয়োর্মধ্যে অধঃস্থিতস্য পরিমাণকথনেন উপরিদলমপি তত্তুল্যম্ ইতি কথিতং ভবতি, তথা) এতেন (নিম্নস্থিতস্যভূবলয়স্য পঞ্চাশৎকোটিযোজনাত্মকেন মানেন) দিবঃ মণ্ডলমানং (স্বর্গমণ্ডলস্য পরিমাণম্ অপি) তদ্বিদঃ (প্রমাণবিদঃ স্বর্গতত্ত্ববিদঃ পণ্ডিতাঃ) উপদিশন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি); তে অন্তরেণ (তয়োঃ স্বর্গ-ভূবলয়োঃ মধ্যে) তদুভয়সন্ধিতং (তাভ্যাং ভূগোলদ্যুগোলাভ্যাম্ উভয়তঃ উপরি অধোভাগে চ সংলগ্নম্) অন্তরীক্ষম্ (অন্তরীক্ষলোকঃ অস্তি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—গোধূমাদি দ্বিদল-শস্যের অধঃস্থিত-দলের পরিমাণ নির্দিষ্ট হইলে যেমন উপরিস্থ দলের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা যায়, সেইরূপ স্বর্গতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ভূগোলকমানানুসারে স্বর্গ-মণ্ডলের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ভূগোলক এবং স্বর্গোলকের মধ্যবর্ত্তী স্থানই আকাশ; উহা ভূগোলকের ঊর্দ্ধে এবং স্বর্গোলকের অধোভাগে অবস্থিত ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—নিষ্পাবঃ শূকশিম্বী তদাদীনামিত্যতদ্গুণসংবিজ্ঞান-বহুব্রীহিণা কলায়াদীনামিত্যর্থঃ। তেষাং যথা দ্বয়োর্দলয়োর্মধ্যে একস্য মানেনাপরস্য মানমুপদিশ্যতে, তথৈব ভূগোলক-খগোলকয়োর্বিস্তারেণ তুল্যমেব মানমিত্যর্থঃ। তে অন্তরেণ তয়োর্মধ্যে অন্তরীক্ষং লক্ষদ্বয়প্রমাণং তদুভয়সন্ধিতং তাভ্যামুভয়তঃ সংলগ্নম্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিষ্পাবাদীনাং'—নিষ্পাব হইতেছে শিম্বী (সিম) জাতীয় শস্যের বীজ, তাহা আদি যাহাদের, তাহাদের ন্যায়। এখানে 'অতদ্গুণ-সংবিজ্ঞান' বহুব্রীহি সমাস হওয়ায় কলায় জাতীয় শস্যাদিও বুঝিতে হইবে। [সমানাধিকরণ ও ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাসের তদ্গুণ-সংবিজ্ঞান এবং অতদ্গুণ-সংবিজ্ঞান দুইটি ভেদ আছে। তন্মধ্যে যে বহুব্রীহি সমাসে প্রতিপাদ্য অন্য পদের ন্যায়, সমস্যমান পদ ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হয় না, তাহাকে 'অতদ্গুণ-সংবিজ্ঞান' বহুব্রীহি বলে। যথা—'দৃষ্টসমুদ্রম্ আনয়', এই বাক্যে আনয়ন ক্রিয়ার সহিত ঐ বালকের অন্বয় আছে, কিন্তু সমুদ্রের অন্বয় নাই।] যেমন সিম জাতীয় শস্যের দুইটি দলের মধ্যে একটি দলের পরিমাণের দ্বারা অপরটির পরিমাণও নির্দ্দেশ করা হয়, সেইরূপ ভূমণ্ডল এবং স্বর্গমণ্ডল বিস্তারে সমপরিমাণই—এই অর্থ। 'তে অন্তরেণ'—তাহাদের মধ্যস্থলে লক্ষদ্বয় পরিমিত স্থান অন্তরীক্ষ (আকাশ) এই উভয়ের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে ॥২॥

———

যন্মধ্যগতো ভগবাংস্তপতাং পতিস্তপন আতপেন ত্রিলোকীং প্রতপত্যবভাসয়ত্যাত্মভাসা। স এষ উদগয়ন-দক্ষিণায়ন-বৈষুবতসংজ্ঞাভির্মান্দ্যশৈঘ্র্যসমানাভির্গতিভিরারোহণাবরোহণসমস্থানেষু যথাসবনমভিপদ্যমানো মকরাদিষু রাশিষ্বহোরাত্রাণি দীর্ঘহ্রস্বসমানানি বিধত্তে ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—যন্মধ্যগতঃ (তস্য অন্তরীক্ষস্য মধ্যগতঃ) তপতাং (প্রকাশবতাং চন্দ্রাদীনাং স্বরশ্মিভিঃ পোষকত্বাৎ) পতিঃ ভগবান্ তপনঃ (সূর্য্যঃ) আতপেন (উষ্মণা) ত্রিলোকীং প্রতপতি (প্রতাপয়তি); আত্মভাসা (আত্মনঃ স্বান্তঃস্থস্য ভগবতঃ তাসা ত্রিলোকীম্) অবভাসয়তি। সঃ এষঃ (সূর্য্যঃ) উদগয়ন-দক্ষিণায়নবৈষুবতসংজ্ঞাভিঃ (উত্তরায়ণদক্ষিণায়ন-বিষুব-সংক্রান্ত্যাদি-নামভিঃ) মান্দ্যশৈঘ্র্যসমানাভিঃ গতিভিঃ (মন্দক্ষিপ্রসমগতিভিঃ) আরোহণাবরোহণ সমস্থানেষু (আরোহণাদি-স্থানেষু) মকরাদিষু রাশিষু যথাসবনম্ ঈশ্বরাদৃষ্ট-কালমনতিক্রম্য অভিপদ্যমানঃ (আরোহণাদি প্রাপ্নুবন্ সন্) অহোরাত্রাণি (যথাক্রমং) হ্রস্বদীর্ঘসমানানি বিধত্তে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—সেই আকাশের মধ্যস্থলে থাকিয়া চন্দ্রপ্রভৃতি তাপপ্রদানকারী গ্রহগণের রাজা ঐশ্বর্য্যশালী অংশুমালী স্বীয় তেজঃ-প্রভাবে ত্রিলোকীতে তাপ দান করেন এবং অঙ্গকান্তিদ্বারা ত্রিভুবন উদ্দীপিত করিয়া থাকেন। উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন ও বিষুব, এই তিন নামানুসারে তাঁহার মন্দ, ক্ষিপ্র ও সমান,—তিন গতি আছে। ঐ ত্রিবিধ গতি অনুসারে আরোহণ, অব-

রোহণ ও সমস্থানে মকরাদিরাশিতে যথাকালে আরোহণাদি প্রাপ্ত হইয়া দিবা ও রাত্রিকে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও সমান করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—যস্য অন্তরীক্ষস্য মধ্যগতঃ সঃ সূর্য্যঃ মান্দ্যক্ষৈপ্র্যে স্বার্থষ্যঞ্যন্ত, উদগয়ন-নাম্ন্যা মন্দয়া গত্যা আরোহণস্থানে যথাসবনং সময়মনতিক্রম্য অভিপদ্যমানশ্চলন্ মকরাদিষু ষট্সু রাশিষু অহানি ক্রমেণ দীর্ঘাণি রাত্রিস্তু হ্রস্বা বিধত্তে, দক্ষিণায়ননাম্ন্যা ক্ষিপ্রগত্যা অবরোহণে কর্কটাদিষু ষট্সু রাশিষু অহোরাত্রান্ হ্রস্বদীর্ঘান্ বিধত্তে। বৈষুবতসংজ্ঞয়া উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ন-মধ্যবর্ত্তিন্যা সমানয়া গত্যা মেষতুলয়োঃ অহোরাত্রান্ সমানান্ বিধত্তে অভিপদ্যমানশ্চলন্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যন্মধ্যগতঃ'—যে অন্তরীক্ষের মধ্যগত সেই সূর্য্যদেব মান্দ্য ও ক্ষৈপ্র্য গতিতে, এখানে স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয় হইয়াছে, অর্থাৎ উদ্গয়ন (উত্তরায়ণ) নামক মন্দগতিতে আরোহণ স্থানে 'যথাসবনং'—যথাকালে বিচরণ করতঃ মকরাদি ছয়টি রাশিতে ক্রমশঃ দিনসমূহ দীর্ঘ এবং রাত্রিসকল হ্রস্ব বিধান করিতেছেন। তিনিই আবার দক্ষিণায়ন নামক ক্ষিপ্রগতিতে অবরোহণ কালে কর্কটাদি ছয়টি রাশিতে অহোরাত্রি হ্রস্ব-দীর্ঘ (অর্থাৎ দিবাভাগ হ্রস্ব এবং রাত্রিভাগ দীর্ঘ) করিতেছেন। আবার 'বৈষুবত-সংজ্ঞয়া'—বিষুব নামক উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের মধ্যবর্ত্তী সমান গতিতে মেষ ও তুলারাশিতে অহোরাত্র সমান করিয়া বিচরণ করেন। (অর্থাৎ সূর্য্যদেব এই আকাশের মধ্যস্থলে থাকিয়া নিজ রৌদ্র ও দীপ্তির দ্বারা উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন ও বিষুব নামক মন্দগতি, দ্রুতগতি ও সমগতি দ্বারা যথাকালে আরোহণ, অবরোহণ ও সমান স্থান প্রাপ্ত হইয়া মকর প্রভৃতি দ্বাদশ রাশিতে বিচরণপূর্ব্বক দিবা ও রাত্রিকে দীর্ঘ, হ্রস্ব ও সমান করিয়া থাকেন।) ॥ ৩ ॥

———

যদা মেষতুলয়োর্বর্ত্ততে তদাহোরাত্রাণি সমানানি ভবন্তি; যদা বৃষভাদিষু পঞ্চসু চ রাশিষু চরতি, তদাহান্যেব বর্দ্ধন্তে; হ্রসতি চ মাসি মাস্যেকৈকা ঘটিকা রাত্রিষু ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—যদা (সূর্য্যঃ) মেষতুলয়োঃ বর্ত্ততে (প্রচলিত) তদা অহোরাত্রাণি সমানানি ভবন্তি (অত্যন্তবৈষম্যাভাবাৎ সমানানীত্যুক্তম্); যদা বৃষভাদিষু পঞ্চসু চ রাশিষু চ চরতি তদা অহানি এব বর্দ্ধন্তে; (যদ্যপি বৃষমিথুনয়োঃ এব অহ্নাং বৃদ্ধিঃ, কর্কটাদিষু হ্রাসঃ, তথাপি রাত্র্যপেক্ষয়া অধিকত্বাৎ বর্দ্ধন্তে ইত্যুক্তম্); মাসি মাসি রাত্রিষু একা একা ঘটিকা হ্রসতি চ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—সূর্য্য যখন মেষ ও তুলারাশিতে অবস্থান করেন, তখন দিবারাত্রি সমান হইয়া থাকে। যখন বৃষভাদি পঞ্চরাশিতে বিচরণ করেন, তখন দিবাভাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং মাসে মাসে এক এক ঘটিকা করিয়া রাত্রিমান হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—এতৎ প্রপঞ্চয়তি—যদেত্যাদিনা। অত্যন্ত-বৈষম্যাভাবাৎ সমানানীত্যুক্তম্। সর্ব্বথা সাম্যং ত্বেকস্যৈবাহোরাত্রস্য। যদ্যপি বৃষভমিথুনয়োরেবাহ্নাং বৃদ্ধিঃ কর্কটাদিষু হ্রাসস্তদপি রাত্র্যপেক্ষয়া অধিকত্বাদ্বর্দ্ধন্ত ইত্যুক্তম্। এবং রাত্রিবৃদ্ধাবপি দিনাপেক্ষয়া হ্রসতীত্যুক্তং বস্তুতস্তু মকরাদিষু অহ্নাং বৃদ্ধিপ্রক্রমঃ কর্কটাদিষু হ্রাসপ্রক্রম ইত্যগ্রে স্পষ্টং বক্ষ্যতে। একৈকেতি স্থূলদৃষ্ট্যোক্তং বৃদ্ধিহ্রাসয়োঃ প্রতিমাসং বৈষম্যাৎ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহাই বিবৃত করিতেছেন—'যথা' ইত্যাদি, অর্থাৎ যে সময় সূর্য্য মেষ ও তুলারাশিতে থাকেন, তখন দিন ও রাত্রির পরিমাণ সমান হয়, এখানে অত্যন্ত বৈষম্যের অভাববশতঃই সমান, এইরূপ উক্ত হইল, সর্ব্বপ্রকারে সাম্য কিন্তু একটিমাত্র অহোরাত্রিতেই সম্ভব। (যে সময়ে তিনি বৃষ প্রভৃতি পাঁচ রাশিতে বিচরণ করেন, তখন দিবাভাগেরই ক্রমশঃ বৃদ্ধি এবং মাসে মাসে রাত্রিসমূহের এক এক ঘন্টা হ্রাস পাইয়া থাকে)। যদিও বৃষ ও মিথুন রাশিতে দিবাভাগের বৃদ্ধি এবং কর্কটাদি রাশিতে হ্রাস হয়, তথাপি রাত্রির অপেক্ষা অধিক বলিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—ইহা বলা হইল। এইরূপ রাত্রিবৃদ্ধিতেও দিন অপেক্ষা হ্রাস হয়, ইহা উক্ত হইল, বস্তুতঃ কিন্তু মকরাদি রাশিতে দিবাভাগের বৃদ্ধি আরম্ভ এবং কর্কটাদিতে দিবাভাগের হ্রাস আরম্ভ—ইহা স্থূলদৃষ্টিতে

উক্ত হইয়াছে, কারণ প্রতিমাসে হ্রাস ও বৃদ্ধির তারতম্য হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

———

যদা বৃশ্চিকাদিষু পঞ্চসু রাশিষু বর্ত্ততে তদাহোরাত্রাণি বিপর্য্যয়াণি ভবন্তি ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—যদা বৃশ্চিকাদিষু পঞ্চসু রাশিষু (সূর্য্যঃ) বর্ত্ততে (তিষ্ঠতি), তদা অহোরাত্রাণি বিপর্য্যয়াণি (অহানি ন্যূনানি রাত্রয়ঃ অধিকাঃ) ভবন্তি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—যখন বৃশ্চিকাদি পঞ্চরাশিতে অবস্থান করেন, তখন দিবা হ্রাস এবং রাত্রি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিপর্য্যয়াণীতি অহানি ন্যূনানি রাত্রয়োঽধিকা ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিপর্য্যয়ানি'—যে সময়ে সূর্য্যদেব বৃশ্চিক প্রভৃতি পাঁচ রাশিতে ভ্রমণ করেন, তখন দিবারাত্রির পরিমাণ বিপরীত হয়, অর্থাৎ দিবাভাগ ক্রমশঃ হ্রস্ব এবং রাত্রিভাগ ক্রমশঃ দীর্ঘ হয়—এই অর্থ ॥ ৫ ॥

———

যাবদ্দক্ষিণায়নমহানি বর্দ্ধন্তে যাবদুদগয়নং রাত্রয়ঃ ॥৬॥

অন্বয়ঃ—দক্ষিণায়নং যাবৎ অহানি বর্দ্ধন্তে উদগয়নং যাবৎ (উত্তরায়ণাৎ পূর্ব্বপর্য্যন্তং) রাত্রয়ঃ বর্দ্ধন্তে ইতি অর্থাৎ উত্তরায়ণাৎ দক্ষিণায়নপর্য্যন্তং যাবদুদগয়নং তাবদ্দিনানি বর্দ্ধন্তে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনাপেক্ষয়া উত্তরোত্তরদিনানি বৃদ্ধিং প্রাপ্নুবন্তি। রাত্রয়স্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাত্র্যপেক্ষয়া উত্তরোত্তরা হ্রসন্তি। দক্ষিণায়নাৎ উদগয়নপর্য্যন্তং যাবদ্দক্ষিণায়নং তাবৎ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব রাত্র্যপেক্ষয়া উত্তরোত্তর-রাত্রয়ঃ বর্দ্ধন্তে ; দিনানি তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনাপেক্ষয়া উত্তরোত্তরাণি হ্রসন্তি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—যতদিন দক্ষিণায়ন থাকে, ততদিন দিবা, আর যতদিন উত্তরায়ণ থাকে, ততদিন রাত্রি বৃদ্ধি পায় ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—যাবদ্দক্ষিণায়নমিতি উত্তরায়ণাদ্দক্ষিণায়নপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ ; এবমগ্রেঽপি ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যাবচ্চ দক্ষিণায়নম্'—যতকাল সূর্য্যের দক্ষিণ দিকে গতি থাকে, অর্থাৎ উত্তরায়ণ হইতে দক্ষিণায়ন পর্য্যন্ত, এই অর্থ। এইরূপ পরেও বুঝিতে হইবে। (অর্থাৎ যতকাল সূর্য্যের দক্ষিণ দিকে গতি, ততকাল দিবামান দীর্ঘ, আর যতকাল উত্তর দিকে গতি থাকে, ততকাল পর্য্যন্ত রাত্রিমান দীর্ঘ হয়।) ॥ ৬ ॥

———

এবং নব কোটয় একপঞ্চাশল্লক্ষাণি চ যোজনানাং মানসোত্তরগিরিপরিবর্ত্তনস্যোপদিশন্তি, তস্মিন্নৈন্দ্রীং পুরীং পূর্ব্বস্যাং মেরোর্দেবধানীং নাম দক্ষিণতো যাম্যাং সংযমনীং নাম পশ্চাদ্বারুণীং নিম্লোচনীং নাম উত্তরতঃ সৌম্যাং বিভাবরীং নাম, তাসূদয়-মধ্যাহ্নাস্তময়নিশীথানি ভূতানাং প্রবৃত্তিনিবৃত্তিনিমিত্তানি সময়বিশেষেণ মেরোশ্চতুর্দ্দিশম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে রাজন্,) এবং (প্রাগুক্তসূর্য্য-ভ্রমণপ্রকারেণ)। মানসোত্তরগিরিপরিবর্ত্তনস্য (মানসোত্তরগিরৌ মণ্ডলাকারে সূর্য্যচক্রস্য যৎ পরিবর্ত্তনং পরিভ্রমণং তস্য পরিমাণং) যোজনানাং নবকোটয়ঃ একপঞ্চাশল্লক্ষাণি চ উপদিশন্তি ; তস্মিন্ (মানসোত্তরে) মেরোঃ পূর্ব্বস্যাং (দিশি) দেবধানীং ঐন্দ্রীং পুরীম্ (উপদিশন্তি, এবং) দক্ষিণতঃ (দক্ষিণস্যাং দিশি) সংযমনীং নাম যাম্যাং (যমসম্বন্ধিনীং পুরীম্ উপদিশন্তি), পশ্চাৎ (পশ্চিমস্যাং দিশি) নিম্লোচনীং নাম বারুণীং (বরুণসম্বন্ধিনীং পুরীম্ উপদিশন্তি ;) উত্তরতঃ (উত্তরস্যাং দিশি) বিভাবরীং নাম সৌম্যাং (চন্দ্রসম্বন্ধিনীং পুরীম্ উপদিশন্তি) ; মেরোঃ চতুর্দ্দিশং (তাসু পুরীষু) সময়-বিশেষেণ (কালবিশেষেণ) ভূতানাং প্রবৃত্তিনিবৃত্তি-নিমিত্তানি উদয়মধ্যাহ্নাস্তময়-নিশীথানি (ভবন্তি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, পূর্ব্বোক্ত ভ্রমণপ্রকার দ্বারা পণ্ডিতগণ নির্ণয় করেন যে, সূর্য্য মানসোত্তর-পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে নয়কোটি-একপঞ্চাশলক্ষ যোজন ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ঐ মানসোত্তর পর্ব্বতে সুমেরুর পূর্ব্ব দিকে 'দেবধানী'-নামে ইন্দ্রের, দক্ষিণে 'সংযমনী'-নামে যমের, পশ্চিমে 'নিম্লোচনী'-নামে বরুণের এবং উত্তরে 'বিভাবরী'-নামে চন্দ্রের পুরী বর্ত্তমান। ঐসকল পুরীতে কালবিশেষে উদয়, মধ্যাহ্ন, অস্ত ও নিশীথ হইয়া থাকে। ঐ উদয়াদিই জীব-

কূলের কার্য্যের প্রবৃত্তি ও তাহা হইতে নিবৃত্তির হেতু॥

বিশ্বনাথ—নবকোটয় ইতি মেরোরুভয়তো মানসোত্তরস্যান্তর্বিস্তারো যস্তস্য পরিমাণং পঞ্চদশ-লক্ষাধিককোটিত্রয়ং, সূর্য্যরথবর্ত্মনশ্চ লক্ষদ্বয়মিত্যেবং সপ্তদশলক্ষোত্তরকোটিত্রয়েণ ত্রিগুণীকৃতেনৈতৎ পরিমণ্ডলমানমুন্নেয়ম্। মেরোঃ পূর্ব্বস্মাৎ পূর্ব্বস্যাং দিশি যন্মানসোত্তরং তস্মিন্নৈন্দ্রীং পুরীমুপদিশন্তীত্যনুষঙ্গঃ। তাসু পুরীষু উদয়াদীন্যুপদিশন্তি। চতুর্দ্দিশমিত্যুক্তে যে মেরোর্দক্ষিণে বর্ত্তেরন্, তেষামৈন্দ্রীমারভ্য পূর্ব্বাদয়ঃ, যে পশ্চিমে তেষাং যাম্যামারভ্য, যে উত্তরে তেষাং বারুণীমারভ্য, যে পূর্ব্বে তেষাং সৌম্যামারভ্য, অতএব সর্ব্বেষাং দ্বীপবর্ষাণাং মেরুরুত্তরতঃ স্থিত ইতি বৈষ্ণবোক্তিঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নবকোটয়ঃ'—নয় কোটি একান্ন (৫১) লক্ষ যোজন সূর্য্যের মানসোত্তর পর্য্যন্ত পর্য্যটন পথের পরিমাণ। মেরুর উভয়দিকে সমান-সূত্রে মানসোত্তরের অভ্যন্তর ভাগের যে বিস্তার, তাহার পরিমাণ তিন কোটি পনর লক্ষ, এবং সূর্য্যের রথবর্ত্মের পরিমাণ দুই লক্ষ, এইরূপে তিন কোটি সতের লক্ষ, তাহার তিন গুণ করিয়া পরিমণ্ডলের পরিমাণ নয়কোটি একান্ন লক্ষ যোজন বলা হইল। 'মেরোঃ পূর্ব্বস্যাং'—সুমেরুর পূর্ব্বদিকে যে মানসোত্তর, সেখানে (দেবধানী নামক) ইন্দ্রের পুরী বর্ত্তমান। সুমেরুর চতুর্দ্দিকে ঐ সকল পুরীতে বিশেষ বিশেষ সময়ে সূর্য্যের উদয়াদি হইয়া থাকে, তাহা বলিতেছেন। 'চতুর্দ্দিশম্'—সুমেরুর চারিদিকে, ইহা বলায়, যাহারা মেরুর দক্ষিণ দিকে থাকে তাহাদের পূর্ব্বদিক্ হইতে, যাহারা পশ্চিম দিকে থাকে তাহাদের দক্ষিণ দিক্ হইতে, যাহারা উত্তর দিকে থাকে তাহাদের পশ্চিম দিক্ হইতে এবং যাহারা পূর্ব্বদিকে থাকে তাহাদের উত্তর দিক্ হইতে পূর্ব্বাদি দিক্ গণনা হইয়া থাকে। অতএব সমস্ত দ্বীপবর্ষের উত্তর দিকে মেরু অবস্থিত—ইহা বৈষ্ণব উক্ত আছে ॥ ৭ ॥

———

তত্রত্যানাং দিবসমধ্যগত এব সদাদিত্যস্তপতি সব্যেন্ চলন্ দক্ষিণেন করোতি। যত্রোদেতি তস্য সমানসূত্রনিপাতে নিম্লোচতি যত্র ক্বচন স্যন্দেনাভিতপতি তস্য হৈষ সমানসূত্রনিপাতে প্রস্বাপয়তি তে তত্র গতং ন পশ্যন্তি যেঽমুং সমনুপশ্যেরন্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়—তত্রত্যানাং (মেরুস্থানাং প্রাণিনাং) দিবস-মধ্যগতঃ এব আদিত্যঃ সদা তপতি; সব্যেন চলন্ দক্ষিণেন করোতি; (নক্ষত্রাভিমুখতয়া স্বগত্যা মেরুং সব্যেন বামতঃ কুর্ব্বন্নপি প্রদক্ষিণাবর্ত্ত প্রবর্ত্তক-প্রবহাখ্য-বায়ু-ভ্রাম্যমাণং জ্যোতিশ্চক্রবশাৎ প্রত্যহং দক্ষিণতঃ করোতি); যত্র উদেতি (যস্মিন্ দেশে প্রথমতঃ দর্শনং যাতি) তস্য সমানসূত্র-নিপাতে (সমানসূত্রবিষয়ীভূতে দেশে নিপাতে প্রাপ্তৌ সত্যাং সূর্য্যঃ) নিম্লোচতি (অস্তং যাতি); যত্র ক্বচন (আকাশ-মধ্যস্থঃ সঃ) স্যন্দেন (প্রস্বেদোদ্গমনেন) অভিতপতি; তস্য সমান-সূত্রনিপাতে (সমানসূত্র-নিপাতবিষয়ীভূতে দেশে নিপাতে সতি) হ এষঃ (সূর্য্যঃ জনান্) প্রস্বাপয়তি (নিশীথং করোতি; যস্মাৎ) যে (প্রথমং) অমুম্ (অস্তগতং সূর্য্যম্) সমনুপশ্যেরন্ (সম্যক্ অনুপশ্যেরন্) তে তত্র গতং (স্বসমান-সূত্রনিপাতদেশস্থং) ন পশ্যন্তি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—যে সকল প্রাণী সুমেরুতে বাস করেন, সূর্য্য সকল-সময় দিবা মধ্যগত হইয়াই অর্থাৎ মধ্যাহ্ন-কালে তাঁহাদিগকে তাপ দান করেন। যদিও তিনি নক্ষত্রাভিমুখী স্বাভাবিক গতি-অনুসারে সুমেরুকে বামে রাখিয়া গমন করেন, তথাপি প্রদক্ষিণাবর্ত্ত-প্রবর্ত্তক-প্রবাহ-নামক বায়ুদ্বারা ভ্রাম্যমাণ জ্যোতিশ্চক্রের বশে প্রত্যহ সুমেরুকে এক একবার দক্ষিণে রাখিয়া গমন করিয়া থাকেন। তিনি যেস্থানে প্রথমে লোকনেত্রের গোচরীভূত হন, ঠিক সেই সময় তাহারই সমসূত্রপাতস্থানে তথাকার লোকচক্ষে অস্তমিতরূপে দৃষ্ট হন; আবার মধ্যগগনে অবস্থিত হইয়া তিনি যে-স্থানে প্রাণিগণের স্বেদোৎপাদনপূর্ব্বক তাপ দান করেন, ঠিক তৎকালে তাহার সমসূত্র-পাতস্থানে তথাকার লোকের পক্ষে তাহাদের অর্দ্ধরাত্র করেন। অতএব যাঁহারা যে-স্থানে অবস্থিত হইয়া তাঁহার অস্ত দর্শন করেন, তাঁহারা তাহার সমসূত্র-পাতস্থানে গিয়া আর তাঁহাকে তদবস্থ দেখিতে পান না ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—তত্রত্যানাং মেরুস্থানাং, সব্যেনেতি নক্ষত্রাভিমুখতয়া স্বগত্যা মেরুং বামতঃ প্রকুর্ব্বন্নপি প্রদক্ষিণাবর্ত্ত-প্রবর্ত্তকপ্রবহাখ্যবায়ুনা ভ্রাম্যমাণজ্যোতি-শ্চক্রবশাৎ প্রত্যহং দক্ষিণতঃ করোতি। অতশ্চক্র-গতিবশাদতিদূরতঃ ভূসংলগ্নস্যেব দর্শনমুদয়তঃ, আকাশমধ্যমারূঢ়স্যেব দর্শনং মধ্যাহ্নঃ, ভূমিপ্রবিষ্ট-স্যেবাদর্শনমস্তময়ঃ; ততোঽতিবিদূরগমনে নিশীথ ইতি। অতএব সমুদ্রতীরস্থ-দৃষ্ট্যা চ 'অদ্ভ্যো বা এষ প্রাতরুদেত্যপঃ সায়ং প্রবিশতীতি' শ্রুতিরপি ব্যব-হারতো ন তু বস্তুতঃ। উদয়াস্তময়-মধ্যাহ্ন-নিশী-থানাং বর্ষভেদেন ব্যবস্থামাহ—যত্রেতি। 'যৈর্যত্র দৃশ্যতে ভাস্বান্ স তেষামুদয়ঃ স্মৃতঃ' ইতি বৈষ্ণ-বোক্তেঃ সূর্য্যস্য প্রথমদর্শনমেবোদয়ঃ নিম্লোচত্যস্তং গচ্ছতি, উদয়ানন্তরত্রিংশদ্ঘটিকান্তে স্যন্দেন আকাশ-মধ্যস্থঃ সন্, প্রস্বেদোদ্গমেন তস্য দেশস্য সমান-সূত্রপাতবিষয়ীভূতে দেশে ত্রিংশদ্ঘটিকানন্তরং গতঃ সন্নিতি শেষঃ। প্রস্বাপয়তি নিশীথং করোতি, যে অস্তম্ উদয়ঞ্চ অনুপশ্যেরন্, তে জনাস্তত্র গতং সূর্য্যং ন পশ্যন্ত্যতএব স্বপন্তি, তেন চ মেরোর্দ্দিক্চতুষ্টয়ে স্থিতেষু মধ্যে যদা যত্র সূর্য্যস্যোদয়ো দৃশ্যতে, তদৈব তস্মাৎ পূর্ব্বে বর্ষে মধ্যাহ্নঃ, পশ্চিমে বর্ষে নিশীথঃ, উত্তরে বর্ষে নিম্লোচো জ্ঞেয়ঃ। এবং মধ্যাহ্নদর্শন-সময় এব পূর্ব্ববর্ষে নিম্লোচঃ, পশ্চিমবর্ষে উদয়ঃ, উত্তরবর্ষে নিশীথশ্চ জ্ঞেয়ঃ। অস্তদর্শনসময় এব পশ্চিমবর্ষে মধ্যাহ্নঃ, পূর্ব্ববর্ষে নিশীথঃ, উত্তরবর্ষে উদয়শ্চ জ্ঞেয়ঃ। তদেবং সর্ব্ববর্ষস্থা অপি মেরো-র্দক্ষিণদেশস্থানে বাত্মনো মন্যমানাঃ স্ববর্ষে সূর্য্য-স্যোদয়-মধ্যাহ্ন-নিম্লোচান্ পশ্যন্ত এবান্যেষু বর্ষেষু তান্ পূর্ব্বোক্তবিবেকেন জানন্তীতি সংক্ষেপঃ। বিষ্ণু-পুরাণে ত্বিতোঽপি বিশিষ্যোক্তং—'শক্রাদীনাং পুরে তিষ্ঠন্ স্পৃশত্যেষ পুরত্রয়ম্। বিকর্ণৌ দ্বৌ বিকর্ণস্থ-স্ত্রীন্ লোকান্ দ্বে পুরে তথা' ইতি; অস্যার্থঃ—শক্রাদ্যন্যতমস্য পুরে তিষ্ঠন্ পুরত্রয়ং দিকত্রয়ং যুগপৎ স্পৃশতি দ্বৌ বিকর্ণৌ কোণৌ চ। তথা হি শক্রপুরে তিষ্ঠন্ শক্রদিগ্বর্ষে মধ্যাহ্নং, দক্ষিণদিগ্বর্ষে উদয়ং, উত্তরদিগ্বর্ষে অস্তমনং করোতীতি পুরত্রয়স্পর্শঃ; অগ্নিকোণবর্ষে প্রথমং যামমীশানকোণবর্ষে তৃতীয়ং যামং করোতীতি বিকর্ণদ্বয়স্পর্শঃ; বিকর্ণস্থঃ অগ্ন্যাদ্যন্যতমকোণস্থঃ সন্ ত্রীন্ কোণান্ দ্বে পুরে দ্বে দিশৌ চ স্পৃশতি। তথাহি অগ্নিকোণে তিষ্ঠন্ অগ্নি-কোণবর্ষে মধ্যাহ্নং, নৈর্ঋতকোণবর্ষে উদয়ম্, ঈশান-কোণে অস্তমনং করোতীতি কোণত্রয়স্পর্শঃ; তথা দক্ষিণদিগ্বর্ষে প্রথমো যামঃ পূর্ব্বদিগ্বর্ষে তৃতীয়ো যামঃ ইতি পুরদ্বয়স্পর্শঃ দিগ্দ্বয়স্পর্শশ্চ। এবমন্যেষু কোণেষু পুরেষ্বপি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্রত্যানাং'—যাহারা সুমেরু পর্ব্বতের অধিবাসী, সূর্য্যদেব দিবসের মধ্যভাগেই তাহাদিগকে তাপ দান করেন, অর্থাৎ সুমেরুস্থিত লোক-সমূহের নিকট সূর্য্যদেব সর্ব্বদা দিবসের মধ্যগতরূপেই প্রকাশিত হন। 'সব্যেন'—বাম দিকে রাখিয়া গমন করিলেও, অর্থাৎ যদিও সূর্য্যদেব নক্ষত্রাভিমুখে নিজের গতিহেতু মেরু পর্ব্বতকে বাম-দিকে রাখিয়া ভ্রমণ করেন, তথাপি দক্ষিণাবর্ত্তের প্রবাহনামক বায়ুদ্বারা জ্যোতিশ্চক্রের পরিভ্রমণহেতু প্রত্যহ সুমেরুকে দক্ষিণেই রাখিয়া থাকেন। অতএব জ্যোতিশ্চক্রের পরিভ্রমণহেতু অতিদূর হইতে সূর্য্যকে ভূসংলগ্নের ন্যায় যে দর্শন, তাহাই উদয়। তাঁহার আকাশ মধ্যারূঢ়ের ন্যায় দর্শনই মধ্যাহ্ন, ভূমি-প্রবিষ্টের ন্যায় দর্শনই অস্তগমন এবং তাহা হইতে অধিক দূর গমনই অর্দ্ধরাত্র (নিশীথ)। অতএব সমুদ্রতীরস্থ দৃষ্টিক্রমে বেদেও কথিত আছে—"সূর্য্য-দেব প্রাতঃকালে জলমধ্য হইতে উদিত হন এবং সায়ংকালে জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন।" ইহা বস্তুতঃ শ্রুতির ব্যবহারমাত্র, সত্য নহে। বর্ষভেদে সূর্য্যের উদয়, অস্তগমন, মধ্যাহ্ন ও নিশীথের ব্যবস্থা বলিতেছেন—'যত্র' ইত্যাদি (অর্থাৎ সূর্য্য যে স্থানে উদিত হন, উহার সমসূত্রপাত স্থানেই অস্তগমন করেন)। "যেখানে সূর্য্যদেব দৃশ্য হন, তাহাই তাঁহার উদয় বলিয়া স্মৃত হয়"—ইহা বৈষ্ণবে উক্ত হইয়াছে। এখানে সূর্য্যের প্রথম দর্শনই উদয়। 'নিম্লোচতি'—বলিতে অস্তগমন করেন। উদয়ের অনন্তর ত্রিশ ঘটিকার পর রথে আকাশের মধ্যগত হইয়া, অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালে যে স্থানে ঘর্ম্ম উৎপাদন দ্বারা প্রাণিগণকে সন্তপ্ত করেন, তাহারাই সমসূত্রপাত স্থানের প্রাণিগণকে ত্রিশ ঘটিকার পর 'প্রস্বাপয়তি'—নিদ্রামগ্ন করেন, অর্থাৎ সেখানে তখন মধ্যরাত্রের

(নিশীথ কালের) উদয়। সুতরাং যাহারা সূর্য্যের অস্ত দেখিতে পায়, তাহারা আর তাঁহাকে ঐ স্থানে গমন করিলে দেখিতে পায় না, অর্থাৎ তৎকালে তাহারা নিদ্রামগ্নই হয়। অতএব মেরুর চারিদিকে (দিক্ চতুষ্টয়ে) অবস্থিত বর্ষ-সকলের মধ্যে যখন যেখানে সূর্য্যের উদয় দর্শন হয়, তৎকালেই তাহার পূর্ব্ব বর্ষে মধ্যাহ্নকাল, পশ্চিম বর্ষে নিশীথ, উত্তর বর্ষে সূর্য্যের অস্তগমন বুঝিতে হইবে। এইরূপ সেখানে মধ্যাহ্ন দর্শনকালেই তাহার পূর্ব্ববর্ষে অস্তগমন, পশ্চিম বর্ষে উদয় এবং উত্তর বর্ষে নিশীথ কাল জানিতে হইবে। আবার ঐ স্থানে সূর্য্যের অস্তগমন কালেই পশ্চিম বর্ষে মধ্যাহ্ন, পূর্ব্ববর্ষে নিশীথ এবং উত্তর বর্ষে উদয় বুঝিতে হইবে। অতএব সকল বর্ষের অধিবাসিগণ সুমেরুর দক্ষিণ দেশে নিজদিগকে মনে করিয়া, নিজ বর্ষে সূর্য্যের উদয়, মধ্যাহ্ন ও অস্তগমন দর্শন করিয়া অন্যান্য বর্ষেও ঐরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন—এই সংক্ষেপ।

বিষ্ণুপুরাণে ইহা অপেক্ষা বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে—"শক্রাদীনাং পুরে তিষ্ঠন্" (২।৮।২৬) ইত্যাদি, (অর্থাৎ সর্ব্বদা বর্ত্তমান সূর্য্যের উদয় ও অস্ত নাই, রবির দর্শন ও অদর্শনই উদয় ও অস্ত নামে কথিত। ইনি মধ্যাহ্নে ইন্দ্রাদির মধ্যে কাহারও পুরে থাকিয়া পুরত্রয়কে স্পর্শ করেন, তিনি সেখানে থাকিয়াই তাহার সম্মুখবর্ত্তী দুই পুর ও পার্শ্বস্থ তিন কোণকে স্পর্শ করেন, অর্থাৎ স্বরশ্মি দ্বারা আলোকময় করেন এবং মধ্যাহ্নকালে অগ্ন্যাদি কোনও কোণে থাকিয়া সেই কোণ, সম্মুখস্থ দুই কোণ ও তন্মধ্যবর্ত্তী দুই পুরকে স্পর্শ করেন।) 'অস্যার্থঃ'—ইহার অর্থ, ইন্দ্রাদির মধ্যে কাহারও পুরে থাকিয়া পুরত্রয়, দিক্ত্রয় এবং দুই বিকর্ণ ও কোণ যুগপৎ স্পর্শ করেন। যেমন ইন্দ্রপুরে থাকিয়া ইন্দ্র দিক্ বর্ষে মধ্যাহ্ন, দক্ষিণ দিক্ বর্ষে উদয়, উত্তর দিক্ বর্ষে অস্তগমন করেন—এই তিনটি পুর স্পর্শ; আবার অগ্নিকোণ বর্ষে প্রথম যাম, ঈশান কোণ বর্ষে তৃতীয় যাম অবস্থান করেন, ইহাতে বিকর্ণদ্বয় স্পর্শ, এবং বিকর্ণস্থ অবস্থায় অগ্ন্যাদি অন্যতম কোণে অবস্থিত হইয়া তিন কোণ, দুই পুর ও দুই দিক্ স্পর্শ করেন। সেইরূপ অগ্নিকোণে থাকিয়া অগ্নিবর্ষে মধ্যাহ্ন, নৈর্ঋতি কোণবর্ষে উদয় এবং ঈশান কোণে অস্তগমন করেন, এই তিন কোণ স্পর্শ। তদ্রূপ দক্ষিণ দিক্‌বর্ষে প্রথম যাম, পূর্ব্ব দিক্ বর্ষে তৃতীয় যাম—এই পুরদ্বয় এবং দিক্‌দ্বয় স্পর্শ। এই প্রকার অন্যান্য কোণও পুরসকলে জানিতে হইবে। [অর্থাৎ যখন সূর্য্য ইন্দ্রপুরে মধ্যাহ্নে থাকেন, তখন চন্দ্রলোকস্থদিগের পক্ষে অস্তময়, ঈশানকোণস্থদিগের তৃতীয় প্রহর, অগ্নিকোণস্থদিগের প্রথম প্রহর এবং দক্ষিণস্থদিগের পক্ষে সূর্য্যের উদয় বুঝিতে হইবে। এইরূপ সূর্য্য যখন দক্ষিণদিকে মধ্যাহ্নে থাকেন, তখন ইন্দ্রপুরে অস্ত, অগ্নিকোণে তৃতীয় প্রহর, নৈর্ঋতকোণে প্রথম প্রহর ও পশ্চিম দিকে উদয়। যখন সূর্য্যের পশ্চিমে মধ্যাহ্ন হয়, তখন দক্ষিণে অস্ত, নৈর্ঋতকোণে তৃতীয় প্রহর, বায়ুকোণে প্রথম প্রহর ও চন্দ্রলোকে উদয়। যখন চন্দ্রলোকে মধ্যাহ্ন, তখন পশ্চিমে অস্ত, বায়ুকোণে তৃতীয় প্রহর, ঈশানকোণে প্রথম প্রহর এবং ইন্দ্রলোকে উদয়। যখন অগ্নিকোণে মধ্যাহ্ন, তখন ঈশানে অস্ত, ইন্দ্রপুরে তৃতীয় প্রহর, যমপুরে প্রথম প্রহর এবং নৈর্ঋত কোণে উদয় ইত্যাদি জানিতে হইবে।] ॥৮॥

যদা চৈন্দ্রাঃ পুর্য্যাঃ প্রচলতে পঞ্চদশভির্ঘটিকাভির্যাম্যাং সপাদকোটিদ্বয়ং যোজনানাং সার্দ্ধদ্বাদশলক্ষাণি সাধিকানি চোপযাতি। এবং ততো বারুণীং সৌম্যামৈন্দ্রীঞ্চ পুনঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—যদা চ ঐন্দ্র্যাঃ পুর্য্যাঃ (সকাশাৎ) যাম্যাং (পুরীং) প্রচলতে, (তদা) পঞ্চদশভিঃ ঘটিকাভিঃ যোজনানাং সাধিকানি (পঞ্চবিংশতিসহস্রাধিকানি) সার্দ্ধদ্বাদশলক্ষণানি সপাদকোটিদ্বয়ং (পঞ্চবিংশতিলক্ষাধিক-কোটিদ্বয়ং চ) (অতিক্রম্য উপযাতি (গচ্ছতি) ; এবং ততঃ (তস্যা অপি যাম্যায়াঃ যদা) বারুণীং (প্রতিগচ্ছতি ; বারুণ্যাং বা) সৌম্যাং (প্রতি সৌম্যায়াং) ঐন্দ্রীং (পুরীং প্রতিগচ্ছতি, তদা অপি সর্বত্র পঞ্চদশভিঃ ঘটিকাভিঃ তাবন্তি যোজনানি গচ্ছতি এবং ষষ্টিঘটিকাত্মকাহোরাত্রেণ পুরীচতুষ্টয়াক্রান্ত্যামানসোত্তর-পরিমণ্ডলমার্গঃ সমাপ্যতে ; দিনান্তরে চ) পুনঃ (ইতি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—সূর্য্য যখন ইন্দ্রপুরী হইতে যম-পুরীর

অভিমুখে গমন করেন, তখন পঞ্চদশ ঘটিকায় যমপুরীতে সওয়া দুই কোটি ও পঞ্চবিংশতি-সহস্রাধিক-সার্দ্ধ-দ্বাদশ লক্ষ (২৩৭৭৫০০০) যোজন অতিক্রম করিয়া যমপুরীতে গমন করিয়া থাকেন। তথা হইতে বরুণের পুরী, বারুণী হইতে চন্দ্রের পুরীতে এবং চান্দ্রী হইতে পুনরায় ইন্দ্রের পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ – সাধিকানি পঞ্চবিংশতিসহস্রাধিকানি ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সাধিকানি'—পঞ্চবিংশতি (২৫) হাজার অধিক, (অর্থাৎ যে সময় সূর্য্য ইন্দ্রপুরী হইতে চলিতে আরম্ভ করেন, তখন পঞ্চদশ ঘটিকায় দুই কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার যোজন পথ অতিক্রমের পর যমের পুরীতে উপস্থিত হন।) ॥ ৯ ॥

———

তথান্যে চ গ্রহাঃ সোমাদয়ো নক্ষত্রৈঃ সহ জ্যোতিশ্চক্রে সমভ্যুদ্যন্তি সহ বাতিনিম্লোচন্তি ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—তথা অন্যে চ সোমাদয়ঃ গ্রহাঃ নক্ষত্রৈঃ সহ জ্যোতিশ্চক্রে সমভ্যুদ্যন্তি ; সহ বা (নক্ষত্রাদিভিঃ সহৈব) অভিনিম্লোচন্তি (অস্তং গচ্ছন্তি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—এইরূপে চন্দ্রাদি অন্যান্য গ্রহ ও নক্ষত্রগণ সহ জ্যোতিশ্চক্রে উদিত হন এবং নক্ষত্রাদির সহিতই অস্তগমন করেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—সহবা সহৈব ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সহবা'—সহিতই, (এইরূপ চন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য গ্রহগণও নক্ষত্রগণের সহিত এককালেই জ্যোতিশ্চক্রে উদিত হইয়া এককালেই অস্তমিত হইয়া থাকেন। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—যদিও বস্তুতঃ সূর্য্যেরও নক্ষত্রগণের সহিতই উদয় ও অস্ত হয়, তথাপি তাহার তাহাদের সহযোগে (সাহিত্যে) অদর্শনহেতু, চন্দ্রাদিরই নক্ষত্রগণের সহিত উদয় ও অস্ত বলা হইল।) ॥ ১০ ॥

———

এবং মুহূর্ত্তেন চতুস্ত্রিংশল্লক্ষযোজনান্যষ্টশতাধিকানি সৌররথস্ত্রয়ীময়োঽসৌ চতসৃষু পরিবর্ত্ততে পুরীষু ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ —(একপঞ্চাশল্লক্ষাধিকনবকোটিযোজনপরিমিতস্য পূর্ব্বোক্তমার্গস্য ত্রিংশত্তমঃ ভাগঃ সপ্ততিসহস্রাধিকৈক ত্রিংশল্লক্ষযোজনাত্মকঃ একমুহূর্ত্তগমনযোগ্যঃ ভবতি); এবম্ (একেন) মুহূর্ত্তেন চতসৃষু পুরীষু ত্রয়ীময়ঃ (বেদময়ঃ) অসৌ সৌররথঃ (সূর্য্যরথঃ) অষ্টাশতাধিকানি চতুস্ত্রিংশল্লক্ষযোজনানি পরিবর্ত্ততে (পরিভ্রমতি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে সূর্য্যের ঐ ত্রয়ীময় রথ পুরীচতুষ্টয়ের চতুর্দ্দিকে একমুহূর্ত্তের মধ্যে চৌত্রিশ লক্ষ-অষ্টশত যোজন ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রয়ীময় ইত্যুপাসনার্থম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্রয়ীময়ঃ'—বেদময় সূর্য্যরথ, ইহা উপাসনার নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

———

যস্যৈকং চক্রং দ্বাদশারং ষণ্নেমি ত্রিণাভি সংবৎসরাত্মকং সমামনন্তি। তস্যাক্ষো মেরোমূর্দ্ধনি কৃতো মানসোত্তরে কৃতেতরভাগো যত্র প্রোতং রবিরথচক্রং তৈলযন্ত্রচক্রবন্মানসোত্তরগিরৌ পরিভ্রমতি ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য একং চক্রং দ্বাদশারং (দ্বাদশাঃ মাসাঃ অরাঃ যস্য তৎ, দ্বাদশমাসরূপারযুক্তং) ষণ্নেমি (ষট্ ঋতবঃ নেময়ঃ যস্য তৎ) ত্রিণাভি (ত্রীণি চাতুর্ম্মাস্যানি নাভয়ঃ যস্য তৎ তথাভূতং) সম্বৎসরাত্মকং সমামনন্তি (সম্যগ্ বর্ণয়ন্তি) ; তস্য (সূর্য্যরথস্য) অক্ষঃ (দণ্ডবিশেষঃ) মেরোঃ মূর্দ্ধনি কৃতঃ মানসোত্তরে কৃতেতরভাগঃ (কৃতঃ ইতরভাগঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ ভবতি) ; যত্র প্রোতং রবিরথচক্রং তৈলযন্ত্রচক্রবৎ মানসোত্তরগিরৌ (মানসোত্তরপর্ব্বত মূর্দ্ধনি) পরিভ্রমতি। (মানসোত্তরগিরৌ লক্ষার্দ্ধাদুপরি বায়ুবদ্ধভূমৌ ইতি দ্রষ্টব্যম্ ; চক্রং বা তাবদুচ্ছ্রিতমিতি মন্তব্যম্ ; অন্যথা মানসোত্তরস্য অযুতযোজনমাত্রোচ্ছ্রায়ত্বাৎ মেরোঃ চ চতুরশীতিসহস্রোচ্ছ্রায়ত্বাদক্ষস্য সাম্যানুপপত্তেঃ) ১২ ॥

অনুবাদ—এই সৌররথের এক চক্র বিদ্যমান ; উহা 'সম্বৎসর' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ; দ্বাদশ মাস—উহার দ্বাদশটি 'অরা' অর্থাৎ প্রান্তভাগ, ষড়্ ঋতু—উহার ছয়টি নেমি অর্থাৎ অগ্রভাগ এবং তিনটি চাতুর্ম্মাস্য—তাহার নাভি অর্থাৎ মধ্যভাগ।

ইহার অক্ষের একপ্রান্ত সুমেরুর শীর্ষদেশে এবং অপরপ্রান্তে মানসোত্তরে অবস্থিত আছে। রথচক্র এই অক্ষে গ্রথিত হওয়াতেই তৈলযন্ত্রচক্রবৎ মানসোত্তরপর্ব্বতে অহরহঃ পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—যস্য রথস্য দ্বাদশমাসা অরা যস্য ষট্ ঋতবো নেময়ো যস্য ; ত্রীণি চাতুর্ম্মাস্যানি নাভয়ো যস্য মেরোর্মূর্দ্ধনি মূর্দ্ধাধঃপ্রদেশে ইত্যর্থঃ ;—তৈলযন্ত্রীয়াক্ষস্য দৃষ্টেঃ। "মানসোত্তরে লক্ষার্দ্ধাদুপরি বায়ুবদ্ধভূমৌ" ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। ততো মানসোত্তরস্যাযুতমাত্রোচ্ছ্রায়ত্বাৎ ষষ্টিসহস্রো পরিবর্ত্তমানঃ স চ কিঞ্চিন্ন্যূনসপ্তপঞ্চাশল্লক্ষাধিককোটিপ্রমাণঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যস্য'—যে সূর্য্যরথের সংবৎসররূপ একটি চক্র। 'দ্বাদশারং'—দ্বাদশ মাস ঐ চক্রের দ্বাদশটি অরা (অর্থাৎ মধ্যস্থিত শলাকা)। 'ষন্নেমি'—ছয় ঋতু ঐ চক্রের নেমি (প্রান্তভাগ)। 'ত্রিণাভি'—তিনটি চাতুর্ম্মাস্য ঐ চক্রের নাভি (অর্থাৎ মধ্যভাগ)। 'মেরোর্মূর্দ্ধনি'—মেরুর মস্তকের অধঃপ্রদেশে, এই অর্থ (অর্থাৎ সেই চক্রের এক প্রান্ত সুমেরুর মস্তকে ও অপর প্রান্ত মানসোত্তর পর্ব্বতে সংলগ্ন রহিয়াছে)। 'তৈলযন্ত্র-চক্রবৎ'—তৈলযন্ত্রের চক্রের ন্যায় (অর্থাৎ উহাতে আবদ্ধ হইয়াই সূর্য্যের রথচক্রটি তৈলযন্ত্রের (ঘানির) চক্রের ন্যায় মানসোত্তর পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করিতেছে)। শ্রীল শ্রীধর স্বামিচরণ বলেন—মানসোত্তর পর্ব্বতে লক্ষার্দ্ধের উপরে বায়ুবদ্ধ ভূমিতে উহা পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহা হইলে মানসোত্তর অযুতমাত্র উচ্চ বলিয়া, ষষ্টিসহস্রোপরি বর্ত্তমান ঐ চক্র কিছু কম এককোটি সাতান্ন (৫৭) লক্ষ পরিমাণ ॥ ১২ ॥

তস্মিন্নক্ষে কৃতমূলো দ্বিতীয়োঽক্ষস্তুর্য্যমাণেন সম্মিতস্তৈলযন্ত্রাক্ষবদ্ ধ্রুবে কৃতোপরিভাগঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ অক্ষে (চক্রপ্রান্তবর্ত্তিনি) কৃতমূলঃ (নিবদ্ধপূর্ব্বভাগঃ প্রথমঃ অক্ষঃ মেরুমানসোত্তরায়তঃ সার্দ্ধসপ্তলক্ষাধিকসার্দ্ধকোটিপ্রমাণঃ তস্য) দ্বিতীয় অক্ষঃ তুর্য্যমাণেন (সার্দ্ধসপ্তত্রিংশৎসহস্রাধিকৈকোনচত্বারিংশল্লক্ষমানেন) সম্মিতঃ (পরিমিতঃ) ধ্রুবে (ধ্রুবলোকে) কৃতোপরিভাগঃ (কৃতবায়ুপাশেন বদ্ধঃ উপরিভাগঃ যস্য সঃ) তৈলযন্ত্রাক্ষবৎ (তথা দৃষ্টেঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—ঐ চক্রের আর একটি অক্ষ আছে ; উহার পূর্ব্বভাগ—মেরুমানসোত্তরায়ত অর্থাৎ ১৫-৭৫০০০০ যোজন-পরিমিত প্রথম অক্ষে নিবদ্ধ এবং তাহার পরিমাণ—প্রথম অক্ষের চতুর্থাংশ অর্থাৎ ঊনচত্বারিংশৎলক্ষ-সার্দ্ধ-সপ্তত্রিংশৎ সহস্র যোজন এবং তৈলযন্ত্রের ন্যায় উহার উপরিভাগ—ধ্রুবলোকে বায়ুপাশে আবদ্ধ ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মিন্নক্ষে চক্রপ্রান্তবর্ত্তিনি কৃতমূলঃ নিবদ্ধপূর্ব্বভাগো দ্বিতীয়োঽক্ষঃ। তুর্য্যমাণেন প্রথমাক্ষস্য চতুর্থাংশপ্রমাণেন সপ্তত্রিংশৎ সহস্রাধিকোনচত্বারিংশল্লক্ষমানেন সম্মিত ইত্যেক্ষোঽয়ং লবণসাগরসমানসূত্রপাতে প্রথমাক্ষপ্রদেশে গ্রথিত ইতি জ্ঞেয়ম্। দ্বিতীয়াক্ষস্য প্রথমাক্ষাদল্পপ্রমাণত্বাৎ ধ্রুবে কৃতঃ বায়ুপাশেন নিবদ্ধ উপরিভাগো যস্য সঃ ॥১৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্মিন্নক্ষে'—সেই চক্রের এক প্রান্তভাগে। 'কৃতমূলঃ'—প্রথম অক্ষে দ্বিতীয় অক্ষের পূর্ব্বভাগ নিবদ্ধ আছে। 'তুর্য্যমাণেন'—উহা (দ্বিতীয় অক্ষ) প্রথম অক্ষের চতুর্থাংশ পরিমাণ,—অর্থাৎ ঊনচল্লিশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার পরিমাণ যোজন। 'সম্মিতঃ'—এই দ্বিতীয় অক্ষ লবণসাগরের সমসূত্রপাতে প্রথম অক্ষপ্রদেশে গ্রথিত—ইহা জানিতে হইবে। প্রথম অক্ষ হইতে অল্পপরিমাণ বলিয়া দ্বিতীয় অক্ষের উপরিভাগ তৈল যন্ত্রের ন্যায় ধ্রুবলোকে বায়ুপাশের দ্বারা সংলগ্ন রহিয়াছে ॥ ১৩ ॥

রথনীড়স্তু ষট্‌ত্রিংশল্লক্ষযোজনায়তস্তত্তুরীয়ভাগবিশালস্তাবান্ রবিরথযুগঃ ; যত্র হয়াশ্ছন্দোনামানঃ সপ্তারুণযোজিতা বহন্তি দেবমাদিত্যম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—রথনীড়ঃ তু (উপবেশস্থানং) ষট্‌ত্রিংশলক্ষযোজনায়তঃ (ষট্‌ত্রিংশল্লক্ষযোজনানি ব্যাপ্য আয়তঃ দীর্ঘঃ) তৎতুরীয়ভাগবিশালঃ (তৎতুরীয়ভাগেন নবলক্ষযোজনেন বিশালঃ বিস্তৃতঃ) তাবান্ রবিরথযুগঃ (নবলক্ষযোজনঃ ইত্যর্থঃ ; চক্রাৎ চত্বারিংশৎসহস্রোপরিতনে স্থানে নীড়মধ্যে সূর্য্যঃ উপবিষ্টঃ

জ্ঞেয়ঃ) ; যত্র (যুগে) অরুণযোজিতাঃ (অরুণেন গরুড়ভ্রাতৃত্বাৎ যোজিতাঃ সন্তঃ) ছন্দোনামানঃ (গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোনামানঃ) সপ্ত হয়াঃ (অশ্বাঃ) আদিত্যং দেবং বহন্তি ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, সৌররথের উপবেশন-স্থান— ষট্‌ত্রিংশল্লক্ষ-যোজন দীর্ঘ, এবং উহার চতুর্থাংশ অর্থাৎ নবলক্ষ-যোজন বিস্তৃত। রথের যুগ (অর্থাৎ জোয়ালি)-পরিমাণও তাবৎসংখ্যক অর্থাৎ নয়লক্ষ-যোজন। ঐযুগে অরুণ-দেবকর্তৃক যোজিত হইয়া গায়ত্র্যাদি সপ্তছন্দ নামে সপ্ত-অশ্ব আদিত্যদেবকে বহন করিতেছে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—রথস্য নীড়োঽন্তর্গৃহং ষট্‌ত্রিংশল্লক্ষ-যোজনোচ্ছ্রিতো নবলক্ষযোজনবিস্তারঃ। চক্রাচ্চত্বারিংশৎ সহস্রোপরিতনে স্থানে নীড়মধ্যে সূর্য্য উপবিষ্টো জ্ঞেয়ঃ। গায়ত্র্যাদি ছন্দোনামানঃ অরুণেন সারথিনা যোজিতাঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রথনীড়ঃ'—রথের নীড় বলিতে অন্তর্গৃহ (অর্থাৎ ঐ সূর্য্যরথের আশ্রয় বায়ুময় ভূমি, যাহা সূর্য্যের উপবেশন স্থান) ছয়ত্রিশ লক্ষ যোজন বিস্তৃত এবং রথের যুগ (জোয়ালি, যাহার সঙ্গে অশ্ব আবদ্ধ থাকে) উহার চতুর্থাংশ, অর্থাৎ নয় লক্ষ যোজন পরিমাণ দীর্ঘ। চক্র হইতে চল্লিশ (৪০) সহস্র উপরিতন স্থানে নীড়মধ্যে সূর্য্যদেব উপবিষ্ট— ইহা জানিতে হইবে। গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দের নাম, অরুণ ঐ রথের সারথি, (অর্থাৎ ঐ রথে অরুণ কর্তৃক যোজিত গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দনামক সাতটি অশ্ব সূর্য্য-দেবকে বহন করিতেছে।) ॥ ১৪ ॥

তথ্য—

হয়াশ্চ সপ্তছন্দাংসি তেষাং নামানি মে শৃণু।
গায়ত্রী চ বৃহত্যুষ্ণিগ্ জগতী ত্রিষ্টুপেব চ।
অনুষ্টুপ্-পঙ্‌ক্তিরিত্যুক্তাশ্ছন্দাংসি হরয়ো রবেঃ ॥
(বিঃ পুঃ ২১৮৭)

অর্থাৎ সাতটী ছন্দই সূর্য্যের অশ্ব ; তাহাদের নাম আমার নিকট শ্রবণ করুন,—গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণিক্, জগতী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ও পঙ্‌ক্তি। এই ছন্দোগুলি সূর্য্যের সপ্ত-অশ্ব বলিয়া কথিত ॥ ১৪ ॥

পুরস্তাৎ সবিতুররুণঃ পশ্চাচ্চ নিযুক্ত সৌত্যে কর্ম্মণি কিলাস্তে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—সৌত্যে কর্ম্মণি (অশ্বপরিচালনরূপে সূত কর্ম্মণি) নিযুক্তঃ অরুণঃ (পূর্ব্বমুখোপবিষ্টস্য) সবিতুঃ (সূর্য্যস্য) পুরস্তাৎ (অগ্রে স্থিতঃ অপি) পশ্চাৎ (প্রত্যঙ্মুখঃ) কিলঃ আস্তে ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অরুণদেব সৌররথের অশ্বপরিচালন-রূপ সারথ্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া সূর্য্যদেবের পুরোভাগে অবস্থিত থাকিয়াও প্রত্যঙ্মুখ হইয়া আছেন ॥ ১৫॥

বিশ্বনাথ—পুরস্তাৎ স্থিতোঽপি পশ্চাৎ প্রত্যঙ্মুখ আস্তে। অশ্বস্থানং বায়ুনোক্তং—"সপ্তাশ্বরূপচ্ছন্দাংসি বহন্তে বামতো রবিম্। চক্রপক্ষনিবদ্ধানি চক্রেবাক্ষঃ সমাহিতঃ" ইতি ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরস্তাৎ'—অরুণ সূর্য্যের অগ্রভাগে থাকিলেও, 'প্রত্যঙ্মুখঃ'—বিপরীতমুখ হইয়া সারথির কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। বায়ুপুরাণে অশ্বের স্থান উক্ত হইয়াছে—"সপ্তাশ্বরূপচ্ছন্দাংসি" ইত্যাদি, অর্থাৎ গায়ত্রী প্রভৃতি সাতটি ছন্দই সূর্য্যের সাতটি অশ্ব, উহারা বামভাগে অবস্থিত হইয়া রবিকে বহন করিতেছে। তাহারা চক্রপক্ষে নিবদ্ধ থাকায় চক্রের ন্যায় অক্ষ-সমাহিত রহিয়াছে—ইত্যাদি ॥১৫॥

তথা বালিখিল্যা ঋষয়োঽঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমাত্রাঃ ষষ্টি-সহস্রাণি পুরতঃ সূর্য্যং সূক্তবাকায় নিযুক্তাঃ সংস্তুবন্তি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—তথা অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমাত্রাঃ (অঙ্গুষ্ঠপরি-মিতাঃ) ষষ্টিসহস্রাণি বালিখিল্যাঃ ঋষয়ঃ সূক্তবাকায় (সুভাষিতায়) নিযুক্তাঃ (সন্তঃ) পুরতঃ (সূর্য্যস্য অগ্রে) সূর্য্যং (সূর্য্যান্তর্য্যামিনং বিষ্ণুং) সংস্তুবন্তি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত ষষ্টিসহস্র বালিখিল্য-ঋষি স্তুতিবাক্য বলিবার জন্য নিযুক্ত থাকিয়া সূর্য্য-দেবের অগ্রে তাঁহাকে স্তব করিতেছেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—সূক্তবাকায় সুভাষিতায় ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সূক্তবাকায়'—সুন্দর বাক্য প্রয়োগের জন্য (নিযুক্ত থাকিয়া বালখিল্য নামক ঋষিগণ সূর্য্যের স্তব করেন।) ॥ ১৬ ॥

তথান্যে চ ঋষয়ো গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগা গ্রামণ্যো যাতুধানা দেবা ইত্যেকৈকশো গণাঃ সপ্ত চতুর্দ্দশ মাসি মাসি ভগবন্তং সূর্য্যমাত্মানং নানা-নামানং পৃথঙ্-নামানঃ পৃথক্‌কর্ম্মভির্দ্বন্দ্বশ উপাসতে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—তথা অন্যে চ ঋষয়ঃ (তথা বালিখিল্য-বদন্যে চ ঋষয়ঃ) গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ নাগাঃ গ্রামণ্যঃ (যক্ষাঃ) যাতুধানাঃ (রাক্ষসাঃ) দেবাঃ ইতি একৈকশঃ চতুর্দ্দশ (সংখ্যকাঃ) দ্বন্দ্বশঃ সপ্তগণাঃ (সন্তঃ) পৃথক্ নানা-নামানঃ পৃথক্ কর্ম্মভিঃ মাসি মাসি নানা-নামানং সূর্য্যং (তথা) আত্মানং (সর্ব্বাত্মানং) ভগবন্তম্ উপাসতে ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—এইরূপে অন্যান্য ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, যক্ষ, রক্ষ ও দেবতা প্রভৃতি যাঁহাদের সংখ্যা এক এক করিয়া গণনায় চতুর্দ্দশ হয়, তাঁহারা দুই দুই ব্যক্তি সপ্তগণে বিভক্ত হইয়া প্রতিমাসে পৃথক্ পৃথক্ নাম ধারণপূর্ব্বক বিভিন্ন কর্ম্মদ্বারা বিভিন্ন নামধারী সূর্য্য তথা সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্‌কে উপাসনা করিতেছেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—মাসি মাসি একৈকস্মিন্ মাসি দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং ঋষ্যাদিভ্যাং সপ্তগণা ভবন্তঃ। একৈকশঃ একৈকেন ঋষ্যাদিনা তু চতুর্দ্দশগণা ভবন্তো মাসি মাসি উপাসত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মাসি মাসি'—এক এক মাসে দুই দুইজন ঋষির দ্বারা সপ্তগণ হইয়া। 'একৈকশঃ'—এক এক ঋষির দ্বারা কিন্তু চতুর্দ্দশ গণ হইয়া মাসে মাসে উপাসনা করেন—এই অন্বয়। (অর্থাৎ এইরূপে অন্যান্য ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, গ্রামণী, রাক্ষসগণ এবং দেবগণ যাঁহারা পৃথক্‌ভাবে চতুর্দ্দশ গণে বিভক্ত, তাঁহারা দুই দুই মিলিয়া সাতটি দল হইয়া পৃথক্ পৃথক্ নাম ধারণপূর্ব্বক প্রতিমাসে নানা নাম-বিশিষ্ট পরমাত্মরূপী ভগবান্ সূর্য্যদেবকে পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মদ্বারা উপাসনা করেন।) ॥ ১৭ ॥

তথ্য—

স্তুবন্তি মুনয়ঃ সূর্য্যং গন্ধর্বৈর্গীয়তে পুরঃ।
নৃত্যন্তোঽপ্সরসো যান্তি সূর্য্যস্যানু নিশাচরাঃ ॥
বহন্তি পন্নগা যক্ষৈঃ ক্রিয়তে অভিষুসংগ্রহঃ।
বালিখিল্যাস্তথৈবৈনং পরিবার্য্য সমাসতে ॥
সোঽয়ং সপ্তগণঃ সূর্য্যমণ্ডলে মুনিসত্তম।
হিমোষ্ণ বারিবৃষ্টীনাং হেতুত্বে সময়ং গতঃ ॥
(বিঃ পুঃ ২।১০।১৯-২১)

অর্থাৎ এই রথাধিষ্ঠিত মুনিগণ সূর্য্যের স্তব করেন, গন্ধর্ব্বগণ পুরোভাগে গান করিতে থাকেন, অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে করিতে গমন করেন, নিশাচরসকল পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে থাকেন, পন্নগগণ রথকে সজ্জিত করেন, যক্ষগণ প্রগ্রহ ধারণ করেন এবং বালিখিল্য-মুনিগণ সূর্য্যদেবকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করেন। সপ্তগণের বিবরণ এই যে—তাঁহারা যথাসময়ে আগমন করিয়া যথাক্রমে হিম ও উষ্ণ বারিবর্ষণের কারণ হন ॥ ১৭ ॥

লক্ষোত্তরসার্দ্ধনবকোটিযোজনপরিমণ্ডলং ভূবলয়স্য ক্ষণেন সগব্যূত্যুত্তরং দ্বিসহস্রযোজনানি স ভুঙ্‌ক্তে ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্যরথবর্ণনং নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—লক্ষোত্তরসার্দ্ধনবকোটিযোজনপরিমণ্ডলং ভূবলয়স্য (মানসোত্তরস্য যদুক্তং তন্মধ্যে) সগব্যূত্যুত্তরং (ক্রোশদ্বয়াধিকং যথা ভবতি তথা) দ্বিসহস্রযোজনানি (দ্বিসহস্রং যোজনানি) ক্ষণেন সঃ (আদিত্যঃ) ভুঙ্‌ক্তে (পরিক্রামতি) ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ—হে মহারাজ, নবকোটি-একপঞ্চাশৎ লক্ষ যোজন-পরিমিত ভূমণ্ডল-মধ্যে সূর্য্যদেব এক-ক্ষণে ক্রোশ দ্বয়াধিকসহস্র (দুইহাজার দুইক্রোশ) যোজন ভ্রমণ করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

ইতি পঞ্চমস্কন্ধ-একবিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—গব্যূতিঃ ক্রোশযুগং, স সূর্য্যঃ গব্যূতি উত্তরং যথা স্যাত্তথা ॥ ১৮ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একবিংশঃ পঞ্চমস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-পঞ্চমস্কন্ধ-একবিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গব্যূতিঃ'—দুই ক্রোশ। 'গব্যূত্যুত্তরং'—গব্যূতি (দুই ক্রোশ) অধিক যেরূপে হয়, সেইভাবে (অর্থাৎ সূর্য্যদেব এইরূপে ভূমণ্ডলের নয় কোটি একান্ন (৫১) লক্ষ যোজন পরিমিত পরিধি ভ্রমণ করিবার সময় প্রতিক্ষণে দুই হাজার যোজন দুই ক্রোশ অতিক্রম করেন)॥ ১৮॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার পঞ্চম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২১॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ৫।২১॥

ইতি মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-পঞ্চমস্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।
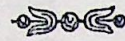
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ—

যদেতদ্ভগবত আদিত্যস্য মেরুং ধ্রুবঞ্চ প্রদক্ষিণেন পরিক্রামতো রাশীনামভিমুখং প্রচলিতঞ্চাপ্রদক্ষিণং ভগবতোপবর্ণিতমমুষ্য বয়ং কথমনুমিমীমহীতি॥ ১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বাবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে জ্যোতিশ্চক্রের মধ্যে সোম, শুক্র প্রভৃতি গ্রহগণের অবস্থান এবং তাহাদের গতি-অনুসারে মানবদিগের শুভাশুভ ফল বর্ণিত হইয়াছে।

জগৎপতি নারায়ণের ঋক্-যজুঃ-সাম-স্বরূপা-ত্রয়ীময়ী মূর্ত্তিই সূর্য্যরূপে অবস্থিতা। সেই সূর্য্যই স্বীয় আত্মাকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া যথাক্রমে বসন্তাদিষড়্ঋতু ও শীতোষ্ণাদি ঋতুর গুণসমূহের বিধান করিয়া থাকেন। যোগিগণ ও বর্ণাশ্রমী কর্ম্মিগণ অষ্টাঙ্গ-যোগ এবং অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের দ্বারা সূর্য্যাভ্যন্তরস্থ নারায়ণের উপাসনা করিয়া আত্ম-কল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন। ভগবান্নারায়ণের সান্নিধ্য বশতঃ সূর্য্যদেব স্বর্গ ও অন্তরীক্ষের মধ্যস্থলে কালচক্রস্থ মেষাদিরাশিতে অবস্থিত হইয়া রাশির নামানুযায়ী দ্বাদশ মাস ভোগ করেন। চন্দ্রমাসে দুইপক্ষে একমাস। সৌর-মাসে সওয়াদুই নক্ষত্র-ভোগকাল—একমাস। সূর্য্যের সম্বৎসরের ষষ্ঠাংশ ভোগকাল একঋতু এবং নভোমণ্ডলের অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ মাসষট্ক-ভোগকাল এক অয়ন বলিয়া কথিত। সূর্য্যদেব যে-কালে স্বীয় মন্দ, ক্ষিপ্র ও সমান গতি-অনুসারে স্বর্গ, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ভোগ করিতে থাকেন, সেই কালকে পণ্ডিতগণ সম্বৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর ও বৎসর-নামে অভিহিত করেন।

সূর্য্যমণ্ডলের লক্ষ-যোজন উপরিভাগে চন্দ্রগ্রহ। ষোড়শকল চন্দ্রের হ্রাস ও বৃদ্ধি-অনুসারে দেবলোক ও পিতৃলোকের অহোরাত্রের বিধান হইয়া থাকে। চন্দ্র-মণ্ডলের দুইলক্ষ যোজন উপরিভাগে কতকগুলি নক্ষত্র যোজিত আছে। এই নক্ষত্র মণ্ডলের উপরিভাগে শুক্রগ্রহ; এই গ্রহ প্রাণিগণের প্রতি সর্ব্বদাই শুভদৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই শুক্রগ্রহের দুইলক্ষ যোজন উপরিভাগে বুধগ্রহ; ইনি—প্রাণিগণের কখন মঙ্গল-প্রদ ও কখনও বা অমঙ্গলপ্রদ। এই বুধগ্রহের দুই-লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধ্বে বৃহস্পতিগ্রহ। এই গ্রহ প্রায়ই ব্রাহ্মণকুলের অনুকূল। এই বৃহস্পতিগ্রহের উপরি-ভাগে শনৈশ্চর নামক অশুভ গ্রহ ও তদুপরি সপ্তর্ষি-

মণ্ডল অবস্থিত। এই সপ্তর্ষিমণ্ডল সর্ব্বদা লোকের মঙ্গল চিন্তা করিতে করিতে বিষ্ণুর পরমপদ ধ্রুব লোককে প্রদক্ষিণ করিতেছেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—ধ্রুবং মেরুঞ্চ প্রদক্ষিণেন পরিক্রামতঃ অমুষ্য ভগবতঃ আদিত্যস্য (সব্যেন চলন্ দক্ষিণেন করোতি ইতি বদতা) ভগবতা (সর্ব্বজ্ঞেন ত্বয়া) যৎ এতৎ রাশীনাম্ অভিমুখম্ অপ্রদক্ষিণং প্রচলিতঞ্চ উপবর্ণিতং (তৎ) কথং বয়ম্ অনুমিমীমহি (অনুমানাত্মকতর্কেণ নিশ্চিতং জানীমঃ বিরুদ্ধত্বাৎ) ইতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ কহিলেন,—প্রভো, আপনি কহিলেন,—ভগবান্ আদিত্য যে-কালে ধ্রুব ও সুমেরুকে দক্ষিণে রাখিয়া গমন করিতে থাকেন ঠিক সেই কালে তিনি আবার রাশিগণের অভিমুখে তাহাদিগকে বামে রাখিয়া অগ্রসর হইতেছেন; একই বস্তুর যুগপৎ উভয়-দিকে গতি সম্ভব নহে, সুতরাং তাহা আমরা কি করিয়া মানিয়া লইতে পরি? ১ ॥

বিশ্বনাথ—

দ্বাবিংশে চক্রসূর্য্যাদ্যো র্গতিভেদব্যবস্থিতিঃ।
গ্রহাণাং স্থানমেষাঞ্চেষ্টত্বানিষ্টত্বমীর্য্যতে ॥০॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে সব্যেন চলন্ দক্ষিণেন করোতীত্যত্র সংশয়ানঃ পৃচ্ছতি—যদেতদিতি। প্রদক্ষিণেন পরিক্রমত ইতি প্রত্যহং দৃশ্যমানত্বাৎ। রাশীনামভিমুখন্ত অপ্রদক্ষিণং প্রচলনমমুষ্য ত্বয়া বর্ণিতম্ এতৎ কথমনুমিমীমহি জ্ঞাস্যামো বিরুদ্ধাদিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বাবিংশ অধ্যায়ে জ্যোতিশ্চক্রের মধ্যগত সূর্য্যাদির গতিভেদের ব্যবস্থা, সোম ও শুক্রাদি গ্রহগণের স্থিতি এবং তাহাদের শুভ ও অশুভ ফল বর্ণিত হইতেছে ॥ ০ ॥

পূর্ব্ব অধ্যায়ে 'সব্যেন চলন্ দক্ষিণেন করোতি' (৮ম অনুচ্ছেদে), অর্থাৎ যদিও সূর্য্যদেব নক্ষত্রাভিমুখে নিজের গতিহেতু মেরু পর্ব্বতকে বাম দিকে রাখিয়া ভ্রমণ করেন, তথাপি প্রবাহ নামক বায়ু দ্বারা জ্যোতিশ্চক্রের পরিভ্রমণহেতু প্রত্যহ সুমেরুকে দক্ষিণে রাখিয়া থাকেন—ইহা উক্ত হইয়াছে, এই বিষয়ে সংশয়বশতঃ মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'যদা' ইত্যাদি। ভগবান্ আদিত্য সুমেরু ও ধ্রুবকে দক্ষিণে রাখিয়া ভ্রমণ করেন—ইহা প্রত্যহ দৃশ্যমান। কিন্তু রাশিগণের অভিমুখে অথচ অপ্রদক্ষিণে তাহার গমন আপনি বর্ণনা করিয়াছেন—ইহা আমাদের নিকট পরস্পর বিরুদ্ধ মনে হইতেছে, অতএব আমরা ইহা কিরূপে অনুমান করিতে পারি? ॥ ১ ॥

———

স হোবাচ—

যথা কুলালচক্রেণ ভ্রমতা সহ ভ্রমতাং তদাশ্রয়াণাং পিপীলিকাদীনাং গতিরন্যৈব প্রদেশান্তরেষ্বপ্যুপলভ্যমানত্বাৎ। এবং নক্ষত্ররাশিভিরুপলক্ষিতেন কালচক্রেণ ধ্রুবং মেরুঞ্চ প্রদক্ষিণতঃ পরিধাবতা সহ পরিধাবমানানাং তদাশ্রয়াণাং সূর্য্যাদীনাং গ্রহাণাং গতিরন্যৈব নক্ষত্রান্তরে রাশ্যন্তরে চোপলভ্যমানত্বাৎ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (শ্রীশুকঃ) হ (স্পষ্টম্) উবাচ,—যথা ভ্রমতা কুলালচক্রেণ সহভ্রমতাং (চক্রবৈপরীত্যেন চলতাং) তদাশ্রয়াণাং পিপীলিকাদীনাং গতিঃ প্রদেশান্তরেষু অপি উপলভ্যমানত্বাৎ অন্যা এব। এবং নক্ষত্ররাশিভিঃ উপলক্ষিতেন ধ্রুবং মেরুং চ প্রদক্ষিণতঃ পরিধাবতা কালচক্রেণ সহ পরিধাবমানানাং সূর্য্যাদীনাং তদাশ্রয়ানাং গ্রহাণাং গতিঃ নক্ষত্রান্তরে রাশ্যন্তরে চ উপলভ্যমানত্বাৎ অন্যা এব। (অয়ং ভাবঃ—যথা শিশুমারচক্রপ্রেরকপ্রবহবায়ুগতিঃ অতিশীঘ্রা গ্রহনক্ষত্রাদীন্ পশ্চিমাভিমুখং ভ্রময়তি তথৈব প্রতিদিনম্ উদ্যন্তঃ অস্তময়ন্তঃ চ তে দৃশ্যন্তে গ্রহাদীনাং স্বীয়া গতিশ্চ পূর্ব্বাভিমুখা এব সা তু স্ফুটং ন দৃশ্যতে; কালান্তরে চ পূর্ব্বদিগ্‌গত-রাশিনক্ষত্রেষু তেষামুপলম্ভাৎ সা অনুমীয়তে) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—রাজন্, ভ্রাম্যমাণ কুলালচক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে তদাশ্রিতা পিপীলিকাদিকে যেমন চক্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে চক্রগতি হইতে ভিন্ন ভিন্ন গতিবিশিষ্টা হইতে দেখা যায়, তদ্রূপ নক্ষত্র ও রাশিদ্বারা উপলক্ষিত যে কালচক্র ধ্রুব ও সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহার সহিত পরিধাবমান সূর্য্যাদি এবং তদাশ্রিত গ্রহের গতিও ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্র ও রাশিতে ঐ চক্রের গতি হইতে ভিন্নপ্রকার উপলব্ধ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—সঃ শুকঃ হ স্পষ্টমুবাচ,—সহ ভ্রমতাং চক্রবৈপরীত্যেন চলতাং চক্রবশাৎ স্বতশ্চেতি গতিদ্বয়মবিরুদ্ধমিতি বাক্যার্থঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স হ উবাচ'—শ্রীল শুকদেব স্পষ্টই বলিলেন—'সহ ভ্রমতাং'—চক্রের বিপরীতভাবে গমনকারী ও চক্রের অধীনে স্বভাবিক গমনকারী—ইহাদের পৃথক্ গতিদ্বয় অবিরুদ্ধই—ইহা বাক্যার্থ। (যেমন কুম্ভকারের চক্রটি যে সময়ে ঘুরিতে থাকে, তখন তাহার উপর উপবিষ্ট পিপীলিকাদিও চক্রের সহিত ঘুরিতে থাকে বলিয়া চক্রের গতির অনুরূপ গতি পিপীলিকাদিরও হইয়া থাকে। আবার সেই চক্রের উপরই পিপীলিকা প্রভৃতি একস্থান হইতে অন্যস্থানে বিপরীত মুখে চলিতে থাকে বলিয়া উহাদের আর একটি পৃথক্ গতি অবশ্যই স্বীকার্য্য। এইরূপ কালচক্র যে সময়ে ধ্রুব ও মেরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরিভ্রমণ করে, কালচক্রের অন্তর্গত সূর্য্যাদি গ্রহের গতিও তদনুরূপ হয়, আবার অন্য নক্ষত্র ও অন্য রাশিতে সূর্য্যাদির গতি উপলব্ধ হওয়ায় পৃথক্ গতিও স্বীকার্য্য হইয়া থাকে।) ॥ ২ ॥

স এষ ভগবানাদিপুরুষ এব সাক্ষান্নারায়ণো লোকানাং স্বস্তয় আত্মানং ত্রয়ীময়ং কর্ম্মবিশুদ্ধিনিমিত্তং কবিভিরপি বেদেন বিজিজ্ঞাস্যমানো দ্বাদশধা বিভজ্য ষট্‌সু বসন্তাদিষ্বৃতুষু যথোপজোষমৃতুগুণান্ বিদধাতি ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ আদিপুরুষঃ (জগৎকারণভূতঃ) সাক্ষাৎ নারায়ণ এব স (সূর্য্যরূপেণাবস্থিতঃ) কবিভিঃ অপি বেদেন বিজিজ্ঞাস্যমানঃ (বেদৈঃ বোধ্যমানঃ কবিভিঃ উপাস্যমানঃ) এষঃ (সূর্য্যরূপী নারায়ণঃ) ত্রয়ীময়ং (বেদপ্রতিপাদ্যং) কর্ম্মবিশুদ্ধিনিমিত্তং (কর্ম্মণাং বিশুদ্ধেঃ সাদ্‌গুণ্যস্যনিমিত্তভূতম্) আত্মানং (কালস্বরূপম্ আত্মানং) দ্বাদশধা বিভজ্য লোকানাং (সর্ব্বপ্রাণিনাং) স্বস্তয়ে (মঙ্গলার্থং) বসন্তাদিষু ষট্‌সু ঋতুষু যথোপজোষং (যথা কর্ম্মোপভোগম্) ঋতুগুণান্ (শীতোষ্ণাদীন্) বিদধাতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—জগতের মূল কারণ আদি-পুরুষ—ভগবান্ নারায়ণ। বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ বেদস্তুতিদ্বারা তাঁহার উপাসনা করিলে তিনিই সূর্য্যরূপে অবস্থিত হইয়া লোকহিতার্থে কর্ম্মশুদ্ধির নিমিত্তীভূত স্বীয় ঋক্-যজুঃ-সামরূপ ত্রয়ীময়, কালস্বরূপ আত্মাকে দ্বাদশভাগে বিভক্ত করিয়া বসন্তাদি ছয় ঋতুতে কর্ম্মভোগানুসারে শীতোষ্ণাদি গুণসমূহ বিধান করেন ॥৩॥

বিশ্বনাথ—স প্রসিদ্ধঃ এষ কালরূপী ভগবান্ কর্ম্মণাং বিশুদ্ধেনিমিত্তং তেষাং তত্তৎকালনিয়তত্বাদিত্যর্থঃ। দ্বাদশধা বিভজ্য ঋতুরূপেণ যোঢ়া চ বিভজ্য যথোপজোষং যথাকর্ম্মভোগং ঋতুগুণান্ শীতোষ্ণাদীন্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স এষঃ'—সেই প্রসিদ্ধ এই কালরূপী ভগবান্, 'কর্ম্মবিশুদ্ধি-নিমিত্তং'—লোকসকলের কর্ম্মসমূহের উৎকর্ষ বিধানের জন্য, অর্থাৎ তাহাদের কর্ম্মগুলি সেই সেই কালের অধীনরূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে—এই অর্থ। 'দ্বাদশধা বিভজ্য'—সূর্য্যরূপী ভগবান্ বিষ্ণুই নিজ বেদময় আত্মাকে (দেহকে) দ্বাদশভাগে (দ্বাদশ মাসে) বিভক্ত করিয়া, এবং বসন্তাদি ছয়টী ঋতুতে ভাগ করিয়া, 'যথোপজোষং'—প্রাণিগণের কর্ম্মভোগের উপযোগী 'ঋতুগুণান্'—সেই সেই ঋতুর গুণ, অর্থাৎ শীত উষ্ণ প্রভৃতি বিধান করেন ॥ ৩ ॥

তমেনমিহ পুরুষাস্ত্রয্যা বিদ্যয়া বর্ণাশ্রমাচারানুপথা উচ্চাবচৈঃ কর্ম্মভিরাম্নাতৈর্যোগবিতানৈশ্চ শ্রদ্ধয়া যজন্তোঽঞ্জসা শ্রেয়ঃ সমধিগচ্ছন্তি ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—তম্ (আদিপুরুষং ভগবন্তম্) ইহ (মর্ত্ত্যলোকে) বর্ণাশ্রমাচারানুপথাঃ (বর্ণাশ্রমাচারানুবর্ত্তিনঃ) পুরুষাঃ ত্রয্যা বিদ্যয়া আম্নাতৈঃ উচ্চাবচৈঃ কর্ম্মভিঃ (সন্ধ্যোপাসনাগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মভিঃ) এনম্ (সূর্য্যমেব ইন্দ্রাদিরূপং) যোগবিতানৈশ্চ (ধ্যানাদিভিঃ চ অন্তর্য্যামিরূপং) শ্রদ্ধয়া যজন্তঃ (পূজয়ন্তঃ এব) অঞ্জসা (অনায়াসেন আত্মনঃ) শ্রেয়ঃ (কল্যাণং) সমধিগচ্ছন্তি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—এই প্রকার সূর্য্যরূপে অবস্থিত আদিপুরুষ ভগবান্ নারায়ণকে ইহলোকে বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মাবলম্বী পুরুষগণ বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি নানাবিধ কর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্রাদিরূপে এবং অষ্টাঙ্গ-যোগাদিদ্বারা

পরমাত্মরূপে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপাসনা করিতে করিতে অনায়াসে আত্মকল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—অনুপথা অনুবর্ত্তিনঃ ত্রয্যা আম্নাতৈঃ কর্ম্মভিরেনং সূর্য্যমেব ইন্দ্রাদিরূপং যোগবিতানৈশ্চাষ্টাঙ্গৈরন্তর্য্যামিরূপঞ্চ যজন্তঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনুপথাঃ'—বর্ণাশ্রম আচার অনুবর্ত্তী পুরুষগণ, 'ত্রয্যা আম্নাতৈঃ কর্ম্মভিঃ'—বেদবিহিত বিবিধ কর্ম্মদ্বারা, এই সূর্য্যদেবকেই ইন্দ্রাদি দেবতারূপে, এবং 'যোগবিতানৈঃ চ'—অষ্টাঙ্গ যোগক্রিয়া দ্বারা অন্তর্য্যামিরূপে আরাধনা করিয়া (শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন) ॥ ৪ ॥

———

অথ স এষ আত্মা লোকানাং দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরেণ নভোবলয়স্য কালচক্রগতো দ্বাদশ মাসান্ ভুঙ্‌ক্তে রাশিসংজ্ঞকান্ সম্বৎসরাবয়বান্ মাসঃ পক্ষদ্বয়ং সপাদর্ক্ষদ্বয়ং দিবা নক্তঞ্চেত্যুপদিশন্তি যাবতা ষষ্ঠমংশং ভুঞ্জীত, স বৈ ঋতুরিত্যুপদিশ্যতে সম্বৎসরাবয়বঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—অথ সঃ এষঃ লোকানাম্ আত্মা (সর্ব্বলোকানামন্তর্য্যামী সঃ এষঃ নারায়ণঃ অথ শব্দান্নারায়ণাধিষ্ঠানভূতঃ সূর্য্যঃ বা) দ্যাবা পৃথিব্যোঃ অন্তরেণ (মধ্যে) নভোবলয়স্য (নভোবলয়ম্ অন্তরিক্ষং তস্য) কালচক্রগতঃ (অন্তরিক্ষস্য মধ্যে যৎ কালচক্রঃ তদ্‌গতঃ) রাশিসংজ্ঞকান্ (রাশিভিঃ মেষাদিভিঃ সংজ্ঞা যেষাং তান্) সম্বৎসরাবয়বান্ (সম্বৎসরস্য অবয়বভূতান্) দ্বাদশান্ মাসান্ ভুঙ্‌ক্তে। পক্ষদ্বয়ং মাসঃ (ইতি চান্দ্রেণ মানেন তদেব) দিবানক্তং চ ইতি (পিতৃণাম্ ইতি শেষঃ) সপাদর্ক্ষদ্বয়ং (সপাদং মহানক্ষত্রদ্বয়ং মাসঃ ইনি তু সৌরেণ মানেন স্বগত্যা অস্য নভোমণ্ডলস্য যাবতা দ্বাদশম্ অংশং ভুঙ্‌ক্তে ; সঃ কালঃ মাসঃ জ্ঞেয়ঃ) ইতি উপদিশন্তি ; যাবতা (যাবৎকালেন) ষষ্ঠম্ অংশং ভুঞ্জীত সঃ বৈ ঋতুঃ ইতি সম্বৎসরাবয়বঃ ইতি উপদিশ্যতে (কথ্যতে) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বলোকের আত্মস্বরূপ ভগবান্ নারায়ণের সান্নিধ্যবশতঃ আদিত্য স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যবর্ত্তী আন্তরিক্ষের (নক্ষত্রের) মধ্যস্থলে কালচক্রস্থ মেষাদি-রাশিতে অবস্থিত হইয়া রাশির নামানুযায়ী দ্বাদশ মাস ভোগ করেন। ঐ দ্বাদশ মাসই সম্বৎসরের অবয়ব। চান্দ্রমানে দুইপক্ষে একমাস হইয়া থাকে, উহা পিতৃগণের এক এক অহোরাত্র। সৌরমানে সওয়া (এক চতুর্থাংশ) দুইনক্ষত্র-ভোগকাল—একমাস। সূর্য্যদেব যৎকালে সম্বৎসরের ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ রাশিদ্বয় ভোগ করেন, সেই কালকে 'ঋতু' বলা যায়, ঐ ঋতুও সম্বৎসরের এক অবয়ব ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—সূর্য্যগত্যৈব মাসাদিব্যবহার ইত্যাহ —অথেতি। দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে যন্নভো-বলয়ং তস্য কালচক্রগতঃ তৎসম্বন্ধি-জ্যোতিশ্চক্রস্থিতঃ। মাস এব কস্তত্রাহ—পক্ষদ্বয়ং মাস ইতি চান্দ্রেণ মানেন, দিবানক্তমিতি পৈত্র্যেণ সপাদনক্ষত্রদ্বয়ং সৌরেণ। স্বগত্যাস্য নভোমণ্ডলস্য যাবতা দ্বাদশমংশং ভুঙ্‌ক্তে সূর্য্যঃ স কালো মাসঃ অত্রানুক্তোঽপি জ্ঞেয়ঃ, ষষ্ঠমংশং মাসদ্বয়ম্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সূর্য্যের গতি অনুসারেই মাসাদির ব্যবহার, ইহা বলিতেছেন—'অথ' ইত্যাদি। 'দ্যাবাপৃথিব্যোঃ'—স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যে আকাশমণ্ডল, তাহার, 'কালচক্রগতঃ'—তৎসম্বন্ধি অর্থাৎ আকাশমণ্ডলস্থিত কালচক্রে অবস্থান করিয়া (সূর্য্যদেব সংবৎসরের অবয়বরূপ রাশিনামক দ্বাদশ মাসকে ভোগ করেন)। সেই মাসই বা কি ? তাহাতে বলিতেছেন—'পক্ষদ্বয়ং মাসঃ'—দুই পক্ষে এক মাস, ইহা চান্দ্রমানে বলা হইল। 'দিবা-নক্তম্'—ইহা সৌরমানে সূর্য্যের সওয়া দুই নক্ষত্র ভোগের কালরূপে নির্দ্দেশ করা হয় এবং পিতৃলোকের মানে ইহা দিবা ও রাত্রি গণ্য, অর্থাৎ একদিন বলিয়া ধার্য্য হয়। এইরূপ আকাশমণ্ডলস্থিত সূর্য্য যে পরিমাণ কাল দ্বারা সম্বৎসরের দ্বাদশ অংশ ভোগ করেন, সেই কাল মাস, ইহা এখানে অনুক্ত হইলেও বুঝিতে হইবে। 'ষষ্ঠমংশং'—ষষ্ঠ অংশ বলিতে দুইমাস (অর্থাৎ সূর্য্য যে পরিমাণ কালদ্বারা সম্বৎসরের ষষ্ঠ অংশ (মাসদ্বয়) ভোগ করেন, তাহাকে সম্বৎসরের অবয়ব ঋতুরূপে নির্ণয় করা হইয়া থাকে।) ॥ ৫ ॥

———

অথ চ যাবতার্দ্ধেন নভোবীথ্যাঃ প্রচরতি তং কালময়নমাচক্ষতে ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—অথ চ (সূর্য্যঃ) যাবতা অর্দ্ধেণ (মাসষট্‌কেন) নভোবীথ্যাং প্রচরতি তং কালম্ অয়নম্ আচক্ষতে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে সূর্য্যদেব যাবৎকাল ব্যাপিয়া নভোমণ্ডলের অর্দ্ধাংশে ভ্রমণ অর্থাৎ মাসষট্‌ক ভোগ করেন, তাবৎকাল 'অয়ন' বলিয়া কথিত হয় ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—অর্দ্ধেন অর্দ্ধং মাসষট্‌কং ভুঙ্‌ক্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যাবতা অর্দ্ধেন'—অর্দ্ধ বলিতে ছয়মাস ভোগ করেন এই অর্থ। (সূর্য্য যে পরিমাণ কাল দ্বারা আকাশ মার্গের অর্দ্ধ অংশ ভ্রমণ করেন, অর্থাৎ মাসষট্‌ক ভোগ করেন, তাহা 'অয়ন' নামে উক্ত হয়।) ॥ ৬ ॥

অথ চ যাবন্নভোমণ্ডলং সহ দ্যাবাপৃথিব্যো-র্মণ্ডলাভ্যাং কার্ৎস্নেন স হ ভুঞ্জীত, তং কালং সম্বৎসরং পরিবৎসরমিদাবৎসরমনুবৎসরং বৎসর-মিতি ভানোর্মান্দ্যশৈঘ্র্যসমগতিভিঃ সমামনন্তি ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—অথ চ (অপি চ) ভানোঃ মান্দ্য-শৈঘ্র্যসমগতিভিঃ দ্যাবাপৃথিব্যোঃ মণ্ডলাভ্যাং সহ কার্ৎস্নেন নভোমণ্ডলং যাবৎ সঃ হ (প্রসিদ্ধঃ সূর্য্যঃ) ভুঞ্জীত, তং কালং (ভানোঃ এব নিমিত্তাৎ) সম্বৎসরং পরিবৎসরম্, ইদাবৎসরম্ অনুবৎসরং, বৎসরং (সংজ্ঞয়া) সমামনন্তি (বৃদ্ধাঃ কথয়ন্তি); তত্র যদা শুক্লপ্রতিপদি সংক্রান্তিঃ ভবতি তদা সৌর-চান্দ্রয়োঃ মাসয়োঃ যুগপদুপক্রমঃ ভবতি সঃ সম্বৎ-সরঃ। ততঃ সৌরমানেন বর্ষে ষড়্‌দিনানি বর্দ্ধন্তে, চান্দ্রমানেন ষট্ ত্রুসন্তীতি দ্বাদশদিনব্যবধানাৎ উভয়োঃ অগ্রপশ্চাভাবঃ ভবতি, এবং পঞ্চবর্ষাণি গচ্ছন্তি; তন্মধ্যে দ্বৌ মলমাসৌ ভবতঃ; ততঃ পুনঃ ষষ্ঠঃ সম্বৎসরঃ ভবতি; তদেবম্ অবান্তরভেদেন সম্বৎ সরাদিপঞ্চকং সমামনন্তি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সূর্য্যদেব তাঁহার মন্দ, শীঘ্র ও সমান গতি দ্বারা যাবৎকাল পর্য্যন্ত স্বর্গমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল—এই তিন মণ্ডলকে সর্ব্বতোভাবে ভোগ করেন অর্থাৎ প্রদক্ষিণ করেন, তাবৎকাল-পরিমিত সময়কে পণ্ডিতগণ সম্বৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর ও বৎসর,—এই পঞ্চনামে অভিহিত করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ— দ্যাবাপৃথিব্যোরিতি দ্যুমণ্ডল-পৃথিবী-মণ্ডলয়োর্মধ্যবর্ত্তিনা নভোমণ্ডলেন তুল্যত্বমেব জ্ঞাপিতং, ন ত্বন্যথাধিক্যং। সম্বৎসরাদি-নাম-ভেদঃ সৌরচান্দ্রাদি-কৃত্যোপযোগিত্বেন তৃতীয়স্কন্ধ এব বিবৃতঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্যাবাপৃথিব্যোঃ'—(অর্থাৎ যে কালমধ্যে সূর্য্য স্বর্গ ও ভূমণ্ডলের সহিত আকাশ-মণ্ডল সম্পূর্ণ ভোগ করেন, তাহা তাঁহার গতির মন্দতা, দ্রুততা ও সমতাহেতু সম্বৎসর, পরিবৎসর ও অনুবৎসর নামে কথিত হয়)। এখানে স্বর্গমণ্ডল ও পৃথিবী-মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী আকাশমণ্ডলের তুল্যত্বই (সমপরিমাণই) জ্ঞাপিত হইল। সম্বৎসরাদি নাম-ভেদ সৌর ও চান্দ্রাদি কৃত্যের উপযোগী বলিয়া তৃতীয় স্কন্ধেই (১১ অধ্যায়ে) বিবৃত হইয়াছে। [যাবৎকাল সূর্য্যের দ্বাদশ রাশি ভোগ হয়, তাবৎ কালের নাম 'সম্বৎসর'। বৃহস্পতির দ্বাদশ রাশি ভোগকাল 'পরিবৎসর'। ত্রিংশৎ দিনে যে সাবন মাস হয়, তাহার বার মাসে এক 'ইদাবৎসর'। চন্দ্রের দ্বাদশ রাশির যে ভোগসকল, তাহার নাম 'অনুবৎসর'। নক্ষত্র-সংক্রান্ত মাসের বার মাসে এক 'বৎসর'—কথিত হয়।] ॥ ৭ ॥

এবং চন্দ্রমা অর্কগভস্তিভ্য উপরিষ্টাল্লক্ষযোজনত উপলভ্যমানোঽহর্কস্য সম্বৎসরভুক্তিং পক্ষাভ্যাং মাস-ভুক্তিং সপাদর্ক্ষাভ্যাং দিনেনৈব পক্ষভুক্তিমগ্রচারী দ্রুততরগমনো ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—এবম্ অর্কগভস্তিভ্যঃ (সূর্য্যমণ্ডল-রূপেভ্যঃ) লক্ষযোজনতঃ উপরিষ্টাৎ (ঊর্দ্ধে) উপলভ্যমানঃ (স্থিতঃ) চন্দ্রমা উগ্রচারী দ্রুততর-গমনঃ অর্কস্য সম্বৎসরভুক্তিং পক্ষাভ্যাং মাসভুক্তিং সপাদর্ক্ষাভ্যাং (সপাদদিনদ্বয়েন সপাদনক্ষত্রদ্বয়েন) পক্ষভুক্তিং দিনেনৈব (একেন দিনেন এব) ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—সূর্য্যমণ্ডলের লক্ষযোজন উপরিভাগে চন্দ্রগ্রহ দৃষ্ট হন। চন্দ্রদেব তাঁহার উগ্রাচরণশীলত্ব দ্রুতগামী হইয়া দুইপক্ষে সূর্য্যের সম্বৎসর, সওয়া দুই দিবসে সূর্য্যের একমাস ও এক একদিনে সূর্য্যের এক এক পক্ষ ভোগ করেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—চন্দ্রাদীনামপি স্থানং কার্য্যঞ্চাহ—অর্কগভস্তয়োঽর্কমণ্ডলং ততঃ লক্ষেতি ভূতলাদ্দ্বিলক্ষ ইত্যর্থঃ। সপাদর্ক্ষাভ্যাং সপাদদিনদ্বয়েন, দিনেনৈবেতি যদ্যুগ্রচারী কদাচিৎ স্যাৎ, তদা দ্রুততরগমনঃ সন্ দিনেনৈব পক্ষভুক্তিং ভুঙ্‌ক্তে, অন্যদা তু সার্দ্ধসপ্ত-ঘটিকোত্তরেণ দিনেন ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—চন্দ্রাদিরও স্থান ও কার্য্য বলিতেছেন—'এবম্ চন্দ্রমা' ইত্যাদি। 'অর্কগভস্তি' —বলিতে সূর্য্যমণ্ডল অর্থাৎ এইরূপ চন্দ্র সূর্য্যমণ্ডল হইতে লক্ষযোজন উপরিভাগে অবস্থান করেন, কিন্তু ভূতল হইতে দুইলক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে—এই অর্থ। 'সপাদর্ক্ষাভ্যাং'—তিনি (দুই পক্ষে সূর্য্যের সম্বৎসর,) সওয়া দুই দিনে সূর্য্যের এক মাস ভোগ করেন। 'দিনেনৈব'—যদি কখন উগ্রচারী হন, তাহা হইলে দ্রুতগতিযুক্ত হইয়া এক দিনেই সূর্য্যের এক পক্ষ ভোগ করেন, কিন্তু তাহা না হইলে অন্যসময়ে সার্দ্ধ সপ্ত ঘটিকোত্তর, অর্থাৎ সওয়া একদিনে সূর্য্যের এক পক্ষ ভোগ করেন ॥ ৮ ॥

———

অথ চাপূর্য্যমাণাভিশ্চ কলাভিরমরাণামপক্ষীয়-মাণাভিশ্চ কলাভিঃ পিতৄণামহোরাত্রাণি পূর্ব্বপক্ষাহেতু পরপক্ষাভ্যাং বিতন্বানঃ সর্ব্বজীবনিবহপ্রাণো জীব-শ্চৈকমেকং নক্ষত্রং ত্রিংশতা মুহূর্ত্তৈর্ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—অথ চ (সঃ চ চন্দ্রঃ) আপূর্য্যমাণা-ভিশ্চ (দেবানাম্ অপক্ষীয়মানাভিঃ কলাভিঃ চ পিতৄণাং পূর্ব্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যাম্ অহোরাত্রাণি বিতন্বানঃ (শুক্লপক্ষেণ) অমরাণাম্ (অহানি পূজাদিনানি বিতন্বানঃ "তস্মাদাপূর্য্যমাণপক্ষে যজন্তে" ইতি শ্রুত্যা দেবপূজায়াঃ শুক্লপক্ষে বিধানাৎ তেন শুক্লপক্ষেণ পিতৄণাং রাত্রীশ্চ বিতন্বানঃ ক্ষীয়মাণাদি-ভিশ্চ কলাভিঃ কৃষ্ণপক্ষেণ পিতৄণাম্ অহানি পূজাদি-নানি বিতন্বানঃ, অপরপক্ষে, পিতৄণাম্ ইতি শ্রুত্যা কৃষ্ণপক্ষে পিতৃপূজাবিধানাৎ) সর্ব্বজীবনিবহপ্রাণঃ (সর্ব্বেষাং জীবনিবহানাং প্রাণঃ অন্নময়ত্বাৎ অমৃত-ময়ত্বাচ্চ অতএব সর্ব্বজীবনিবহত্বাৎ) জীবঃ (চন্দ্রঃ) একম্ একং চ নক্ষত্রং ত্রিংশতা মুহূর্ত্তেন (একদিবস পরিমিতকালেন) ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—তিনি (চন্দ্র) শুক্লপক্ষে আপূর্য্যমাণ অর্থাৎ বৃদ্ধিশীল কলাদ্বারা পিতৃলোকের দিবাবিধান করেন। এই প্রকারে উভয় পক্ষে দেব ও পিতৃ-লোকের দিবারাত্রি বিধান করিয়া তিনি ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক এক নক্ষত্র ভোগ করেন। তিনি অমৃতময় ও অন্নময় বলিয়া সর্ব্বজীবের প্রাণ, অতএব জীবের জীবন-হেতু তাঁহাকে 'জীব' বলা যায় ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—আপূর্য্যমাণাভিরিতি শুক্লকৃষ্ণপক্ষাভ্যাং দেবানামহোরাত্রৌ। শুক্লকৃষ্ণপক্ষাভ্যাং পিতৄণামিতি দেবপিতৃপূজার্থং দেবপিত্রোরহোরাত্র-ব্যবস্থেত্যর্থঃ। ওষধীশত্বেনান্নময়ত্বাৎ প্রাণঃ ;—"অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণাঃ" ইতি শ্রুতেঃ। অতএব জীবনহেতুত্বাদ-মৃতময়ত্বাচ্চ জীবঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আপূর্য্যমাণাভিঃ'—ইত্যাদি, এই চন্দ্রই ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত কলাসমূহ দ্বারা শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষরূপে দেবগণের এবং পিতৃগণের অহোরাত্র বিধান করেন। দেবতা ও পিতৃগণের পূজার নিমিত্তই দেব ও পিতৃগণের অহো-রাত্র-ব্যবস্থা, এই অর্থ। এই চন্দ্র ওষধীশরূপে অন্নময় বলিয়া সর্ব্বজীবের প্রাণস্বরূপ। শ্রুতিতে উক্ত আছে —'অন্নই প্রাণিগণের প্রাণ' ইতি। অতএব সকলের জীবনের কারণ ও অমৃতময় বলিয়া এই চন্দ্র জীব নামেও উক্ত হন ॥ ৯ ॥

———

স এষ ষোড়শকলঃ পুরুষো ভগবান্ মনো-ময়োঽন্নময়োঽমৃতময়ো দেব-পিতৃ-মনুষ্য-ভূত-পশু-পক্ষি-সরীসৃপ-বীরুধাং প্রাণাপ্যায়নশীলত্বাৎ সর্ব্বময় ইতি বর্ণয়ন্তি ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ এষঃ ষোড়শকলঃ (ষোড়শকলা-বিশিষ্টঃ) পুরুষঃ ভগবান্ মনোময়ঃ (মানসাধিদেব-তাত্বাৎ) অন্নময়ঃ (ওষধীশত্বাৎ) অমৃতময়শ্চ

(সর্ব্বপ্রাণিজীবনহেতুত্বাৎ অতঃ) দেব-পিতৃ-মনুষ্য ভূত-পশু-পক্ষি-সরীসৃপ-বীরুধাং প্রাণা অপি (প্রাণনা অপি) আয়নশীলত্বাৎ (সর্ব্বজীবনহেতুত্বাৎ) সর্ব্ব-ময়ঃ ইতি বর্ণয়ন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—ষোড়শ-কলাবিশিষ্ট ভগবদ্বিভূতিরূপ চন্দ্র মনের অধিষ্ঠাতা বলিয়া মনোময়, ওষধী-পতি বলিয়া অন্নময়, এবং সর্ব্বপ্রাণীর জীবনস্বরূপ বলিয়া অমৃতময়। সুতরাং তিনি দেব, পিতৃ, মনুষ্য, ভূত, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, বৃক্ষলতাদি সকলেরই প্রাণ পরিতৃপ্ত করিয়া থাকেন বলিয়া পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'সর্ব্বময়' বলিয়া বর্ণনা করেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—মনসোঽধিষ্ঠাতৃত্বান্মনোময়ঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মনোময়ঃ'—এই চন্দ্রদেব মনের অধিষ্ঠাতা (নিয়ন্তা) বলিয়া মনোময় ॥ ১০ ॥

তত উপরিষ্টাদ্দ্বিলক্ষযোজনতো নক্ষত্রাণি মেরুং দক্ষিণেনৈব কালায়ন ঈশ্বরযোজিতানি সহাভিজিতাষ্টাবিংশতিঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ উপরিষ্টাৎ (চন্দ্রমণ্ডলাৎ ঊর্দ্ধং) দ্বিলক্ষ যোজনতঃ (ভূতলাত্তু পঞ্চলক্ষতঃ) কালায়নে (কালচক্রে) ঈশ্বরযোজিতানি (ঈশ্বরেণ যোজিতানি) অভিজিতা সহ (উত্তরাষাঢ়া-শ্রবণা-সন্ধৌ অভিজিৎ নক্ষত্রং পৃথক্কল্পিতং তেন সহ) অষ্টাবিংশতিঃ নক্ষত্রাণি মেরুং দক্ষিণেন এব (গচ্ছন্তি ন হি তেষাং সূর্য্যাদিবৎ পৃথক্ অন্যা গতিঃ অস্তি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—চন্দ্রমণ্ডলের দুইলক্ষ যোজন উপরে পরমেশ্বরের ইচ্ছাক্রমে কালচক্রে কতকগুলি নক্ষত্র যোজিত আছে, উহারা সুমেরুর দক্ষিণাংশেই ভ্রমণ করে (সূর্য্যাদি গ্রহের ন্যায় ভিন্ন গতিবিশিষ্ট নহে)। অভিজিৎ নক্ষত্র লইয়া উহাদের সংখ্যা অষ্টাবিংশতি ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিলক্ষেতি ভূতলাত্তু পঞ্চলক্ষতঃ; দক্ষিণেনৈবেতি তেষাং পৃথগ্গত্যভাবাৎ। কালায়নে কালচক্রে সহাভিজিতেতি "অভিজিন্নাম-নক্ষত্রম্ উপরিষ্টাদাষাঢ়ানাম্ অধস্তাচ্ছ্রোণায়াঃ" ইতি শ্রুতেঃ। উত্তরাষাঢ়া শেষার্দ্ধা শ্রবণাদৌ লিপ্তিকা চতুষ্কে চ অভিজিদিতি জ্যোতিষাচ্চ ; লিপ্তিকা দণ্ডঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্বিলক্ষযোজনতঃ'—চন্দ্রমণ্ডলের দুই লক্ষ যোজন উপরিভাগে, ভূতল হইতে কিন্তু পঞ্চলক্ষ যোজন উপরে, মেরুর দক্ষিণ দিকে নক্ষত্রগণ ঈশ্বরকর্ত্তৃক কালচক্রে যুক্ত রহিয়াছে। দক্ষিণ দিকে বলিবার কারণ তাহাদের আর পৃথক্ গতি নাই। 'কালায়নে'—বলিতে কালচক্রে। 'সহ অভিজিতা'—অভিজিৎ নক্ষত্রের সহিত ঐ নক্ষত্রগুলির সংখ্যা অষ্টাবিংশতি। উত্তরাষাঢ়া ও শ্রবণা নক্ষত্রের সন্ধিতে অভিজিৎ নামক নক্ষত্র পৃথক্ কল্পিত হইয়াছে। শ্রুতিতেও উক্ত আছে—'অভিজিৎ নামক নক্ষত্র আষাঢ়া (উত্তরাষাঢ়া) নক্ষত্রের উপরে এবং শ্রবণা নক্ষত্রের নিম্নভাগে রহিয়াছে।' জ্যোতিষ শাস্ত্রেও বলা হইয়াছে—উত্তরাষাঢ়ের শেষার্দ্ধ এবং শ্রবণা নক্ষত্রের পূর্ব্বভাগে চারিদণ্ড (লিপ্তিকা) অভিজিৎ নক্ষত্র। এখানে লিপ্তিকা বলিতে দণ্ড ॥ ১১ ॥

তত উপরিষ্টাদুশনা দ্বিলক্ষযোজনত উপলভ্যতে পুরতঃ পশ্চাৎ সহৈবার্কস্য শৈঘ্র্যমান্দ্যসাম্যাভির্গতিভির্রর্কবচ্চরতি লোকানাং নিত্যদানুকূল এব, প্রায়েণ বর্ষয়ংশ্চারেণানুমীয়তে স বৃষ্টিবিষ্টম্ভগ্রহোপশমনঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (নক্ষত্রমণ্ডলাৎ) উপরিষ্টাৎ (ঊর্দ্ধম্) উশনা (শুক্রঃ) দ্বিলক্ষযোজনতঃ (ভূতলাত্তু সপ্তলক্ষতঃ) উপলভ্যতে ; অর্কস্য পুরতঃ (সূর্য্যেণ ভোক্ষ্যমাণে নক্ষত্রে) পশ্চাৎ সহৈব (ভুক্তে সহৈব ভুজ্যমানে) বা শৈঘ্র্যমান্দ্য-সাম্যাভিঃ গতিভিঃ অর্কবৎ চরতি ; সঃ (শুক্রঃ) বৃষ্টি-বিষ্টম্ভগ্রহোপশমনঃ (বৃষ্টেঃ বিষ্টম্ভঃ স্তম্ভনং যস্মাৎ গ্রহাৎ তম্ উপশময়তি ইতি তথা) চারণে (সঞ্চারেণ) প্রায়েণ বর্ষয়ন্ (বৃষ্টিং কুর্ব্বন্) লোকানাং নিত্যদা (সদৈব) অনুকূলঃ এব (শুভদঃ এব) অনুমীয়তে (নিশ্চীয়তে) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ঐ নক্ষত্রমণ্ডলের দুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে (ভূতল হইতে সপ্তলক্ষ যোজন) শুক্রগ্রহ বর্ত্তমান। সূর্য্যের শীঘ্র, মন্দ ও সমান গতি-অনুসারে ঐ গ্রহ কখনও সূর্য্যের সঙ্গে সমানভাবে, কখনও পশ্চাতে, কখনও বা অগ্রে গমন করিয়া থাকেন। যে গ্রহ বৃষ্টির প্রতিবন্ধক, তিনি (শুক্র) তাহার নাশ

করেন। তাঁহার সঞ্চারে প্রায়ই বৃষ্টি হয়, সুতরাং তিনি প্রাণিগণের পক্ষে সর্ব্বদা হিতকর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিলক্ষেতি ভূতলাত্তু সপ্তলক্ষতঃ, চারেণ সঞ্চারেণ বৃষ্টের্বিষ্টম্ভস্তম্ভনং যস্মাত্তমরিষ্টমুপশময়তীতি সঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্বিলক্ষযোজনতঃ'—ইত্যাদি, সেই নক্ষত্রমণ্ডলের দুই লক্ষ যোজন, কিন্তু ভূতল হইতে সপ্ত লক্ষ যোজন উপরিভাগে শুক্রগ্রহের উপলব্ধি হয়। 'চারেণ'—এই শুক্রগ্রহের সঞ্চারবশতঃ (অর্থাৎ নক্ষত্রাদির অতিক্রমে) প্রায়ই বৃষ্টি হয়। 'বৃষ্টি-বিষ্টম্ভঃ'—যে সকল গ্রহ বৃষ্টির বিষ্টম্ভ অর্থাৎ স্তম্ভনকারী, তাহাদিগকে ইনি উপশম করেন, (ফলে এই গ্রহ সর্ব্বদা লোকের অনুকূল) ॥ ১২ ॥

উশনসা বুধো ব্যাখ্যাতঃ। তত উপরিষ্টাদ্‌দ্বিলক্ষযোজনতো বুধঃ সোমসুত উপলভ্যমানঃ প্রায়েণ শুভকৃৎ। যদার্কাদ্ব্যতিরিচ্যতে তদাতিবাতাভ্রপ্রায়ানাবৃষ্ট্যাদিভয়মাশংসতে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—উশনসা (শুক্রেণ) বুধঃ (অপি) ব্যাখ্যাতঃ (ইতি পুরতঃ পশ্চাৎ সহৈব বা চরতি ইত্যংশেন তুল্যতয়া নিরূপিতঃ); ততঃ (শুক্রাৎ) উপরিষ্টাৎ (ঊর্দ্ধং) দ্বিলক্ষযোজনতঃ (ভূতলাত্তু নবলক্ষতঃ) সোমসুতঃ বুধঃ উপলভ্য-মানঃ (বর্ত্তমানঃ); প্রায়েণ শুভকৃৎ (মঙ্গলপ্রদঃ ভবতি); যদা অর্কাৎ ব্যতিরিচ্যতে (অর্কেণ সহ ন চরতি), তদা অতিবাতাভ্রপ্রায়ানাবৃষ্ট্যাদিভয়ম্ (অতিবৃষ্টাদিভয়ম্) আশংসতে (সূচয়তি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—বুধগ্রহও শুক্রগ্রহের ন্যায় ব্যাখ্যাত হইয়া থাকেন অর্থাৎ তিনিও শুক্রের ন্যায় কখনও সূর্য্যের অগ্রে, কখনও পশ্চাতে, আবার কখনও বা একসঙ্গে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। শুক্রগ্রহের দুইলক্ষ-যোজন উপরিভাগে (অর্থাৎ ভূতল হইতে নয়লক্ষ যোজন উর্দ্ধে) চন্দ্রতনয় বুধ বর্ত্তমান। ইনিও প্রায়ই লোকের মঙ্গলপ্রদ হন। কিন্তু যখন সূর্য্যের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন, তখন প্রবল বাত্যা ও জলশূন্য মেঘাড়ম্বর অর্থাৎ অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্ট্যাদি ভয় সূচিত হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—উশনসা বুধো ব্যাখ্যাত ইতি পুরতঃ পশ্চাৎ সহৈব বা চরতীত্যংশেন তত্তুল্যঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উশনসা বুধঃ ব্যাখ্যাতঃ'—শুক্রগ্রহের বর্ণনাদ্বারা তদনুরূপ বুধেরও ব্যাখ্যা করা হইল। 'পুরতঃ পশ্চাৎ সহৈব'—সূর্য্যের পূর্ব্বে, পরে এবং একসঙ্গে নক্ষত্রকে ভোগ করেন—এই অংশে তুল্যতা। (অর্থাৎ সূর্য্য কোন নক্ষত্রকে ভোগ করিবেন, এই অবস্থায় যেমন শুক্রগ্রহ ঐ নক্ষত্রকে পূর্ব্বেই ভোগ করেন, কোন নক্ষত্রকে সূর্য্যের ভোগের পরে ভোগ করেন, আর কোন নক্ষত্র একসঙ্গে ভোগ্য হইলে তিনি ক্রমশঃ নক্ষত্রাদিকে অতিক্রম করিয়াও ভোগ করেন (অর্থাৎ বিচরণ করেন)। বুধগ্রহের বিচরণও এইরূপ শুক্রগ্রহের ন্যায়।) ॥ ১৩ ॥

অত ঊর্দ্ধ্বমঙ্গারকোঽপি যোজনলক্ষদ্বিতয় উপলভ্যমানস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ পক্ষৈরেকৈকশো রাশীন্ দ্বাদশানুভুঙ্‌ক্তে যদি ন বক্রেণাভিবর্ত্ততে প্রায়েণাশুভগ্রহোঽঘশংসঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—অতঃ (বুধমণ্ডলাৎ) অপি ঊর্দ্ধ্বং যোজনলক্ষদ্বিতয়ে (ভূতলাৎ একাদশলক্ষে) অঙ্গারকঃ (মঙ্গলঃ) উপলভ্যমানঃ (স্থিতঃ) ; ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ পক্ষৈঃ একৈকশঃ দ্বাদশ রাশীন্ অনুভুঙ্‌ক্তে ; যদি বক্রেণ ন অভিবর্ত্ততে (যদি বক্রগতিঃ ন স্যাৎ, তর্হি দ্বাদশরাশীন্ ক্রমেণ ভুঙ্‌ক্তে ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) প্রায়েণঃ অশুভগ্রহঃ অঘশংসঃ (দুঃখসূচকঃ ভবতি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—বুধমণ্ডলেরও দুইলক্ষ-যোজন উর্দ্ধ্বে (অর্থাৎ ভূতল হইতে একাদশলক্ষ-যোজন উর্দ্ধ্বে) মঙ্গলগ্রহ অবস্থিত। যদি ইঁহার গতি বক্র না হয়, তাহা হইলে ইনি তিন-তিন-পক্ষে এক একটী করিয়া ক্রমে দ্বাদশটী রাশি ভোগ করেন এবং প্রায়ই দুঃখজনক অশুভগ্রহ হইয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ–দ্বিলক্ষেতি ভূতলাত্তু নবলক্ষ ইত্যর্থঃ। লক্ষদ্বিতীয় ইতি ভূতলাদেকাদশলক্ষে ; যদি ন বক্রেণেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। অঘশংসঃ দুঃখসূচকঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্বিলক্ষেতি'—বুধগ্রহের দুই

লক্ষ যোজন উপরে মঙ্গলগ্রহের অবস্থান, অর্থাৎ ভূতল হইতে নবলক্ষ যোজন বুধগ্রহ এবং একাদশ লক্ষ যোজন মঙ্গলগ্রহ অবস্থিত। যদি বক্রভাবাপন্ন না হন—ইহা পূর্ব্ব হইতে অন্বয় করিতে হইবে, (তাহা হইলে তিনি তিন পক্ষকালে দ্বাদশ রাশির এক এক-টিকে ভোগ করেন)। এই মঙ্গলগ্রহ প্রায়শঃ দুঃখ-সূচক অশুভ গ্রহ ॥ ১৪ ॥

———

তত উপরিষ্টাদ্দ্বিলক্ষযোজনান্তরগতো ভগবান্ বৃহস্পতিরেকৈকস্মিন্ রাশৌ পরিবৎসরং প্রচরতি যদি ন বক্রঃ স্যাৎ প্রায়েণানুকূলো ব্রাহ্মণকুলস্য ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (মঙ্গলমণ্ডলাৎ) উপরিষ্টাৎ (ঊর্দ্ধং) দ্বিলক্ষযোজনান্তরগতঃ (ভূতলাৎ ত্রয়োদশ-লক্ষগতঃ) ভগবান্ বৃহস্পতিঃ একৈকস্মিন্ রাশৌ পরিবৎসরং প্রচরতি ; যদি ন বক্রঃ স্যাৎ (তর্হি) প্রায়েণ ব্রাহ্মণকুলস্য অনুকূলঃ (শুভদঃ ভবেৎ) ॥ ১৫

অনুবাদ—মঙ্গলমণ্ডলের দুইলক্ষ-যোজন উপরি-ভাগে (ভূতল হইতে ত্রয়োদশলক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে) বৃহস্পতি-গ্রহ ; তিনি এক এক পরিবৎসরে এক এক রাশি ভোগ করেন। যদি তাঁহার গতি বক্র না হয়, তাহা হইলে তিনি প্রায়ই ব্রাহ্মণকুলের শুভকারী হইয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিলক্ষেতি ভূতলাত্তু ত্রয়োদশলক্ষে। যদি ন বক্র ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ততঃ উপরিষ্টাৎ দ্বিলক্ষ-যোজনে'—মঙ্গল গ্রহের দুই লক্ষ যোজন উপরে, ভূতল হইতে ত্রয়োদশ লক্ষ যোজন উপরিভাগে ভগবান্ বৃহস্পতি অবস্থিত। যদি বক্রভাবাপন্ন না হন—ইহা পূর্ব্ব হইতে অন্বয় করিতে হইবে। (অর্থাৎ বক্রভাবাপন্ন না হইলে তিনি এক একটি রাশিতে সংবৎসর কাল পর্য্যন্ত বিচরণ করেন। বৃহস্পতি প্রায়শঃ ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুকূল হইয়া থাকেন।) ॥ ১৫ ॥

———

তত উপরিষ্টাদ্‌যোজনলক্ষদ্বয়াৎ প্রতীয়মানঃ শনৈশ্চর একৈকস্মিন্ রাশৌ ত্রিংশতং ত্রিংশতং মাসান্ বিলম্বমানঃ সর্ব্বানেবানুপর্য্যেতি তাবদ্ভিরনুবৎসরৈঃ প্রায়েণ হি সর্ব্বেষামশান্তিকরঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ উপরিষ্টাৎ যোজনলক্ষদ্বয়াৎ (ভূতলাৎ পঞ্চদশলক্ষাৎ) শনৈশ্চর প্রতীয়মানঃ (স্থিতঃ সন্) একৈকস্মিন্ রাশৌ ত্রিংশতং ত্রিংশতং মাসান্ বিলম্বমানঃ তাবদ্ভিঃ অনুবৎসরৈঃ সর্ব্বান্ এব অনুপর্য্যেতি (দ্বাদশরাশীন্ অনুক্রামতি) ; প্রায়েণ হি সর্ব্বেষাম্ অশান্তিকরঃ (দুঃখদঃ ভবতি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—বৃহস্পতিমণ্ডলের দুইলক্ষ-যোজন উপ-রিভাগে (অর্থাৎ ভূতল হইতে পঞ্চদশলক্ষ উপরে) শনৈশ্চরগ্রহ দৃষ্ট হইয়া থাকেন। এক এক রাশিতে ইনি ত্রিশ ত্রিশ মাস বিলম্ব করিয়া ত্রিংশৎ অনুবৎসরে সমস্ত দ্বাদশটী রাশি পরিক্রমণ করিয়া থাকেন। ইনি প্রায় সকলেরই অশান্তি উৎপাদন করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—যোজনলক্ষদ্বয়াদিতি ভূতলাত্তু পঞ্চদশ-লক্ষে ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যোজনলক্ষদ্বয়াৎ' — বৃহ-স্পতির দুইলক্ষ যোজন উপরে, কিন্তু ভূতল হইতে পঞ্চদশ লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে শনিগ্রহ অবস্থান করেন। (শনি এক একটি রাশিতে ত্রিশ ত্রিশ মাস অবস্থান করিয়া ত্রিশ বৎসরে সকল রাশি ভ্রমণ করেন। এই গ্রহ প্রায়শঃ সকল লোকেরই অশান্তিজনক।) ॥ ১৬ ॥

———

তত উত্তরস্মাদৃষয় একাদশলক্ষযোজনান্তর উপ-লভ্যন্তে য এব লোকানাং শমনুভাবয়ন্তো ভগবতো বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং প্রদক্ষিণং প্রক্রামন্তি ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে জ্যোতিশ্চক্রবর্ণনে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—ততঃ (শনৈশ্চরাৎ) উত্তরস্মাৎ একা-দশলক্ষযোজনান্তরে (ভূতলাৎ ষড়্‌বিংশতিলক্ষযোজ-নান্তরে) ঋষয়ঃ (সপ্তর্ষয়ঃ) উপলভ্যন্তে ; যে এব (সপ্তর্ষয়ঃ) লোকানাং শং (কল্যাণম্) অনুভাবয়ন্তঃ (চিন্তয়ন্তঃ) ভগবতঃ বিষ্ণোঃ যৎ পরমং পদং

(ধ্রুবলোকং তৎ) প্রদক্ষিণং প্রক্রামন্তি (পরিভ্রমন্তি) ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—শনিমণ্ডল হইতে একাদশলক্ষ-যোজনান্তরে অর্থাৎ ভূতল হইতে ষড়্‌বিংশতিলক্ষ-যোজনান্তরে সপ্তর্ষিমণ্ডল অবস্থিত ; এই সপ্তর্ষি, লোকের মঙ্গল চিন্তা করিতে করিতে বিষ্ণুর পরমপদ ধ্রুবলোককে প্রদক্ষিণ করিতেছে ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—একাদশলক্ষ ইতি ভূতলাত্তু ষড়্‌বিংশলক্ষ, পরমং পদং ধ্রুবলোকম্ ॥ ১৭ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বাবিংশঃ পঞ্চমেঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'একাদশলক্ষ-যোজনান্তরে'—শনিগ্রহের উত্তরদিকে এগার লক্ষ যোজন দূরে, কিন্তু ভূতল হইতে ষড়্‌বিংশ (২৬) লক্ষ যোজন দূরে, সপ্তর্ষিগণ বিরাজ করেন। 'পরমং পদং'—বিষ্ণুর পরম ধাম বলিতে ধ্রুবলোক (অর্থাৎ জগতের কল্যাণ-চিন্তায় রত সপ্তর্ষিগণ ভগবান্ বিষ্ণুর পরম ধাম অর্থাৎ ধ্রুবলোক প্রদক্ষিণ করিয়া বিচরণ করিতেছেন।) ॥ ১৭ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার পঞ্চমস্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫।২২ ॥

মধ্ব—

জ্ঞানানন্দাত্মকো বিষ্ণুঃ শিংশুমার-বপুষ্যথ।
উর্দ্ধলোকেষু স ব্যাপ্ত আদিত্যাদ্যাস্তদাশ্রিতা ॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ॥ ১৭ ॥

ইতি বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-পঞ্চমস্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।
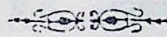
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

অথ তস্মাৎ পরতস্ত্রয়োদশলক্ষযোজনান্তরতো যৎ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদমভিবদন্তি যত্র মহাভাগবতো ধ্রুব ঔত্তানপাদিরগ্নিনেন্দ্রেণ প্রজাপতিনা কশ্যপেন ধর্ম্মেণ চ সমকালযুগ্‌ভিঃসবহুমানঃ দক্ষিণতঃ ক্রিয়মাণ ইদানীমপি কল্পজীবিনামাজীব্য উপাস্তে। তস্য মহানুভাব উপবর্ণিতঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে জ্যোতিশ্চক্রের আশ্রয়স্বরূপ ধ্রুবস্থান এবং শিশুমাররূপে ভগবান্ শ্রীহরির অবস্থিতি বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের ত্রয়োদশ-লক্ষ যোজনান্তরে শ্রীবিষ্ণুর পরম-পদ। তথায় অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, কশ্যপ ও ধর্ম্মের দ্বারা বহু সম্মানিত হইয়া ধ্রুব তাঁহাদের সহিত অবস্থান করিতেছেন। মেধীতে আবদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় কাল জ্যোতির্গণকে নিরন্তর ভ্রমণ করাইতেছে ; ধ্রুব তাহাদিগের স্তম্ভ অর্থাৎ মেধীস্বরূপ। কালচক্রস্থ জ্যোতির্গণ ধ্রুবকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার (ধ্রুবের) চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। বিরাট্-উপাসকের ন্যায় উপাসনায় চিত্তসন্নিবেশার্থ কোন কোন যোগী এই জ্যোতিশ্চক্রকে শিশুমারাকৃতি ভগবান্ বাসুদেবরূপে কল্পনা করেন। সেই শিশুমারের মস্তক অধোমুখে ও দেহ সর্পের ন্যায় কুণ্ডলীভূত। উহার পুচ্ছাগ্রে ধ্রুব, লাঙ্গুলে প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র ও ধর্ম্ম পুচ্ছমূলে, ধাতা ও বিধাতা এবং কটিদেশে সপ্তর্ষি অধিষ্ঠিত আছেন। উহার শরীর দক্ষিণাবর্ত্তে কুণ্ডলীভূত-অবস্থায় বর্ত্তমান।

উহার দক্ষিণপার্শ্বে অভিজিৎ হইতে পুনর্ব্বসু পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ নক্ষত্র এবং বামপার্শ্বে পুষ্যা প্রভৃতি চতুর্দ্দশ নক্ষত্র সংযুক্ত আছে। পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা শিশুমারের দক্ষিণ ও বাম নিতম্বে, আর্দ্রা ও অশ্লেষা দক্ষিণ ও বামপদে এবং অন্যান্য নক্ষত্র তাঁহার (শিশুমারের) বিভিন্ন অঙ্গে সংযোজিত, এইরূপ কল্পিত হইয়াছে। যোগিগণচিত্ত স্থির করিবার নিমিত্ত এই শিশুমারাকৃতি ভগবানের ত্রিসন্ধ্যা উপাসনার বিষয়ে উপদেশ করিয়া থাকেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—অথ তস্মাৎ (ঋষিমণ্ডলাৎ) পরতঃ ত্রয়োদশলক্ষযোজনান্তরতঃ যৎ তৎ (প্রসিদ্ধং) বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ অভিবদন্তি (তৎ অস্তি ইতি শেষঃ) যত্র মহাভাগবতঃ ঔত্তানপাদিঃ ধ্রুবঃ সমকালযুগ্‌ভিঃ (সমকালম্ এব যুজ্যন্তে ইতি তথা তৈঃ) অগ্নিনা ইন্দ্রেণ প্রজাপতিনা কশ্যপেন ধর্ম্মেণ চ সবহুমানং দক্ষিণতঃ ক্রিয়মাণঃ ইদানীম্ অপি কল্পজীবিনাম্ (অবান্তরকল্পে বর্ত্তমানানাম্) আজীব্যঃ উপাস্তে (তিষ্ঠতি) তস্য (ধ্রুবস্য ইহ মর্ত্ত্যলোকে) মহানুভাবঃ, (ভগবদারাধনরাজ্যপালনাদিরূপঃ চতুর্থস্কন্ধে) উপবর্ণিতঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন—সপ্তর্ষিমণ্ডলের ত্রয়োদশলক্ষ-যোজনান্তরে যে স্থান আছে, পণ্ডিতগণ তাহাকে বিষ্ণুর পরমপদ কহিয়া থাকেন। সেখানে উত্তানপাদনন্দন মহাভাগবত ধ্রুব কল্পজীব্যরূপে এখনও অবস্থান করিতেছেন। অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, কশ্যপ ও ধর্ম্ম,—ইঁহারা একই সময়ে সকলে মিলিত হইয়া বহু সম্মানসহকারে তাঁহাকে (ধ্রুবকে) দক্ষিণে রাখিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। ইহলোকে সেই ধ্রুবের ভগবদারাধনা ও রাজ্যপালনাদিরূপ মাহাত্ম্য চতুর্থ-স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ধ্রুবলোকং ত্রয়োবিংশে প্রাহ বিষ্ণুপদাভিধম্।
শিশুমারাকারতয়া জ্যোতিশ্চক্রঞ্চ দর্শিতম্ ॥০॥
ত্রয়োদশেতি ভূতলাদেকোনচত্বারিংশল্লক্ষে ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে বিষ্ণুর ধামরূপ ধ্রুবলোক এবং শিশুমার আকারে জ্যোতিশ্চক্রের বর্ণনা করা হইয়াছে ॥ ০ ॥

'ত্রয়োদশ'—ইত্যাদি, সেই সপ্তর্ষিলোকের উপরিভাগে তের লক্ষ যোজন, অর্থাৎ ভূতল হইতে উনচল্লিশ (৩৯) লক্ষ যোজন ব্যবধানে (ভগবান্ বিষ্ণুর যে পরম ধাম বিরাজমান রহিয়াছে, সেখানে থাকিয়া মহাভাগবত ধ্রুব এখনও ভগবানের উপাসনা করিতেছেন।) ॥ ১ ॥

স হি সর্ব্বেষাং জ্যোতির্গণানাং গ্রহনক্ষত্রাদীনামনিমিষেণাব্যক্তরংহসা ভগবতা কালেন ভ্রাম্যমাণানাং স্থাণুরিবাবষ্টম্ভ ঈশ্বরেণ বিহিতঃ শশ্বদবভাসতে ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—স হি (ধ্রুবঃ) অনিমিষেণ (বিশ্রান্তিরহিতেন) অব্যক্তরংহসা (অব্যক্তং রংহঃ বেগঃ যস্য তেন) ভগবতা কালেন ভ্রাম্যমাণানাং সর্ব্বেষাং জ্যোতির্গণানাং গ্রহ-নক্ষত্রাদীনাং স্থাণুরিবাবষ্টম্ভঃ (স্থাণুরিব নিশ্চলঃ অবষ্টম্ভঃ অবলম্বঃ) ঈশ্বরেণ বিহিতঃ (স্থাপিতঃ) শশ্বৎ অবভাসতে (নিরন্তরং ভাতি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—অবিশ্রান্ত ও অব্যক্তগতি ভগবদাত্মক কাল যে-সমস্ত গ্রহনক্ষত্রাদিকে ভ্রমণ করাইতেছেন, পরমেশ্বর-কর্ত্তৃক সেই গ্রহনক্ষত্রাদির আশ্রয়রূপে নিয়োজিত হইয়া ধ্রুব, স্থাণুর ন্যায় স্থিরভাবে নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—সমকালমেব যুজ্যন্ত ইতি তৈরাগ্ন্যাদিভির্নক্ষত্ররূপৈঃ। স্থাণুরিবেতি শ্লেষেণ কালচক্রেণ চালয়িতুমশক্যত্বাৎ স এবৈকঃ স্থির ইত্যর্থঃ। প্রত্যুত কালচক্রস্যাবষ্টম্ভঃ। তেন সর্ব্বে কালচক্রাধীনাঃ ধ্রুবস্তু কালচক্রমপ্যধীনীকরোতীতি ধ্বনিঃ। নন্বীদৃশী যোগ্যতা তস্য কথমভূত্তত্রাহ—ঈশ্বরেণ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুমপি সমর্থেন বিহিতঃ স্বভক্তোৎকর্ষখ্যাপনার্থমিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সমকালযুগ্‌ভিঃ'—(ইহা প্রথম অনুচ্ছেদের অংশ), অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি নক্ষত্ররূপী হইয়া এককালেই যুক্তভাবে পরম সমাদরে তাঁহাকে (ধ্রুবকে) দক্ষিণ দিকে রাখিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছেন। 'স্থাণুঃ ইব'—স্থাণুর ন্যায়, শ্লেষার্থে কালচক্রের দ্বারা চালিত হইতে অসমর্থ বলিয়া সেই ধ্রুবই একমাত্র স্থির—এই অর্থ। প্রত্যুত সেই ধ্রুবলোক কালচক্রের অবষ্টম্ভস্বরূপ (আশ্রয় স্থান)।

ইহাতে সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ কালচক্রের অধীন, কিন্তু ধ্রুব কালচক্রকেও অধীন করিয়াছেন—ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। যদি বলেন—দেখুন, এরূপ, যোগ্যতা তাঁহার (ধ্রুবের) কিরূপে হইল? তাহাতে বলিতেছেন—'ঈশ্বরেণ'—ঈশ্বর, যিনি সর্ব্বনিয়ামক অর্থাৎ করিতে, না করিতে অথবা অন্যথা করিতে সমর্থ ভগবান্ কর্ত্তৃকই স্বভক্তের উৎকর্ষ খ্যাপনের নিমিত্ত, 'বিহিতঃ'—স্তম্ভরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে—এই ভাব ॥ ২ ॥

———

যথা মেধীস্তম্ভ আক্রমণপশবঃ সংযোজিতাস্ত্রিভিঃ সবনৈর্যথাস্থানং মণ্ডলানি চরন্তি, এবং ভ-গণা গ্রহাদয় এতস্মিন্নন্তবহির্যোগেন কালচক্র আযোজিতা ধ্রুবমেবাবলম্ব্য বায়ুনোদীর্য্যমাণা আকল্পান্তং পরিতঃ ক্রামন্তি। নভসি যথা মেঘাঃ শ্যেনাদয়ো বায়ুবশাঃ কর্ম্মসারথয়ঃ পরিবর্ত্তন্তে এবং জ্যোতির্গণাঃ প্রকৃতিপুরুষসংযোগানুগৃহীতাঃ কর্ম্মনির্ম্মিতগতয়ো ভুবি ন পতন্তি ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—যথা মেধীস্তম্ভে সংযোজিতাঃ আক্রমণপশবঃ (ধান্যাক্রমণার্থং স্তম্ভবদ্ধাঃ বলীবর্দ্দাঃ) ত্রিভিঃ সবনৈঃ (মেধীস্তম্ভনিকটমধ্যদূরবর্ত্তিভিঃ) বিভাগৈঃ যথাস্থানং (স্ব-স্ব-স্থানম্ অনতিক্রম্য) মণ্ডলানি চরন্তি (পরিভ্রমন্তি) এবম্ এতস্মিন্ কালচক্রে অন্তর্ব্বহির্যোগেন (উপর্য্যধঃ স্থানবিভাগেন চ ঈশ্বরেণ) আযোজিতাঃ ভগণাঃ গ্রহাদয়ঃ (সূর্য্যাদয়ঃ গ্রহাঃ) ধ্রুবম্ এব অবলম্ব্য বায়ুনা উদীর্য্যমাণাঃ (প্রবর্ত্ত্যমানাঃ) আকল্পান্তং (কল্পান্ত-পর্য্যন্তং) পরিতঃ (চতুর্দ্দিক্ষু) ক্রামন্তি (পরিভ্রমন্তি) নভসি যথা মেঘাঃ শ্যেনাদয়ঃ (পক্ষিণঃ) বায়ুবশাঃ বায়ুচালিতাঃ) কর্ম্মসারথয়ঃ (কর্ম্মসারথিঃ সহায়ঃ যেষাং তে) পরিবর্ত্তন্তে এবং জ্যোতির্গণাঃ প্রকৃতিপুরুষসংযোগানুগৃহীতাঃ (পুরুষাধিষ্ঠিত-মায়াবশীকৃতাঃ) কর্ম্মনির্ম্মিত গতয়ঃ (কর্ম্মবশাৎ গমনশীলাঃ সন্তঃ) (পরিভ্রমন্তি) ভুবি ন পতন্তি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—ধান্য-আক্রমণার্থ পশুসকল যেমন মেধীস্তম্ভে বদ্ধ হইয়া স্তম্ভের নিকট, মধ্য ও দূরবর্ত্তি-স্থানবিভাগানুসারে স্ব-স্ব স্থান অতিক্রম না করিয়া স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করে, সেইরূপ এই কালচক্রে উর্দ্ধ ও অধঃস্থান-বিভাগানুসারে সূর্য্যাদি গ্রহ ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ধ্রুবকেই অবলম্বনপূর্ব্বক বায়ুকর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া কল্পান্তকাল-পর্য্যন্ত ধ্রুবলোকের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমা করেন। আকাশে মেঘ ও বাজাদি পক্ষী বায়ুবশে যেমন কর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া নভোমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, কখনও পতিত হয় না, সেইরূপ গ্রহগণও পুরুষাধিষ্ঠিত মায়ার অধীনে কর্ম্মনির্ম্মিত গতি-অনুসারে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, ভূমিতে চ্যুত হন না ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ধান্যাদ্যাক্রমণপশবো বলীবর্দ্দাঃ খলমধ্যনিখাতস্তম্ভোমেঢ়ী তত্র সংযোজিতাঃ কৃষীবলেনেত্যর্থঃ। ত্রিভিঃ সবনৈর্মেঢ়ীস্তম্ভনিকটমধ্যদূরবর্ত্তিভিবিভাগৈঃ যথাস্থানং স্ব-স্ব-স্থানস্থিতিমনতিক্রম্য চরন্তি, দার্ষ্টান্তিকে ত্রিভিঃ সবনৈরুত্তরায়ণবৈষুব-দক্ষিণায়নৈঃ সময়ৈঃ। অন্তরধোঽধঃ স্থলং বহিরুপর্য্যুপরিতনং স্থলং তত্র যোগেন স্থিত্যা কালচক্র এব যোজিতাঃ। যথা সপ্তর্ষীণামধোঽধঃ স্থিত্যা আযোজিতাঃ শনৈশ্চরাদয়ঃ তথা সূর্য্যাদীনামুপর্য্যপরিস্থিত্যা আযোজিতাঃ সোমাদয়ঃ তত্র তত্র আযোজিতাঃ ঈশ্বরেণৈব বায়ুনা তু উদীর্য্যমাণাশ্চাল্যমানাঃ; ননু কথন্তেঽন্তরীক্ষান্ন পতন্তি? তত্রাহ—নভসীতি। কর্ম্মসারথয়ঃ কর্ম্মসহায়াঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যথা মেধীস্তম্ভে'—ধান্যাদি শস্যমর্দ্দনকালে কৃষক কর্ত্তৃক কয়েকটি বলদ যেরূপ একসঙ্গে 'মেধীস্তম্ভে', অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী একটি স্তম্ভকাষ্ঠে (মেইকাঠে) পর পর একই রজ্জুতে আবদ্ধ থাকিয়া, 'ত্রিভিঃ সবনৈঃ'—মেধীস্তম্ভের নিকট, মধ্য ও দূরবর্ত্তিরূপে, 'যথাস্থানং'—নিজ নিজ স্থান ত্যাগ না করিয়া একইভাবে মণ্ডলটি পরিভ্রমণ করে, দার্ষ্টান্তিকে তিনটি সবন বলিতে উত্তরায়ণ, বৈষুব ও দক্ষিণায়ন কালে সেইরূপ গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কগণও, 'অন্তর্বহির্যোগেন'—অন্তঃ বলিতে নিম্ন নিম্ন স্থল; বহিঃ উপরি উপরি স্থল, সেখানে যুক্ত হইয়া, অর্থাৎ একই কালচক্রের মধ্যভাগ ও বহির্ভাগে আবদ্ধ থাকিয়া ধ্রুবকে অবলম্বন করিয়াই কল্পকাল পর্য্যন্ত আকাশমণ্ডলে নির্দ্দিষ্ট পথে পরিভ্রমণ করিতেছে।

যেমন সপ্তর্ষিগণের নিম্ন নিম্ন স্থলে শনিগ্রহ প্রভৃতি স্থাপিত, সেইরূপ সূর্য্যাদির উর্দ্ধ উর্দ্ধ স্থলে চন্দ্রাদি যথাস্থানে ঈশ্বর কর্ত্তৃকই স্থাপিত, কিন্তু বায়ুর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। যদি বলেন—কিজন্য তাহারা অন্তরীক্ষ হইতে পতিত হয় না? তাহাতে বলিতে-ছেন—'নভসি' ইত্যাদি, মেঘ ও শ্যেন প্রভৃতি পক্ষিগণ যেরূপ নিজ নিজ ক্রিয়ার সাহায্যে, বায়ুবশে আকাশ-মার্গে—পর্য্যটন করে, এইরূপ জ্যোতিষ্কগণও প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগবশে, 'কর্ম্ম-সারথয়ঃ'—কর্ম্ম সারথি বলিতে সহায় যাহাদের, অর্থাৎ কর্ম্মসহায় হইয়া, অর্থাৎ কর্ম্মানুরূপ গতি অনুসারে আকাশে ভ্রমণ করে, পরন্তু ভূতলে পতিত হয় না ॥ ৩ ॥

———

কেচিদেতজ্জ্যোতিরনীকং শিশুমারসংস্থানেন ভগবতো বসুদেবস্য যোগধারণায়ামনুবর্ণয়ন্তি ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—কেচিৎ (সিদ্ধান্তিনঃ) এতৎ শিশুমার-সংস্থানেন (শিশুমারঃ জলজন্তুবিশেষঃ তৎসংস্থানেন তদাকারেণ উপলক্ষিতং) জ্যোতিরনীকং (জ্যোতি-শ্চক্রং) ভগবতঃ বাসুদেবস্য (পরব্রহ্মণঃ) যোগ-ধারণায়াং (বিরাড়্‌বদুপাসনা বেশার্থে যথেষ্টকল্পনা-মাত্রময্যাং তস্যাং স্থিতমিতি) অনুবর্ণয়ন্তি (কথয়ন্তি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—এই শিশুমারাকৃতি—জ্যোতিশ্চক্ররূপ। ভগবান্ বাসুদেবের উপাসনায় চিত্তসন্নিবেশার্থ ঐরূপ কল্পিত হইয়াছে,—কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—জ্যোতিরনীকং জ্যোতিশ্চক্রম্ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জ্যোতিরনীকং'—জ্যোতি-শ্চক্রকে (অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবের উপাসনার জন্য কেহ কেহ এই জ্যোতিশ্চক্রকে শিশুমারের অন্তর্গত-রূপেই কল্পনা করেন।) ॥ ৪ ॥

———

যস্য পুচ্ছাগ্রেঽবাক্‌শিরসঃ কুণ্ডলীভূতদেহস্য ধ্রুব উপকল্পিতঃ তস্য লাঙ্গুলে প্রজাপতিরগ্নিরিন্দ্রো ধর্ম্ম ইতি পুচ্ছমূলে ধাতা বিধাতা চ কট্যাং সপ্তর্ষয়স্তস্য দক্ষিণাবর্ত্তকুণ্ডলীভূতশরীরস্য যান্যুদগয়নানি দক্ষিণ-পার্শ্বে নক্ষত্রাণি উপকল্পয়ন্তি দক্ষিণায়নানি তু সব্যে যথা শিশুমারস্য কুণ্ডলাভোগসন্নিবেশস্য পার্শ্বয়োরু-ভয়োরপ্যবয়বাঃ সমসংখ্যা ভবন্তি; পৃষ্ঠে ত্বজবীথী আকাশগঙ্গা চোদরতঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—অবাক্‌শিরসঃ কুণ্ডলীভূতদেহস্য যস্য পুচ্ছাগ্রে ধ্রুবঃ উপকল্পিতঃ (স্থিতঃ) তস্য লাঙ্গুলে প্রজা-পতিঃ অগ্নিঃ ইন্দ্রঃ ধর্ম্মঃ ইতি (শেষঃ) পুচ্ছমূলে ধাতা বিধাতা চ কট্যাং সপ্তর্ষয়ঃ (অধিষ্ঠিতা ইতি যাবৎ) দক্ষিণাবর্ত্তকুণ্ডলীভূতশরীরস্য (তস্য দক্ষিণ-পার্শ্বে) যানি উদগয়নানি (অভিজিদাদীনি পুনর্বস্বন্তানি চতুর্দ্দশ) নক্ষত্রাণি উপকল্পয়ন্তি সব্যে তু (বামে চ) দক্ষিণায়নানি (পুষ্যাদীনি উত্তরাষাঢ়ান্তানি চতুর্দ্দশ-নক্ষত্রাণি উপকল্পিতানি) কুণ্ডলাভোগসন্নিবেশস্য (কুণ্ডলীকৃতদেহস্য) যথা শিশুমারস্য উভয়োঃ পার্শ্বয়োঃ অপি অবয়বাঃ সমসংখ্যা ভবন্তি, পৃষ্ঠে তু অজবীথী (দক্ষিণমার্গস্য প্রথমঃ ভাগঃ মূলা পূর্ব্বা-ষাঢ়া উত্তরাষাঢ়েতি যাবৎ) উদরতঃ আকাশগঙ্গা চ (বর্ত্ততে ইতি শেষঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—সেই শিশুমারের মস্তক অধোমুখে এবং দেহ কুণ্ডলীভূত; উহার পুচ্ছাগ্রে ধ্রুব, লাঙ্গুলে প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র, ধর্ম্ম, পুচ্ছমূলে ধাতা ও বিধাতা এবং কটিদেশে সপ্তর্ষি অধিষ্ঠিত আছেন। উহার শরীর দক্ষিণাবর্ত্তে কুণ্ডলীভূত অবস্থায় আছে। তাহার দক্ষিণপার্শ্বে অভিজিৎ হইতে পুনর্বসুপর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ নক্ষত্র এবং বামপার্শ্বে পুষ্যা হইতে উত্তরাষাঢ়া পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশটী নক্ষত্র সন্নিবিষ্ট আছে। উহাতেই কুণ্ডলী-ভূত-দেহবিশিষ্ট শিশুমারের উভয়পার্শ্বের অবয়ব-সংখ্যা সমান হইয়াছে। উহার পৃষ্ঠদেশে অজবীথী এবং উদরে আকাশ-গঙ্গা বর্ত্তমান ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—লাঙ্গুলেঽগ্রাদধোদেশে উদগয়নানি অভিজিদাদীনি পুনর্বস্বন্তানি চতুর্দ্দশ দক্ষিণপার্শ্বে, দক্ষি-ণায়নানি পুষ্যাদীনি উত্তরাষাঢ়ান্তানি চতুর্দ্দশ বামপার্শ্বে, অজবীথী দক্ষিণমার্গস্য প্রথমো ভাগঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'লাঙ্গুলে'—লাঙ্গুলের অগ্রভাগ হইতে অধোদেশে প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র ও ধর্ম্ম। 'উদগয়নানি'—(শিশুমারের কুণ্ডলাকৃতি দেহের) দক্ষিণপার্শ্বে উত্তরায়ণের নক্ষত্রসমূহ, অর্থাৎ অভিজিৎ হইতে পুনর্বসু পর্য্যন্ত চৌদ্দটি নক্ষত্র, এবং 'দক্ষিণায়-

নানি'—বামপার্শ্বে দক্ষিণায়নের নক্ষত্রসমূহ, অর্থাৎ পুষ্যা হইতে উত্তরাষাঢ়া পর্য্যন্ত চৌদ্দটি নক্ষত্রের অবস্থান কল্পিত হয়। 'অজবীথী'—শিশুমার-দেহের পৃষ্ঠদেশে অজবীথী, অর্থাৎ দক্ষিণমার্গের প্রথম ভাগ (এবং উদরে আকাশগঙ্গা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।)।।৫।।

পুনর্বসু-পুষ্যৌ দক্ষিণবাময়োঃ শ্রোণ্যোরার্দ্রাশ্লেষে চ দক্ষিণবাময়োঃ পাদয়োরভিজিদুত্তরাষাঢ়ে দক্ষিণবাময়োর্নাসিকয়োর্যথাসংখ্যং শ্রবণপূর্ব্বাষাঢ়ে দক্ষিণবাময়োর্লোচনয়োর্দ্ধনিষ্ঠা মূলঞ্চ দক্ষিণবাময়োঃ কর্ণয়োর্মঘাদীন্যষ্টনক্ষত্রাণি দক্ষিণায়নানি বামপার্শ্ববঙ্ক্রিষু যুঞ্জীত। তথৈব মৃগশীর্ষাদীনুদগয়নানি দক্ষিণপার্শ্বেষু প্রাতিলোম্যেন যুঞ্জীত। শতভিষাজ্যেষ্ঠে স্কন্ধয়োর্দক্ষিণবাময়োর্ন্যসেৎ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—পুনর্বসু-পুষ্যৌ দক্ষিণবাময়োঃ শ্রোণ্যোঃ আর্দ্রা অশ্লেষে চ দক্ষিণবাময়োঃ পাদয়োঃ অভিজিৎ-উত্তরাষাঢ়ে (উত্তরদক্ষিণায়নয়োরাদ্যন্তনক্ষত্রে) দক্ষিণবাময়োঃ নাসিকয়োঃ শ্রবণপূর্ব্বাষাঢ়ে দক্ষিণবাময়োঃ লোচনয়োঃ ধনিষ্ঠামূলঞ্চ দক্ষিণবাময়োঃ কর্ণয়োঃ যথাসংখ্যং (যথাযথং বর্ত্তেতে) মঘাদীনি অষ্টনক্ষত্রাণি দক্ষিণায়নানি বামপার্শ্ববঙ্ক্রিষু (বামপার্শ্বাস্থিষু) যুঞ্জীত তথৈব মৃগশীর্ষাদীনি উদগয়নানি দক্ষিণপার্শ্বেষু প্রাতিল্যোম্যেন যুঞ্জীত শতভিষা-জ্যেষ্ঠে দক্ষিণবাময়োঃ স্কন্ধয়োঃ ন্যসেৎ (সংযোজয়েৎ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—পুনর্বসু ও পুষ্যা যথাক্রমে শিশুমারের দক্ষিণ ও বাম-শ্রোণিদেশে, আর্দ্রা ও অশ্লেষা দক্ষিণ ও বামপদে, অভিজিৎ ও উত্তরাষাঢ়া দক্ষিণ ও বাম-নাসিকায়, শ্রবণা ও পূর্ব্বাষাঢ়া দক্ষিণ ও বাম-নেত্রে, ধনিষ্ঠা ও মূলা দক্ষিণ ও বামকর্ণে, মঘা হইতে অনুরাধা পর্য্যন্ত দক্ষিণায়নের অষ্টনক্ষত্র বামপার্শ্বের অস্থিসমূহে তথা মৃগশীর্ষা হইতে প্রতিলোমক্রমে পূর্ব্বভাদ্রপদপর্য্যন্ত উত্তরায়ণসম্বন্ধীয় অষ্টনক্ষত্র দক্ষিণপার্শ্বে এবং শতভিষা ও জ্যেষ্ঠা তাঁহার দক্ষিণ ও বামস্কন্ধে সন্নিবেশিত আছে ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—উক্তান্যেব নক্ষত্রস্থানানি বিশেষেণ বিভজ্য দর্শয়তি—পুনর্বসু-পুষ্যাবিত্যাদিনা। বামপার্শ্বস্য বঙ্ক্রিষু অস্থিষু, প্রাতিলোম্যেন মৃগশিরো রোহিণী কৃত্তিকেত্যেবং ব্যুৎক্রমেণ পূর্ব্বভাদ্রপদান্তান্যষ্ট দক্ষিণপার্শ্বাস্থিষু ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত নক্ষত্রগুলির স্থানসমূহ বিশেষরূপে বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন—'পুনর্বসু-পুষ্যৌ ইত্যাদি। 'বামপার্শ্ব-বঙ্ক্রিষু'—বামপার্শ্বের 'বঙ্ক্রি' বলিতে অস্থিসমূহে দক্ষিণায়নের আটটি নক্ষত্র মঘা প্রভৃতি সংলগ্ন রহিয়াছে। 'প্রাতিলোম্যেন'—উত্তরায়ণের আটটি নক্ষত্র মৃগশিরা, রোহিণী, কৃত্তিকা হইতে পূর্ব্বভাদ্রপদ পর্য্যন্ত বিপরীতক্রমে তাহার দক্ষিণ পার্শ্বের অস্থিতে, 'যুঞ্জীত'—যুক্ত করিতে হইবে ॥ ৬ ॥

উত্তরাহনাবগস্তিরধরাহনৌ যমো মুখে চাঙ্গারকঃ শনৈশ্চর উপস্থে বৃহস্পতিঃ ককুদি বক্ষস্যাদিত্যো হৃদয়ে নারায়ণো মনসি চন্দ্রো নাভ্যামুশনাস্তনয়োরশ্বিনৌ বুধঃ প্রাণাপানয়ো রাহুর্গলে কেতবঃ সর্ব্বাঙ্গেষু রোমসু সর্ব্বে তারাগণাঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(তস্য চ) উত্তরাহনৌ অগস্তিঃ, অধরাহনৌ যমঃ, মুখে চ অঙ্গারকঃ (মঙ্গলগ্রহঃ), উপস্থে শনৈশ্চরঃ, ককুদি (গলপৃষ্ঠদেশে) বৃহস্পতিঃ, বক্ষসি আদিত্যঃ, হৃদয়ে নারায়ণঃ, মনসি চন্দ্রঃ, নাভ্যাম্ উশনাঃ, স্তনয়োঃ অশ্বিনৌ, প্রাণাপানয়োঃ বুধঃ, গলে রাহুঃ, সর্ব্বাঙ্গেষু কেতবঃ, রোমসু সর্ব্বে তারাগণাঃ (সন্তি ইতি শেষঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—আর উহার উত্তর-হনুতে অগস্ত্য, অধর-হনুতে যম, মুখে মঙ্গল, উপস্থে শনি, গলপৃষ্ঠদেশে বৃহস্পতি, বক্ষঃস্থলে আদিত্য, হৃদয়ে নারায়ণ, মনে চন্দ্র, নাভিতে শুক্র, স্তনে অশ্বিনীকুমার, প্রাণ ও অপানে বুধ, গলদেশে রাহু, সর্ব্বাঙ্গে কেতু এবং রোমসমূহে তারাগণ সন্নিবেশিত আছে ॥ ৭ ॥

এতদুহৈব ভগবতো বিষ্ণোঃ সর্ব্বদেবতাময়ং রূপমহরহঃ সন্ধ্যায়াং প্রযতো বাগ্যতো নিরীক্ষমাণ উপতিষ্ঠেত নমো নমো জ্যোতির্লোকায় কালায়নায়ানিমিষাং পতয়ে মহাপুরুষায়াভিধীমহীতি ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—এতৎ উহ এব ভগবতঃ বিষ্ণোঃ সর্ব্ব-

দেবতাময়ং রূপম্ অহরহঃ সন্ধ্যায়াং প্রযতঃ বাগ্‌যতঃ নিরীক্ষমাণঃ উপতিষ্ঠেত জ্যোতির্লোকায় নমঃ নমঃ কালায়নায় (কালচক্ররূপায়) অনিমিষাং পতয়ে (সর্ব্বদেবাধিপতয়ে) মহাপুরুষায় নমঃ অভিধীমহি (এতদ্রূপাং চিন্তয়াম ইতি যাবৎ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ. ঐ প্রকারে যে শিশুমারের আকৃতি বর্ণিত হইল, উহাই ভগবান্ বিষ্ণুর সর্ব্বদেবতাময় রূপ। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে সংযত ও মৌনী হইয়া ঐ রূপ নিরীক্ষণ ও নিম্নোক্ত-মন্ত্রে উপাসনা করিবে,—"জ্যোতির্গণের আশ্রয়ীভূত, কালচক্ররূপী, সর্ব্বদেবাধিপতি মহাপুরুষকে আমরা নমস্কার করি এবং তাঁহার রূপ চিন্তা করি" ॥ ৮ ॥

গ্রহর্ক্ষতারাময়মাধিদৈবিকং
পাপাপহং মন্ত্রকৃতাং ত্রিকালম্।
নমস্যতঃ স্মরতো বা ত্রিকালং
নশ্যেত তৎকালজমাশু পাপম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে শিশুমারসংস্থানং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—ত্রিকালং মন্ত্রকৃতাং (পূর্ব্বোক্তমন্ত্র জপতাং) গ্রহর্ক্ষতারাময়ম্ আধিদৈবিকং (সর্ব্বগ্রহাদীনাম্ আশ্রয়ভূতং এতদ্রূপং) পাপাপহং (পাপনাশকং ভবতি) ত্রিকালং নমস্যতঃ স্মরতঃ বা তৎকালজং পাপম্ আশু নশ্যেত ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—এইরূপ যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত-মন্ত্রে সর্ব্ব গ্রহ ও নক্ষত্রাদির আশ্রয়ীভূত শিশুমার মূর্ত্তি ভগবানের ত্রিসন্ধ্যা জপ করেন, তাঁহাদের প.প.রাশি বিনষ্ট হয়। যাঁহারা ত্রিসন্ধ্যা তাঁহাকে নমস্কার বা স্মরণ করিবেন, তাঁহাদের তাৎকালিন পাপ সদ্যঃই বিনষ্ট হইবে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—মন্ত্রকৃতাং পূর্ব্বোক্তমন্ত্রং জপতাং পাপাপহম্, আধিদৈবিকং পরমেশ্বরস্য রূপমিদং নমস্যতঃ স্মরতো বা পুংসঃ পাপং নশ্যেতেত্যন্বয়ঃ। অত্র সূর্য্যমণ্ডলাদষ্টত্রিংশল্লক্ষে ধ্রুবঃ, ধ্রুবাৎ কোটিযোজনে মহর্লোকঃ, মহর্লোকাৎ কোটিদ্বয়ে জনলোকঃ, জনলোকাৎ কোট্যষ্টকে তপোলোকঃ, তপোলোকাৎ দ্বাদশকোটিষু সত্যলোকঃ। এবং সূর্য্যাৎ সত্যলোকপর্য্যন্তমষ্টত্রিংশল্লক্ষোত্তরত্রয়োবিংশতিকোট্যঃ সত্যলোকাৎ দ্বিষষ্টিলক্ষোত্তরায়াং কোটৌ বৈকুণ্ঠস্তোতঽণ্ডগোলক ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দর্শিতয়া দৃশা সূর্য্যাৎ পঞ্চবিংশতৌ কোটিষু কটাহঃ। এবং সূর্য্যাল্লক্ষে ভূতলং ততঃ সপ্ত সপ্ততিসহস্রেষু সপ্তপাতালানি ততস্ত্রিংশৎসহস্রেষু শেষঃ। এবং সূর্য্যাল্লক্ষদ্বয়ে গর্ভোদঃ; স চ লক্ষদ্বয়ন্যূনপঞ্চবিংশতিকোটিপরিমিতঃ এবং মিলিত্বা উর্দ্ধাধঃপঞ্চাশৎকোটিপ্রমাণমণ্ডগোলকমিতি ॥ ৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ত্রয়োবিংশঃ পঞ্চমেঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মন্ত্রকৃতাং'—'নমো নমো জ্যোতির্লোকায়', ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র যাঁহারা জপ করেন, তাঁহাদের 'পাপাপহং'—পাপনাশক। 'আধিদৈবিকং'—সর্ব্বদেবাধিদেব পরমেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুর এই রূপের উদ্দেশ্যে যে কোন ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যাকাল নমস্কার অথবা স্মরণ করিবেন, তাঁহার তৎকালীন পাপসমূহ সত্বর বিনষ্ট হইবে, এই অন্বয়।

এখানে সূর্য্যমণ্ডল হইতে অষ্টত্রিংশ (৩৮) লক্ষ যোজন উর্দ্ধে ধ্রুবলোক, ধ্রুবলোক হইতে কোটি যোজন উপরে মহর্লোক, মহর্লোক হইতে দুই কোটি যোজন উর্দ্ধে জনলোক, জনলোক হইতে আটকোটি যোজন উপরিভাগে তপোলোক, এবং তপোলোক হইতে দ্বাদশ কোটি যোজন উর্দ্ধে সত্যলোকের অবস্থান। এই প্রকার সূর্য্যমণ্ডল হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত তেইশ (২৩) কোটি আটত্রিশ (৩৮) লক্ষ যোজন, সত্যলোক হইতে এককোটি বাষট্টি (৬২) লক্ষ যোজন উপরিভাগে বৈকুণ্ঠলোক। এইরূপ অণ্ডগোলক শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে সূর্য্যমণ্ডল হইতে পঞ্চবিংশতি (২৫) কোটি যোজন পরিমিত (নিম্ন) স্থানে কটাহ (নরক বিশেষ)। এই প্রকার সূর্য্য হইতে লক্ষ যোজন ব্যবধানে ভূতল, ভূতল হইতে সপ্ত সপ্ততি (৭৭) সহস্র যোজন নিম্নে, সপ্ত পাতাল, তাহা হইতে ত্রিশ হাজার যোজন নিম্নে, শেষ (অর্থাৎ অনন্তদেব বিরাজিত রহিয়াছেন)। এই প্রকার সূর্য্য হইতে দুই লক্ষ যোজন ব্যবধানে গর্ভোদক এবং তাহা দুই লক্ষের কম পঁচিশ (২৫)

কোটি যোজন পরিমিত। এই প্রকারে সর্ব্বসাকুল্যে ঊর্দ্ধ্ব ও অধঃ পঞ্চাশ (৫০) কোটি পরিমিত অণ্ড-গোলক (ব্রহ্মাণ্ডলোক)॥ ৯॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার পঞ্চম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৩॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ৫।২৩॥

ইতি বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-পঞ্চমস্কন্ধের ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।
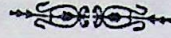
চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

অধস্তাৎ সবিতুর্যোজনাযুতে স্বর্ভানুর্নক্ষত্রবচ্চর-তীত্যেকে যোঽসাবমরত্বং গ্রহত্বঞ্চালভত ভগবদনু-কম্পয়া স্বয়মসুরাপসদঃ সৈংহিকেয়ো হ্যতদর্হঃ তস্য তাত জন্ম কর্ম্মাণি চোপরিষ্টাদ্বক্ষ্যামঃ॥ ১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে সূর্য্যের দশলক্ষ যোজন-নিম্নে রাহুর অবস্থান, অতলাদিসপ্ত অধোলোকের বিবরণ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

সূর্য্য ও সোম-মণ্ডলের অধোদেশে রাহুর অবস্থিতি। সূর্য্য ও চন্দ্রের অন্তরালে রাহুর অবস্থিতিই 'গ্রহণ'। ঋজু ও বক্রভাবে উহার অবস্থিতিক্রমে সর্ব্বগ্রাস ও অর্দ্ধগ্রাস হইয়া থাকে।

রাহুগ্রহের দশলক্ষ-যোজন-নিম্নে সিদ্ধ, চারণ ও বিদ্যাধরদিগের স্থান। ঐসকল স্থানের অধোদেশে যক্ষ, রক্ষঃ প্রভৃতির স্থান; উহার নিম্নে পৃথিবী এবং পৃথিবীর অধোদেশে প্রত্যেক দশ-যোজন-অন্তরে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল,—এই সপ্ত পাতাল বর্ত্তমান। এই সপ্ত পাতালের মধ্যে দৈত্য ও দানবগণ তাহাদের স্ত্রী পুত্রাদির সহিত নির্ভয়ে ইন্দ্রিয়-তর্পণে মত্ত থাকে। পাতালাদিতে সূর্য্যালোকের প্রবেশ না থাকিলেও তথাকার সর্প ও নাগসকলের মস্তকস্থ মণির ছটায় অন্ধকার দূরীভূত হইয়া থাকে। এই সকল স্থানের অধিবাসিগণ জরা-প্রভৃতি বয়োধর্ম্ম-রহিত হইয়া বসতি করিতেছে। তাহারা ভগবানের কালরূপী চক্র ব্যতীত, এমন কি মৃত্যু হইতেও ভীত হয় না।

অতল ভূ-বিবরে ময়দানবপুত্র 'বল' নামক দৈত্যের বাস। তাহার জৃম্ভণ হইতে 'স্বৈরিণী', 'কামিন' ও 'পুংশ্চলী',—এই ত্রিবিধা নারীর উৎপত্তি। অতলের অধোভাগে বিতলে হরগৌরীর বাসস্থান। তাঁহাদের দ্বারা 'হাটক'-নামক সুবর্ণ উৎপন্ন হয়। বিতলের অধোদেশে সুতল; তথায় মহাভাগবত বলি-মহারাজ অবস্থান করিতেছেন। বলি প্রহলাদের পৌত্র বলিয়া তন্নিমিত্ত ভগবান্ বলিকে কৃপা করিয়াছিলেন। ভগবান্ বামনরূপে বলির যজ্ঞে গমন করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিবার নিমিত্ত অগ্রে তাঁহার যাবতীয় বিষয় যাচ্ঞা-ছলে অপহরণ করিয়া তাহাকে প্রেম প্রদান করেন। পরে তাহার প্রেমে বশীভূত হইয়া ভগবান্ তাঁহার দ্বারে দ্বারপাল হন; ইঁহার কথা অষ্টম-স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

ভোগৈশ্বর্য্যাদি-প্রদান—ভগবানের দয়ার পরিচয় নহে; যেহেতু উহা মায়াময়, এবং ভগবানকে স্মৃতিপথে আনিতে দেয় না। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ নিজ-নিজ-বিষয়ভোগে প্রমত্ত, তাঁহারা ভগবানের নিকট ভোগ-সুখেরই প্রার্থনা করিয়া থাকেন; কেননা, তদ্ব্যতীত অন্য কোন প্রকার সুখের বিষয় তাঁহারা জ্ঞাত নহেন। প্রহলাদপ্রমুখ ভক্তগণ, ভোগ সুখের কথা কি, ভগবান্ মোক্ষপর্য্যন্ত প্রদান করিতে

চাহিলেও তাহা গ্রহণ করেন না। নামাভাসোচ্চারণেই সেই মোক্ষ অনায়াসে হইয়া থাকে। সুতলের অধোভাগে তলাতল; তথায় ময়দানবের অবস্থান। পরম-ভাগবত মহাদেবের কৃপায় এই দানব তলাতলে ব্যবহারিক-রসে প্রমত্ত থাকিলেও ভক্তবর বলির ন্যায় পরমার্থসুখ লাভ করিতে পারে নাই। তলাতলের অধোদেশে মহাতল—বহুফণাধারী সর্পসকলের আবাসস্থল। মহাতলের নিম্নে রসাতল ও তন্নিম্নে পাতাল। এই পাতালে বাসুকীপ্রমুখ সর্পগণের অবস্থান।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—সবিতুঃ অধস্তাৎ যোজনাযুতে স্বর্ভানুঃ (রাহুঃ) নক্ষত্রবৎ চরতি ইতি একে (পৌরাণিকাঃ বদন্তি)। যঃ অসৌ স্বয়ম্ অসুরাপসদঃ (অসুরেষু অপসদঃ নীচঃ) সৈংহিকেয়ঃ (সিংহিকাপুত্র) অতদর্হঃ হি (গ্রহত্বামরত্বয়োঃ (অনর্হ অপি) ভগবদনুকম্পয়া অমরত্বং গ্রহত্বং চ অলভত। (হে) তাত, তস্য জন্ম কর্ম্মাণি উপরিষ্টাং বক্ষ্যামঃ (বর্ণয়িষ্যামঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—মহারাজ, পৌরাণিকগণ কহিয়া থাকেন যে, সূর্য্যের দশলক্ষ-যোজন-নিম্নে রাহুগ্রহ নক্ষত্রের ন্যায় বিচরণ করিতেছে। এই অসুরাধম সিংহিকা-নন্দন গ্রহত্ব ও দেবত্ব-লাভের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়াও ভগবানের অনুগ্রহে দেবত্ব ও গ্রহত্ব পাইয়াছিল। বৎস, ইহার জন্ম ও কর্ম্মসকল পরে বর্ণনা করিব ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

সূর্য্যাদধোধঃ শ্রীর্ভানুসিদ্ধাদীনাং স্থিতিং ভুবঃ।
অতলাদীনি সপ্তাপি চতুর্ব্বিংশেহবদন্মুনিঃ ॥০॥
ন তৎ অমরত্বং গ্রহত্বং চার্হতীতি সঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে সূর্য্যমণ্ডলের নিম্ন নিম্ন প্রদেশে রাহু, সিদ্ধ চারণাদি এবং অতলাদি সপ্ত ভূ-বিবরের স্থিতি মহামুনি (শ্রীল শুকদেব) বর্ণনা করিলেন ॥ ০ ॥

'অতদর্হঃ'—অমরত্ব ও গ্রহত্ব লাভের অযোগ্য হইলেও, (সিংহিকাপুত্র অসুরাধম রাহু শ্রীভগবানের অনুকম্পায় অমরত্ব ও গ্রহত্ব লাভ করিয়াছে।) ॥ ১॥

যদধস্তরণের্মণ্ডলং প্রতপতস্তদ্বিস্তরতো যোজনাযুতমাচক্ষতে দ্বাদশসাহস্রং সোমস্য। ত্রয়োদশসাহস্রং রাহোর্যঃ পর্ব্বণি তদ্ব্যবধানকৃদ্বৈরানুবন্ধঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবভিধাবতি ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—প্রতপতঃ তরণেঃ (সূর্য্যস্য) যদধঃ (যত্তৎ প্রসিদ্ধং) মণ্ডলং তৎবিস্তরতঃ যোজনাযুতম্ আচক্ষতে; (এবং) সোমস্য দ্বাদশসাহস্রং তদ্ব্যবধানকৃৎ (অমৃতপান সময়ে মধ্যপ্রবেশেন তয়োঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ ব্যবধানং করোতি ইতি তথা অতএব) বৈরানুবন্ধঃ (তাভ্যাং সূচিতত্বাৎ বৈরম্ অনুবধ্নাতি ইতি তথা) যঃ (রাহুঃ) পর্ব্বণি (অমাবস্যাপৌর্ণমাস্যোঃ) সূর্য্যচন্দ্রমসৌ অভিধাবতি (অভিভবিতুং তয়োঃ সূর্য্যচন্দ্রয়োঃ ভূতলস্থজনচক্ষুষাং ব্যবধানং কর্তুং ধাবতি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—তাপপ্রদানকারী সূর্য্যদেবের মণ্ডল—দশসহস্র যোজন এবং চন্দ্রলোক—দ্বাদশসহস্রযোজন বিস্তৃত। রাহুমণ্ডল বিস্তারে—ত্রয়োদশসহস্র যোজন। পুরাকালে ঐ রাহু অমৃতপান-কালে সূর্য্য ও চন্দ্রে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছিল, তজ্জন্য সূর্য্য ও চন্দ্রের সহিত উহার বৈরতা সূচিত হয়; এই কারণে এখনও সে প্রত্যেক অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহাদিগকে লোকচক্ষের অগোচর করিবার চেষ্টা করে ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—গ্রহণং বক্তুমাহ—যদধঃ ইতি। পর্ব্বণি অমাবস্যা-পৌর্ণমাস্যোঃ তয়ো র্ভূতলস্থজনচক্ষুষাং ব্যবধানং কর্তুম্, অমৃতপানে মধ্যপ্রবেশেন তয়োর্ব্যবধানং পূর্ব্বং কৃতবানিত্যতঃ তাভ্যাং সূচিতত্বাৎ বৈরমনুবধ্নাতীতি স যথা ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গ্রহণ' বলিবার জন্য বলিতেছেন—'যদধঃ' ইত্যাদি। 'পর্ব্বণি'—পর্ব্ব বলিতে অমাবস্যা ও পূর্ণিমায়। 'তদ্ব্যবধানকৃৎ'—সূর্য্য ও চন্দ্র হইতে ভূতলস্থিত জনগণের চক্ষুর ব্যবধান করিবার নিমিত্ত। 'বৈরানুবন্ধঃ'—শত্রুতাবদ্ধ রাহু। পুরাকালে এই রাহু দেবতাগণের অমৃতপানকালে সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যস্থলে দেবতাগণের পঙ্ক্তিতে উপবেশন করায়, সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যে ব্যবধান ঘটিয়াছিল। (পরে তাঁহারা উভয়ে দেবগণকে এই রাহুর কথা

জানাইয়া দেন এবং ভগবান্ রাহুর শিরশ্ছেদন করেন।) তাঁহারা সূচনা করায় উভয়ের সহিত তাহার চির-শত্রুতা জন্মে। এই কারণে এখনও রাহু অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রতি ধাবিত হয় ॥ ২ ॥

তথ্য—সূর্য্যমণ্ডল দশসহস্র-যোজন-বিস্তৃত। সোম-মণ্ডল—তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ বিংশসহস্র যোজন। দ্বাদশ-শব্দে দ্বিগুণপরিমাণদশ অর্থাৎ বিংশ—এইরূপ অর্থ। সোম-মণ্ডলের দ্বিগুণ অর্থাৎ চত্বারিংশৎ যোজন বিস্তীর্ণ রাহুমণ্ডল। 'ত্রয়োদশ' বলিতে ত্রিগুণ-পরিমাণদশ অর্থাৎ ত্রিংশৎ সংখ্যা, কিন্তু বিংশসহস্র-যোজন-বিস্তৃত সোম-মণ্ডলের দ্বিগুণ কথিত হওয়ায় আরও দশসহস্র যোজন যোগ করিয়া চত্বারিশৎ সংখ্যা পূরণ করিতে হইবে। এইরূপ কল্পিত ব্যাখ্যা কিরূপে হইতে পারে? তদুত্তরে প্রমাণস্বরূপ শাস্ত্র-বাক্য, যথা—"রাহু-সোম-রবীণাং তু মণ্ডলাদ্বিগুণোক্তিতাম্" ইতি বচনাৎ। —(শ্রীবিজয়ধ্বজ) ॥ ২ ॥

তন্নিশম্যোভয়ত্রাপি ভগবতা রক্ষণায় প্রযুক্তং সুদর্শনং নাম ভাগবতং দয়িতমস্ত্রং তৎ তেজসা দুর্ব্বিষহং মুহুঃ পরিবর্ত্তমানমভ্যবস্থিতো মুহূর্ত্তমুদ্বিজমাশ্চকিত-হৃদয় আরাদেব নিবর্ত্ততে তদুপরাগমিতি বদতি লোকঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ নিশম্য (তৎ তস্য রাহোঃ কার্য্যং চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ সকাশাৎ শ্রুত্বা) ভগবতা উভয়ত্রাপি (সূর্য্যে চন্দ্রে চ) রক্ষণায় প্রযুক্তং (যৎ) ভাগবতং (ভগবতঃ শক্তি-যুক্তং চক্রং) দয়িতং (প্রিয়ং) সুদর্শনং নাম অস্ত্রং তৎ তেজসা দুর্ব্বিষহং (দুর্দ্ধর্ষং) মুহুং পরিবর্ত্তমানং (বারং বারং পরিভ্রমৎ দৃষ্ট্বা) মুহূর্ত্তম্ অভ্যবস্থিতঃ (অবস্থিতঃ সন্ রাহুঃ) উদ্বিজমানঃ (ভীতঃ) চকিতহৃদয়ঃ (কম্পিতহৃদয়ঃ) আরাৎ (দূরাৎ) এব নিবর্ত্ততে (পলায়িতঃ) লোকঃ (জনসমূহঃ) তৎ (অবস্থানং রাহোঃ মধ্যস্থিত্যা ব্যবধানেন সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ অদর্শনমেব) উপরাগং (গ্রহণং) ইতি বদতি (অত্র চ ঋজুবক্রস্থিতিভ্যাং সর্ব্বগ্রাসার্দ্ধগ্রাসৌ ন তু গ্রাসোহস্তি দূরান্তরত্বাৎ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—চন্দ্র ও সূর্য্যের নিকট হইতে রাহুর কার্য্য অবগত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু চন্দ্রসূর্য্যের রক্ষার নিমিত্ত স্বীয় শক্তিযুক্ত পরমপ্রিয় 'সুদর্শন' নামক অস্ত্র প্রয়োগ করেন। ঐ চক্রের তেজ—অতীব দুর্ব্বিষহ; উহা নিরন্তর ঘূর্ণ্যমান হইতেছে। তদ্দর্শনে রাহু উহার অভিমুখে মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থিত থাকিয়া ভীত-কম্পিত হৃদয়ে দূর হইতে ফিরিয়া আইসে। সূর্য্য ও চন্দ্রের অন্তরালে রাহুর মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থানকে লোকে 'গ্রহণ' বলিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—উভয়ত্র সূর্য্যে চন্দ্রেঽপি, তৎপ্রসিদ্ধং চক্রং পরিবর্ত্তমানং পরিভ্রমৎ দৃষ্ট্বেতি শেষঃ। অভি অভিমুখমবস্থিতঃ সন্। তদবস্থানমেবোপরাগং বদতি। তত্র চ ঋজুবক্রস্থিতিভ্যাং সর্ব্বগ্রাসার্দ্ধ-গ্রাসৌ, ন তু বস্তুতো গ্রাসোঽস্তি অযুতযোজনান্তরত্বাৎ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উভয়ত্র'—সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রতি রাহুর এই আক্রমণের উদ্যোগ শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু উভয়ের রক্ষার জন্য নিজ প্রিয় অস্ত্র সুদর্শন চক্র প্রয়োগ করিলে, 'তত্তেজসা'—সেই প্রসিদ্ধ দুঃসহ তেজোময় চক্রটিকে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া রাহু 'অভ্যবস্থিতঃ'—সূর্য্য-চন্দ্রের অভিমুখে মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থানের পরই (উদ্বিগ্ন ও চকিত হইয়া দূর হইতেই নিবৃত্ত হইয়া থাকে)। 'তদ্ উপরাগম্'—সূর্য্য ও চন্দ্রের অভিমুখে রাহুর এই মুহূর্ত্তকাল অবস্থানই লোকসমূহ 'উপরাগ' অর্থাৎ গ্রহণ বলে। তন্মধ্যে ঋজু ও বক্রভাবে স্থিতিহেতু সর্ব্বগ্রাস ও অর্দ্ধগ্রাস 'গ্রহণ' হয়, বস্তুতঃ কিন্তু কোন গ্রাসই নাই, কারণ চন্দ্র ও সূর্য্য হইতে অযুতযোজন দূরে রাহু বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ৩ ॥

ততোঽধস্তাৎ সিদ্ধচারণবিদ্যাধরাণাং সদনানি তাবন্মাত্র এব ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (রাহুগ্রহাৎ) তাবন্মাত্র এব (যোজনা-যুত এব) অধস্তাৎ সিদ্ধচারণবিদ্যাধরাণাং সদনানি (নিবাস-স্থানানি বর্ত্তন্তে) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—রাহুগ্রহ হইতে দশসহস্র যোজন অধোভাগে সিদ্ধ, চারণ ও বিদ্যাধরদিগের বাসস্থান ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—তাবন্মাত্রে যোজনাযুতে ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তাবন্মাত্রে'—রাহুগ্রহের অধোভাগে অযুত (দশ সহস্র) যোজন বিস্তৃত সিদ্ধ, চারণ ও বিদ্যাধরগণের নিবাসস্থান ॥ ৪ ॥

ততোঽধস্তাৎ যক্ষরক্ষঃপিশাচপ্রেতভূতগণানাং বিহারাজিরমন্তরীক্ষং যাবদ্বায়ুঃ প্রবাতি যাবন্মেঘা উপলভ্যন্তে ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ অধস্তাৎ যাবৎ বায়ুঃ প্রবাতি, যাবৎ মেঘাঃ উপলভ্যন্তে (তদুপলক্ষিতম্ অন্তরিক্ষম্ ইত্যর্থঃ তৎ) যক্ষরক্ষঃপিশাচপ্রেতভূতগণানাং বিহারাজিরং (বিহারস্থানম্) অন্তরীক্ষং (ভবতি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—উহার নিম্নদেশে—যক্ষ, রক্ষঃ, পিশাচ ও ভূতপ্রেতগণের বিহারস্থান অন্তরীক্ষ ; যতদূর পর্য্যন্ত বায়ু প্রবাহিত হয় এবং মেঘসকলকে বিচরণ করিতে দেখা যায়, ততদূর পর্য্যন্ত উহা বিস্তৃত ॥ ৫ ॥

ততোঽধস্তাচ্ছত-যোজনান্তরং ইয়ং পৃথিবী যাবদ্ধংসভাস-শ্যেন-সুপর্ণাদয়ঃ পতত্রিপ্রবরা উৎপতন্তীতি ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ অধস্তাৎ শতযোজনান্তরে ইয়ং পৃথিবী (বর্ত্ততে ; তস্যাঃ পৃথিব্যাঃ সীমা তু) যাবৎ হংস-ভাস-শ্যেন-সুপর্ণাদয়ঃ পতত্রিপ্রবরাঃ (বিহগপ্রধানাঃ) উৎপতন্তি (উদ্-গচ্ছন্তি) ইতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—উহার অধোদেশে শত যোজনান্তরে এই পৃথিবী বর্ত্তমানা ; যতদূর পর্য্যন্ত হংস, ভাস, শ্যেন ও সুপর্ণাদি প্রধান প্রধান পক্ষী উড্ডীয়মান হয়, ততদূর পর্য্যন্ত পৃথিবীর সীমা বর্ণন করা হয় ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—পৃথিব্যা উপরি ভূর্লোকাবধিমাহ—যাবদ্ধংসাদয়ঃ পার্থিবা বিকারাঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পৃথিবীর উপরে ভূর্লোকের অবধি (সীমা) বলিতেছেন—'যাবৎ হংসাদয়ঃ', যতদূর পর্য্যন্ত পার্থিব বিকার হংস, ভাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পক্ষিগণ উড়িতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত পৃথিবীর উপর দিকে ভূর্লোকের সীমা ॥ ৬ ॥

উপবর্ণিতং ভূমের্যথাসন্নিবেশাবস্থানম্। অবনেরপ্যধস্তাৎ সপ্ত ভূবিবরা একৈকশো যোজনাযুতান্তরেণায়ামবিস্তারেণোপক্লিপ্তাঃ। অতলং বিতলং সুতলং তলাতলং মহাতলং রসাতলং পাতালমিতি ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ভূমেঃ যথাসন্নিবেশাবস্থানম্ উপবর্ণিতং (তব সমীপে কীর্ত্তিতম্) ; অবনেঃ অপি অধস্তাৎ অতলং বিতলং সুতলং তলাতলং মহাতলং রসাতলং পাতালম্ ইতি সপ্ত-ভূ-বিবরাঃ (ভুবো বিবরভূতান্যোবাতলাদীনীত্যর্থঃ) একৈকশঃ যোজনাযুতান্তরেণায়ামবিস্তারেণ (ভূতলাৎ যোজনাযুতাবধৌ অতলং তস্মাৎ যোজনাযুতাবধৌ বিতলম্ ইত্যেবম্) আয়ামবিস্তারেণ ইতি (কটাহস্য যঃ আয়ামঃ কটাহস্য যঃ বিস্তারঃ তাবৎ বিস্তারেণ) উপক্লিপ্তাঃ (দৈর্ঘ্যবিশালতাভ্যাং সমা এব ইতি যাবৎ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—মহারাজ, ভূমির যে যে স্থান যে যে ভাগে সন্নিবেশিত, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। পৃথিবীর অধোভাগে প্রত্যেক দশলক্ষ-যোজন অন্তরে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল—এই সপ্ত ভূ-বিবর অবস্থিত। ভূমগুলের যে পরিমাণ, উহারাও সেই পরিমাণে বিস্তৃত ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—অধস্তাৎ অধোঽধোঽবয়বেষ্বিত্যর্থঃ। ভূ-বিবরা ভুবো বিবরভূতান্যোবাতলাদীনীত্যর্থঃ। যোজনাযুতান্তরেণ যোজনাযুতাবধাবিত্যর্থঃ ;—"অন্তরমবকাশাবধি" ইত্যমরঃ। ভূতলাদ্‌যোজনাযুতাবধৌ অতলং তস্মাদ্‌যোজনা-যুতাবধৌ বিতলমিত্যেবমায়ামবিস্তারেণাপি যোজনাযুতাবধিনা উপক্লিপ্তাঃ দৈর্ঘ্যবিশালতাভ্যাং সমা এবেত্যর্থঃ। উচ্ছ্রিতত্বং তু যথাসম্ভবং জ্ঞেয়ম্ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অধস্তাৎ'—পৃথিবীর নিম্ন নিম্ন ভাগে, এই অর্থ। 'ভূ-বিবরাঃ'—পৃথিবীর বিবরভূত (গহ্বর-রূপ) অতল প্রভৃতি, এই অর্থ। 'যোজনাযুতান্তরেণ'—অযুত (দশ সহস্র) যোজন অন্তর, অর্থাৎ অবধি পর্য্যন্ত। 'অন্তর শব্দের অর্থ অবকাশ ও অবধি'—ইহা অমরকোষে উক্ত হইয়াছে। ভূতল হইতে নিম্নে দশ সহস্র যোজন পর্য্যন্ত অতল, তাহা হইতে দশ সহস্র যোজন দূরে বিতল, ইত্যাদিক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্বটি হইতে পর পরটির সীমা দশ সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত। ইহাদের দৈর্ঘ্য ও বিশালতা সমপরিমাণ, অর্থাৎ দশ সহস্র যোজন। প্রত্যেকেই

নিজ নিজ সীমা হইতে যথাসম্ভব ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছে—ইহা জানিতে হইবে ॥ ৭ ॥

এতেষু বিলস্বর্গেষু স্বর্গাদপ্যধিককামভোগৈশ্বর্য্যানন্দভূতিবিভূতিভিঃ সুসমৃদ্ধভবনোদ্যানাক্রীড়বিহারেষু দৈত্যদানবকাদ্রবেয়া নিত্যপ্রমুদিতানুরক্তকলত্রাপত্যবন্ধুসুহৃদনুচরা গৃহপতয় ঈশ্বরাদপ্যপ্রতিহতকামা মায়াবিনোদা নিবসন্তি ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—এতেষু হি বিলস্বর্গেষু (সপ্ত-ভূ-বিবরেষু) স্বর্গাৎ অপি অধিককামভোগৈশ্বর্য্যানন্দভূতিবিভূতিভিঃ (স্বর্গাৎ অপি অধিকঃ কামভোগশ্চ ঐশ্বর্য্যানন্দশ্চ ভূতিঃ প্রভাবশ্চ বিভূতিঃ সম্পত্তিশ্চ তাভিঃ) সুসমৃদ্ধভবনোদ্যানাক্রীড়বিহারেষু (পূর্ব্বোক্তাভিঃ তাভিঃ সুসমৃদ্ধং ভবনং গৃহম্ উদ্যানম্, আ-ক্রীড়ং মিথুনক্রীড়াস্থানম্, বিহারঃ প্রকটবিহারস্থানং যেষু তেষু) দৈত্য-দানব-কাদ্রবেয়াঃ (দৈত্যদানবনাগাঃ) নিত্যপ্রমুদিতানুরক্তকলত্রাপত্যবন্ধুসুহৃদনুচরাঃ (নিত্যপ্রমুদিতাঃ পরস্পরমনুরক্তাশ্চ কলত্রাদয়ঃ যেষাং তে সদৈবানন্দিতবশীভূত-কলত্রানিযুতাঃ) গৃহপতয়ঃ (গৃহস্বামিনঃ ভূত্বা) ঈশ্বরাৎ অপি অপ্রতিহতকামাঃ (ঈশ্বরাৎ অতিসমর্থাৎ ইন্দ্রাদেঃ অপি অ-প্রতিহতঃ কামঃ যেষাং তে) মায়াবিনোদাঃ (মায়য়া যথেষ্টং বিনোদঃ যেষাং তে দৈত্যাদয়ঃ) নিবসন্তি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—এই সপ্ত বিবরকে বিল-স্বর্গ বলা হইয়াছে; উহাতে যে-সকল ভবন, উদ্যান, ক্রীড়াস্থান, বিহার-ভূমি আছে, সে-সকল স্বর্গের ভবনাদি অপেক্ষাও অধিকতর কাম, ভোগ, ঐশ্বর্য্য, আনন্দ, প্রভাব ও সম্পত্তি দ্বারা সুসমৃদ্ধ। ঐসকল স্থানে দৈত্য, দানব ও নাগগণ গৃহস্বামী হইয়া বাস করিতেছে। ইহাদের পুত্র, পত্নী, বন্ধু ও অনুচরবর্গ সর্ব্বদা বশীভূত ও আনন্দে মগ্ন। এই সকল দৈত্য দানবাদির ভোগ্যবিষয়—ইন্দ্রাদি সমর্থবান্ দেবতা অপেক্ষাও অপ্রতিহত অর্থাৎ বিঘ্নাদি কণ্টক রহিত। সুতরাং তাহারা ঐসকল স্থানে মায়ার বশীভূত হইয়া আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকে ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—সামান্যেন বিবরাণি বর্ণয়তি—এতেষ্বিত্যাদিনা। ভূতিঃ প্রভাবঃ; বিভূতিঃ সম্পত্তিঃ; ঈশ্বরাদিন্দ্রাদেরপি ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সাধারণভাবে বিবরগুলির বর্ণনা করিতেছেন—'এতেষু' ইত্যাদি (অর্থাৎ ভূ-বিবর-স্বরূপ এই সকল ভোগস্থানে ইন্দ্র অপেক্ষাও অবাধ সুখে দৈত্য, দানব প্রভৃতি বাস করিতেছেন)। 'ভূতিঃ'—বলিতে প্রভাব (আধিপত্য), 'বিভূতিঃ'—সম্পত্তি, 'ঈশ্বরাদ্ অপি'—ঈশ্বর অর্থাৎ অতিসমর্থ ইন্দ্রাদি হইতেও ইহাদের অধিক কামভোগ, ঐশ্বর্য্য, আনন্দ প্রভৃতি ॥ ৮ ॥

যেষু মহারাজ ময়েন মায়াবিনা বিনির্ম্মিতাঃ পুরো নানামণিপ্রবরপ্রবেকবিরচিত-বিচিত্রভবনপ্রাকারগোপুরসভাচৈত্য-চত্বরায়তনাদিভির্নাগাসুরমিথুনপারাবত শুকশারিকাকীর্ণকৃত্রিম-ভূমিভির্বিবরেশ্বর-গৃহোত্তমৈঃ সমলঙ্কৃতাশ্চকাসতি ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহারাজ, যেষু (বিলস্বর্গেষু) মায়াবিনা ময়েন বিনির্ম্মিতাঃ পুরঃ নানামণিপ্রবরপ্রবেকবিরচিত-বিচিত্রভবনপ্রাকার-গোপুরসভাচৈত্যচত্বরায়তনাদিভিঃ (নানা যে মণিপ্রবরাঃ তেষাং যে প্রবেকাঃ মুখ্যাঃ তৈঃ বিরচিতানি বিচিত্রাণি ভবনানি প্রজানাং গৃহাঃ, প্রাকারাঃ প্রসিদ্ধাঃ, গোপুরাণি, সভাঃ রাজোপবেশস্থানানি, চৈত্যানি দেবালয়াঃ, চত্বরাণি চতুষ্পথাঃ আয়তনানি প্রবাসিজনবিশ্রামস্থানানি তদাদিভিঃ) নাগাসুরমিথুনপারাবতশুকশারিকাকীর্ণকৃত্রিম-ভূমিভিঃ (নাগাশ্চ অসুরাশ্চ মিথুনভূতাঃ পারাবতাদয়শ্চ তৈঃ আকীর্ণাঃ সঙ্কুলাঃ কৃত্রিমাঃ ভূময়ঃ যেষু তৈঃ) বিবরেশ্বর-গৃহোত্তমৈঃ (বিবরেশ্বরাণাং গৃহোত্তমৈশ্চ সমলঙ্কৃতাঃ সন্তঃ) চকাসতি (সুশোভন্তে) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, ঐসকল বিলস্বর্গে মায়াবী ময়দানব-নির্ম্মিত বহু দানবপুরী সতত শোভা পাইতেছে। তথায় বিচিত্র ভবন, প্রাকার, গোপুর, সভাগৃহ, দেবালয়, চত্বর (মন্দিরাঙ্গণ) এবং প্রবাসিজনের বিশ্রাম-গৃহাদি উত্তম উত্তম মণিসমূহে বিরচিত, তথা বিবরেশ্বরদিগের উৎকৃষ্ট গৃহসকল নাগ, অসুর, পারাবত-মিথুন, শুক-শারিকাদিতে সমাকীর্ণ;

তদ্দ্বারা ঐ কৃত্রিম ভূভাগ সমলঙ্কৃত হইয়া অতি মনোহর শোভা ধারণ করিয়া আছে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—যেষু পুরশ্চকাশতীত্যন্বয়ঃ। কীদৃশ্যঃ নানাভূতেষু মণিপ্রবরেষ্বপি যে প্রবেকা মুখ্যাঃ তৈর্বিরচিতা বিচিত্রা যে ভবনাদয়স্তের্গৃহোত্তমৈশ্চালঙ্কৃতাঃ। কীদৃশৈঃ নাগাশ্চ অসুরাশ্চ মিথুনভূতাঃ পারাবতাদয়শ্চ তৈরাকীর্ণাঃ কৃত্রিমা ভূময়ো যেষু তৈঃ। নানাস্বন ইতি পাঠঃ সুগমঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যেষু'—যেখানে, অর্থাৎ অতল প্রভৃতি উক্ত সাতটি স্থানে মায়াবী ময়দানব নির্ম্মিত পুরীসমূহ শোভা পাইতেছে। কিরূপ পুরীসমূহ? তাহাতে বলিতেছেন—'নানামণিপ্রবর-' ইত্যাদি, নানারূপ মণিশ্রেষ্ঠের মধ্যেও যাহারা মুখ্য, তাহাদের দ্বারা বিরচিত হইয়াছে বিচিত্র গৃহ, প্রাচীর প্রভৃতি, সেই সকল উত্তম গৃহাদির দ্বারা অলঙ্কৃত পুরীসমূহ। কাহাদের দ্বারা আকীর্ণ (পরিব্যাপ্ত)? তাহাতে বলিতেছেন—নাগ, অসুর এবং মিথুনীভূত পারাবতাদি, তাহাদের দ্বারা পরিব্যাপ্ত কৃত্রিম ভূমিসকল যেখানে, তাদৃশ পুরীসমূহ শোভা পাইতেছে। 'নানাস্বনঃ'—ইত্যাদি পাঠ সুগম (অর্থাৎ মধুর বিবিধ শব্দবিশিষ্ট মিথুনীভূত বিহগকুলের দ্বারা অলঙ্কৃত, এই অর্থ) ॥ ৯ ॥

উদ্যানানি চাতিতরাং মন ইন্দ্রিয়ানন্দিভিঃ কুসুমফলস্তবক-সুভগ-কিসলয়াবনত-রুচিরবিটপবিটপিনাং লতাঙ্গালিঙ্গিতানাং শ্রীভিঃ সমিথুনবিবিধবিহঙ্গজলাশয়ানামমলজলপূর্ণানাং ঝষকুলোল্লঙ্ঘনক্ষুভিত-নীর-নীরজ-কুমুদ-কুবলয়-কহলার-নীলোৎপললোহিতশতপত্রাদিবনেষু কৃতনিকেতনানামেকবিহারাকুল-মধুরবিবিধস্বনাদিভিরিন্দ্রিয়োৎসবৈরমরলোকশ্রিয়মতিশয়িতানি ॥১০॥

অন্বয়ঃ—(যত্র চ) উদ্যানানি অতিতরাং মন-ইন্দ্রিয়ানন্দিভিঃ (অতিশয়মনপ্রাণানন্দকরৈঃ লতাঙ্গালিঙ্গিতানাং (লতানাম্ অঙ্গৈঃ আলিঙ্গিতানাং লতাযুক্তানাং) কুসুম-ফলস্তবকসুভগকিসলয়াবনত-রুচির-বিটপবিটপিনাং (কুসুম-ফলস্তবকাশ্চ সুভগকিসলয়ানি চ তৈঃ অবনতাঃ রুচিরাঃ বিটপাঃ যেষাং তেষাং বিটপিনাং বৃক্ষাণাং) শ্রীভিঃ (সৌন্দর্য্যৈঃ তথাঃ) অমলজলপূর্ণানাম (অমলৈঃ জলৈঃ পূর্ণানাং) সমিথুনবিবিধবিহঙ্গজলাশয়ানাং (সমিথুনাঃ চক্রবাকাদি-মিথুন-সহিতাঃ যে বিবিধাঃ বিহঙ্গাঃ তদ্‌যুক্তানাং) ঝষকুলোল্লঙ্ঘন-ক্ষুভিতনীর-নীরজ-কুমুদকুবলয়-কহলারনীলোৎপললোহিতশত-পত্রাদিবনেষু (ঝষকুলোল্লঙ্ঘনেন ক্ষুভিতং যজ্জলাশয়ানাং নীরং তস্মিন্ যানি নীরজাদীনি তেষাং বনেষু) কৃতনিকেতনানাং (কৃতং নিকেতনাং যৈ তেষাং পক্ষিণাম্) এক-বিহারাকুল-মধুরবিবিধস্বনাদিভিঃ (একঃ অখণ্ডঃ যঃ বিহারঃ তেন আকুলাশ্চ তে মধুরাঃ চ বিবিধস্বনাদয়ঃ তৈঃ) যে, ইন্দ্রিয়োৎসবৈঃ (পূর্ব্বোক্তৈঃ স্বনাদিভিঃ যে ইন্দ্রিয়োৎসবাঃ শ্রবণাদিপ্রীতয়ঃ তৈঃ) অমরলোকশ্রিয়ম্ অতিশয়িতানি চকাসতি (সুশোভন্তে) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—সেখানে যে-সকল উদ্যান আছে, তাহারা যেন অমরলোকের শ্রীকেও অতিক্রম করিয়া শোভা পাইতেছে। ঐসকল উদ্যানে নানাবিধ বৃক্ষ লতাঙ্গ দ্বারা আলিঙ্গিত এবং উহাদের শাখা-সমূহ ফল, পুষ্পস্তবক ও সুন্দর নবপল্লব-ভরে অবনত হইয়া এমন মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে যে, তাহা দর্শন-মাত্রেই দর্শকের মন প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। আর তথায় যে-সকল জলাশয় আছে, তাহা স্বচ্ছসলিল-পরিপূর্ণ; ঐ জলে মীনাদি জলচর-সমূহ উল্লম্ফন করায় উহা ক্ষুব্ধ হইতেছে। ঐ ক্ষুব্ধ জলে জলজ কুমুদ, কুবলয়, কহলার, নীল ও লোহিতোৎপলাদির বনে নীড় নির্ম্মাণ করিয়া চক্রবাকাদি যে-সকল বিহঙ্গ-মিথুন বাস করিতেছে, তাহারা নিরবচ্ছিন্ন বিহারে আকুলচিত্ত হইয়া নানাপ্রকার মধুর-কূজনে সমস্ত কাননকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহাতে শ্রোতৃবর্গের অতিশয় ইন্দ্রিয়োৎসব হইতেছে এবং মনে হইতেছে, যেন সেই শোভা অমরলোকের সৌন্দর্য্যকেও তিরস্কৃত করিয়াছে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—যাসু উদ্যানানি অমরলোকশ্রিয়ম্ অতিশয়িতানি অতিক্রান্তানি চকাসতীত্যন্বয়ঃ। কাভিঃ কুসুমাদিভিরবনতা রুচিরা বিটপা যেষাং তেষাং বিটপিনাং শ্রীভিঃ, মন ইন্দ্রিয়ানন্দিভিরিতি পুংস্ত্বমার্ষম্। তথা সমিথুনা সস্ত্রীপুংসা বিবিধা বিহঙ্গমা যেষাং তেষাং জলাশয়ানাং ঝষকুলোল্লঙ্ঘনৈঃ ক্ষুভিতেষু নীরেষু যানি নীরজাদিবনানি তেষু

কৃতনিকেতনানাম্ অর্থাৎ পক্ষিণাম্ একোঽখণ্ডো যো বিহারস্তেনাকুলা মধুরা বিবিধাঃ স্বনাদয়স্তৈর্যে ইন্দ্রিয়োৎসবাস্তৈশ্চ। অত্র লোহিতং শতপত্রঞ্চ নীরজ-বিশেষৌ লৌহিত্যদলশতকবৎ তাভ্যাম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যাসু উদ্যানানি'—ঐ সকল পুরীতে উদ্যানসমূহ অমরলোকের সৌন্দর্য্যকেও অতিক্রম করিয়া শোভিত হইতেছে—এই অন্বয়। কিসের দ্বারা অতিক্রম করিতেছে? তাহাতে বলিতেছেন—'কুসুম' ইত্যাদি, পুষ্প, ফলগুচ্ছ ও পল্লবরাজির দ্বারা অবনত হইয়াছে শাখাসমূহ যাহাদের, তাদৃশ বৃক্ষ-সমূহের 'শ্রীভিঃ'—মন ও ইন্দ্রিয়ের আনন্দবর্দ্ধক শোভার দ্বারা। 'শ্রীভিঃ'—এই স্ত্রীলিঙ্গ পদের বিশেষণ হওয়ায়, 'মন ইন্দ্রিয়ানন্দিভিঃ', এই স্থলে পুংলিঙ্গ প্রয়োগ আর্ষ। 'সমিথুন'—ইত্যাদি, সমিথুন বলিতে স্ত্রী-পুরুষের সহিত মিথুনীভূত নানা প্রকার পক্ষিগণ যেখানে, সেইরূপ জলাশয়সমূহে, যাহা মৎস্যগণের উল্লম্ফনে ক্ষুভিত (আলোড়িত) সেইরূপ জলমধ্যে যে সকল পদ্মাদি জলজাত পুষ্পসমূহের বন, তাহাতে 'কৃতনিকেতনানাং'—যাহারা বাসা নির্ম্মাণ করিয়াছে, অর্থাৎ সেই জলজ পুষ্পসমূহের বনমধ্যে বিচরণকারী পক্ষিগণের এক অখণ্ড যে বিহার, তাহার দ্বারা আকুল ও সুমধুর বিবিধ শব্দাদি-জনিত ইন্দ্রিয়গণের উৎসব প্রবর্ত্তন দ্বারা (স্বর্গপুরীর শোভাকে অতিক্রম করিয়াছে)। এখানে লোহিত (রক্তকমল) ও শতপত্র—ইহারা জলজ পুষ্পবিশেষ ॥ ১০ ॥

যত্র হ বাব ন ভয়মহোরাত্রাদিভিঃ কালবিভাগৈরুপলক্ষ্যতে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র হ বাব (যেষু বিবরেষু) কাল-বিভাগৈঃ অহোরাত্রাদিভিঃ ভয়ং ন উপলক্ষ্যতে (সূর্য্যা-দীনাং তত্রাভাবাৎ অহোরাত্রাদিভিঃ যদ্ভয়ং কালঃ ভীতিঃ তন্নোপলক্ষ্যতে) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ঐ-সকল ভূ-বিবরে সূর্য্যালোকের অভাবে দিবারাত্রি কালবিভাগ নাই, সুতরাং কাল-জনিত কোন ভয়ের সম্ভাবনাও লক্ষিত হয় না ॥ ১১ ॥

যত্র হি মহাহিপ্রবরশিরোমণয়ঃ সর্ব্বতস্তমঃ প্রবাধন্তে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র হি মহাহিপ্রবরশিরোমণয়ঃ (মহা-সর্পাণাং মস্তকমণয়ঃ) সর্ব্বতঃ তমঃ (সর্ব্বদা অন্ধ-কারং) প্রবাধন্তে (নাশয়ন্তি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—তথায় যে-সকল মহাসর্প বাস করে, তাহাদের মস্তকস্থিত মণিপ্রভায় চতুর্দ্দিকের অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

ন বা এতেষু বসতাং দিব্যৌষধিরসরসায়নাশন-পানস্নানাদিভিরাধয়ো ব্যাধয়ো বলীপলিতজরাদয়শ্চ দেহবৈবর্ণ্যং দৌর্গন্ধ্যং স্বেদঃ ক্লমো গ্লানিরিতি বয়োঽবস্থাশ্চ ভবন্তি ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—এতেষু (বিলস্বর্গেষু) বসতাং (স্থিতা-নাং প্রাণিনাং) দিব্যৌষধিরস-রসায়নাশনপানস্নানা-দিভিঃ (অত্যুত্তমৌষধিরসাদীনাং পানভক্ষণাদিভিঃ) আধয়ঃ (মানসপীড়াঃ) ব্যাধয়ঃ (শারীরিকরোগাঃ) বলীপলিত-জরাদয়শ্চ দেহবৈবর্ণ্যং দৌর্গন্ধ্যং স্বেদঃ ক্লমঃ (শ্রমঃ) গ্লানিঃ (অনুৎসাহঃ) ইতি বয়ঃ অবস্থা চ (বৃদ্ধতা চ) ন বা ভবন্তি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—এই সকল স্থানের অধিবাসিগণ দিব্যৌষধি রস পান, ভোজন এবং ঐ রসে স্নানাদি করেন বলিয়া তাঁহাদের কোন শারীরিক বা মানসিক পীড়া, পলিত, বলী বা জরা প্রভৃতি তথা দেহ-বৈবর্ণ্য, দৌর্গন্ধ্য, ঘর্ম্ম, শ্রম, অনুৎসাহ এবং বয়সের নিমিত্ত বার্দ্ধক্যাদি বিবিধ অবস্থা হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—এতেষু বসতাং দিব্যৌষধিরসায়নয়োরশনাদেব হেতোরন্নপানাদিভিরপ্যাধিব্যাধয়ো ন ভবন্তি। তথা হি বিবিধা বয়োবস্থাশ্চ ন তত্র প্রথমা বলীপ্রভৃতয়শ্চরমাঃ দ্বিতীয়া দেহবৈবর্ণ্যাদয়োঽচরমাঃ ক্লমঃ শ্রমঃ গ্লানির্হর্ষক্ষয়ঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এতেষু বসতাং'—এই সকল বিলস্বর্গে যাহারা বাস করে, তাহারা দিব্য ওষধি-রস ও রসায়ন-জাতীয় বস্তু সেবন করায় নানারূপ অন্ন পান ও স্নানাদিহেতুও তাহাদের মানসিক ও শারীরিক কোন রোগ উৎপন্ন হয় না। সেইরূপ বিবিধ বয়-

সের অবস্থাও সেখানে নাই, অর্থাৎ প্রথম চর্ম্মের শৈথিল্য, কেশের পক্বতা, জরা প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় দেহের বিবর্ণভাব, দুর্গন্ধ, স্বেদ, পরিশ্রম ও অনুৎ-সাহরূপ বয়সোচিত অবস্থাসমূহের সঞ্চারও সেখানে হয় না ॥ ১৩ ॥

নহি তেষাং কল্যাণানাং প্রভবতি কুতশ্চন মৃত্যুর্বিনা ভগবত্তেজসশ্চক্রাপদেশাৎ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—কল্যাণানাং (মঙ্গলরূপাণাং) তেষাং চক্রাপদেশাৎ (চক্রনামকাৎ) ভগবত্তেজসঃ (ভগবচ্ছক্তেঃ) বিনা মৃত্যুঃ (যমঃ অপি) ন হি কুতশ্চন প্রভবতি (অধিকর্ত্তুং যোগ্যো ন ভবতি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—তাহারা মঙ্গলস্বরূপ ; 'সুদর্শন'-চক্র নামক ভগবত্তেজঃ ব্যতীত যম তাহাদের উপর কোন-ও প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন না ॥ ১৪ ॥

যস্মিন্ প্রবিষ্টেঽসুরবধূনাং প্রায়ঃ পুংসবনানি ভয়াদেব স্রবন্তি পতন্তি চ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—যস্মিন্ (ভগবচ্চক্রে) প্রবিষ্টে (সতি) অসুরবধূনাং প্রায়ঃ ভয়াৎ পুংসবনানি (গর্ভাঃ) স্রবন্তি পতন্তি চ (আচতুর্থাৎ ভবেৎ স্রাবঃ পাতঃ পঞ্চমষষ্ঠয়োঃ ইতি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—ঐ ভগবত্তেজঃ প্রবিষ্ট হইলে ভয়ে অসুররমণীদিগের প্রায়ই গর্ভস্রাব ও পাত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—পুংসবনানি গর্ব্ভাঃ, 'আচতুর্থাৎ ভবেৎ স্রাবঃ, পাতঃ পঞ্চমষষ্ঠয়ো'রিতি স্রাবপাতৌ জ্ঞেয়ৌ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যস্মিন্ প্রবিষ্টে'—একমাত্র সুদর্শন চক্র তথায় প্রবেশ করিলে, প্রায় ভয়বশতঃই অসুরবধূগণের গর্ভস্রাব ও গর্ভপাত হইয়া থাকে। 'পুংসবনানি'—বলিতে গর্ভ, প্রথম মাস হইতে চতুর্থ-মাস মধ্যে গর্ভ নাশ হইলে উহাকে গর্ভস্রাব এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠমাসে হইলে উহাকে গর্ভপাত বলা হয় ॥ ১৫ ॥

অথাতলে ময়পুত্রোঽসুরো বলো নিবসতি। যেন হ বা ইহ সৃষ্টাঃ ষণ্ণবতির্মায়া যাঃ কাশ্চনাদ্যাপি মায়াবিনো ধারয়ন্তি যস্য চ জৃম্ভমাণস্য মুখতস্ত্রয়ঃ স্ত্রীগণা উদপদ্যন্ত স্বৈরিণ্যঃ কামিন্যঃ পুংশ্চল্য ইতি। যা বৈ বিলায়নং প্রবিষ্টং পুরুষং রসেন হাটকাখ্যেন সাধয়িত্বা স্ববিলাসাবলোকানুরাগ-স্মিত-সংলাপোপ-গূহনাদিভিঃ স্বৈরং কিল রময়ন্তি। যস্মিন্নুপযুক্তে পুরুষ ঈশ্বরোঽহং সিদ্ধোঽহমিত্যযুতমহাগজবলমাত্মা-নমভিমন্যমানঃ কত্থতে মদান্ধ ইব ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অথ অতলে ময়পুত্রঃ বলঃ অসুরঃ নিবসতি ; যেন হ বা ইহ ষণ্ণবতিঃ (তৎসংখ্যকাঃ) মায়াঃ সৃষ্টাঃ ; যাঃ কাশ্চনঃ (তৎসৃষ্টাঃ মায়াঃ কেচিৎ) মায়াবিনঃ অদ্যাপি ধারয়ন্তি (ধারণে সমর্থো ভবন্তি) ; জৃম্ভমানস্য যস্য চ মুখতঃ স্বৈরিণ্যঃ (সবর্ণে রতাঃ স্বৈরিণ্যঃ) কামিন্যঃ (অসবর্ণে অপি রতাঃ কামিন্যঃ) পুংশ্চল্যঃ (তত্রাপি অতিচঞ্চলাঃ পুংশ্চল্যঃ) ইতি ত্রয়ঃ স্ত্রীগণাঃ উদপদ্যন্ত (সমুদ্ভূতাঃ ভবন্তি) ; যাঃ বৈ বিলায়নং (স্বকীয়বিলায়তনং) প্রবিষ্টং পুরুষং হাটকাখ্যেন রসেন সাধয়িত্বা (সম্ভোগসমর্থং কৃত্বা) স্ববিলাসাবলোকানুরাগ-স্মিতসংলাপোপগূহনাদিভিঃ (স্বে যে অসাধারণাঃ বিলাসাঃ তৎপূর্ব্বকঃ অবলোকঃ তেন অনুরাগযুক্তং স্মিতং তেন সংলাপঃ উপগূহনঞ্চ তদাদিভিঃ) কিল স্বৈরং (স্বেচ্ছয়া) রময়ন্তি ; যস্মিন্ (রসে) উপযুক্তে (হাটকাখ্যে রসে সেবিতে সতি) পুরুষঃ অযুতমহা-গজবলঃ (অযুতহস্তিতুল্যবলবান্ সন্) অহম্ ঈশ্বরঃ, অহং সিদ্ধঃ ইতি (এবম্) আত্মানম্ অভিমন্যমানঃ মদান্ধঃ ইব কত্থতে (মদান্ধঃ ইব আত্মশ্লাঘাং করোতি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—মহারাজ, অতঃপর অতলাদি ভূ-বিব-রের বিষয় শ্রবণ করুন। অতলে ময়দানবের পুত্র 'বল'-নামক অসুর বাস করে। ঐ বলের দ্বারাই ষণ্ণবতি-প্রকার মায়া সৃষ্ট হয়। কোন কোন মায়াবী অদ্যাপিও ঐ মায়ার কতক কতক ধারণ করিতে সমর্থ হয়। ঐ দানব জৃম্ভণ করিলে উহার মুখবিবর হইতে স্বৈরিণী (সবর্ণে রতা) কামিনী (অসবর্ণে রতা) ও পুংশ্চলী (পতিচঞ্চলা),—এই তিন শ্রেণীর নারীর সৃষ্টি হয়। কোন পুরুষ অতলে প্রবেশ

করিলে ঐসকল নারী তাহাকে হাটক (ধুস্তুর)-রস পান করাইয়া তাহার রতিসামর্থ্য উৎপাদন করে এবং স্ব-স্ব-অসাধারণ বিলাস প্রদর্শন-পূর্ব্বক অবলোকন, অনুরাগযুক্ত হাস্য, নির্জ্জন ভাষণ এবং আলিঙ্গনাদি দ্বারা স্ব-স্ব ইচ্ছানুসারে রমণ করায়। ঐ হাটকনামক রস-সেবন-ফলে পুরুষ অযুত-হস্তি-তুল্য বল ধারণ করিয়া মদান্ধের ন্যায় 'আমি ঈশ্বর,' 'আমি সিদ্ধ'—এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে ॥১৬॥

বিশ্বনাথ—সবর্ণে রতাঃ স্বৈরিণ্যঃ কামিনস্ত্বসবর্ণেঽপি, তত্রাপ্যতিচঞ্চলাঃ পুংশ্চল্যঃ, বিলায়নং স্ববিলয়রূপমায়তনং সাধয়িত্বা স্বসম্ভোগসমর্থং কৃত্বা, যস্মিন্ রসে উপযুক্তে সেবিতে সতি ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যস্য চ জৃম্ভমাণস্য'—ইত্যাদি, মায়াবী বলাসুর জৃম্ভণ করিলে (হাই তুলিলে) তাহার মুখ হইতে স্বৈরিণী, কামিনী ও পুংশ্চলী নামক তিন জাতীয় রমণীর উৎপত্তি হয়। সবর্ণ পুরুষে রতা স্বৈরিণী, কামিনীগণ অসবর্ণেও রতা, তন্মধ্যে অত্যন্ত চঞ্চলা যাহারা, তাহার পুংশ্চলী রমণী। 'বিলায়নং'—কোন পুরুষ স্ববিলয়রূপ গৃহে প্রবেশ করিলে, ঐ রমণীগণ ধুস্তুর রস প্রয়োগ করিয়া, 'সাধয়িত্বা'—তাহাদের স্বসম্ভোগ-সামর্থ্য উৎপাদন-পূর্ব্বক ইচ্ছানুরূপ বিহার করাইয়া থাকে। 'যস্মিন্ উপযুক্তে'—যে হাটকরস সেবন করিলে (পুরুষ নিজেকে ঈশ্বর, সিদ্ধ ও বলশালী বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে।) ॥ ১৬ ॥

———

ততোঽধস্তাদ্বিতলে হরো ভগবান্ হাটকেশ্বরঃ স্বপার্ষদভূতগণাবৃতঃ প্রজাপতিসর্গোপবৃংহণায় ভবো ভবান্যা সহ মিথুনীভূয়াস্তে। যতঃ প্রবৃত্তা সরিৎপ্রবরা হাটকী নাম ভবয়োর্বীর্য্যেণ। যত্তচ্চিত্রভানুর্মাতরিশ্বনা সমিধ্যমান ওজসা পিবতি। তন্নিষ্ঠ্যূতং হাটকাখ্যং সুবর্ণং ভূষণেনাসুরেন্দ্রাবরোধেষু পুরুষাঃ সহ পুরুষীভির্ধারয়ন্তি ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ অধস্তাৎ বিতলে ভগবান্ হাটকেশ্বরঃ হরঃ ভবঃ (মহাদেবঃ) স্বপার্ষদভূতগণাবৃতঃ (অনুচরবর্গৈঃ সহ মিলিতঃ সন্)—প্রজাপতিসর্গোপবৃংহণায় (প্রজাপতেঃ ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিবৃদ্ধ্যর্থং) ভবান্যা সহ মিথুনীভূয় আস্তে (মিলিতঃ ভূত্বা তিষ্ঠতি); যতঃ (বিতলাৎ) ভবয়োঃ (হরগৌর্য্যোঃ) বীর্য্যেণ হাটকী নাম সরিৎপ্রবরা (নদী) প্রবৃত্তা (সমুৎপন্না জাতা); মাতরিশ্বনা (বায়ুনা) ওজসা (বলেন) সমিধ্যমানঃ (সম্যগ্দীপ্যমানঃ) চিত্রভানুঃ (অগ্নিঃ) যৎ তৎ পিবতি ; তন্নিষ্ঠ্যূতং (তেন নিষ্ঠ্যূতং ফুৎকৃত্য ত্যক্তং) হাটকাখ্যং সুবর্ণং ভূষণেন (রত্নালঙ্কারেণ) অসুরেন্দ্রাবরোধেষু (অসুরেন্দ্রাণাং বিবরবাসিনাম্ অবরোধেষু অন্তঃপুরেষু) পুরুষাঃ পুরুষীভিঃ (স্ত্রীভিঃ) সহ ধারয়ন্তি ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—অতলের নিম্নভাগে বিতলে ভগবান্ হাটকেশ্বর মহাদেব স্বীয় অনুচর ভূতগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ভবানীসহ মিথুনীভূত হইয়া বাস করিতেছেন। হরগৌরীর বীর্য্য হইতেই হাটকী-নাম্মী নদী বিতল হইতে প্রবাহিত হইতেছে। অগ্নি বায়ুবলে অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া ঐ নদীতে প্রবাহিত জলরূপ বীর্য্য-পানানন্তর ফুৎকার করেন, তাহাতে 'হাটক'-নামক সুবর্ণের উৎপত্তি হয়। অসুরেন্দ্রদিগের অন্তঃপুরে পুরুষগণ স্ত্রীগণসহ ঐ হাটক-স্বর্ণ-নির্ম্মিত ভূষণ পরিধান করেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—চিত্রভানুরগ্নিঃ পিবতি সংশোষ্য কঠিনীকরোতি। তেন অগ্নিনা নিষ্ঠ্যূতং দাহোত্তীর্ণীকৃতম্, যদ্বা, তাভ্যাং ভব-ভবানীভ্যাং ফুৎকৃত্য ত্যক্তং, ভূষণেন রত্নালঙ্কারেণ সহ অত্যাদরাৎ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চিত্রভানুঃ' ইত্যাদি—চিত্রভানু বলিতে অগ্নি বায়ুর দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হইয়া, 'পিবতি'—উক্ত বীর্য্য পান করেন, অর্থাৎ উহাকে শুষ্ক করিয়া কঠিন (শক্ত) করেন। সেই অগ্নির দ্বারা 'নিষ্ঠ্যূত', অর্থাৎ দগ্ধ করার পর 'হাটক' নামক সুবর্ণের উৎপত্তি হয়। অথবা—ভব ও ভবানীর দ্বারা ফুৎকার-পূর্ব্বক পরিত্যক্ত হওয়ায় উহা 'হাটক' নামক সুবর্ণে পরিণত হইয়াছে। 'ভূষণেন'—অলঙ্কাররূপে এই সুবর্ণ অতি সমাদরে (সেই অসুরগণের অন্তঃপুরে পুরুষ ও রমণীগণ ধারণ করিয়া থাকে।) ॥ ১৭ ॥

———

ততোঽধস্তাৎ সুতল উদারশ্রবাঃ পুণ্যশ্লোকো বিরোচনাত্মজো বলির্ভগবতা মহেন্দ্রস্য প্রিয়ং চিকীর্ষমাণেনাদিতের্লব্ধকায়ো ভূত্বা বটুবামনরূপেণ পরাক্ষিপ্তলোকত্রয়ো ভগবদনুকম্পয়ৈব পুনঃ প্রবেশিত ইন্দ্রাদিষ্ববিদ্যমানয়া সুসমৃদ্ধয়া শ্রিয়াভিজুষ্টঃ স্বধর্ম্মেণারাধয়ংস্তমেব ভগবন্তমারাধনীয়মপগতসাধ্বস আস্তেঽধুনাপি ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ অধস্তাৎ সুতলে উদারশ্রবাঃ (মহাযশাঃ) পুণ্যশ্লোকঃ বিরোচনাত্মজঃ বিরোচনস্য আত্মজঃ) বলিঃ অদিতেঃ (সকাশাৎ) লব্ধকায়ঃ ভূত্বা (স্বরূপম্ আবিষ্কৃত্য) মহেন্দ্রস্য প্রিয়ং চিকীর্ষমাণেন (কর্ত্তুমিচ্ছতা) বটুবামনরূপেণ ভগবতা পরাক্ষিপ্তলোকত্রয়ঃ (পরাক্ষিপ্তং ত্রিপদযাচঞ্চয়া অপহৃতং লোকত্রয়ং যস্য সঃ অপি) ভগবদনুকম্পয়া পুনঃ (ভগবতঃ এব অনুকম্পয়া তত্র) প্রবেশিতঃ (সন্) ইন্দ্রাদিষু অবিদ্যমানয়া সুসমৃদ্ধয়া শ্রিয়া অভিজুষ্টঃ আরাধনীয়ং তমেব ভগবন্তং স্বধর্ম্মেণ (ভগবদুপদিষ্টেন) আরাধয়ন্ অপগতসাধ্বসঃ (অপগতেন্দ্রাদিসাধ্বসঃ) অধুনাপি আস্তে ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—বিতলের নিম্নপ্রদেশে সুতল অবস্থিত। তথায় বিরোচনাত্মজ মহাযশাঃ পুণ্যশ্লোক বলি-মহারাজ অদ্যাপি অবস্থান করিতেছেন। ভগবান্ বিষ্ণু মহেন্দ্রের প্রিয়-সাধন-মানসে অদিতির গর্ভ হইতে বটুবামনরূপে আবির্ভূত হইয়া বলির নিকট হইতে ত্রিপাদভূমি যাচঞ্চাছলে ত্রিলোক অপহরণ করিয়াছিলেন, অবশেষে আবার কৃপা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন; তাহাতে তিনি ইন্দ্রাদিরও দুর্ল্লভ সম্পদে সুসমৃদ্ধ হইয়া স্বধর্ম্মাচরণ-দ্বারা সেই আরাধ্য ভগবানকে অদ্যাপি নির্ভীকচিত্তে আরাধনা করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রবো যশঃ অতএব পুণ্যাশ্চারবঃ শ্লোকা বর্ণনার্থকপদ্যানি যস্য সঃ, প্রবেশিত ইতি সুতলমেবেতি শেষঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উদারশ্রবাঃ'—উদার যশঃ যাঁহার, অতএব 'পুণ্যশ্লোকঃ'—পুণ্য ও রমণীয় শ্লোক, অর্থাৎ বর্ণনের নিমিত্ত পদ্যাদি যাঁহার (সেই বিরোচনপুত্র মহারাজ বলি)। 'প্রবেশিতঃ'—ভগবান্ বামনদেব পুনরায় তাঁহাকে সুতলেই প্রেরণ করাইয়া তাহার আধিপত্যে নিযুক্ত করেন ॥ ১৮ ॥

নো এবৈতৎ সাক্ষাৎকারো ভূমিদানস্য যত্তদ্ভগবত্যশেষজীবনিকায়ানাং জীবভূতাত্মভূতে পরমাত্মনি বাসুদেবে তীর্থতমে পাত্র উপপন্নে পরময়া শ্রদ্ধয়া পরমাদরেণ সমাহিতমনসা সম্প্রতিপাদিতস্য সাক্ষাদপবর্গদ্বারস্য যদ্বিলনিলয়ৈশ্বর্য্যম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—যদ্বিলনিলয়ৈশ্বর্য্যং (যৎ বিলনিলয়ে সুতলে ঐশ্বর্য্যং তৎ) অশেষজীবনিকায়ানাম্ (অশেষাণাং জীবনিকায়ানাং প্রাণিসমূহানাং) জীবভূতাত্মভূতে (জীবভূতশ্চ অসৌ আত্মভূতশ্চ তদ্রূপে) পরমাত্মনি (সর্ব্বজীবনিয়ন্তরি আত্মারামে) তীর্থতমে (পরমপাবনে) পাত্রে ভগবতি বাসুদেবে উপপন্নে (সতি) পরময়া শ্রদ্ধয়া পরমাদরেণ সমাহিতমনসা (সমাহিতেন মনসা) সম্প্রতিপাদিতস্য (শ্রদ্ধয়া দত্তস্য) সাক্ষাৎ অপবর্গদ্বারস্য (মোক্ষদ্বারভূতস্য) ভূমিদানস্য (ত্রিলোকীদানস্য) সাক্ষাৎকারঃ (ফলঃ) নো এতৎ এব (ভবত্যেব অপি তু নিষ্কামদানস্য ভগবৎপ্রাপ্তিহেতুত্বাৎ তস্যৈব ফলম্ ইতি ভাবঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, বলি-মহারাজ ভগবান্ বামনদেবকে যে ত্রিপাদভূমি দান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার সুতলের ঐশ্বর্য্য-সুখভোগ যে সেই ভূমিদানের সাক্ষাৎফল, তাহা নহে। যিনি—অনন্ত জীবকোটির জীবনস্বরূপ, জীবান্তর্য্যামী পরমাত্মা, যিনি—সর্ব্বজীব-নিয়ন্তা আত্মারাম পুরুষ, সেই স্বয়ং ভগবান্ বাসুদেবকে দানের পরম-পবিত্রপাত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া বলি-মহারাজ পরম-শ্রদ্ধাসহকারে, অতি-সমাদরে ও সমাহিতচিত্তে যে ভূমিদান লীলা করেন, তাহাকে সাক্ষাৎ অপবর্গ অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তিরই দ্বারস্বরূপ জানিতে হইবে, বিলস্বর্গসুখাদি অনিত্য সুখভোগ কখনই তাহার সাক্ষাৎফল হইতে পারে না ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—কৈশ্চিত্তস্য তাদৃশ-বিলস্বর্গভোগপ্রাপ্তির্ভূমিদানফলং মন্যতে তন্নিরাকরোতি—নো এবৈতদিতি যদ্বিলনিলয়ৈশ্বর্যমেতদ্ ভূমিদানস্য সাক্ষাৎকারঃ ফলং ন ভবতি, যদ্ভূমিদানং তদতিপ্রসিদ্ধ-

মিত্যন্বয়ঃ। অত্র ভূমিপদেন ত্রিভুবনমেবোপলক্ষিতম্। অত্র বেদজ্ঞব্রাহ্মণমাত্রে এব ভূপ্রদেশদানাদক্ষয়ঃ প্রসিদ্ধস্বর্গভোগো লভ্যত ইতি শাস্ত্রশ্রবণাদ্ ভগবতি ত্রিভুবনদানজন্যফলস্য সুতলৈশ্বর্য্যভোগএব পর্য্যাপ্তেরসম্ভাবিতত্বাদপবর্গস্যৈব ফলত্বং, কিঞ্চাস্যানুষঙ্গিকস্যাপি সুতলৈশ্বর্য্যভোগস্য সর্ব্বস্বর্গভোগেভ্যোঽপি পরম এবোৎকর্ষো ধ্বনিতঃ। ভূমিদানস্য কথম্ভূতস্য ভগবতি বাসুদেবে প্রতিপাদিতস্য, জীবভূতো জীবনরূপো য আত্মা অন্তর্য্যামী তদ্ভূতে পরমাত্মনি "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইত্যুক্তেরন্তর্য্যামিনামপ্যংশিত্বাৎ পরমঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টশ্চাসাবাত্মা চেতি তস্মিন্ উপপন্নে পরমসমুচিতে তীর্থতমে পরমপাবনে ফলং ন ভবতীত্যত্র হেতুঃ—সাক্ষাদপবর্গেতি পত্রপুষ্পাদি-দানস্যাপ্যবর্গফলত্বাৎ তত্রাতিকৈমুত্যমেবেতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কেহ কেহ মহারাজ বলির তাদৃশ বিলস্বর্গের ভোগ-প্রাপ্তিকে ভগবানে ভূমিদানের ফল বলিয়া মনে করেন, তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—'নো এবৈতৎ' ইত্যাদি, এই সুতললোকের ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি ভূমিদানের 'সাক্ষাৎকারঃ'—প্রত্যক্ষ ফল হইতে পারে না। 'যদ্'—যে ভূমিদান, 'তদ্'—তাহা অতি প্রসিদ্ধ, এই অন্বয়। এই স্থলে ভূমিপদের দ্বারা ত্রিভুবনই উপলক্ষিত হইয়াছে। এখানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-মাত্রকেই সামান্য ভূখণ্ড দানের ফলেই অক্ষয় প্রসিদ্ধ স্বর্গভোগ লব্ধ হয়, এইরূপ শাস্ত্রশ্রবণহেতু, শ্রীভগবানে ত্রিভুবন দান করার ফলস্বরূপ সুতলের ঐশ্বর্য্যভোগই পর্য্যাপ্তি হইতে পারে না, কিন্তু তাহার ফল অপবর্গই (অর্থাৎ ভগবৎ চরণসেবারূপ মোক্ষই), অধিকন্তু আনুষঙ্গিক সুতলের ঐশ্বর্য্যভোগ সমস্ত স্বর্গভোগ হইতেও পরম উৎকর্ষই—ইহা ধ্বনিত হইল। কি প্রকার ভূমিদানের? তাহাতে বলিতেছেন—'ভগবতি বাসুদেবে', ভগবান্ বাসুদেবে যে দান প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'জীবভূতাত্মভূতে পরমাত্মনি'—জীবভূত, অর্থাৎ জীবনরূপ যে আত্মা বলিতে অন্তর্য্যামী, তদ্রূপ পরমাত্মাতে। 'বিষ্টভ্যাহমিদং' (১০।৪২), অর্থাৎ আমি এই সমস্ত জগৎ আমার একাংশমাত্র দ্বারা ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি—শ্রীগীতার এই উক্তিবশতঃ অন্তর্য্যামিসকলেরও অংশী বলিয়া যিনি পরমাত্মা, পরম বলিতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট যে আত্মা, তাঁহাতে, 'উপপন্নে'—পরম সমুচিত তীর্থতম, অর্থাৎ পরম পবিত্র সৎপাত্ররূপে ভগবান্ বাসুদেবকে লাভ করিয়া, মহারাজ বলি পরম সমাদরে যে ভূমিদান করিয়াছিলেন, তাহার ফল ঐরূপ ঐশ্বর্য্যভোগ নহে। এই বিষয়ে হেতু—'সাক্ষাদ্ অপবর্গদ্বারস্য'—সাক্ষাৎ অপবর্গ, অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তিরই দ্বারস্বরূপ। শ্রীভগবানে পত্র পুষ্পাদি দানেরও আনুষঙ্গিক ফল মুক্তি হইলে, কৈমুত্যিক ন্যায়ে তাঁহাকে ত্রিভুবন সমর্পণের কি ফল হইতে পারে?—এই ভাব ॥ ১৯ ॥

যস্য হ বাব ক্ষুৎপতনপ্রস্খলনাদিষু বিবশঃ সকৃন্নামাভিগৃণন্ পুরুষঃ কর্ম্মবন্ধনমঞ্জসা বিধুনোতি। যস্য হেব প্রতিবাধনন্তু মুমুক্ষবোঽন্যথৈবোপলভন্তে ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—পুরুষ হ বাব ক্ষুৎপতন-প্রস্খলনাদিষু বিবশঃ (সন্) যস্য (ভগবতঃ) নাম সকৃৎ (অপি) অভিগৃণন (উচ্চারয়ন) অঞ্জসা (দুর্নিবার) কর্ম্মবন্ধনম্ (সংসারং) বিধুনোতি (ভগবতঃ নামকীর্ত্তনম্ এব কর্ম্মমূলং সংসারং ছিনত্তি); যস্য (কর্ম্মমূল-সংসারস্য) হ এব প্রতিবাধনং তু (বন্ধনচ্ছেদনং তু) মুমুক্ষবঃ অন্যথা এব উপলভন্তে (যোগসাংখ্যাদিরূপান্ ক্লেশমার্গান্ অনুভবন্তি স্বীকুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—ত্রৈলোক্যদানাদির কথা কি, দূরে থাকিয়া ভক্তিসহকারে পত্রপুষ্পাদি-দানফলে নামাভাসরূপ সুকৃতিদ্বারাও অনায়াসে কর্ম্মবন্ধন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়)। পুরুষ ক্ষুধা, পতন ও স্খলনাদি-সময়ে বিবশ অর্থাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও যদি একবারমাত্র তাঁহার নাম উচ্চারণ করেন, তাহা হইলে তিনি দুর্ব্বার কর্ম্মবন্ধন হইতে অনায়াসে মুক্ত হন। মুক্তিকামিগণ সেই কর্ম্মমূলস্বরূপ সংসারবন্ধন ছেদন করিবার জন্য অষ্টাঙ্গযোগসাংখ্যাদি নানাক্লেশ স্বীকার করেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রৈলোক্যদানস্য কা বার্ত্তা ভক্ত্যা পত্রপুষ্পাদ্যর্পণমপি দূরে বর্ত্ততাং নামাভাসোঽপি সুকৃতিভির্দুর্ব্বারং কর্ম্মবন্ধমপি অনায়াসেনৈব ধ্বংসয়তীত্যাহ—যস্যেতি। ন চ কর্ম্মবন্ধোঽপি সুগমপ্রতী-

কার ইত্যাহ—যস্য কর্ম্মবন্ধনস্য প্রতিবাধনং সর্ব্বথা ধ্বংসনং মুমুক্ষব এব, ন তু ভূমিদানাদি-সুকৃতকোটি-মন্তোঽপি অন্যথৈবেতি যন্নিবৃত্ত্যর্থমষ্টাঙ্গযোগ-সাঙ্খ্যাদিক্লেশাননুভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ত্রৈলোক্যদানের কথা অধিক কি? ভক্তিতে পত্রপুষ্পাদি সমর্পণও দূরে থাকুক, যাঁহার নামাভাসও বহুপুণ্যশালিগণের দুর্নিবারণীয় কর্ম্মবন্ধনও অনায়াসেই ধ্বংস করে, ইহা বলিতেছেন—'যস্য' ইত্যাদি (অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি হাঁচিবার সময়ে, কিংবা পতন ও স্খলনাদির সময়ে অবশ অবস্থাতেও একবারমাত্র যাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া সেই দুর্ব্বার কর্ম্মবন্ধন হইতে অনায়াসে মুক্ত হয়)। কর্ম্মবন্ধনের বিনাশও সহজ ব্যাপার নহে, ইহা বলিতেছেন—যে কর্ম্মবন্ধনের 'প্রতিবাধন', অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে ধ্বংস, 'মুমুক্ষবঃ'—মুক্তিকামী পুরুষগণই, কিন্তু ভূমি দানাদি পুণ্যশালী জনগণও নহে, 'অন্যথৈব'—যাহার নিবৃত্তির জন্য, অর্থাৎ যে কর্ম্মবন্ধন বিমোচনের নিমিত্ত অষ্টাঙ্গযোগ ও সাংখ্যাদির অনুশীলনে মহাক্লেশ স্বীকার করেন—এই অর্থ। (অর্থাৎ মুমুক্ষুগণ যোগ, জ্ঞানাদি সাধনের দ্বারাও যে কর্ম্মবন্ধন সহজে ক্ষয় করিতে পারেন না, জীব শ্রীভগবানের নামাভাসেই সেই কর্ম্মবন্ধন বিনাশপূর্ব্বক মুক্তি লাভ করে।) ॥ ২০ ॥

তথ্য—

কেহ বলে,—নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহ বলে, - নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয় ॥
হরিদাস কহে,—নামের এ দুই ফল নহে।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে ॥
আনুষঙ্গিক ফল নামের—মুক্তি, পাপনাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ ॥
এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ।
সবে কহে,—তুমি কহ অর্থ বিবরণ ॥
হরিদাস কহে,—যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয় ॥
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির হয় ভয় নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-আদি-পরকাশ ॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ-আদি ক্ষয়।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে।
যেই মুক্তি না লয় সে, কৃষ্ণ চাহে দিতে ॥ ২০ ॥
(চৈঃ চঃ—অন্ত্য ৩য়, ১৭৬-১৮৫)

তদ্ভগবতামাত্মবতাং সর্ব্বেষামাত্মন্যাত্মদ আত্মতমে চ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবতাং (নারদাদীনাং ভক্তানাম্) আত্মদে (বশীভূয় আত্মনমপি দত্তবতি) আত্মবতাং (সনকাদীনাং জ্ঞানিনাম্) আত্মতমে (পরমাত্মানুভবরূপে) তৎ (তস্মাৎ) সর্ব্বেষাম্ আত্মনি (পরমেশ্বরে ভূমিদানস্য ন তৎফলম্ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—অখিলাত্মা ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহার নারদাদি ভক্তবৃন্দকে স্বীয় আত্মা-পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া থাকেন অর্থাৎ প্রেমানন্দ দান করেন এবং সনকাদি জ্ঞানীগণকে তাঁহার পরমাত্মন-স্বরূপানুভূতি-রূপ ব্রহ্মানন্দাদি দান করেন। সুতরাং ভগবান্‌কে ভূমিদানের ফলস্বরূপে বলি-মহারাজের সুতলাধিপত্য-প্রাপ্তি হয় নাই,—স্ববশকারী প্রেমানন্দই তাঁহার আত্মনিবেদনের সাক্ষাৎ ফল। তজ্জন্যই ভক্তবশ্য ভগবান্ ভক্তের প্রেমরজুবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—তত্তস্মাৎ সর্ব্বেষামাত্মনি পরমেশ্বরে প্রতিপাদিতস্য ভূমিদানস্য ন তৎফলমিতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। কথম্ভূতে?—ভগবতাং নারদাদীনাং ভক্তানাং আত্মদে বশীভূয়াত্মানমপি দত্তবতি আত্মবতাং সনকাদীনাং জ্ঞানিনাং আত্মতমে পরমাত্মানুভবরূপে ইতি ক্রমেণ প্রেমানন্দ-ব্রহ্মানন্দ-দায়িনস্তস্য তদ্বিষয়ানন্দমাত্রফলদায়িত্বং কথং ঘটতামতো বলিরাজায় স্ববশীকারময়-প্রেমানন্দং খলু ভূমিদানস্য ফলং দদৌ, যতঃ স্বভক্তস্য তস্য স্বয়ং দ্বারপালো বভূবেতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদ্'—অতএব সকলের আত্মস্বরূপ পরমেশ্বরে প্রতিপাদিত ভূমিদানের, 'ন তৎ ফলং'—ঐ প্রকার ঐশ্বর্য্যাদি প্রাপ্তি ফল নহে, ইহা পূর্ব্বের সহিত অন্বয় হইবে। কেমন ভগবানে? তাহাতে বলিতেছেন—'ভগবতাং', নারদাদি ভক্তগণের নিকট, 'আত্মদে'—বশীভূত হইয়া স্বীয় আত্মা-পর্য্যন্ত

যিনি দান করেন, এবং 'আত্মবতাং'—সনকাদি জ্ঞানিগণের যিনি 'আত্মতম', অর্থাৎ পরমাত্মারূপে অনুভবরূপ। ইহার দ্বারা যথাক্রমে ভক্তের নিকট প্রেমানন্দ এবং জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্মানন্দ যিনি প্রদান করেন, তাঁহার পক্ষে সামান্য বিষয়ানন্দরূপ ফলদান কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? অতএব বলি মহারাজকে নিজের বশীকারময় প্রেমানন্দই ভূমিদানের ফলরূপে প্রদান করিয়াছিলেন, যেহেতু (ভক্তের প্রেমবদ্ধ শ্রীভগবান্) স্বভক্ত সেই বলিমহারাজের দ্বারদেশে স্বয়ং দ্বারপালক হইয়া অবস্থান করিতেছেন—এই ভাব ॥ ২১ ॥

———

ন বৈ ভগবান্ নূনমমুষ্যানুজগ্রাহ। যদুত পুনরাত্মানুস্মৃতিমোষণং মায়াময়ং ভোগৈশ্বর্য্যমেবাতনুতেতি ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—ন বৈ ভগবান্ নূনং (নিশ্চিতম্ এতৎ) অমুষ্য (অমুং বলিম্ ইত্যর্থঃ) অনুজগ্রাহ (ভোগৈশ্বর্য্যং দত্তা ভগবান্ বলিং নৈব অনুগৃহীতবান্; যৎ (যস্মাৎ) উত পুনঃ আত্মানুস্মৃতিমোষণম্ (আত্মনঃ ভগবতঃ অনুস্মৃতিং মুষ্ণাতি ইতি তথাভূতং) মায়াময়ং (প্রকৃতিকার্য্যং) ভোগৈশ্বর্য্যম্ এব আতনুত (বিস্তারিতবান্) ইতি ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—ভোগৈশ্বর্য্য প্রদান করিয়া ভগবান্ বলিকে যে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন, তাহা নহে, কেননা, ভোগৈশ্বর্য্য—মায়াময়; উহা পরমেশ্বরকে আদৌ স্মৃতিপথে আনিতে দেয় না ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—বস্তুতস্তু ভোগৈশ্বর্য্যমেকান্তভক্তস্যান্তরায় এবেতি ন তদ্ভগবদনুকম্পা-ফলমতো ভোগৈশ্বর্য্যাদানাদেবেন্দ্রস্যৈকান্তিকভক্ত্যভাবোহনুমীয়ত ইত্যাহ—নেতি। অমুষ্যমমুমিন্দ্রম্; তদুক্তং—"বাসুদেবে মনো যস্য জপহোমার্চ্চনাদিষু। তস্যান্তরায়ো মৈত্রেয় দেবেন্দ্রত্বাদিকং ফলম্॥" ইত্যতো বস্তুতস্ত্বেকান্তভক্তং বলিমেবানুজগ্রাহেতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ভোগৈশ্বর্য্য একান্ত ভক্তগণের নিকট অন্তরায়-স্বরূপই, তাহা কখনই ভগবানের অনুকম্পার ফল নহে, অতএব ভোগৈশ্বর্য্য গ্রহণ করায় দেবরাজ ইন্দ্রের ঐকান্তিক ভক্তির অভাবই অনুমিত হইতেছে, ইহা বলিতেছেন—'ন বৈ' ইত্যাদি। 'অমুষ্যং'—অমুম্ ইন্দ্রম্, সেই ইন্দ্রকে (নিশ্চিতই ভগবান্ স্বকীয় পরম ভক্তরূপে অনুগ্রহ করেন নাই, অর্থাৎ ইন্দ্রের নিমিত্ত বামনাবতার গ্রহণ করিয়াও তাঁহাকে পরমানুগ্রহ কখনই করেন নাই। যেহেতু শ্রীভগবানের অনুস্মরণরূপ স্মৃতিধ্বংসকারী মায়াময় প্রাকৃত ভোগৈশ্বর্য্যই ইন্দ্রকে বিতরণ করিয়াছিলেন)। যেমন উক্ত হইয়াছে—'বাসুদেবে মনো যস্য' ইত্যাদি, অর্থাৎ জপ, হোম, অর্চ্চনাদিতে শ্রীবাসুদেবে যাঁহার মন রহিয়াছে, তাঁহার নিকট দেবেন্দ্রত্বাদি (স্বর্গের আধিপত্যাদি) ফল অন্তরায়-স্বরূপ। ইহার দ্বারা বস্তুতঃ কিন্তু ভগবান্ একান্তভক্ত মহারাজ বলিকেই অনুগ্রহ করিয়াছিলেন—এই ভাব ॥২২॥

———

যতভগবতানধিগতান্যোপায়েন যাচ্ঞাচ্ছলেনাপহৃতস্বশরীরাবশেষিতলোকত্রয়ো বরুণপাশৈঃ সম্প্রতিমুক্তো গিরিদর্য্যাঞ্চাপবিদ্ধ ইতি হোবাচ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—অনধিগতান্যোপায়েন (ন অধিগতঃ প্রাপ্তঃ অন্যঃ উপায়ঃ যেন তেন অপ্রাপ্তোপায়েন) ভগবতা যাচ্ঞাচ্ছলেন (এব) অপহৃতস্বশরীরাবশেষিতলোকত্রয়ঃ (অপহৃতং স্বশরীরমাত্রাবশেষিতং লোকত্রয়ং যস্য তথাভূতঃ) গিরিদর্য্যাং (পর্ব্বতগুহায়াং) বরুণপাশৈঃ সম্প্রতিমুক্তঃ (সম্যক্ প্রতিমুক্তঃ বদ্ধঃ) অপবিদ্ধঃ (প্রতিক্ষিপ্তঃ অপি সন্) যৎ তৎ ইতি (বক্ষ্যমাণং) হোবাচ (কথয়ামাস) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—(মহারাজ, বলিরাজের ঐকান্তিকী ভক্তি এবং ভগবদনুগ্রহপ্রাপ্তির বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর—) শ্রীভগবান্ উপায়ান্তর না দেখিয়া যাচ্ঞাচ্ছলে শরীর মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া বলিরাজের নিকট হইতে ত্রিলোকীর আধিপত্য অপহরণ করিয়া লইলেন এবং তাহাতেও নিরস্ত না হইয়া তাঁহাকে বরুণপাশে দৃঢ়-বদ্ধ করিয়া গিরিগহ্বরে নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু তথাপি বলিরাজ গুহামধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াও এই বলিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—বলেস্ত্বৈকান্তিকী ভক্তির্ভগবদনুগ্রহপ্রাপ্তিশ্চ তদ্বচনেনৈব ব্যক্তীবভূবেত্যাহ—যদ্যস্মাৎ তদতিপ্রসিদ্ধম্ ইতি বক্ষ্যমাণমুবাচ হেত্যন্বয়ঃ। ন

অধিগতঃ অন্য উপায়ো যেন তেন ভগবতা যাচঞাচ্ছ-লেন অপহৃতং স্বশরীর-মাত্রাবশেষিতং লোকত্রয়ং যস্য সঃ। প্রতিমুক্তো বদ্ধঃ,—"আমুক্তঃ প্রতিমুক্তশ্চ পিনদ্ধশ্চাপিনদ্ধবৎ" ইত্যমরঃ। অপবিদ্ধঃ প্রক্ষিপ্তঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহারাজ বলির ঐকান্তিকী ভক্তি এবং শ্রীভগবানের অনুগ্রহ-প্রাপ্তি তাঁহার বচনের দ্বারাই ব্যক্ত হইয়াছে, ইহা বলিতেছেন—'যদুত' ইত্যাদি, যেহেতু সেই অতিপ্রসিদ্ধ বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন—ইহার সহিত অন্বয়। 'অনধিগতান্যো-পায়েন', ইত্যাদি,—ভগবান্ যে সময়ে অন্য কোন উপায় না দেখিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে ভিক্ষার ছলে বলির শরীর মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া ত্রিলোক অপহরণ করি-য়াও নিরস্ত না হইয়া, তাঁহাকে বরুণের পাশ দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক পর্ব্বতের গুহায় নিক্ষেপ করিলেন, তখন বলি-মহারাজ এইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন। 'প্রতি-মুক্তঃ'—বলিতে বদ্ধ, অমরকোষে উক্ত আছে—'আমুক্ত, প্রতিমুক্ত, পিনদ্ধ ও অপিনদ্ধ' শব্দে বন্ধন বুঝায়। 'অপবিদ্ধঃ'—নিক্ষিপ্ত হইয়া ॥ ২৩ ॥

নূনং বতায়ং ভগবানর্থেষু ন নিষ্ণাতো যোঽসাবিন্দ্রো যস্য সচিবো মন্ত্রায় বৃত একান্ততো বৃহস্পতি-স্তমতিহায় স্বয়মুপেন্দ্রেণ আত্মানমযাচত আত্মনশ্চাশিষো ন এব তদ্দাস্যম্। অতি গম্ভীররয়সঃ কালস্য মন্বন্তরপরিবৃতং কিয়ল্লোকত্রয়মিদম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—বত, (অহো) নূনং (নিশ্চিতম্) অয়ং ভগবান্ (বিদ্বান্ অপি) ইন্দ্রঃ অর্থেষু (পুরু-ষার্থেষু) ন নিষ্ণাতঃ (ন নিপুণঃ); যস্য (ইন্দ্রস্য) মন্ত্রায় বৃহস্পতিঃ সচিবঃ (সহায়ঃ) একান্ততঃ বৃতঃ, যঃ অসৌ (ইন্দ্রঃ) স্বয়ং উপেন্দ্রেণ (দ্বারভূতেন) তম্ (উপেন্দ্রম্) অতিহায় (অনাদৃত্য) আত্মানং (মাম্) আত্মনঃ আশিষশ্চ (স্বস্য লোকত্রয়স্য ভোগান্ এব); অযাচত (প্রার্থিতবান্); নো এব তদ্দাস্যং (ভগবৎ-সেবাং ন প্রার্থিতবান্); (যত) অতিগম্ভীররয়সঃ (দুরন্তবীর্য্যস্য) কালস্য মন্বন্তরপরিবৃতং (মন্বন্তরেণ যৎ পরিবৃতং পর্য্যন্তম্) ইদং লোকত্রয়ং (ত্রিলোকাধি-পত্যং) কিয়ৎ (অকিঞ্চিৎকরমেব ভাতি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—"অহো, কি দুঃখের বিষয়! এই দেব-রাজ ইন্দ্র বৃহস্পতিকে তাঁহার একান্ত সহায় এবং মন্ত্রণার্থ বরণ করিয়াছেন, কিন্তু এই ইন্দ্র—বিদ্বান্ হইলেও পরমার্থ-বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ এবং ইঁহার মন্ত্রদাতা বৃহস্পতিও তদ্রূপ; কেননা, তিনিও ইন্দ্রকে যথাযথ উপদেশ প্রদান করেন নাই। ভগবান্ বামনদেব দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন, ইন্দ্র তাঁহার নিকট দাস্য প্রার্থনা না করিয়া তাঁহাকে দিয়া আমার নিকট নিজ-ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে সামান্য ত্রিলোকীর আধিপত্য যাচঞা করাইলেন; এই ত্রিলোকীর আধি-পত্য—নিতান্ত তুচ্ছ, যেহেতু উহা—কালক্ষোভ্য, দুরন্তবীর্য্য কালের এক মন্বন্তর তাহাকে সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে অর্থাৎ যাবতীয় ইন্দ্রিয়ভোগ্য জড়পদার্থ মন্বন্তরাবসানে বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবান্ বিদ্বানপি যস্য সচিবো বৃহ-স্পতিঃ সোঽপি পুরুষার্থেষু ন নিষ্ণাতঃ যস্মাদিন্দ্রং প্রতিযুক্তং নোপদিদেশেতি ভাব; যত উপেন্দ্রেণ দ্বার-ভূতেন আত্মানং মাং লোকত্রয়মযাচত তমুপেন্দ্রং বিহায়েতি তমেব কথং নাযাচত যদ্যযাচিষ্যত, তদা কিং স দাতুং নাপারয়িষ্যৎ, স্বপ্রভুং তং যাচকং কথমকরোদিতি ভাবঃ। তত্রাপ্যাত্মন আশিষো বিষয়-সুখানীতি পরমমোহান্ধ ইব স ইতি ভাবঃ; যদ্বা, তং বৃহস্পতিমপহায়েতি বৃহস্পতিং প্রেষয়িত্বা তেনৈব কথং মাং নাযাচত? যদি বৃহস্পতির্মামযাচিষ্যত, তদা তস্মৈ ব্রাহ্মণায় ত্রিলোকীং কিং নাদাস্যং—কথং স্বেষ্টদেবং তং যাচকমকরোদিতি ভাবঃ। কামিতস্য বস্তুনস্তুচ্ছত্বমাহ—অতিগম্ভীরম্ অনন্তরয়ো বেগো যস্য তস্য কালস্য যন্মন্বন্তরং তেন পরিবৃতং পর্য্যন্তং লোকত্রয়মিদং কিয়ৎ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভগবান্',—অর্থাৎ ইন্দ্র বিদ্বান্ হইলেও, 'যস্য সচিবঃ'—যাঁহার মন্ত্রণাদাতা বৃহস্পতি, তিনিও পুরুষার্থ-বিষয়ে নিষ্ণাত নহেন, যেহেতু ইন্দ্রকে যথার্থতত্ত্ব উপদেশ করেন নাই, এই ভাব। যেহেতু দ্বারে অবস্থিত ভগবান্ উপেন্দ্রের দ্বারা, 'আত্মানং'—আমার নিকট লোকত্রয় প্রার্থনা করিলেন, 'তম্ অতিহায়'—সেই উপেন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ তাঁহার নিকট কিজন্য প্রার্থনা করিলেন না, যদি প্রার্থনা করিতেন, তাহা হইলে তিনি কি

তাহা প্রদান করিতে পারিতেন না ? সেই নিজপ্রভুকে যাচক (যাচঞাকারী) কিজন্য করিলেন ?—এই ভাব। তাহাতেও আবার 'আত্মনঃ আশীষঃ'—বিষয় সুখভোগের প্রার্থনা করিলেন, (তাঁহার দাস্যও নহে), অতএব পরম মোহান্ধের ন্যায়ই সেই মহেন্দ্র—এই ভাব। অথবা—'তম্ অতিহায়', সেই বৃহস্পতিকে পরিত্যাগ করিয়া (ভগবান্ উপেন্দ্রকে কেন পাঠাইলেন) ? অর্থাৎ বৃহস্পতিকে প্রেরণ করিয়া তাঁহার দ্বারাই কিজন্য আমার নিকট প্রার্থনা করিলেন না ? যদি বৃহস্পতি আমার নিকট প্রার্থনা করিতেন, তাহা হইলে আমি দেবগুরু সেই ব্রাহ্মণকে ত্রিভুবন কি প্রদান করিতাম না? কিজন্য নিজ ইষ্টদেব সেই ভগবান্‌কে যাচক করিলেন—এই ভাবার্থ। প্রার্থিত বস্তুর অতিতুচ্ছত্ব বলিতেছেন—'অতিগম্ভীর-রয়সঃ', অতিগম্ভীর (অনন্ত) যাহার বেগ, সেই কালের যে মন্বন্তর, তাহার দ্বারা 'পরিবৃতঃ'—বিপর্য্যস্ত এই ত্রিভুবন কি ? (অর্থাৎ কালের বেগ অতি গম্ভীর, এই ত্রিভুবন সেই কালের মন্বন্তর দ্বারা পরিবেষ্টিত, অর্থাৎ মন্বন্তর কালে ইহার ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী বলিয়া ইহা অতি নগণ্য বস্তু।) ॥ ২৪ ॥

যস্যানুদাস্যমেবাস্মৎপিতামহঃ কিল বব্রে ন তু স্বং পিত্র্যং যদুতাকুতোভয়ং পদং দীয়মানং ভগবতঃ পরমিতি ভগবতোপরতে খলু স্বপিতরি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—অস্মৎপিতামহঃ (প্রহলাদঃ তু স্বার্থে নিপুণঃ এব) খলু স্বপিতরি (হিরণ্যকশিপৌ) উপরতে (মৃতে এব) ভগবতা দীয়মানং স্বং পিত্র্যং (স্বস্য পিতৃরাজ্যং) যৎ উত অকুতোভয়ং পদং (মোক্ষং) ভগবতঃ পরম ইতি (ভগবদ্ভাবনাশকম্ ইতি বিজ্ঞায়) ন তু বব্রে (তত্তৎ ন স্বীকৃতবান্, অপি তু) কিল যস্য (ভগবতঃ) অনুদাস্যং (দাস্যম্ এব স্বীকৃতবান্ ইতি ? ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—আমার পিতামহ প্রহলাদই একমাত্র পুরুষার্থ-বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু হইলে শ্রীনৃসিংহদেব প্রহলাদ-মহারাজকে তাঁহার পিতৃরাজ্য, এমন কি, স্বীয় অভয় মোক্ষপদ প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেও তিনি উহা স্বীকার করিত চাহিলেন না ; কেননা, তিনি বিচার করিলেন যে, উহা—ভগবদ্ভাব-নাশক, শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ অনুগ্রহ নহে ; তাই তিনি ভগবদ্দাস্যই যাচঞা করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চাত্র জগত্যেকঃ প্রহলাদ এব পরমার্থে নিষ্ণাত ইত্যাহ—যস্যেতি। উপরতে মৃতে সতি ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, এই জগতে একমাত্র মদীয় পিতামহ শ্রীপ্রহলাদই পরমার্থবিষয়ে নিষ্ণাত (অভিজ্ঞ), ইহা বলিতেছেন—'যস্য' ইত্যাদি। 'উপরতে'—পিতা হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু হইলে, (ভগবান্ তাঁহাকে পিতৃরাজ্য দান করিতে উদ্যত হইলেও, ভগবান্ হইতে উহা পৃথক্ বস্তু বলিয়া তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু ভগবানের চিরদাসত্বই বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।) ॥ ২৫ ॥

তস্য মহানুভাবস্যানুপথমমৃজিতকষায়ঃ কো বাস্মদ্বিধঃ পরিহীনভগবদনুগ্রহ উপজিগমিষতীতি ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য মহানুভাবস্য (পরমভাগবতস্য প্রহলাদস্য) অনুপথম্ (অনুবর্ত্ম) পরিহীনভগবদনুগ্রহঃ (পরিহীনঃ ভগবদনুগ্রহঃ যস্য সঃ ভগবদনুগ্রহরহিতঃ) অমৃজিতকষায়ঃ (অমৃজিতাঃ অক্ষীণাঃ কষায়াঃ রাগাদয়ঃ যস্য সঃ অক্ষীণ-রাগভাবঃ) অস্মদ্বিধ কঃ উপজিগমিষ্যতি ইতি (উপগন্তুম্ ইচ্ছতি ? কোঽপি-নেত্যর্থঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—আমাদের রাগাদি-ভাব ক্ষীণ হয় নাই ; সুতরাং আমরা ভগবানের অনুগ্রহ-লাভে বঞ্চিত ; আমাদের ন্যায় কোন্ ব্যক্তির সেই মহানুভব প্রহলাদের আচরণ অনুবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা হইবে ? ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ত্বমপি প্রহলাদসদৃশ এবেতি তত্র সত্রপং সদৈন্যমাহ—তস্যেতি। অনুপথমনুরূপং বর্ত্ম। তস্য বলেঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, আপনিও ত প্রহলাদের সদৃশই, তাহাতে লজ্জিত হইয়া সদৈন্যে বলিতেছেন—'তস্য' ইত্যাদি। 'অনুপথম্'—

অনুরূপ পথ। 'তস্য' -বলিতে পরম ভাগবত প্রহলাদের পথ, (অজিতেন্দ্রিয় ও ভগবদনুগ্রহবর্জ্জিত আমাদের ন্যায় কোন্ ব্যক্তি সেই মহানুভাব প্রহলাদের পথ অনুসরণ করিবার ইচ্ছা করিতে পারে ?) এখানে 'তস্য বলেঃ'—শ্রীশুকদেবের উক্তি বুঝিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

তস্যানুচরিতমুপরিষ্টাদ্ বিস্তরিষ্যতে। যস্য ভগবান্ স্বয়মখিলজগদ্‌গুরুর্নারায়ণো দ্বারি গদাপাণিরবতিষ্ঠতে নিজজনানুকম্পিতহৃদয়ঃ যেনাঙ্গুষ্ঠেনপদা দশকন্ধরো যোজনাযুতাযুতং দিগ্বিজয় উচ্চাটিতঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (বলেঃ) দ্বারি অখিলজগদ্‌গুরুঃ (ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তাখিলজগদ্‌গুরুঃ সর্ব্বপূজ্যঃ অপি) নিজজনানুকম্পিতহৃদয়ঃ (নিজজনে স্বভক্তে বলৌ অনুকম্পিতং কৃতানুকম্পং হৃদয়ং যস্য সঃ ভক্তজনবৎসলঃ) ভগবান্ স্বয়ং নারায়ণঃ গদাপাণিঃ (সন্) অবতিষ্ঠতে ; দিগ্বিজয়ে (নিমিত্তে বলেঃ দ্বারি সমুপাগতঃ) দশকন্ধরঃ (রাবণঃ) যেন (দ্বারপালরূপেণা অবস্থিতেন শ্রীনারায়ণেন) অঙ্গুষ্ঠেন পদা (পদাঙ্গুষ্ঠেন) যোজনা-যুতাযুতম্ উচ্চাটিতঃ (দূরীকৃতঃ), তস্য (বলেঃ) অনুচরিতম্ উপরিষ্টাৎ (উত্তরস্মাৎ অষ্টমস্কন্ধে) বিস্তরিষ্যতে (বিস্তরেণ কথয়িষ্যতে) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—(হে রাজন্, বলিরাজের মহিমার কথা কি বলিব ?) অখিলজগদ্‌গুরু, স্বীয় ভক্তের প্রতি সদয়-হৃদয় ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং গদাহস্তে বলির দ্বারে অবস্থান করিতেছেন। দিগ্বিজয়ার্থ দশস্কন্ধ রাবণ যখন সেই বলির দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তখন দ্বারপালরূপী ভগবান্ পদাঙ্গুষ্ঠদ্বারা রাবণকে অযুত যোজন দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই বলির চরিত্র আমি ইহার পরে (অষ্টমস্কন্ধে) বিস্তারিতভাবে বর্ণন করিব ॥ ২৭ ॥

ততোঽধস্তাৎ তলাতলে ময়ো নাম দানবেন্দ্রস্ত্রিপুরাধিপতির্ভগবতা ত্রিপুরারিণা ত্রিলোক্যাঃ শং চিকীর্ষুণা নির্দ্দগ্ধস্বপুরত্রয়স্তৎপ্রসাদাল্লব্ধপদো মায়াবিনামাচার্য্যো মহাদেবেন পরিরক্ষিতো বিগতসুদর্শনভয়ো মহীয়তে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ অধস্তাৎ তলাতলে ত্রিলোক্যাঃ শং (ত্রিভুবনস্য মঙ্গলং) চিকীর্ষুণা (কর্ত্তুমিচ্ছতা) ভগবতা ত্রিপুরারিণা নির্দ্দগ্ধস্বপুরত্রয়ঃ ময়ঃ নাম ত্রিপুরাধিপতিঃ দানবেন্দ্রঃ তৎপ্রসাদাৎ লব্ধপদঃ (মহাদেবপ্রসাদাৎ লব্ধং পদং স্থানং যেন সঃ) মায়াবিনাম্ আচার্য্যঃ মহাদেবেন পরিরক্ষিতঃ বিগত-সুদর্শনভয়ঃ (গতং সুদর্শনাৎ ভয়ং যস্য সঃ) মহীয়তে (পূজ্যতে) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—সুতলের অধোভাগে—তলাতল ; ত্রিপুরাধিপতি দানবরাজ ময় সেইস্থানে বাস করিতেছে। ময়—মায়াবিদিগের গুরু। মহাদেব লোকত্রয়ের মঙ্গল ইচ্ছা করিয়া প্রথমতঃ ময়ের পুরত্রয় দগ্ধ ; কিন্তু পশ্চাৎ প্রসন্ন হইয়া আবার তাহাকে অধিকার প্রদান করেন। সেই সময় হইতে দানবেন্দ্র ময় ত্রিপুরারি মহাদেবকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত ও ভগবচ্চক্র সুদর্শন হইতে বিগতভয় এবং নিজ-সেবকগণ দ্বারা পূজিত হইয়া আসিতেছে ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—মহীয়তে পূজ্যতে ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহীয়তে'—পূজিত হইতেছেন ॥ ২৮ ॥

ততোঽধস্তান্মহাতলে কাদ্রবেয়াণাং সর্পাণাং নৈকশিরসাং ক্রোধবশো নাম গণঃ, কুহকতক্ষককালিয়সুষেণাদিপ্রধানা মহাভোগবন্তঃ পতত্রিরাজাধিপতেঃ পুরুষবাহাদনবরতমুদ্বিজমানাঃ স্বকলত্রাপত্যসুহৃৎকুটুম্বসঙ্গেন ক্বচিৎ প্রমত্তা বিহরন্তি ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তলাতলাৎ) অধস্তাৎ মহাতলে নৈকশিরসাং (বহুশিরসাং) কাদ্রবেয়াণাং (কদ্রুতনয়ানাং) সর্পাণাং ক্রোধবশঃ নাম গণঃ (বর্ত্ততে) কুহকতক্ষককালিয়-সুষেণাদিপ্রধানাঃ মহাভোগবন্তঃ (দীর্ঘকায়াঃ সর্পাঃ) পুরুষ-বাহাৎ (ভগবদ্বাহনাৎ) পতত্রিরাজাধিপতেঃ (পক্ষিরাজাৎ গরুড়াৎ) অনবরতম্ উদ্বিজমানাঃ (অতীবভীতাঃ সন্তঃ) প্রমত্তাঃ

(তে) কুচিৎ স্বকলত্রাপত্যসুহৃৎকুটুম্বসঙ্গেন বিহরন্তি (পরিচরন্তি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—তলাতলের অধোভাগে —মহাতল ; তথায় বহুফণাধারী কোপনস্বভাব কদ্রুতনয় সর্প-সকল বাস করিতেছে। সেইসকল সর্পের মধ্যে কূহক, তক্ষক, কালিয়, সুষেণপ্রমুখ প্রধান প্রধান দীর্ঘকায় সর্পগণ ভগবদ্‌বাহন পক্ষিরাজ গরুড়ের ভয়ে নিরন্তর উদ্বিগ্ন ও চিন্তাকুল হইয়া কোথাও কোথাও স্ব-স্ব স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু ও কুটুম্বগণের সহিত বাস করিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—নৈকশিরসাম্ অনেকফণানাম্ এতৎ প্রপঞ্চয়তি—কুহকেতি। পুরুষবাহাৎ হরের্বাহনাৎ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নৈকশিরসাং'—অনেক ফণা-বিশিষ্ট সর্পগণ তলাতলের নিম্নভাগে মহাতলে বাস করে—ইহা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—'কুহক' ইত্যাদি। 'পুরুষবাহাৎ'—শ্রীহরির বাহন গরুড় হইতে, (তাহারা সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন।) ॥ ২৯ ॥

ততোঽধস্তাদ্রসাতলে দৈতেয়া দানবাঃ পণয়ো নাম নিবাতকবচাঃ কালকেয়া হিরণ্যপুরবাসিনঃ ইতি বিবুধপ্রত্যনীকা উৎপত্ত্যা মহৌজসো মহাসাহসিনো ভগবতঃ সকললোকানুভাবস্য হরেরেব তেজসা প্রতিহতবলাবলেপা বিলেশয়া ইব বসন্তি। যে বৈ সরময়েন্দ্রদূত্যা বাগ্‌ভির্মন্ত্রবর্ণাভিরিন্দ্রাদ্বিভ্যতি ॥ ৩০॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (মহতলাৎ) অধস্তাৎ রসাতলে দৈতেয়াঃ (দিতেঃ পুত্রাঃ) দানবাঃ (দনুপুত্রাশ্চ) পণয় (প্রসিদ্ধাঃ) নাম নিবাত কবচাঃ কালকেয়াঃ হিরণ্য-পুরবাসিনঃ ইতি (ত্রিবিধাঃ) বিবুধপ্রত্যনীকাঃ (বিবু-ধানাং দেবানাং প্রত্যনীকাঃ প্রতিপক্ষিণঃ দেবশত্রবঃ) উৎপত্ত্যা মহৌজসঃ (মহাবলশালিনঃ) মহাসাহসিনঃ (মহান্তঃ চ তে সাহসিনঃ সহসা দর্পেণ চরন্তি ইতি তথাভূতাঃ সন্তঃ) সকললোকানুভাবস্য (সর্ব্বেষু লোকেষু অনুভাবঃ যস্য তস্য) ভগবতঃ হরেঃ এব তেজসা (সুদর্শনেন) প্রতিহতবলাবলেপাঃ (প্রতিহতঃ বলাবলেপঃ বলনিমিত্তঃ গর্ব্বঃ যেষাং তে তাদৃশাঃ) বিলেশয়াঃ (সর্পাঃ) ইব বসন্তি ; যে বৈ (পণয়ঃ) (ইন্দ্রদূত্যা সরময়া (ইন্দ্রদূতীরূপেণ আগতয়া সরমানাম্ন্যা) মন্ত্রবর্ণাভিঃ বাগ্‌ভিঃ (তৎপ্রযুক্তাভিঃ মদরূপাভিঃ বাগ্‌ভিঃ) ইন্দ্রাৎ বিভ্যতি (ভয়ং প্রাপ্নু-বন্তি) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—মহাতলের অধোভাগে—রসাতল ; তথায় 'পণি'-নামে প্রসিদ্ধ দৈত্য ও দানবগণ এবং নিবাতকবচ, কালকেয়, হিরণ্যপুরবাসী—এই ত্রিবিধ দেব-প্রতিপক্ষ সর্পাদির ন্যায় বিবর আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে। ইহারা জন্মাবধিই মহাবলশালী ও মহাসাহসী। যে হরির প্রভাব—সকল-লোকেই দেদীপ্যমান্, সেই ভগবান্ বিষ্ণুর তেজেই ইহাদের বলদর্প চূর্ণীকৃত হইয়া থাকে। ইন্দ্রদূতী সরমা যে মন্ত্রগর্ভ-বাক্য উচ্চারণ করেন, তদ্দ্বারা ইহারা দেব-রাজ ইন্দ্র হইতেও ভয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—দৈতেয়াদয়োঽসুরভেদাঃ প্রত্যনীকাঃ শত্রবঃ। ইন্দ্রদূত্যা প্রযুক্তাভির্মন্ত্ররূপাভির্বাগ্‌ভিঃ। এবং হি বৈদিকমাখ্যানং—পণিভিরসুরৈর্নিগূঢ়াম্ গাম-ন্বেষ্টুং সরমাং দেবশুনীমিন্দ্রেণ প্রহিতাং সন্ধিমিচ্ছন্তঃ পণয়ঃ প্রাহুঃ—কিমিচ্ছন্তী সরমেত্যাদি। সা চ সন্ধি-মনিচ্ছন্তী ইন্দ্রস্তুতিপূর্ব্বকং তান্ প্রতি পরুষমাহ—হতা ইন্দ্রেণ পণয়ঃ পলায়ধ্বমিত্যাদি। তে চ তচ্ছ্রুত্বা বিভ্যতীতি ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দৈতেয়াঃ'—দৈত্য, দানব প্রভৃতি অসুরগণের ভেদ। 'বিবুধ-প্রত্যনীকাঃ'—দেবতাদিগের শত্রুগণ। 'ইন্দ্রদূত্যা'—ইন্দ্রদূতী সর-মার উচ্চারিত মন্ত্ররূপ বাক্য হইতে সেই অসুরগণ সর্ব্বদা ভয় পাইয়া থাকে। এইস্থলে বৈদিক আখ্যান এইরূপ—পণিনামক অসুরগণ কর্ত্তৃক লুক্কায়িত গাভীকে অন্বেষণ করিতে ইন্দ্রপ্রেরিতা সরমা নাম্নী দেবশুনীকে দেখিয়া, সন্ধি করিবার ইচ্ছায় পণিগণ বলিল—'হে সরমে ! তুমি কি ইচ্ছা কর ?' ইত্যাদি। কিন্তু সরমা সন্ধি করিতে অনিচ্ছুক হইয়া ইন্দ্রের স্তুতিপূর্ব্বক তাহাদিগকে সরোষবচনে বলিল—'হে অসুরগণ ! তোমরা ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হইবে, অত-এব শীঘ্র পলায়ন কর'। তাহারা তাহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় ভীত হইয়াছিল ॥ ৩০ ॥

ততোঽধস্তাৎ পাতালে নাগলোকপতয়ো বাসুকি-প্রমুখাঃ শঙ্খ-কুলিক-মহাশঙ্খ-শ্বেত-ধনঞ্জয়-ধৃতরাষ্ট্র-শঙ্খচূড়-কম্বলাশ্বতর-দেবদত্তাদয়ো মহাভোগিনো মহা-মর্ষা নিবসন্তি। যেষামুহ বৈ পঞ্চসপ্তদশ-শতসহস্র-শীর্ষাণাং ফণাসু বিরচিতা মহামণয়ো রোচিষ্ণবঃ পাতালবিবর-তিমিরনিকরং স্বরোচিষা বিধমন্তি ॥৩১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে বিবর-তলোপবর্ণনং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—ততঃ অধস্তাৎ (রসাতলাৎ অধস্তাৎ) পাতালে (বিবরে) নাগলোকপতয়ঃ (নাগলোকানাং সর্পরূপাণাং জনানাং পতয়ঃ) বাসুকিপ্রমুখাঃ (বাসুকিঃ প্রমুখঃ প্রধানঃ যেষাং তে) শঙ্খ-কুলিক-মহাশঙ্খ-শ্বেত-ধনঞ্জয়-ধৃতরাষ্ট্র-শঙ্খচূড়-কম্বলাশ্বতর-দেবদত্তাদয়ঃ মহাভোগিনঃ (মহাফণাঃ) মহামর্ষাঃ (মহান্ অমর্ষঃ ক্রোধঃ যেষাং তে মহাক্রোধাঃ) নিবসন্তি (বর্ত্তন্তে), যেষাম্ উহ বৈ পঞ্চসপ্তদশশতসহস্রশীর্ষাণাং ফণাসু বিরচিতাঃ রোচিষ্ণবঃ (সদাপ্রকাশশীলাঃ) মহামণয়ঃ স্বরোচিষা (নিজকান্ত্যা) পাতালবিবরতিমিরনিকরং (পাতালবিবরসম্বন্ধিতমোজালং) বিধমন্তি (দূরী-কুর্ব্বন্তি) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—রসাতলের অধোভাগে—পাতাল ; তথায় শঙ্খ, কুলিক, মহাশঙ্খ, শ্বেত, ধনঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খচূড়, কম্বল, অশ্বতর ও দেবদত্ত প্রভৃতি মহা-ফণাধারী ও অত্যন্ত কোপনস্বভাব বাসুকীপ্রমুখ নাগ-লোকপতি মহাসর্পসকল বাস করিতেছে। ঐ সকল সর্পের মধ্যে কাহারও পঞ্চ, কাহারও সপ্ত, কাহারও দশ, কাহারও বা সহস্র ফণা ; ঐসকল ফণায় যে-সকল সদাপ্রকাশশীল উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মণি সংলগ্ন আছে, তাহার কান্তিতে পাতাল-বিবরস্থ অন্ধকাররাশি বিদূরিত হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—মহাভোগিনো মহাফণাঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
পঞ্চমস্য চতুর্বিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহাভোগিনঃ'—বাসুকি প্রমুখ শঙ্খ প্রভৃতি মহাফণাবিশিষ্ট (বিশাল দেহধারী) সর্পগণ পাতাললোকের অধিপতি ॥ ৩১ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার পঞ্চম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫।২৪ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-পঞ্চমস্কন্ধের চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

তস্য মূলদেশে ত্রিংশদ্‌যোজনসহস্রান্তর আস্তে যা বৈ কলা ভগবতস্তামসী সমাখ্যাতা অনন্ত ইতি সাত্বতীয়া দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সঙ্কর্ষণমহমিত্যভিমানলক্ষণং যং সঙ্কর্ষণ ইত্যাচক্ষতে ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে পাতালের তলে সংহারকারী রুদ্রের অংশী পৃথ্বীধারী 'অনন্ত' যে-প্রকারে অবস্থিত আছেন, তাহার বিবরণ কথিত হইয়াছে।

পাতালের মূলদেশে ভগবান্ অনন্ত বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার মূর্ত্তি—বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী, তিনি রুদ্রের অন্তরে থাকিয়া সংহারকার্য্যাদি করিয়া থাকেন বলিয়া শাস্ত্রে তাঁহার সেই মূর্ত্তিকে 'তামসী-মূর্ত্তি' বলা হইয়াছে। তিনি—অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা। সর্ব্বজীবকে সম্যক্‌ভাবে 'আকর্ষণ' করেন বলিয়া সাত্বতগণ তাঁহাকে 'সঙ্কর্ষণ' বলিয়া থাকেন। অনন্তমূর্ত্তি ভগবান্ সঙ্কর্ষণের ফণায় এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সর্ষপের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। সঙ্কর্ষণের ললাটদেশ হইতেই সংহারকারী রুদ্রের উৎপত্তি। নিখিল কল্যাণগুণের আশ্রয়, ভগবদভিন্ন অনন্ত-মূর্ত্তি ভগবান্ সঙ্কর্ষণকে পাতালস্থ সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও মুনিগণ সর্ব্বদা ধ্যান করিতেছেন এবং তিনিও (সঙ্কর্ষণও) অতিশয় মধুর-বাক্যে তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতেছেন। তাঁহার সেই বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী মূর্ত্তি—অতিশয় সুন্দর; গুরুমুখে অনন্তদেবের কথা শ্রবণ করিয়া যিনি কীর্ত্তন করেন, তাঁহার যাবতীয় প্রাকৃত অহঙ্কার বিনষ্ট হইয়া যায়। অনন্তদেবের ঈক্ষণ-প্রভাবে প্রকৃতির গুণত্রয় তাহাদের নিজ-নিজ-কার্য্য অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন-কার্য্যাদি করিতে সমর্থ হয়, সুতরাং তিনিই সৃষ্ট্যাদির মূল কারণ। তাঁহার প্রভাবের অন্ত নাই, সুতরাং অনন্ত মুখেও অনন্তের মহিমা বর্ণন করা যায় না। ধরণীধরেন্দ্র অনন্তদেব জীবের প্রতি অত্যন্ত-কৃপাপরবশ হইয়াই তাঁহার এই বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়ী মূর্ত্তি প্রকট করিয়াছেন। শ্রীল শুকদেব-গোস্বামি-মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট এই প্রকার অনন্তদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—তস্য (পাতালস্য) মূলদেশে (অধস্তাৎ) ত্রিংশদ্‌যোজনসহস্রান্তরে ভগবতঃ যা বৈ অনন্তঃ ইতি সমাখ্যাতা (প্রসিদ্ধা) তামসী কলা (তমঃ কার্য্যসংহার-প্রবর্ত্তয়িত্রী, ন তু তমোময়ী কলা) আস্তে; সাত্বতীয়াঃ (সাত্বততন্ত্রনিষ্ঠাঃ বৈষ্ণবাঃ ভক্তাঃ বাসুদেবাদিচতুর্ব্ব্যূহোপাসনে যাং) দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ (চেতনাচেতনয়োঃ জীবেশ্বরয়োঃ ভোক্তৃভোগ্যয়োঃ) সঙ্কর্ষণং (সম্যক্ কর্ষণম্ একীকরণং যেন তং) 'অহম্' ইতি অভিমানলক্ষণম্ (অহম্ অস্য ভোক্তা, ইদং মে ভোগ্যম্ ইত্যেবং রূপম্ অভিমানলক্ষণং চিহ্নম্ অধিষ্ঠাতুঃ যস্য তম্ অহঙ্কারাধিষ্ঠানেন দৃগ্‌দৃশ্যসঙ্কর্ষণাৎ) যং সঙ্কর্ষণঃ ইতি আচক্ষতে (বদন্তি অভিমন্তঃ অহন্তামমতয়োঃ শুদ্ধ্যর্থং তদধিষ্ঠাতৃত্বেন ধ্যায়ন্তি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—মহারাজ, পাতালের তলদেশে ত্রিংশৎসহস্র-যোজন অন্তরে ভগবানের এক তামসী কলা আছেন, তাঁহার নাম—'অনন্ত' (এই মূর্ত্তি বস্তুতঃ বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী, তমোগুণাবতার রুদ্রের অন্তরে থাকিয়া সংহার-কার্য্যাদি করেন বলিয়া ঐ মূর্ত্তিকে তমোময়ী বলা হইয়াছে)। ইনি জীবের 'আমি—ইহার ভোক্তা, ইহা—আমার ভোগ্য' এইরূপ অভিমান-লক্ষণ অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতৃরূপে ভোক্তা ও ভোগ্যের আকর্ষণ করেন বলিয়া সাত্বতগণ তাঁহাকে 'সঙ্কর্ষণ' বলিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

পঞ্চবিংশে তু পাতালতলে শেষস্য ভূভৃতঃ।
জগৎসংহর্ত্তৃরুদ্রস্যাপ্যংশিনো বর্ণিতা গুণাঃ ॥০॥

তামসী তমঃকার্য্যসংহারপ্রবর্ত্তয়িত্রী, ন তু তমোময়ী, 'মূর্ত্তিং নঃ পুরুকৃপয়া বভার সত্ত্বং সংশুদ্ধমিত্যাদি-' বিরোধাৎ। সাত্বতীয়াঃ সাত্বততন্ত্রনিষ্ঠাঃ দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োর্ভোক্তৃভোগ্যয়োঃ সম্যক্ কর্ষণং যতঃ সঙ্কর্ষণ ইতি। তচ্চ কর্ষণং অহমস্য ভোক্তা ইদং মে ভোগ্যমিত্যভিমানলক্ষণমেব অভিমন্তুরহন্তা-মমতয়োঃ শুদ্ধ্যর্থং তদধিষ্ঠাতৃত্বেন যং ধ্যায়ন্তীতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে পাতালের তলদেশে জগতের সংহারকর্ত্তা শ্রীরুদ্রদেবেরও অংশী ধরণীধর শ্রীঅনন্তদেবের গুণ বর্ণিত হইয়াছে॥ ॥ ০ ॥

'তামসী'—পাতালের মূলদেশে ত্রিংশ সহস্র যোজন ব্যবধানে ভগবানের তামসী কলা (অংশ) অনন্তনামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছেন। তামসী বলিতে তমোগুণের কার্য্য যে সংহার করা, তাহার প্রবর্ত্তয়িত্রী এই মূর্ত্তি, কিন্তু তিনি তমোময়ী নহেন, কারণ 'মূর্ত্তিং নঃ পুরুকৃপয়া' (১০ শ্লোক), অর্থাৎ তিনি আমাদের প্রতি কৃপাহেতুই বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন—এই পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে, অতএব শ্রীভগবানের এই মূর্ত্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী, তমোগুণাবতার রুদ্রের অন্তরে থাকিয়া সংহারকার্য্যাদি করেন বলিয়া এখানে তমোময়ী বলা হইয়াছে। 'সাত্বতীয়াঃ'—সাত্বত-তন্ত্রনিষ্ঠ বৈষ্ণব ভক্তগণের চতুর্ব্ব্যূহ উপাসনায় এই অনন্তদেবই 'সঙ্কর্ষণ' নামে কথিত হন। তাঁহার সঙ্কর্ষণ নামের তাৎপর্য্য বলিতেছেন—'দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ' ইত্যাদি, দ্রষ্টা ও দৃশ্য অর্থাৎ ভোক্তা ও ভোগ্য উভয় পদার্থকে সম্যক্ কর্ষণ, অর্থাৎ অভিন্নরূপে প্রকাশ করেন বলিয়াই তিনি সঙ্কর্ষণ নামে পরিচিত। 'অহম্ ইত্যভিমান-লক্ষণম্'—'আমি' এইরূপ অভিমানই তাহার কারণ, অর্থাৎ তিনি অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা বলিয়া অনাত্ম দৃশ্য বস্তুকে অহঙ্কার দ্বারা 'আমি' এইরূপ দ্রষ্টা আত্মার সহিত অভিন্নভাবে প্রকাশ করেন। 'তচ্চ কর্ষণং'—সেই কর্ষণ (প্রকাশ) হইতেছে—আমি ইহার ভোক্তা, এই বস্তু আমার ভোগ্য—এইরূপ অভিমানলক্ষণই। অভিমানকারীর অহন্তা ও মমতার বিশুদ্ধির নিমিত্ত তাহার অধিষ্ঠাতৃরূপে যাঁহাকে সাত্বতগণ ধ্যান করেন, তিনি সঙ্কর্ষণ, এই ভাব ॥ ১ ॥

———

যস্যেদং ক্ষিতিমণ্ডলং ভগবতোঽনন্তমূর্ত্তেঃ সহস্রশিরস একস্মিন্নেব শীর্ষণি ধ্রিয়মাণং সিদ্ধার্থ ইব লক্ষ্যতে ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—সহস্রশিরসঃ অনন্তমূর্ত্তেঃ যস্য ভগবতঃ একস্মিন্ এব শীর্ষণি (মস্তকে) ধ্রিয়মাণম্ ইদং ক্ষিতিমণ্ডলং সিদ্ধার্থঃ ইব (শ্বেতসর্ষপঃ ইব) লক্ষ্যতে ॥ ২ ॥

অনুবাদ—ক্ষিতিমণ্ডল ঐ সহস্রশীর্ষ অনন্তমূর্ত্তি ভগবান্ সঙ্কর্ষণের একমাত্র ফণায় ধৃত হইয়া সর্ষপের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে ॥ ২ ॥

———

যস্য হ বা ইদং কালেনোপসঞ্জিহীর্ষতোঽমর্ষবিরচিতরুচিরভ্রমদ্ভ্রুবোরন্তরেণ সঙ্কর্ষণো নাম রুদ্র একাদশব্যূহস্ত্র্যক্ষস্ত্রিশিখং শূলমুত্তম্ভয়ন্নুদতিষ্ঠৎ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—কালেন (প্রলয়সময়েন উপলক্ষিতম্) ইদং (বিশ্বম্) উপসঞ্জিহীর্ষতঃ (উপসংহর্ত্তুম্ ইচ্ছতঃ) যস্য হ বা অমর্ষ্যবিরচিতরুচিরভ্রমদ্ভ্রুবোঃ (অমর্ষেণ ক্রোধেন বিরচিতে কুটিলীকৃতে রুচিরে ভক্তানাং হৃদয়ঙ্গমে ভ্রমন্তৌ যে ভ্রুবৌ তয়োঃ) অন্তরেণ (মধ্যাৎ) ত্রিশিখং (তিস্রঃ শিখাঃ যস্য তাদৃশং) শূলম্ উত্তম্ভয়ন্ (উন্নময়ন্) ত্র্যক্ষঃ (ত্রীণি অক্ষীণি যস্য স তাদৃশঃ) একাদশব্যূহঃ (একাদশানাং ব্যূহঃ গণঃ একাদশরুদ্রসমুদায়রূপঃ) সঙ্কর্ষণঃ নাম (সঙ্কর্ষণাখ্যঃ) রুদ্রঃ উদতিষ্ঠৎ (বভুব) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—প্রলয়কালে সমুপস্থিত হইলে অনন্তদেব যখন এই বিশ্ব সংহার করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহার ক্রোধনিবন্ধন ভ্রূকুটি-কুটিল ভ্রূমধ্য হইতে ত্রিশিখ শূল উত্তোলন-পূর্ব্বক ত্রিলোচন একাদশরুদ্ররূপী সঙ্কর্ষণ-নামক রুদ্র উত্থিত হন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—উপসংজিহীর্ষত ইতি যদৈবেদং জগদাধিক্যেন সংহর্ত্তুমৈচ্ছত্তদৈব মায়ায়াস্তদিচ্ছাধীনত্বাৎ তদীয়তমঃ-কার্য্যরোষাত্মকো রুদ্রো ভ্রূমধ্যে প্রাদুরভূৎ ; অমর্ষবিরচিত ইতি রুদ্রস্য বিশেষণং, সুলোপ আর্ষঃ। যথা সিসৃক্ষতো দ্বিতীয়-পুরুষস্য নাভিমধ্যে রজো-গুণাত্মকং পদ্মং প্রাদুর্ভবতি তদ্বৎ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'উপসংজিহীর্ষতঃ'— এই অনন্তদেব প্রলয়কালে যখনই এই জগৎকে আধিক্যরূপে সংহার করিতে ইচ্ছা করেন, তখনই মায়া তাঁহার ইচ্ছাধীন বলিয়া, মায়ার তমোগুণের কার্য্য ক্রোধাত্মক রুদ্র ভ্রূমধ্যে প্রাদুর্ভূত হন। 'অমর্ষবিরচিতঃ'—ইহা রুদ্রের বিশেষণ, এখানে 'সু-লোপ'

আর্ষপ্রয়োগ। যেরূপ সৃষ্টিকালে দ্বিতীয় পুরুষাবতারের (গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণুর) নাভিমধ্য হইতে রজোগুণাত্মক পদ্ম প্রাদুর্ভূত হয়, তদ্রূপ ॥ ৩ ॥

যস্যাঙ্ঘ্রি কমল-যুগলারুণবিশদ-নখমণিষণ্ডমণ্ডলেষ্বাদর্শেষ্বহিপতয়ঃ সহ সাত্বতর্ষভৈরেকান্তভক্তিযোগেনাবনমন্তঃ স্ববদনানি পরিস্ফুরৎকুণ্ডলপ্রভামণ্ডলীমণ্ডিত-গণ্ডস্থলান্যতিমনোহরাণি প্রমুদিতমনসঃ খলু বিলোকয়ন্তি ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (সঙ্কর্ষণস্য) অঙ্ঘ্রি কমলযুগলারুণবিশদ-নখমণিষণ্ডমণ্ডলেষু (অঙ্ঘ্রি কমলযুগলে অরুণাঃ বিশদাশ্চ নখাঃ এব মণয়ঃ তেষাং ষণ্ডঃ সমূহঃ তস্য মণ্ডলেষু) আদর্শেষু সাত্বতর্ষভৈঃ (ভক্তশ্রেষ্ঠৈঃ সহ) অহিপতয়ঃ (অহীনাং পতয়ঃ) একান্তভক্তিযোগেন (অব্যভিচারীভক্তিযোগেন) অবনমন্তঃ (প্রণমন্তঃ) প্রমুদিতমনসঃ (প্রমুদিতং মনঃ যেষাং তে তাদৃশাঃ আনন্দিতচিত্তাঃ সন্ত) পরিস্ফুরৎ-কুণ্ডলপ্রভামণ্ডলীমণ্ডিতগণ্ডস্থলানি (পরিস্ফুরতাং কুণ্ডলানাং প্রভামণ্ডল্যা মণ্ডিতানি গণ্ডস্থলানি যেষু তানি) অতিমনোহরাণি স্ববদনানি খলু বিলোকয়ন্তি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—সেই সঙ্কর্ষণের পাদপদ্মযুগলে অরুণবর্ণ স্বচ্ছ নখরূপ মণিমণ্ডল দর্পণরূপে প্রতিভাত হওয়ায় নাগপতিগণ শ্রেষ্ঠ ভক্তগণের সহিত ঐকান্তিকী ভক্তিসহকারে প্রণাম করিতে করিতে আনন্দিতচিত্তে স্ব-স্ব-বদন-মণ্ডলের শোভা সন্দর্শন করেন। অত্যুজ্জ্বল কুণ্ডলসমূহের প্রভামণ্ডিত গণ্ডস্থলের শোভায় তাঁহাদের ঐ বদন-শোভা অতীব সুদর্শন হয় ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—লাবণ্যেন মনোহরত্বমাহ—যস্যেতি। নখ-মণীনাং ষণ্ডঃ সমূহস্তস্য মণ্ডলেষু দর্পণায়মানেষ্বিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—লাবণ্যহেতু মনোহরত্ব বলিতেছেন—'যস্য' ইত্যাদি। 'নখমণিষণ্ড-মণ্ডলে'—যাঁহার শ্রীচরণের নখসকল মণিসদৃশ, তাহাদের 'ষণ্ড' বলিতে সমূহ, সেই নখমণিসমূহের মণ্ডল দর্পণের ন্যায় প্রতিভাত—এই অর্থ। (অর্থাৎ স্বভাবতঃ সুন্দরমূর্তি এই অনন্তদেবের পাদপদ্মযুগলের অরুণবর্ণ সুনির্মল নখমণি-সমূহ দর্পণরূপে শোভা পায় বলিয়া প্রধান প্রধান বৈষ্ণবগণের সহিত নাগরাজগণ একান্ত ভক্তিভরে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে, ঐ সকল নখমণিরূপ দর্পণমধ্যে নিজ নিজ মুখমণ্ডলের প্রতিবিম্ব দেখিয়া চিত্তে অতিশয় হর্ষ অনুভব করেন।) ॥ ৪ ॥

যস্যৈব হি নাগরাজকুমার্য্য আশিষ আশাসানাশ্চার্ব্বঙ্গবলয়বিলসিতবিশদবিপুলধবলসুভগরুচিরভুজরজতস্তম্ভেষ্বগুরুচন্দনকুঙ্কুমপঙ্কানুলেপেনাবলিম্পমানাস্তদভিমর্ষণোন্মথিতহৃদয়মকরধ্বজাবেশরুচিরললিতস্মিতাস্তদনুরাগমদমুদিতমদাবিঘূর্ণিতারুণকরুণাবলোকনয়নবদনারবিন্দং সব্রীড়ং কিল বিলোকয়ন্তি ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—নাগরাজকুমার্য্যঃ হি আশিষঃ আশাসানাঃ (পুরুষার্থান্ কাময়মানাঃ) যস্য (সঙ্কর্ষণস্য) চার্ব্বঙ্গবলয়বিলসিত-বিশদবিপুলধবলসুভগরুচিরভুজরজতস্তম্ভেষু। চারুণি অঙ্গবলয়ে বিলসিতাশ্চ তে বিশদাশ্চ বিপুলাশ্চ ধবলাশ্চ সুভগাশ্চ রুচিরাশ্চ ভুজাঃ এব রজতস্তম্ভাঃ তেষু) অগুরু-চন্দন-কুঙ্কুম-পঙ্কানুলেপেন (অগুরুচন্দনকুঙ্কুমানাং পঙ্কঃ এব অনুলেপঃ তেন) অবলিম্পমানাঃ (অবলিম্পন্ত্যঃ এব) তদভিমর্ষণোন্মথিতহৃদয়মকরধ্বজাবেশরুচিরললিতস্মিতাঃ (তেষাম্ অভিমর্ষণেন স্পর্শনেন উন্মথিতে হৃদয়ে মকরধ্বজস্য কামস্য আবেশেন রুচিরঞ্চ ললিতঞ্চ স্মিতঃ যাসাং তাঃ) তদনুরাগমদমুদিতমদাবিঘূর্ণিতারুণকরুণাবলোকনয়নবদনারবিন্দং (তস্য অনুরাগেণ মদেন চ মুদিতঞ্চ তৎ মদেন আ—সম্যক্ ঈষদ্ বা, বিঘূর্ণিতে প্রচলিতে চ আ—ঈষদরুণে করুণাবলোকযুক্তে নয়নে যস্মিন্ তদ্বদনারবিন্দঞ্চ) সব্রীড়ম্ (অস্মন্মনোবিকারং ভগবান্ জ্ঞাতবান্ ইতি লজ্জাসহিতং যথাভবতি তথা) কিল বিলোকয়ন্তি (অবলোকয়ন্তি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—নাগরাজনন্দিনীগণ স্ব-স্ব-মঙ্গলকামনায় যখন সেই সঙ্কর্ষণদেবের মনোহর বলয়বিভূষিত নির্ম্মল, শুভ্রবর্ণ, সুন্দর, সুদীর্ঘ, রুচির, রজতস্তম্ভসদৃশ ভুজচতুষ্টয়ে অগুরু, চন্দন ও কুঙ্কুমপঙ্কানুলেপন করিতে থাকেন, তখন সেই শ্রীহস্তের সংস্পর্শে তাঁহাদের হৃদয় কামাবেশে উন্মথিত হইয়া উঠে ; তজ্জন্য

তাঁহারা ললিত মধুর হাস্য সহকারে ভগবান্ অনন্তদেবের অনুরাগ ও মদন-জনিত হর্ষ এবং সদা মদবিঘূর্ণিত ও ঈষৎ অরুণবর্ণ, করুণাবলোকনযুক্ত নয়ন-শোভিত মুখারবিন্দ সলজ্জ নয়নে দর্শন করেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—যস্য চারুণি অঙ্গবলয়ে অঙ্গমণ্ডলে বিলসিতাদিবিশেষণবিশিষ্টা যে ভুজরজতস্তম্ভাস্তেষু অগুর্ব্বাদি-পঙ্ক এবানুলেপ অনুলেপসাধনং তেন অবলিম্পন্ত্যঃ তদভিমর্শনং তৎসময় এব যত্তদঙ্গস্পর্শস্তেন উন্মথিতে হৃদয়ে যো মকরধ্বজাবেশস্তেন রুচিরং ভাবসূচকং স্মিতং যাসাং তাঃ। তস্যানুরাগমদঃ সাহজিকো ভক্তবিষয়কস্তেন মুদিতে মদবিঘূর্ণিতারুণে চ নাগকুমারীবিষয়ক-করুণাবলোকবিশিষ্টে নয়নে যত্র তদ্বদনারবিন্দং, সব্রীড়ং হন্ত হন্তাস্মদ্ধৃদয়বিকারং প্রভুরয়ং জ্ঞাতবানিতি লজ্জাপর্য্যাকুলং যথা স্যাত্তথা ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যস্য চার্ব্বঙ্গবলয়-বিলসিত' ইত্যাদি—যাঁহার চারু অঙ্গমণ্ডলে বিলসিতাদি বিশেষণবিশিষ্ট যে ভুজরূপ রজত-স্তম্ভসকল, তাহাতে অগুরু প্রভৃতির পঙ্কই অনুলেপ বলিতে অনুলেপসাধন, তাহার দ্বারা লেপন করিতে থাকিলে, তৎকালে অনন্তদেবের যে অঙ্গস্পর্শ, তাহাতে উন্মথিত হৃদয়ে যে কন্দর্পের আবেশ, তাহার দ্বারা প্রকাশ পাইত মনোরম ভাবসূচক স্মিত (মৃদুমন্দ হাস্য) যাহাদের, সেই নাগরাজকুমারীগণ, (অর্থাৎ এই অনন্ত-মূর্ত্তির ভুজচতুষ্টয় রজতস্তম্ভ-সদৃশ। উহা সুন্দর বলয় দ্বারা শোভিত, এবং সুনির্ম্মল, বিশাল, ধবলবর্ণ, সুন্দর ও মনোরম। নাগরাজকুমারীগণ বিবিধ কল্যান কামনায় ঐ ভুজসকলে অগুরু, চন্দন ও কুঙ্কুম লেপন করিতে করিতে উহার স্পর্শহেতু হৃদয়ে কন্দর্পের আবেশ-বশতঃ মনোরম ললিত মৃদুহাস্য প্রকাশ করেন এবং লজ্জাসহকারে তাঁহার মুখ-পদ্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন)। 'তদনুরাগমদ'—ইত্যাদি, তৎকালে তাঁহার (অনন্তদেবের) ভক্তবিষয়ক স্বাভাবিক যে অনুরাগমদ, তাহাতে ঈষৎ অরুণবর্ণ নাগকুমারীবিষয়ক করুণাবলোকন-বিশিষ্ট নয়নযুগল যেখানে, তাদৃশ বদনকমল, 'সব্রীড়ং'—সলজ্জ, অর্থাৎ হায়! হায়! আমাদের হৃদয়ের বিকার এই প্রভু জানিতে পারিয়াছেন, ইহাতে লজ্জায় পর্য্যাকুল হইয়া, তাহারা অবলোকন করিতে থাকেন ॥ ॥ ৫ ॥

স এষ ভগবাননন্তোঽনন্তগুণার্ণব আদিদেব উপসংহৃতামর্ষ-রোষবেগো লোকানাং স্বস্তয় আস্তে ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ এষঃ ভগবান্ অনন্তঃ (সঙ্কর্ষণাখ্যঃ ত্রিবিধপরিচ্ছেদরহিতঃ) অনন্তগুণার্ণবঃ (অনন্তকল্যাণগুণার্ণবঃ জগৎকারণভূতঃ) আদিদেবঃ লোকানাং স্বস্তয়ে (প্রাণিনাং মঙ্গলায়) উপসংহৃতামর্ষরোষবেগঃ (অমর্ষঃ অসহনং রোষঃ ক্রোধঃ উপসংহৃতঃ তয়োঃ অমর্ষরোষয়োঃ জগৎসংহারবিষয়য়োঃ বেগঃ যেন সঃ তথাভূতঃ) আস্তে (তিষ্ঠতি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—সেই সঙ্কর্ষণ—অপরিচ্ছিন্ন (অসীম), অনন্তকল্যাণগুণসমুদ্র আদিদেব ভগবান্ হইতে অভিন্ন। তিনি প্রাণিদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত অসহিষ্ণুতা এবং ক্রোধ-বেগ উপসংহারপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—উপসংহৃতেতি স্থিতিকালে সম্প্রতি রোষস্যানৌচিত্যাদিতি ভাবঃ। অমর্ষোঽসহিষ্ণুতা তদুত্থো রোষঃ ক্রোধঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপসংহৃত'—ইত্যাদি, স্থিতিকালে সম্প্রতি ক্রোধের আবশ্যকতা নাই বলিয়াই যিনি অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধবেগ সংবরণ করিয়াছেন—এই ভাব। 'অমর্ষ'—বলিতে অসহিষ্ণুতা, তাহা হইতে উত্থিত যে ক্রোধ (তাহার বেগ সংবরণপূর্ব্বক যে অনন্তদেব জগতের কল্যাণসাধনের জন্য বিরাজমান রহিয়াছেন।) ॥ ৬ ॥

ধ্যায়মানঃ সুরাসুরোরগসিদ্ধগন্ধর্ব্ববিদ্যাধরমুনিগণৈরনবরতমদমুদিতবিকৃতবিহ্বললোচনঃ সুললিতমুখরিকামৃতেনাপ্যায়মানঃ স্বপার্ষদবিবুধযূথপতীনপরিম্লানরাগনবনব তুলসিকামোদ-মধ্বাসবেন মাদ্যন্মধুকরব্রাতমধুরগীতশ্রিয়ং বৈজয়ন্তীং স্বাং বনমালাং নীলবাসা এককুণ্ডলো হলককুদি কৃতসুভগসুন্দরভুজো ভগবান্মহেন্দ্রবারণেন্দ্র ইব কাঞ্চনীং কক্ষ্যামুদারলীলো বিভর্ত্তি ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(নিরন্তরং) সুরাসুরোরগসিদ্ধগন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধরমুনিগণৈঃ ধ্যায়মানঃ (চিন্ত্যমানঃ) অনবরত-মদমুদিতবিকৃত-বিহ্বল-লোচনঃ (অনবরতং নিরন্তরং মদেন মুদিতশ্চাসৌবিকৃতবিহ্বল লোচনশ্চ সঃ) সুললিতমুখরিকামৃতেন (সুললিতেন মুখরিকামৃতেন বচনামৃতেন) স্বপার্ষদবিবুধযূথপতীন্ (স্বপার্ষদান্ বিবুধযূথপতীংশ্চ) আপ্যায়মানঃ (হর্ষয়ন্) নীলবাসাঃ (নীলে বাসসী যস্য সঃ নীলবসনধারী) এককুণ্ডলঃ (একং কুণ্ডলং যস্য সঃ) হলককুদি (হলস্য ককুদি পৃষ্ঠে) কৃত-সুভগসুন্দরভুজঃ (কৃতঃ ন্যস্তঃ সুভগঃ চ সুন্দরশ্চ ভুজঃ যেন সঃ) উদারলীলঃ (উদারাঃ লীলাঃ যস্য সঃ অমোঘলীলঃ) ভগবান্ অপরিম্লান-রাগ-নব-নব-তুলসিকা-মোদমধ্বাসবেন (ন পরিম্লানঃ রাগঃ কান্তিঃ যস্যাঃ তস্যাঃ নব-নবতুলসিকায়াঃ আমোদমধ্বাসবেন সুরভিমধুরসেন) মাদ্যন্মধুকর-ব্রাতমধুরগীতশ্রিয়ং (মাদ্যতাং মধুকরাণাং যে ব্রাতাঃ তেষাং মধুর-গীতেন শ্রীঃ যস্যাঃ তাম্ উন্মত্তমধুকর-মধুররব-শোভিতাং) স্বাং বৈজয়ন্তীং বনমালাং মহেন্দ্র-বারণেন্দ্রঃ ইব (ঐরাবতঃ ইব) কাঞ্চনীং কক্ষ্যাং (রসনাং কক্ষে ভবা কক্ষা বরত্রাখ্যা চর্ম্মময়ী বধ্রিকাং) বিভর্ত্তি (ধারয়তি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সুর, অসুর, উরগ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও মুনিগণ নিরন্তর তাঁহার ধ্যান করিতেছেন। মদভরে তাঁহার নেত্র—উৎফুল্ল, বিকৃত এবং বিহ্বল। সুললিত বচনামৃত দ্বারা স্বীয় পার্ষদ বিবুধ যূথপতিদিগকে সর্ব্বদা আপ্যায়িত করিতেছেন। তাঁহার পরিধানে নীলবসন, কর্ণে এক কুণ্ডল, হস্তদ্বয় সুভগ ও সুন্দর এবং পৃষ্ঠদেশে হল বিদ্যমান ; তাঁহার লীলা—অতি উদার। দেবরাজ ইন্দ্রের ঐরাবত যেমন গলদেশে কাঞ্চনময়ী রজ্জু ধারণ করে, তিনিও সেইরূপ গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়া আছেন, তাহাতে যে নব-নব-তুলসী গ্রথিত আছেন, তাঁহার কান্তি কখনও ম্লান হয় না, তাহার মধুর রস-সৌরভে মত্ত হইয়া মধুপকুল মধুর গুঞ্জন করিতেছে, তাহাতে সেই মাল্য অতি অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিয়াছে ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—সুললিতেন মুখরিকামৃতেন বচনামৃতেন, কক্ষ্যাং বরত্রাম্ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুললিত-মুখরিকামৃতেন'—সুললিত বচনামৃতের দ্বারা (যিনি নিজ পার্ষদশ্রেষ্ঠ দেবগণকে সর্ব্বদা আপ্যায়িত করিতেছেন)। 'কক্ষ্যাং' —কক্ষা হইতেছে বরত্রা অর্থাৎ হস্তীবন্ধন-রজ্জু, (ইন্দ্রের গজরাজ ঐরাবত যেরূপ গলদেশে কাঞ্চনময় রজ্জু ধারণ করে, তদ্রূপ যিনি গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়াছেন।) ॥ ৭ ॥

———

য এষ এবমনুশ্রুতোঽভিধ্যায়মানো মুমুক্ষূণামনাদি-কালকর্ম্মবাসনা-গ্রথিতমবিদ্যাময়ং হৃদয়গ্রন্থিং সত্ত্বরজস্তমোময়মন্তর্হৃদয়ং গত আশু নির্ভিনত্তি। তস্যানুভাবান্ ভগবান্ স্বায়ম্ভুবো নারদঃ সহ তুম্বুরুণা সভায়াং ব্রহ্মণঃ সংশ্লোকয়ামাস ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ এষঃ এবম্ (উক্তপ্রকারকঃ) অনুশ্রুতঃ (গুরুমুখাৎ শ্রুতঃ) অভিধ্যায়মানশ্চ (ধ্যায়মানশ্চ) মুমুক্ষূণাং সত্ত্বরজস্তমোময়ম্ অন্তর্হৃদয়ঃ গতঃ (হৃদয়স্থঃ সন্) অনাদিকালকর্ম্মবাসনা-গ্রথিতম্ (অনাদিকালসঞ্চিত কর্ম্ম জনিতং) অবিদ্যাময়ং হৃদয়গ্রন্থিং (গ্রন্থিরূপং সংসারমিত্যর্থঃ) আশু (শীঘ্রং) নির্ভিনত্তি (ছিনত্তি) ; তস্য অনুভাবান্ ভগবান্ স্বায়ম্ভুবঃ নারদঃ ব্রহ্মণঃ সভায়াং তুম্বুরুণা সহ (তুম্বুরু-নাম্না গন্ধর্ব্বেণ সহ) সংশ্লোকয়ামাস (শ্লোকাকারেণ বর্ণয়ামাস) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—গুরুমুখে শ্রীঅনন্তদেবের উক্তপ্রকার বর্ণনা শ্রবণ করিয়া যে-সকল মুমুক্ষু ব্যক্তি তাঁহাকে ধ্যান করেন, শ্রীভগবান্ সঙ্কর্ষণ তাঁহাদের সত্ত্বরজস্তমোগুণপ্রচুর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের অনাদিকাল-সঞ্চিত কর্ম্মবাসনা-জনিত অজ্ঞানময় হৃদয়গ্রন্থিরূপ সংসার আশু ছিন্ন করিয়া দেন। স্বায়ম্ভুব নারদ 'তুম্বুরু' নামক গন্ধর্ব্বের সহিত ব্রহ্মার সভায় তাঁহার বক্ষ্যমাণ মহিমা বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—'সংশ্লোকয়ামাস' পুরুষাদ্যবতারত্বেন শ্লোকৈস্তুষ্টাব ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংশ্লোকয়ামাস'—পুরুষাদি অবতাররূপে শ্লোকের দ্বারা স্তুতি করিয়াছিলেন

(অর্থাৎ দেবর্ষি বীণাযন্ত্রে ব্রহ্মার সভায় অনন্তদেবের নিম্নরূপ মহিমা বর্ণনা করিয়াছিলেন।)॥ ৮॥

উৎপত্তিস্থিতিলয়হেতবোঽস্য কল্পাঃ
সত্ত্বাদ্যাঃ প্রকৃতিগুণা যদীক্ষয়াসন্।
যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতং যদেকমাত্মন্
নানাধাৎ কথমুহ বেদ তস্য বর্ত্ম ॥ ৯॥

অন্বয়ঃ—অস্য (জগতঃ) উৎপত্তিস্থিতিলয়হেতবঃ সত্ত্বাদ্যাঃ প্রকৃতিগুণাঃ যদীক্ষয়া (যস্য ঈক্ষয়া কল্পাঃ) স্ব-স্ব-কার্য্যসমর্থাঃ আসন্; যদ্রূপং ধ্রুবং (অনন্তম্) অকৃতম্ (অনাদি,) যৎ (পূর্ব্বম্) একম্ (অদ্বিতীয়ং সৎ) আত্মন্ (আত্মনি) নানা (কার্য্যপ্রপঞ্চম্) অধাৎ; তস্য (ব্রহ্মরূপস্য) বর্ত্ম (তত্ত্বং) কথম্ উহ (জনঃ) বেদ? (ন বেদ ইতি)॥ ৯॥

অনুবাদ—এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতুভূত সত্ত্বাদি প্রকৃতির গুণত্রয় যাঁহার ঈক্ষণ-প্রভাবে স্ব-স্ব-কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, যাঁহার স্বরূপ—অনন্ত এবং অনাদি, যিনি সৎস্বরূপ 'এক' হইয়াও আপনাতেই অর্থাৎ নিজ-দেহের রোমকূপ-প্রদেশে নানাকার্য্য-রূপ প্রপঞ্চ ধারণ করিয়াছেন, মনুষ্য কি প্রকারে তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন? ॥ ৯॥

বিশ্বনাথ—কল্পাঃ স্বস্বকার্য্যসমর্থাঃ যদীক্ষয়ৈব আসন্, যাবৎ পুরুষস্য প্রকৃতাবীক্ষণং নাসীৎ তাবৎ প্রকৃতিগুণাঃ সত্ত্বাদ্যা মহত্তত্ত্বাদীনামুৎপত্ত্যাদিষু ন সমর্থা অভুবন্নিত্যর্থঃ। যস্য রূপমাকারঃ ধ্রুবং নিত্যং যতোঽকৃতমকৃত্রিমং চিন্ময়ত্বাদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, যদেকমেব আত্মনি স্বদেহরোমকূপপ্রদেশেষু নানাকার্য্যপ্রপঞ্চম্ অধাৎ দধার পুপোষ, তস্য বর্ত্ম তত্ত্বং তৎ-প্রাপ্তিমার্গং বা কো বেদ? ৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কল্পাঃ'—যাঁহার ঈক্ষণ হেতুই প্রকৃতির গুণত্রয় নিজ নিজ কার্য্যসাধনে সমর্থ হইয়াছিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুরুষের প্রকৃতিতে ঈক্ষণ ছিল না, ততক্ষণ সত্ত্বাদি প্রকৃতির গুণসমূহ মহত্তত্ত্বাদির উৎপত্তি-বিষয়ে সমর্থ হয় নাই—এই অর্থ। (অর্থাৎ অনন্তদেবের ঈক্ষণ বলিতে সঙ্কল্প-বশতঃই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণস্বরূপ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—প্রকৃতির এই তিনটি গুণ নিজ নিজ কার্য্যসাধনে সমর্থ হইয়াছে)। 'যদ্রূপম্ ধ্রুবম্'—ইত্যাদি, যাঁহার রূপ বলিতে আকার ধ্রুব, অর্থাৎ নিত্য, যেহেতু 'অকৃতম্'—অকৃত্রিম, চিন্ময় স্বরূপ বলিয়া, এই অর্থ। আরও, 'যদেকম্'—যিনি এক হইয়াই, 'আত্মনি'—নিজদেহের রোমকূপ-প্রদেশ-সমূহে নানারূপ কার্য্যপ্রপঞ্চ (পদার্থসমূহ), 'অধাৎ'—ধারণ ও পোষণ করিয়াছেন, তাঁহার 'বর্ত্ম'—তত্ত্ব অথবা তাঁহার প্রাপ্তির মার্গ সাধারণ জীব কিরূপে অবগত হইবে? ৯॥

তথ্য—

কি ব্রহ্মা, কি শিব, কি সনকাদি 'কুমার'।
ব্যাস, শুক, নারদাদি 'ভক্ত' নাম যাঁর॥
সবার পূজিত শ্রীঅনন্ত-মহাশয়।
সহস্রবদন প্রভু—ভক্তিরসময়॥
আদিদেব, মহাযোগী, 'ঈশ্বর', 'বৈষ্ণব'।
মহিমার অন্ত ইঁহা না জানয়ে সব॥
সেবন শুনিলা, এবে শুন ঠাকুরাল।
আত্মতন্ত্রে যেন-মতে বৈসেন পাতাল॥
শ্রীনারদ-গোসাঞি 'তুম্বুরু' করি' স্কন্ধে।
সে যশ গায়েন ব্রহ্মা-স্থানে শ্লোক-বন্ধে॥
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, সত্ত্বাদি যত গুণ।
যাঁর দৃষ্টিপাতে হয়, যায় পুনঃ পুনঃ॥
অদ্বিতীয়রূপ সত্য অনাদি মহত্ত্ব।
তথাপি 'অনন্ত' হয় কে বুঝে সে তত্ত্ব?
শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি প্রভু ধরেন করুণায়।
যে-বিগ্রহে সবার প্রকাশ সুলীলায়॥
যাঁহার তরঙ্গ শিখি' সিংহ মহাবলী।
নিজজন-মনো রঞ্জে হঞা কুতূহলী॥
যে অনন্ত-নামের শ্রবণ-সংকীর্ত্তনে।
যে-তে মতে কেনে নাহি বোলে যে-তে জনে॥
অশেষ-জন্মের বন্ধ ছিণ্ডে সেইক্ষণে।
অতএব বৈষ্ণব না ছাড়ে কভু তানে॥
'শেষ' বই সংসারের গতি নাহি আর।
অনন্তের নামে সর্ব্বজীবের উদ্ধার॥
অনন্ত পৃথিবী-গিরি সমুদ্র-সহিতে।
যে-প্রভু ধরেন শিরে পালন করিতে॥

সহস্র ফণার এক-ফণে বিন্দু যেন।
অনন্ত বিক্রম, না জানেন, আছে হেন॥
সহস্রবদনে কৃষ্ণযশ নিরন্তর।
গাইতে আছেন আদিদেব মহীধর॥
গায়েন অনন্ত, শ্রীযশের নাহি অন্ত।
জয়ভঙ্গ নাহি কারু, দোঁহে বলবন্ত॥
অদ্যাপিহ 'শেষ'-দেব সহস্র শ্রীমুখে।
গায়েন চৈতন্য-যশ, অন্ত নাহি দেখে॥ ৯-১৩॥
(চৈঃ ভাঃ আদি—১।৪৮-৫২, ৫৮-৬৯)

———

মূর্ত্তিং নঃ পুরুকৃপয়া বভার সত্ত্বং
সংশুদ্ধং সদসদিদং বিভাতি যত্র।
যল্লীলাং মৃগপতিরাদদেঽনবদ্যা-
মাদাতুং স্বজনমনাংস্যুদারবীর্য্যঃ॥ ১০॥

অন্বয়ঃ—যত্র (যস্মিন্ ভগবতি) সৎ অসৎ ইদং (স্থূলসূক্ষ্মাত্মকং কার্য্যকারণাত্মকং বিশ্বং) বিভাতি, (সঃ সচ্চিদানন্দাত্মকঃ ভগবান্) নঃ (অস্মাকং ভক্তানাং) পুরুকৃপয়া (বহুকৃপয়া) সংশুদ্ধং সত্ত্বং মূর্ত্তিং (শুদ্ধং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং মূর্ত্তিং) বভার (স্বীকৃতবান্); উদারবীর্য্যঃ (উদারাণি বীর্য্যানি যস্য সঃ) মৃগপতিঃ (সিংহঃ) স্বজনমনাংসি (স্বজনানাং মনাংসি) আদাতুং (বশীকর্ত্তুম্) অনবদ্যাং (কৃতাং) যৎ-লীলাং (ভগবতঃ লীলাম্) আদদে (অশিক্ষত)॥ ১০॥

অনুবাদ—যে ভগবানে কার্য্য-কারণাত্মক এই বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে, সেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ভগবান্ আমাদিগের প্রতি বহু কৃপা করিয়া তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বময়ী মূর্ত্তি প্রকট করিয়াছিলেন। তিনি—উদার-বীর্য্য অর্থাৎ প্রভূত প্রভাবসম্পন্ন। ভক্তগণের চিত্ত বশীভূত করিবার জন্য যে পরম-পবিত্র লীলার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, মৃগপতি (সিংহ) নিজজনগণের চিত্ত-বিনোদার্থ সেই লীলা তাঁহারই নিকট শিক্ষা করিয়াছে॥ ১০॥

বিশ্বনাথ—রামকৃষ্ণাদ্যবতারত্বেন স্তৌতি মূর্ত্তিং বভার। ননু কিং প্রকৃতিম্ ? ন হি, ন হি, সংশুদ্ধং সত্ত্বম্; অতএব যত্র যস্যাং চিন্ময্যাং মূর্ত্তৌ সদসদিদং জগদ্বিভাতি শ্রীব্রজেশ্বর্য্যাপি দৃষ্টত্বাদিতি ভাবঃ। যদ্-যয়া মূর্ত্ত্যা মৃগপতিঃ সিংহ ইব অনবদ্যাং লীলাম্ আদদে, "রুদন্নিব হসন্মুগ্ধবাল-সিংহাবলোকনঃ" ইত্যুদ্ধবোক্তেঃ। কিমর্থং ? স্বজনানাং মনাংসি হস্তিন ইব আদাতুমাকৃষ্য গ্রহীতুং য এব উদারবীর্য্যঃ গিরিবর-ধারণাদি-পরাক্রমবান্॥ ১০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীবলরাম ও কৃষ্ণাদি অবতাররূপে স্তুতি করিতেছেন—'মূর্ত্তিং বভার' ইত্যাদি, অর্থাৎ যিনি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। যদি বলেন—তাহা কি প্রাকৃত (প্রকৃতি-সম্ভূত) মূর্ত্তি ? তাহাতে বলিতেছেন—'ন হি ন হি', না না কখনই নহে, তাহা 'সংশুদ্ধং সত্ত্বং'—বিশুদ্ধ (মায়ার গুণাতীত) সত্ত্ব-মূর্ত্তি। অতএব 'যত্র'—যে চিন্ময় মূর্ত্তিতে, সৎ ও অসৎ এই বিশ্ব প্রকাশ পায়। ব্রজলীলায় ব্রজেশ্বরী মা যশোমতী মৃদ্‌ভক্ষণ লীলায় যাঁহার মুখবিবরে ঐ প্রকারই দর্শন করিয়াছিলেন—এই ভাব। 'যদ্-যয়া মূর্ত্ত্যা'—যে মূর্ত্তির দ্বারা তিনি পশুরাজ সিংহের ন্যায় অনবদ্য (অনিন্দনীয়) লীলা গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন শ্রীউদ্ধবের উক্তিতে দৃষ্ট হয়—"রুদন্নিব হসন্" (৩।২।২৮) ইত্যাদি, অর্থাৎ সেই ভগবান্ ব্রজবাসীদিগের নিকট দর্শনীয় কৌমারলীলা প্রচার করিতে করিতে কখন কখন যেন রোদন করিতেন, এবং কখন কখন যেন হাস্য করিতেন, তাহাতে তাঁহাকে মুগ্ধ (সুন্দর) সিংহশাবকের ন্যায় বোধ হইত। কিজন্য তিনি ঐরূপ করিতেন ? তাহাতে বলিতেছেন 'স্বজন-মনাংসি আদাতুং'—নিজ জনগণের দুরন্ত হস্তীর ন্যায় মনসকল আকর্ষণপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার জন্য; 'য এব উদারবীর্য্যঃ'—তিনিই উদারবীর্য্য অর্থাৎ গিরিশ্রেষ্ঠ শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণাদি পরাক্রমশালী॥ ১০॥

তথ্য—শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর টীকানুযায়ী এই শ্লোকের অনুবাদ এইরূপ—

যে ভগবানে এই কার্য্যকারণাত্মক জগৎ প্রতিভাত হইতেছে, সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান্ আমাদিগের প্রতি বহু অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বময়ী মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন। মহাপরাক্রমশালী বরাহদেব নিজভক্তগণের চিত্তবিনোদন করিবার জন্য পৃথিবীধারণরূপলীলা করিয়াছিলেন॥ ১০॥

———

যন্নাম শ্রুতমনুকীর্ত্তয়েদকস্মা-
দার্ত্তো বা যদি পতিতঃ প্রলম্ভনাদ্বা ।
হন্ত্যংহঃ সপদি নৃণামশেষমন্যং
কং শেষাদ্ভগবত আশ্রয়েন্মুমুক্ষুঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যন্নাম (যস্য ভগবতঃ নাম গুর্ব্বাদিতঃ) শ্রুতম্ অকস্মাৎ বা আর্ত্তঃ (দুঃখিতঃ) বা পতিতঃ (মহাপাতকী অপি) যদি প্রলম্ভনাৎ (উপহাসাৎ,) বা অনুকীর্ত্তয়েৎ, (তর্হি তন্নামশ্রবণং কীর্ত্তনং বা) নৃণাম্ অশেষম্ অংহঃ (পাপং) সপদি (এব) হন্তি ; (অতঃ) মুমুক্ষুঃ ভগবতঃ শেষাৎ (তস্মাৎ অন্যং) কম্ আশ্রয়েৎ ? ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যাঁহার নাম (সাধুগুরুর মুখ হইতে) শ্রবণ করিয়া কেহ যদি অকস্মাৎ কীর্ত্তন করেন, অথবা আর্ত্ত কিংবা পতিত ব্যক্তিও যদি পরিহাসচ্ছলে একবার উচ্চারণ করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি (ত' নিজে শুদ্ধ হ'নই, পরন্তু তিনি) সান্নিধ্যমাত্রেই অপর মানবদিগের অশেষ পাপরাশি বিনাশ করিতে সমর্থ হ'ন ; অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি সেই ভগবান্ 'শেষ' ব্যতীত আর কাহাকেই বা আশ্রয় করিবেন ? ১১ ॥

বিশ্বনাথ—যন্নামাপি পতিতপাবনমিতি কিং বক্তব্যং, যতঃ পতিতমপি পাবনী করোতীতি বদন্নেব শেষরূপত্বেনাপি স্তৌতি দ্বাভ্যাম্—যস্য নাম সঙ্কর্ষণ ইতি পতিতো মহা-পাতক্যপি যদ্যনুকীর্ত্তয়েৎ, তর্হি সংশুদ্ধ্যেদিতি কিং বক্তব্যম্, যতোঽসাবেব স্বদর্শনদানাদিনা নৃণামশেষমংহঃ সদ্যো হন্তি, কথমনুকীর্ত্তয়েৎ অন্যতঃ শ্রুতং বা অকস্মাদ্বা আর্ত্তো বা সন্ । প্রলম্ভনাৎ পরিহাসাদ্বা কিং পুনঃ শ্রদ্ধা-ভক্তিভ্যাম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাঁহার শ্রীনামও পতিতপাবন, এই বিষয়ে কি বক্তব্য ? যেহেতু পতিতকেও পবিত্র করিতেছেন, ইহা বলিবার জন্য শেষ-রূপত্বে দুইটি শ্লোকে স্তুতি করিতেছেন—'যন্নাম' ইত্যাদি, যাঁহার 'সঙ্কর্ষণ' এই নাম পতিত অর্থাৎ মহাপাতকীও যদি অনুকীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে সেই পাতকী ব্যক্তি নিজে যে শুদ্ধ হন, এই বিষয়ে অধিক কি বক্তব্য ? যেহেতু সেই ব্যক্তি নিজের দর্শন-দানাদির দ্বারা জীবমাত্রেরই অশেষ পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করেন । যদি বলেন—কিপ্রকারে অনুকীর্ত্তন করেন ? তাহাতে বলিতেছেন—অন্যের নিকট হইতে শ্রুত হইয়া, কিম্বা অকস্মাৎ (সহসা সাধু-মুখোচ্চারিত কথা কর্ণবিবরে প্রবেশ করিলে), অথবা আর্ত্ত (শোক-দুঃখাদিতে কাতর) হইয়া, কিম্বা 'প্রলম্ভনাৎ' —পরিহাসাদির ছলেই বা (যদি অনুকীর্ত্তন হয়), আর, শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে শ্রবণ কীর্ত্তনাদির কথা অধিক কি বলিব ? ॥ ১১ ॥

———

মূর্দ্ধন্যর্পিতমণুবৎ সহস্রমূর্দ্ধ্নো
ভূগোলং সগিরিসরিৎসমুদ্রসত্ত্বম্ ।
আনন্ত্যাদবিমিতবিক্রমস্য ভূম্নঃ
কো বীর্য্যাণ্যপি গণয়েৎ সহস্রজিহ্বঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—আনন্ত্যাৎ (হেতোঃ) অবিমিতবিক্রমস্য (অনন্তপরাক্রমস্য তস্য) ভূম্নঃ (বিভোঃ) সহস্রমূর্দ্ধ্নঃ (সহস্রমস্তকযুক্তস্য অনন্তস্য) মূর্দ্ধনি (একস্মিন্ এব মস্তকে) সগিরিসরিৎসমুদ্রসত্ত্বং (গির্য্যাদিভিঃ সহিতং) ভূগোলং (ভূমণ্ডলম্) অর্পিতম্ অণুবৎ (ভাতি ইত্যর্থঃ) ; সহস্রজিহ্বঃ অপি (সহস্রবদনো ভূত্বাপি) কঃ (জনঃ) বীর্য্যাণি গণয়েৎ (তস্য ভগবতঃ লীলাদীনি বর্ণয়িতুং সমর্থঃ ন কোঽপি ইত্যর্থঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—আনন্ত্যপ্রযুক্ত যাঁহার বিক্রমের ইয়ত্তা করা যায় না, যাঁহার সহস্রমস্তকের মধ্যে একটী মাত্র মস্তকে গিরি, নদী, সাগর ও জন্তুগণের সহিত এই ভূমণ্ডল ন্যস্ত থাকিয়া অণুর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, সেই বিভু অনন্তদেবের প্রভাব সহস্র জিহ্বা লাভ করিয়াও কে-ই বা বর্ণনা করিতে পারেন ? ১২ ॥

বিশ্বনাথ—মূর্দ্ধনি একস্মিন্নেব ভূগোলমণুবত্তিষ্ঠতি সত্ত্বানি প্রাণিনঃ, সহস্রজিহ্বঃ সন্নপি কো গণয়েৎ ? ১২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মূর্দ্ধনি'—যাঁহার একটি মস্তকেই নিখিল ভূমণ্ডল 'অণু', অর্থাৎ একটি ক্ষুদ্র সর্ষপের ন্যায় রহিয়াছে । 'সত্ত্বানি'—প্রাণিসকল, অর্থাৎ পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র ও বিবিধ প্রাণিগণের সহিত এই ভূমণ্ডল, যাঁহার সহস্র মস্তকের মধ্যে একটিমাত্র মস্তকেই অর্পিত রহিয়াছে । 'সহস্রজিহ্বঃ'—কোন্ ব্যক্তি সহস্র জিহ্বা লাভ করিলেও সেই অনন্তদেবের বীর্য্যসমূহ গণনা করিতে সমর্থ হইবে ? ॥ ১২ ॥

———

এবম্প্রভাবো ভগবাননন্তো
দুরন্তবীর্য্যোরুগুণানুভাবঃ।
মূলে রসায়াঃ স্থিত আত্মতন্ত্রো
যো লীলয়া ক্ষ্মাং স্থিতয়ে বিভর্ত্তি ॥ ১৩॥

অন্বয়ঃ—এবং প্রভাবঃ দুরন্তবীর্য্যোরুগুণানুভাবঃ (দুরন্তং বীর্য্যং বলং যস্য, উরবঃ গুণাঃ অনুভাবাশ্চ যস্য সঃ চ সঃ চ) আত্মতন্ত্রঃ (আত্মাধারঃ সর্ব্বথা স্বাধীনো বা) যঃ ভগবান্ অনন্তঃ রসায়াঃ মূলে (রসাতলে) স্থিতঃ (সন্) স্থিতয়ে (পৃথিব্যাঃ পরিপালনায়) লীলয়া ক্ষ্মাং (পৃথিবীং) বিভর্ত্তি (ধারয়তি) ॥

অনুবাদ—ভগবান্ অনন্তদেবে ঐরূপ প্রভাব বিদ্যমান ; তাঁহার বীর্য্যের অন্ত নাই এবং তাঁহার গুণ ও মহত্ত্ব—অতীব বিপুল ; তিনি—আপনিই আপনার আধার (অথবা, তিনি—সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্র), সেই ভগবান্ অনন্তদেব রসাতলের মূলদেশে অবস্থান করিয়া পৃথিবী-রক্ষার জন্য অবলীলাক্রমে ধরিত্রীকে ধারণ করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—দুঃশব্দো নঞর্থঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দুরন্তবীর্য্যঃ'—দুঃ-শব্দ এখানে নঞর্থক, অর্থাৎ ন অন্ত অনন্ত বীর্য্য (প্রভাব, লীলাসমূহ) যাঁহার, তিনি ॥ ১৩ ॥

———

এতা হ্যেবেহ নৃভিরুপগন্তব্যা গতয়ো যথাকর্ম্ম বিনির্ম্মিতা যথোপদেশমনুবর্ণিতাঃ কামান্ কাময়মানৈঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে রাজন্,) যথোপদেশম্ অনুবর্ণিতাঃ (যথা ময়া শ্রুতাঃ তথা কথিতাঃ)—এতাঃ হি এব গতয়ঃ কামান্ কাময়মানৈঃ (কাম্যকর্ম্মকৃদ্ভিঃ) নৃভিঃ যথাকর্ম্ম বিনির্ম্মিতাঃ (যথাকর্ম্ম তত্তৎকর্ম্মানুসারেণ অর্জ্জিতাঃ এতাঃ) এব (গতয়ঃ) ইহ উপগন্তব্যাঃ (সর্ব্বথা লভ্যাঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, আমি যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তদনুসারে এইসকল বিষয় আপনার নিকট বর্ণন করিলাম। কর্ম্মিগণের কর্ম্মানুসারে এইসকল গতি নির্ম্মিত হয়। সকাম ব্যক্তিগণ এই সংসারে এইসকল গতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—কামান্ কাময়মানৈর্নৃভিঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
পঞ্চমে পঞ্চবিংশোহয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কামান্ কাময়মানৈঃ', ইত্যাদি—বিবিধ কামনাগ্রস্ত মানবগণের, যে সকল গন্তব্য স্থান তাহাদের কর্ম্মানুসারে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা এই পরিমাণই হয় ॥ ১৪ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার পঞ্চম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫।২৫ ॥

———

এতাবতীর্হি রাজন্ পুংসঃ প্রবৃত্তিলক্ষণস্য ধর্ম্মস্য বিপাকগতয় উচ্চাবচা বিসদৃশা যথাপ্রশ্নং ব্যাচখ্যে কিমন্যৎ কথয়ামীতি ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে সঙ্কর্ষণমাহাত্ম্যং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, পুংসঃ প্রবৃত্তিলক্ষণস্য (কাম্যকর্ম্মণঃ) ধর্ম্মস্য এতাবতীঃ হি (এতাবত্যঃ এব) উচ্চাবচাঃ বিসদৃশাঃ (উত্তমমধমাধমাদিরূপাঃ) বিপাকগতয়ঃ (কাম্যকর্ম্মণঃ ফলভূতাঃ পূর্ব্বোক্তাঃ গতয়ঃ তাঃ) যথাপ্রশ্নং (তব প্রশ্নানুসারেণ) ব্যাচখ্যে (বর্ণিতবান্ অস্মি) ; অন্যৎ কিং কথয়ামি (কিম্ অন্যৎ বর্ণয়ামি তৎ বদতু) ইতি ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, লোকসকল প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্মযাজন করিলে, উহার ফলস্বরূপ তাহাদের ঐ-সকল উচ্চাদি ও নীচ ভিন্ন ভিন্ন গতি হইয়া থাকে। আপনি যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তদনুসারেই আমি এই সমুদয় বর্ণন করিলাম। এখন আর কি বলিব, বলুন ॥ ১৫ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব,
তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-পঞ্চমস্কন্ধের পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

ষড়্বিংশোঽধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ—
মহর্ষ এতদ্বৈচিত্র্যং লোকস্য কথমিতি ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ষড়্বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নরক-বিবরণ, পাপিগণের পাপানুসারে বিভিন্ন নরকে গমন ও তথায় যমদূতগণ-কর্ত্তৃক নানাপ্রকার যাতনা-ভোগ বর্ণিত হইয়াছে।

প্রকৃতির গুণে আবদ্ধ হইয়া জীব আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে; সুতরাং প্রকৃতির ত্রিবিধ গুণানুসারে কর্ম্মের কর্ত্তাও ত্রিবিধ। এই কর্ম্মকর্ত্তাগণ স্ব-স্বভাবানুসারে যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন, পরলোকে তদনুযায়ী ফল ভোগ করেন। আবার অধার্ম্মিকগণ যে নানাপ্রকার পাপ-কার্য্য করে, তাহার ফলও তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয়। কোন্ পাপের ফলে কোন্ নরক লাভ হয় এবং তথায় কিরূপ কষ্ট পাইতে হয়, তাহা বিস্তৃতরূপে বলিবার জন্য শ্রীল শুকদেব পরীক্ষিতের নিকট প্রথমে অষ্টাবিংশতি নরকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের নাম যথা—তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসীপত্রবন, শূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, সন্দংশ, তপ্তশূর্ম্মি, বজ্রকণ্টকশাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি, অয়ঃপান, শূলপ্রোত, দন্দশূক, অবটনিরোধন, পর্য্যাবর্ত্তন ও সূচীমুখ।

অপরের ধন, স্ত্রী প্রভৃতি অপহরণের ফলে অতিশয় অন্ধকারময় "তামিস্র" এবং পতিকে বঞ্চনা করিয়া তাহার কলত্রাদি সম্ভোগ করার ফলে অত্যন্ত ক্লেশজনক "অন্ধ তামিস্র" নরক-লাভ হইয়া থাকে। ইহলোকে যাহারা স্থূল-দেহে 'আমি বুদ্ধি' করিয়া প্রাণিহিংসাদিদ্বারা স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ-পোষণ করে, তাহারা 'রৌরব' নামক নরকে পতিত হয়, তথায় হিংসিত পশুসকল 'রুরু' (একপ্রকার প্রাণিবিশেষ)-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে প্রপীড়ন করে। যাহারা পশু পক্ষী হত্যা করিয়া পাক করে, যমদূতগণ তাহাদিগকে কুম্ভীপাক-নামক নরকে লইয়া গিয়া তপ্ততৈলে পাক করিয়া থাকে। ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি 'কালসূত্র'-নামক নরকে পতিত হয়; সেই স্থানে অত্যুষ্ণ তাম্রময় সমভূমি। ব্রহ্মহত্যাকারী তথায় পড়িয়া বহুকাল যাবৎ দগ্ধ হইতে থাকে। ভ্রষ্টাচারী, পাষণ্ডমতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের 'অসিপত্রবন'-নামক নরক লাভ হয়। যে-সকল রাজপুরুষ বিচার-রহিত হইয়া অদণ্ড্যজনকে দণ্ড প্রদান করে, যমদূতগণ তাহাদিগকে 'শূকরমুখ'-নামক নরকে লইয়া অতিশয় নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে থাকে। ভগবান্ মনুষ্যদিগকে বিবেকশক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাহারা অন্যের সুখ-দুঃখ অনুভব করিতে পারে। কিন্তু যাহারা বিবেক-রহিত হইয়া অন্যপ্রাণীকে কষ্ট দেয়, তাহারা যমদূতগণ কর্ত্তৃক 'অন্ধকূপ'-নামক নরকে নীত হয়; তাহারা জীবিতাবস্থায় যে সকল প্রাণীকে কষ্ট দিয়াছিল, সেই সকল প্রাণিদ্বারা তথায় ব্যথিত হইতে থাকে। যে-সকল ব্যক্তি অতিথি প্রভৃতিকে ভক্ষ্যদ্রব্য না দিয়া স্বয়ং ভোগ করে, তাহারা 'কৃমিভোজন'-নামক নরকে নিপতিত হয়। তথায় অসংখ্য কৃমি তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে থাকে। চৌর্য্যবৃত্তির ফলে 'সন্দংশ', অগম্যা স্ত্রীগমন-ফলে 'তপ্তশূর্ম্মী' এবং পশ্বাচার ফলে 'বজ্রকণ্টক-শাল্মলী'-নামক নরক-যন্ত্রণা লাভ হয়। যে সকল রাজপুরুষ সৎকুলজাত হইয়া স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহারা নরকের পরিখাস্বরূপ রক্ত-পূয়-মূত্রাদিতে পরিপূর্ণ 'বৈতরণী' নদীতে এবং শৌচাচার-রহিত স্বেচ্ছাচারিগণ "লালাপূর্ণ" সাগরে পতিত হইয়া থাকে। অসময়ে মৃগয়াদি ছলে প্রাণিহিংসা করিলে "প্রাণনিরোধ" এবং দম্ভ প্রকাশ করিবার জন্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া পশ্বাদির হিংসাফলে "বৈসস"-নামক নরকে গমন করিতে হয়। অগ্নিদান, প্রাণনাশার্থ-বিষপ্রয়োগ প্রভৃতির ফলে "সারমেয়াদন" এবং মিথ্যাসাক্ষ্য-প্রদানাদি দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ-ফলে 'অবীচি'-নামক নরকলাভ হয়। সুরাপান করিলে "অয়ঃপান", গুরুজনের মর্য্যাদালঙ্ঘনজনিত "ক্ষার-কর্দ্দম"-নামক নরকে গমন করিতে হয়। আশ্রিত পশু-পক্ষিদিগকে কোন প্রলোভন দেখাইয়া শূল-সূত্রাদিতে বিদ্ধ করিলে

"শূলপ্রোত"-নামক নরকে এবং পরপীড়কদিগের "দন্দশূক"-নামক নরক হইয়া থাকে। প্রাণিগণকে গুহাদিতে অবরুদ্ধ করিয়া পীড়া প্রদান করিলে "অবট-নিরোধন" এবং অতিথি ও অভ্যাগতের প্রতি রোষ প্রদর্শন করিলে 'পর্য্যাবর্ত্তন' এবং ধনমদমত্ত হইয়া ধন-সংরক্ষণ-চিন্তা-রত ব্যক্তি 'সূচীমুখ' নামক নরকে পতিত হয়। পুণ্যবান্ ব্যক্তি স্বর্গ লাভ করেন, কিন্তু পুণ্যক্ষয় হইলে তাঁহারা পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়া থাকেন; অতপর শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতের নিকট ভগবানের বিরাট্ রূপ ও সেই রূপের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—(হে) মহর্ষে, লোকস্য কথম্ এতৎ বৈচিত্র্যং (ভোগবৈচিত্র্যম্) ইতি (তদ্বর্ণয়তু ইত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ কহিলেন,—হে মহর্ষে, লোকের এরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভোগ-বৈচিত্র্য হয় কেন ? কৃপাপূর্ব্বক বর্ণন করুন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ভুবোঽধস্তাজ্জলাদূর্দ্ধ্বং নরকস্থানমুচ্যতে।
ষড়্বিংশে যত্র দণ্ড্যন্তে পাপিনো যমকিঙ্করৈঃ ॥০॥

পুংসো গতয়ঃ উচ্চাবচা বিসদৃশা ভোগবৈচিত্র্যমুক্তং তদেতৎ কুতঃ? ইতি পৃচ্ছতি—মহর্ষ ইতি ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষড়্বিংশ অধ্যায়ে ভূলোকের অধোদিকে এবং জলের উর্দ্ধে নরকসকলের স্থিতি, যেখানে যমকিঙ্করগণ পাপিগণকে দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'পুংসঃ গতয়ঃ উচ্চাবচাঃ বিসদৃশাঃ'—ইত্যাদি, অর্থাৎ পূর্ব্বাধ্যায়ে পুরুষের প্রবৃত্তিরূপ ধর্ম্মের ফলস্বরূপ বিসদৃশ উচ্চ নীচ ভোগবৈচিত্র্যের কথা উক্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে মহর্ষে! লোকের এরূপ গতি-বৈচিত্র্যের কারণ কি ? ॥ ১ ॥

শ্রীঋষিরুবাচ—

ত্রিগুণত্বাৎ কর্ত্তুঃ শ্রদ্ধয়া কর্ম্মগতয়ঃ পৃথগ্‌বিধাঃ
সর্ব্বা এব সর্ব্বস্য তারতম্যেন ভবন্তি ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঋষিঃ উবাচ,—ত্রিগুণত্বাৎ (হেতোঃ) কর্ত্তুঃ শ্রদ্ধয়া (ত্রিবিধশ্রদ্ধয়া) কর্ম্মগতয়ঃ (অপি) পৃথগ্‌বিধাঃ; (অতঃ তাঃ এব গতয়ঃ) তারতম্যেন সর্ব্বাঃ এব সর্ব্বস্য ভবন্তি (তথা হি সাত্ত্বিক্যা শ্রদ্ধয়া ধর্ম্মঃ ততঃ কর্ত্তুঃ সুখিত্বং রাজস্যা শ্রদ্ধয়া ধর্ম্মাধর্ম্মৌ, ততঃ কর্ত্তুঃ সুখিত্বং দুঃখিত্বঞ্চ, তামস্যা শ্রদ্ধয়া দুঃখিত্বং মূঢ়ত্বঞ্চ, তথাপি তাসাং শ্রদ্ধানাং তারতম্যাৎ সুখাদিতারতম্যং সর্ব্বেষামিতি ভাবঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীঋষি (শুকদেব) কহিলেন,—হে রাজন্, কর্ত্তা ত্রিবিধ,—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক; এই তিনপ্রকার কর্ত্তার ত্রিবিধ শ্রদ্ধা-হেতু কর্ম্মের গতিও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ সাত্ত্বিকী-শ্রদ্ধা-হেতু কর্ম্মকর্ত্তা সুখী, রাজসিকী-শ্রদ্ধা-হেতু কর্ম্মকর্ত্তা সুখী ও দুঃখী, এবং তামসিক-শ্রদ্ধা-হেতু কর্ম্মকর্ত্তা দুঃখী ও বিমূঢ় হয়। যদি শ্রদ্ধার তারতম্য থাকে, তাহা হইলে সকলের সকলপ্রকার গতিই তারতম্যরূপে হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রদ্ধা বৈসাদৃশ্যাৎ ফলবৈচিত্র্যমাহ—ত্রিগুণত্বাদিতি। সাত্ত্বিক্যা শ্রদ্ধয়া ধর্ম্ম এব ভবেত্তস্মাচ্চ কর্ত্তুঃ সুখমেব, রাজস্যা ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তাভ্যাং সুখদুঃখে, তামস্যা অধর্ম্ম এব তস্মাচ্চ দুঃখমোহৌ। তত্রাপি তাসাং শ্রদ্ধানাং তারতম্যাৎ সুখাদিতারতম্যম্; সর্ব্বস্য সর্ব্বা ইতি—ন হি কশ্চিৎ সর্ব্বদৈব সাত্ত্বিকশ্রদ্ধাবানেব তিষ্ঠতি, রাজস-তামস-শ্রদ্ধাবানেব বা অতঃ কালভেদেন সর্ব্ববিধস্যৈব জীবস্য সর্ব্ববিধা গতয়ঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রদ্ধার বৈশাদৃশ্যহেতুই ফলবৈচিত্র্য, ইহা বলিতেছেন—'ত্রিগুণত্বাৎ' ইত্যাদি (অর্থাৎ কর্ত্তামাত্রই ত্রিগুণের আশ্রিত বলিয়া সকলেরই কর্ম্ম এক হইলেও শ্রদ্ধার ভেদহেতুই কর্ম্ম হইতে বিভিন্ন প্রকার গতি হইয়া থাকে)। সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার দ্বারা ধর্ম্মই হইয়া থাকে, তাহাতে কর্ত্তার সুখই হয়, রাজসী শ্রদ্ধাহেতু ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হয়, উভয়ের দ্বারা সুখ ও দুঃখ হয়, এবং তামসী শ্রদ্ধার দ্বারা অধর্ম্মই উৎপন্ন হয়, তাহাতে দুঃখ ও মোহ প্রাপ্তি ঘটে। তন্মধ্যেও সেইসকল শ্রদ্ধার তারতম্যহেতু সুখাদিরও তারতম্য হইয়া থাকে। 'সর্ব্বস্য সর্ব্বাঃ'—সকলেরই শ্রদ্ধার ভেদহেতু বিভিন্ন প্রকার গতি হইতে পারে। এই জগতে কেহই সর্ব্বদাই সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অব-

স্থান করেন না, সেইরূপ কেহই সর্ব্বদা রাজস বা তামস শ্রদ্ধাযুক্ত হয় না, অতএব কালভেদে সকল জীবেরই সর্ব্ব-প্রকার গতি হইতে পারে ॥ ২ ॥

———

অথেদানীং প্রতিষিদ্ধলক্ষণস্যাধর্ম্মস্য তথৈব কর্ত্তুঃ শ্রদ্ধায়া বৈসাদৃশ্যাৎ কর্ম্মফলং বিসদৃশং ভবতি যা হ্যনাদ্যবিদ্যাকৃতকামানাং তৎপরিণামলক্ষণাঃ সৃতয়ঃ সহস্রশঃ প্রবৃত্তাস্তাসাং প্রাচুর্য্যেণানুবর্ণয়িষ্যামঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অতঃ) ইদানীং (ন কেবলং ধর্ম্ম-কর্ত্তুরেব শ্রদ্ধা-বৈচিত্র্যাৎ ফলবৈচিত্র্যং ভবতি কিন্তু) তথৈব (অধর্ম্মকর্ত্তুঃ যৎ) প্রতিষিদ্ধলক্ষণস্য (প্রতিষিদ্ধং প্রতিষেধঃ সঃ এব লক্ষণং প্রমাণং যস্য তস্য) অধর্ম্মস্য (অপি) কর্ত্তুঃ শ্রদ্ধায়াঃ বৈসাদৃশ্যাৎ (তারতম্যাৎ) কর্ম্মফলং (দুঃখং) বিসদৃশং বিভিন্ন-প্রকারং) ভবতি। (তথা হি প্রমাদেন অধর্ম্ম করণাৎ অল্পত্বং জ্ঞানেন মধ্যমত্বং নাস্তিকত্বেন পূর্ণত্বম্ ইতি) ; যা হি অনাদ্যবিদ্যা-কৃতকামানাম্ (অনাদ্যবিদ্যয়া অনাদিজন্মপরম্পরয়া দেহাদৌ অহং-মমাধ্যাসেন কৃতমনোরথানাং পুংসাং) তৎপরিণামলক্ষণাঃ (অ-ধর্ম্মফলভূতাঃ যাঃ) সহস্রশঃ সৃতয়ঃ (নরকাঃ) প্রবৃত্তাঃ, তাসাং প্রাচুর্য্যেণ (বাহুল্যেন) অনুবর্ণয়িষ্যামঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অতএব কেবল যে ধর্ম্মকর্ত্তারই শ্রদ্ধা-বৈচিত্র্যহেতু ফলবৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে, তাহা নহে। পরন্তু প্রতিষিদ্ধ অধর্ম্মকর্ত্তারও শ্রদ্ধার তারতম্যে কর্ম্ম-ফলও বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রমাদ-বশতঃ অধর্ম্মকারীর ফলের অল্পতা, জ্ঞানবশতঃ অধর্ম্মকারীর ফলের মধ্যমত্ব এবং নাস্তিকতা-প্রযুক্ত অধর্ম্মকারীর ফলের পূর্ণত্ব-সংঘটিত হয়। অনাদি-অবিদ্যা-কৃত কামনার পরিণামস্বরূপ যে সহস্র সহস্র নরকগতি হইয়া থাকে, আমি সেইসকল বিস্তারিত-ভাবে এখন বর্ণন করিব ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র শাস্ত্রবিহিতস্য ধর্ম্মস্য ফলভূতানি ভৌম-দিব্য-বিলস্বর্গসুখানি দর্শিতান্যত এবাধর্ম্মস্যাপি ফলভূতানি নরকদুঃখান্যপি বিবক্ষিতব্যানীত্যত আহ —অথেতি। প্রতিষিদ্ধং প্রতিষেধস্তদেব লক্ষণং প্রমাণং যস্য তস্য, তথৈবেতি ধর্ম্মস্য কর্ত্তুর্যথা তথৈবা-ধর্ম্মস্যাপি কর্ত্তুরিত্যর্থঃ। শ্রদ্ধায়া বৈসাদৃশ্যাদিতি শ্রদ্ধা-বৈসাদৃশ্যস্যাপি তমস্তারতম্যমেব কারণম্। তথা হি —প্রমাদেনাধর্ম্মকরণাৎ তমসোঽল্পত্বং, জ্ঞানেন মধ্য-মত্বং, তত্রাপি নাস্তিকত্বেন পূর্ণত্বং জ্ঞেয়ম্। তমস্ত্রৈ-বিধ্যস্যাপি কারণং দর্শয়ন্নাহ—যা ইতি। অনাদ্য-বিদ্যাসম্বন্ধো জীবস্য কদা কথং বেতি বক্তুমশক্তেঃ অনাদির্যা তম আদি ত্রৈবিধ্যময়ী অবিদ্যা তয়া কৃতা-নাং জীবসম্বন্ধিত্বেনোপপাদিতানাং কামানাং বাসনা-নাং যাঃ সৃতয়ঃ, কীদৃশ্যস্তেষাং কামানাং পরিণাম-লক্ষণাঃ তাসাং মধ্যে প্রাচুর্য্যেণ নরকানিতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মের ফলস্বরূপ ভৌম, দিব্য ও বিলস্বর্গের সুখের কথা উক্ত হইয়াছে, অতএব অধর্ম্মেরও ফলস্বরূপ নরকের দুঃখসকল বলা উচিৎ, এইজন্য বলিতেছেন—'অথ' ইত্যাদি। 'প্রতিষিদ্ধ-লক্ষণস্য'—প্রতিষিদ্ধ বলিতে প্রতিষেধ, তাহাই লক্ষণ যাহার, তাহারও 'তথৈব'—তদ্রূপই, অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানকারীর যে প্রকার, সেইরূপ শাস্ত্র-নিষেধমূলক অধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারীরও তমোগুণের তারতম্যহেতু শ্রদ্ধারও বৈষম্য হয়। 'শ্রদ্ধায়াঃ বৈসাদৃশ্যাৎ'—শ্রদ্ধার বৈশাদৃশ্যেরও তমো-গুণের তারতম্যই কারণ, যেমন প্রমাদবশতঃ অধর্ম্ম অনুষ্ঠানের ফলে তমোগুণের অল্পত্ব, জ্ঞানপূর্ব্বক অধর্ম্মকারীর মধ্যমত্ব, এবং নাস্তিকত্বহেতু পূর্ণরূপে তমোগুণের প্রকাশ পাওয়ায় ফলেরও পূর্ণত্বরূপই জানিতে হইবে। তমোগুণের ত্রৈবিধ্যেরও কারণ দেখাইয়া বলিতেছেন—যা ইত্যাদি (অর্থাৎ অনাদি অবিদ্যামূলক কামনার পরিণামরূপে যে বিসদৃশ কর্ম্মফল অসংখ্য নরকাকারে উপস্থিত হয়, তাহাই এখন বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিব)। অনাদি অবিদ্যা-সম্বন্ধ জীবের কখন অথবা কিরূপে হইল, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। এজন্য বলিতেছেন—অনাদি-কাল হইতে যে তমঃপ্রভৃতি ত্রৈবিধ্যময়ী অবিদ্যা, তাহার দ্বারা কৃত, অর্থাৎ জীবসম্বন্ধিত্ব-রূপে উপ-পাদিত কামনা বলিতে বাসনাসকলের যে গতিসমূহ। কি প্রকার গতিসমূহ? তাহাতে বলিতেছেন—সেই কামনাসকলের পরিণামরূপ যে গতি, তাহার

মধ্যে 'প্রাচুর্য্যেণ', অর্থাৎ বাহুল্যরূপে কোন কোন প্রধান প্রধান নরকসমূহের বর্ণনা এখন করিব ॥ ৩ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

নরকা নাম ভগবন্ কিং দেশবিশেষা অথবা বহিস্ত্রিলোক্যা আহোস্বিদন্তরাল ইতি ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—(হে) ভগবন্, নরকাঃ নাম কিং (ভূমৌ এব) দেশবিশেষাঃ অথবা বহিস্ত্রিলোক্যাঃ (ত্রিলোক্যাঃ ব্রহ্মাণ্ডাৎ বহিঃ আবরণেষু মধ্যে সন্তি) আহোস্বিৎ অন্তরালে (ভূমিব্যতিরিক্তে) ইতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! নরকসকল কি পৃথিবীর কোন স্থানবিশেষে অথবা ত্রিলোকের বহির্ভাগে কিংবা অন্তরালে অবস্থিত? ৪ ॥

শ্রীঋষিরুবাচ—

অন্তরাল এব ত্রিজগত্যাস্তু দিশি দক্ষিণস্যামধস্তাদ্ভূমেরুপরিষ্টাচ্চ জলাদ্ যস্যামগ্নিষ্বাত্তাদয়ঃ পিতৃগণা দিশি স্বানাং গোত্রাণাং পরমেণ সমাধিনা সত্যা এবাশিষ আশাসানা নিবসন্তি ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঋষিঃ উবাচ,—ত্রিজগত্যাঃ তু অন্তরালে এব দক্ষিণস্যাং দিশি ভূমেঃ অধস্তাৎ জলাৎ উপরিষ্টাচ্চ (সর্ব্বে নরকাঃ বর্ত্তন্তে); যস্যাং দিশি অগ্নিষ্বাত্তাদয়ঃ পিতৃগণাঃ পরমেণ সমাধিনা (একাগ্রচিত্তেন ভগবন্তং ধ্যায়ন্তঃ) স্বানাং গোত্রাণাং (স্বগোত্রাণাং প্রাণিনাং) সত্যাঃ আশিষঃ (কাম-ভোগান্) আশাসানাঃ (কাময়মানাঃ) নিবসন্তি (বর্ত্তন্তে) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীঋষি (শুকদেব) কহিলেন,—নরকসমূহ ত্রিলোকীর অন্তরালে অবস্থিত। দক্ষিণদিকে ভূতলের অধোভাগে এবং জলের উপরিভাগে নরকসমূহের অবস্থান। ঐদিকে অগ্নিষ্বাত্তা প্রভৃতি পিতৃগণ পরমসমাধি-যোগে ভগবানের ধ্যান এবং স্ব-স্ব-গোত্রোদ্ভব ব্যক্তিগণের মঙ্গল কামনা করিয়া বাস করিতেছেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—ভূমেঃ সপ্তপাতালবত্যা অধঃ, জলাদ্গর্ভোদাৎ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অধস্তাৎ ভূমেঃ'—সপ্ত পাতালবতী ভূমির অধোভাগে, এবং 'উপরিষ্টাৎ'—জল অর্থাৎ গর্ভোদক হইতে উপরিভাগে নরকসমূহের অবস্থান ॥ ৫ ॥

যত্র হ বাব ভগবান্ পিতৃরাজো বৈবস্বতঃ স্ববিষয়ং প্রাপিতেষু স্বপুরুষৈর্জন্তুষু পরেতেষু যথাকর্ম্মাবদ্যং দোষমেবানুল্লঙ্ঘিতভগবচ্ছাসনঃ সগণো দমং ধারয়তি ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র হ বাব ভগবান্ পিতৃরাজঃ বৈবস্বতঃ (রবিপুত্রঃ যমঃ) সগণঃ (সপার্ষদঃ) অনুল্লঙ্ঘিত ভগবচ্ছাসনঃ (ন উল্লঙ্ঘিতং ভগবচ্ছাসনং যেন তথা ভগবদাদেশানুসারেণ বর্ত্তমানঃ সন্) পরেতেষু স্বপুরুষৈঃ স্ব-বিষয়ং (স্বদেশং দণ্ডস্থানং) প্রাপিতেষু জন্তুষু (স্ব-স্থানম্ আনীতেষু প্রাণিষু) যথাকর্ম্ম (স্বকর্ম্মানুসারেণ) অবদ্যং (কর্ম্মদোষম্ অনতিক্রম্য) দোষং দমং (পাপফলং দণ্ডং) ধারয়তি (বিদধাতি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—ঐস্থানে পিতৃরাজ ঐশ্বর্য্যশালী রবিপুত্র যম সপার্ষদে পরমেশ্বরের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন না করিয়া মৃত্যুর পর তাঁহার দূতগণের দ্বারা তাঁহার অধিকার-মধ্যে আনীত প্রাণিগণের স্ব-স্ব-কর্ম্মানুসারে দোষাদোষের বিচারপূর্ব্বক দণ্ড প্রদান করিতেছেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—স্ববিষয়ং স্বদেশং, কর্ম্মাবদ্যং কর্ম্মদোষম্ অনতিক্রম্য দোষং দোষরূপং দমং দণ্ডং, তাদৃশ্যা বিভীষিকয়াপি জীবান্ ভগবতোঽন্তর্মুখীকর্ত্তুমিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্ববিষয়ং'—নিজস্থানে (অর্থাৎ সূর্য্যপুত্র যমরাজ ভগবানের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া নিজ স্থানে আনীত মৃত প্রাণিগণের), 'কর্ম্মাবদ্যং'—কর্ম্মদোষ যথাযথ বিচারপূর্ব্বক দোষের অনুরূপ দণ্ডবিধান করেন। তাদৃশ বিভীষিকার দ্বারাও জীবগণকে শ্রীভগবানের প্রতি অন্তর্মুখী করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার এই দণ্ডবিধান—এই ভাব ॥ ৬ ॥

তত্র হৈকে নরকানেকবিংশতিং গণয়ন্তি। অথ তাংস্তে রাজন্ নামরূপলক্ষণতোঽনুক্রমিষ্যামঃ।

তামিস্রোঽন্ধতামিস্রো রৌরবো মহারৌরবঃ কুম্ভীপাকঃ কালসূত্রমসিপত্রবনং শূকরমুখমন্ধকূপঃ কৃমিভোজনঃ সন্দংশস্তপ্তশূর্ম্মির্বজ্রকণ্টকশাল্মলী বৈতরণী পূয়োদঃ প্রাণরোধো বিশসনং লালাভক্ষঃ সারমেয়াদনমবীচিরয়ঃ পানমিতি। কিঞ্চ ক্ষারকর্দ্দমো রক্ষোগণভোজনঃ শূলপ্রোতো দন্দশূকোঽবটনিরোধনঃ পর্য্যাবর্ত্তনঃ সূচীমুখমিত্যষ্টাবিংশতির্নরকা বিবিধযাতনাভূময়ঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র হ একে একবিংশতিং নরকান্ গণয়ন্তি (কথয়ন্তি)। অথ (হে) রাজন্, তান্ (নরকান্) তে (তব সমীপে) নামরূপলক্ষণতঃ অনুক্রমিষ্যামঃ,—তামিস্রঃ, অন্ধতামিস্রঃ, রৌরবঃ মহারৌরবঃ, কুম্ভীপাকঃ, কালসূত্রম্, অসিপত্রবনং, শূকরমুখম্, অন্ধকূপঃ, কৃমিভোজনঃ, সন্দংশঃ, তপ্তশূর্ম্মিঃ, বজ্রকণ্টকশাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদঃ, প্রাণরোধঃ, বিশসনং, লালাভক্ষঃ, সারমেয়াদনম্, অবীচিঃ, অয়ঃপানম্ ইতি ; কিঞ্চ, ক্ষারকর্দ্দমঃ, রক্ষোগণভোজনঃ, শূলপ্রোতঃ, দন্দশূকঃ, অবটনিরোধনঃ, পর্য্যাবর্ত্তনঃ, সূচীমুখম্ ইতি অষ্টাবিংশতিঃ নরকাঃ বিবিধযাতনাভূময়ঃ (বহুক্লেশপ্রদাঃ ভবন্তি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সেই স্থানে কেহ কেহ নরকের সংখ্যা একবিংশতি বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। হে মহারাজ ! আমি নাম, রূপ ও লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া আপনার নিকট সেইসকল নরকের কথা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন ;—তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসীপত্রবন, শূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, সন্দংশ, তপ্তশূর্ম্মি, বজ্রকণ্টকশাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি ও অয়ঃপান,—এই একবিংশতি নরক। এতদ্ভিন্ন ক্ষারকর্দ্দম, রক্ষোগণভোজন, শূলপ্রোত, দন্দশূক, অবটনিরোধন, পর্য্যাবর্ত্তন এবং সূচীমুখ নামে আরও সাতটী নরক আছে। সর্ব্বসাকল্যে এই অষ্টাবিংশতি নরক—নানাবিধ যন্ত্রণার স্থান ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তামিস্রাদয়ঃ একবিংশতির্নরকাঃ ; মতান্তরেণ পূর্ব্বে মিলিতানষ্টাবিংশতিমাহ—কিঞ্চেতি ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তামিস্র প্রভৃতি একবিংশতি নরক। মতান্তরে—পূর্ব্বোক্ত একবিংশতি প্রকারের সহিত ক্ষারকর্দ্দম প্রভৃতি আরও সাতটি যোগ করিয়া অষ্টাবিংশতি নরকের কথা বলিতেছেন—'কিঞ্চ' ইতি ॥ ৭ ॥

———

তত্র যস্তু পরবিত্তাপত্যকলত্রাণ্যপহরতি স হি কালপাশবদ্ধো যমপুরুষৈরতিভয়ানকৈস্তামিস্রে নরকে বলান্নিপাত্যতে। অনশনানুদপানদণ্ডতাড়নসন্তর্জনাদিভির্যাতনাভির্যাত্যমানো জন্তুর্যত্র কশ্মলমাসাদিত একদৈব মূর্চ্ছামুপযাতি তামিস্রপ্রায়ে ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (তেষু নরকেষু মধ্যে) যঃ তু পরবিত্তাপত্যকলত্রাণি অপহরতি, সঃ হি কালপাশবদ্ধঃ (যমপাশবদ্ধঃ সন্) অতিভয়ানকৈঃ যমপুরুষৈঃ (কর্ত্তৃভিঃ) তামিস্রে নরকে বলাৎ নিপাত্যতে (নিক্ষিপ্তঃ ভবতি) ; যত্র (যস্মিন্) তামিস্রপ্রায়ে (অন্ধকারময়ে নরকে) অনশনানুদপানদণ্ড তাড়নসংতর্জ্জনাদিভিঃ যাতনাভিঃ যাত্যমানঃ (পীড্যমানঃ) জন্তুঃ (প্রাণী) কশ্মলং (দুঃখম্) আসাদিতঃ (প্রাপ্তঃ সন্) একদা এব মূর্চ্ছাম্ উপযাতি (প্রপ্নোতি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—(হে রাজন্,) যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে অপরের ধন, স্ত্রী ও পুত্র অপহরণ করে, অতি ভয়ঙ্কর যমদূতগণ তাহাকে কালপাশে বন্ধন করিয়া পূর্ব্বোক্ত নরকসমূহের মধ্যে তামিস্র-নরকে বলপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া থাকে। এই তামিস্র-নরক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ; প্রাণিগণ উহাতে পতিত হইয়া ভোজ্য ও পানীয়ের অভাবে এবং দণ্ড, তাড়না ও তর্জ্জনাদির যাতনায় পীড্যমান হইতে থাকে। তাহারা এইরূপ দুঃখে পতিত হইয়া একেবারেই মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয় ॥৮॥

বিশ্বনাথ—যাত্যমানঃ পীড্যমানঃ তামিস্র-প্রায়েঽন্ধকারবহুলে ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যাত্যমানঃ'—যমকিঙ্করগণের দণ্ডতাড়ন ও তর্জ্জনাদি যাতনাদ্বারা পীড়িত হইয়া, 'তামিস্রপ্রায়ে'—অন্ধকারবহুল স্থানে দুঃখ প্রাপ্ত হয় ॥ ৮ ॥

———

এবমেবান্ধতামিস্রে যস্তু বঞ্চয়িত্বা পুরুষং দারাদীনুপযুঙ্‌ক্তে ; যত্র শরীরী নিপাত্যমানো যাতনাস্থো

বেদনয়া নষ্টমতির্নষ্টদৃষ্টিশ্চ ভবতি যথা হি বনস্পতির্বৃশ্চ্যমানমূলস্তস্মাদন্ধতামিস্রং তমুপদিশন্তি ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—এবম্ এব যঃ তু পুরুষং (পতিং) বঞ্চয়িত্বা দারাদীন্ (আদি-শব্দেন বিত্তাপত্যাদীনি) উপযুঙ্‌ক্তে (গৃহ্ণাতি সঃ) অন্ধতামিস্রে (নরকে পততি) ; যত্র (নরকে) বৃশ্চ্যমানমূলঃ (ছিদ্যমান-মূলঃ) বনস্পতিঃ (বৃক্ষঃ ইব) নিপাত্যমানঃ যথা হি (তথা) শরীরী (জীবঃ) যাতনাস্থঃ (পীড্যমানঃ সন্) বেদনয়া নষ্টমতিঃ নষ্টদৃষ্টিঃ চ ভবতি ; তস্মাৎ তং (নরকম্) অন্ধতামিস্রম্ উপদিশন্তি (কথয়ন্তি পণ্ডিতাঃ ইতি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—যে-ব্যক্তি পতিকে বঞ্চনা করিয়া তাহার কলত্রাদি সম্ভোগ করে, সে, অন্ধতামিস্র-নরকে পতিত হয় ; কোন বৃক্ষকে পাতিত করিবার পূর্ব্বে লোকে যেমন তাহার মূল ছেদন করিয়া থাকে, সেই-রূপ ঐ নরকে নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে যমদূতগণ ঐ পাপীকে নানারূপ যাতনা প্রদান করে, ঐ যাতনায় পীড়িত হইয়া বেদনায় জীবের বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। এইজন্যই ঐ নরককে পণ্ডিত-গণ 'অন্ধতামিস্র' আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—পুরুষং পতিম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরুষং—পতিকে (বঞ্চনা করিয়া যে ব্যক্তি তাহার কলত্রাদি উপভোগ করে, সে অন্ধতামিস্র নামক নরকে নিপতিত হয়) ॥ ৯ ॥

যস্ত্বিহ বা এতদহমিতি মমেদমিতি ভূতদ্রোহেণ কেবলং স্বকুটুম্বমেবানুদিনং প্রপুষ্ণাতি স তদিহ বিহায় স্বয়মেব তদশুভেন রৌরবে নিপততি ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ তু ইহ বা এতৎ অহম্ ইতি মম ইদং (এতচ্ছরীরম্ অহম্ ইতি ইদং ধনাদিকং মম) ইতি (মত্বা) ভূতদ্রোহেণ (প্রাণিহিংসয়া) কেবলং স্বকুটুম্বম্ এব (স্বঞ্চ কুটুম্বমেব চ) অনুদিনং প্রপুষ্ণাতি (বিভর্ত্তি), স তৎ (শরীরাদিকম্) ইহ (এব) বিহায় স্বয়মেব তদশুভেন (প্রাণিদ্রোহজনিত পাপেন) রৌরবে নিপততি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—ইহসংসারে যে ব্যক্তি দেহ ও দ্রবিণা-দিতে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া অপর প্রাণির হিংসা-দ্বারা অনুদিন নিজের এবং নিজ-দেহ-সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনেরই ভরণ পোষণ করে, সে ব্যক্তি দেহ ও কুটুম্ব এখানেই পরিত্যাগ করিয়া প্রাণিদ্রোহজনিত পাপফলে স্বয়ং রৌরব-নরকে নিপতিত হয় ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—এতৎ শরীরমহমিতি ইদং ধনাদিকং মমেতি মত্বা ভূতদ্রোহেণেতি ভূতদ্রোহং বিনা তু কেব-লাহং-মমকারাভ্যাং ন রৌরবে নিপততীতি বুদ্ধ্যতে ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এতদ্ অহম্ ইতি, মম ইদম্ ইতি'—যে ব্যক্তি এই শরীরটিকেই আমি অর্থাৎ আত্মা, এবং এই ধনাদি আমার—এইরূপ মনে করিয়া, 'ভূতদ্রোহেণ' ইত্যাদি—প্রাণিমাত্রকেই পীড়া-দানপূর্ব্বক কেবল নিজ স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণপোষণে নিরত থাকে, যে ব্যক্তি একাকীই রৌবব নামক নরকে পতিত হয়। এখানে ভূতদোহ (প্রাণিহিংসা) ব্যতীত যাহারা কেবল 'আমি ও আমার' এই বুদ্ধিতে বিষয়ভোগে রত থাকে, তাহারা রৌরবে নিপতিত হয় না, এইরূপ বোধগম্য হইতেছে ॥ ১০ ॥

যে ত্বিহ যথৈবামুনা বিহিংসিতা জন্তবঃ পরত্র যম-যাতনা উপগতং ত এব রুরবো ভূত্বা তথা তমেব বি-হিংসন্তি তস্মাদ্রৌরবমিত্যাহুঃ। রুরুরিতি সর্পাদিতি-ক্রূরসত্ত্বস্যাপদেশঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যে তু ইহ যথা এব অমুনা বিহিং-সিতাঃ (প্রপীড়িতাঃ) পরত্র যমযাতনাঃ উপগতং তম্ এব তে এব জন্তবঃ রুরবঃ ভূত্বা (তথা) বিহিং-সন্তি, তস্মাৎ রৌরব-মিত্যাহুঃ (পণ্ডিতাঃ ইতি)। রুরুঃ ইতি সর্পাৎ অতিক্রূরসত্ত্বস্য (ভারশৃঙ্গাখ্যস্য সত্ত্বস্য) অপদেশঃ (সংজ্ঞা ইতি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ইহলোকে ঐ পুরুষ যে-সকল প্রাণীকে প্রপীড়ন করিয়া থাকে, মৃত্যুর পর যখন সে নিজের কৃতকর্ম্মদোষে যমযাতনা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই সকল হিংসিত প্রাণী 'রুরু' হইয়া তাহাকে প্রপীড়ন করে। এইজন্যই পণ্ডিতগণ ঐ নরককে 'রৌরব' নরক বলিয়া থাকেন। 'রুরু' বলিতে একপ্রকার প্রাণীকে

বুঝায়। উহারা সর্প হইতেও অত্যন্ত ক্রূরস্বভাব-বিশিষ্ট ('ভারশৃঙ্গ'-নামে একপ্রকার প্রাণী আছে, তাহাকেই 'রুরু' বলা হইয়া থাকে) ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—রুরবো ভূত্বেতি কর্ম্মাণ্যেব তথা পরিণামং প্রাপ্যেত্যর্থঃ। "অতিক্রূরস্য ভারশৃঙ্গাখ্য-সত্ত্বস্য অপদেশঃ সংজ্ঞা" ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। "রুরু-শব্দস্য স্বয়ং মুনিনৈব টীকা-বিধানাল্লোকেষ্বপ্রসিদ্ধ এবায়ং জন্তুবিশেষঃ" ইতি সন্দর্ভঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রুরবঃ ভূত্বা'—(ইহলোকে যে মানুষ যে সকল প্রাণীকে যেভাবে হিংসা করে, সে ব্যক্তি পরলোকে যমপুরীতে যন্ত্রণাদায়ক স্থানে উপনীত হইলে, সে সকল প্রাণীই) 'রুরু' হইয়া সেই-ভাবেই তাহাকে হিংসা করিয়া থাকে, অর্থাৎ তাহাদের ঐরূপ কর্ম্মসকলই ঐরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, এই অর্থ। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—'রুরু' হইতেছে 'ভারশৃঙ্গ' নামক একপ্রকার প্রাণী। ক্রমসন্দর্ভে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-পাদ বলেন—রুরু-শব্দের স্বয়ং মহামুনি (শ্রীল শুকদেব গোস্বামী) ব্যাখ্যা করায় (অর্থাৎ সর্প হইতেও অত্যন্ত ক্রূর-স্বভাব-বিশিষ্ট) এই জগতে অপ্রসিদ্ধ কোন জন্তু-বিশেষ এই রুরু ॥ ১১॥

এবমেব মহারৌরবো যত্র নিপতিতং পুরুষং ক্রব্যাদা নাম রুরবস্তং ক্রব্যেণ ঘাতয়ন্তি যঃ কেবলং দেহম্ভরঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—মহারৌরবঃ এবম্ এব (হিংসাপরায়ণাঃ জনাঃ এব তত্র গচ্ছন্তি); যত্র নিপতিতং পুরুষং ক্রব্যাদাঃ নামঃ রুরবঃ যঃ কেবলং দেহম্ভরঃ (পর-মাংসেন স্বদেহপোষণপরঃ) তং ক্রব্যেণ (নিমিত্তেন মাংসার্থমেব) ঘাতয়ন্তি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—মহারৌরব নরকও ঐ প্রকার; ঐরূপ হিংসা-পরায়ণ জনগণেরই ঐ নরক-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তথায় 'ক্রব্যাদ'-নামক রুরুগণ ঐ সকল পর-মাংসে স্বদেহ-পোষণপর নরকস্থ ব্যক্তিকে মাংস-গ্রহণার্থ নানাবিধ পীড়া প্রদান করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ক্রব্যেণ নিমিত্তেন মাংসার্থমিত্যর্থঃ। কেবলমিতি ভূতদ্রোহেণেতি শেষঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্রব্যেণ'—মাংস গ্রহণের নিমিত্তই, এই অর্থ। 'কেবলম্'—কেবলমাত্র যাহারা প্রাণিগণের হিংসা করিয়া (নিজ দেহের ভরণ-পোষণ করেন) ॥ ১২ ॥

যস্ত্বিহ বা উগ্রঃ পশূন্ পক্ষিণো বা প্রাণত উপরন্ধয়তি তমপকরুণং পুরুষাদৈরপি বিগর্হিতমমূত্র যমানুচরাঃ কুম্ভীপাকে তপ্ততৈল উপরন্ধয়ন্তি ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ উগ্রঃ (নির্দ্দয়ঃ) ইহ বা পশূন্ পক্ষিণঃ বা প্রাণতঃ উপরন্ধয়তি (প্রাণপুষ্ট্যর্থং পচতি) পুরুষাদৈঃ (রাক্ষসৈঃ) অপি বিগর্হিতং (নিন্দিতং) তম্ অপকরুণং (নিষ্ঠুরং জনম্) অমূত্র (পরলোকে) যমানুচরাঃ কুম্ভীপাকে তপ্ততৈলে উপরন্ধয়ন্তি (পচন্তি) ॥১৩॥

অনুবাদ—যে-সকল নিষ্ঠুর ব্যক্তি এই সংসারে নিজ-নিজ-প্রাণ-পুষ্টির নিমিত্ত পশু বা পক্ষিদিগকে হত্যা করিয়া পাক করে, পরলোকে নরমাংসভোজী রাক্ষসদিগেরও ঘৃণিত সেইসকল নিষ্ঠুর ব্যক্তিকে যমদূতগণ 'কুম্ভীপাক'-নামক নরকে নিক্ষেপ করিয়া তপ্ততৈলে পাক করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাণত উপরন্ধয়তি স-প্রাণান্ পচতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রাণতঃ উপরন্ধয়তি'—যে জীবন্ত পশু-পক্ষিগণকে পাক করে, এই অর্থ ॥ ১৩ ॥

যস্ত্বিহ ব্রহ্মধ্রুক্ স কালসূত্রসংজ্ঞকে নরকেঽযুত-যোজনপরিমণ্ডলে তাম্রময়ে তপ্তে খলে উপর্য্যধস্তাদ-গ্ন্যর্কাভ্যামভিতপ্যমানেঽভিনিবেশিতঃ ক্ষুৎপিপাসাভ্যাঞ্চ দহ্যমানান্তর্বহিঃশরীর আস্তে শেতে চেষ্টতেঽবতিষ্ঠতে পরিধাবতি চ যাবন্তি পশুরোমাণি তাবদ্বর্ষসহস্রাণি ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ তু ইহ ব্রহ্মধ্রুক্ (ব্রহ্মঘাতী) সঃ অযুত-যোজন-পরিমণ্ডলে উপর্য্যধস্তাৎ অগ্ন্যর্কাভ্যাম্ অভিতপ্যমানে তপ্তে তাম্রময়ে খলে (সমে দেশে) কালসূত্রসংজ্ঞকে নরকে অভিনিবেশিতঃ ক্ষুৎপিপাসা-ভ্যাঞ্চ দহ্যমানান্তর্বহিঃশরীরঃ (সন্) যাবন্তি পশুরোমাণি তাবদ্বর্ষসহস্রাণি আস্তে শেতে চেষ্টতে অব তিষ্ঠতি পরিধাবতি চ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—ইহলোকে যে ব্যক্তি—ব্রহ্মঘাতী, সে 'কালসূত্র'-নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ নরকের পরিধি—দশসহস্র যোজন, ঐ স্থান—তাম্রময় সমভূমি। নিম্নদেশ হইতে অগ্নি এবং উর্দ্ধদেশ হইতে সূর্য্যের প্রখর তাপে ঐ তাম্র অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকে। ব্রহ্মহত্যাকারী ঐ স্থানে পতিত হইলে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় তাহার শরীরের বাহ্যাভ্যন্তর দগ্ধ হইতে থাকে। তাহাতে সে কখনও শয়ন, কখনও উপবেশন, কখনও দণ্ডায়মান এবং কখনও বা ছুটিয়া বেড়াইতে থাকে। পশুদেহে যতসংখ্যক রোম আছে, ঐ পাপীকে তত সহস্র বৎসর ঐরূপ যাতনা ভোগ করিতে হয় ॥ ১৪॥

বিশ্বনাথ—খলে সমে দেশে ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'খলে' বলিতে সমতল ভূমিতে (অর্থাৎ তাম্রময় উষ্ণ সমতল ক্ষেত্রে কালসূত্র নামক নরক।) ॥ ১৪ ॥

যস্ত্বিহ বৈ নিজবেদপথাদনাপদ্যপগতঃ পাষণ্ডঞ্চোপগতস্তমসিপত্রবনং প্রবেশ্য কশয়া প্রহরন্তি তত্র হাসাবিতস্ততো ধাবমান উভয়তো ধারৈস্তালবনাসিপত্রৈশ্ছিদ্যমানসর্ব্বাঙ্গো হা হতোঽস্মীতি পরময়া বেদনয়া মূর্চ্ছিতঃ পদে পদে নিপততি স্বধর্ম্মহা পাষণ্ডানুগমনফলং ভুঙ্‌ক্তে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ তু ইহ বৈ অনাপদি (আপৎকালে অনুপস্থিতে অপি) নিজবেদপথাৎ অপগতঃ (ভ্রষ্টঃ) পাষণ্ডং (পাষণ্ডধর্ম্মং বেদবিরুদ্ধমার্গম্) উপগতঃ (প্রাপ্তঃ ভবতি) তম্ অসিপত্রবনং (তন্নাম-নরকং) প্রবেশ্য কশয়া (বেত্রেণ) প্রহরন্তি ; তত্র হ অসৌ ইতস্ততঃ ধাবমানঃ উভয়তঃ ধারৈঃ তালবনাসিপত্রৈঃ) (অসিতুল্যতালপত্রৈঃ) ছিদ্যমানসর্ব্বাঙ্গঃ (সন্) হা হতঃ অস্মীতি (বদন্) পরময়া বেদনয়া মূর্চ্ছিতঃ (ভূত্বা) পদে পদে নিপততি ; স্বধর্ম্মহা (স্বধর্ম্ম ত্যাগী) পাষণ্ডানুগমন-ফলং ভুঙ্‌ক্তে ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—এই সংসারে যে ব্যক্তি আপৎকাল উপস্থিত না হইলেও স্বীয় বেদমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পাষণ্ডধর্ম্ম অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধমার্গ অবলম্বন করে, যমদূতগণ তাহাকে 'অসিপত্রবন'-নামক নরকে নিক্ষেপ করিয়া বেত্রাঘাত করিতে থাকে। প্রহার-যন্ত্রণায় যেমন সে ঐ নরকে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে থাকে, অমনই উভয় পার্শ্বের অসিতুল্য তালপত্রের ধারে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকে। তখন সে "হায়, হায়, প্রাণ যায়, প্রাণ যায়" এই বলিতে বলিতে বিষম যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পদে পদে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে থাকে স্বধর্ম্মত্যাগী এইপ্রকারে পাষণ্ডমতাবলম্বনের ফল ভোগ করিতে থাকে ॥ ১৫ ॥

যস্ত্বিহ বৈ রাজা রাজপুরুষো বাদণ্ড্যে দণ্ডং প্রণয়তি ব্রাহ্মণে বা শরীরদণ্ডং স পাপীয়ান্ নরকেঽমুত্রশূকরমুখে নিপততি। তত্রাতিবলৈর্নিষ্পিষ্যমাণাবয়বো যথৈবেহেক্ষুদণ্ড আর্ত্তস্বরেণ স্বনয়ন্‌কুচিন্মূর্চ্ছিতঃ কশ্মলমুপগতো যথৈবেহাদৃষ্টদোষা উপরুদ্ধাঃ ॥ ১৬॥

অন্বয়ঃ—যঃ তু ইহ বৈ রাজা রাজপুরুষঃ বা অদণ্ড্যে (দণ্ডদানাযোগ্যে জনে) দণ্ডং ব্রাহ্মণে (দণ্ডানর্হে নিরপরাধিনি ব্রাহ্মণে সাপরাধে অপি) শরীরদণ্ডং (তাড়নমারণ-দেহনাশাদিকঞ্চ দণ্ডং) প্রণয়তি (বিদধাতি) সঃ পাপীয়ান্ অমুত্র (পরলোকে গত্বা) শূকরমুখে (তন্নাম্নি) নরকে নিপততি (ব্রাহ্মণস্য দৈহিকদণ্ডনিষেধাৎ)। তত্র (নরকে) অতিবলৈঃ নিষ্পিষ্যমাণাবয়বঃ (পাত্যমানদেহঃ) যথা এব ইহ ইক্ষুদণ্ডঃ (শব্দং করোতি তথা) আর্ত্তস্বরেণ (হা হতঃ অস্মি ইত্যেবংরূপেণ আর্ত্তস্বরেণ) স্বনয়ন্ (রুদন্) কশ্মলং (মোহম্) উপগতঃ (সন্) কুচিৎ মূর্চ্ছিতঃ (ভবতি) যথা এব ইহ অদৃষ্টদোষাঃ উপরুদ্ধাঃ (ইহ অস্মিন্ লোকে অদৃষ্টদোষাঃ জনাঃ দণ্ডিতাঃ সন্তঃ মোহমুপগতাঃ মূর্চ্ছিতা ভবতি স্ম তথা ইত্যর্থঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—ইহলোকে যে রাজা বা রাজপুরুষ দণ্ডদানের অযোগ্য ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করে, কিংবা অদণ্ডনীয় ব্রাহ্মণকে শারীরদণ্ড বিধান করে, সেই পাপী পরলোকে যাইয়া 'শূকরমুখ'-নামক নরকে নিপতিত হয়। তথায় অতিবলশালী যমদূতগণ যখন ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় উহার অবয়বসকল নিষ্পেষণ করে, তখন সে আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে থাকে এবং এই সংসারে নির্দোষ ব্যক্তি যেমন দণ্ডিত হইলে মোহগ্রস্ত

হইয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হয়, সেও সেইরূপ মোহপ্রাপ্ত হইয়া পড়িতে থাকে ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—স্বনয়ন্ রুদন্ ; অদৃষ্টদোষা নির্দ্দোষা ; উপরুদ্ধা দণ্ডিতাঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বনয়ন্'—আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে। 'অদৃষ্টদোষাঃ'—নির্দ্দোষ ব্যক্তিগণ। 'উপরুদ্ধাঃ—(পূর্ব্বে যাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া) দণ্ডিত করা হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

যস্ত্বিহ বৈ ভূতানামীশ্বরোপকল্পিত-বৃত্তীনামবিবিক্ত-পরব্যথানাং স্বয়ং পুরুষোপকল্পিতবৃত্তিবিবিক্তপরব্যথো ব্যথামাচরতি স পরত্রান্ধকূপে তদভিদ্রোহেণ নিপততি। তত্র হাসৌ তৈস্তৈর্জন্তুভিঃ পশুমৃগ-পক্ষিসরীসৃপ-মশকযূকামৎকুণমক্ষিকাদিভির্যে কে চাভিদ্রুগ্ধাস্তৈঃ সর্ব্বতোঽভিদ্রুহ্যমাণস্তমসি বিহতনিদ্রানির্বৃতিরলব্ধা-বস্থানঃ পরিক্রামতি যথা কুশরীরে জীবঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—ইহ বৈ ঈশ্বর কল্পিতবৃত্তীনাম্ (ঈশ্বরেণ এব উপকল্পিতা মনুষ্যাণাম্ অন্নভক্ষণবৎ রক্তপানা-দিলক্ষণা বৃত্তিঃ যেষাং তেষাম্) অবিবিক্তপরব্যথানাং (ন বিবিক্তা বিজ্ঞাতা পরব্যথা যৈঃ অবিবেকিভিঃ তেষাম্ অজ্ঞাতপরদুঃখানাং) ভূতানাং (মৎকুণা দীনাং) স্বয়ং পুরুষোপকল্পিত বৃত্তিঃ (পুরুষেণ ঈশ্বরেণ স্বয়ং বা ব্রহ্মণাদিভাবেন বা বিধিনিষেধ-পূর্ব্বকম্ উপকল্পিতা বৃত্তিঃ যস্য সঃ) বিবিক্তপরব্যথঃ (বিবিক্তা জ্ঞাতা পরব্যথা যেন সঃ বিবেকেন জ্ঞাতা-ন্যবেদনঃ) যঃ (জনঃ) তু ব্যথাং (পীড়াম্) আচরতি, (তেষাং মৎকুণাদীনাং প্রাণিনাং হিংসাং করোতি), সঃ তদভিদ্রোহেণ (তেষাং হিংসাজনিত-পাপেন) পরত্র (পরলোকে যমপুরে) অন্ধকূপে (তৎসংজ্ঞকে নরকে) নিপততি ; (অয়ং ভাবঃ—জলৌকা-মৎকুণাদীনাং মনুষ্যরক্তপানাদিবৃত্তিঃ ঈশ্বরেণ এব কল্পিতা ; ন চ তে পরব্যথাং জানন্তি, নাপি তে শাস্ত্রাধিকারিণঃ ! অতঃ তেষাং পরপীড়ায়াং দোষাভাবঃ। মনুষ্যস্তু শাস্ত্রাধিকারী অহিংসাদিকঞ্চ তস্য শাস্ত্রেণ এব বিহিতং তদতিক্রমাৎ তস্য নরক-পাতঃ ভবত্যেব)। তত্র হ অসৌ তৈঃ তৈঃ পশুমৃগ-পক্ষিসরীসৃপমশকযূকামৎকুণমক্ষিকাদিভিঃ জন্তুভিঃ যে কে চ অভিদ্রুগ্ধাঃ (বিহিংসিতাঃ) তৈঃ সর্ব্বতঃ অভিদ্রুহ্যমানঃ (হিংসিতঃ সন্) বিহতনিদ্রানির্বৃতিঃ (বিহতা নিদ্রারূপা নির্বৃতিঃ সুখং যস্য সঃ) অলব্ধা-বস্থানঃ (ন লব্ধম্ অবস্থানং যেন সঃ অপ্রাপ্তবিশ্রাম-স্থানঃ সন্) কুশরীরে জীবঃ যথা পরিক্রামতি (তথা) তমসি (পরিভ্রমতি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ঈশ্বর মৎকুণাদি প্রাণিগণের মনুষ্য-রক্তপানরূপ বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, উহা-দিগকে বিবেক দেন নাই ; তাই উহারা অন্যের দুঃখকষ্ট জানিতে পারে না ; কিন্তু তিনি মনুষ্য-দিগের ব্রাহ্মণাদি স্বভাবানুসারে বিধি ও নিষেধপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহা-দিগকে বিবেকও দান করিয়াছেন, তৎ শক্তিদ্বারা তাহারা অন্যের বেদনা জানিতে পারে। অতএব বিবেকী হইয়াও যে মনুষ্য ঐসকল বিবেকহীন জীবকে পীড়ন করে, সে সেই হিংসাজনিত পাপে পরলোকে 'অন্ধকূপ'-নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ পাপী পশু, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, মশক, যূক (উকুন), মৎকুণ (ছারপোকা) ও মক্ষিকাদি যে-সমস্ত জীবকে পূর্ব্বে হিংসা করিয়াছিল, তাহারা সকলেই তখন চতুর্দিক্ হইতে তাহার পীড়ন করিতে থাকে। তাহাতে তাহার নিদ্রাসুখ একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কোথাও বিশ্রাম-স্থান পায় না। জীব যেমন তির্য্যগাদি কুৎসিৎ-যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া কষ্ট পায়, সেও সেইরূপ অন্ধকারে পড়িয়া কষ্ট পাইতে থাকে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ঈশ্বরেণ কল্পিতা মনুষ্যরক্তপানাদিলক্ষণা বৃত্তির্যেষাং মৎকুণাদীনাং ন বিবিক্তা বিজ্ঞাতা পরেষাং ব্যথা যৈস্তেষাং পুরুষোপকল্পিত-বৃত্তিরীশ্বরেণৈব বিহিতা নিষিদ্ধ-জীবিকঃ ; মনুষ্যত্বাদ্বিজ্ঞাতান্যব্যথঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঈশ্বরোপকল্পিত-বৃত্তীনাম্'—ঈশ্বর কর্ত্তৃক মনুষ্যের রক্তপানাদিরূপ বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকা যাহাদের নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই মৎকুণাদি (ছারপোকা প্রভৃতি) প্রাণিগণের অপরের ব্যথা বুঝিবার শক্তি নাই, কিন্তু মনুষ্যদিগের জন্য বিধি-নিষেধপূর্ব্বক জীবিকার বিধান সেই ঈশ্বরই করিয়াছেন, তাহারা বিবেকসম্পন্ন মনুষ্য বলিয়া অপরের ব্যথা বুঝিতে পারে ॥ ১৭ ॥

যস্ত্বিহ বা অসংবিভজ্যাশ্নাতি যৎকিঞ্চনোপনতম-নির্ম্মিতপঞ্চযজ্ঞো বায়সসংস্তুতঃ স পরত্র কৃমিভোজনে নরকাধমে নিপততি। তত্র শতসহস্রযোজনে কৃমি-কুণ্ডে কৃমিভূতঃ স্বয়ং কৃমিভিরেব ভক্ষ্যমাণঃ কৃমি-ভোজনো যাবৎ তদপ্রত্তাপ্রহুতাদোঽনির্ব্বেশমাত্মানং যাতয়তি ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ তু ইহ বা যৎকিঞ্চনোপনতং (সমাগতং যৎকিঞ্চন ভক্ষ্যাদিকম্ উপনতং প্রাপ্তম্) অসংবিভজ্য (তৎ অতিথিবালবৃদ্ধাদিভ্যঃ যথাযোগ্য-বিভাগেন অদত্ত্বা) অশ্নাতি, (তথা) অনির্ম্মিতপঞ্চযজ্ঞঃ (ন নির্ম্মিতাঃ পঞ্চযজ্ঞাঃ যেন সঃ অতএব) বায়স সংস্তুতঃ (বায়সৈঃ কাকৈঃ সংস্তুতঃ সমত্বেন বর্ণিতঃ) সঃ পরত্র কৃমিভোজনে নরকাধমে নিপততি ; তত্র শতসহস্রযোজনে কৃমিকুণ্ডে কৃমিভূতঃ স্বয়ং কৃমিভিঃ এব ভক্ষ্যমাণঃ কৃমিভোজনঃ (কৃমীন্ এব ভুঞ্জানঃ) যাবৎ তৎ (যাবন্তি যোজনানি তৎ কৃমিকুণ্ডং তাবন্তি বর্ষাণি ; যদ্বা, তৎ পাপং যাবৎ) অপ্রত্তাপ্রহুতাদঃ (অপ্রত্তম অসংবিভক্তম্, অপ্রহুতঞ্চ অত্তীতি তথা সঃ) অনির্ব্বেশম্ (অকৃতপ্রায়শ্চিত্তং যাবৎ) আত্মানং যাতয়তি (পীড়য়তি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি কোন ভক্ষ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হইলে অতিথি-বালকবৃদ্ধদিগকে তাহার যথাযথ অংশ না দিয়া আপনি ভোজন করে, অথবা যে ব্যক্তি পঞ্চবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, সে বায়সতুল্য বলিয়া বর্ণিত হয় এবং পরকালে 'কৃমিভোজন'-নামক অতিনিকৃষ্ট নরকে পতিত হয়। সেই নরকে লক্ষ-যোজন বিস্তৃত এক কৃমিকুণ্ড আছে। সে সেই কুণ্ডের কৃমি হইয়া কৃমি ভক্ষণ করে এবং তথাকার কৃমিরাও তাহাকে ভক্ষণ করে। এইরূপে যে-সমস্ত লোক অপরকে ভাগ না দিয়া সমগ্র বস্তুটীই নিজে ভোগ করে অথবা যজ্ঞাবশিষ্ট দ্রব্য গ্রহণ না করে,—তাহাদের যতকাল পর্য্যন্ত সেই পাপক্ষয় না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত—তাহারা অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত থাকিয়া স্ব-স্ব-আত্মাকে নানা যন্ত্রণা ভোগ করায় ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—যৎকিঞ্চন ভক্ষ্যভোজ্যাদিকম্ উপনতং প্রাপ্তং তদসংবিভজ্য বায়সৈঃ সংস্তুতঃ সমতয়া বর্ণিতঃ বায়স-তুল্যৈর্ব্বা স্তুতঃ। কৃমিভোজনঃ কৃমীনেব ভুঞ্জানঃ। অপ্রমত্তম্ অসংবিভক্তম্ অপ্রহুতং চাত্তীতি তথা সঃ। তৎ পাপং যাবত্তাবদিত্যর্থঃ। অনির্ব্বে-শমকৃত-প্রায়শ্চিত্তম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যৎ কিঞ্চন'—যে কোন ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা যে ব্যক্তি শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে অপরকে বিভাগ করিয়া না দিয়া একাকী ভোজন করে, সে ব্যক্তি 'বায়স-সংস্তুতঃ'—কাকতুল্য বলিয়া কাকের নিকট হইতেই প্রশংসা লাভ করিতে পারে। 'কৃমিভোজনঃ'—কৃমিগণকে ভক্ষণ করে (অর্থাৎ অপরকে না দিয়া একাকী ভক্ষণকারী ব্যক্তি পরলোকে কৃমিকুণ্ডে কৃমি হইয়া কৃমি ভক্ষণ করে এবং অন্য কৃমিগণও তাহাকে ভক্ষণ করিয়া থাকে)। 'অপ্রত্তম্'—দেবতা প্রভৃতিকে বিভাগ করিয়া না দিয়া, এবং 'অপ্রহুতং'—যজ্ঞে আহুতি না দিয়া, যে নিজে ভক্ষণ করে। 'তৎ পাপং'--সেই পাপ যতদিন থাকে, 'অনির্ব্বেশম্'—জীবদ্দশায় নরলোকে উহার প্রায়শ্চিত্ত না করায় (যতকাল উহার ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী, ততকালই সে নিজেকে নরকযাতনা ভোগ করায়) ॥ ১৮ ॥

———

যস্ত্বিহ বৈ স্তেয়েন বলাদ্বা হিরণ্যরত্নাদীনি ব্রাহ্মণস্যাপহরত্যন্যস্য বানাপদি পুরুষস্তমমুত্র রাজন্ যম-পুরুষা অয়স্ময়ৈরগ্নিপিণ্ডৈঃ সন্দংশৈস্ত্বচি নিষ্কুষন্তি ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, যঃ তু ইহ বৈ পুরুষঃ অনাপদি ব্রাহ্মণস্য অন্যস্য বা হিরণ্যরত্নাদীনি স্তেয়েন (চৌর্য্যেণ বলাৎ বা অপহরতি অমুত্র (পরলোকে) তং যমপুরুষাঃ অয়স্ময়ৈঃ (লোহময়ৈঃ) অগ্নিপিণ্ডৈঃ সন্দংশৈঃ ত্বচি নিষ্কুষন্তি (ছিন্দন্তি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, ইহলোকে যে-ব্যক্তি প্রাণ সঙ্কট উপস্থিত না হইলেও ব্রাহ্মণ কিংবা অপর ব্যক্তির হিরণ্যরত্নাদি ধন চৌর্য্যবৃত্তি কিংবা বল-প্রয়োগদ্বারা অপহরণ করে, পরলোকে যমদূতগণ সেই ব্যক্তিকে 'সন্দশ'-নামক নরকে নিক্ষেপ করিয়া লৌহময় অগ্নিপিণ্ড ও সাঁড়াশীদ্বারা তাহার ত্বক্ ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয় ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—নিষ্কুষন্তি ছিন্দন্তি ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিষ্কুষন্তি'—ছেদন করে

(অর্থাৎ যমের অনুচরগণ পরলোকে অগ্নিসন্তপ্ত লৌহ-ময় 'সন্দংশ' (সাঁড়াশী) দ্বারা পরস্ব অপহরণকারীর চর্ম্ম ছেদন করে) ॥ ১৯ ॥

— —

যস্ত্বিহ বা অগম্যাং স্ত্রিয়ং পুরুষোঽগম্যং বা পুরুষং যোষিদভিগচ্ছতি তাবমুত্র কশয়া তাড়য়ন্ত-স্তিগ্ময়া শূর্ম্ম্যা লোহময্যা পুরুষমালিঙ্গয়ন্তি স্ত্রিয়ঞ্চ পুরুষরূপয়া শূর্ম্ম্যা ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—ইহ বা যঃ তু পুরুষঃ অগম্যাং স্ত্রিয়ং পুরুষঃ, অগম্যং পুরুষং যোষিৎ বা অভিগচ্ছতি, তৌ অমুত্র কশয়া (বেত্রেণ) তাড়য়ন্তঃ তিগ্ময়া (তপ্তয়া) লোহময্যা শূর্ম্ম্যা (প্রতিময়া) পুরুষং স্ত্রিয়ং চ পুরুষ-রূপয়া শূর্ম্ম্যা (তদ্রূপয়া লোহময্যা প্রতিময়া) আলিঙ্গয়ন্তি ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—আবার ইহলোকে যে ব্যক্তি অগম্যা-স্ত্রীতে, কিংবা যে স্ত্রী অগম্য-পুরুষে অভিগমন করে, পরকালে যমদূতগণ সেই পুরুষ বা স্ত্রীকে 'তপ্তশূর্ম্মী' নামক নরকে লইয়া গিয়া কশাঘাত করে এবং পুরুষকে তপ্ত-লৌহময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি ও স্ত্রীকে তদ্রূপ পুরুষ-মূর্ত্তি দ্বারা আলিঙ্গন করায় ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তিগ্ময়া তপ্তয়া শূর্ম্ম্যা প্রতিময়া ॥ ২০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তিগ্ময়া শূর্ম্ম্যা' তপ্ত লৌহময় প্রতিমার সহিত, (অর্থাৎ অবৈধ সহবাসের ফলস্বরূপ পুরুগণকে অগ্নিতপ্ত লৌহময় নারীমূর্ত্তি এবং নারীকে ঐরূপ পুরুষমূর্ত্তি আলিঙ্গন করাইয়া থাকেন ।) ॥২০॥

— —

যস্ত্বিহ বৈ সর্ব্বাভিগমস্তমমুত্র নিরয়ে বর্ত্তমানং বজ্রকণ্টকশাল্মলীমারোপ্য নিষ্কর্ষন্তি ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ তু ইহ বৈ সর্ব্বাভিগমঃ (পশ্বা-দ্যপগন্তা) অমুত্র (পরলোকে) নিরয়ে (নরকে) বর্ত্তমানং তং (যমকিঙ্করাঃ) বজ্রকণ্টকশাল্মলীম্ আরোপ্য নিষ্কর্ষন্তি ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি ইহলোকে পশ্বাদিতেও অভি-গমন করে, পরকালে যমকিঙ্করগণ তাহাকে 'বজ্র-কণ্টকশাল্মলী'-নামক নরকে নিক্ষেপ করে। ঐ নিরয়ে এক শাল্মলীবৃক্ষ আছে, উহার কণ্টক—বজ্রতুল্য, যমদূতগণ পাপীকে উহার উপর চড়াইয়া টানিতে থাকে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বাভিগমঃ পশ্বাদীনপ্যভিগচ্ছতি ॥২১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সর্ব্বাভিগমঃ'—পশু প্রভৃ-তিতেও অভিগমনকারী ॥ ২১ ॥

— —

যে ত্বিহ বৈ রাজন্যা রাজপুরুষা বাঽপাষণ্ডা ধর্ম্ম-সেতুন্ ভিন্দন্তি তে সম্পরেত্য বৈতরণ্যাং নিপতন্তি ভিন্নমর্য্যাদাস্তস্যাং নিরয়পরিখাভূতায়াং নদ্যাং যাদো-গণৈরিতস্ততো ভক্ষ্যমাণা আত্মনা ন বিযুজ্যমানা-শ্চাসুভিরুহ্যমানাঃ স্বাঘেন কর্ম্মপাকমনুস্মরন্তো বিণ্মূত্র-পূয়শোণিতকেশনখাস্থি-মেদো-মাংস-বসাবাহি-ন্যামুপতপ্যন্তে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—যে তু ইহ বৈ রাজন্যাঃ (ক্ষত্রিয়াঃ) রাজপুরুষাঃ বা অপাষণ্ডাঃ (সৎকুলীনাঃ সন্তঃ) ধর্ম্মসেতুন্ ভিন্দন্তি তে ভিন্নমর্য্যাদাঃ (অতিক্রান্তধর্ম্ম-মর্য্যাদাঃ) সম্পরেত্য (পরলোকে) নিরয়পরিখা-ভূতায়াং তস্যাং বৈতরিণ্যাং নদ্যাং নিপতন্তি ; (তত্র) যাদোগণৈঃ (যাদসাং জলজন্তুনাং গণৈঃ) ইতস্ততঃ ভক্ষ্যমাণাঃ (অপি) আত্মনা (দেহেন) ন বিযুজ্য-মানাঃ (অত্যক্তদেহাঃ সন্তঃ) অসুভিঃ (প্রাণৈ) চ উহ্যমানাঃ (উদ্ধৃতপ্রাণাঃ) স্বাঘেন (স্বকীয়-দুরিতেন) কর্ম্মপাকং (স্বকীয়পাপকর্ম্মফলম্) অনুস্মরন্তঃ (স্ব-স্ব-পাপরাশিং ধ্যায়ন্তঃ) বিণ্মূত্রপূয়শোণিত-কেশনখাস্থিমেদোমাংসবসাবাহিন্যাং (নদ্যাম্) উপ-তপ্যন্তে (পতিত্বা ভূয়ঃ ভূয়ঃ দুঃখং লভন্তে) ॥২২॥

অনুবাদ—ইহলোকে যে সকল রাজন্য বা রাজ-পুরুষ সৎকুল-জাত হইয়াও ধর্ম্ম-সেতু ভেদ করে, সেইসকল ব্যক্তি অবমানিত হইয়া পরলোকে 'বৈত-রণী,-নদীতে নিপতিত হয় ; ঐ নদী—নরকের পরিখা-স্বরূপ ; তাহাতে যেসকল হিংস্র জলজন্তু আছে, তাহারা ঐ পাপীকে ভক্ষণ করিতে থাকে, তথাপি ঐ পাপীর দেহনাশ বা প্রাণ বহির্গত হয় না ; নিজের পাপ-জনিত কর্ম্ম-বিপাক স্মরণ করিতে করিতে সেই ব্যক্তি বিষ্ঠা, মূত্র, পূয়, শোণিত, কেশ, নখ, অস্থি, মেদ, মাংস, বসা বাহিনী নদীতে পড়িয়া ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করে ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মনা দেহেন ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মনা'—দেহের দ্বারা অবিভক্ত হইয়া (ধর্ম্মমর্য্যাদা-বিনাশকারী ব্যক্তিগণকে নরকের পরিখাতুল্য বৈতরণীর গর্ভে হিংস্র জল-জন্তুগণ চারিদিক্ হইতে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেও, তাহাদের মৃত্যু হয় না, পরন্তু তাহারা প্রাণধারণ করিয়াই নিজ পাপকর্ম্মের পরিণাম স্মরণ করিতে করিতে নানাপ্রকার পীড়া অনুভব করে ।) ॥ ২২ ॥

যে ত্বিহ বৈ বৃষলীপতয়ো নষ্ট-শৌচাচারনিয়মাস্ত্যক্তলজ্জাঃ পশুচর্য্যাং চরন্তি, তে চাপি প্রেত্য পূয়বিণ্মূত্রশ্লেষ্ম-লালাপূর্ণার্ণবে নিপতন্তি তদেবাতিবীভৎসিতমশ্নন্তি ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—যে তু ইব বৈ বৃষলীপতয়ঃ (শূদ্রায়াঃ পতয়ঃ) নষ্টশৌচাচারনিয়মাঃ (নষ্টাঃ ত্যক্তাঃ শৌচাদয়ঃ যৈঃ তে) ত্যক্তলজ্জাঃ (ত্যক্তাঃ লজ্জাঃ যৈঃ তে) পশুচর্য্যাং চরন্তি (স্বেচ্ছাচারং কুর্ব্বন্তি পশুবৎ কার্য্যাদিকম্ আচরন্তি), তে চ অপি প্রেত্য (মৃত্বা) পূয়বিণ্মূ ত্রশ্লেষ্মলালাপূর্ণার্ণবে (এভিঃ পূর্ণে অর্ণববদ্বিস্তৃতে নরকে) নিপতন্তি ; (পুনঃ) তদেব অতিবীভৎসিতং (ঘৃণিতং পূয়শোণিতাদিকম্) অশ্নন্তি ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—যে-সকল লোক এই সংসারে শূদ্রাপতি হইয়া শৌচ, আচার ও নিয়ম হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং লজ্জা-বিহীন হইয়া পশুর ন্যায় স্বেচ্ছাচার করে, মৃত্যুর পরে তাহার 'পূয়োদ'-নামক নরকের পূয়, বিষ্ঠা, মূত্র, শ্লেষ্মা এবং লালাপূর্ণ সাগরে পতিত হইয়া সেই সকল অতি-ঘৃণিত পদার্থ ভক্ষণ করে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—বিণ্মূত্রেতি নদীবিশেষণম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিণ্মূত্র'—বিষ্ঠা, মূত্র প্রভৃতি নদীর বিশেষণ ॥ ২৩ ॥

যে ত্বিহ বৈ শ্বগর্দ্দভপতয়ো ব্রাহ্মণাদয়ো মৃগয়াবিহারা অতীর্থে চ মৃগান্ নিঘ্নন্তি তানপি সম্পরেতাল্লক্ষ্যভূতান্ যমপুরুষা ইষুভির্বিধ্যন্তি ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—যে তু ব্রাহ্মণাদয়ঃ ইহ বৈ শ্বগর্দ্দভপতয়ঃ (শুনাং গর্দ্দভানাঞ্চ পতয়ঃ পালকাঃ) মৃগয়াবিহারাঃ (মৃগয়া এব বিহারঃ যেষাং তে পশুহননে বিনোদসম্পন্নাঃ) অতীর্থে চ (বিহিতাৎ অন্যত্র) মৃগান্ নিঘ্নন্তি ; যমপুরুষাঃ সম্পরেতান্ (মৃতান্) তান্ অপি লক্ষ্যভূতান্ (কৃত্বা) ইষুভিঃ বিধ্যন্তি ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—ইহলোকে ব্রাহ্মণাদি যে-সকল লোক কুক্কুর এবং গর্দ্দভ-পালক হইয়া তদ্দ্বারা বিহিতকাল ব্যতীত অন্য সময়েও মৃগয়ায় বহির্গত হয় এবং পশুহনন করে, মৃত্যুর পরে যমদূতগণ তাহাদিগকে 'প্রাণিবিরোধ'-নামক নরকে বিদ্ধ করিতে থাকে ॥২৪॥

বিশ্বনাথ—অ-তীর্থে বিহিতাদন্যত্র ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অ-তীর্থে'—বিহিত কাল ব্যতীত অন্য সময়ে (যাহারা মৃগয়ায় আসক্তিহেতু-পশুবধ করে, কিম্বা অবৈধ পশুবধে প্রবৃত্ত হয়, পরলোকে যমের অনুচরগণ তাহাদিগকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করেন ।) ॥ ২৪ ॥

যে ত্বিহ বৈ দাম্ভিকা দম্ভযজ্ঞেষু পশূন্ বিশসন্তি তানমুষ্মিন্ লোকে বৈশসে নরকে পতিতান্ নিরয়পতয়ো যাতয়িত্বা বিশসন্তি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—যে তু ইহ বৈ দাম্ভিকাঃ দম্ভযজ্ঞেষু (দম্ভার্থং ক্রিয়মাণেষু যজ্ঞেষু) পশূন্ বিশসন্তি (নিঘ্নন্তি) তান্ অমুষ্মিন লোকে (পরলোকে) বৈশসে নরকে পতিতান্ নিরয়পতয়ঃ (যমকিঙ্করাঃ) যাতয়িত্বা বিশসন্তি (ঘ্নন্তি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—আর যে-সকল দাম্ভিক ব্যক্তি ইহলোকে কেবল দম্ভ প্রকাশ করিবার জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে এবং সেই যজ্ঞে পশুবধ করে, পরলোকে তাহারা 'বৈশস'-নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। যমদূতগণ তাহাদিগকে অশেষ যাতনা দিয়া বধ করে ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিশসন্তি ঘ্নন্তি ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যমদূতগণ তাহাকে বিবিধ যাতনা দিয়া বধ করে ॥ ২৫ ।

যস্ত্বিহ বৈ সবর্ণাং ভার্য্যাং দ্বিজো রেতঃ পায়য়তি, কামমোহিতস্তং পাপকৃতমমুত্র রেতঃকুল্যায়াং পাতয়িত্বা রেতঃ সম্পায়য়ন্তি ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ তু ইহ বৈ দ্বিজঃ কামমোহিতঃ (কামান্ধঃ সন্) সবর্ণাং ভার্য্যাং (রেতঃ পায়য়তি (রেতঃ পানং কারয়তি) অমূত্র (পরলোকে যমপুরুষাঃ) তং পাপকৃতং রেতঃকুল্যায়াং (নদ্যাং) পাতয়িত্বা রেতঃ সম্পায়য়ন্তি ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—ইহলোকে যে-দ্বিজ কামান্ধ হইয়া তাহার সবর্ণা-ভার্য্যাকে বশীকরণার্থ স্বীয় শুক্র পান করায়, পরলোকে যমানুচরগণ তাহাকে 'লালা-ভক্ষ'-নামক নরকে নিক্ষেপ করে, তথায় শুক্রনদীর মধ্যে তাহাকে শুক্রপান করায় ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—রেতঃ পায়য়তি বশীকরণকামনাবিশেষার্থং রেতঃপানং কারয়তি ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রেতঃ পায়য়তি'—বশীকরণের কামনাবিশেষের জন্য সবর্ণ-ভার্য্যাকে রেতঃ (শুক্র) পান করায় ॥ ২৬ ॥

———

যে ত্বিহ বৈ দস্যবোঽগ্নিদা গরদা গ্রামান্ সার্থান্ বা বিলুম্পন্তি রাজানো রাজভটা বা তাংশ্চাপি হি পরেতান্ যমদূতা বজ্রদংষ্ট্রাঃ শ্বানঃ সপ্তশতানি বিংশতিশ্চ সরভসং খাদন্তি ॥ ২৭ ॥

অন্বয়—যে তু ইহ বৈ দস্যবঃ (দুষ্টসত্ত্বাঃ) অগ্নিদাঃ গরদাঃ (বিষপ্রদাঃ) যে বা রাজানঃ রাজভটাঃ গ্রামান্ (গ্রামস্থান্) সার্থান্ (বণিজঃ) বা বিলুম্পন্তি (ছিন্দন্তি হিংসন্তি) তান্ অপি চ পরেতান্ সপ্তশতানি বিংশতিঃ চ যমদূতা বজ্র-দংষ্ট্রাঃ শ্বানঃ সরভসং (সহর্ষং) খাদন্তি (ঘ্নন্তি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—ইহলোকে যে-সকল ব্যক্তি দস্যুবৃত্তি করে, পরগৃহে অগ্নি দেয় অথবা পর-প্রাণ-নাশার্থ বিষ প্রদান করে, অথবা যে সকল রাজা বা রাজদূত গ্রামবাসী বা বণিগ্‌গণকে হিংসা করে,—মৃত্যুর পর তাহারা 'সারমেয়াদন'-নামক নরক প্রাপ্ত হয়। তথায় সপ্তশতবিংশতি-সংখ্যক যমানুচর কুক্কুর তাহাদের বজ্রতুল্য-দংষ্ট্রা দ্বারা আনন্দের সহিত সেইসকল পাপীকে ভক্ষণ করিতে থাকে ॥ ২৭ ॥

———

যস্ত্বিহ বা অনৃতং বদতি সাক্ষ্যে দ্রব্যবিনিময়ে দানে বা কথঞ্চিৎ স বৈ প্রেত্য নরকেঽবীচিমত্যধঃশিরা নিরবকাশে যোজনশতোচ্ছ্রায়াদ্‌গিরিমূর্দ্ধ্নঃ সম্পাত্যতে। যত্র জলমিব স্থলমশ্মপৃষ্ঠমবভাসতে তদবীচিমৎ। তিলশো বিশীর্য্যমাণশরীরো ন ম্রিয়মাণঃ পুনরারোপিতো নিপততি ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ তু ইহ বা সাক্ষ্যে (সাক্ষ্যপ্রদানকালে) দ্রব্যবিনিময়ে (ক্রয়বিক্রয়াদৌ) দানে বা কথঞ্চিৎ অনৃতং বদতি (মিথ্যা ভাষতে), সঃ বৈ প্রেত্য (পরলোকে) নিরবকাশে (নিরালম্বে) অবীচিমতি (বীচিঃ তরঙ্গঃ তদ্-রহিতত্বাৎ অবীচিঃ তদ্বতি) নরকে যোজনশতোচ্ছ্রায়াৎ (যোজনশতপরিমিতৌন্নত্যাৎ) গিরিমূর্দ্ধ্নঃ (পর্ব্বতশিখরাৎ) অধঃ শিরাঃ (ভূত্বা) সম্পাত্যতে (নিপাত্যতে); যত্র (নরকে) অশ্মপৃষ্ঠম্ (অশ্মপৃষ্ঠরূপং) স্থলং জলমিব অবভাষতে তদ-বীচিমৎ। (এবং নিপাত্যমানঃ পাপী) তিলশঃ (তিল-প্রমাণশঃ) বিশীর্য্যমাণ-শরীরঃ (বিশীর্য্যমাণং শরীরং যস্য তথাভূতঃ অপি) ন ম্রিয়মাণঃ (মরণম্ অপ্রাপ্তঃ সন্) পুনঃ (অপি তথৈব) আরোপিতঃ নিপততি ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—যে-সকল ব্যক্তি ইহলোকে সাক্ষ্যপ্রদান সময়ে বা ক্রয়-বিক্রয়কালে কিংবা দান-সময়ে কোনপ্রকার মিথ্যা কথা বলে, পরলোকে যমদূতগণ তাহাদিগকে শতযোজন-উন্নত পর্ব্বত-শিখর হইতে অধঃশিরা করিয়া 'অবীচিমৎ'-নামক নরকে নিক্ষেপ করে। উহাতে কোন অবলম্বন-স্থান নাই। প্রস্তরপৃষ্ঠস্থল—জলের ন্যায় প্রতয়ীমান হইয়া থাকে; সুতরাং ঐ জলে বীচি অর্থাৎ তরঙ্গ নাই;—এইজন্যই উহাকে 'অবীচি' বলে। উহাতে পতিত হইয়া পাপিগণের শরীর তিল তিল করিয়া বিশীর্ণ হইতে থাকে; কিন্তু একেবারে মৃত্যু হয় না। যমদূতগণ পুনরায় তাহাদিগকে ঐরূপ উচ্চপ্রদেশে উঠাইয়া তথা হইতে ঐ নরকে নিক্ষেপ করে,—এইরূপ নানা যাতনা প্রদান করে ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—নিরবকাশে নিরালম্বে। অবীচি-শব্দার্থমাহ—যত্রেতি। অবীচিমত্তরঙ্গহীনং তত্র ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিরবকাশে'—অবলম্বনশূন্য ('অবীচিমৎ' নামক নরকে নিক্ষেপ করেন)। 'অবীচি'—শব্দের অর্থ বলিতেছেন, 'যত্র' ইত্যাদি, অর্থাৎ যে স্থান প্রস্তর-পৃষ্ঠময়, জলাভাব-বশতঃই

তরঙ্গহীন জলের মত দেখায় বলিয়াই উহার নাম 'অবীচিমৎ' ॥ ২৮ ॥

———

যস্ত্বিহ বৈ বিপ্রো রাজন্যো বৈশ্যো বা সোমপীথস্তৎকলত্রং বা সুরাং ব্রতস্থো বা পিবতি প্রমাদতস্তেষাং নিরয়ং নীতানামুরসি পদাক্রম্যাস্যে বহ্নিনা দ্রবমাণং কার্ষ্ণায়সং নিষিঞ্চন্তি ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—ইহ বৈ যঃ বিপ্রঃ তৎ কলত্রং বা সুরাং পিবতি (অন্যঃ অপি) বা ব্রতস্থঃ (সন্) রাজন্যঃ (ক্ষত্রিয়ঃ) বৈশ্যঃ বা প্রমাদতঃ (অনবধানাৎ) সোমপীথঃ (কৃতসোম-পানঃ ভবতি) নিরয়ং (নরকং) নীতানাং তেষাং উরসি (বক্ষসি) পদা (পাদেন যমদূতাঃ) আক্রম্য আস্যে (মুখে) বহ্নিনা দ্রবমাণম্ (অত্যন্ততাপেন দ্রবীভূতং) কার্ষ্ণায়সং (কার্ষ্ণায়সম্ অয়োবিশেষং) নিষিঞ্চন্তি ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—ইহলোকে যে-ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী সুরা পান করে, কিংবা যে কেহ ব্রতস্থ হইয়া, অথবা যে কোন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য প্রমাদ-বশতঃ সোম পান করে, যমদূতগণ তাহাদিগকে 'অয়ঃপান'-নামক নরকে লইয়া গিয়া পদ দ্বারা তাহাদের বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরে এবং মুখে অত্যন্ত উত্তাপসংযোগে দ্রবীভূত কৃষ্ণবর্ণ লৌহ সেচন করে ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—সোমপীথঃ কৃতসোমপানঃ, বহ্নিনা দ্রবৎ কার্ষ্ণায়সং লোহম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সোমপীথঃ'—যে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যজ্ঞে সোমরস পান করে, 'কার্ষ্ণায়সং'—অগ্নিতপ্ত গলিত লৌহ (তাহার মুখের মধ্যে যমদূতগণ ঢালিতে থাকেন ।) ॥ ২৯ ॥

———

অথ চ যস্ত্বিহ বা আত্মসম্ভাবনেন স্বয়মধমো জন্মতপোবিদ্যাচারবর্ণাশ্রমবতো বরীয়সো ন বহু মন্যেত স মৃতক এব মৃত্বা ক্ষারকর্দ্দমে নিরয়ে অবাক্শিরা নিপাতিতো দুরন্তযাতনা হ্যশ্নুতে ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—অথ চ যঃ তু ইহ বা স্বয়ম্ আত্মসম্ভাবনেন (আত্মনঃ স্বস্য সম্ভাবনেন ঔৎকৃষ্ট্যাপাদনেন মিথ্যাহঙ্কারেণ) জন্মতপোবিদ্যাচারবর্ণাশ্রমবতঃ (জন্মাদিভিঃ) অধমঃ (জনঃ) বরীয়সঃ (গুণাদিভিঃ শ্রেষ্ঠান্ জনান্) ন বহু মন্যেত ; সঃ মৃতকঃ এব (জীবন্মৃতঃ ইব) মৃত্বা (পরলোকে) ক্ষারকর্দ্দমে নিরয়ে (নরকে) অবাক্শিরাঃ (সন্) নিপাতিতঃ দুঃখযাতনাঃ হি অশ্নুতে (লভতে) ॥৩০॥

অনুবাদ—এই সংসারে যে আত্ম-সম্ভাবিত ব্যক্তি নিজে অধম হইয়াও 'আমি বড়' বলিয়া মিথ্যা-অহঙ্কারপূর্ব্বক তদপেক্ষা জন্ম, তপস্যা, বিদ্যা, আচার, বর্ণ ও আশ্রমাদি পদবীতে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বহুমানন করে না, সে ব্যক্তি জীবদ্দশাতেই মৃতাবস্থা হইয়া থাকে, আবার মৃত্যুর পর যমদূতগণ তাহাকে অধোমুণ্ড করিয়া 'ক্ষার-কর্দম'-নামক নরকে নিক্ষেপ করে। তথায় সে অত্যন্ত দুঃখ-যাতনা ভোগ-করিতে থাকে ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মসম্ভাবনেন মিথ্যাহঙ্কারেণ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মসম্ভাবনেন'—মিথ্যা অহঙ্কারের দ্বারা (নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অনাদর করে ।) ॥ ৩০ ॥

———

তে ত্বিহ বৈ পুরুষাঃ পুরুষমেধেন যজন্তে যাশ্চ স্ত্রিয়ো নৃপশূন্ খাদন্তি তাংশ্চ তাশ্চ তে পশব ইব নিহতা যমসদনে যাতয়ন্তো রক্ষোগণাঃ সৌনিকা ইব সুধিতিনাবদায়াসৃক্ পিবন্তি নৃত্যন্তি গায়ন্তি চ হৃষ্যমাণা যথেহ পুরুষাদাঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—যে তু ইহ বৈ পুরুষাঃ পুরুষমেধেন (পুরুষস্য মেধেন হিংসয়া ভৈরবাদীন্) যজন্তে যাঃ চ স্ত্রিয়ঃ তান্ নৃপশূন্ (অশাস্ত্রীয়ান্ নররূপান্ পশূন্) খাদন্তি, তাঃ (স্ত্রিয়ঃ) তে চ (পুরুষাঃ) পশব ইব নিহতাঃ যমসদনে যাতয়ন্তঃ রক্ষোগণাঃ (ভূত্বা) সৌনিকাঃ (ঘাতকাঃ) ইব সুধিতিনা (খড়্গেন) অবদায় (বিদার্য্য) ইহ পুরুষাদাঃ যথা (ইব) অসৃক্ পিবন্তি নৃত্যন্তি হৃষ্যমাণাঃ গায়ন্তি চ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—ইহ-সংসারে যে-সকল পুরুষ হত্যালক্ষণ যজ্ঞ দ্বারা ভৈরব ও ভদ্রকালী প্রভৃতি দেবতার পূজা করিয়া নররূপী পশু ও স্ত্রীগণকে ভক্ষণ করে, মৃত্যুর পর সেই সকল হিংসিত-পশু যমালয়ে রাক্ষস হইয়া সৌনিকের (ঘাতকের) ন্যায় সুতীক্ষ্ণ খড়্গ

দ্বারা তাহাদিগকে বধ করে। ইহলোকে পুরুষ-মেধ-যজ্ঞকারী ব্যক্তি যেমন নররূপী পশুর রক্ত পান করিয়া আনন্দে নৃত্য-গান করিতে থাকে, সেই-সকল হিংসিত পশুও তদ্রূপ পরলোকে হিংসাকারীর রক্ত পান করিয়া আনন্দে নৃত্যগান করিতে থাকে ॥ ৩১ ॥

———

যে ত্বিহ বা অনাগসোঽরণ্যে গ্রামে বা বৈশ্রম্ভকৈরুপস্রিতানুপবিস্রভ্য জিজীবিষূন্ শূলসূত্রাদিষু প্রোতান্ ক্রীড়নকতয়া যাতয়ন্তি তেঽপি চ প্রেত্য যমযাতনাসু শূলাদিষু প্রোতাত্মানঃ ক্ষুৎতৃড়্ভ্যাঞ্চাভিহতাঃ কঙ্কবটাদিভিশ্চেতস্ততস্তিগ্মতুণ্ডৈরাহন্যমানা আত্মশমলং স্মরন্তি ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—যে তু ইহ বা অনাগসঃ (নিরপরাধান্) জিজীবিষূন্ (জীবিতুম্ ইচ্ছুন্) উপশ্রিতান্ (আশ্রিতান্ জন্তূন্) অরণ্যে গ্রামে বা বৈশ্রম্ভকৈঃ (বিশ্বাসোপায়ৈঃ) উপবিস্রভ্য (বিশ্বাস্য) শূলসূত্রাদিষু প্রোতান্ (সংলগ্নান্ কৃত্বা) ক্রীড়নকতয়া যাতয়ন্তি। তে অপি চ প্রেত্য (পরলোকে) যমযাতনাসু শূলাদিষু প্রোতাত্মানঃ (প্রোথিতদেহাঃ) ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং চ অভিহতাঃ (পীড়িতাঃ) তিগ্মতুণ্ডৈঃ (সূচীমুখবৎ তীক্ষ্ণানি তুণ্ডানি মুখানি যেষাং তৈঃ) কঙ্কবটাদিভিঃ ইতস্ততঃ আহন্যমানাঃ (প্রপীড়িতাঃ সন্তঃ) আত্মশমলং (স্বকীয়পাপ-জালং) স্মরন্তি (অনুভবন্তি) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—ইহলোকে যে-সকল নিরপরাধ পশু জীবনরক্ষার্থ ব্যাকুল হইয়া গ্রাম বা অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, সেইসকল নিরীহ প্রাণীকে যাহারা নানাবিধ বিশ্বাসোপায় দ্বারা বিশ্বাস জন্মাইয়া শূল অথবা সূত্রাদিতে বিদ্ধ করে এবং ক্রীড়া-সামগ্রীর ন্যায় ক্রীড়া করিয়া যাতনা দেয়, তাহারা পরলোকে 'শূলপ্রোত'-নামক নরকে নীত হয়; তথায় তাহাদের দেহ শূলাদিতে প্রোথিত হইয়া ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হয়। চারিদিক্ হইতে কঙ্ক ও বট প্রভৃতি তীক্ষ্ণ-চঞ্চু পক্ষী আসিয়া তাহাদিগকে পীড়ন করিতে থাকে। এইরূপে যম-যাতনায় অস্থির হইয়া তাহারা স্বকৃত পাপরাশি স্মরণ করিতে থাকে ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—বৈশ্রম্ভকৈবিশ্বাসোপায়ৈঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৈশ্রম্ভকৈঃ'—বিশ্বাসযোগ্য উপায়সকলের দ্বারা ॥ ৩২ ॥

———

যে ত্বিহ বৈ ভূতানুদ্বেজয়ন্তি নরা উল্বণস্বভাবা যথা দন্দশূকাস্তেঽপি প্রেত্য নরকে দন্দশূকাখ্যে নিপতন্তি যত্র নৃপ দন্দশূকাঃ পঞ্চমুখাঃ সপ্তমুখা উপস্পৃশ্য গ্রসন্তি যথা বিলেশয়ান্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—যে তু নরাঃ ইহ বৈ দন্দশূকাঃ যথা (সর্পাঃ ইব) উল্বণস্বভাবাঃ (ক্রোধপরায়ণাঃ সন্তঃ) ভূতান্ (প্রাণিনঃ) উদ্বেজয়ন্তি (প্রপীড়য়ন্তি) তে অপি প্রেত্য (পরত্র) দন্দ-শূকাখ্যে নরকে নিপতন্তি। (হে) নৃপ, যত্র পঞ্চমুখাঃ সপ্তমুখাঃ চ দন্দশূকাঃ (সর্পাঃ) যথা বিলেশয়ান্ (মূষিকান্ ইব) উপস্পৃশ্য গ্রসন্তি ॥৩৩॥

অনুবাদ—যে সকল মনুষ্য ইহলোকে সর্পাদি খল-স্বভাব প্রাণীর ন্যায় ক্রোধ-পরায়ণ হইয়া প্রাণিগণকে পীড়ন করে, তাহারা পরলোকে 'দন্দশূক'-নামক নরকে পতিত হয়। হে রাজন্, ঐ নরকে পঞ্চমুখ ও সপ্তমুখ দন্দশূকগণ উহাদিগকে মূষিকের ন্যায় ধরিয়া গ্রাস করিতে থাকে ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—বিলেশয়ান্ মূষিকান্ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিলেশয়ান্'—মূষিকের ন্যায় (তাহাদিগকে গ্রাস করে।) ॥ ৩৩ ॥

———

যে ত্বিহ বা অন্ধাবটকুশূলগুহাদিষু ভূতানি নিরুন্ধন্তি তথামুত্র তেম্বেবোপবেশ্য সগরেণ বহ্নিনা ধূমেন নিরুন্ধন্তি ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—যে তু ইহ বা অন্ধাবটকুশূলগুহাদিষু (অন্ধা-বটং নিরুচ্ছ্বাসবিলং কুশূলং ধান্যগর্ত্তম্ আদিশব্দাৎ জলাদি-নিরোধগ্রহণং তেষু) ভূতানি নিরুন্ধন্তি (নিরুধ্য পরিপীড়য়ন্তি) তথা এব অমুত্র তেষু (তথৈব পরলোকে এতেষু অন্ধবটাদিষু নরকেষু) উপবেশ্য (গত্বা) সগরেণ (বিষেণ সহ) বহ্নিনা ধূমেন নিরুন্ধন্তি (নিরুদ্ধা ভবন্তি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—যে সকল লোক ইহলোক প্রাণিগণকে অন্ধকূপে, কুশূল (গোলা বা তুষানল) এবং গুহাদিতে রুদ্ধ করিয়া পরিপীড়ন করে, তাহারা

'অবট-নিরোধন'-নামক নরক প্রাপ্ত হয়। তথায় ঐরূপ অন্ধ-কূপাদিতে বিষমিশ্রিত বহ্নি ও ধূম দ্বারা শ্বাসরোধ-জনিত যন্ত্রণা ভোগ করে ॥ ৩৪ ॥

যস্ত্বিহ বা অতিথীনভ্যাগতান্ বা গৃহপতিরসকৃদুপগতমন্যুর্দিধক্ষুরিব পাপেন চক্ষুষা নিরীক্ষতে তস্য চাপি নিরয়ে পাপদৃষ্টেরক্ষিণী বজ্রতুণ্ডা গৃধ্রকঙ্ককাকবটাদয়ঃ প্রসহ্যোরুবলাদুৎপাটয়ন্তি ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—যে তু ইহ বা অসকৃৎ (বহুবারম্) উপগতমন্যুঃ (সঞ্জাতক্রোধঃ) গৃহপতিঃ পাপেন চক্ষুষা দিধক্ষুঃ ইব (পাপদৃষ্ট্যা দগ্ধুমিচ্ছুরিব) অতিথীন্ অভ্যাগতান্ বা (অতিথয়ঃ অজ্ঞাতপূর্ব্বাঃ অভ্যাগতাঃ জ্ঞাতপূর্ব্বাঃ তান্) নিরীক্ষতে (অবলোকয়তি); নিরয়ে (পরত্র নরকে) তস্য চ অপি পাপদৃষ্টেঃ (জনস্য) অক্ষিণী বজ্রতুণ্ডাঃ গৃধ্রকাকবটাদয়ঃ প্রসহ্য (সহসা) উরুবলাৎ (বলাৎকারেণ) উৎপাটয়ন্তি ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—যে-সকল গৃহপতি ইহলোকে অতিথি অভ্যাগত দেখিলে বারম্বার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে এবং পাপ-কুটিল দৃষ্টি দ্বারা যেন তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হয়, তাহারা 'পর্য্যাবর্ত্তন'-নামক নরকে পতিত হয়, তথায় বজ্রের ন্যায় কঠিন-চঞ্চুবিশিষ্ট গৃধ্র, কাক ও বটাদি পক্ষী ঐ পাপদৃষ্টি ব্যক্তির চক্ষুর্দ্বয় সহসা বলপূর্ব্বক উৎপাটন করে ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—অতিথয়োঽজ্ঞাতপূর্ব্বা অভ্যাগতা জ্ঞাতপূর্ব্বাঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অতিথীন্ অভ্যাগতান্ বা'—অতিথি ও অভ্যাগতগণকে, যাহাদের পূর্ব্ব পরিচয় নাই, তাহারা অতিথি এবং যাহারা পূর্ব্বপরিচিত, তাহারা অভ্যাগত ॥ ৩৫ ॥

যস্ত্বিহ বা আঢ্যাভিমতিরহঙ্কৃতিস্তির্য্যক্প্রেক্ষণঃ সর্ব্বতোঽভিশঙ্কী ব্যয়-বিনাশ-চিন্তয়া পরিশুষ্যমাণ-হৃদয়বদনো নির্ব্বৃতিমনবগতো গ্রহ ইবার্থমভিরক্ষতি, স চাপি প্রেত্য তদুৎপাদনোৎকর্ষণরক্ষণশমলগ্রহঃ সূচী-মুখে নরকে নিপততি। যত্র হ বিত্তগ্রহং পাপপুরুষং ধর্ম্মরাজপুরুষা বায়কা ইব সর্ব্বতোঽঙ্গেষু সূত্রৈঃ পরিবয়ন্তি ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ তু ইহ বা আঢ্যাভিমতিঃ (ধন-গর্ব্বিতঃ অহঙ্কৃতিঃ (শ্রেষ্ঠঃ অহম্ ইতি অভিমানী) তির্য্যক্প্রেক্ষণঃ (তির্য্যক্ প্রেক্ষণং যস্য সঃ) সর্ব্বতঃ অভিশঙ্কী (গুর্ব্বাদেঃ অপি ধনং চোরয়িষ্যন্তি ইতি বিশঙ্কমানঃ) ব্যয়বিনাশচিন্তয়া (ধন-ক্ষয়ভাবনয়া) পরিশুষ্যমাণহৃদয়বদনঃ (পরিশুষ্যমাণং হৃদয়ং বদনঞ্চ যস্য সঃ) নির্ব্বৃতিং (সুখম্) অনবগতঃ (অলভমানঃ সন্) গ্রহঃ ইব (পিশাচঃ ইব) অর্থম্ অভিরক্ষতি। তদুৎ-পাদনোৎ-কর্ষণ-রক্ষণশমলগ্রহঃ (তস্য অর্থস্য উৎপাদনাদিভিঃ শমলং পাপং গৃহ্নাতি ইতি তথা) সঃ চঃ অপি প্রেত্য (পরলোকে) সূচী-মুখে নরকে নিপততি; যত্র হ (সূচীমুখে নরকে) বিত্তগ্রহং (ধনপিশাচং) পাপপুরুষাকৃতিং জনং ধর্ম্মরাজপুরুষাঃ (যমকিঙ্করাঃ) বায়কাঃ ইব (তন্তুবায়াঃ ইব) সর্ব্বতঃ অঙ্গেষু (সর্ব্বাঙ্গেষু) সূত্রৈঃ (তন্তুভিঃ) পরিবয়ন্তি (সূত্রপ্রোতান্ কুর্ব্বন্তি) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি ইহলোক ধনমদে মত্ত হইয়া 'আমি—শ্রেষ্ঠ' এইরূপ অহঙ্কারে বক্রদৃষ্টি হয়, ধনাপহণের আশঙ্কায় গুরুজনের প্রতিও সন্দিগ্ধমনা হয়, ধনক্ষয়-ভাবনায় যাহার হৃদয় ও বদন শুষ্ক হইতে থাকে, সুতরাং সে কোন প্রকারেই শান্তি লাভ করিতে পারে না—পিশাচের ন্যায় অর্থের উপার্জন, বর্দ্ধন ও রক্ষণাদি-বিষয়ে চিত্ত সন্নিবিশ করায় পাপে পরলোকে 'সূচীমুখ'-নামক নরকে নিপতিত হয়। যমদূতগণ তথায় ঐ ধন-পিশাচ পাপীর সর্ব্বাঙ্গে তন্তুবায়ের ন্যায় সূত্র বয়ন করে ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—আঢ্যাভিমতির্ধনগর্ব্বিতঃ। অহঙ্কৃতিরহঙ্কারী সর্ব্বতো গুর্ব্বাদিভ্যোঽপি ধনং মে গ্রহীষ্যন্তীত্যভিশঙ্কী, পরিবয়ন্তি সূত্রপ্রোতান্ কুর্ব্বন্তি ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আঢ্যাভিমতিঃ'—ইত্যাদি, যে ব্যক্তি ধনবলে গর্ব্বিত হইয়া নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া অপরের প্রতি কুটিলভাবে দৃষ্টিপাত করে, ইনি আমার ধন গ্রহণ করিবেন—এইরূপ ধারণায় শ্রীগুরুবর্গের (পূজনীয় জনের) সম্বন্ধেও সর্ব্বদা শঙ্কাগ্রস্ত হয়। 'পরিবয়ন্তি'—যমদূতগণ বস্ত্রবয়ন-

কারী ব্যক্তিগণের ন্যায় সূত্রদ্বারা সেই অর্থলোলুপ পাপীর সর্ব্বাঙ্গ গ্রথিত করেন ॥ ৩৬ ॥

———

এবংবিধা নরকা যমালয়ে সন্তি শতশঃ সহস্রশস্তেষু সর্ব্বেষু চ সর্ব্ব এবাধর্ম্মবর্ত্তিনো যে কেচিদিহোদিতা অনুদিতাশ্চাবনিপতে পর্য্যায়েণ বিশন্তি। তথৈব ধর্ম্মানুবর্ত্তিন ইতরত্র। ইহ তু পুনর্ভবে তে উভয়শেষাভ্যাং নির্ব্বিশন্তি ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অবনিপতে, যমালয়ে এবং বিধাঃ শতশঃ সহস্রশঃ নরকাঃ সন্তি ; তেষু সর্ব্বেষু চ সর্ব্বে এবং অধর্ম্মবর্ত্তিনঃ যে কেচিৎ ইহ উদিতাঃ চ অনুদিতাঃ চ পর্য্যায়েণ (যথাসংখ্যেন) বিশন্তি ; তথা এব ধর্ম্মানুবর্ত্তিনঃ (ধার্ম্মিকাঃ) ইতরত্র (নরকাৎ অন্যত্র স্বর্গাদিপুণ্যস্থানেষু গচ্ছন্তি) তু (কিন্তু) ইহ পুনর্ভবে (পুনর্জ্জন্মনিমিত্তং) তে উভয়শেষাভ্যাম্ (উভয়োঃ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ শেষাভ্যাং) নির্ব্বিশন্তি (আগচ্ছন্তি ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, যমালয়ে এই প্রকার শতসহস্র নরক আছে। যে-সমস্ত অধার্ম্মিকের কথা এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে, কিংবা যাহা হয় নাই, তাহাদের সকলেই পর্য্যায়ক্রমে ঐসকল নরকে প্রবেশ করে। আর যাহারা ধার্ম্মিক, তাহারা স্বর্গাদি পুণ্য-ময় লোকে গমন করে, কিন্তু পাপ বা পুণ্য-শেষ হইতে না হইতেই পুনরায় জন্ম-পরিগ্রহ করিবার জন্য আবার এই পৃথিবীতেই আসিয়া পড়ে ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—ইতরত্র স্বর্গে। ইহ ভারতভূমৌ পুনরপি ধর্ম্মাধর্ম্ময়োর্ভবঃ উৎপত্তির্যতস্তস্মিন্, উভয়য়োঃ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ শেষাভ্যাম্ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইতরত্র'—স্বর্গে (ধার্ম্মিকগণ মৃত্যুর পর স্বর্গে সুখভোগের স্থানসমূহ লাভ করেন)। '**ইহ**'—এই ভারতভূমিতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন, যেহেতু কর্ম্মক্ষেত্র এই ভারতবর্ষই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের উৎপত্তিস্থল। 'উভয়-শেষাভ্যাম্'—উভয় ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফলে যথাক্রমে পুণ্যবান্ ও পাপিগণ স্বর্গ ও নরকভোগের পর অবশিষ্ট পুণ্য ও পাপ লইয়াই ইহ-লোকে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক তদনুরূপ জন্মগ্রহণ করে ॥ ৩৭

———

নিবৃত্তিলক্ষণমার্গ আদাবেব ব্যাখ্যাতঃ। এতাবানেবাণ্ডকোষো যশ্চতুর্দ্দশধা পুরাণেষু বিকল্পিত উদ্গীয়তে। যত্তদ্ভগবতো নারায়ণস্য সাক্ষান্মহাপুরুষস্য স্থবিষ্ঠং রূপমাত্মমায়াগুণময়মনুবর্ণিতমাদৃতঃ পঠতি শৃণোতি শ্রাবয়তি স উপগেয়ং ভগবতঃ পরমাত্মনোঽগ্রাহ্যমপি শ্রদ্ধাভক্তিবিশুদ্ধবুদ্ধির্বেদ ॥৩৮॥

অন্বয়—নিবৃত্তিলক্ষণ-মার্গঃ আদৌ এব ব্যাখ্যাতঃ (বর্ণিতঃ); এতাবান্ এব অণ্ডকোষঃ (ব্রহ্মাণ্ড-কোষঃ) যঃ পুরাণেষু চতুর্দ্দশধা বিকল্পিতঃ উদ্গীয়তে (বর্ণ্যতে) ; যৎ তৎ সাক্ষাৎ মহাপুরুষস্য ভগবতঃ নারায়ণস্য স্থবিষ্ঠং রূপং (স্থূলতমং রূপম্) আত্ম-মায়াগুণময়ং (প্রকৃতিগুণপ্রচুরম্) অনুবর্ণিতম্ ; (তম্) আদৃতঃ (শ্রদ্ধাযুক্তঃ সন্ যঃ) পঠতি শৃণোতি শ্রাবয়তি সঃ শ্রদ্ধাভক্তিবিশুদ্ধবুদ্ধিঃ (শ্রদ্ধাভক্তিভ্যাং বিশুদ্ধা বুদ্ধিঃ যস্য সঃ) ভগবতঃ পরমাত্মনঃ অগ্রাহ্যম্ অপি উপগেয়ম্ (ঔপনিষদং) বেদ (তত্ত্বং জানাতি ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—নিবৃত্তিলক্ষণপন্থা আমি পূর্ব্বেই ব্যাখ্যা করিয়াছি। পুরাণসমূহে ব্রহ্মাণ্ডকোষকে চতুর্দ্দশ প্রকারে কল্পনা করিয়া বর্ণন করে,—উহাই সাক্ষাৎ মহাপুরুষ ভগবান্ নারায়ণের নিজ-মায়া-গুণময় বিরাট্ রূপ বলিয়া অনুবর্ণিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যে ব্যক্তি ভগবানের এই স্থূলরূপ বর্ণনা, পাঠ, শ্রবণ বা অন্যের নিকট কীর্ত্তন করে, শ্রদ্ধা ও ভক্তিযোগে তাহার বুদ্ধি ক্রমশঃ বিশুদ্ধা হয়। তখন সে উপনিষদে যে ভগবানের স্থূলরূপ বর্ণিত আছে, পরমাত্মা শ্রীভগবানের অগ্রাহ্য হইলেও তাহার তত্ত্ব জানিতে পারে ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—আদাবেব দ্বিতীয়-তৃতীয়াদিষু বৈশ্বানরং যাতীত্যাদিভিঃ, উপগেয়মৌপনিষদং রূপং গ্রহীতুমশক্যম্ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আদৌ এব'—নিবৃত্তিমার্গের কথা পূর্ব্বেই অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্কন্ধে 'বৈশ্বানরং যাতি' (২।২।২৪) ইত্যাদির দ্বারা আমি বলিয়াছি। 'উপগেয়ং'—ভগবান্ পরমাত্মার যে স্বরূপ একমাত্র উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে—যাহা সাধারণের বুদ্ধি-গম্য হয় না, (তাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই স্থূলরূপের

পঠন, শ্রবণাদির দ্বারা অবগত হইতে পারা যায়।) ॥ ৩৮ ॥

———

শ্রুত্বা যথা স্থূল-সূক্ষ্ম-রূপং ভগবতো যতিঃ।
স্থূলে নির্জ্জিতমাত্মানং শনৈঃ সূক্ষ্মং ধিয়া নয়েদিতি॥

অন্বয়ঃ—যতিঃ ভগবতঃ (বাসুদেবস্য) স্থূল-সূক্ষ্মরূপং শ্রুত্বা যথা স্থূলে নির্জ্জিতং (বশীকৃতম্) আত্মানং (মনঃ) ধিয়া (বিবেকবুদ্ধ্যা) শনৈঃ (ক্রমেণ) সূক্ষ্মং নয়েৎ (প্রাপয়েৎ) ইতি (এতদেব দেবস্য ভগবতঃ স্থূলরূপবর্ণন-কারণম্ ইতি ফলিতার্থঃ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—নিবৃত্তিপন্থী যতি ভগবানের স্থূল ও সূক্ষ্মরূপের বিষয় শ্রবণপূর্ব্বক প্রথমতঃ স্থূলরূপের চিন্তাদ্বারা মনকে বশীভূত করে, পরে বুদ্ধিদ্বারা ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মস্বরূপে অর্থাৎ তাঁহার ভক্ত্যেক-গম্যরূপে স্থাপিত করে অর্থাৎ ভক্তিযোগ অবলম্বন করে ॥৩৯॥

বিশ্বনাথ—যথা যথাবৎ স্থূলে রূপে নির্জ্জিতং বশীকৃতমাত্মানং মনঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যথা স্থূলে নির্জ্জিতমাত্মানং' —ইত্যাদি, যতিগণ যথাযথভাবে স্থূলরূপের চিন্তায় চিত্তকে জয় করিয়া (বুদ্ধিসহকারে উহাকে ধীরে ধীরে সূক্ষ্মতত্ত্বে প্রবেশ করাইবেন।) ॥ ৩৯ ॥

———

ভূদ্বীপবর্ষসরিদদ্রিনভঃ সমুদ্র-
পাতালদিঙ্নরকভাগণলোকসংস্থা।
গীতা ময়া তব নৃপাদ্ভুতমীশ্বরস্য
স্থূলং বপুঃ সকলজীবনিকায়ধাম ॥ ৪০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে নরকবর্ণনং নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(হে নৃপ, ভূদ্বীপবর্ষসরিদদ্রিনভঃ সমুদ্র-পাতালদিঙ্নরকভাগণলোকসংস্থা ময়া (শ্রীশুকদেবেন) তব (সমীপে) গীতা (সম্যক্ কীর্ত্তিতা); ঈশ্বরস্য সকলজীবনিকায়ধাম (সকলানাং জীবনিকায়ানাং ধাম আশ্রয়ভূতং) স্থূলং বপুঃ (স্থূলশরীরম্) অদ্ভুতং (বিদ্ধি) ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-পঞ্চম-স্কন্ধে ষড়্‌বিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ

অনুবাদ—হে রাজন্, আমি (শুকদেব) তোমার নিকট এই যে পৃথিবী, দ্বীপ, বর্ষ, নদী, পর্ব্বত, আকাশ, সমুদ্র, পাতাল, দিক্, নরক ও নক্ষত্রমণ্ডল প্রভৃতি লোকসংস্থান বর্ণন করিলাম,—ইহাই ভগবানের নিখিলপ্রাণীর আশ্রয়ীভূত পরম অদ্ভুত স্থূলশরীর ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীভাগবতপঞ্চম-স্কন্ধে ষড়্‌বিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষড়্‌বিংশঃ পঞ্চমে স্কন্ধে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
সহিষ্ণুতা-দিব্যসুধাপ্রবাহান্ সাধূন্ সমাকর্ণ্য জিজীবিষামি। স্বধার্ষ্ট্যদুর্ব্বার-ভুজঙ্গদষ্টস্যাহো গতির্মে কথমন্যথা স্যাৎ ॥

পঞ্চমস্কন্ধ-টীকা শ্রীরাধাকৃষ্ণসরস্তটে।
কৃষ্ণষষ্ঠ্যামপূরীয়ং ফাল্গুনভৌমবাসরে ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবত-পঞ্চমস্কন্ধে ষড়্‌বিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার পঞ্চম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সহিষ্ণুতার দিব্যসুধাপ্রবাহরূপ সাধুগণকে সমাশ্রয় করিয়াই জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। অন্যথা নিজ ধৃষ্টতারূপ দুর্ব্বার সর্পের দ্বারা দষ্ট আমার কি প্রকারে গতি হইবে ?

শ্রীরাধা ও শ্যামকুণ্ডের তটে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় ষষ্ঠী তিথিতে মঙ্গলবারে এই পঞ্চম স্কন্ধের টীকা সম্পূর্ণ হইল ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫।২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের
মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি, সমাপ্ত।

পঞ্চম স্কন্ধের পরিশিষ্ট-তথ্য

শাস্ত্রকারগণ ভগবানের অসংখ্য অবতারশ্রেণীকে দুই-ভাগে বিভাগ করিয়াছেন ;—প্রাভব ও বৈভব। শাস্ত্রদৃষ্টিতে প্রাভব দুই প্রকার—চিরস্থায়ী ও অতি-বিস্তৃত কীর্ত্তিশূন্য। এই স্কন্ধে ৩য় – ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে যে ঋষভদেবের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তিনি—অতি-বিস্তৃত কীর্ত্তিশূন্য এবং দ্বিতীয়প্রকার প্রাভবাবতার-দিগের অন্যতম। ভাঃ ১।৩।১৩ শ্লোকে ইঁহার বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"অষ্টমে মেরুদেব্যান্ত নাভের্জাত উরুক্রমঃ।
দর্শয়ন্ বর্ত্ম ধীরাণাং সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃতম্ ॥"

অর্থাৎ অষ্টম-অবতারে ঋষভ-নামক বিষ্ণু-জ্ঞানিদিগকে সর্ব্বাশ্রমপূজ্য পারমহংস্য-পন্থা দেখাইয়া আগ্নীধ্র-পুত্র নাভি হইতে তৎপত্নী মেরুদেবীর গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

ঋষভ-দেব—ভগবান্ বিষ্ণু হইতে অভিন্ন এবং তাঁহার দেহ 'অপ্রাকৃত' ও 'সচ্চিদানন্দময়' বলিয়া সিদ্ধান্তিত হওয়ায় তাঁহাতে পুরীষ-পরিত্যাগ প্রভৃতি হেয়াংশের প্রতীতি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? তদুত্তরে বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু তৎকৃত 'সিদ্ধান্তরত্নে'র ১ম পাদে ৬৫-৬৮ অনুচ্ছেদে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

ঋষভ-দেবে যে হেয়াংশ কথিত হইয়াছে, তাহা—অজ্ঞব্যক্তির যেরূপ প্রতীতি হইয়াছিল, তাহারই বর্ণনা-মাত্র ; কেননা, তাঁহার চিন্ময়-দেহে তাদৃশ হেয়াংশ অসম্ভব হয়। এই স্কন্ধে (ভাঃ ৫।৬।১১) "দেব-মায়া-বিমোহিতাঃ" এই শব্দের দ্বারা অজ্ঞ-প্রতীতি স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছেন। আবার, (ভাঃ ৫।৫।১৯) "ইদং শরীরং মম দুর্ব্বিভাব্যম্" অর্থাৎ 'আমার এই মনুষ্যশরীর—অবিতর্ক্য' এই উক্তদ্বারা স্বয়ং ঋষভ-দেবও তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ; বিশেষতঃ তৎসেবক সিদ্ধ-জীবেরই যখন হেয়াংশ-যোগের অভাব কথিত হইয়াছে, তখন তাঁহার সম্বন্ধে ত' কথাই নাই। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—"যে ভগবদ্ভক্তগণ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-দ্বারা জগজ্জনের চিত্তমল ধ্বংস করেন, যাঁহারা—মলমূত্রাদি-রহিত, তাঁহারাই 'পুণ্যশ্লোক' বলিয়া কথিত হন।

আবার ভাঃ ৫।৫।৩২-৩৩ গদ্যে ঋষভ-দেব নিজ পুরীষাদি হেয়বস্তুসকলকেও যে উপাদেয়রূপে জানাইয়াছিলেন, তাহা অসদাচারিদিগের কদাচারের পোষকতা-সম্পাদনের জন্যই বুঝিতে হইবে ; তাহা না হইলে অর্হৎগণ তাঁহাকে স্বধর্ম্মোপদেষ্টা জানিয়া তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিত না। ভগবান্ ঋষভ-দেব যে অধর্ম্মকে পৃষ্ঠদেশে রাখিলেন, বৈদিক-আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ উহাকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া গ্রহণ করিল। শ্রীল শুকদেব বলিয়াছেন যে, ঋষভ-দেবের চরিত্র শ্রবণ করিয়া 'কোঙ্ক', 'বেঙ্ক' ও 'কুটক'-দেশের রাজা 'অর্হৎ' কলিযুগে অধর্ম্ম-মার্গ অর্থাৎ বেদ-বহির্ভূত চিহ্নধারী পাষণ্ড-সম্প্রদায়-পদ্ধতি স্থাপন করিবেন। এই জন্যই ভগবানের নিজমায়া-দ্বারা তৎস্বরূপের অন্যরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। ইহাতে পরম স্বতন্ত্র ভগবানে বৈষম্য-দোষও ঘটিতেছে না ; কেননা, শ্রীভগবান্—স্বরূপতঃ শুদ্ধচিন্ময় অথচ তটস্থ-স্বভাব জীবকে তাহার স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার-ফলে তৎকৃত কর্ম্মানুসারেই ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

এইরূপ ভগবানের চিন্ময়-দেহে হেয়াংশের অভাব বুঝাইয়া দিয়া "দাবানলস্তদ্বনমালেলিহানঃ সহ তেন দদাহ" (ভাঃ ৫।৬।৮) অর্থাৎ 'তাঁহার দেহের সঙ্গে ভীষণ দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া সমগ্র কাননকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল'—এই অংশের সঙ্গতি করিতেছেন। উক্ত বাক্যের অর্থ অন্যরূপ, যথা—'তেন সহ'—এস্থলে 'কর্ত্তৃসাহিত্যে তৃতীয়া' অর্থাৎ কর্ত্তা দাবানল ঋষভ-দেবকে সহায় করিয়াই বনকে দগ্ধ করিয়াছিল। ইহা-দ্বারা কেবলমাত্র দাবানলই বন দগ্ধ করে নাই, পরন্তু ঋষভদেবও করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে দাবানল কেবলমাত্র বনই দগ্ধ করিয়াছিল, আর ঋষভ-দেব বনবাসিদিগের অবিদ্যাকে দগ্ধ করিয়াছিলেন। (ভাঃ ৫।৫।২৮) "ঋষভ-দেব পুত্রদিগকে উপদেশ দিয়া পারমহংস্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন"—এইরূপ যে উক্তি দেখা যায়, তাহাতে তদ্ধর্ম্মের কেবলমাত্র অনুকরণই দেখা যায় এবং তাঁহার দেহত্যাগ-প্রকারও—যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাও—তৎসেবকদিগের দেহাসক্তি পরিত্যাগ করাইবার জন্যই জানিতে হইবে। অষ্টমস্কন্ধে যে ঋষভ-দেবের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তিনি—এই ঋষভ-দেব হইতে ভিন্ন।

ইতি শ্রীভাগবতে-পঞ্চমস্কন্ধে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ে গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।